পল ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, চাবিটা বাজিয়া গিয়াছে, বলিল—"আমি এখন কাযে বাহির হই মিষ্টার বোস্, রাত্রি আটটার সময় ফিরিব। টা-টা ডিয়ার।"—বলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া টুপী ও ব্যাগ লইয়া, সেই ঠিকা গাড়ীতে গিয়া সে আরোহণ করিল। ঝড়াঝং ছড়াঝং করিতে করিতে গাড়ী ডাকবাঙ্গলার ফটক পার হইয়া গেল।

সুনী বলিল—"আর এক পেয়ালা চা আপনাকে দিই ?"

বিজয় বলিল—"আবার আপনাকে কষ্ট—দেব ? আমি ঢেলে নিচ্ছি।"—বলিয়া বিজয় চা-দানীর হ্যাণ্ডেল ধরিল।

"আহা—সরুন না।"—বলিয়া সুনী বিজয়ের হাতখানি ঠেলিয়া দিয়া চা ঢালিতে প্রবৃত্ত হইল।

বিজয় বলিল—"আপনি আর এক পেয়ালা নিন্!"

"না। বেশী চা আমার সহ্য হয় না।"

বিজয় চা পান করিতে লাগিল ; ইতিমধ্যে সুন্দর সিং মোটর আনিয়া বারান্দার সিঁড়ির নিম্নে দাঁড়াইল। সুনী সে দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল —"এ গাড়ী আপনি কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছেন সঙ্গে ক'রে ?"

"হ্যাঁ।"

"অনেক ভাড়া লেগেছে ত ?"

"তা, লেগেছে বৈ কি ?"

"আচ্ছা, আপনি যখন এখান থেকে রাজপুতনায় যাবেন, সেখানেও গাড়ী নিয়ে যাবেন ?"

"যেতেই হবে, নৈলে বেড়াব কেমন ক'রে ? ও দিকে ত বেশী রেল-টেল নেই !"

চা পান শেষ করিয়া বিজয় উঠিয়া দাঁড়াইল। সুনী বলিল—"বেরুচ্ছেন ? কখন্ ফিরবেন ?"

বিজয় বলিল—"সন্ধ্যের পরেই ফিরব। আপনি কি কোথাও বেরুবেন না কি ?—না, এখানেই থাকবেন ?"

সুনী একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আমি ? আমি আর কোথা যাব ? এখানেই থাকব।"

বিজয় বলিল—"আপনার স্বামী ত বেশী সময় বাইরেই থাকেন। আপনার একলা কাটে কি ক'রে ?"

সুনী বলিল—"কি করি বলুন ? কি উপায় আছে আমার ? ছ'মাস ত এই রকম ক'রে কাটলো।"

বিজয় বলিল—"ছ'মাস আপনি এই রকম ডাকবাঙ্গলায় ডাকবাঙ্গলায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন ?"

সুনী বলিল—"বেড়াচ্ছিই ত ! ছ'মাস বি[illegible] হয়েছে—ছ'মাসই এই রকমে কেটেছে।"

"ব'সে ব'সে আপনি কি করেন ?"

"দু চারখানা বই আছে, তাই ওলট-পালট ক'[illegible] পড়ি। সময় সময় একলাটি প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, ক[illegible] পায়। না কোথাও যেতে পাই, না কিছু দেখ[illegible] পাই ! এই ত জব্বলপুরে ছ'দিন রয়েছি—এখ[illegible] কত কি আছে দেখবার। কিছু কি দেখেছি ? [illegible] না। দেখা, বেড়ান চুলোয় যাক্—একটা মনি[illegible] নেই যে দু দণ্ড কথা কই—অর্থাৎ বাঙ্গালা ক[illegible] আপনি এসেছেন, আপনার সঙ্গে আজ দুটো বাঙ্গ[illegible] কথা কয়ে বেঁচেছি।"

বিজয় হাসিয়া বলিল—"আপনার স্বামী বাঙ্গালা শিখিয়ে নেন না কেন ?"

"হুঃ—আপনার যেমন কথা ! শেখালেই সবাই শিখতে পারে !"—বলিয়া অদূরস্থিত [illegible] বদ্ধ তৃণচর্ব্বণরত একটি গোরুর পানে চাহিয়া র[illegible]

বিজয় পকেট হইতে চুরুট বাহির করিতে[illegible] চুরুট ধরাইয়া বলিল—"এখন আসি তবে ?"

সুনী বলিল—"আপনার কাছে [illegible]টই নেই[illegible]

বিজয় আগ্রহের সহিত বলিল—"বই আ[illegible] কি, এনে দেব আপনাকে ? ইংরেজি না বাঙ্গা[illegible] পড়বেন ?"

সুনী বলিল—"বাঙ্গালা থাকে ত তাই দিন। [illegible]কাতা ছেড়ে অবধি বাঙ্গালা বই পড়িনি।"

বিজয় নিজ কামরায় গিয়া খানকতক [illegible] মাসিক পত্র এবং পুস্তক আনিয়া সুনীর [illegible] টেবিলে রাখিল।

সুনীর চোখে যেন কৃতজ্ঞতা উছলিয়া [illegible] একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল—"উঃ, অনেক ! এখন আমার ক'দিনের খোরাক হ'[illegible]

"পড়ুন ব'সে ব'সে। আমি তবে এখন [illegible] —বলিয়া বিজয় গিয়া তাহার মোটরে উঠিল।

প্রথমে কিছুক্ষণ সহরে, তাহার পর মাঠে বিজয় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইল। সারাপথ কেবলই মনে হইতে লাগিল, "আহা, মেয়ে[illegible] কষ্ট !" কখনও বা তাহার মনে হইতে লাগি[illegible] লোক থাকতে ঐ পলকেই বিয়ে করলে কেন কি পাত্র ছিল না দেশে ? একটি বেশ [illegible] লেখাপড়া-জানা বাঙ্গালী খৃষ্টানের সঙ্গে [illegible] হলেই মানাত বেশ। বাস্তবিকই এ Beau[illegible] the Beast এরই—বানরের গলায় মুক্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

রাত্রি আটটার সময় বিজয় বাড়ী ফিরিল। টেবিলের উপর তাহার চিঠি লিখিবার চামড়ার কেসটির পানে চাহিয়াই মনে পড়িয়া গেল, ঐ যাঃ, স্ত্রীর জন্য গোল্ডষ্টোনের ব্রোচ আজ বাজার হইতে কিনিয়া আনিবার কথা তাহাকে পত্রে যে লিখিয়াছিল, সেটা ত আনে নাই—ভুল হইয়া গিয়াছে!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিজয়ের দ্বিধা।

সে রাত্রে বিজয় আর খানা-কামরায় গেল না। পোষাক ছাড়িয়া, রাত্রি-বসন পরিয়া, নিজ কক্ষে বসিয়াই সান্ধ্যভোজন সমাধা করিল।

ভোজনান্তে, আরাম-কেদারায় লম্বমান হইয়া বিজয় সিগারেট টানিতেছিল, খানসামা টেবিল সাফ করিতে আসিল। বিজয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"ও কামরার সাহেব মেমসাহেবের খানা শেষ হইয়া গেল না কি?"

খানসামা বলিল—"মেমসাহেব খানা খাইয়াছেন।"

"আর সাহেব?"

খানসামা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া, পরে বিজয়ের দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে বলিল—"সাহেব এখন ঘুমাইতেছেন, তাঁহার খানা ঢাকা দিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।"

খানসামা চলিয়া গেলে বিজয়ের বেহারা নিকটে আসিয়া মনিবের দিকে গ্রীবা বাড়াইয়া চুপি চুপি বলিল—"হুজুর, পল সাহেব মাতাল হয়ে এসেছে।"

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"কি ক'রে জান্‌লি তুই?"

"সাহেব গাড়ী থেকে নাম্‌তে গিয়ে দড়াম ক'রে প'ড়ে গেল। কোচম্যান তখন কোচবাক্স থেকে নেমে সাহেবকে ওঠালে। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তাতে আমাতে ধরাধরি ক'রে সাহেবকে তার ঘরে নিয়ে গেলাম। বিছানায় শোয়াচ্ছিলাম, মেমসাহেব বল্লে নীচে নীচে। মেঝের উপর শুইয়ে দিলাম।"

বিজয় বলিল—"একেবারে অজ্ঞান না কি?"

"না, একটু একটু কথা কচ্ছিল। বল্‌ছিল ড্যাম ড্যাম।"

"মেমসাহেব কি বল্লে?"

"তখন মেমসাহেব কিছু বলেনি হুজুর। তার পর, খানা খেতে ব'সে মেমসাহেব কাঁদছিল।"

"কাঁদছিল? তুই কি ক'রে দেখলি?"

"খানসামা তখন ওখানে ছিল, আমি হুজুরের খানা আন্‌তে বল্‌বার জন্যে গিয়েছিলাম। শুধু আজ নয় হুজুর। শুন্‌লাম, আমাদের আস্‌বার আগে আর দুদিন সাহেব মাতাল হয়ে এসেছিল। এক দিন মেমসাহেবকে এক চড় মেরে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল পর্য্যন্ত!"

ইহা শুনিয়া বিজয়ের শরীর রাগে জ্বলিতে লাগিল। মনে মনে সে বলিতে লাগিল—"উঃ—কি জানোয়ার!—কি জানোয়ার!"

বেহারা চলিয়া গেল, বিজয় অনেকক্ষণ সেই আরাম-কেদারায় সেই ভাবেই পড়িয়া রহিল। রাত্রি যখন এগারোটা বাজিল, তখন উঠিয়া আলো নিবাইয়া শয়ন করিতে গেল। বিছানায় প্রবেশ করিবার জন্য মশারি তুলিয়াছিল, আবার মশারি ফেলিয়া দ্বার খুলিয়া বাহিরে বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল।

শুক্লা দশমীর চাঁদ তখন গগনের মধ্যভাগে আরোহণ করিয়াছে। বারান্দার সম্মুখস্থ খোলা জমিটুকুর সবুজ-রং জ্যোৎস্নালোকে কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছে। হাতার বাহিরে রাজপথ এখন জনশূন্য শকটশূন্য—তাহার উভয় পার্শ্বস্থিত ঘনসন্নিবদ্ধ বৃক্ষগুলি মৃদু বাতাসে সর্ সর্ কাঁপিতেছে।

বিজয় পল সাহেবের কক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। উভয় কবাটের উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত সমস্ত খড়খড়িগুলি খোলা রহিয়াছে, জ্যোৎস্নালোকে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া গেল। বিজয় কল্পনা করিতে চেষ্টা করিল, কক্ষটির অভ্যন্তরভাগের অবস্থা এখন কিরূপ। সেই জানোয়ারটা মেঝের উপর পড়িয়া মদের ঝোঁকে ঘুমাইতেছে; আর তার স্ত্রী বিছানায় পড়িয়া এখনও জাগিয়া আছে, কি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কে জানে!—কোনও শব্দ কিন্তু পাওয়া যাইতেছে না।

বিজয় পকেট হইতে সিগারেট-কেস বাহির করিয়া একটা সিগারেট ধরাইল। নিজ কক্ষ ও পার্শ্বের জনহীন কক্ষটির সম্মুখভাগস্থ বারান্দাটুকুতে ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে করিতে ধূমপান করিতে লাগিল—আর ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিল, মেয়েটির মন্দ ভাগ্যের কথা। বয়স এমন কিছু বেশী না, এই আঠারো কি উনিশ!—সাত-তাড়াতাড়ি এই জানোয়ারটাকে বিবাহ করিবার কি এমন তার প্রয়োজন ছিল! হিন্দুঘরের মেয়ে নয় যে বিবাহ না হইলে জাতি যাইবে; মূর্খ নয়, অন্তঃপুরিকা নয় যে, পরের গলগ্রহ হইতে হইবে। তবে এমন কায সে

হতে গেল কেন? কি যাদুমন্ত্রবলে ঐ জানোয়ার হাকে ভুলাইল?

ভাবিতে ভাবিতে ইতিমধ্যে দুই তিনবার বিজয়ের দারেট নিবিয়া গিয়াছিল। শেষবার সেটি ধরাইয়া, শেষে দগ্ধ করিয়া, বিজয় শয়ন করিতে গেল।

পরদিন বেলা ১১টার সময় প্রাতরাশের জন্য বিজয় না-কামরায় প্রবেশ করিয়া, পল-দম্পতীকে দেখিতে হইল না। অথচ তিনজনের জন্যই টেবিল সজ্জিত হইয়াছে লক্ষ্য করিল। ক্ষণপরেই বাহিরে পদ-নি হইল। তাহারা উভয়ে আসিয়া প্রবেশ করিই বিজয় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পলের স্ত্রীর কে চাহিয়া দেশীয় প্রথায় 'নমস্কার' অভিবাদন রিল। পলও যুগ্মকরে ললাট স্পর্শ করিয়া বলিল—মুস্কা মোহাশে, নমুস্কা।—দেখুন, আমিও এখন তে বাঙ্গালা আদব-কায়দা অনুসারে চলিব।"—লিয়া তাহার শুভ্র দন্তপংক্তি বিস্তার করিয়া হাসিতে গিল।

বিজয় লক্ষ্য করিল, সুশীর মুখখানি আজ বিমর্ষ, াখ দুইটি যেন ছলছল করিতেছে। খায়—আবার অন্যমনা হইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকে। এক ময় পল জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার মাথা ধরাটা কটু সারিল?"

সুশী বলিল—"এখনও একেবারে সারে নাই।"

বিজয় বলিল—"আপনার মাথা ধরিয়াছে!—বশী কষ্ট হইতেছে না কি?"

পল বলিল—"কল্য রাত্রে ইঁহার ভাল ঘুম হয় াই—যে গরম! তাই সকালবেলা খুব মাথা রিয়াছিল।"

বিজয় মনে মনে বলিল, "তোমার আর সাফাই াইতে হবে না। কি জন্যে যে মাথা ধরেছে, তা আমি বিলক্ষণ জানি!"—প্রকাশ্যে বলিল—"এখনও ক কষ্ট হইতেছে?"

সুশী বলিল—"না, কষ্ট বেশী নাই। এখন অনেকটা কমিয়াছে।" পল বলিতে লাগিল—"উঁহার শরীর চারি দুর্ব্বল কি না। স্বাস্থ্যরক্ষার যে সকল নিয়ম আছে, তাহার একটিও ত প্রতিপালন করিবেন না! চব্বিশ ঘণ্টা ডাকবাঙ্গলার ঘরটিতে বসিয়া আছেন! দিনের মধ্যে অন্ততঃ দুই এক ঘণ্টা মুক্তবায়ু সেবন না করিলে স্বাস্থ্য কখনও ভাল থাকে? নিজের দোষে কষ্ট পান, লোকে কি করিবে বলুন!"

সুশী বলিল—"আমার ত সবই দোষ! আমি কোথায় গিয়া মুক্তবায়ু সেবন করিব? তুমি কি কোথাও আমাকে লইয়া যাও? অপরিচিত স্থানে আমি কি একলা কোথাও যাইতে পারি? আমার ভয় করে না?"

শুনিয়া পল হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—"শুনিলেন মহাশয়, ভয়ে উনি কোথাও বেড়াইতে যাইতে পারেন না! ভয় কিসের? বনও নয়, জঙ্গলও নয় যে, বাঘে ভালুকে খাইয়া ফেলিবে। এত বড় সহর, সর্ব্বত্র পুলিসের দ্বারা সুরক্ষিত, দিনের বেলা বেড়াইতে ভয়টা কি শুনি? আসল কথা আলস্য। ডাকবাঙ্গলায় বসিয়া বসিয়া নভেল পড়িতেই ভাল লাগে, উঠিয়া হাঁটিয়া কোথাও যাওয়া আসা, কিছু দেখা শুনা, পোষায় না।"

সুশী বলিল—"আলস্য বৈ কি! কোথাও যাইতে, কিছু দেখিতে শুনিতে ইচ্ছা করে না বৈ কি!"

আহার শেষ হইলে পল খানসামাকে ডাকিয়া এক জন পাখা-কুলীর বন্দোবস্ত করিল। স্ত্রীকে বলিল—"কা'ল সারারাত তোমার ঘুম হয় নাই—চারিদিকের দ্বার-জানালা বন্ধ করিয়া অন্ধকারে পাখার নীচে শুইয়া একটু ঘুমাও—তোমার মাথা ধরা সারিয়া যাইবে।" বলিয়া স্ত্রীকে শয়ন করিতে পাঠাইয়া, একখানা উপন্যাস হস্তে বারান্দায় আরাম-কেদারায় পল লম্বমান হইল। বিজয় নিজ-কক্ষে গিয়া স্ত্রীকে দৈনিক পত্রখানি লিখিতে বসিল।

বেলা চারিটার সময় খানসামা খবর দিল—"হুজুর, বারান্দায় চা দিয়াছি।"

বিজয় বাহির হইয়া দেখিল, পূর্ব্বদিনের মত পল-দম্পতি চায়ের টেবিলের নিকট উপবিষ্ট। বিজয় নিকটে গিয়া সুশীকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার মাথাধরা সারিয়াছে মিসেস্ পল?"

"হাঁ, এখন আর কিছু নাই।"

"তাহা হইলে, আপনার স্বামী ত চিকিৎসক—ঘুমের ব্যবস্থাটা বেশ ফলদায়ক হইয়াছে।"

পল বলিল—"ঘুমের মত ঔষধ কি আর আ

সুশী বিজয়কে চা ঢালিয়া দিল। গল্প-মধ্যে চা-পান চলিতে লাগিল। ক্রমে বিজয়ের মোটর গাড়ীখানি আসিয়া বারান্দার নিম্নে দাঁড়াইল।

পল সেখানির প্রতি চাহিয়া বলিল—"আপনার বেশ গাড়ীখানি। আচ্ছা, কত দ্রুত উহা দৌড়িতে পারে?"

"এখানাকে ঘণ্টায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ মাইল পর্য্যন্ত দৌড় করাইয়াছি।"

পল হাসিতে হাসিতে বলিল—"আপনার গাড়ীতে আমাদের একদিন বেড়াইতে লইয়া যাইবেন মিষ্টার বোস্?"

বিজয় বলিল—"আহ্লাদের সহিত। কবে যাইবেন বলুন।"

"রবিবার অবধি আপনি আছেন ত?"

"হাঁ, আছি বৈ কি।"

"তবে রবিবারে যাওয়া যাইবে। রবিবারে আমি কাযে বাহির হই না—নিজকে ছুটি দিয়া থাকি। ঐ দিন আমরা দুই জনে আপনার সঙ্গে বেড়াইতে যাইব। কেমন সুশী?"

সুশী বলিল—"বেশ ত।"

পল ঘড়ি খুলিয়া বলিল—"চারিটা বাজিয়া কুড়ি মিনিট। আমি তবে এখন উঠি। আজ আপনি কোন্ দিকে বেড়াইতে যাইবেন মিষ্টার বোস্?"

"তাহা কিছু ঠিক করি নাই। সহরের বাহিরে কোনও একটা রাস্তা ধরিয়া, খানিক হাওয়া খাইয়া আসিব আর কি।"

পল দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"আচ্ছা সুশী, তুমি এক কাজ কর না কেন?"

সুশী স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল,—"কি?"

তুমিও কেন মিষ্টার বোসের সঙ্গে একটু বেড়াইয়া এস না। মাঠের তাজা হাওয়ায় তোমার শরীরের উপকার হইবে। অবশ্য, মিষ্টার বোসের যদি কোনও অসুবিধা না হয়।" বলিয়া পল, বিজয়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিজয় এই প্রস্তাবে নিজেকে একটু বিপন্ন বোধ করিল অন্যের যুবতী স্ত্রী, তাহাকে একা লইয়া হাওয়া খাইতে যাওয়া—সে কি কথা! অথচ অস্বীকার করাও ইংরাজি হিসাবে নিতান্ত বর্ব্বরোচিত হইয়া পড়ে। এক মুহূর্ত্ত-কাল মনের মধ্যে এই চিন্তা করিয়া লইয়া ভদ্রতার খাতিরে সে বলিতে বাধ্যই হইল—"তা বেশ ত! চলুন না—আমার কিছুমাত্র অসুবিধা নাই।"

সুশী একবার স্বামীর মুখপানে, একবার বিজয়ের মুখপানে চাহিয়া বলিল,—"যাইব? বেশী দেরী হইবে না ত?"

বিজয় একবার ভাবিল, বলে, "তা দেরী একটু হইবে বৈ কি।" বলিলে সুশী হয় ত যাইতে চাহিবে না, ভালই হইবে। আবার ভাবিল, ও কথা বলিলে, প্রকারান্তরে সঙ্গে লইতে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়, অসৌজন্য প্রকাশ পায়। সুতরাং বলিল—"দেরী হইবে কেন? যখন ফিরিতে বলিবেন, তখনই ফেরা যাইবে; নিজেদের হাতের মধ্যেই ত।"

সুশী স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল—"তুমি চলিয়া যাইতেছ—আমিও থাকিব না—জিনিষপত্তর?"

পল বলিল—"দরজায় তালা লাগাইয়া যাইও। তার পর বোস সাহেবের বেয়ারা রহিল; আর কি বা আমাদের আছে যে চোরে লইবে! যাও, একটু হাওয়া খাইয়া এস, শরীরটা সুস্থ হইবে।" বলিয়া পল তাহার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। পাঁচ মিনিট পরে ব্যাগ প্রভৃতি হাতে করিয়া বাহির হইয়া বলিল—"টা-টা ডিয়ার। বেশ লক্ষীটি হইয়া থাকিও, মিষ্টার বোস্‌কে বিরক্ত করিও না।"

সুশী বলিল—"আমি কচি খুকী কি না!"

"নাঃ—তুমি ভারি প্রবীণা"—বলিয়া পল হাসিতে হাসিতে বারান্দা হইতে নামিয়া নিম্ববৃক্ষতলস্থ ছক্কড় গাড়ীর দিকে চলিল।

পলের গাড়ী ফটক হইতে বাহির হইয়া গেলে সুশী বলিল—"আচ্ছা, আমাকে সঙ্গে নিতে আপনার একটু আপত্তি আছে, না?"—আজ সুশী ইতিপূর্ব্বে আর বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করে নাই।

বিজয় বলিল—"কেন বলুন দেখি মিসেস পল?"

"তাই জিজ্ঞাসা করছি!"

"কেন? এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন, তাই বলুন না।"

সুশী মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল—"উনি যখন প্রথম কথাটা পাড়িলেন, তখন আপনার মুখখানি যেন—কেমন একটু"—বলিয়া সুশী চুপ করিল।

বিজয় বলিল—"কেমন একটু—কি?"

সুশী বলিল—"যেন বিরক্ত বিরক্ত।"

বিজয় ইহার কি উত্তর দিবে, মনে মনে তাহা ঠিক করিতে লাগিল। সুশী বলিয়া উঠিল—"না—সত্যি—যদি আপনার মনে কিছুমাত্র সঙ্কোচ কি দ্বিধা থাকে—তা হ'লে আমায় নিয়ে যাবেন না। বারোমাসই ত আমার এই দশা, একদিন একটু তাজা হাওয়া খেয়ে আমার শরীরের আর কি উপকার হবে?"

বিজয় সুশীর মুখপানে চাহিয়া দেখিল, দেখিয়া তাহার বড় মায়া হইল। বলিল—"না না মিসেস্ পল—কি আশ্চর্য্য! আমি বিরক্ত হব কেন? আর, আপনাকে একঘণ্টা বেড়িয়ে নিয়ে আস্‌ব, তাতে সঙ্কোচই বা কি, দ্বিধাই বা কিসের? দিন, আর এক পেয়ালা চা দিন, খেয়ে বেরোনো যাক্।"

সুশী চা ঢালিয়া দিল। বিজয় পান করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল—"সুশী কিন্তু ধরেছে ঠিক। আশ্চর্য্য স্ত্রীলোকের চক্ষু!"

বিজয়ের চা-পান শেষ হইলে সুশী বলিল,—"জুতোটা বদ্‌লে আসি?"

বিজয় সুশীর চরণযুগলের পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"কেন, এ জুতো কি অপরাধ করলে?"

"যদি কোথাও বেড়াতে টেঁড়াতে হয়; এ ড়াটা ভারি পাতলা কি না!"

বিজয় বলিল—"বান্, বদ্‌লে আসুন। বেশী দেরী বেন না।"

"না, দেরী কেন হবে? জুতা বদলাব বৈ ত নয়!"

বিজয় বলিল—"মেয়েদের ত জানি!"

"সত্যি না কি?"—বলিয়া সুশী হাসিতে হাসিতে ঠিয়া গেল।

বিজয়ও নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া, বেশে আবশ্যক টু আধটু সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল। দর্পণসম্মুখে ড়াইয়া, নূতন কয়েকটা নেকটাই পরীক্ষা করিতে রিতে ভাবিল—"কাজটা কি রকম হচ্ছে, কিছুই ঝতে পারছি নে। ওর স্বামীটাও সঙ্গে গেলেই ভাল ত। কি মুস্কিলেই আমাকে ফেলে গেল হতভাগা! ল বিপদ! একজন অনাত্মীয়া যুবতী মেয়েকে াড়ীতে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া, সঙ্গে আর কেউ ই—বড়রাণী শুন্‌লে কি মনে কর্‌বে, কে জানে!"

বেশবেশ সংস্কারান্তে বিজয় বাহিরে আসিয়া খিল, সুশী প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মাথাটি লাইয়া দুলাইয়া সে বলিল—"হুঁ হুঁ, কার দেরি হ'ল শাই? ভারি যে বলা হচ্ছিল তখন!"

"আপনারই জিৎ—আসুন!"—বলিয়া বিজয় রান্দা হইতে নামিয়া, বাহুধারণে সুশীকে গাড়ীতে ঠিতে সাহায্য করিয়া, পশ্চাৎ স্বয়ং আরোহণ করিয়া হার পার্শ্বে উপবেশন করিল সুন্দর সিং গাড়ী াকাইয়া দিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বায়ুসেবন।

গাড়ী যতক্ষণ সহরের মধ্যে ছিল, ততক্ষণ একটু একটু রৌদ্র ছিল, সহরের বাহির হইয়া খোলা মাঠে পড়িতেই রৌদ্রটুকু নিবিয়া গেল। এতক্ষণ সুশী প্রায় চুপচাপ করিয়াই ছিল, এইবার উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিয়া উঠিল—"খাসা হাওয়াটি লাগছে। আঃ—প্রাণটা যেন বাঁচলো!"

বিজয় বলিল—"আরও হাওয়া চান?"

বিস্মিত সরল চক্ষু দুইটি বিজয়ের পানে স্থাপন করিয়া সুশী বলিল—"কি ক'রে?"

"মাথার উপর থেকে এই হুডটা নামিয়ে দিলেই।"

সুশী বলিল—"ওঃ! বেশ ত, তাই দিন না!"

বিজয় বলিল—"হাওয়া বেশী হ'লে আপনার চুলগুলি উড়ে যাবে কিন্তু।"

সুশী ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"উড়ে যাবে কি বল্‌ছেন? উড়ে যাবে কেন - ওঃ—আপনি বুঝি ভেবেছেন, আমার এ পরচুল? তাই উড়ে যাবে বল্‌ছেন?"

বিজয় অবশ্য সে ভাবে কথাটা বলে নাই। কিন্তু সুশীর কথায় তাহার দুষ্টবুদ্ধি আসিল। বলিল—"মেয়েদের কার চুল নিজের, কার চুল পরের, কিছু ত বলা যায় না! গানেই ত রয়েছে—

I know the colour of her hair
And the shop where she bought it.

—তাই মনে কর্‌লাম, আগে থেকে সাবধান ক'রে দেওয়া ভাল।"

সুশী কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল—"কি ভয়ানক লোক আপনি! না—না—এ আমার নিজের চুল—সত্যি বল্‌ছি মিষ্টার বোস। এই দেখুন"—বলিয়া সুশী তাহার গৌরবর্ণ ললাটের উপরিস্থিত কয়েকটি অলকগুচ্ছ ধরিয়া টানিয়া টানিয়া দেখাইতে লাগিল

বিজয় হাসিয়া বলিল—"কি ছেলেমানুষ আপনি! আমি কি সেই সন্দেহ করেছি?—বেশী হাওয়ায় আপনার অমন সাজানো চুলগুলি উড়ে উড়ে উস্কোখুস্কো হয়ে যেতে পারে, তাই বলছি।"

সুশীর মন হইতে রোষ ও বিরক্তির ভাব অপসৃত হইয়া গেল। প্রফুল্ল মুখে বলিল—"তাই বলুন!—তা হাওয়ায় চুল উড়লেই বা! হুড নামিয়ে দিক।"

প্রভুর আদেশে সুন্দর সিং গাড়ী থামাইল [illegible] নামাইয়া দিল। গাড়ী আবার চলিতে আরম্ভ [illegible] সুশী বলিল—"বাহ্—বাহ্—এই বেশ।"

মোটর ছুটিতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ছুটিবার পর, সম্মুখে কিয়দ্দূরে একখানি গ্রাম দেখা যাইতে লাগিল। প্রথমে একটি সুবিস্তৃত আম্রবন—তাহার এক পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়। পাহাড় ছাড়াইয়া কিয়দ্দূরে গ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। দিবাবসানে বহু পক্ষী আসিয়া আমগাছগুলিতে বসিতেছে। মোটরের শব্দকে ডুবাইয়া তাহাদের কলগীতি কর্ণে আসিয়া পৌঁছিতেছে।

সুশী বলিল—"আচ্ছা, এইখানে একটু নেমে বেড়ালে হয় না? খাসা জায়গাটি।"

"বেড়াবেন?—আচ্ছা চলুন। এই—সুন্দর সিং,—রোকো।"

গাড়ী থামিল। নামিয়া, সুশীকে [illegible] বিজয় সেই আম্রবনে প্রবেশ করিল। পাখীরা [illegible]দের দেখিয়া, কিচমিচ্ করিতে করিতে বৃক্ষ হইতে [illegible]রে উড়িয়া বসিতে লাগিল। রাশি রাশি শুষ্ক[illegible] জমির উপর পড়িয়া রহিয়াছে—উভয়ের পদতলে পিষ্ট হইয়া মচ্‌মচ্ শব্দ হইতেছে।

সুশী বলিল—"চলুন, ঐ পাহাড়টা দেখে আসি।"

উভয়ে পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইল। পাহাড়ে অনেকগুলি রাখাল গোরু চরাইতেছিল, গোরু লইয়া তাহারা নামিয়া গ্রামাভিমুখে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে একজন রাখাল-বালক নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র বলিয়া উঠিল—"সেলাম সাহেব, সেলাম মেমসাহেব।"

বিজয় দেখিল, সুশীর গণ্ডযুগল হঠাৎ রক্তিমাভা ধারণ করিল। পরক্ষণেই সে কিন্তু সামলাইয়া লইয়া রাখাল-বালককে জিজ্ঞাসা করিল—"পাহাড়মে বাঘ হায়?"

রাখালবালক বলিল—"নেহি মেমসাহেব, হিঁয়া কাঁহাসে বাঘ আওয়েগা?"

"ভালু?"

"ভালুভি নেহি হায় হুজুর।"—বলিয়া সে নিজ গোরুগুলিকে হাঁকাইয়া লইয়া চলিল।

বিজয় বলিল—"এত ছোট পাহাড়ে কি আর বাঘ-ভালুক থাকে?"

সুশী বিজয়ের পানে চাহিয়া বলিল—"আচ্ছা, বাঘভালুক এখানে থাকে না কেন?"

বিজয় এই প্রশ্নে মনে আমোদ অনুভব করিয়া বলিল—"তারা হ'ল বড় বড় জানোয়ার। এ রকম সামান্য পাহাড়-টাহাড় তাহাদের পছন্দই হয় না।"

বলিতে বলিতে উভয়ে পাহাড়ের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিল। তখনও রাখালগণ গোরু লইয়া পাহাড় হইতে নামিতেছে।

বিজয় বলিল—"আসুন মিসেস্ পল, পাহাড়ে খানিক ওঠা যাক্—পারবেন কি?"

"হ্যাঁ, কেন পারব না? আমি ছেলেবেলায় ত পাহাড়ে কত উঠেছি।"

"কোথায়?"

হাজারীবাগে। সেখানে আমার কাকা মিশনরি ছিলেন কি না। মিশন হাউসের কাছেই পাহাড় ছিল, আমরা সব তাইতে উঠে খেলা করতাম।"

বিজয় বলিল—"চলুন, আমরাও উঠে খেলা করি।"

সুশী শুনিয়া হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল—"আমাদের বুঝি খেলা করবার বয়স আছে?"

বিজয় বলিল—"বয়স নেই কেন? আপনার কত বয়স হয়েছে?"

"আমার বয়স [illegible]আঠারো বছর।"

বিজয় বলিল—"মোটে আঠার বচ্ছর? আরে ছি ছি! আপনি অতি ছেলেমানুষ। তবে আর আপনাকে—'আপনি' বলব না, মিসেস্ পলও বলব না।"

"তবে আমায় কি বলবেন? আমার নাম ত আপনি জানেন না!"—বলিয়া সুশী বিজয়ের পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

বিজয় বলিল—"আপনার নাম সুশীলা।"

সুশী মাথাটি দুলাইয়া বলিল—"সুশীলা! হা হা, সুশীলা বৈকি। না গো মশাই, আমার নাম সুশীলা নয়—সুশীলা নয়। লোকে আমায় সুশী সুশী ব'লে ডাকে, তাই বুঝি আপনি মনে করেছেন সুশীলা?"

"আপনার নাম সুশীলা নয়? কি তবে?"

"আদর ক'রে লোকে আমায় Susie ব'লে ডাকে বটে, কিন্তু আমার আসল নাম হচ্ছে Susanna—বাইবেলের নাম।"

বিজয় বলিল—"না, আপনার নাম Susanna নয়; ছাই জানেন আপনি। আপনার নাম সুশীলা।"

চলিতে চলিতে সুশী হঠাৎ থামিয়া গেল। বিজয়ের প্রতি বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"আমি ছাই জানি! আমার নাম আমি জানিনে, আপনি জানেন! —ভারি অদ্ভুত লোক ত আপনি! আমার নাম সুশীলা আপনাকে কে বল্লে শুনি?"

বিজয় বলিল—"চলুন চলুন—পাহাড়ে ওঠা যাক্। উপরে উঠে তর্ক করা যাবে।"

দুইজনে ধীরে ধীরে পাহাড়ে উঠিতে লাগিল। রাখালেরা যেখান দিয়া নামিয়া আসে, সেখানে পথের মত হইয়া গিয়াছে। প্রায় শত ফুট সেই পাকদণ্ডী ধরিয়া উঠিয়া সুশী থামিল; বলিল—"আর কত দূর উঠবেন?"

বিজয় বলিল—"কষ্ট হচ্ছে?"

সুশী হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল—"না, কষ্ট হয়'ন। পা বড্ড ভেরে গেছে।"

"উঃ—আপনি ভারি হাঁফিয়ে পড়েছেন যে!"

"আপনিও ত হাঁফাচ্ছেন"—বলিয়া সুশী হাসিতে লাগিল

দুইজনে কিয়ৎক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া বিশ্রাম করিল বামদিকে কিয়দ্দূরে বসিবার উপযুক্ত বৃহদাকার এক প্রস্তরখণ্ড দেখা যাইতেছিল। বিজয় বলিল—"যাবেন, ঐ পাথরখানায় গিয়ে বসবেন?"

সুশী বলিল—"চলুন না।"

"ভারি উঁচু নীচু জায়গা—যেতে পারবেন? ভয় করবে না ত?"

"আপনি সঙ্গে রয়েছেন, ভয় কি আমার?"

পাকদণ্ডী ছাড়িয়া, উচ্চনীচ পর্ব্বতগাত্র দিয়া সাবধানে ধীরে ধীরে দুইজনে সেই প্রস্তরখণ্ড লক্ষ্য করিয়া চলিল। মাঝে মাঝে বিজয় সুশীকে হাত ধরিয়া সাহায্য না করিলে সে বোধ হয়, পড়িয়া আঘাত পাইত। যাহা হউক, কষ্টে সৃষ্টে উভয়ে যথাস্থানে পৌঁছিল।

বিজয় নিজ রুমাল দিয়া, পাথরখানার উপর হইতে ধুলা ঝাড়িয়া ফেলিল। উপবেশন করিয়া প্রায় দুই মিনিট কাল কেহই কথা কহিতে পারিল না—হাঁফাইতে লাগিল।

নিম্নে সেই সুবিস্তৃত আম্রবন। গাছের শাখাগুলি বায়ুভরে দুলিতেছে। আম্রবনের প্রান্তে রাজপথটি একখানি কোরা থানের মত পড়িয়া আছে। সুস্নিগ্ধশীতল সমীরণ শীঘ্রই উভয়ের শ্রম হরণ করিয়া লইল।

সুশী বলিল—"কৈ—আমরা বেশী দূর ত উঠিনি। এইটুকু উঠতেই এত কষ্ট!"

বিজয় বলিল—"কিন্তু কষ্ট দূর হয়ে গেল। কি মিষ্টি হাওয়াটি!"

"চমৎকার! কালো জমির উপর শাদা শাদা গোরুগুলি কেমন দেখাচ্ছে দেখুন!"

"আর কত ছোট দেখাচ্ছে—যেন ভেড়া কি ছাগল!"

সূর্য্য অস্তমিত হইলে পশ্চিম-গগনে এখনও বর্ণলীলা চলিতেছিল। সেখানে মেঘবালকগণ ছুটাছুটি করিয়া যেন ফাগ খেলিয়া বেড়াইতেছিল। সুশী মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিতে লাগিল—"দেখুন দেখুন, মিষ্টার বোস, কি চমৎকার দেখাচ্ছে!"

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল শিলাসনে বসিয়া উভয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করিল। ক্রমে দিবালোক ক্ষীণ হইয়া আসিলে বিজয় বলিল—"চলুন এবার ওঠা যাক্। অন্ধকার হ'লে পাহাড় থেকে নামা মুস্কিল হবে।"

অতি সাবধানে, সুশীর বাহু ধারণ করিয়া, বিজয় তাহাকে পাকদণ্ডী পর্য্যন্ত আনিল। পাকদণ্ডী দিয়া সুশী বিনা সাহায্যেই নামিতে পারিল।

প্রায়ান্ধকার আম্রবনের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে সুশী বলিল—"সে কথাটা ত বল্লেন না?"

"কি কথা?"

"আমার নাম সুশীলা আপনাকে কে বল্লে?"

বিজয় হাসিয়া বলিল—"কেউ বলে নি। Susanna হ'ল কিম্ভুতে একটা বিদেশী নাম, আপনাকে কি মানায়? সুশীলা নামটি হ'লে বেশ মানায়।"

"আমার Susanna নাম আপনার পছন্দ নয়। সুশীলা নামই আপনার পছন্দ?"

"হ্যাঁ।"

"তা হ'লে আপনি আমায় সুশীলা বলেই ডাকবেন।"

"আপনি রাগ করবেন না?"

"না, রাগ করব কেন?"

"আপনার স্বামী যদি রাগ করেন?"

সুশী নীরব হইয়া রহিল।

কিয়দ্দূর গিয়া বিজয় বলিল—"কি ভাবছেন?"

সুশী দাঁড়াইয়া বলিল—"দেখুন, দেখুন, গাছের ফাঁক দিয়ে কেমন চাঁদ দেখা যাচ্ছে। চাঁদ কখন্ উঠলো?"

বিজয় বলিল,—"চাঁদ ত আকাশেই ছিল, শুক্লপক্ষ কি না।"

আম্রবন হইতে বাহির হইতেই, চারিদিকে জ্যোৎস্না-বিকাশ দেখা গেল। সুশী বলিল—"যখন আমরা পাহাড় থেকে নামলাম, তখন একটুও জ্যোৎস্না ছিল না—এরই মধ্যে কখন্ জ্যোৎস্না আরম্ভ হ'ল বলুন দেখি?"

বিজয় বলিল—"সেই, যখন আপনি আমার দেওয়া সুশীলা নাম স্বীকার ক'রে নিলেন, তখনই বোধ হয়।"

সুশী আর কিছু বলিল না। নীরবে বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া মোটরে আরোহণ করিল।

সারাপথ সুশী বড় একটা কথাবার্ত্তা কহিল না। গাড়ী ক্রমে সহরে আসিয়া প্রবেশ করিল। বিজয় বলিল—"আপনি এমন চুপচাপ রয়েছেন যে, বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, না?"

সুশী বলিল—"এত হাঁটা ত অনেক দিন অভ্যাস ছিল না। তায় আবার পাহাড়ে ওঠা!"

ক্রমে গাড়ী ডাকবাঙ্গলার রাস্তায় আসিয়া পড়িল, দূর হইতে ফটকটি দেখা যাইতে লাগিল। সুশী হঠাৎ বলিল—"দেখুন, একটি কথা আপনাকে বলব?"

"কি বলুন?"

"আপনি আমায় মিসেস্ পল বলেই ডাকবেন, কেমন?"

বিজয় বলিল—"আচ্ছা বেশ, তাই হবে।"

গাড়ী ডাকবাঙ্গলায় প্রবেশ করিয়া সিঁড়ির নিকট

দাঁড়াইল। বারান্দায় উঠিয়া বিজয় বলিল—"আপনার স্বামী ত এখনও ফেরেন নি দেখছি, মিসেস পল।"

"যখন হয় আসবে এখন" ... নিজ কামরায় গিয়া প্র...

...য় পরিচ্ছেদ

বিজয়ে...
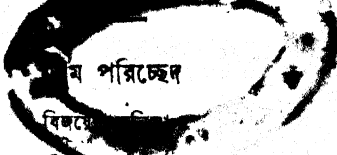
আজ রাত্রেও বিজয় সাধারণ ভোজনকক্ষে গেল না; পোষাক ছাড়িয়া রাত্রিবসনে অঙ্গ ঢাকিয়া, নিজ কক্ষে বসিয়াই সান্ধ্যভোজন সমাধা করিল।

আহারান্তে, বারান্দায় আরাম-কেদারাখানা বাহির করাইয়া, তাহাতে লম্বমান হইয়া বিজয় সিগারেট ফুঁকিতে লাগিল। আজ একাদশী তিথি। বাহিরে জ্যোৎস্না টকটক্ করিতেছে। সেই জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া বিজয় আজ বৈকাল ও সন্ধ্যার ঘটনাগুলি মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল।

বেড়াইয়া ফিরিয়া অবধি মনটা তাহার বড় ভাল ছিল না। কেবলই মনে হইতেছিল, "আমি এই যে কাযটি করলাম, তা কি ভাল হ'ল?—বোধ হয় ভাল হয়নি। বকু শুনলে কি মনে করবে কে জানে!"—এক একবার অবশ্য ইহাও মনে হইয়াছিল, "কেন, এমন অন্যায়টাই বা কি হয়েছে? যারা আবাল্য হিন্দুসমাজের গণ্ডীবদ্ধ সংস্কারের মধ্যে পালিত, তাদের চোখে হয় ত এটা ঠিক শোভন না হ'তে পারে;—কিন্তু যাদের মধ্যে অবরোধপ্রথা নেই, তাদের মধ্যে এটা ত নিত্য ঘটনারই সামিল, মনে কোনও পাপ না থাকলেই হ'ল।"

এখন নিস্তব্ধ রাত্রে, সন্ধ্যার ঘটনাগুলি স্মরণ করিয়া বিজয়ের মন কিছুতেই শান্তি মানিতেছিল না। সে ভাবিতে লাগিল—"কাযটা বোধ হয় ভাল হ'ল না। আমি যদি বুড়ো-হাবড়া হতাম, কিংবা স্থূলী প্রবীণা গৃহিণী হ'ত, তা হ'লে অন্য কথা ছিল। কিন্তু আমার বয়স এখনও ত্রিশ পার হয় নি—ওর বয়স আঠারো। বকু শুনলে কখনই এটা সমর্থন করবে না। ওরা অবশ্য খৃষ্টান, পাশ্চাত্য নীতিরই অনুসরণ করে। সে হিসেবে এ কার্য্য বিশেষ দোষাবহ না হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু আমি যে সমাজে জন্মেছি, যেখানে এত বড় হয়েছি, সে সমাজের চক্ষে এটা নিন্দনীয় ব্যাপার সন্দেহ নেই। বকু যদি এখানে থাকত, তা হ'লে কি এ ব্যাপার আজ ঘটতে পারত? সে এখন শুনলে কি মনে করবে কে জানে? কা'ল যখন তাকে চিঠি লিখব—এ কথাও লিখতে হবে না কি?—লিখবই ত, গোপন করব কেন? আচ্ছা, যদি লিখি, 'গতকল্য বৈকালে চা পান করিয়া সেই জীবনবীমা সাহেবের মেমকে কারে লইয়া বেড়াইতে গিয়াছিলাম। গতরাত্রে সারারাত ঘুম না হওয়ায় আজ সারাদিন তাহার মাথা ধরিয়াছিল। মাঠের হাওয়ায় কিছুক্ষণ বেড়াইলে তাহার মাথা ধরাটা সারিতে পারে, এই ভাবিয়া তাহার স্বামী তাহাকে বেড়াইয়া আনিতে বলিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, সে বাঙ্গালীর মেয়ে। দেখিতে বেশ সুশ্রী, বয়স আঠারো বৎসর। সহর হইতে প্রায় পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে একটি ক্ষুদ্র পাহাড় আছে, সেই পাহাড়ে গিয়া দুইজনে বসিয়া রহিলাম। পাহাড় হইতে নামিয়া যখন আবার কারে উঠিলাম, তখন বেশ জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। বেড়াইয়া ফিরিবার সময় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহার মাথা ধরা অনেকটা সারিয়া গিয়াছে।'—এই রকম যদি লিখি, তবে কি হয়? বকুর মনটা কি আহ্লাদে নেচে উঠবে? সে কি বলবে, 'বাহ্ বাহ্, আমার স্বামী কি পরোপকারী! ভাগ্যিস্ তাকে কারে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন, নইলে ত বেচারীর মাথা ধরাটা সার্‌ত না!' বকু কি এই কথা বলবে, না বলবে—"

বকু কি বলিবে, তাহা বিজয় কল্পনা করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সফল হইল না। তবে এই সিদ্ধান্তে সে উপনীত হইল যে, অবশ্য মূর্খ সঙ্কীর্ণমনা স্ত্রীলোকের ন্যায় অভদ্রোচিত কোনরূপ সংশয় মনে সে স্থান দিবে না; কিন্তু কথাটা শুনিতে তাহার ভাল লাগিবে না, মনখানি ম্রিয়মাণ হইবে—ইহা নিশ্চিত।

একজন বিজয় তখন মনের মধ্যে দুইজন হইল। একজন বলিয়া উঠিল—"এ তোমার অন্যায় কথা। বকুর মনখানি ম্রিয়মাণ হয়ে যাবে কেন?"

অপর বিজয় উত্তর করিল—"আচ্ছা, তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ব্যাপারটা একবার উল্টো ক'রে দেখ না কেন ধর, তোমার স্ত্রী যেন হাওয়া বদলাতে তাঁর বাপ-মার সঙ্গে পুরী বা ওয়াল্টেয়ারে গিয়েছেন। সেখান থেকে তিনি যদি তোমায় চিঠি লেখেন—'কয়েকদিন হইতে আমাদের বাড়ীর পাশে একটি ভদ্রলোক আসিয়া বাস করিতেছেন। তিনি যুবাবয়স্ক এবং দেখিতে বেশ সুশ্রী; অতি সদালাপী ও কাব্যরসিক। তিনি প্রত্যহই আমাদের বাড়ী আসেন এবং বৈকালে সমুদ্রের দিকের বারান্দায় বসিয়া আমাদের সহিত চা পান করেন। গতকল্য বৈকালে আমাকে তাঁহার কারে কটকের পথে

অনেকদূর বেড়াইতে লইয়া গিয়াছিলেন।' তা হ'লে তোমার মনটি কেমন হয় বল দেখি ?"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি বারোটা বাজিল। বিজয় অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেট ফেলিয়া দিয়া, শয়ন করিতে গেল। পাখাকুলী উপস্থিত ছিল। বারান্দার উপর প্যাক-বাক্সটির উপর বসিয়া সে পাখা টানিতে প্রবৃত্ত হইল।

শয়ন করিয়া, প্রায় একঘণ্টা আধঘুম আধজাগা অবস্থায় কাটিল। তাহার পর বিজয়ের চক্ষু হইতে ঘুম ছুটিয়া গেল। জানালার খোলা খড়খড়ির ফাঁক দিয়া চারি পাঁচ সারি চন্দ্রালোক প্রবেশ করিয়া বিজয়ের মশারির উপর পড়িয়াছে, যেন চারি পাঁচটি জ্যোৎস্নাবালিকা তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছে; বলিতেছে, "এস এস, উঠে এস—এই কি ঘুমাবার সময় ?"

বিজয় উঠিল। দ্বার খুলিয়া বারান্দায় বাহির হইল। পাখাকুলীকে বলিল, "হাম আভি এক ঘণ্টা হিঁয়া বৈঠেঙ্গে—তুম তবতক্ থোড়া শো লেও।"

"জি আচ্ছা"—বলিয়া পাখাকুলী পাখার দড়ি রাখিয়া, ধীরে ধীরে বারান্দার প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল। মাথা হইতে নিজের পাগড়ী খুলিয়া, তাহাই বারান্দায় বিছাইয়া সে শয়ন করিল।

আরাম-কেদারাখানা সেখানেই পড়িয়া ছিল। বিজয় কেদারায় বসিয়া সিগারেট ধরাইয়া, জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া আবার চিন্তামগ্ন হইল।

সে ভাবিতে লাগিল—"বকু আস্তে চেয়েছিল, তাকে আনলেই বেশ হ'ত। নাই বা এ ডাকবাঙ্গলায় উঠ্তাম। বামুন, ঝি, চাকর সঙ্গে নিতাম; যেখানে যেখানে যাব, লছমন বেয়ারাকে আগে পাঠিয়ে দিয়ে পাঁচ সাত দিনের জন্যে এক একটা বাড়ী ভাড়া করলেই হ'ত।"

পিপাসা বোধ হইতেছিল। কেদারার বাজুতে জ্বলন্ত সিগারেটটি সাবধানে রাখিয়া, কামরায় প্রবেশ করিয়া সোরাই হইতে জল ঢালিয়া বিজয় পান করিল। রুমাল দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া কেদারার নিকট দাঁড়াইল। সহসা বারান্দার অপর প্রান্তে, সুশীদের কামরার দিকে তাহার নজর পড়িল। দুই দরজাই বন্ধ, খড়খড়িগুলি খোলা রহিয়াছে। কিন্তু পাখাকুলী ত কৈ পাখা টানিতেছে না! এই গরমে দ্বার বন্ধ করিয়া, বিনা পাখায় কেহ কি ঘুমাইতে পারে!—তবে পল যে বলিয়াছিল, রাত্রির জন্তও পাখাকুলীর বন্দোবস্ত সে করিয়াছে! সব জুয়াবাজি না কি ?—সুশীলা বোধ হয় ঘুমাইতে পারিতেছে না, ছটফট্ করিতেছে—কা'ল সকালে আবার তাহার তেমনি মাথা ধরিবে।

মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া, বিজয় চেয়ারে বসিল। বসিবার সময় সিগারেট নীচে পড়িয়া গেল, বিজয় সেটিকে অত্যাবশ্যক বলের সহিত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, একটি নূতন সিগারেট ধরাইল। মনে মনে বলিল—"হতভাগা স্বামীর হাতে প'ড়ে আহা বেচারীর কি কষ্ট! আবার কা'ল মাথা ধরবে।"

সিগারেট টানিতে টানিতে বিজয়ের ইচ্ছা হইল, তাহার পাখাকুলীকে ঐ কামরায় পাখা টানিতে আদেশ করে। এত রাত্রে কি আর অন্য কুলী পাওয়া যাইবে ? ভাবিল—"আমি ঘুমাব কি ক'রে ? আমি না হয় এই চেয়ারে বসেই কাটিয়ে দেব। আমি পুরুষমানুষ, আমি পারি। সে ত আর এই রাত্রে বারান্দায় এসে প'ড়ে থাক্তে পারে না!"—এইরূপ ভাবিয়া বিজয় ডাকিল—"কুলী—এই কুলী!"

বারান্দার প্রান্তে শয়ান কুলী সেই মাত্র 'খইনি' মুখে দিয়া চক্ষু দুইটি বুজিয়াছিল। সহসা ডাক শুনিয়া "হুজুর" বলিয়া উঠিয়া বসিল। বিছানা গুটাইয়া তাড়াতাড়ি মাথায় তাহা জড়াইতে আরম্ভ করিল।

সে নিকটে আসিলে বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"দুসরা কোই কুলী হ্যায়—উধর, পল সাহেবকা কামরেকে ওয়াস্তে ?"

কুলী বলিল—"উস্ কামরেকা কুলী তো থা হুজুর। চার বাজে উস্কো ছুট্টি হো গিয়া।"

"আভি—ইঁহা—ঔর কোই নেহি হ্যায় ?"

"নেহি হুজুর—আভি তো কোই নেহি হ্যায়। পহলেসে হুকুম হোনেসে—"

"আচ্ছা যাও—তুম উসি কামরেকা পঙ্খা খিঁচো।"

কুলী কয়েক মুহূর্ত্তকাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া স্খলিত বচনে বলিল—"উও সাহেব তো—মজুরী দেনেমে—বড়া গড়বড় করতে হ্যায় হুজুর।"

"হামসে মজুরী লেনা।"

"বহুৎ আচ্ছা হুজুর"—বলিয়া কুলী তাহার বসিবার প্যাক-বাক্স তুলিয়া লইয়া পল সাহেবের কামরার দিকে গেল। পাখা টানিবার দড়ি বাহিরেই ঝুলিতেছিল।

বিজয় কিয়ৎক্ষণ পরে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, কুলী ঠিক টানিতেছে। ভাবিল—"বেটা আবার ঘুমিয়ে না পড়ে। টানা পাখার নীচে শোয়ার দোষই এই—যাই পাখা বন্ধ হ'ল, অমনি ঘুমটি ভেঙ্গে

গেলা কলকাতায় বিদ্যুতের পাখা হয়ে কি সুবিধাই হয়েছে!"

নিজগৃহের কথা বিজয়ের মনে পড়িল। ভাবিল— "বকুরাণী এতক্ষণ কি করছে? সেই ঘরখানিতে সেই বিছানাটির উপর, খুকীকে কোলে নিয়ে ঘুমুচ্চে। পাশে টেবিলে থার্ম্মোফ্ল্যাস্কে খুকীর দুধ গরম আছে। রাত্রি দুটোর পর ঘুম ভেঙ্গে খুকী যখন কাঁদতে থাকবে, বকু উঠে তাকে দুধ খাইয়ে দেবে। ঘুম সহজে ভাঙ্গবে কি?—বকুর যে ঘুম! আগে সে বল্‌ত—'আমার এমনি ঘুম, গায়ের উপর দিয়ে হাতী চ'লে গেলেও আমি জানতে পারিনে।'—মা হয়ে অবধি তার ঘুম কতকটা সজাগ হয়েছে বটে। আর, পাশের ঘরে ঝি শুয়ে আছে, খুকীর কান্না শুনে বকুর ঘুম না ভাঙ্গে, ঝি এসে তাকে জাগিয়ে দেবে এখন।—কা'ল বকুকে চিঠি লেখবার সময়, এই সব কথা লিখতে হবে। লিখব—'কা'ল রাত্রি একটার সময়, আমার ঘুম না হওয়ায় বাহিরে বারান্দায় ঈজি-চেয়ারে পড়িয়া পড়িয়া আমি তোমার কথা ভাবিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম—এতক্ষণ তুমি সেই ঘরে সেই বিছানাটিতে শুইয়া আছ।"

হঠাৎ বিজয়ের চিন্তাস্রোত বাধাপ্রাপ্ত হইল। সে ভাবিল—"এ সব কথা ত লিখব। পাখাকুলীর ব্যাপারটাও ত চিঠিতে লিখতে হবে! বিকালে একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়া, তার পর এই এত রাত্রে নিজের অসুবিধা ক'রে সুশীলার জন্যে পাখাকুলী পাঠানর ব্যাপার চিঠিতে প'ড়ে সে কোনও রকম ভুল ধারণা ক'রে বসবে না ত!—সে যদি মনে করে —'ও মা গো!—এত দরদ!'—আর ত কিছু নয়, বেচারী বড় কষ্টে আছে, তাই মায়া হয়! বকু কিন্তু ভুল না বুঝলেই বাঁচি।"

ক্রমে ঢং করিয়া একটা বাজিল। অল্প অল্প করিয়া আকাশে মেঘের সঞ্চার হইল, তাহাতে জ্যোৎস্না একটু ম্লান হইয়া গেল। মৃদু মৃদু বাতাস বহিতে লাগিল। আরাম-কেদারায় পড়িয়া বিজয় চক্ষু মুদ্রিত করিল।

এক ঘণ্টার উপর চেয়ারে সেইভাবে সে পড়িয়া রহিল, কিন্তু তাহার নিদ্রা আসিল না। পূর্ব্বের সে সকল চিন্তাই ভিন্ন আকারে নানা বিভিন্নভাবে তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল।

এক ঘণ্টা পরে বিজয় চক্ষু খুলিয়া দেখিল, মেঘ তখন বেশী হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমে বায়ুর বেগ বাড়িল। ক্রমে তাহা ঝড়ে পরিণত হইল। তাহার কামরার খোলা দরজাগুলা দমাদম্ শব্দে আছাড় খাইতে লাগিল। বিজয় উঠিয়া তাড়াতাড়ি দরজাগুলা বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দিল। বারান্দায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পবনের সেই নৈশনৃত্য দেখিতে লাগিল। জ্যোৎস্না তখন অদৃশ্য, মেঘে কি ধূলায় বলা যায় না।

প্রায় পনের কুড়ি মিনিটকাল এইরূপ ঝড়ের পর, তাহার বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল। ঝড় থামিবার সঙ্গে সঙ্গে টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। বিজয় গিয়া আরাম-কেদারাখানা দেওয়ালের দিকে সরাইয়া আনিয়া তাহাতে বসিল। গরম তখন অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, মসীবর্ণ আকাশে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিতেছে, বিজয় চেয়ারখানাতে পড়িয়া আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। ভাবিতে লাগিল, এই যে ঝড় হইয়া গেল, বৃষ্টি পড়িতেছে, সুশীলা কিছু জানিতে পারিতেছে কি না কে জানে! কা'ল দেখা হইলে জিজ্ঞাসা করিব।

দুইটা সিগারেট ভস্ম করিয়া বিজয় উঠিয়া শয়ন করিতে গেল। কিন্তু তাহার গা মাথা ধূলায় বুজিয়া গিয়াছে। গোসলখানায় গিয়া, হাতে মুখে সাবান দিয়া তোয়ালে লইয়া যখন গা মুছিতেছিল, তখন ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিল।

বিজয় বিছানায় শয়ন করিল, কিন্তু নিদ্রা হইল না—বড় গরম। আধ ঘণ্টা পড়িয়া ছটফট করিয়া আবার বাহিরে গেল। দেখিল, বৃষ্টি আর নাই, আকাশে মেঘও খুব পাতলা হইয়া গিয়াছে। বাকী রাতটুকু সে চেয়ারে পড়িয়াই কাটাইয়া দিল।

দশম পরিচ্ছেদ

সুশীলার কৃতজ্ঞতা।

শেষ রাত্রে বিজয়ের একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল; ভোরের আলো চোখে লাগিয়া সেটুকু ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া সে তখন শয্যায় গিয়া ঘণ্টাখানেক ঘুমাইল।

প্রাতে সাড়ে সাতটার সময় বিজয় চা পান করিতেছিল, পর্দ্দা-ফেলা দ্বারের বাহিরে হঠাৎ পলের কণ্ঠস্বর শুনিল—"আসিতে পারি কি?"

বিজয় বলিল—"আসুন।"

রাত্রিবসনে পল প্রবেশ করিয়া বিজয়কে সুপ্রভাত অভিবাদন করিল। বিজয় তাহাকে প্রত্যভিবাদন করিয়া বসিতে বলিল। পল একখানা

চেয়ারে বসিয়া বলিল—"কা'ল রাত্রে আপনার বোধ হয় খুব ক্লেশ হইয়াছে?"

"কেন?"

"আপনার নিজের পাখাকুলী আমাদের দিয়া, শুনিলাম নাকি আপনি বাহিরে ঐ চেয়ারে পড়িয়া কাটাইয়াছেন! কেন এত কষ্ট করিলেন?"

বিজয় বলিল—"পরশু রাত্রে গরমে ঘুম না হওয়াতে মিসেস্ পলের ঐ রকম মাথা ধরিয়াছিল—কা'ল রাত্রেও দেখিলাম ভয়ানক গরম, অথচ আপনার পাখাকুলী নাই—তাই—"

পল বলিল—"রাত্রের জন্য পাখাকুলীর বন্দোবস্ত আমি ত করিয়াছিলাম। সে লোকটা বলিয়াছিল, বাড়ী হইতে খাইয়া আসিবে। শেষ রাত্রে একবার ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল, দেখিলাম, পাখা চলিতেছে ভাবিলাম, রাত্রে বোধ হয় কুলীটা আসিয়াছে। প্রাতে উঠিয়া সুশীর নিকট শুনিলাম, প্রথম রাত্রে গরমে সে মোটেই ঘুমাইতে পারে নাই, রাত্রি বারোটার পর পাখা চলিতে আরম্ভ করে, তখন সে ঘুমায়। ভাবিতেছিলাম, আসিবার কথা নয়টার সময়, আসিল বারোটায়, পাজি রাস্কেলের মজুরী অর্দ্ধেক কাটিয়া লইব। বাহির হইয়া দেখি, সে ব্যক্তি নয়, আপনার কুলী! আর কাছে সব কথা শুনিলাম।"

বিজয় বলিল—"প্রথমে আমি অন্য কুলীরই চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু অত রাত্রে কাহাকেও পাওয়া গেল না।"

পল বলিল—"তা, না পাইয়াছিলেন, আমাদের না হয় একটু কষ্টই হইত। আপনি কেন কষ্ট করিলেন? আপনাকে সারারাত রারান্দায় চেয়ারে পড়িয়া কাটাইতে হইয়াছে শুনিয়া সুশী ভারি দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়াছে। আমাকে বলিল—'যাও যাও, মিষ্টার বোসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া এস, আমাদের কৃতজ্ঞতাও জানাইয়া এস'।"

বিজয় হাসিয়া বলিল—"ইহার জন্য আর ক্ষমা-প্রার্থনা কি? আমরা পুরুষ, আমরা সকল রকম কষ্ট সহ্য করিতে পারি। উঁহাদের—"

পল বাধা দিয়া বলিল—"কা'ল আপনি সুশীকে বেড়াইয়া আনিয়াছিলেন, তাহাতে উহার খুব উপকার হইয়াছিল। রাত্রে উহার বেশ ক্ষুধাও হইয়াছিল। কাল যদি আপনি উহাকে বেড়াইতে না লইয়া যাইতেন এবং রাত্রে দয়া করিয়া পাখাকুলী না দিতেন, তবে বোধ হয়, দুই রাত্রি অনিদ্রায় উহার একটা অসুখ হইয়া পড়িত।"

বিজয় বলিল—"আজ উঁহার শরীর ভাল আছে ত?"

"বেশ আছে। সে বলিল, 'আমি স্নানটান না করিয়া ত মিষ্টার বোসের সম্মুখে বাহির হইতে পারিব না—তুমি এখনই যাও, আমার হইয়া উঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া এস'—এখন আমি উঠি। আমায় স্নান করিয়া আটটায় সময় বাহির হইতে হইবে।"—বলিয়া পল চলিয়া গেল।

বিজয় জানিত, সুশী প্রতিদিন নয়টার মধ্যেই স্নানাদি সারিয়া বাহিরে আসে। তাই সে আজ অন্য দিন অপেক্ষা একঘণ্টা পূর্ব্বেই দাড়ি কামাইয়া স্নান করিয়া প্রস্তুত হইল—কি জানি যদি সত্য সত্যই সুশী ধন্যবাদ দিবার জন্য আসিয়া পড়ে!—পোষাক পরিয়া, সিগারেট মুখে দিয়া, বিজয় একখানা উপন্যাস খুলিয়া পড়িতে বসিল।

নয়টা বাজিবামাত্র বারান্দায় মেয়ে-জুতার খুট্‌খুট্‌ শব্দ বিজয়ের কানে গেল। কিন্তু শব্দ বিজয়ের দ্বারের সম্মুখ অবধি আসিল না, কিছু বাকী থাকিতেই থামিয়া গেল। সেইখান হইতেই বীণানিন্দিত কণ্ঠে সুশী ডাকিল—"মিষ্টার বোস্!"

"ইয়েস্"—বলিয়া বিজয় তাড়তাড়ি উঠিয়া বাহিরে গেল। সুশীকে দেখিয়া বলিল—"আজ আপনি ভাল আছেন ত? মাথা-টাথা ধরেনি?"

সুশী আজ একখানি জরিপাড় নীলাম্বরী শাড়ী পরিয়াছে। গায়ে সরু জরির পাড় দেওয়া ফিকা নীল রঙের জ্যাকেট। ভিজা চুলগুলি অমনি জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে। হাসিতে হাসিতে বলিল—"আমাকে দেখে কি মনে হয়?"

"দেখলে ত, ভালই আছেন মনে হয়।"

সুশী হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল—"কিন্তু আমি আপনার উপর রাগ করেছি।"

বিজয় হাসিয়া বলিল—"কেন?"

"আপনি কেন কা'ল রাত্রে আমার জন্যে পাখা-কুলী পাঠালেন—নিজে অত কষ্ট ক'রে?"

"না, আমার কিছু কষ্ট হয়নি ত!"

"না, কষ্ট হয়নি বৈকি!—গরমে ঘরের ভিতর শুতে না পেরে সারারাত এই বারান্দায় চেয়ারখানায় প'ড়ে ছিলেন! আমি কিছু শুনিনি বুঝি?"

"চেয়ারে ত বেশ আরামেই ঘুমিয়েছিলাম।"

"আরামে ঘুমিয়েছিলেন বৈকি! চেয়ারে শুয়ে মানুষের ঘুম হয়?"

বিজয় হাসিয়া বলিল—"আমি কি মানুষ, মিসেস্ পল?"

সুশী এতক্ষণে আবার হাসিল। বলিল—"কি তবে আপনি?—এঞ্জেল—দেবদূত?"

"উল্টো—উল্টো। আমি একটা জানোয়ার।"

"আপনার স্ত্রী আপনাকে ঐ উপাধি দিয়েছেন বুঝি?"

বিজয় হাসিয়া বলিল—"রূপসী ও জানোয়ার কি পৃথিবীতে এক যোড়া? অনেক যোড়া আছে মিসেস্ পল। দাঁড়িয়ে থাকবেন কতক্ষণ? এই বেয়ারা—কুর্শী নিকালো।"

লছমন ছুটিয়া আসিয়া দুইখানি চেয়ার কামরা হইতে বাহির করিয়া দিল। একখানি তেপায়া আনিয়া বিজয়ের সিগারেটের সবুজ টিন, দেশলাই ও ছাই ঝাড়িবার পাত্রটিও তাহার উপরে রাখিল।

সুশী বসিয়া সবুজ টিনের প্রতি চাহিয়া বলিল—"আপনি ভয়ানক সিগারেট খান। আচ্ছা, ক'টা সিগারেট রোজ খান?"

বিজয় বলিল—"একটিনে পঞ্চাশটে থাকে, দিনদুই হয়।"

বামহস্তের তর্জ্জনী দ্বারা নিজ গণ্ড স্পর্শ করিয়া সুশী বলিল—"Oh, I never! রোজ পঁচিশটে! আপনার ফুসফুস্ খারাপ হয়ে যাবে মিষ্টার বোস্। আচ্ছা, আপনার স্ত্রী কিছু বলেন না? বিউটি বুঝি, বীষ্টের সঙ্গে পেরে ওঠেন না?"

বিজয় বলিল—"তাই বটে!"

"সত্যি, তিনি আপত্তি করেন? আচ্ছা, আপনার স্ত্রীর নাম কি মিষ্টার বোস্?"

"তাকে সবাই বকু ব'লে ডাকে।"

"বোকু? তিনি ভারি বোকা না কি?"

"না। তিনি আমাকে ভারি বকেন, তাই তাঁর নাম বকু।"

"ওঃ—খুব বকেন নাকি? আচ্ছা, কি ব'লে বকেন?"

"এই—জানোয়ার-টানোয়ার ব'লে।"

"ওঃ—সে আবার বকুনি কি! আমার এক কাকা, সেই যিনি হাজারীবাগে পাদ্রী ছিলেন, তিনি আমাকে কি বলেছিলেন জানেন?"

"কি?"

"আমাকে বলেছিলেন গোরু!—আমি তখন ছেলেমানুষ কি না, আমার বুদ্ধি ছিল না, তাই আমাকে বলেছিলেন গোরু।"

বিজয় হাসিয়া বলিল—"অন্যায় কথা! আপনি কি করলেন?"

"আমি বাবাকে গিয়ে ব'লে দিলাম। বল্লাম, বাবা, কাকা আমাকে গোরু বলেছেন।"

"তিনি কি বল্লেন?"

"তিনি লিখছিলেন। কাগজ থেকে চোখ না তুলেই বল্লেন—A very useful animal too!"

শুনিয়া বিজয় হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

সুশী বলিল—"সত্যি বলুন না, আপনার স্ত্রীর নাম বকু কেন?"

একটা সিগারেট বিজয়ের শেষ হইয়া আসিয়াছিল, তাহার আগুনেই দ্বিতীয় সিগারেট ধরাইয়া, বিজয় তাঁহার পত্নীর নাম-রহস্য সুশীর নিকট ব্যক্ত করিল।

সুশী বলিল—"বকুমালা?—বেশ নামটি ত! আপনার বেশ পছন্দ হয়?"

"নামের আবার পছন্দ অপছন্দ কি? মানুষটা নিয়েই আসল কথা।"

"নাঃ—নামের বুঝি পছন্দ অপছন্দ নেই!—তবে আমার Susanna নাম আপনার অপছন্দ হ'ল কেন?"

বিজয় বলিল—"সুশীলা নামটি বেশ মিষ্টি কি না।"

আর বকুমালা নামটি? আরও মিষ্টি, আরও ভয়ানক মিষ্টি—না? আপনি স্বীকার না করুন, আমি বুঝতে পেরেছি।" বলিয়া সুশী অধরে ওষ্ঠ চাপিয়া গ্রীবাটি ঈষৎ বাঁকাইয়া, মাথাটি মৃদু নাড়িতে লাগিল।

বিজয় বলিল—"আমি ত তাঁকে বকুমালা ব'লে ডাকিনে। বকুরাণী বলি।"

"বকুরাণী? বকুরাণী নাম আরও মিষ্টি! আপনি রবি বাবুর 'ভগ্নহৃদয়' পড়েছেন?

শুনেছি শুনেছি কি নাম তাহার,
শুনেছি শুনেছি তাহা
নলিনী নলিনী নলিনী নলিনী
কেমন মধুর আহা!

একটু পরিবর্ত্তন ক'রে নেওয়া যাক—

বকুরাণী বকুরাণী বকুরাণী
কেমন মধুর আহা!

ঐ যাঃ—ছন্দঃপতন হয়ে গেল"—বলিয়া সুশী মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

বিজয় বলিল—"আপনার নামটি ঐখানে বসিয়ে দেখুন দেখি—

সুশীলা সুশীলা সুশীলা সুশীলা
কেমন মধুর আহা!

—ছন্দ থাকে।"

সুনী রোষকটাক্ষের সহিত বলিল—"যান, আপনি ভারি দুষ্টু।"

কিন্তু তাহার রোষ অধিকক্ষণ রহিল না। ... পরেই হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা, বকুরাণী ... হবে? The Queen of Scolders?"

বিজয় বলিল—"The Queen of Idiots."

সুনী হাসিতে লাগিল—"হা হা হা—The Queen of Idiots—হি হি হি।—কিন্তু আপনার ভয়ানক অন্যায়, মিষ্টার বোস্—স্ত্রীর অসাক্ষাতে তাঁর নামে এই রকম সব বলা! ভারি অন্যায় আপনার! দাঁড়ান—তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হ'লে আমি ব'লে দেব এ কথা। কলকাতায় ফিরি আগে।"

বিজয় বলিল—"সত্যি আপনি আস্‌বেন আমাদের বাড়ী? এলে, আমার স্ত্রী, আমার বোন্—সবাই ভারি খুসী হবেন।"

সুনী বলিল—"যাব। বকুরাণীর সঙ্গে ভাব ক'রে আস্‌ব।—তাঁর বয়স কত মিষ্টার বোস্?"

"এই—আপনারই বয়সী।"

"আঠারো?"

"না—উনিশ।"

"হোক্ গে উনিশ। তাঁকে আমি মিসেস বোস্ বল্‌ব না কিন্তু, বকুরাণীই বল্‌ব। আপনার তাতে কোনও আপত্তি নেই?"

"আমার কিসের আপত্তি?"—বলিয়া বিজয় একটা নূতন সিগারেট ধরাইল।

সুনী গালে হাত দিয়া বলিল—"আবার এখনি? এই আধঘণ্টার মধ্যে দুটো হয়ে গেছে। সত্যি অত সিগারেট খাবেন না মিষ্টার বোস্। আপনার উপর স্ত্রীর শাসন নেই বোধ হয়, তাই আপনি এমন বিগড়ে গেছেন।"

"বিগড়ে গেছি নাকি?"

সুনী অতি গম্ভীর হইয়া বলিল—"ভয়ানক বিগড়ে গেছেন। আমি কলকাতায় গিয়ে আপনার স্ত্রীকে এমন মন্তর শিখিয়ে দিয়ে আস্‌ব যে টের পাবেন। তখন ভাববেন, সুনীলার সঙ্গে কি কুক্ষণেই আমার দেখা হয়েছিল! বাস্তবিক, বাঙ্গালী স্ত্রীরা স্বামীকে এখনও শাসন করতে শেখেনি। আমার এক সখী—তিনি ইংরেজ মেয়ে—একজন বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারকে বিয়ে করেছেন—তিনি কি বলেন জানেন?"

"কি?"

"তিনি বলেন—The one idea of Bengalee wives is to overfeed their husbands—খালি খাও খাও—লুচি খাও, পোলাও খাও, মোণ্ডা-মেঠাই খাও—আরও খাও, আরও খাও—না খাও ত আমার মাথা খাও!—মাথাটা বরং সুপাচ্য—তাতে ... নেই বল্লেই হয়।"

... বলিবার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বিজয় খুব হাসিতে লাগিল। বলিল—"অন্যায়, ভারি অন্যায় আপনার। স্বজাতির নিন্দা?"—সুনীও দুলিয়া দুলিয়া হাসিতে লাগিল।

হাসিতে হাসিতে বিজয় বলিল—"দেখুন, আপনি এক কাজ করুন। আপনি আর আপনার সেই ইংরেজ সখী, দুজনে কলকাতায় একটা ইস্কুল খুলুন। বাঙ্গালী বউদের সেই ইস্কুলে ভর্ত্তি ক'রে নিয়ে স্বামি-শাসন বিদ্যা শেখান।"

সুনী বলিল—"আপনার বকুরাণীকে পাঠিয়ে দেবেন? আচ্ছা, কলকাতায় ফিরে গিয়েই আমি ইস্কুল খুলছি।"

বিজয় ঘড়ি দেখিল, দশটা বাজিয়াছে। সুনী জিজ্ঞাসা করিল—"এখন বেরুবেন না কি?"

বিজয় বলিল—"হাঁ, একবার দোকানে যেতে হবে। বকুরাণীর জন্যে একটা গোল্ডষ্টোনের ব্রোচ কিনে আন্‌তে হবে, তা আমি রোজই ভুলে যাই। আজ শনিবার—আজ না আন্‌লে কা'ল আবার দোকান বন্ধ। এই লছমন—হাওয়াগাড়ী।"

লছমন, সুন্দর সিংকে খবর দিতে ছুটিল। সুনী জিজ্ঞাসা করিল—"কি রকম ব্রোচ কিন্‌বেন?"

"কি রকম, তা জানিনে। বল্‌ব একটা ব্রোচ দাও।"

সুনী বলিল—"আহা, তবেই হয়েছে! আপনি যা ব্রোচ কিনে আন্‌বেন, তা বুঝতেই পারছি। পুরুষমানুষের পছন্দ ত! সে আমার জানা আছে। ব্রোচ কি এক রকম? কত রকম রকম আছে;—আমি বরং আপনাকে ব'লে দিই। এক রকম আছে বড় সুন্দর, বুঝেছেন, তাতে—"

বিজয় বলিল—"এক কাজ কর্‌লে ত হয় অবশ্য, আপনার যদি বেশী কষ্ট বা কোন অসুবিধা না হয়—আপনি আমার সঙ্গে আসুন না। আপনি দেখে পছন্দ ক'রে দেন যদি ত বড় ভাল হয়। মেয়েদের জিনিষ পছন্দ ক'রে কিনে আনা ভারি শক্ত—ও মেয়েদেরই সাজে।"

সুনী ক্ষীণস্বরে বলিল—"আমি আস্‌বো?"

"যদি আপনার কোনও অসুবিধা না হয়।"

সুনী কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিল। শেষে বলিল—"না, আমার আর অসুবিধা কি? আচ্ছা চলুন।"

হাওয়াগাড়ী আসিয়া বারান্দার নিম্নে দাঁড়াইল। উভয়ে তাহাতে আরোহণ করিয়া ব্রোচ কিনিতে গেল।

একাদশ পরিচ্ছে[illegible]

কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ।

বিজয়ের হাওয়াগাড়ী যখন ডাকবা[illegible] বেলা তখন প্রায় ১১টা। বিজয় সু[illegible] হইতে নামাইয়া বলিল—"পল সাহেব এখনও ফেরেন[illegible]নি দেখ্‌ছি।"

সুশী বলিল—"আস্‌বে এখনি।"

উভয়ে নিজ নিজ কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিল বিজয় পকেট হইতে কয়েকটি ছোট ছোট বাক্স বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল। চেয়ারে বসিয়া, একে একে সেগুলি খুলিয়া ভিতরের জিনিষ পরীক্ষা করিতে লাগিল। সবগুলিই গোল্ডষ্টোনে নির্ম্মিত প্রথম বাক্সটিতে এক সেট শার্টের বোতাম, দ্বিতীয়টিতেও তাই। তৃতীয়টিতে একযোড়া ব্যাঙ্গলস—কতকটা বালার আকৃতি নিম্নভাগ হইতে সোনার পাত আসিয়া উপরে উভয়পার্শ্বে গোল্ডষ্টোনকে মুড়িয়াছে, মাঝখান হইতে পল-তোলা অনাবৃত পাথরটুকু চিক্‌ চিক্‌ করিতেছে এই বালা যোড়াটির মূল্যই সব চেয়ে বেশী লাগিয়াছে। ইহা বকুরাণীর জন্য দুইটি বাক্সে দুই যোড়া ইয়ারিং এক যোড়া বিজয়ের খুকীর জন্য, অন্য যোড়াটি তাহার বৌদিদির মেয়ে সরোজিনীর জন্য। অপর দুইটি বাক্সে ব্রোচ। একটি বকুরাণীর জন্য। অপরটি—এ বিষয়ে বিজয়ের একটা মৎলব আছে. বোতাম সেটটি ছাড়া, আর সমস্ত জিনিষই সুশী পছন্দ করিয়া দিয়াছে। এগুলি বাছিবার জন্য, বিস্তর জিনিষ ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া বেচারীকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তাই এই দ্বিতীয় ব্রোচটি বিজয় সুশীকে উপহার দিবার জন্যই কিনিয়াছে। কিন্তু সুশীকে এখন যে ইহা দেয় নাই, তাহার কারণ, তাহার স্বামীর অজ্ঞাতে ও অসাক্ষাতে দেওয়া উচিত মনে করে নাই;—এমন কি, এটি যে সে সুশীর জন্য কিনিয়াছে, সে কথা পর্য্যন্ত তাহাকে বলে নাই।

সুশীর ব্রোচের বাক্সটি বাহিরে রাখিয়া, অপর-গুলি বিজয় তুলিয়া রাখিল। একখানি চিঠির কাগজ হইতে টুক্‌রা কাটিয়া ইংরাজিতে তাহাতে লিখিল—"কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ।" নিম্নে নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া তারিখ দিল; শেষে কাগজখানি ব্রোচবাক্সের মধ্যে রাখিয়া, বাক্সটি বন্ধ করিয়া কোটের পকেটে রাখিয়া দিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে খানসামা আসিয়া সংবাদ দিল—"হুজুর, হাজরী টেবিল পর।"

খানাকা[illegible] গিয়া বিজয় দেখিল, সুশী তখনও আসে নাই, [illegible] নিজস্থানে বসিয়া সিগারেট ফুঁ [illegible]তেছে। প্রবে[illegible] করিয়াই বিজয় বলিল—"আজ [illegible] খাটাইয়া লইয়াছি"

[illegible]ভারিভাবে বলিল—"শুনিলাম ভাল [illegible]রেন-নাই মহাশয়, ভাল করেন নাই।"

বিজয় এ কথার ভাব বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?"

পল ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"আগে একটা গল্প বলি শুনুন কলিকাতায় আমাদের ফারমে একজন বাঙ্গালী বাবু আছেন, তিনি ভারি কৃপণ কয়েকজন বন্ধুতে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে একবার আমরা ভারি জব্দ করিয়াছিলাম। অলঙ্কারের দোকানের একখানা প্রকাণ্ড সচিত্র মূল্য-তালিকা, তাঁহার স্ত্রীর নামে ডাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম"—বলিয়া সে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

বিজয় এতক্ষণে পলের ভাব বুঝিয়া, হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তার পর?"

"তার পর আর কি! বাড়ীতে টেঁকাই তাঁহার দুষ্কর হইয়া উঠিল—সে তবু মূল্যতালিকা মাত্র। একবারে খাস অলঙ্কারের দোকান আপনি সুশীকে দেখাইয়া আনিলেন। স্ত্রীলোক অলঙ্কারের দোকানে প্রবেশ করিলে তাহার মনের ভাব কিরূপ হয় জানেন?"

"কিরূপ?"

"মাছের দোকানে প্রবেশ করিলে বিড়ালের মন যেরূপ হয়, অনেকটা সেইরূপ আর কি। ইহার ফলভোগ আমাকেই করিতে হইবে। বন্ধু হইয়া আপনি এমন কায করিলেন! ছি ছি!" বলিয়া সে আবার হাসিতে লাগিল।

এই সময় সুশী প্রবেশ করিয়া বলিল—"এত হাসি কিসের?"

বিজয় বলিল—"মিসেস্‌ পল, আপনার স্বামী আপনাকে বিড়ালের সহিত তুলনা করিতেছিলেন।"

সুশী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"বিড়ালের সহিত! কেন, আমি কি করিয়াছি?"

"উঁহাকেই জিজ্ঞাসা করুন"—বলিয়া বিজয় মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

পল বলিল—"মিষ্টার বোস্‌! মিষ্টার বোস্‌! এই কি আপনার উচিত?"

সুশী স্বামীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, আমায় বিড়াল বলিয়াছ কেন?"

বিজয় বলিল—"উনি আপনার নামে মুখে মুখে

কবিতা রচনা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন, সুশীর সঙ্গে 'পুসি' বেশ মিল হয়।"

সুশী প্রথমে স্বামীর পানে, তাহার পর বিজয়ের পানে চাহিয়া বলিল,—"না, আপনি বানাইয়া বলিতেছেন। আমি কিছু বুঝি না, না?"

বিজয় পকেট হইতে বাক্সটি বাহির করিয়া বলিল—"বিড়াল মহাশয়া, এই নিন—ইহাতে যৎসামান্য এক টুকরা মাছ আছে।"

বাক্স খুলিয়া সুশী বলিয়া উঠিল—"এ কি! সেই ব্রোচটা!" বলিয়া—কাগজখানা খুলিয়া পড়িল। একটু লজ্জিত, হয় ত একটু বিরক্ত হইয়া বলিল,—"আমায় কেন দিলেন? বাড়ীর জন্য কিনেছিলেন—"

বিজয় বলিল—"না মিসেস্ পল, বাড়ীর জন্যে কিনিনি—আপনার জন্যেই এটি কিনেছিলাম। আপনার ভারি পছন্দ হয়েছিল, তাই—"

পল ব্রোচটি হাতে লইয়া পরীক্ষা করিতেছিল। বলিল—"বাঃ, বাঃ, সুন্দর! সুশী, তুমি মিষ্টার বোসকে ধন্যবাদ দিলে না?"

সুশী বিজয়ের দিকে চাহিয়া স্খলিত কণ্ঠে বলিল—"ধন্যবাদ।"

সুশীর বামস্কন্ধের উপরিভাগে ইংরাজ দোকানের কৃত্রিম স্বর্ণের ব্রোচে শাড়ীর অঞ্চলভাগ আবদ্ধ ছিল। পল সেটি খুলিয়া লইয়া নূতন ব্রোচটি সে স্থানে লগ্ন করিয়া দিতে দিতে বলিল—"সুশীকে সবাই দেয়, আমায় কেউ কিছু দেয় না। আচ্ছা, বেশ বেশ!"

হাসি-গল্পের মধ্যে ভোজন সমাধা হইল।

আহারান্তে নিজকক্ষে গিয়া বিজয় স্ত্রীকে পত্র লিখিতে বসিল। পূর্ব্বদিন বৈকালে মোটর গাড়ীতে বায়ুসেবন এবং রজনীতে পাখা-বিভ্রাটের ইতিহাস অতি সংক্ষেপে সারিয়া লইয়া, অদ্য প্রাতে সুশীর সহিত বকুরাণীঘটিত আলোচনাটুকু সবিস্তারেই বর্ণনা করিল। দোকানে গিয়া অলঙ্কার-নির্বাচনের জন্য সুশীর কষ্ট করা এবং নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধে তাহার জন্যও একটি ব্রোচ ক্রয়ের কথা উল্লেখ করিয়া ভোজন-সময়ে বিড়ালের গল্প, উপহার দান এবং পল কর্ত্তৃক ব্রোচটি সুশীর বস্ত্রে লগ্নীকরণকালীন তাহার উক্তি প্রভৃতিও লিপিবদ্ধ করিল। পত্র শেষ হইলে বিজয় যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, মনে হইল, তাহার মাথা হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া গিয়াছে।

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, ঘর অন্ধকার করিয়া, পাখার নীচে বিজয় শয়ন করিল। ভাবিতে লাগিল, যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে—সুশীকে একা লইয়া আর বেড়াইতে যাওয়া হইতেছে না,—তাহা মাথাই ধরুক আর যাহাই হউক।

চিঠি-বিভীষিকা তিরোহিত হওয়াতে মনটা বেশ হাল্কা হইয়াছিল, তাহার উপর গতরাত্রি অনিদ্রা; বিজয় শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বিশ্রম্ভালাপ।

বিজয়ের যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বেলা পাঁচটা তাড়াতাড়ি উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া পোষাক পরিয়া সে বাহিরে আসিল। দেখিল, বারান্দার যথাস্থানে চায়ের টেবিল রহিয়াছে, সুশী একা বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছে। বিজয় কাছে গিয়া বলিল—"মিষ্টার পল বেরিয়ে গেছেন না কি?"

"হাঁ, অনেকক্ষণ। আপনার চা দিতে বলি?"

"আমি বল্‌ছি"—বলিয়া বিজয় বারান্দার প্রান্তে গিয়া খানসামাকে চা আনিবার হুকুম করিল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"কা'ল আমাদের তিনজনে বেড়াতে যাবার কথা হয়েছিল, মনে আছে ত?"

সুশী বলিল—"হাঁ, মনে আছে।"

"কোথায় যাওয়া হবে, আপনারা কিছু ঠিক করেছেন?"

"না, ও'র সঙ্গে সেই কথাই আমার হয়নি।"

"ডিনারের সময় রাত্রে তিনজনে ব'সে পরামর্শ করা যাবে এখন।"

"আজ ত রাত্রে উনি আসবেন না।"

"কেন?"

"কোর্টে নাকি তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে, সে তাঁকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছে। নিজের কাজকর্ম্ম সেরে, এখানে ফেরবার আর সময় থাক্‌বে না, সোজা সেখানে যাবেন। কাপড় বদলাবার জন্যে নিজের বাক্সও সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছেন। খেয়ে, রাত্রে সেইখানেই শুয়ে থাকবেন।"

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"ডিনারের পর ফিরে আসবেন না কেন?"

"আমিও সে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বল্লেন, একজন উকীল জীবনবীমা করবে, কা'ল সকালে ডাক্তার সাহেব সে উকীলের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন স্থির হয়েছে, সাতটার সময় উকীলকে নিয়ে সেখানে যেতে হবে। সেখানকার কাজ সেরে বেলা ৯টা ১০টার মধ্যে ফিরে আসবেন বলেছেন।"

বিজয় মনে মনে বলিল, "দুই বন্ধুতে অনেক দিনের পর সাক্ষাৎ, বোতলবাহিনীর পূজা ক'রে ফেরবার মত অবস্থা বোধ হয় সাহেবের আর থাকবে না, তাই ঐ কাল্পনিক ওজুহাতটির সৃষ্টি হয়েছে। তা, এক রকম ভালই হয়েছে। মাতাল হয়ে এসে বীরপুরুষ হয় ত এ বেচারীকে মারধোর করতেন—সেটা আর হবে না।"

খানসামা চা লইয়া আসিল। সুশী বিজয়কে চা দিল। বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি খাবেন না?"

সুশী ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—"আমি খেয়েছি ত।"

"খেয়েছেন ত কি হয়েছে? আমার সঙ্গে আর এক পেয়ালা খেলেনই বা!"

মৃদু হাসিয়া সুশী নিজের জন্যও এক পেয়ালা চা ঢালিয়া লইল।

চা পান করিতে করিতে সুশী জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কোথাও বেরুচ্ছেন নাকি?"

বিজয় নিজ প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিল। যদি বলে, হাঁ, এইবার একটু হাওয়া খাইতে বাহির হইব, তাহা হইলে—? সুশী স্বয়ং উপযাচিকা হইয়া সঙ্গে যাইবার প্রস্তাব অবশ্য করিবে না, কিন্তু তাহাকে ভদ্রতার খাতিরে ত বলিতে হইবে—"আপনিও আসুন না।" এরূপ বলিলে সুশী প্রত্যাখান করিবে, এমন সম্ভাবনা নাই। আর, কল্য বকুরাণীকে চিঠি লিখিবার সময় এই লইয়া আবার বিলক্ষণ বিপন্ন হইতে হইবে। দুই এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই মনে মনে এই চিন্তাগুলি করিয়া লইয়া বিজয় বলিল,—"না, আজ আর বেরুতে ইচ্ছে নেই।"

চা-পানের পর বিজয় বলিল—"আসুন, ডাক-বাঙ্গলার হাতায় একটু বেড়ান যাক।"

সুশী তখন উঠিয়া জুতা বদলাইয়া আসিল। যতক্ষণ দিবালোক রহিল, উভয়ে গল্প করিতে করিতে মৃদুপদে বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে সুশী বলিল—"চলুন, আর বেড়ায় না।"

ইহারা বাঙ্গলায় ফিরিয়া আসিতেই, বিজয়ের বেহারা লছমনলাল দুইখানা আরাম-কেদারা বাহির করিয়া বারান্দায় পাশাপাশি স্থাপন করিল। সুশী বলিল—"আসছি আমি"—বলিয়া খুট খুট করিয়া নিজকক্ষের দিকে চলিয়া গেল।

বিজয়ও নিজ কামরায় প্রবেশ করিয়া, বস্ত্র পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা অনুভব করিল,—এই একঘণ্টা-ব্যাপী পাদভ্রমণে তাহার গায়ের গেঞ্জি ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল। গোসলখানায় গিয়া মুখে হাতে সাবান ঘষিতে ঘষিতে তাহার মনে হইল—"মন্দ নয়! বেড়াইতে বেরুলাম না যে ভয়ে, ঘরে ব'সে থেকেই বা তা থেকে পরিত্রাণ কৈ—'যে ভয়ে পালাও তুমি সেই দেবী আমি।'—এখন, এ সুশীলা-দেবীর সঙ্গ এড়াই কি ক'রে? মহা মুস্কিলেই পড়া গেল দেখছি। এখানে আর বেশী দিন থাকা নয়। যাই, কালই না হয় বেরিয়ে পড়ি। ছুঁড়ীটে বড় দুঃখী, তাই মায়া হয়,—নইলে আর কি!"

পোষাক বদলাইয়া, বিজয় বাহির হইয়া শুনিল, অন্ধকার বারান্দার অপর প্রান্ত হইতে বামাকণ্ঠে গীতের মৃদুধ্বনি আসিতেছে। ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কাছে গিয়া দেখিল, একখানি আরাম-কেদারায় সুশী অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় পড়িয়া গুণ গুণ করিয়া গান করিতেছে। বিজয় ধীরে ধীরে নিকটে গেল; গানের এইটুকু শুনিতে পাইল—

আমি কখনো দেখিনি ভাই,
পাপ রেখে কেউ শান্তি পায়।

বিজয় নিকটে পৌঁছিবামাত্র সুশী হঠাৎ থামিয়া গেল। বিজয় বলিল—"বেশ ত গাচ্ছিলেন। থামলেন কেন?"

সুশী বলিল—"না···না—ও আবার গান!"

বিজয় নিকটস্থ আরাম-কেদারায় বসিয়া বলিল—"সুরটি ত বেশ, কথাগুলি কি?"

"ও আমাদের গির্জ্জার একটি গান। ধর্ম্মের গান আর কি শুনবেন।"

বিজয় হাসিয়া বলিল—"তা হ'লে না হয় অ-ধর্ম্মের গানই একটি হোক্। আচ্ছা, আপনি ইংরেজি গান জানেন?"

"কেন, আপনি ইংরেজি গান ভালবাসেন?"

"খুব ভালবাসি!"

"তবে যে বাঙ্গালীরা অনেকে বলে, ইংরেজেরা, বিশেষতঃ মেয়েরা গান গায় যেন শেয়াল ডাকছে।"

"সে কথা ছেড়ে দিন। ইংরেজি গান অবশ্য আমি খুব বেশী যে শুনেছি, তা নয়; কিন্তু যা দু'চারটি শুনেছি, আমার ত খুব ভালই লেগেছে।"

"কোথায় শুনেছেন?"

"থিয়েটারে। বিলাত-ফেরৎ বন্ধুদের বাড়ীর মেয়েদের মুখেও দু'চারটে শুনেছি।"

সুশী বলিল—"আচ্ছা, আমিও আপনাকে দু'একটা শোনাব, কিন্তু আজ না।"

বিজয় বলিল—"তবেই আপনার গান আমি শুনেছি! কা'ল ত এতক্ষণ আমি বহুদূর!"

সুশী যেন চমকাইয়া বলিল—"কেন? কা'ল আপনি এখান থেকে চ'লে যাচ্ছেন নাকি?"

"হ্যাঁ—তাই ত মনে করেছি।"

"কা'ল চ'লে যাবেন?"

"হ্যাঁ।"

সুশী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

বিজয় মুহূর্ত্ত পরে বলিল—"কলকাতায় ফিরে আপনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন ব'লে রেখেছেন—সে কথা আপনার মনে আছে ত?"

সুশী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"হ্যাঁ, মনে আছে।"

আবার কিয়ৎক্ষণ উভয়ে নীরব। শেষে বিজয় বলিল—"কি ভাবছেন?"

সুশী বলিল—"কবেই বা আমি কলকাতায় ফিরব, কবেই বা আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে যাব—কিছুই ত ভেবে ঠিক করতে পারিনে। এ জীবনে কলকাতায় ফিরব কি না, তাই বা কে জানে!"

"কেন, সেখানেই ত মিষ্টার পলের সদর আপিস। বাইরের কায সারা হ'লেই তিনি কলকাতাতেই যাবেন ত।"

"ওঁর কি কিছু ঠিক আছে! কখনও বলেন, এ চাকরি ছেড়ে দেব—দেশে গিয়ে অন্য কোনও চাকরির চেষ্টা করব। কখনও বলেন, বোম্বাই যাব। কিছুই ঠিক নেই।" একটু থামিয়া সুশী আবার বলিল—"যদি কলকাতা যাই-ই, আপনার বাড়ী খুঁজে পাব কি ক'রে?"

বিজয় বলিল—"আপনি আমায় চিঠি লিখবেন, আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাব।"

"কি ঠিকানায় আপনাকে চিঠি লিখব? মিষ্টার বোস, উকীল, হাইকোর্ট? আপনার পুরো নাম কি?"

বিজয় নিজের পুরা নাম বলিল।

সুশী বলিল—"বিজয়! আপনার স্ত্রী আপনাকে বিজয় ব'লে ডাকেন? ওঃ—না না। হিন্দুর-স্ত্রীর যে স্বামীর নাম করবার যো নেই। কি মুস্কিল!—আচ্ছা, আপনাকে তিনি কি ব'লে ডাকেন?"

বিজয় বলিল—"আমাকে 'ওগো' ব'লে ডাকেন।"

সুশী হাসিয়া ফেলিল। বলিল—"ওগো? তা গো মানে ত গরু!—আচ্ছা, বিজয় মানে কি?"

বিজয় বলিল "বিজয়—এই জয় করা থেকে হয়েছে আর কি!"

"আপনি মানুষকে খুব সহজে জয় ক'রে নিতে পারেন বুঝি?"

বিজয় একটু ভাবিয়া, মৃদুস্বরে বলিল—"পারি কি? আপনি কি বলেন?"

সুশী বলিল—"কি জানি।—আলো আনতে বলুন।"

বিজয় বলিল—"কেন, অন্ধকারেই ত বেশ।"

"না না—বেশ নয়।"

বিজয় উঠিয়া গিয়া তাহার বেহারাকে ডাকিল। বেহারা একটি তেপায়া টেবিল বাহির করিয়া, তাহা উপর একটি প্রজ্বলিত ল্যাম্প আনিয়া রাখিল।

বিজয় একটি সিগারেট ধরাইয়া বলিল—"দেখছেন, সিগারেট খাওয়া কত কমিয়ে দিয়েছি!"

সুশী বলিল—"Good boy! আরও কমিয়ে ফেলুন।—আচ্ছা, কা'ল কি আপনার চ'লে যাওয়া একেবারেই স্থির?"

বিজয় বলিল—"হ্যাঁ—না—তা—ভাবছি ত যাব কেন?"

"এখানে যা যা সব দেখবার, কিছুই দেখা হ'ল না। নর্ম্মদা জলপ্রপাতও দেখলেন না। তাই বলছিলাম।"

বিজয় বলিল—"আপনিও ত দেখেননি।"

"আমার কথা ছেড়ে দিন। আমি আবার একটা মানুষ!"

"চলুন না, কা'ল সকালে বেরিয়ে দুজনে জলপ্রপাত দেখে আসা যাক। যাবেন?"

"কা'ল? মিষ্টার পল ত কা'ল ৯টা ১০টার আগে ফিরবেন না। তাঁকে না জিজ্ঞাসা ক'রে—"

"ওঃ—তা বটে।"—জলপ্রপাত দেখিতে যাইবার প্রস্তাব করিবামাত্র বিজয়ের স্মরণ হইয়াছিল, যাহা সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কার্য্যে ঠিক তাহার বিপরীতই করিয়া ফেলিয়াছে। ভাবিল, তা যে এত সহজে চাপা পড়িল, সে ভালই হইল। পাছে এ প্রসঙ্গ আবার উঠিয়া পড়ে, তাই সে বলিল—"আচ্ছা, ছেলেবেলা আপনি কোথা ছিলেন? বরাবর কি কলকাতাতেই থাকতেন?"

এই প্রসঙ্গে সুশীর বাল্যকাহিনী আরম্ভ হইয়া পড়িল। তাহার পিতার নাম ছিল কুমুদনাথ দে। তিনি কলিকাতায় ব্যাপটিষ্ট মিশনের প্রচারক ছিলেন। সুশীর বয়স যখন ১১ বৎসর, তখন তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহার ভাই বোন কেহ ছিল না। সে তখন ডায়োসীজন্ বালিকাবিদ্যালয়ে পড়িত। বিধবা মাতা তাহাকে লইয়া বড়ই কষ্টে পড়েন। তাহার পিতৃব্য সুরেন্দ্রনাথ দে তখন হাজারীবাগে—তিনিও ব্যাপটিষ্ট মিশনের প্রচারক ছিলেন। হাজারীবাগ খৃষ্টীয় বালিকা-বিদ্যালয়ে তিনি সুশীর মাতাকে

শিক্ষয়িত্রীর কর্ম্ম ঘুটাইয়া দেন। মা'র সহিত হাজারীবাগে গিয়া কাকার বাড়ীতেই সুশী থাকিত এবং বালিকাবিদ্যালয়ে লেখা-পড়া শিখিত। দুই বৎসর হইল কাকারও মৃত্যু হইয়াছে। কাকার স্ত্রী প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন, পরে বর্ম্মার পেগু নগরে জেনানা মিশনের কর্ত্রী হইয়া সেখানে গমন করিয়াছেন। সুশী তখন ঘোড়া-গির্জ্জায় তাহার এক পিতৃবন্ধুর বাড়ীতে থাকিয়া, জেনানা মিশনের কাজকর্ম্ম শিখিতে লাগিল। ইতি-মধ্যে মিষ্টার পলের সহিত তাহার সাক্ষাৎ এবং কিছুদিন পরে উভয়ের বিবাহ হইল। বিবাহের পর মাসখানেকমাত্র তাহারা কলিকাতায় ছিল—তাহার পর বাহির হইয়াছে, আজ ছয়মাসকাল ডাকবাঙ্গলায় ডাকবাঙ্গলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"পল সাহেবের দেশ কোথায়?"

"মাদ্রাজের কাছে ভেলুপেটাম ব'লে একটা জায়গায়। সে গ্রামের প্রায় সকলেই খৃষ্টান।"

"ওঁর সেখানে কে কে আছে?"

"বাপ আছেন, ভাইরা আছে। আপন মা নেই, বিমাতা আছেন।"

লছমন বেহারা আসিয়া বলিল—"হুজুর, নয়টা বাজিয়াছে, খানা আনিতে বলিব কি?"

বিজয় সুশীর পানে ফিরিয়া বলিল—"কি বলেন?"

"আসুক।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অভাবনীয়।

আহার করিতে করিতে সুশী বলিল—"আমার জীবনের সব ইতিহাসই ত শুনে নিলেন। এইবার আপনার—আপনার কথা বলুন।"

বিজয় বলিল—"আমার ছেলেবেলার কথা? সে আর এমন কি? কলিকাতাতেই জন্মেছি, লেখাপড়া শিখেছি, তার পর বিয়ে ক'রে সংসারী হয়েছি। হাইকোর্টে যাই, কাজকর্ম্ম করি, ছুটি হ'লে বেড়াতে বেরুই।"

সুশী বলিল—"বাস, হয়ে গেল? আপনি এমন ফাঁকি দিতে শিখ্‌লেন কোথা থেকে? ওকালতী ক'রে ক'রে বুঝি? সে হবে না, আমায় সব বল্‌তে হবে আপনার কথা। চলুন, বাইরে ব'সে যতক্ষণ ঘুম না আসে, ঋণশোধ করবেন চলুন।"

আহার শেষ হইয়া আসিল। খানসামা ফিঙ্গার-বোলে জল আনিয়া উভয়ের সম্মুখে রাখিল। সুশী জলে অঙ্গুলি ডুবাইয়া বলিল—"হাজারীবাগে আমাদের এক বন্ধুদের বাড়ীতে বেশ নিয়ম ছিল। বরাবর দেখ্‌তাম, ফিঙ্গার-বোলের জলে গোটা দুই তিন ফুল ভাস্‌ছে। বোধ হয়, অনেকক্ষণ আগে থাকতেই ফুলগুলি জলে ফেলে রাখত, জলে একটু সুবাস পাওয়া যেত। বেশ সুন্দর—না?"

বিজয় বলিল—"সুন্দর।"

ন্যাপ্‌কিন দিয়া উভয়ে মুখ মুছিতেছে, এমন সময় ডাকবাঙ্গলার হাতায় একখানি ছকড় গাড়ী প্রবেশ করিল। সে দিকে চাহিয়া বিজয় বলিল—"কেউ এল না কি?"—সুশীও বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই লছমন বেহারা প্রবেশ করিয়া বলিল—"ঠিকা গাড়ীর কোচম্যান মেমসাহেবের নামে এই পত্র আনিয়াছে, তিন টাকা গাড়ীভাড়া চাহিতেছে।"—বলিয়া পত্রখানি সুশীর সম্মুখে রাখিল।

সুশী পত্রখানি তুলিয়া লইয়া সেখানি পড়িতে আরম্ভ করিল। বিজয় কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে সুশীর পানে চাহিয়া ছিল। দেখিল, হঠাৎ সুশীর মুখ কেমন এক রকম হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি সে জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি?"

সুশী পত্রখানা বিজয়ের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া, টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অস্ফুটস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

বিজয় পত্রখানি তুলিয়া পাঠ করিল। ইংরাজিতে যাহা লেখা আছে, তাহার অনুবাদ এই।

"ওয়েটিং রুম
জব্বলপুর ষ্টেশন।

প্রিয় সুশী,

অদ্য আমি বোম্বাই চলিলাম। আমার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত হীন হইয়াছে, তুমি তাহা কতকটা না জান, এমন নহে। তোমায় যখন বিবাহ করিয়াছিলাম, তখন আশা ছিল যে, শীঘ্র আমার অবস্থার কিছু উন্নতি হইবে। কিন্তু তাহা হওয়া ত দূরের কথা, যে চাকরিটি করিতেছিলাম, তাহাও গিয়াছে। কয়েক-দিন হইল, কলিকাতার আফিস হইতে কর্ম্মে জবাব দিয়া তাহারা আমায় পত্র লিখিয়াছে, সে কথা তখন

তোমার নিকট প্রকাশ করি নাই। এ অবস্থায় তোমার ভরণপোষণ করার সাধ্য আর আমার নাই। আমার সহিত থাকিয়া তুমি শুদ্ধ কষ্ট পাইবে, সেটা আমি ইচ্ছা করি না। সুতরাং *তোমাকে আমি মুক্তি দিলাম। তুমি কলিকাতায় গিয়া হাইকোর্টে দরখাস্ত দিয়া, আমাদের বিবাহ-বন্ধন ছেদন করিয়া লইও।* নিষ্ঠুরতা ও পরিত্যাগ, ইহা প্রমাণ করিতে পারিলেই বিবাহ রদ হইয়া যাইবে। তোমার প্রতি নিষ্ঠুরতা যে আমি করিয়াছি, ইহা গয়া, বাঁকীপুর, জৌনপুর, জব্বলপুর প্রভৃতি স্থানের ডাকবাঙ্গলার খানসামাগণ জানে। মিষ্টার বোস হাইকোর্টের উকীল, তিনি এ বিষয়ে নিশ্চয়ই তোমার সাহায্য করিবেন।

বোম্বাই যাইবার টিকিটের টাকা মাত্র আমার কাছে ছিল। ঠিকা গাড়ীর ভাড়া আমি দিতে পারিলাম না। উহার ৩৲ পাওনা হইয়াছে। তোমার কাছে যদি টাকা থাকে, তবে উহাকে দিও। উহারই হস্তে এ পত্র পাঠাইলাম।

তোমার হতভাগ্য
সি, পল।"

পত্র পড়িয়া ক্রোধে বিজয়ের সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল—উঃ, কি নরপিশাচ! বিবাহিতা স্ত্রীকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া ঐরূপে পলায়ন!

বিজয় বাহিরে গিয়া কোচম্যানকে জিজ্ঞাসা করিল—"সাহেব কোন্ গাড়ীমে গিয়া?"

"সওয়া নও বাজেকে গাড়ীমে হুজুর।"

"ডাকগাড়ী, ইয়া প্যাসেঞ্জার?"

"পসিন্জর গাড়ী হুজুর। বোম্বাই পসিন্জর। হামারা কেরায়া?"

বিজয় পকেট হইতে তিনটি টাকা বাহির করিয়া কোচম্যানের হস্তে দিল। সে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

দরজার কাছে ডাকবাঙ্গলার খানসামা, তাহার মশালচী এবং মেথর দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে ভিতরের দিকে উঁকি দিতেছিল। বিজয় রোষভরে বলিল—"যাও, তুমলোগ হিঁয়া ক্যা করতে হো?"

তাহারা দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিজয় দেখিল, সুনী মুখ হইতে হস্তাচ্ছাদন খুলিয়াছে, সজল-নয়নে ঊর্দ্ধমুখী হইয়া বসিয়া আছে। বিজয়কে দেখিয়া বলিল—"পুলিসে খবর দিন না।"

বিজয় বলিল—"পুলিস কি করবে?"

সুনী কাঁদিতে কাঁদিতে রোষযুক্ত স্বরে বলিল—"আমাকে বিবাহ করেছে, এতদিন পরে আমাকে এ রকম অসহায় অবস্থায় ফেলে পালিয়ে গেল, পুলিস কিছু করবে না? আমি এখন যাই কোথা? করি কি? আমার হাতে যে একটি টাকাও নেই!"

বিজয় ধীরে ধীরে বলিল—"তা সবই সত্য, কিন্তু পুলিসের এতে কোন হাত নেই।"

"তা হ'লে?—আমি কি করি?—আমার কি হবে বিজয়বাবু?"

বিজয় নীরবে অধোমুখে বসিয়া রহিল।

সুনী বলিল—"তাকে কি কোনমতে আটকানো যায় না? টেলিগ্রাফ ক'রে কি অন্য কোন উপায়ে?"

বিজয় ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"না।"

"এখানা ত বোম্বাই প্যাসেঞ্জার। এমন কোনও গাড়ী নেই, যাতে চ'ড়ে গিয়ে পথে তাকে ধরা যায়?"

বিজয় বলিল—"তা না হয় টাইম টেব্‌ল দেখছি। কিন্তু, তাকে আটকে কিংবা ধরেই বা ফল কি হবে?"

সুনী বলিল—"একবার মুখোমুখী হ'লে, আমায় ছেড়ে কেমন ক'রে পালায়, আমি দেখতাম!"

"টাইম টেবল আনি"—বলিয়া বিজয় উঠিয়া গেল। এক মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া, বাতির কাছে টাইম টেবলখানি ফেলিয়া পরীক্ষা করিতে করিতে বিজয় বলিল—"কৈ, ওদিকে যাবার আর কোন গাড়ীই ত দেখছিনে। কলকাতা থেকে যে ডাকগাড়ী আসে, সে ত সন্ধ্যার সময়ই রওয়ানা হয়ে গেছে।"

সুনী দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিল—"আর, থাক্‌লেই বা কি হ'ত! আমার কাছে কি টাকা আছে যে, আমি টিকিট কিনে গিয়ে তাকে ধর্‌তাম।"

বিজয় গভীর মনোযোগের সহিত টাইম টেবল পরীক্ষা করিতে লাগিল। পরে বলিল—"তাকে ধর্‌তে পার্‌লে, বাস্তবিকই সুফলের আশা করেন আপনি?"

"করি বৈ কি!"

"তা হ'লে একবার চেষ্টা ক'রে দেখি। একটা উপায় আমার মাথায় এসেছে।"

"কি?"

"সেখানা প্যাসেঞ্জার গাড়ী, প্রত্যেক ষ্টেশনে থেমে থেমে চলেছে। এখন ৯টা ৫০ মিনিট। রাত্রি দুটো ছ'মিনিটের সময় গাড়ী সোহাগপুর ষ্টেশনে পৌঁছিবে। সে এখান থেকে ১২২ মাইল। আমরা যদি এখনি মোটরে বেরিয়ে যাই, বোধ হয়, রাত্রি দুটোর মধ্যে সোহাগপুরে পৌঁছিতে পারি।"

"ভাল রাস্তা আছে?"

"আছে। ঐখান দিয়ে ভূপালে যেতে হয় কি না। রেলের প্রায় ধারে ধারেই ইতার্সি অবধি পাকা রাস্তা আছে।"

সুশী আবার দুই হাতে মুখ ঢাকিল। অর্দ্ধমিনিট পরেই মুখ তুলিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল—"বিজয় বাবু, আপনাকে যে ভয়ানক কষ্ট দেওয়া হবে!"

"কি কষ্ট? কিছু না। এই লছমন, সুন্দর সিংকো বোলাও। তুরন্ত। আপনি প্রস্তুত হয়ে নিন। আমিও গোটাকতক দরকারী জিনিষ ঠিক ক'রে নিই।"

সুশী ব্যাকুলস্বরে বলিল—"আমার জন্যে আপনার এত কষ্ট! এই রাত্রিকাল!"

বিজয় উঠিয়া দাঁড়াইল। সুশীর বাহু স্পর্শ করিয়া কোমল স্বরে বলিল—"না, কষ্ট নয়। উঠুন, উঠুন। যত দেরী হবে, ততই খারাপ। একটা গরম কাপড় নেবেন গায় দেবার জন্যে। ভয়ানক বেগে আমাদের দৌড়ুতে হবে কি না—রেলগাড়ীর সঙ্গে রেস্ দেওয়া—খুব হাওয়া লাগবে, শীত করুতে পারে! উঠুন।"

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সুশী উঠিল। বিজয়ের মুখপানে সজল-নয়নে চাহিয়া বলিল—"বিজয় বাবু, আপনি না থাকলে আমার আজ কি হ'ত?—আমার বিপদের কথা ভেবে ভগবান্ আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।" এই বলিয়া রুমালে চোখের জল মুছিয়া, ধীরপদে বাহির হইয়া নিজের কক্ষে প্রবেশ করিল।

বিজয় বাহির হইয়া বারান্দায় সুন্দরসিংকে দেখিল; বলিল—"সুন্দরসিং, গাড়ীতে কতটা তেল আছে?"

"কাল ৮ গ্যালন ঢালিয়াছিলাম।"

"১৬০ মাইল?"

"১৪০ মাইল। ২০ মাইল খরচ হইয়াছে।"

"কয় টিন মজুদ আছে?"

"তিন টিন—ছয় গ্যালন।"

"১৪০ মাইল আর ১২০ মাইল—২৬০ মাইল। তাতেই যথেষ্ট হইবে।"

"কোথা যাইতে হইবে হুজুর?"

"সোহাগপুর। ইতার্সির রাস্তায়। তোমার খাওয়া হইয়াছে?"

"হাঁ হুজুর।"

"গাড়ী আন। চট্‌পট্।"—বলিয়া বিজয় নিজকক্ষে প্রবেশ করিল।

লছমন বলিল—"সঙ্গে কি কি যাইবে হুজুর?"

"সুট্‌কেস। টিফিন বাক্স। রেল গাড়ীতে বিছাইবার বিছানা—ছোট বাণ্ডিল।"

লছমন জিনিষগুলি ঠিক করিতে লাগিল। বিজয় একটা হাত-ব্যাগ লইয়া তাহার মধ্যে একটা শ্লেপিং সুট, ব্রাণ্ডিভরা একটা ফ্লাস্ক, সিগারেটের টিন, ফাউণ্টেন পেন, বিদ্যুতের একটা পকেট বাতি, সাবান, তোয়ালে প্রভৃতি ভরিয়া লইল। নোট ও টাকা সঙ্গে যাহা কিছু ছিল, বুকপকেটে লইল। বেহারাকে বলিল—"আমার রিভল্‌ভার আর কার্ত্তুজ-বাক্স কৈ?"

বেহারা জিনিষগুলি একটা ট্রাঙ্কের মধ্যে হইতে বাহির করিয়া দিল।

বিজয় রিভল্‌ভারটি পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহার ছয়টি কামরাতেই কার্ত্তুজ ভরা আছে। রাত্রিকাল, সঙ্গে অস্ত্র থাকা ভাল, এই ভাবিয়া রিভলভারটি এবং এক ডজন কার্ত্তুজ ব্যাগের মধ্যে ফেলিল।

শব্দে জানা গেল, হাওয়াগাড়ী আসিয়া সিঁড়ির নিকট দাঁড়াইয়াছে। লছমন জিনিষপত্রগুলি একে একে বাহির করিয়া লইয়া গেল।

বিজয় বাহির হইয়া দেখিল, সুশী প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। "আসুন"—বলিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া, নিজে আরোহণ করিয়া তাহার পাশে বসিল।

লছমন জিজ্ঞাসা করিল—"কখন্ ফিরিবেন হুজুর?"

"কাল, কোনও সময়ে। সুন্দরসিং, হাঁকাও।"

সুন্দরসিং গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। ডাকবাঙ্গলার ফটকের বাহির হইয়া গাড়ী গন্তব্য পথে ছুটিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ধাবমান।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সহরের সীমানা ছাড়াইয়া, খোলা রাস্তায় পড়িয়া বিজয়ের মোটর নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া চলিল। রাস্তার একদিকে জি, আই, পি, রেলওয়ে লাইন, অপর দিকে মাঠ ধু-ধু করিতেছে। আজ দ্বাদশী তিথি, নির্ম্মল আকাশে শরচ্চন্দ্র হাসিতেছে। জ্যোৎস্নার আলোকে মাঠের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। রাস্তা এখন প্রায় জনশূন্য; কচিৎ কোথাও দুই-একখানা গো-যান ভেঁপুর শব্দে এবং হেড্‌লাইটের তীব্র আলোকে চকিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া, রাস্তার একেবারে শেষ সীমায় সরিয়া দাঁড়াইয়া পথ দিতেছে।

মোটর এইরূপে মাইলের পর মাইল অতিক্রম

করিয়া চলিল। চন্দ্রও ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতেছেন, জ্যোৎস্নাজ্যোতি সমধিক প্রভাময়ী হইয়া উঠিতেছে। পথটি কখনও রেলওয়ে লাইনের অতি নিকটবর্ত্তী হইতেছে, কখনও বা কিয়দ্দূরে সরিয়া যাইতেছে।

ক্রমে সম্মুখভাগে একটি ষ্টেশনের আলোক দেখা যাইতে লাগিল। বিজয় বলিল, "মীরগঞ্জ, ঐখানে নেমে মার্ব্বল রকস্ দেখতে যেতে হয়।"—অল্পে অল্পে মোটর স্বীয় গতিবেগ প্রশমিত করিয়া সেই ষ্টেশনের সন্নিহিত ক্ষুদ্র বসতিটুকু পার হইয়া গেল। দুই একটা কুক্কুর ঘেউ ঘেউ করিতে করিতে গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিছুদূর ছুটিয়া, প্রতিনিবৃত্ত হইল। এইরূপ, পনেরো-কুড়ি মিনিট অন্তর মোটর এক একটি ষ্টেশনকে পশ্চাতে ফেলিয়া ছুটিতে লাগিল।

ঘণ্টাখানেক এইরূপ ধাবনের পর বিজয় লক্ষ্য করিল, সুশী মাঝে মাঝে ঢুলিতেছে, তাহার মাথাটি ধীরে ধীরে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে, আবার সে চমকিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। এতক্ষণ দুইজনের মধ্যে বড় একটা বাক্য-বিনিময় হয় নাই। তৃতীয় ষ্টেশন পার হইবার পর সুশী ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"ক'টা বাজল?"

বিজয় ঘড়ি দেখিয়া বলিল—"এগারটা বেজে পঁচিশ মিনিট।"

"কত দূর এসেছি?"

"ত্রিশ মাইলের কাছাকাছি বোধ হয়।"

সুশী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"সিকি পথ।"

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার কোন কষ্ট হচ্ছে কি?"

"না।"

"ঘুম পাচ্ছে, নয়?"

"না।"

যদি ঘুম পেয়ে থাকে ত বলুন, আমি শোফেয়রের পাশে গিয়ে বসছি, আপনি গুটিসুটি হয়ে এইখানেই একটু শুতে পারেন।"

সুশী বলিল—"না না, আমার ঘুম পায়নি। আমার আবার ঘুম!"—বিজয় যেন একটি কম্পিত দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দও শুনিতে পাইল।

"আমার আবার ঘুম!"—বলা সত্ত্বেও দশ মিনিটের মধ্যেই পুনরায় [illegible] নিদ্রা[illegible] হইল। সে স্থানে পথের অসমতা বশতঃ [illegible]ভাগে একটু উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার মাথা[illegible] বিজয়ের স্কন্ধের উপরেই ঢলিয়া পড়িল। [illegible] তাহাকে জাগাইবার চেষ্টা করিল না, মনে মনে বলিল—"আহা, ঘুমুচ্ছে, ঘুমুক।"

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে কাটিলে, হঠাৎ একটা ঝাঁকানিতে সুশী আবার জাগিয়া উঠিল। মোটর তখন একটা পুলের উপর উঠিয়াছে। সুশী উভয় দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এটা কি নদী?"

বিজয় বলিল—"এই নর্ম্মদা।"

মৃদু তরঙ্গ তুলিয়া নর্ম্মদা বহিয়া চলিয়াছে। চন্দ্রকিরণে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঝলমল করিতেছে। সীমান্তরেখার নিকট, নদীর প্রায় পথরোধ করিয়া, সংহত ধূমপুঞ্জবৎ যেন পর্ব্বতমালা দেখা যায়। পুলের উপর দিয়া মোটর ধীরে ধীরে চলিল। উভয়ে মুগ্ধনেত্রে এই নৈশ নদীশোভা দেখিতে লাগিল। পুল পার হইয়া মোটর আবার স্বীয় গতিবেগ বৃদ্ধি করিল।

এইরূপে জাগিয়া, ঢুলিয়া, আবার জাগিয়া, ধূলা খাইতে খাইতে, মাইলের পর মাইল, ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রান্ত হইতে লাগিল। বিজয় মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখিতেছে; বিদ্যুৎ-বাতির সাহায্যে টাইম-টেবল দেখিতেছে।

আরও এক ঘণ্টাকাল এইরূপে কাটিলে, সম্মুখে প্রায় অর্দ্ধ-মাইল দূরে একটা ষ্টেশনে লাল সবুজ অনেকগুলা আলো দেখা যাইতেছে। সুশী সেই দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ওটা কোন্ ষ্টেশন?"

বিজয় বলিল—"তা ত জানিনে। বোধ হয় বোহানী। আচ্ছা, ওখানে গাড়ীটা দাঁড় করিয়ে খবর নিচ্ছি। দেখো সুন্দর সিং, উও ষ্টেশনকা পাশ গাড়ীকো রোক্না।"

গাড়ী ষ্টেশনের হাতায় প্রবেশ করিতেই সুশী জিজ্ঞাসা করিল—"এখন সময় কত দেখুন ত।"

বিজয় ঘড়ি দেখিয়া বলিল, "সাড়ে বারোটা। সওয়া দু'ঘণ্টার উপর আমরা বেরিয়েছি। বোধ হয় অর্দ্ধেক পথের উপর এসেছি। যা হোক্, আপনি বসুন, আমি খবরটা নিয়ে আসি।"

সুশী বিজয়ের বাহু স্পর্শ করিয়া বলিল—"না, আমি একলা থাকতে পারব না, আমার ভয় করবে।"

"তবে চলুন, দুজনেই যাই"—বলিয়া বিজয় গাড়ী হইতে নামিয়া সুশীকে নামাইল। পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইল। সুশী বলিল—"আপনি দু'ঘণ্টা সিগারেট খান নি।"

"তারও বেশী"—বলিয়া সুশীকে সঙ্গে লইয়া বিজয় প্ল্যাটফর্ম্মে গিয়া উঠিল। লণ্ঠনের গায়ে ষ্টেশনের নাম লেখা রহিয়াছে—বোহানী। ষ্টেশন-মাষ্টারের নিকট গিয়া শুনিল, পনেরো মিনিট পূর্ব্বে

বোম্বাইগামী প্যাসেঞ্জার ছাড়িয়া গিয়াছে; সোহাগপুর এখান হইতে ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী।

ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া সুশী জিজ্ঞাসা করিল—"ছুটো ছ'মিনিটের আগে এ পঞ্চাশ মাইল আমরা যেতে পারব ত?"

বিজয় বলিল—"পারবার ত কথা। ছ'ঘণ্টা পনের মিনিটে আমরা ৭২ মাইল এসেছি। বাকী আর ৫০ মাইল যেতে রাত্রি ছটোর বেশী হওয়া উচিত নয়।"

সুশী বলিল—"ছ মিনিট মাত্র আগে পৌঁছব। চলুন, আর দেরী করা হবে না।"

উভয়ে আবার আসিয়া গাড়ীতে বসিল। বিজয় বলিল—"সুন্দর সিং, খুব হাঁকায়কে যানা।"

"বহুৎ আচ্ছা হুজুর"—বলিয়া সুন্দর সিং গাড়ী ছুটাইয়া দিল।

অর্দ্ধঘণ্টায় আর দুইটা ষ্টেশন অতিক্রান্ত হইল। বিজয় ঘড়ি দেখিয়া বলিল—"সুন্দর সিং, আউর থোড়া জোরসে হাঁকাও।"

সুন্দর সিং পা দিয়া অ্যাক্‌সিলারেটর আরও একটু চাপিয়া ধরিল। গাড়ী আরও দ্রুতবেগে ছুটিল।

সুশী হস্ত দ্বারা মুখটি আচ্ছাদন করিয়া বসিয়া ছিল। বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"বড় ধুলো, না?"

সুশী বলিল—"নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ঢুকচে, আমার মাথা যেন ঘুরচে।"

বিজয় বলিল—"আর ঘণ্টা খানেক। আমি শোফেয়রের পাশে গিয়ে বসি, আপনি এইখানে ততক্ষণ একটু শুন্ না।"

সুশী মস্তক সঞ্চালিত করিয়া বলিল—"না, না।"

আর একটা ষ্টেশন পার হইয়া গেল। বিজয় আবার ঘড়ি দেখিল, টাইম টেবল দেখিল। মনে মনে সময় ও দূরত্বের হিসাব করিতে লাগল।

রাত্রি যখন প্রায় দেড়টা, তখন কিয়দ্দূর সম্মুখে রেল লাইনের উপর তিনটা রক্তবর্ণ আলোক দেখা গেল। বিজয় সুশীকে বলিল—"ঐ সেই ট্রেণ। ব্রেকভ্যানের আলো দেখা যাচ্ছে।"

সুশী আকুল আগ্রহে আলোক তিনটির পানে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে, সেগুলি আরও নিকটে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে মোটর সেই ধাবমান ট্রেণকে ধরিয়া ফেলিল, তাহার ব্রেকভ্যানের পার্শ্ববর্ত্তী হইল—এবং ক্রমে ব্রেকভ্যানকে ছাড়াইয়া চলিল। ট্রেণখানি প্রকাণ্ড। প্রত্যেক গাড়ীর জানালায় মনুষ্যের অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে। গাড়ীগুলির আলোক আসিয়া মোটরের রাস্তায় পড়িয়াছে, মোটর ও ট্রেণ পাশাপাশি ছুটিতেছে। সুশী একদৃষ্টে ট্রেণখানির প্রতি চাহিয়া বলিল—"কোন্ গাড়ীতে আছে কে জানে!"

মোটর ক্রমে এঞ্জিনের নিকট আসিয়া পড়িল,—এঞ্জিনকে ছাড়াইয়া চলিল। ক্রমে অদূরে আর একটা ষ্টেশনের আলোক দেখা যাইতে লাগিল। সুশী জিজ্ঞাসা করিল—"ঐ কি সোহাগপুর?"

বিজয়ের কোলে খোলা টাইম টেবল। বিদ্যুৎবাতির বোতাম টিপিয়া, টাইম টেবলের পৃষ্ঠার উপর আলোক ফেলিয়া বলিল—"না, ওটা পিপারিয়া—সোহাগপুর এর পরের ষ্টেশন।"

"ঐখানে নাম্‌লে হয় না?"

"ওখানে মাত্র তিন মিনিট গাড়ী থামে। তিন মিনিটে খুঁজে তাকে পাব কি? সোহাগপুর বড় ষ্টেশন, সেখানে দশ মিনিট থাম্‌বে।"

দেখিতে দেখিতে মোটর পিপারিয়া ষ্টেশন অতিক্রম করিল—প্যাসেঞ্জার গাড়ী তখনও আসিয়া পৌঁছে নাই। বিজয় পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, কিছু দূরেই এঞ্জিনের আলোক তিনটি ছুটিয়া আসিতেছে।

বিজয় বলিল—"সুন্দর সিং, পুরা স্পীডমে যাতা হায়?"

সুন্দর সিং ড্যাশবোর্ডের সংলগ্ন একটি বোতাম টিপিয়া ছোট একটি বিদ্যুৎবাতি জ্বালাইল, এবং তাহার সাহায্যে স্পীডোমীটর দেখিয়া বলিল—"নেহি হুজুর, আরও তি পান-চও-মাইল তেজ যানে সক্তা।"

"পুরা তেজমে যাও"—বলিয়া বিজয় ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, দুইটা বাজিতে উনিশ মিনিট বাকি আছে।

মোটর তখন পুরাদমে ছুটিল। বিজয় পশ্চাতে চাহিয়া রহিল, এঞ্জিনের আলোক আর দেখা যাইতেছে না। গাড়ী মাঝে মাঝে ভয়ানক দুলিতেছে—সেই ঝাঁকানিতে বিজয় ও সুশী পরস্পরের গাত্রে আসিয়া পড়িতে লাগিল। বিজয় বলিল—"উঃ, রাস্তাটা এখানে ভারি খারাপ।"

ক্রমে দূরে সোহাগপুরের ডিষ্ট্যান্ট সিগন্যালের আলোক দেখা যাইতে লাগিল। বিজয় বলিল—"ঐ দেখুন প্যাসেঞ্জারের জন্য গ্রীণ দিয়েছে।"

এই কথা বলি[illegible] বন্দুকের আওয়াজে[illegible] গেল। বিজয় চীৎকা[illegible]—ঐ যাঃ সর্ব্বনাশ হল। সুন্দর [illegible]

[illegible]—"কি হয়েছে?"

"চাকা ফেটেছে।" বলিতে বলিতেই চলন্ত গাড়ী-খানি একদিকে হেলিয়া পড়িল।

সুন্দর সিং ইতিমধ্যে এঞ্জিনকে সুইচ্ অফ্ করিয়া দিয়া ক্লাচের উপর হইতে পা উঠাইয়া লইয়া, ধীরে ধীরে এমার্জেন্সি ব্রেক কষিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে দক্ষ মোটর-চালক। বিলক্ষণ জানিত, এই বিপুল বেগের মুখে তাড়াতাড়ি ব্রেক কষিতে গেলে গাড়ী তৎক্ষণাৎ উন্টাইয়া যাইবে—এবং সকলের মৃত্যু অনিবার্য্য।

বেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতেছে, কিন্তু গাড়ী তখনও চলিতেছে। সুশী বিজয়ের পানে ব্যাকুলভাবে চাহিয়া বলিল—"কি হবে বিজয় বাবু?"

বিজয় বলিল—"চাকা বদ্‌লাতে হবে। সমস্তই পণ্ড হয়ে গেল বোধ হয়।"

ডিষ্ট্যান্ট সিগ্‌ন্যালের কাছাকাছি আসিয়া মোটর থামিল। সুন্দর সিং লাফাইয়া পড়িল। বিজয় নামিল, সুশীকেও নামাইয়া লইল।

বিজয় ভাঙ্গা চাকাখানার নিকট দাঁড়াইয়া বলিল —"সুন্দর সিং—ষ্টেপনি চড়াও—বহুৎ জল্‌দি।"

সুন্দর সিং জ্যাক নামক যন্ত্রটি গাড়ী হইতে নামাইয়া, ধুরার নিম্নে বসাইল। জ্যাকের হাতল ঘুরাইয়া গাড়ীর সেই কোণটা উচ্চে তুলিয়া ফেলিল; ভগ্নচাকাখানি মাটী ছাড়িয়া শূন্যে উঠিল। সুন্দর সিং তখন পেঁচ ঘুরাইয়া চাকাখানি খুলিয়া ফেলিল।

সুশী বলিল—"ঐ দেখুন ট্রেণ আস্‌ছে।"

বিজয় দেখিল, অনেক দূরে এঞ্জিনের রক্তবর্ণ আলোকত্রয় মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। বলিল—"সুন্দর সিং, জল্‌দি ষ্টেপনি লাগাও।"

"আধা মিনিটমে হো যায়গা হুজুর" বলিয়া সুন্দর সিং ক্ষিপ্রহস্তে গাড়ীর পার্শ্বদেশ হইতে ষ্টেপনি চাকাখানি খুলিতে লাগিল। খোলা যখন শেষ হইল, তখন দূরস্থিত এঞ্জিনের আলোক তিনটি স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে।

ষ্টেপনি চাকাটি সুন্দর সিং ধুরায় পরাইয়া দিল। রেঞ্চ দিয়া চাকা টাইট করিয়া, জ্যাক্ খুলিয়া যথাস্থানে রাখিয়া বলিল—"চড়িয়ে হুজুর!" বলিয়া সে এঞ্জিনের সুইচ লাগাইয়া, সম্মুখে গিয়া ষ্টার্টিং হ্যাণ্ডেল ধরিয়া ঘুরাইয়া দিল। বিজয় ও সুশী গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

সাধারণতঃ অৰ্দ্ধপাক [illegible] এঞ্জিন চলিতে আরম্ভ করে; কিন্তু পাঁচ সাত দশ পাক হইয়া গেল, তথাপি এঞ্জিন নীরব।

সুন্দর সিং তখন ভীত ও বিস্মিত হইয়া, প্রাণপণ শক্তিতে আরও কয়েকবার সজোরে হ্যাণ্ডেল ঘুরাইল। কিন্তু তথাপি গাড়ী 'ষ্টার্ট' হইল না দেখিয়া সে বলিল, "হুজুর, এঞ্জিনমে কুছ হুয়া হোগা। হাম বনেট খোলকে দেখতা হুঁ।"

বিজয় পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, রেলওয়ে এঞ্জিনের আলোক তিনটি আরও জ্বল্‌জ্বল্ করিয়া উঠিয়াছে, গুম্ গুম্ গুম্ শব্দও শুনা যাইতে লাগিল।

সুশী একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া ছিল। কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল—"গাড়ী যে এসে পড়ল বিজয় বাবু।"

বিজয় হাঁকিল—"সুন্দর সিং, ক্যা হুয়া?"

"হুজুর, দেখতাহুঁ" বলিয়া সুন্দর সিং,—পথে হঠাৎ গাড়ী বন্ধ হইলে যে যে স্থান পরীক্ষা করা আবশ্যক হয়, সেই স্থানগুলি একে একে পরীক্ষা করিতে লাগিল। বলিল—"উপরসে তো সব ঠিক মালুম দেতা হায়, সায়েৎ ম্যাগ্নেটোমে কুছ হুয়া হোগা।"

বিজয় রুমাল দিয়া কপালের ঘাম—কান্না বলিলেও হয়—মুছিয়া রেলওয়ে লাইনের দিকে চাহিল—ট্রেণ আসিয়া পড়িয়াছে।

এক মিনিটের মধ্যে তাহাদের সম্মুখ দিয়া সমস্ত ট্রেণখানি সোহাগপুর অভিমুখে চলিয়া গেল।

বিজয় একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"অতি অল্পের জন্যে সব নষ্ট হয়ে গেল। যদি আর দশ মিনিট সময় থাক্‌ত, তবে হেঁটে গিয়েও আমরা ট্রেণখানা ধরতে পার্‌তাম। এখন তাও অসম্ভব। যদি ম্যাগ্নেটো খারাপ হয়ে থাকে, তবে বড় মুস্কিল হ'ল।"

সুশী কোন কথা কহিল না। সে কাষ্ঠপু[illegible]কার ন্যায়, পলায়িত ব্রেকভ্যানের আলোক তি[illegible] পানে নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আশ্রয়ের সন্ধান।

বিজয় নামিয়া স্বয়ং পরীক্ষা-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিল। সুশীকে গাড়ী হইতে নামিতে উদ্যত দেখিয়া ছুটিয়া সে তাহার নিকট গেল। হাত ধরিয়া তাহাকে নামাইতে নামাইতে কোমলকণ্ঠে বলিল—"ষ্টেশন এখান থেকে বেশী দূর নয়, বোধ হয় আধ মাইল পথ। ঐ দেখুন, ষ্টেশনের আলো সব দেখা যাচ্ছে। আস্তে আস্তে চ'লে যেতে পারবেন?"

সুশী নামিয়া, কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া, তাহার পর ক্ষীণস্বরে বলিল—"আমার মাথা ঘুরছে। আমি

দাঁড়াতে পাচ্ছি নে যে!" বলিয়া এক হাতে গাড়ীর পার্শ্বদেশ অবলম্বন করিল।

বিজয় বলিল—"কিন্তু, না গেলে ত উপায় নেই। আকাশের দিকে চেয়ে দেখুন, মেঘ ক'রে আসছে। ঝড়বৃষ্টি হ'তে পারে। তা ছাড়া, কা'ল দিনের বেলা ভিন্ন ত গাড়ী মেরামত হবে না। কোথাও আশ্রয় নিতে হবে ত!"

সুশী ভগ্নস্বরে বলিল—"আশ্রয়?—আমার আর আশ্রয় কোথায় বিজয় বাবু?"

সুশী যে কি ভাবে কথাটা বলিল, তাহা বুঝিতে অবশ্য বিজয়ের বাকী রহিল না। কিন্তু সে ভাবকে আমল না দিয়া উত্তর করিল—"ষ্টেশনের কাছাকাছি একটা ডাকবাঙ্গলা থাকা সম্ভব। তা যদি না-ও থাকে, ওয়েটিং রুম ত আছে। চলুন দেখি আস্তে আস্তে,—আমার কাঁধে বরং ভর দিন।

সুশী কাতরভাবে বলিল—"গাড়ীতে উঠে একটু বসি। দেখি মাথাটা যদি একটু সারে। নইলে রাস্তায় যদি প'ড়ে টড়ে যাই—"

বিজয় বলিল—"আচ্ছা, আসুন গাড়ীতেই। আমি বরঞ্চ আপনাকে একটু ওষুধ খাইয়ে দিচ্ছি।"

সুশীকে গাড়ীতে বসাইয়া, বিজয় তাহার পাশে বসিয়া বেতের টিফিন ব্যাস্কেট খুলিল। একটি সোডার বোতল ও কাচের গ্লাস তাহা হইতে বাহির করিয়া লইল। হাতব্যাগ হইতে ব্রাণ্ডির ফ্ল্যাস্কটি বাহির করিয়া গ্লাসে এক আউন্স পরিমাণ ঢালিল। সোডা খুলিয়া তাহাতে খানিক মিশাইয়া বলিল—"খেয়ে ফেলুন দেখি, এখনি গায়ে বল পাবেন।"

সুশী গ্লাসটি ধরিয়া পান করিয়া, মুখ বিকৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি এ? ব্রাণ্ডি?"

"ওষুধ"—বলিয়া বিজয় ফ্ল্যাস্ক ও গ্লাসটি তোয়ালে দিয়া মুছিয়া নিজে আউন্স দুই পান করিল। টিফিন বাস্কেট বন্ধ করিয়া বলিল—"সুন্দর সিং, আমরা এখন ষ্টেশনে যাইব। রাত্রি এখন সওয়া দুইটা। সকাল হইলে এ পথে নিশ্চয়ই লোকজন চলিতে আরম্ভ করিবে। তখন কুলী যোগাড় করিয়া, গাড়ীখানি ঠেলাইয়া ষ্টেশনে লইয়া আসিও। হয় ওয়েটিং রুমে, নয় কাছাকাছি কোন ডাকবাঙ্গলা যদি থাকে, তবে সেখানে আমরা থাকিব। গাড়ী পৌছিলে তখন মেরামত সম্বন্ধে যা হয় করা যাইবে।"

সুন্দর সিং বলিল—"জি আচ্ছা হুজুর।"

বিজয় সুশীর পানে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এখন কেমন, একটু ভাল বোধ হচ্ছে কি?"

সুশী বলিল—"চলুন যাই।"

দক্ষিণ হস্তে ব্যাগটি লইয়া, বাম হস্তে সুশীর বাহু ধারণ করিয়া ধীরপদে বিজয় ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইল। চন্দ্র তখন পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। মেঘ আসিয়া সেই ম্লানায়মান চন্দ্রকে মাঝে মাঝে আবৃত করিয়া ফেলিতেছে—আবার অপসৃত হইয়া যাইতেছে।

অর্দ্ধ মাইল পথ অতিক্রম করিতে প্রায় কুড়ি মিনিট লাগিয়া গেল। ষ্টেশনের কাছাকাছি আসিয়া দেখা গেল, বৃহৎ হাতার মধ্যে একটা বাঙ্গলা, ফটকের কাছে তক্তায় কি লেখা আছে। বিদ্যুৎ-বাতি জ্বালিয়া বিজয় দেখিল, সেটা "সোহাগপুর পুলিস ষ্টেশন।" বলিল—"থানা যখন আছে, তখন ডাকবাঙ্গলাও নিশ্চয়ই আছে।" বস্তুতঃ পরের বাড়ীটি ডাকবাঙ্গলা।

মেঘ তখন চন্দ্রকে মুক্তি দিয়াছে। ডাকবাঙ্গলায় প্রবেশ করিয়া, দাঁড়াইয়া বিজয় চীৎকার করিতে লাগিল—"খানসামা—খানসামা!"—কিন্তু কাহারও সাড়াশব্দ পাইল না।

বিজয় তখন বারান্দা হইতে নামিয়া, বাবুর্চ্চি-খানার দিকে গেল। বাবুর্চ্চিখানার পার্শ্বেই খান-সামার কুটীর—সকল ডাকবাঙ্গলাতেই। কিন্তু দেখিল, বাবুর্চ্চিখানা তালাবন্ধ। কুটীরের দ্বারে দাঁড়াইয়া "খান-সামা—খানসামা" বলিয়া আবার চীৎকার আরম্ভ করিল—কিন্তু কাহারও সাড়া পাইল না।

বিজয় তখন বারান্দায় ফিরিয়া আসিয়া সুশীকে বলিল—"জনপ্রাণী নেই।"

সুশী বলিল—"তবে কি হবে এখন?"

"দেখি"—বলিয়া বিদ্যুৎবাতি জ্বালিয়া বিজয় দ্বারগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিল। খড়খড়িওয়ালা কবাট, ভিতর হইতে ছিটকিনি বন্ধ। একটা কবাটের খড়খড়ি উঠাইয়া, কষ্টে উপর নীচের উভয় ছিটকিনিই বিজয় খুলিয়া ফেলিল। দ্বার খুলিয়া দেখিল, সার্সি রহিয়াছে, তাহাও ভিতর হইতে বন্ধ। কাচের ভিতর দিয়া স্প্রাশবার (হুড়কা) দেখা যাইতেছে।

বিজয় তখন হাতায় নামিয়া গিয়া, বহু অনুসন্ধানে এক টুকরা পাথর আবিষ্কার করিল। পাথর ঠুকিয়া সার্সির কাচ ভাঙ্গিয়া, সেই রন্ধ্র পথে হস্ত প্রবেশ করা-ইয়া স্প্রাশবার খুলিয়া ফেলিল। সুশীকে বলিল—"আসুন।"

সচরাচর যেমন দেখা যায়, কক্ষের মধ্যস্থলে একটা টেবিল ও দুইখান চেয়ার, জানালার নিকট দর্পণযুক্ত ড্রেসিং টেবিল, একপার্শ্বে ইংরাজি লৌহখট্টা, তাহার উপর একটা টিকিনের গদিমাত্র পড়িয়া আছে, শয্যার অন্য কোনও উপকরণ নাই। দেওয়ালে একটা ল্যাম্প

রহিয়াছে, বিজয় তাহা খুলিয়া নাড়িয়া দেখিল, একেবারে তৈলশূন্য বলিয়া বোধ হইল না। ল্যাম্পটি জ্বালিয়া দেখিল, পরে পরে তিনটি কক্ষ, মাঝেরটি ভোজনস্থান। অপর প্রান্তের শয়নকক্ষটিতেও লোহার খাট ও গদি রহিয়াছে। উভয় কক্ষের গোসলখানায় গুটি দুই তিন ধূলামাখা শুষ্ক কলসী।

পালঙ্কের নিকট দাঁড়াইয়া বিজয় বলিল—"এই খালি গদিতে শুতে পারবেন?"—বলিয়া গদির উপর সট্ করিয়া ছড়ির ঘা দিল—একরাশি ধুলা গদি হইতে লাফাইয়া উঠিল।

সুশী বলিল—"গদিতে ধুলো কি দেখাচ্ছেন, আমাদের গায়ে কাপড়ে কত ধুলো বসেছে বলুন দেখি! গা হাত পরিষ্কার না হলে, শুলেও কি ঘুম হবে? এক ফোঁটা জলও ত নেই।"

বিজয় বলিল—"কিন্তু সারা রাত এই দুর্গমার পর, এখন একটু না ঘুমুলে কা'ল আপনার শরীর ভারি খারাপ হয়ে যাবে যে! এমনই ত ঘুম না হ'লে আপনার মাথা ধরে। কিন্তু আপনি যা বলছেন, তাও ঠিক; একটু পরিষ্কার না হ'লে ঘুম আসবে না। সাবান তোয়ালে ত আমার ব্যাগেই রয়েছে—এখন অভাব কেবল জলের। আচ্ছা, আপনি দশ পনরো মিনিট এখানে একলা থাকতে পারবেন?

"কেন?"

"তা হ'লে ষ্টেশনে গিয়ে গোটা দুই কুলী ডেকে আনি—জল-টল তুলিয়ে নিই।"

সুশী বলিল—"তা পারব—আপনি শীগ্‌গির আসবেন ত?"

একখানি ঈজি-চেয়ারে সুশীকে বসাইয়া বিজয় বলিল—"আলো জ্বল্‌ছে, পাশেই থানা, রাতও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—আপনার কোনই ভয় নেই। আপনি চুপ ক'রে ব'সে থাকুন। আমি এখনি ফিরে আসছি—কেমন?" বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। আকাশে মেঘ তখন খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে।

ষ্টেশনে কুলী পাওয়া গেল—আর পাওয়া গেল আহার্যের সন্ধান। রিফ্রেশমেণ্ট রুম্‌সে গিয়া দুইজনের মত চা, রুটি, মাখন ও ডিম্বাদি ডাকবাঙ্গলায় পাঠাইতে আদেশ করিয়া, কুলী সহ বিজয় ফিরিয়া আসিল।

উভয়ে পরিষ্কার হইয়া যখন চা পান করিতে বসিল, তখন প্রায় সাড়ে তিনটা। উভয় কক্ষের গদি বারান্দায় বাহির করিয়া লইয়া কুলীরা পটাপট্ শব্দে পিটাইয়া পিটাইয়া ধুলি বাহির করিতেছে।

চা-পান শেষ হইতে রাত্রি পৌনে চারিটা হইল। বিজয় বলিল—"এখন আর কথাবার্তা কিছু না আপনি এইবার শুন্ গিয়ে। বালিস নেই, চাদর নেই—গদিটা সাফ হয়েছে, এই সৌভাগ্য—দেখুন যদি একটু ঘুমুতে পারেন।"

সুশী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"আপনি শোবেন না?"—বাহিরে গুম্ গুম্ করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল জানালা দিয়া দেখা গেল, খুব বিদ্যুৎ হানিতেছে।

বিজয় বলিল—"হ্যাঁ—আমিও একটু গড়াব বৈকি।

সুশী হস্তপ্রসারণ করিয়া বলিল—"গুড নাইট্।"

বিজয় হস্ত ধারণ করিয়া বলিল—"গুড নাইট্—কিংবা গুড মর্ণিংও বলা যেতে পারে।"—বলিয়া সে হাসিল।

সুশী তাহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষের দিকে দুই পদ অগ্রসর হইয়া, আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। মুখখানি নত করিয়া বলিল—"বিজয় বাবু!"

বিজয় তাহার কাছে সরিয়া গিয়া বলিল—"কেন?"

সুশী ব্যাকুলভাবে বিজয়ের পানে চাহিয়া বলিল—"কা'ল উঠে—আপনাকে—দেখতে পাব ত?"

বিজয় বলিল—"কেন? পাবেন না কেন?"

"আপনি—কোথাও—চ'লে যাবেন না?"

"বিজয় মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া, একটু যেন ভারি গলায় বলিল—"আমি চ'লে যাব? তোমায় এখানে ফেলে?—না সুশীলা—তা আমি যাব না। আমায় তুমি বিশ্বাস করতে পার।"

ধীরে ধীরে সুশী তাহার কম্পিত দক্ষিণ হস্তখানি বাড়াইয়া দিল। বিজয় তাহা নিজ হস্তে চাপিয়া বলিল—"যাও, লক্ষ্মীটি হয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোও গে। নইলে তোমার ভয়ানক অসুখ করবে। না যদি ঘুমোও, কা'ল তা হ'লে আমার কাছে ভারি বকুনি খাবে কিন্তু—বুঝেছ?"

সুশী কয়েক মুহূর্ত্ত বিজয়ের পানে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল—"আমি বড় দুঃখী। পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই। আমায়—তুমি ভাসিয়ে দেবে না বল?"

উভয়ের করযুগল তখনও আবদ্ধ ছিল। বিজয় হঠাৎ সুশীকে নিজের দিকে টানিল। পরমুহূর্ত্তে তাহার হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"না সুশীলা—আমি তোমায় ভাসিয়ে দেব না।"

বাহিরে ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। খোলা জানালা দিয়া শীতল বাতাস আসিতে লাগিল। বিজয় বলিল—"ভালই হ'ল, যে গরম হচ্ছিল। ঠাণ্ডায়

বোধ হয় একটু ঘুমুতে পারবে। যাও শোও গে।"

সুনী বিজয়ের পানে বিহ্বলনেত্রে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া, ক্লান্তচরণে নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

বিজয়ও তাহার শয়নকক্ষে গিয়া, বস্ত্রাদি আংশিক ভাবে পরিত্যাগ করিয়া, একটি সিগারেট ধরাইল। সিগারেট মুখে করিয়া শয্যাপ্রান্তে বসিয়া খোলা জানালা দিয়া আকাশের ঘনঘটা ও বৃষ্টিপতন দেখিতে দেখিতে, গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়িল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

খানসামার কার্য্যতৎপরতা।

প্রভাত হইয়াছে, টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, ছাতা মাথায় দিয়া সাবধান পাদবিক্ষেপে ডাকবাঙ্গলার খানসামা নিজামুদ্দিন মিঞা আসিয়া ফটকের নিকট দাঁড়াইল। গতরাত্রে যাইবার সময় ফটক সে বন্ধ করিয়া গিয়াছিল,—ফটক খুলিল কে? তাহার বুকের ভিতরটা যেন ধড়াস্ করিয়া উঠিল সেইখানে দাঁড়াইয়া বাঙ্গলার পানে চাহিল—দেখিল, এক পাশের কামরায় জানালা ও কবাট খোলা রহিয়াছে। দেখিয়া, মনে মনে সে প্রমাদ গণিল। রাত্রের ট্রেণে নিশ্চয়ই তবে কোনও সাহেব আসিয়া থাকিবে, এবং সাসি ভাঙ্গিয়া কামরা খুলিয়া প্রবেশ করিয়াছে। রাত্রিকালে তাহার অনুপস্থিতিতে সাহেব আসা, ইতঃপূর্ব্বে আর দুইবার ঘটিয়াছিল। প্রথমবার যে আসিয়াছিল, সে একটা গোরা সাহেব—পরদিন প্রাতে নিজাম ফিরিলে সে সাহেব নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া তাহার গালে দুই থাপ্পড় লাগাইয়া, ড্যাম শূয়ার প্রভৃতি অশেষবিধ কটুকাটব্য প্রয়োগ করিয়াছিল। দ্বিতীয়বার,—সে একজন কালা সাহেব—কলিকাতা হইতে আসিয়াছিল। সে 'মার-ধোর' করে নাই বটে, তবে 'রিপোর্ট' করিয়া দিয়াছিল, নিজামুদ্দিনের তাহাতে একটাকা জরিমানা হয়।

মনে মনে আল্লার নাম জপ করিতে করিতে, শঙ্কিত হৃদয়ে নিজাম হাতার মধ্যে প্রবেশ করিল। সন্তর্পণে সেই খোলা জানালার কাছে গিয়া, পা আল-গোছ করিয়া উঁকি দিয়া ভিতরে দেখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু জানালাটা উচ্চে, পালঙ্ক সমস্তটা দেখা গেল না—কেবল দেখা গেল, শয়নকারীর বাম পদের কিয়দংশমাত্র—তাহাও মোজা ও প্যাণ্টলুনে আবৃত। সুতরাং সাহেব কালা কি গোরা, বুঝা গেল না। বিপরীত দিকের দেওয়ালে র‍্যাক হইতে লম্বমান একটা তোয়ালে এবং কোণের গোল তেপায়ের উপর হাণ্ডব্যাগটিও নিজাম দেখিতে পাইল।

ছাতার উপর পটপট্ করিয়া বৃষ্টির ফোঁটা পড়িতেছে—নিজাম সেখানে দাঁড়াইয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিল, সাহেব গোরা না কালা? কালা হইলেই মঙ্গল। সাহেবের বেহারার কাছেই তত্ত্ব জানা যাইবে—কিন্তু কৈ সে? সাম্নের বারান্দায় ত কেহ শুইয়া নাই। তবে কি পশ্চাতের বারান্দায় আছে? হইতে পারে, কারণ, বৃষ্টির সময় সাম্নের বারান্দায় জলের ছাট আসে—শেষরাত্রে ত খুব বৃষ্টিই হইয়াছিল। বেহারার অনুসন্ধানে নিজাম পশ্চাতের বারান্দায় গেল। সেখানেও কেহ নাই। তখন সে অপর দুইটি কামরার পশ্চাতে অগ্রসর হইল।

অপর প্রান্তের কামরার নিকট পৌঁছিয়া নিজাম দেখিল, বন্ধ দরজার খড়খড়িগুলা সমস্ত খোলা রহিয়াছে। নিজাম ভাবিল, "আরে মলো! এ কামরাতেও সাহেব না কি? ঝিলমিলি খুলিল কে? আগে হইতেই কি খোলা ছিল? কে জানে! উঁকি দিয়া দেখিতে হইতেছে।"—নিজাম তখন বারান্দায় উঠিয়া, ছাতাটি বন্ধ করিয়া দেওয়ালের গায়ে রাখিয়া সন্তর্পণে এক সেট খড়খড়ি আরও খানিক তুলিয়া ফাঁক করিবামাত্র ভিতর হইতে শব্দ আসিল—"কোন্ হ্যায়?"

কি সর্ব্বনাশ!—স্ত্রীকণ্ঠ! মেমসাহেবের আওয়াজ! পুনশ্চ তীক্ষ্ণস্বরে—"কোন্ হ্যায়?"

নিজাম একবার ভাবিল—পালাই। আবার ভাবিল—যদি চোর চোর করিয়া সোরগোল করে? তাই সাহস করিয়া গলা ঝাড়িয়া বিনীত স্বরে বলিল—"হুজুর, ডাকবাঙ্গলেকো খানসামা। চা কয় বাজে চাহিয়ে উসি হুকুমকা ওয়াস্তে—"

শব্দ আসিল—"অভি যাও।"

"বহুৎখু হুজুর।"—বলিয়া খানসামা ছাতা লইয়া চটপট বারান্দা হইতে নামিয়া পড়িল। কপালের ঘাম মুছিয়া মনে মনে বলিল—"আল্লার কুদরৎ—তিনিই রক্ষা করিয়াছেন। দরজা খুলিয়া মেমসাহেবের কামরায় ঢুকিলেই হইয়াছিল আর কি!—সাহেব কি তাহা হইলে আমায় জীয়ন্ত রাখিত? গুলী করিয়া ফেলিত!"

নিজাম তখন নিজ বাবুর্চ্চিখানার দিকে চলিল। নিকটে পৌঁছিয়া দেখিল, মাঠের দিকের তার ডিঙ্গাইয়া তাহার মশালচী আবদুল আসিতেছে। আবদুল নিকটে আসিয়া বলিল—"সেলাম ভাইসাহেব।"—বাবুর্চ্চিখানার তালা খুলিয়া উভয়ে

ভিতরে প্রবেশ করিয়া নিজাম বলিল—"ওরে আবদুল, মহা বিপদ ! রাত্রে একটা সাহেব, একটা মেম আসিয়াছে। আমি ছিলাম না, বোধ হয় সাসি ভাঙ্গিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছে।"

আবদুল মুচকি হাসিয়া বলিল—"তুমি ছিলে কোথায় ? হায়দারের বাড়ী নাকি ?"

"হাঁ রে ! খানাপিনা শেষ হইতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল, ভাবিলাম, সেইখানেই শুইয়া থাকি। রাত্রের গাড়ীতে সাহেব আসিবে, তা কে জানে !"

আবদুল বলিল—"তোমায় কতদিন বারণ করিয়াছি, তাহা ত তুমি শুনিবে না। হায়দারের বাড়ী একদিন না গেলে তোমার আর চলে না।"—বলিয়া আবদুল মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

নিজাম আজ বৎসরাধিক কাল বিপত্নীক। দুইটি শিশুপুত্র রাখিয়া তাহার বিবি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। ছেলে দুটিকে নিজাম তাহাদের নানার বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছে। ষ্টেশনের সিগন্যাল-ম্যান হায়দার খাঁ সহরের অপর প্রান্তে বাস করে। তাহার একটি সুন্দরী ভগিনী আছে—কিছুদিন হইতে তাহার সহিত নিজামের নিকা হইবার কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

নিজাম বলিল—"আবদুল, তুই এক কাজ কর। পাশের কামরায় সাহেবটা শুইয়া আছে। তুই গিয়া, বারান্দায় বসিয়া আস্তে আস্তে পাখাটা টানিতে থাক্, ভাল নিদ্রা হইলে রাগ অনেকটা পড়িয়া যাইবে।"

আবদুল বলিল—"কয়লা ধরাইব না ? সাহেব উঠিয়া, চা না পাইলে আবার—"

"কয়লা আমি ধরাইতেছি—তুই যা, বসিয়া পাখা টান্। সাবধানে বারান্দায় উঠিস্, শব্দ না হয়।"

আবদুল চলিয়া গেল। নিজাম কয়লায় আগুন দিল। তাহার পর তামাক সাজিয়া বাম হস্তে হুঁকা ধরিয়া টানিতে টানিতে, দক্ষিণ হস্তে চুলায় পাখার হাওয়া করিতে লাগিল, আর ভাবিতে লাগিল—"কে জানে কালা সাহেব না গোরা সাহেব ! বোধ হয় গোরা সাহেবই হইবে, কারণ, যাহার ঘরের ছিট-কিনি খুলিয়াছিলাম, তাহার আওয়াজটা বিলাতী মেমেরই মত। কিন্তু সাহেব এক ঘরে শুইয়া, মেম-সাহেব অন্য ঘরে—ইহারই বা কারণ কি ! কাহার মেম, তাই বা কে জানে ! এক মেমের খসমের সঙ্গে অন্য মেম যাতায়াত করিয়া থাকে, উহাদের ত অত ধরাকাট নাই ! এখন, সাহেব উঠিয়া খাপ্পা না হইলেই বাঁচি।"

এই সময় "সেলাম খানসামাজী" বলিয়া ডাক-বাঙ্গলার মেথর আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। বিলম্বে আসার জন্য খানসামা তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল—"ও পাশের কামরায় একজন মেমসাহেব শুইয়া আছে, বারান্দায় বসিয়া পাখা টান্ গিয়া।"

"জি আচ্ছা"—বলিয়া মেথর চলিয়া গেল।

কয়লা ধরিয়া উঠিল। নিজামুদ্দিন নিজ পায়-জামার প্রতি চাহিয়া দেখিল, তাহা অত্যন্ত ময়লা, স্থানে স্থানে কাদাও লাগিয়াছে। ভাবিল—"যদি গোরা সাহেবই হয়, তবে এই ময়লা কাপড় দেখিয়া আরও চটিয়া আগুন হইয়া উঠিবে। কাপড় বদ্‌লাইয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া সাহেবের সম্মুখে যাওয়াই ভাল।"

বাবুর্চ্চিখানার পাশেই নিজামুদ্দিনের ঘর। তালা খুলিয়া সে ঘরে প্রবেশ করিল।

বিবির অভাবে এই একবৎসরকাল তাহার ঘর খাঁখাঁ করিতেছে। নিজাম ভাবিল—"কবেই যে আবার ঘরকে ঘর বলিয়া মনে হইবে !"

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নিজাম তাহার আম-কাঠের সিন্দুকটি খুলিয়া ধোত বস্ত্রাদি বাহির করিল। দুইটি পায়জামা ছিল, পরীক্ষা করিয়া দেখিল, দুইটিই নানা স্থানে ছিন্ন—স্থানে স্থানে ছোট বড় নানা আকারের ছিদ্র। নিজাম তখন উভয় পায়জামাই একে একে পরিধান করিল—একটির ফুটা অন্যটির দ্বারা আবৃত হইয়া গেল। চাপকান পরিয়া মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া, নিজাম প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিল।

বৃষ্টিটা তখন থামিয়া গিয়াছে। বাবুর্চ্চিখানায় গিয়া চুলায় জলের কেৎলি চড়াইয়া দিয়া তামাকটা নিঃশেষ করিয়া ডাকবাঙ্গলার বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। আবদুলকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল—"কি রে, সাহেবের কোন সাড়াশব্দ পাইয়াছিস ?"

"কিছু না।"

"সাহেব জাগিলেই আমায় খবর দিস্।"—বলিয়া নিজামুদ্দিন তাহার বাবুর্চ্চিখানায় ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল—এমন সময় শব্দ হইল—খট্।

নিজামের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। আল্লাকে স্মরণ করিয়া, কোনমতে সিধা হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন দ্বিতীয় ছিটকিনি খোলার শব্দ হইল—খট্। দ্বার খুলিয়া গেল। বিজয়ের মূর্ত্তি নিজামের নয়ন-গোচর হইবামাত্র, মেঘোদয়ে ময়ূরের মত তাহার মনটা খুসী হইয়া উঠিল। সে ঝুঁকিয়া সেলাম করিল।

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"তুম্ কৌন্ হায় ?"

"হুজুরকা তাঁবেদার। বন্দা ইস বাংলেকা খানসামা হায় হুজুর।"

"রাতকো তুম ইহাঁ কেঁও নেহি রহতা হায় ? হামকো বহুৎ তক্লীফ উঠানা পড়া। কাচ তোড়কে তব হাম কামরেকো খোলা।"

নিজাম হাত যোড় করিয়া বলিল—"কসুর হো গিয়া খোদাবন্দ। মাফ কিয়া যায়।"

বিজয় লোকটার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে মনে হাসিল। বলিল—"চা দেনে শক্তা ?"

"হাঁ হুজুর! পানি তৈয়ারি হায়! আণ্ডা পোচ লাওয়ে হুজুর, ঔর মামলেট বনাবে ?"

"নেহি। আভি খালি এক পেয়ালা চা লে আও। উস কামরেমে মেমসাহেব হেঁয়। মেমসাহেব বাহর আনেসে, ছোটা হাজরীকা হুকুম দেঙ্গে।"

"বহুৎখু হুজুর। চা লাতে হেঁ।"—বলিয়া নিজাম বাবুর্চিখানার দিকে ছুটিল।

বিজয় গোসলখানায় প্রবেশ করিয়া, মুখ ধুইয়া বাহির হইয়া দেখিল, খানসামা বারান্দায় চায়ের টেবিল সাজাইয়াছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ব্যাধি কঠিন।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে সুশী দরজা খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল, কে একজন বসিয়া পাথা টানিতেছে। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিলে, সুশী বলিল—"তুম্ ডাকবাঙ্গলেকা আদমি হায় ?"

"হুজুর!"

"গোসলকা পানি দেনে কহো।"—বলিয়া সুশী দ্বার আবার বন্ধ করিয়া দিল।

সুশী স্নান করিয়া যখন বাহিরে আসিল, তখন বেলা প্রায় আটটা। বারান্দার অপর প্রান্তে চায়ের জন্ত সজ্জিত টেবিলের নিকট খানসামা দাঁড়াইয়াছিল। বিজয়ের ঘর শূন্য দেখিয়া সুশী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"সাহেব কাঁহা ?"

"টীশন গয়ে হেঁয় হুজুর।"

"কেত্তা দেরী হুয়া ?"

"কোই আধাঘণ্টা হুয়া হোগা। সাহেব কহিন হেঁয় কি মেমসাহেব জাগনেসে ছোটা হাজরী দেনা। হুজুরকা ছোটা হাজরী লাওয়ে ?"

"হাঁ, লে আও।"

"আণ্ডা পোচ, ইয়ে মামলেট হুজুর ?"

"আণ্ডা পোচ লে আও!"

"বহুৎখু।"

সুশী বসিয়া ভাবিতে লাগিল, বিজয় এ সময় ষ্টেশনে গেল কেন ? ট্রেণের সময় জানিতে ? কোথাও কোনও টেলিগ্রাম পাঠাইবার জন্যও হইতে পারে। একবার ভাবিল,—সে যদি না বলিয়া কহিয়া, ট্রেণে উঠিয়া চম্পট দেয় ? তখনই আবার মনে হইল, না না, সে অসম্ভব। বিজয় যে ছল-চাতুরী করিতে পারে, ইহা তাহার চক্ষু দেখিলে কোনমতেই বিশ্বাস হয় না!

খানসামা ছোট হাজরী আনিল। চা পান করিতে করিতে সুশী খানসামার পরিচয় লইতে লাগিল। নিজামুদ্দিন বহুদিন এই ডাকবাঙ্গলায় আছে—যখন তাহার মোচ-দাড়ি উঠে নাই, তখন হইতেই। তাহার চাচা তখন এই বাঙ্গলার খানসামা ছিল—নিজাম ছিল তাহার মশালচী। দশ বৎসর হইল, তাহার চাচার মৃত্যু হইয়াছে, তখন সে দরখাস্ত করায় সাহেবেরা তাহাকেই খানসামার পদে বাহাল করিলেন। বাবুর্চিখানার পাশে ঐ তাহার ঘর বুঝি ? হাঁ, ঐখানেই সে থাকে। বাড়ীতে কে কে আছে ? কেহই নাই। বিবি নাই ? সাদি হয় নাই ?—এই প্রশ্নের উত্তরে করুণস্বরে খানসামা উত্তর করিল —"না হুজুর, সাদি হইয়াছিল বৈকি! কিন্তু এক বৎসরের উপর হইল, বিবি 'কাজা' করিয়াছে।" বলিয়া পাগড়ীর অঞ্চল টানিয়া চক্ষে দিল।

এই সময় ডাকবাঙ্গলার সম্মুখস্থ পথে কিয়দ্দূরে বিজয়ের মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইল। খানসামার সকরুণ জীবন-কাহিনী তখন আর সুশীর মনকে আবদ্ধ রাখিতে পারিল না, একদৃষ্টে সে পথের পানে চাহিয়া রহিল। খানসামা প্লেট ইত্যাদি তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"চা আনিব ?"

"আন।"

দুই মিনিট পরেই বিজয় আসিয়া বারান্দায় উঠিল। টুপী তুলিয়া বলিল—"এই যে, উঠেছেন যে! সুপ্রভাত।"

সুশী বলিল—"শুধু উঠেছি ? উঠেছি—স্নান করেছি। আমার ছোট হাজরী খাওয়া হয়ে গেল—"

বিজয় টেবিলের নিকট একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল—"স্নান পর্য্যন্ত সেরে ফেলেচেন! হোয়াট্ এ গুড গার্ল! ঘুম হয়েছিল ত ? মাথা ধরেছে বোধ হয় ?"

সুশী বলিল—"না, মাথা ধরেনি। ঘুম হয়েছিল,—

আপনার চেয়ে বেশী বই কম নয়। আমি যখন উঠলাম, তখন প্রায় ৮টা। আপনি ত শুনলাম ৭টার আগেই উঠেছেন।—কোথা গিয়েছিলেন?"

"ষ্টেশনে। গাড়ীখানা এখনও এল না, দেখে ভারি ভাবনা হ'তে লাগলো—বোধ হয়, সুন্দর সিং সেখানে ব'সে আছে, গাড়ী ঠেলে আনবার লোক পাচ্ছে না। তাই ষ্টেশনে গিয়ে, ঠেলে আনবার জন্যে আটজন কুলী সেখানে পাঠিয়ে দিয়ে এলাম।"

খানসামা চা আনিয়া টেবিলে রাখিয়া গেল। সুনী বলিল—"আপনি ছোট হাজরী ত অনেকক্ষণ খেয়েছেন। এখন এক পেয়ালা চা আপনাকে দিই?"

বিজয় বলিল—"হাঁ দিন। ছোট হাজরী খাইনি—খালি এক পেয়ালা চা খেয়ে বেরিয়েছিলাম।"

সুনী বলিল—"খান নি!—আমি মনে করেছি, ছোট হাজরী খেয়ে আপনি বেরিয়েছেন। এই খানসামা—সাহেবকো ওয়াস্তে ছোটা হাজরী লাও। কি আনতে বলব? Poched eggs? আচ্ছা। এই—দেখো,—আণ্ডা পোচ বানয়াকে জল্‌দি লাও।"

"বহুৎ খুব হুজুর" বলিয়া খানসামা ছুটিল।

সুনী চা ঢালিয়া দিল। বিজয় চা পান করিতে লাগিল। সুনী বলিল—"এতখানি বেলা হ'ল, কিছু খাওয়া হ'ল না! আপনার ভারি কষ্ট হ'ল ত! আমি মনে ক'রে বেরুলেই খানসামা আমায় বল্লে কি না, সাহেব ব'লে গেছেন, আমার ছোট হাজরী দিতে। আমি ভাবলাম, আপনি নিশ্চয় খেয়েই বেরিয়েছেন; আপনি খেয়ে যান নি জানলে আমিও তখন খেতাম না।"

বিজয় হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, তাতে আর কি হয়েছে?"

সুনী বলিল—"বাঃ—আপনার খাওয়া হ'ল না, আমি খেয়ে ব'সে রইলাম!"

অল্পক্ষণ পরেই খানসামা বিজয়ের ছোট হাজরী আনিয়া দিল। আহারান্তে, প্রাতরাশ সম্বন্ধে খানসামাকে বিজয় উপদেশ দিতে লাগিল। খানসামা বলিল—"হুজুর, রাত্রে খানাও হইবে কি? তাহা হইলে জিনিষপত্র সব এ বেলার বাজারেই কিনিয়া রাখিতে হয়। ও বেলার বাজারে ভাল জিনিষ পাওয়া যায় না,—ছোট জায়গা!"

বিজয় সুনীর পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি বলব?"

বিজয় দেখিল, সুনীর চক্ষু দুইটি ছল্‌-ছল্‌ করিতেছে। খানসামাকে বলিল—"আচ্ছা এখন যাও, পরে বলিব।"

খানসামা চলিয়া গেলে বিজয় বলিল—"সমস্তই নির্ভর করছে গাড়ীখানার অবস্থার উপর। যদি অল্পস্বল্প বিগড়ে থাকে, আমি আর সুন্দর সিং মিলে তা মেরামত ক'রে ফেলতে পারি, তা হ'লে চাই কি আজ খাওয়া-দাওয়া ক'রে জব্বলপুর রওয়ানা হ'তে পারি। কিংবা, আমরা বেলা একটার ট্রেণেও যেতে পারি, সুন্দর সিং গাড়ী নিয়ে আসবে এখন। আর যদি বেশী বিগড়ে থাকে, তা হলেই মুস্কিল!"

সুনী বলিল—"তা হ'লে কি হবে বিজয় বাবু?"

"সুন্দর সিংকে জব্বলপুর পাঠিয়ে সেখান থেকে মোটর-মিস্ত্রী আনিয়ে গাড়ী মেরামৎ করাতে হবে। তা হ'লে দু' একদিন এইখানেই আমাদের স্থিতি আর কি!"

"এই অবস্থায়, এক বস্ত্রে?"

"অন্ততঃ আজ রাতটা। সুন্দর সিং জব্বলপুর পৌঁছে প্রথমে ডাকবাঙ্গলায় গিয়ে, আমাদের জিনিষপত্র নিয়ে রাত্রি ৯টার গাড়ীতে লছমনকে পাঠিয়ে দিতে পারবে।"

সুনী মুখ ফিরাইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল—"সেই গাড়ীতে! বুঝেছি।"

বিজয় নীরবে সিগারেট টানিতে লাগিল। কিয়ৎকাল উভয়েই নীরব। সুনী অবশেষে বলিল—"কি ভাবছেন বিজয় বাবু?"

বিজয় বলিল—"আপনার কথাই ভাবছিলাম।"

সুনী ক্ষীণস্বরে বলিল—"আমার বোঝা—কি ক'রে নামাবেন, তাই ভাবছিলেন?"

বিজয় ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"কি পাগল আপনি! না না—তা ভাবিনি। ভাবছিলাম যে, গাড়ীখানা যদি সহজে মেরামত না হয়েও যায়, তা হ'লে, মোটরেই হোক্ আর ট্রেণেই হোক্, আপনি কি আজই যেতে পারবেন? কাল সারারাত সেই কষ্টের পরে, একটু বিশ্রাম না ক'রে—"

সুনী বলিল—"গাড়ীর ঝাঁকানিতে আমার সারা গায়ে ব্যথা হয়েছে।"

বিজয় বলিল—"হয়েছে না কি? এই দেখুন, যা ভেবেছি, তাই।"

"আপনারও গায়ে ব্যথা হয়েছে বোধ হয়?"

বিজয় বলিল—"কৈ, না।"

সুনী বলিল—"মেয়েরা যত সহজে ব্যথা পায়, পুরুষমানুষ কি তা পায়?"

বিজয় সুনীর মুখপানে এক মুহূর্ত্তকাল দৃষ্টি করিয়া তার পর হাসিয়া বলিল—"না, আমরা কঠিন যে!"

সুশী বলিল—"আপনিও ?"

"কি জানি।"—বলিয়া বিজয় দাঁড়াইয়া উঠিল। রাস্তার দূর প্রান্তে চাহিয়া বলিল—"ঐ গাড়ী আস্‌ছে !"

সুশী দাঁড়াইয়া উঠিয়া দেখিল, অগ্রে একখানা গোরুর গাড়ী, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মোটর-গাড়ী আসিতেছে। পার্শ্বে সুন্দর সিং। সঙ্গে সঙ্গে জনকয়েক লোক,—তাহারা ষ্টেশনের কুলী।

মোটর ডাকবাঙ্গলার ফটকের নিকট আসিলে দেখা গেল, সেই গোরুর গাড়ীখানাই মোটরকে টানিয়া আনিতেছে। মোটর, গোরুর গাড়ীর পশ্চাতে দড়ি দিয়া বাঁধা।

ফটকের নিকট দাঁড়াইয়া, দড়ি খুলিয়া লইয়া গোরুর গাড়ী প্রস্থান করিল। কুলীরা ঠেলিয়া মোটরকে হাতার ভিতরে লইয়া আসিল।

"কি সুন্দর সিং, এত দেরী"—বলিতে বলিতে বিজয় সিঁড়ি নামিল।

সুন্দর সিং বলিল—"হুজুর, লোক পাই না, তাই এত দেরী হইল। ঐ গোরুর গাড়ীওয়ালা রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, উহাকেই ধরিলাম। প্রথমে কিছুতেই রাজি হয় না। শেষে উহাকে এক টাকা ভাড়া আগ্রিম দিয়া গাড়ী টানাইয়া লইয়া আসিতেছিলাম। অর্দ্ধপথে আসিয়া আপনার প্রেরিত এই কুলীদের দেখিলাম।"

কুলীরা বলিল—"বড় মেহনৎ হইয়াছে হুজুর।"

সুন্দর সিং বলিল—"তোদের আবার মেহনৎ কিসের ? দুই তিন জায়গায় মোড় ঘুরিবার সময় একটু ঠেলিয়াছিস্ বৈ ত নয় !"

কুলীরা বলিল—"অতদূর যাওয়া—আসা।"

বিজয় তাহাদের বখশিস্ দিয়া বিদায় করিল। বলিল—"সুন্দর সিং, হুড খোল, ভাল করিয়া দেখা যাক্ কি হইয়াছে।"

সুন্দর সিং বলিল—"দিন হইলে আমি বেশ ভালরূপেই সমস্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আর কোথাও কিছু হয় নাই, ম্যাগনেটো খারাপ হইয়া গিয়াছে।" বলিয়া সুন্দর সিং হুড খুলিয়া ফেলিল।

বিজয় সমস্ত দেখিয়া বলিল—"মোটর মেকানিক্ ভিন্ন ত মেরামত হইবে না। জব্বলপুরে ভাল মিস্ত্রী আছে কি জান ?"

"হাঁ হুজুর, আছে। কোর্টে পীটর সাহেব নামক একজন দেশীয় খৃষ্টান আছে, সে কারিগর ভালই, শুনিয়াছি।"

"তবে তুমি বাজারে গিয়া খাওয়া-দাওয়া করিয়া লও। একটার ট্রেণে জব্বলপুর চলিয়া যাও—সেই পীটর সাহেবকে লইয়া এস। গাড়ী এখন ডাকবাঙ্গলার ঐ গাড়ীখানাতে থাকুক।"

মোটর হইতে জিনিষপত্র নামাইয়া ল্যাম্পগুলা, গদীটা খুলিয়া লইয়া, ডাকবাঙ্গলার লোকজনের সাহায্যে সুন্দর সিং সেখানাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল।

বিজয় সুশীর কাছে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"সব শুনলেন ত ? গাড়ীর ব্যাধি কঠিন।"

"শুনলাম।"

"এখন দিন দুই এইখানেই আমাদের স্থিতি !"

খানসামাকে ডাকিয়া বিজয় রাত্রির আহারের জন্য আদেশ জ্ঞাপন করিল। সুন্দর সিং আসিলে তাহাকে আবশ্যক টাকা ও উপদেশাদি দিল। সুন্দর সিং চলিয়া গেল।

আকাশে তখন আর মেঘ নাই, বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। বিজয় ঘড়ি দেখিল, সাড়ে নয়টার উপর।

সুশী বলিল—"এবার আপনি স্নান ক'রে ফেলুন না কেন ?"

"স্নান ? একবার বাজারে যাই। বিছানাপত্র কাপড়-চোপড়ের কিছু যদি যোগাড় হয়, দেখি। ফিরে এসে স্নান করব। খানা-কামরার শেল্‌ফে খানকতক পুরাণো নভেল, আর ও'ভলুম ষ্ট্যাণ্ড ম্যাগাজিন বাঁধানো আছে—আপনি ততক্ষণ ব'সে তাই পড়ুন টড়ুন—আমি যত শীঘ্র পারি ফিরে আস্‌ছি।"

আবদুল মশালচীকে ডাকিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া বিজয় বাজারে গেল। ঘণ্টাখানেক পরে কাপড়ের বাণ্ডিলসহ ফিরিয়া দেখিল, সুশী বারান্দায় সেই ভাবেই বসিয়া আছে।

সুশী বাণ্ডিলের পানে চাহিয়া বলিল—"কি পেলেন ?"

বিজয় বাণ্ডিল খুলিতে খুলিতে বলিল "বিছানার বিশেষ কোনও সুবিধা হ'ল না। ধোয়া চাদর পেলাম না—বালিসও নয়। এই দুখানা সূতী চেক র‍্যাপার কিনে এনেছি—এই দিয়েই আজ বিছানার চাদরের কায চালাতে হবে। আপনার জন্যে একযোড়া মারহাটি শাড়ী এনেছি, এ কি আপনার পছন্দ হবে ? বাঙ্গলা শাড়ীও ছিল, কিন্তু বড় খেলো জিনিষ।"

সুশী শাড়ী দুইখানি হাতে লইয়া বলিল—"এ ত বেশ ! কাপড় বদলে বাঁচব। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা এক কাপড়ে রয়েছি ! দুখানা দেশী কম্বলও এনেছেন দেখছি ! কম্বল কি হবে ?"

বিজয় হাসিয়া বলিল—"ওকে গুটিয়ে পাকিয়ে ঐ চাদরের নীচে দিয়ে, বালিশের কাজ চালাতে হবে।"

সুশী বলিল—"আপনি দ্বিতীয় রবিন্সন ক্রুসো।—যান, আর দেরী করবেন না, স্নান ক'রে ফেলুন, ব্রেকফাষ্ট প্রায় তৈরী।"

বিজয় তখন উঠিয়া স্নান করিতে গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

আসল নাম

বৈকালে বিজয়ের যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন প্রায় পাঁচটা বাজে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া, মুখ-হাত ধুইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, খানসামা খানা-কামরায় চায়ের টেবিল সাজাইয়াছে। সুশী অল্প-ক্রীত নূতন শাড়ীখানি পরিয়া, একখানি বহি হাতে করিয়া বাহিরে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে। বিজয় নিকটে গিয়া বলিল—"বাঃ, মারহাট্টি শাড়ী আপনাকে বেশ মানিয়েছে ত!"

"সেটা শাড়ীর গুণ কি আপনার চোখের গুণ, তা ঠিক বলা যায় না।"—বলিয়া সুশী মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

বিজয় বলিল—"কার গুণ, তা আমি বেশ জানি।—এখন চা খাবেন ত আসুন। খানসামা ঐ চা আনছে।"

চা-পান করিতে করিতে বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"ঘুমিয়ে আপনার গায়ের ব্যথাটা একটু সারলো?"

"প্রায় সেরেছে। একটু আধটু যদি থাকে—সে কিছু নয়।"

"একটু বেড়াতে যাবেন?"

"বেশ ত, চলুন না।"

চা-পান শেষ হইলে উভয়ে বাহির হইয়া ষ্টেশনে গেল। এখন কোনও ট্রেণের সময় নহে—প্ল্যাটফর্ম্ম খালি। প্ল্যাটফর্ম্মের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ফিরিয়া ফিরিয়া দুইজনে বেড়াইতে লাগিল। বেড়াইতে বেড়াইতে, বৃহদক্ষরে ষ্টেশনের নাম-লিখিত চুণকাম-করা পাথরখানার কাছে দাঁড়াইয়া সুশী বলিল—"সোহাগপুর। আচ্ছা বিজয় বাবু, এখানকার নাম সোহাগপুর কেন হ'ল?"

বিজয় বলিল—"এখানকার স্বামীরা স্ত্রীদের হয় ত খুব ভালবাসে, তাই বোধ হয়, এখানকার নাম সোহাগপুর।"

সুশী বলিল—"তাই বোধ হয়। আচ্ছা, কলকাতায় স্বামীরা স্ত্রীদের খুব ভালবাসে?"

বিজয় বলিল—"কেউ কেউ বাসে বোধ হয়, আবার কেউ কেউ হয় ত বাসেও না।"

"আচ্ছা, আপনি?"—বলিয়া সুশী মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

বিজয় বলিল—"আমি?—সে আমি কি ক'রে বলব? যখন আপনি আমাদের বাড়ী যাবেন, তখন বকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করবেন।"

"কেন, সে ভালবাসে, সে বুঝি জানে না?"

"ফুলে গন্ধ আছে, ফুল কি সে কথা জানে? যে গন্ধ পায়, সে জানে।"

"আচ্ছা, বকুরাণী আপনাকে কি খুব ভালবাসেন?"

বিজয় হাসিয়া বলিল—"দেখুন, আপনার উকীল হওয়া উচিত ছিল—অন্ততঃ উকীলের স্ত্রী। আপনি জেরা ক'রে আমায় এমন জায়গায় দাঁড় করিয়েছেন যে, এখন আমার হাঁ-ও বলবার যো নেই, না-ও বলবার যো নেই।"

সুশী বলিল—"উকীলের স্ত্রীরাও খুব জেরা করতে শেখে না কি? বকুরাণী আপনাকে খুব জেরা করেন?"

"ভয়ানক।"

"আচ্ছা, আমি গিয়ে এ কথা তাঁকে ব'লে দেব!"—বলিয়া উভয়ে নামফলকের নিকট হইতে সরিয়া চলিল।

রাত্রে আহারের পর খানসামা টেবিল সাফ করিতেছিল, বিজয় বলিল—"আমায় পাঁচ মিনিটের জন্যে মাফ করুন—আমি আসছি।"

নিজ কক্ষে গিয়া ইংরাজি কাপড় ছাড়িয়া, ধুতি পরিয়া ফিরিয়া আসিয়া বিজয় দেখিল, সুশী আলোর কাছে বসিয়া সেই বইখানি পড়িতেছে। বিজয়ের পানে চাহিয়া সে বলিয়া উঠিল—"আপনি!—আমি ভেবেছি আর কে!"—বলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

বিজয় বলিল—"এক কাপড়ে থেকে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল—আর পারা গেল না। আমার এ বেশে আপনার কোনও আপত্তি আছে কি?"

সুশী বলিল—"আপত্তি? না, কিছুমাত্র না—আপনাকে ধুতিতে বেশ মানায় কিন্তু।"

"চোখের গুণে নাকি?"—বলিয়া বিজয় সুশীর পানে কৌতুকপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া রহিল।

"কে জানে!—চলুন, বাইরে গিয়ে বসা যাক্"—বলিয়া সুশী বাহির হইয়াই বলিয়া উঠিল—"বাইসিক্লে কে আসছে।"

বলিতে বলিতে বাইসিক্ল বারান্দার সম্মুখে

পৌঁছিল। এক ব্যক্তি লাফাইয়া পড়িয়া, বারান্দায় উঠিয়া সেলাম করিয়া বলিল—"তার হ্যায়।"

বিজয় টেলিগ্রাম খুলিয়া পড়িল। পড়িয়া সুশীর হাতে সেখানি দিল। তাহাতে লেখা আছে—

"পীটর ব্যস্ত, তিন দিন পরে যাইতে পারে। আদেশ প্রার্থনা করি। লছমন রওয়ানা হইতেছে।—সুন্দর সিং।"

সুশী বলিল—"তাই ত! তিন দিন? কি হবে তবে?"

বিজয় বলিল—"চলুন, বাইরে ব'সে পরামর্শ করা যাক্—খানসামা, দোঠো আরাম কুর্শী বাহর নিকালো।"

খানসামা চেয়ার বাহির করিয়া দিয়া বলিল—"হুজুর যদি রাত্রিটা ছুটি দেন, একটু কায আছে।"

বিজয় বলিল—"আচ্ছা, যাইতে পার।"

খানসামা চলিয়া গেল। বিজয় বলিতে লাগিল—"কি করি, কারখানা ট্রেণে নিয়ে জব্বলপুরেই না হয় যাওয়া যাক্। এ মাঠে তিন দিন ব'সে থেকে কি হবে?

সুশী বলিল—"সেখানেও ত ব'সে থাকতে হবে।"

"হাঁ, তা হবে। কিন্তু এখানকার চেয়ে সেখানে ভাল নয়?"

সুশী বলিল—"জব্বলপুর ডাকবাঙ্গলায়? আবার? না বিজয় বাবু, সেখানে আর আমি যেতে পারব না। খানসামা, চাকর-বাকর সবাই মনে করবে, একে ছেড়ে এর স্বামী পালিয়ে গেছে।"

বিজয় দুই মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিল। শেষে বলিল—"আচ্ছা বেশ—জব্বলপুরে যাওয়া যখন আপনার অপ্রীতিকর, এখানেই এখন থাকা যাক্।"

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা যায়, এই চিন্তায় বিজয় ব্যাপৃত হইল। সুশীও নীরবে বসিয়া আছে। প্রায় পনেরো মিনিট কাল অন্যমনা থাকিবার পর বিজয় চমকিয়া সুশীর দিকে চাহিয়া, সেই আধো আলো, আধো অন্ধকারে দেখিল, সুশী মাথাটি নীচু করিয়া, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া আছে। অতি মৃদু কান্নার শব্দও শুনিতে পাইল।

বিজয় ব্যস্ত হইয়া বলিল—"ও কি করছেন?"

সুশী কোনও উত্তর দিল না, যেমন ছিল, তেমনই রহিল।

"ও কি, কাঁদছেন?"—বলিয়া বিজয় সুশীর হাত দু'খানি মুখ হইতে ছাড়াইয়া লইল। বলিল—"ছি সুশীলা, কেঁদ না। কেন, কান্না কিসের? যে গেছে, তার জন্যে কান্না? সে কি কাঁদবার উপযুক্ত? যে অমন বিশ্বাসঘাতক, সে গেছে ব'লে আর তোমার দুঃখ কিসের?"

সুশী বলিল—"আমি সেই জন্যেই কি কাঁদছি?"

"তবে?"

সুশী কথা কহে না। বিজয় বলিল, "তবে কিসের জন্যে কাঁদছ বল; আমায় বলবে না সুশীলা? বল—বল।"

অনেক পীড়াপীড়ির পর সুশী বলিল,—"আমি দু'দিনের জন্যে তোমার জীবনের পথে এসে, তোমাকে কি বিপদেই না ফেল্লাম! আমার জন্যে তোমায় কত কষ্ট পেতে হ'ল, আরও কত পেতে হবে, তাই বা কে জানে! সেই সব কথা ভেবে আমার কান্না পাচ্ছিল।"

বিজয় বলিল—"কেন তুমি ও কথা মনে কর সুশীলা? তোমার বিপদের সময় আমি যে উপস্থিত ছিলাম, তোমার কিছুমাত্র উপকার করতে পেরেছি, এই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। আর ও সব তুমি মনে ক'রে নিজেকে কষ্ট দিও না, বুঝলে? তুমি স্থির জেনো সুশীলা, আমি বেঁচে থাকতে তোমায় কোনও কষ্টে কোনও অসুবিধায় পড়তে হবে না।"

সুশীকে নীরব দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"কি ভাবছ?"

সুশী বলিল—"আজ তুমি সারাদিন আমাকে সুশীলা ব'লে ডাকনি কেন?"

এ কথা শুনিয়া বিজয় চমকিয়া উঠিল। আর কোনও উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল—"তোমার আসল নাম ত সুশীলা নয়—সুমানা।"

সুশী বলিল—"না, এখন আর সে আমার আসল নাম নয়। তুমি আমায় যে নাম দিয়েছ, সেই আমার আসল নাম।"

চেয়ারের বাজুর উপর সুশীলার হাতখানি পড়িয়াছিল—বিজয় সেখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"আচ্ছা, এখন থেকে তবে তাই।"

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

'আজব খবর।'

পরদিন প্রাতে উঠিয়া দ্বার খুলিয়া বিজয় দেখিল, বারান্দার এক প্রান্তে বাক্স, বিছানা প্রভৃতি স্তুপীকৃত জিনিষগুলির পার্শ্বে তাহার বেহারা লছমন লাল কম্বলশয্যায় নিদ্রাগত। বিজয় ধীরে ধীরে নিকটে গিয়া ডাকিল,—"লছমন!"

লছমন নিদ্রাভঙ্গে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। পর-মুহূর্ত্তেই দণ্ডায়মান হইয়া প্রভুকে সেলাম করিল। বিজয় জিজ্ঞাসা করিল,—"কখন্ এলি?"

"রাত্রি দুইটার গাড়ীতে, হুজুর "

"জিনিষপত্র সব আনিয়াছিস্? আমার জিনিষ-পত্র,—মেম-সাহেবের ?"

"সমস্তই আনিয়াছি, হুজুর।"

"ডাকবাঙ্গলার হিসাব চুকাইয়া দিয়া আসিয়াছিস্?"

"জী হুজুর।" লছমন নিজ পকেট হইতে কাগজ ও টাকা বাহির করিতে করিতে বলিল, "সুন্দর সিং ডাকবাঙ্গলার টাকা চুকাইয়া দিয়া এই হিসাব ও বাকী টাকা পাঠাইয়া দিয়াছে।"

বিজয় হিসাবের কাগজ দেখিল, তাহার নিজের সাড়ে তিন দিনের এবং পল-দম্পতীর আট দিনের প্রাপ্য সমস্ত টাকা তথাকার খানসামা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইয়াছে। সুন্দর সিংহের প্রতি বিজয়ের আদেশও তাহাই ছিল, নহিলে খানসামা মুণীর জিনিষপত্র ছাড়িবে কেন?

মুখাদি ধৌত করিয়া আসিয়া, বিজয় কেবলমাত্র এক পেয়ালা চা গ্রহণ করিল। মুণী স্নান করিতেছে—স্নান না করিয়া সে বাহির হয় না—মুণী আসিলে খানসামাকে ছোট হাজরী আনিতে বলিবে। বিজয় চা-পান করিতেছে, লছমন জিনিষ-পত্রগুলি কামরায় সাজাইয়া রাখিতেছে। খানসামা সেখান হইতে সরিয়া যাইবামাত্র, ঝাড়নখানি হাতে করিয়া লছমন বাহিরে আসিয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া বলিল,—"হুজুর, একটা বড় আজব খবর আছে।"

তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বিজয় কৌতূহলী হইয়া বলিল,—"কি রে?" লছমন চুপি চুপি বলিল,—"হুজুর, সেই পল সাহেব কোথাও যায় নাই, জব্বলপুরেই আছে।"

বিজয় আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"বলিস কি রে! কে বলিল তোকে?"

"আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি হুজুর।"

"কোথায়? কবে?"

লছমন তখন বলিতে লাগিল—"গতকল্য সুন্দর সিং সন্ধ্যার সময় গিয়া আমাকে বলিল, রাত্রি নয়টার গাড়ীতে জিনিষপত্র লইয়া হুজুর আমাকে এখানে আসিতে হুকুম করিয়াছেন। আমার তখনও খাওয়া হয় নাই, আমি বাজারে গেলাম খাবার কিনিতে। খাবার কিনিয়া ফিরিতেছি, তখন রাত্রি প্রায় আট-টা। দেখি, সেই পল সাহেব, একটা মদের দোকান হইতে টলিতে টলিতে বাহির হইল। বাহির হইয়া গান গাহিতে গাহিতে কোর্টের রাস্তা ধরিয়া চলিল। দেখিয়া ভাবিলাম, এ কি হইল? তবে যে শুনিয়াছিলাম, সাহেব কল্য রাত্রি ৯টার প্যাসেঞ্জারে বোম্বাই চলিয়া গিয়াছে! মনে ভারি সন্দেহ হইল—আমি সাহেবের পিছু পিছু চলিলাম। খানিক দূরে একটা ল্যাম্পপোষ্ট ছিল, আমি হন্‌হন্ করিয়া অগ্রসর হইয়া সেই লণ্ঠনের আলোকে দেখিলাম, পল সাহেবই বটে।"

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"তোকে সে দেখিতে পাইল?"

"না হুজুর, আমার পানে সে চাহে নাই। মদের ঝোঁকে সাহেব আপন মনেই গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। খানিক দূরে গিয়া একটা গাড়ীর আড্ডা। সাহেব একটা কোচম্যানকে বলিল, 'এই চলো কোর্ট।' সাহেবকে মাতাল দেখিয়া কোচমান জিজ্ঞাসা করিল, 'রূপিয়া হ্যায় তো?'—সাহেব নিজের কোটটা ধরিয়া নাড়া দিল, পকেটে ঝম্‌ঝম্ করিয়া টাকা বাজিয়া উঠিল। 'আইয়ে হুজুর' বলিয়া কোচম্যান তখন দরজা খুলিয়া দিয়া সাহেবকে লইয়া কোর্টের দিকে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। আমি ডাকবাঙ্গলায় ফিরিয়া আসিলাম।"

বিজয় কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া বলিল—"তুই ঠিক দেখিয়াছিস্ পল সাহেবই বটে?"

"আমি খুব ভাল করিয়াই দেখিয়াছি হুজুর।"

বিজয় বলিল—"আচ্ছা, এ কথা কাহাকেও এখন বলিস্ না।"

চা-পান শেষ করিয়া, বিজয় বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল—ব্যাপার কি? সে যদি প্যাসেঞ্জারে না গিয়া থাকে, তবে চিঠিতে ওরূপ লিখিল কেন?—স্ত্রীকে পরিত্যাগই যে করিতে পারে, সে নরাধম 'প্যাসেঞ্জারে চড়িয়া বোম্বাই চলিলাম' এই মিথ্যাটুকু লিখিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? গাড়োয়ানটা, সেও এমন কিছু বলে নাই যে, সাহেবকে সে ট্রেণে চড়িতে দেখিয়াছে। ওয়েটিং রুমে বসিয়া সাহেব তাহাকে ঐ চিঠি লিখিয়া দিয়াছে, চিঠি লইয়া সে চলিয়া আসিয়াছে। খুব বোকা বানাইল যা হোক্!

এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে বিজয় উপর্য্যুপরি দুইটা সিগারেট ভস্ম করিয়া ফেলিল। শেষে মনে মনে বলিতে লাগিল—মুণী একবার তাহার সহিত দেখা করিতে চাহিয়াছিল, উহাকে লইয়া যাইব না কি জব্বলপুর? কোনও ফল হইবে কি? যদি না হয়, তবে মিছামিছি বেচারীর লাঞ্ছনাই সার হইবে।

হঠাৎ দ্বার খোলার শব্দে বিজয় চাহিয়া দেখিল, স্নান সমাপনান্তে সুশী বাহির হইয়াছে। হাসি হাসি মুখে খুটখুট করিয়া সে নিকটবর্ত্তী হইতেই, বিজয় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কর-প্রসারণ পূর্ব্বক বলিল—"সুপ্রভাত।"

বিজয়ের উপহার দ্বিতীয় মান্দ্রাজী শাড়ীখানি সুশীর পরিধানে—উজ্জ্বল লাল রেশমের চওড়া পাড়টি তাহার গৌর গ্রীবাদেশ বেষ্টন করিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। শাড়ীর কোঁচা জমীর উপর সেই গোল্ডষ্টোনের ব্রোচটিও বড় মানাইয়াছে। কোঁকড়া কোঁকড়া ভিজা চুলগুলি বাদামী রঙের ফিতায় আবদ্ধ হইয়া পিঠের উপর পড়িয়া রহিয়াছে।

সুশী বিজয়ের করগ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যভিবাদন করিয়া, মাথাটি দুলাইয়া বলিল—"এই উঠলেন বুঝি? আমি কখোন্ উঠেছি। আমার স্নান পর্য্যন্ত হয়ে গেল।"

বিজয় বলিল—"আমার চা খাওয়া পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। আমি যখন খাচ্ছিলাম, তখন আবদুল তোমার গোসলখানায় কলসী কলসী জল নিয়ে যাচ্ছিল। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। সকালে স্নানের জলের যখন দরকার হয়, তুমি কি ক'রে চাকরকে বল?"

সুশী বলিল—"পিছনের বারান্দায় খড়খড়ি তুলে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকি, খানসামা কি আবদুল কাউকে দেখতে পেলে তাকে এই—এই ব'লে ডাকি, ডেকে—"

বিজয় বলিল—"একজন আয়া অভাবে তোমার ভারি কষ্ট হচ্ছে। দেখ, জব্বলপুরেও আমার এ কথা মনে হ'ত। আচ্ছা দেখি, যদি একটা আয়া তোমার জন্তে বন্দোবস্ত করতে পারি। এই লছমন, কাঁহা গিয়া?"

সুশী বলিল—"লছমন এসেছে নাকি? আমার জিনিষপত্র সব এনেছে?"

"হ্যাঁ, সব এনেছে"—বলিতে বলিতে উভয়ে বিজয়ের কক্ষের সম্মুখভাগে আসিয়া দাঁড়াইল। সুশী বিজয়ের কক্ষে প্রবেশ করিয়া, এককোণে সজ্জিত নিজ জিনিষগুলি দেখিতে লাগিল। বিজয় বারান্দার প্রান্তে গিয়া লছমনকে ডাকিয়া উভয়ের জন্ত ছোট হাজরী আনিতে আদেশ করিল।

খানসামা ছোট হাজরী আনিলে, বিজয় তাহাকে আয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিল খানসামা বলিল, তাহার সন্ধানে একজন খুব ভাল আয়া আছে, কলিকাতায় বড় বড় সাহেবদের বাড়ী চাকরি করিয়াছে, হুকুম হইলে অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে সে গিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিতে পারে। বিজয় হুকুম দিয়া, আহার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

দুই জনেই নীরব। বিজয় ভাবিতেছে, কি করা যায়? সুশীকে কিছু না বলিয়া, বা উহাকে সঙ্গে না লইয়া, আমি একাই একবার জব্বলপুরে গিয়া গুলের সহিত সাক্ষাৎ করিব কি? কিন্তু পল যদি স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে চায়, তাহা হইলেই বা সুশীর কি সুখ হইবে? বরং সে জানোয়ারের হাত হইতে যে নিষ্কৃতি পাইয়াছে, ইহাই মঙ্গল। হিন্দু ঘরের মেয়ে নয় যে অন্নের জন্ত, আশ্রয়ের জন্ত উহাকে কাহারও গলগ্রহ হইতে হইবে। লেখাপড়া জানে, খৃষ্টীয় মিশনারীদের সাহায্যে জেনানা মিশনে অথবা কোথাও কোনও বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কর্ম্ম লইয়া অনায়াসে ও আপনার জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিবে; সে দুর্ব্বৃত্ত স্বামীর ঘর করা অপেক্ষা তাহা শতগুণে শ্রেয়স্কর হইবে—বেচারী সুখে না হোক, শান্তিতে থাকিবে। তবে যত দিন উহার কোনও কাজ-কর্ম্ম না যুটে, তত দিন ও যায় কোথায়? আমার অত বড় বাড়ীতে উহার কি একটু স্থান হইবে না? কিন্তু বকুরাণীর কি তাহা মনঃপূত হইবে? কে জানে!

সুশীর চিন্তার কারণ ভিন্ন প্রকার। জব্বলপুর হইতে আনীত জিনিষপত্রগুলি দুই দিন পরে আবার দেখিয়া, গত ছয় মাসের বিড়ম্বিত জীবনের স্মৃতি তাহার মনকে নূতন করিয়া পোড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। ভবিষ্যতের কথা এখন সে ভাবিতেছে না। বিবাহের পূর্ব্বে সে কি ছিল, জীবনের পথ তখন তাহার পক্ষে কেমন সহজ, সরল ও মসৃণ ছিল, তাহাই সে ভাবিতেছে। মনে হইতেছে, পথ ভুলিয়া সে যেন এখন এক কণ্টকাকীর্ণ নিবিড় অরণ্যমধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার বহু সৌভাগ্যে, বিজয়ের মত এক জন উন্নতমনা সচ্চরিত্র বন্ধু ভগবান্ যুটাইয়া দিয়াছেন, —নহিলে একা অসহায় এ জঙ্গল হইতে সে কি আর বাহির হইতে পারিত?

উভয়ে নিজ নিজ চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকায়, অপরের মানসিক অবস্থা কেহ লক্ষ্য করিল না। আহারান্তে বিজয় বলিল—"এখনও রোদ্দুরের তেজ বেশী হয়নি, চল একটু বেড়াবে?"

"চলুন না"—বলিয়া সুশী উঠিল। লছমন ইতিমধ্যে সুশীর জিনিষপত্রগুলি তাহার কক্ষে স্থানান্তরিত করিয়াছিল। "আস্‌চি" বলিয়া সুশী নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

নেকলেস্ চুরি !

পাঁচ মিনিট পরে সুশী দ্বার হইতে মুখ বাড়াইয়া ডাকিল—"বিজয় বাবু, একবার এ দিকে আসুন ত।" তাহার কণ্ঠস্বরে বিজয় চমকিয়া উঠিল—সে স্বর বড় কাতর, বড় আর্ত্তিপূর্ণ।

বিজয় তাড়াতাড়ি গিয়া সুশীর কক্ষে প্রবেশ করিল। সুশী তাহার বিছানার ধারে বসিয়া কাঁদিতেছে, মেঝের উপর একটি বাক্স খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। উত্তেজিত কণ্ঠে বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েচে, অ্যাঁ ?"

সুশী বলিল—"বিজয় বাবু, এই বাক্সের মধ্যে আমার নেকলেস্ ছিল, সে চুরি করেছে।"

"কে ?"

সুশী তীব্রস্বরে বলিল—"কে আবার ? হতভাগা চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়েচে। সে যে আমার মায়ের নেকলেস্ ছিল—মা মরবার সময় আমায় দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই নেকলেস্ সে চুরি ক'রে নিয়ে পালালো!" —বলিয়া সুশী কাঁদিতে লাগিল।

বিজয় বলিল—"ঠিক জান সে-ই নিয়েছে ? তুমিই হয় ত ভুলে কোথাও ফেলে রেখেছিলে, অন্য কেউ চুরি ক'রে নিয়ে থাক্‌তে পারে ত! সে নিলে কখন্ ?"

সুশী উত্তেজিত স্বরে বলিতে লাগিল—"নিশ্চয় সে নিয়েছে। পর্শু জব্বলপুরে, আপনার মনে আছে ? আপনি বিকেলে এসে দেখলেন, আমি একলা ব'সে আছি, তখন বেলা পাঁচটা হবে। তারই আধঘণ্টা আগে, সে আর আমি ব'সে চা খাচ্ছিলাম, চা খেয়ে সে আমাকে বল্লে, তোমার ড্রেসিং কেসের চাবিটে দাও ত রুমালে একটু গন্ধ দিয়ে নিই। তাকে চাবি দিয়ে আমি ব'সে চা খেতে লাগলাম। সেই সময় ঘরে ঢুকে সে ঐ নেকলেস্ চুরি করেছে, এ আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি বিজয় বাবু—নিশ্চয়, নিশ্চয়!"

বিজয় বলিল,—"হুঁ—এইবার তবে পুলিসগ্রাহ্য মোকর্দ্দমা হ'ল।"

সুশী গ্রীবা উন্নত করিয়া, সজল-নয়নে আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"হ'ল ? পুলিসে খবর দিলে তাকে ধ'রে নিয়ে আসবে ? তার জেল হবে বিজয় বাবু ?"

"ধর্‌তে পার্‌লে, মোকর্দ্দমা প্রমাণ হ'লে জেল হবে বৈ কি !"

সুশী মিনতির স্বরে বলিল,—"তবে বিজয় বাবু, পুলিসে খবর দিন।"

বিজয় বলিল, "আচ্ছা, এখন এস, বাক্স-টাক্স বন্ধ কর। চল, ভেবে চিন্তে দেখা যাক্।"

সুশী বলিল,—"এ আর ভেবে চিন্তে কি দেখবেন বিজয় বাবু ? পুলিসে খবর দিন। হোক্, তার জেলই হোক্। যে শয়তান আমার এমন সর্ব্বনাশ করলে, আমার সারা জীবনটা এমন ক'রে নষ্ট ক'রে দিলে, তাকে আমি জেলে দেব, সে কি একটা বড় কথা হ'ল ? জেলই কি তার যথেষ্ট শাস্তি ?"

বিজয় বলিল,—"নিশ্চয়ই না। কিন্তু এর ভিতর আরও কথা আছে। সকল কথা তুমি এখনও জান না। চল, বারান্দায় গিয়ে বসি গে—আগে সব কথা শোন, তার পর দু'জনে মিলে পরামর্শ করে যা হয়, করা যাবে।"

সুশী উঠিয়া, রুমালে চক্ষু মুছিয়া, বাক্স বন্ধ করিল। বিজয় দ্বারে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, কাছে আসিয়া সুশী বলিল, "চলুন।"

বিজয় তাহার মুখের পানে চাহিয়া, একটু হাসিয়া বলিল—"গাল দুটিতে এখনও চোখের জলের দাগ লেগে রয়েছে যে। যাও, ধুয়ে এস।"—বলিয়া সে নিজ কক্ষে গিয়া সিগারেট ধরাইয়া ঘড়ি দেখিল, বেলা তখন সওয়া আটটা। বারান্দায় আসিয়া চেয়ারে বসিয়া সুশীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এক মিনিট পরেই সুশী আসিয়া দ্বিতীয় চেয়ারখানিতে বসিলে বিজয় বলিল,—"দেখ সুশীলা, আজ এইমাত্র শুনলাম, পরশু সে রাত্রে বোম্বাই যায়নি, জব্বলপুরে আছে। অন্ততঃ কা'ল সন্ধ্যেবেলায় ছিল।"

সুশী বলিয়া উঠিল,—"অ্যাঁ!—বলেন কি ? কার কাছে শুনলেন ?"

"লছমনের কাছে।"—বলিয়া বিজয় বেহারার নিকট যাহা যাহা শুনিয়াছিল, সমস্তই বলিল।

সুশী বলিল,—"দেখলেন!—ঐ আমার নেকলেস্ বিক্রী করেছে। আপনি বল্লেন, 'সে হয় ত নেয়নি, তুমিই কোথায় হারিয়ে ফেলেছ।'—আমি কেন হারাব ? এত দিন হারালাম না, আর আজ হারাব ? পকেটে তার টাকা ঝম্‌ঝম্ করে, এ ত স্বপ্নের অগোচর—ছ'মাসের মধ্যে কোন দিনও ত আমি দেখিনি। নিশ্চয় আমার নেকলেস্ বিক্রী করেছে।" বলিতে বলিতে সুশীর চোখ দিয়া আবার টস্‌টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বিজয় বলিল—"আমারও এখন তাই মনে হচ্ছে। আবার তুমি কাঁদতে লাগলে যে!—কেঁদ না, কেঁদ না। চোখ মুছে ফেল। চাকর-বাকরেরা দেখলে কি মনে করবে বল দেখি ?"

সুনী রুমালে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল—"আমার নেকলেস উদ্ধারের কোনও উপায় কি নেই বিজয় বাবু ?"

বিজয় বলিল,—"পুলিসের সাহায্যে নেকলেস্ হয় ত উদ্ধার হলেও হ'তে পারে, কিন্তু তা হ'লে পলককেও জেলে দিতে হয়।"

সুনী বলিল,—"সেই ত আমি চাই। তার কি জেল হওয়া উচিত নয় ?"

বিজয় কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল,—"উচিত হলেও, সেটা কি ঠিক হবে ? সে মনে কর, তোমার বিবাহিত স্বামী। তুমি যদি সাক্ষী দিয়ে তাঁকে জেলে পাঠাও, তা হ'লে—"

সুনী বাধা দিয়া, একটু যেন ব্যঙ্গস্বরে বলিল,—"সেটা ভারি খারাপ দেখায় বলছেন ? তা, আমি ত বিজয় বাবু হিন্দুরমণী নই, যে, স্বামী আমার দেবতা, তার সাত খুন মাফ !"

বিজয় ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"না, সে কথা আমি বল্‌ছিনে। ভাবছিলাম, ঝোঁকের মাথায় সে একটা কাজ ক'রে ফেলেছে, হয় ত এ জন্যে তার অনুতাপও হ'তে পারে, হয় ত আবার এসে তোমার কাছে সে ক্ষমাও চাইতে পারে—আবার যেমন ছিল, তেমনি হ'তে পারে।"

সুনী বলিল, "মাফ্ করুন বিজয় বাবু—যেমন ছিল, তেমন আর হয়ে কাজ নেই! যথেষ্ট হয়ে গেছে! একবার ভুল যা করেছি—আবার ?"

বিজয় রাস্তার দিকে চাহিয়া সিগারেট টানিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল—"দেখ, তাকে জেলে দিলে তোমার কি লাভ হবে বল ? তোমার যা অনিষ্ট সে করেছে, তাকে জেলে দিলে কি তার কিছু ক্ষতিপূরণ হবে ? কিছুই না। লাভে থেকে, খবরের কাগজে বড় বড় রিপোর্ট বেরুবে—এই নিয়ে দেশময় একটা হাসিটিটকারী প'ড়ে যাবে—কেলেঙ্কারীর একশেষ।"

খবরের কাগজে নাম উঠিবার কথায় সুনী যেন ভারি দমিয়া গেল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিল,—"আপনার যদি মত না হয়, তা হ'লে কাজ নেই। আচ্ছা, সে কি এখনও জব্বলপুরে আছে ব'লে আপনার মনে হয় ?"

বিজয় বলিল,—"দেখা করবে ?"

সুনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল;—"আপনার যেমন কথা! তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমি ত বুক ফেটে ম'রে যাচ্ছি!"

বিজয় রাস্তার দিকে চাহিয়া আপন মনে হাসিতেছিল। সুনী একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—"আপনি বোধ হয় ভাবছেন, তবে সে দিন দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হয়ে ট্রেণের পিছু পিছু সারারাত ছুটে আস্‌বার কি দরকার ছিল ?—আমার মাথার ঠিক ছিল না বিজয় বাবু! নইলে কি আর এমন বোকামি করি! আচ্ছা, আপনিই বা তখন আমায় মানা করলেন না কেন ?"

বিজয় বলিল,—"আমারই কি মাথা ঠিক ছিল ?"

সুনী বলিল, "সত্যি, আমরা দু'জনেই সে দিন যেন পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।" কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—"আপনি কি ভাবছেন বিজয় বাবু ?"

বিজয় বলিল—"ভাবছি, পল যদি জব্বলপুর ছেড়ে চ'লে না গিয়ে থাকে, তবে আমি গিয়ে তোমার নেকলেস্‌টা উদ্ধার করতে পারি কি না।"

এ কথা শুনিয়া সুনীর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় উছলিয়া উঠিল বলিল,—"পার্‌বেন বিজয় বাবু ?—কিন্তু আপনাকে কত কষ্ট আর আমি দেব ?—আপনার ঋণ আমি জন্মে শোধ করতে পারব না।"—বলিয়া মুখখানি নত করিল।

বিজয় বলিল—"দেখ আগে, কৃতকার্য্য হই কি না! তার পর ঋণের কথা বোলো।"

অতঃপর উভয়ের মধ্যে এ বিষয়ের পরামর্শ হইতে লাগিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

আয়ার প্রেম।

সাহেব ও মেমসাহেবকে ছোট হাজরী খাওয়াইয়া বাবুর্চ্চিখানায় আসিয়া নিজামুদ্দিন মিঞা এক বদ্‌না জল ও সাবান লইয়া হাতমুখ ধুইতে বসিয়া গেল। আবদুল এই অসময় প্রসাধনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিল—"আমায় এখনি বাহির হইতে হইবে, মেম-সাহেবের জন্য একজন আয়া আনিতে হুকুম হইয়াছে।"—আবদুল একটু মুচকি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আয়া কাহাকে ঠিক করিলে ? আমিনা বিবিকে নাকি ?" নিজাম বলিল—"দেখি, কাহাকে পাই।"

হাতমুখ ধুইয়া, বাসা হইতে সাফ পাজামা, মের্জ্জাই ও পাগড়ী পরিয়া আসিয়া নিজাম বলিল—"আবদুল, তুই ততক্ষণ রসুই আরম্ভ করিয়া দে। বাহিরে ঐ চুলাটা ধরাইয়া, সাহেবের জন্য এক টিন গরম পানি

চড়াইয়া দে, সাহেব কখন্ গোসল করিবে, উহার বেহারাকে বরং জিজ্ঞাসা করিয়া আসিস্। আমি চলিলাম, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরিতেছি।"—বলিয়া নিজাম বেড়ার তার ডিঙ্গাইয়া, ঝামা ইট-পাথর বিছানো উচ্চনীচ পতিত জমির উপর দিয়া, খানা ডোবার ভিতর দিয়া হন্‌হন্ করিয়া প্রিয়তমা-ভবনের অভিমুখে ছুটিল, বৈধ সর্ব্বজনগ্রাহ্য পাকা রাস্তা দিয়া ঘুরিয়া যাইবার তাহার তর সহিল না।

প্রিয়তমা-গৃহে পৌঁছিয়া নিজাম দেখিল, সেইমাত্র তাহার ভাবী শ্যালক প্রৌঢ়বয়স্ক স্থূলকায় ক্ষুদ্রচক্ষু হায়দার নাইট ডিউটি করিয়া ফিরিয়াছে, ষ্টেশনের পোষাক তখনও ছাড়ে নাই, উঠানে চারপায়ের উপর বসিয়া হুঁকা হাতে করিয়া তামাক খাইতেছে; নিকটে গিয়া "সেলাম ভাই সাহেব" বলিয়া নিজাম একবার চকিতনেত্রে উঠানের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল। হায়দারের বিবি রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া মশলা পিষিতেছে, কিন্তু যাহার জন্য হৃদয় তৃষিত, সেই আমিনাকে কোথাও দেখিতে পাইল না।

হায়দার বলিয়া উঠিল—"আরে!—তুমি এখন হঠাৎ কোথা হইতে? সাহেবরা চলিয়া গেছে নাকি?"

"না—আছে। তাহাদেরই একটু কাজে তোমার কাছে আসিলাম।"

"আমার কাছে? কি কাজ? ব'স ব'স—তামাক খাও। ব্যাপার কি হে বল দেখি?"—বলিয়া হায়দার নিজামের হাতে হুঁকাটি দিল।

নিযাম হুঁকা লইয়া তাহাতে দুই তিন টান দিয়া বলিল—"সাহেবের সঙ্গে একজন মেম আসিয়াছে, তোমাকে ত বলিয়াছি। বিলাতী মেম নয়, বাঙ্গালী মেম; সাহেবও বাঙ্গালী। সাহেব বলে কি, মেম-সাহেবের জন্য একজন আয়া লইয়া এস। তাই ভাবিলাম, আমিনা বিবিকে যদি তুমি"—বলিয়া নিজাম আশা ও নিরাশায় উদ্বেলিত-হৃদয়ে হায়দারের পানে চাহিয়া রহিল।

হায়দার একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"আমিনা পূর্ব্বেও ত আয়ার কাজ করিয়াছে। উহার খসম যখন বাঁচিয়া ছিল, কলিকাতায় যে সাহেবের সে খানসামাগিরি করিত, আমিনা তাহারই মেমের আয়া ছিল—"

নিজাম বলিল—"হাঁ, শুনিয়াছি। সেই জন্যই ত—"

হায়দার বলিল—"তা ও খুব পারিবে। সার্টিফিকিট্ আছে। সাহেবটার নাম ভুলিয়া গেলাম। কি একটা হাঁথী—হাঁথী—নামটাও মনে করিতে পারিতেছি না—জাহান্নমে যাক্!—আচ্ছা দাঁড়াও, আমিনাকেই জিজ্ঞাসা করি! আমিনা—এ আমিনা—কোথায় গেলি বহিন্?"

হায়দারের বিবি বলিল—"তাহাকে বাজারে পাঠাইয়াছি শাক আনিতে। আসিবে এখনি।"

হায়দার বলিল—"তোমার মনে নাই?—হাঁথী—হাঁথী—বল না সাহেবটার নাম, কতবার ত শুনিয়াছ?"

হায়দার-গৃহিণী নথ নাড়িয়া উত্তর করিল—"হাতী কি ঘোড়া আমার মনে নাই।"

হায়দার তাহার সেই কাঁচাপাকা দাড়ি নাড়িয়া স্ত্রীকে ভেঙ্গাইয়া বলিল—"হাতী কি ঘোড়া আমার মনে নাই! তোমার মত অজবুক আওরৎ দুনিয়া জাহানে যদি আর একটি আছে!"

বিবি মশলা পেষা স্থগিত রাখিয়া, ঝঙ্কার দিয়া বলিল—"আমি অজবুক, তুমি ত ভারি হুঁসিয়ার! তোমার মনে নাই কেন? আমি অজবুক না তুমি অজবুক!"

হঠাৎ দক্ষিণবাহু সজোরে ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত করিয়া, ঘূর্ণিতলোচনে হায়দার বলিয়া উঠিল—"ক্যা! তু ক্যা বোলী! জবান্ সাম্হালকে বাত করনা বিবিজান্!"

দাম্পত্যকলহের উপক্রম দেখিয়া নিজাম তাড়াতাড়ি বলিল—"থাক্ থাক্ হায়দার ভাই, রাগ করিও না, রাগ করিও না। ভৌজী তোমায় দিল্লগী করিয়া বলিয়াছে বৈ ত নয়! আমিনা আসিয়াই নামটা বলিবে এখন। এই নাও—হুঁকা পিও।"

হায়দার হুঁকা লইয়া জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিল। নিজাম দরজার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

স্ত্রীকর্ত্তৃক অপমানিত হইবার মনঃক্ষোভ ধূমপানে কতকটা প্রশমিত হইলে হায়দার জিজ্ঞাসা করিল—"সাহেবেরা কতদিন থাকিবে?"

"দুই চারিদিন।"

"বস্—এই?—তা, কি দিবে?"

"সে কথা এখনও কিছু হয় নাই। আট আনা রোজ ত বটেই, বেশীও হইতে পারে। বড়লোক—হাওয়াগাড়ী রাখে।"

তামাকুটা পুড়িয়া গিয়াছিল হুঁকাটি নামাইয়া রাখিয়া হায়দার বলিল—"আট আনা কি? বারো আনা বলিও। দুই চারিদিনের চাকরি—ইহার কম আর হইবে কেন? আমিনা থাকিবে কোথায়?"

"ডাকবাঙ্গলাতেই।"

"রাত্রেও থাকিতে হইবে?"

"সে কথা সাহেব এখনও কিছু বলে নাই। আর এক ছিলিম সাজিব ?"

"সাজ "

নিজাম তামাক সাজিয়া, ভৌজীর নিকট হইতে আগুন লইয়া, খাটিয়ায় আসিয়া বসিয়া কলিকায় ফুঁ দিতেছিল, এমন সময় শাক হাতে করিয়া আমিনা বিবি প্রবেশ করিল। নিজামের সহিত চোখোচোখি হইবামাত্র সে রাঙা হইয়া, একটু হাসিয়া চক্ষু ফিরাইয়া লইল। ভ্রাতৃজায়ার কাছে আসিয়া শাকের পেতেটি নামাইল।

আমিনার বয়স ছাব্বিশ সাতাইশের অধিক হয় নাই, রঙটি বেশ পরিষ্কার, ডাগর চক্ষু দুইটির কোলে সুর্ম্মা লাগানো রহিয়াছে। হায়দার বলিল—"হাঁ রে আমিনা, তুই কলিকাতায় যে সাহেবের বাড়ীতে আয়া ছিলি, সে সাহেবের নামটা কি রে ?"

আমিনা বলিল—"গর্দ্দান সাহেব।"

"তবে যে হাঁণী না কি বলিয়াছিলি ?"

আমিনা মুহূর্ত্তমাত্র ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"ওঃ—হাঁণী নয়। লাট সাহেবের কুঠীর সাম্‌নে যে সাহেবলোকের মস্ত দোকান আছে, হাতীসন হাতী বাইয়ের দোকান, গর্দ্দান সাহেব সেই দোকানের বড় সাহেব; তাহারই কুঠীতে আমি কায করিতাম।—কেন ভাইজান ?"

হায়দার তখন নিজামের প্রস্তাবটি ভগিনীকে শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"করিবি ?"—নিজাম আমিনার পানে ভিক্ষাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; ভাবটা যেন, দোহাই তোমার, অস্বীকার করিও না।

আমিনা দৃষ্টি অবনত করিয়া উত্তর করিল—"তা, তুমি যেমন বলিবে ভাইজান্।"—নিজামের মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

হায়দার বলিল—"আমি ত বলি, কর্। যা পাওয়া যায়।"

আয়ার পোষাক আমিনার আমকাঠের সিন্দুকের মধ্যেই ছিল। অর্দ্ধঘণ্টামধ্যে সেই পোষাক পরিয়া ফিটফাট হইয়া নিজামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমিনা বাহির হইল।

পথটি একটু নিরিবিলি হইবামাত্র, নিজাম আমিনার সহিত পাশাপাশি হইয়া মনের সুখে গল্প করিতে করিতে চলিতে লাগিল। এক সময় সে হঠাৎ দাঁড়াইয়া বলিল—"আমিনা, একটা কথা বলিব, রাগ করিবি না ?"

আমিনা দাঁড়াইয়া, ভ্রূযুগল সঞ্চালনের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"কি কথা রে ?"

নিজাম দুই পাটি দন্ত বিকসিত করিয়া বলিল—"আয়ার পোষাকে তোকে এমন খাপসুরৎ দেখাইতেছে যে, কি আর বলিব !"

"এই তোর কথা ? বেতমীজ !"—বলিয়া আমিনা হাসিয়া নিজামুদ্দিনের বাহুদেশে একটি মৃদু চপেটাঘাত করিয়া, আবার পথ চলিতে লাগিল।

ডাকবাঙ্গলার কাছাকাছি আসিয়া আমিনা জিজ্ঞাসা করিল—"মেমসাহেবের ছেলেপিলে হয়েছে ?"

নিজাম বলিল—"দুর ! মেমসাহেবের কি সাদি হইয়াছে যে ছেলে হইবে !"

আমিনা মুখের হাসি হাতে চাপা দিয়া বলিল—"সাদি হয় নাই ?—তবে ?"

"এই, যেমন তুই আর আমি। সাদি হইবে ঠিক-ঠাক হইয়া আছে। কলিকাতায় গিয়া সাদি হইবে। অনেক দিন হইতেই সাহেব ও মেমের মধ্যে আস্নাই ছিল। মেমসাহেব বড় হইলে, তাঁহার পিতার নিকট সাহেব বিবাহ প্রার্থনা করিলেন। মেমসাহেবের পিতা প্রথমে রাজি হয় নাই, অনেক আপত্তি তুলিয়াছিলেন। শেষে মেমসাহেব তাঁহার মা'র কাছে কাঁদাকাটি করাতে, পিতা অবশেষে রাজি হইয়াছেন। ইহারা দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, মাসখানেক পরে কলিকাতায় ফিরিয়া সাদি হইবে।"

আমিনা বলিল—"বাঃ, এ সব তুই বানাইয়া বলিতেছিস্। তুই এত কথা জানিলি কোথা হইতে রে ?"

নিজাম বলিল—"বানাইয়া বলিব কেন রে ? সাহেবের বেহারা লছমন আজ প্রাতে আসিয়াছে, তাহারই কাছে শুনিলাম। তোর বিশ্বাস না হয়—তুই তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিস্। সে ত ডাকবাঙ্গলাতেই রহিয়াছে।"

অদ্য প্রাতে নিজাম আসিয়া লছমনকে দেখিতে পাইয়া, সাহেব ও মেমসাহেবের 'কুলপঞ্জিকা' ও 'জীবনচরিত' সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য অত্যন্ত আকুলতা প্রকাশ করে। লছমন পুরাতন লোক—বুদ্ধিমান্—সাহেব যে মেমসাহেবের কেহই নহেন, এ কথা শুনিলে, এ অবস্থায়, পাছে ইহারা অন্য কিছু মনে করে,—তাই সে বাস্তবিকই উক্ত স্বকপোল-কল্পিত কাহিনীটি বলিয়া নিজামের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিয়াছিল।

ইহারা ডাকবাঙ্গলায় যখন পৌঁছিল, বেলা তখন সাড়ে নয়টা। সাহেব ও মেমসাহেব পূর্ব্ববৎ সেই বারান্দাতেই বসিয়া ছিলেন। নিজাম গিয়া আমিনাকে ইঁহাদের সম্মুখীন করিল।—প্রতিদিন বারো

আনা হিসাবেই বিজয় আমিনাকে নিযুক্ত করিয়া লইল ;—রাত্রিদিন তাহাকে মেমসাহেবের কাছেই থাকিতে হইবে।

আয়া মেমসাহেবের 'কামরা ঠিক' করিতে এবং নিজাম বিজয়ের 'গোসল ঠিক' করিতে আদিষ্ট হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে পরামর্শ স্থির হইয়া গিয়াছিল, বিজয় আজ বেলা একটার গাড়ীতে জব্বলপুরে যাইবে, সেখানে দুই-একদিন থাকিয়া নেকলেস্‌টি উদ্ধার করিবার চেষ্টা দেখিবে। সুশী যাইবে না, সে এইখানেই থাকিবে, লছমন তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। বিজয় বলিল—"আয়াটাকে পাওয়া গেল, ভালই হ'ল। ওকে বোলো, রাত্রে তোমার ঘরেই মেঝেতে বিছানা পেতে শুয়ে থাক্‌বে। লছমন বাহিরে বারান্দায় ঠিক তোমার দরজার সামনে শোবে। তোমার ভয় করবে না ত?"

সুশী বলিল—"না, ভয় করবে না। আপনি কিন্তু দু'দিনের বেশী যেন দেরী করবেন না—নেকলেস্ উদ্ধার হোক আর নাই হোক।"

বিজয় বলিল—"না, দেরী করব কেন?—যদি কৃতকার্য্য হই, তবে কালই ফিরে আসব, পশু অবধিও দেরী হবে না।"

আহারাদির পর উভয়ে ষ্টেশনে গেল। বিজয়কে একটার গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া, সুশী ডাকবাঙ্গলায় ফিরিয়া আসিল। নিজকক্ষে প্রবেশ করিয়া, নিতান্ত নির্জ্জীবের মত আরাম-কেদারায় লুটাইয়া পড়িয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিল। ক্রমে উভয় চক্ষুর পক্ষ্মরাজি ভেদ করিয়া, ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু দেখা দিল।

কয়েক মিনিট এইরূপে কাটিলে সুশী অনুভব করিল, কে তাহার পদস্পর্শ করিতেছে। চক্ষু খুলিয়া দেখিল—আয়া চটিজুতা আনিয়াছে।

"মেমসাহেব, জুতা বদলাইয়া দিব কি?"

"দে"—বলিয়া সুশী আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল।

আয়া সন্তর্পণে সুশীর জুতা বদলাইয়া দিয়া, অনুচ্চস্বরে ডাকিল—"মেমসাহেব!"

সুশী আবার চক্ষু খুলিল।

আয়া সভয়ে ও মিনতিমিশ্র স্বরে বলিল—"মেমসাহেব, কাঁদিবেন না। স্বামী আর কাহার না বিদেশে যায়?"

সুশী এইবার ভাল করিয়া চক্ষু খুলিয়া, আয়ার পানে চাহিয়া বলিল—"কে আমার স্বামী?"

আয়া বলিল—"যদি গোস্তাকী হইয়া থাকে, মাফ করিবেন। এখনও উনি আপনার স্বামী হন নাই, তাহা জানি—দুই দিন বাদে ত হইবেন। সে একই কথা। আর, মোল্লা আসিয়া কলমা না পড়াইলেই কি স্বামী হয় না মেমসাহেব? খোদাতালা যাহাদের মনে পরস্পরের প্রতি আস্নাই পয়দা করিয়া দেন, তাঁর চক্ষে তাহারাই স্বামি-স্ত্রী।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

পল নিশ্চিন্ত হইল।

জব্বলপুরে আদ্দালিবাজারে পাঞ্জাবীদের একটি মোসাফিরখানা অথবা সরাই আছে। বিজয়ের মোটরচালক সুন্দর সিং সেই সরাইয়ের একটি কক্ষে চুল্লীর উপর তাওয়া বসাইয়া নিজ মধ্যাহ্নভোজনের উপযোগী 'পরোঠা' বানাইতে ব্যস্ত। তাহার স্নান সমাপ্ত হইয়াছে, সিক্ত দীর্ঘ কেশরাশি মস্তকের উপরিভাগে ঝুঁটির আকারে আবদ্ধ। সম্মুখে রাজপথ দেখা যাইতেছে,—কত লোকজন গাড়ী-ঘোড়া ছুটিয়া চলিতেছে—সুন্দর সিং পরোঠা বানাইতেছে এবং মাঝে মাঝে রাজপথের পানে চাহিয়া দেখিতেছে।

দেখিতে দেখিতে এক একখানি করিয়া অনেকগুলি পরোঠা প্রস্তুত হইয়া উঠিল। এই পরোঠা বেলিবার জন্য তাহার চাকী ও বেলুনের প্রয়োজন হইতেছে না ; এক একটা স্থূল বর্ত্তুল আটার 'নেচী' উভয় হস্তের অপূর্ব্ব কৌশলে চক্রাকারে বিস্তৃতিলাভ করিতেছে। তাওয়ার উপর সেখানি ফেলিয়া পিঠ উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে সুন্দর সিং তাহার সকল দিক্ হইতে অল্প অল্প ঘৃত সিঞ্চন করিয়া দিতেছে। চিমটার দ্বারা উল্টিয়া পাল্টিয়া, সেখানির রঙ বাদামী হইলে নামাইয়া রাখিতেছে। স্থানটি একটি মনোরম সোঁদা গন্ধে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

পরোঠা প্রস্তুত শেষ হইলে, সেই তাওয়ায় সুন্দর সিং আরও কিঞ্চিৎ ঘৃত দিয়া, ছ্যাঁকর্‌ব্যাক্ করিয়া কতকগুলা আলু ছাড়িয়া দিল—আলু পূর্ব্ব হইতেই কোটা ছিল। আলুর টুকরা বেশ লাল হইলে, একটা পাত্রে হলুদ, লঙ্কামরিচ ও অন্যান্য মশলার গুঁড়া গুলিয়া, তাওয়ার উপর ঢালিয়া, হাত ধুইতে গিয়া দেখিল, লোটায় আর জল নাই। সম্মুখে রাস্তার ধারে জলের কল। সুন্দর সিং উঠিয়া গিয়া কল খুলিয়া ঝুঁকিয়া হস্ত ধৌত করিতেছে, এমন সময় কে তাহার পার্শ্বদেশ হইতে বলিয়া উঠিল—"হেলো সণ্ডর সিং।"

সুন্দর সিং মস্তক তুলিয়া চাহিয়া দেখিল—স্বয়ং

পল সাহেব! হাতে তাহার সেই ব্যাগ, মুখে সিগারেট, দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছে।

সুন্দর সিং প্রথমটা বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। গত রাত্রে লছমন বাজার হইতে ফিরিবার পর, লছমনের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই,—সুতরাং পলের কোনও সংবাদই সুন্দর সিং জানিত না। সে বলিয়া উঠিল—"সাহেব, তুম্ বোম্বাই নেহি গিয়া?"

পল হাসিতে লাগিল। সুন্দর সিংকে প্রশ্ন করিয়া বিজয়ের সমস্ত সংবাদ একে একে সে জানিয়া লইল। আগামী পরশ্ব দিন মোটর-মিস্ত্রী পীটর সাহেবকে লইয়া সুন্দর সিং সোহাগপুরে যাইবে, তাহাও অবগত হইল। গাড়ী মেরামৎ হইলে পর সাহেব জব্বলপুরে ফিরিয়া আসিবেন, অথবা কলিকাতায় যাইবেন, অথবা কি করিবেন, তাহা সুন্দর সিং বলিতে পারিল না।

সংবাদগুলি সংগ্রহ করিয়া পল প্রস্থান করিল। সে দিন পলাইয়া যেখানে সে আশ্রয় লইয়াছিল, সেখানে তাহার থাকিবার কষ্ট হইতেছিল। বিজয় যে সুশীকে লইয়া মোটরকারে ট্রেণের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে, তাহা পরদিনই সে শুনিয়াছিল, এবং শুনিয়া আপন মনে হাসিয়া অস্থির হইয়াছিল। নিজ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া ডাকবাঙ্গলায় ফিরিয়া আসিতে তাহার সাহস হয় নাই—কখন্ সুশী ও বিজয় ফিরিয়া আসে, তাহার ঠিক কি! এখন অন্ততঃ তিন দিন তাহারা ফিরিয়া আসিবে না জানিয়া, পল নিশ্চিন্ত হইল। নিজ জিনিষপত্র লইয়া অপরাহ্নকালে আবার ডাকবাঙ্গলায় গিয়া উঠিল।

খানসামা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সাহেব, কয়দিন থাকা হইবে?"

"একদিন; কল্যই আমার এখানকার কায শেষ হইবে, সন্ধ্যার গাড়ীতে আমি চলিয়া যাইব।"

খানসামা বলিল—"সেবারে আপনার কাছে আট দিনের টাকা পাওনা হইয়াছিল।"

পল বলিল—"বোস্ সাহেবের কাছে ত আমি টাকা রাখিয়া গিয়াছিলাম। কেন, টাকা পাও নাই?"

খানসামা বলিল—"বোস্ সাহেব আপনার হিসাবের টাকা আমায় দিয়াছেন বটে, কিন্তু আমি ত শুনিলাম, সে টাকা তিনি নিজ জেভ হইতে দিয়াছেন।"

পল বলিল—"বোস্ সাহেব দিন আর আমিই দিই, একই কথা। বোস্ সাহেব আমার দোস্ত।"

খানসামা গম্ভীরভাবে বলিল—"সে যাই হোক্, এবার একদিনের টাকা হুজুরকে অগ্রিম দিতে হইবে।"

পল ক্রোধভরে পকেট হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া মাটীতে ফেলিয়া দিল। খানসামা তাহা কুড়াইয়া লইয়া বলিল—"নোট ভাঙ্গাইয়া বাকী চারি টাকা আপনাকে আনিয়া দিব।"

পল আবার বলিল, "যাও, বাকী টাকায় এক বোতল হুইস্কি ও ছয়টা সোডা আনাইয়া দাও।"

খানসামা জিজ্ঞাসা করিল—"চা আনিব কি হুজুর?"

পল বলিল—"ড্যাম ইওর চা। হুইস্কি মাঙ্গাও, জেল্‌দি যাও।"

বেলা পাঁচটা। পল নিজ কক্ষে বসিয়া সেই মাত্র হুইস্কির বোতলটি খুলিয়াছে, এমন সময় ছাদে বাক্স বিছানা সুদ্ধ একখানা ঠিকা গাড়ী আসিয়া ডাকবাঙ্গলায় প্রবেশ করিল। পল উঠিয়া দ্বারের পর্দ্দা টানিয়া দিয়া, বেশ বড় রকমের একটি 'পেগ' ঢালিয়া, মনের আনন্দে সেবন আরম্ভ করিল।

গাড়ী হইতে বিজয় নামিবামাত্র খানসামা ছুটিয়া আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। কামরায় প্রবেশ করিয়া বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"সুন্দর সিং কোথায়?"

খানসামা বলিল—"সে বাজারে মোসাফিরখানায় আছে হুজুর।"

"কাহাকেও পাঠাইয়া দাও, তাহাকে শীঘ্র ডাকিয়া আনুক্। এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না হয়।"

"যো হুকুম হুজুর, এখনই লোক ছুটাইয়া দিতেছি চা আনিব কি?"

"আন।"

খানসামা বাহির হইয়া গেলে বিজয় নিজ কোটটা খুলিয়া—হুকে টাঙ্গাইয়া দিয়া, আরাম-কেদারায় পড়িয়া চিন্তামগ্ন হইল। তাহার চিন্তার বিষয়, কি উপায় অবলম্বন করিলে নেকলেস্‌টি উদ্ধার হইতে পারে। পল সেটি নিশ্চয়ই কোনও স্বর্ণকারকে বিক্রয় করিয়াছে, সে স্বর্ণকারকে টাকা দিলে নির্ব্বিবাদে অলঙ্কারটি ফিরিয়া পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার সন্ধান পাওয়া যায় কোথায়? দোকানে দোকানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, কেহই ভয়ে স্বীকার করিবে না; ভাবিবে, তবে ইহার মধ্যে নিশ্চয় কোনও গোলযোগ আছে, পুলিসের সাহায্য লইলে উপকার সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কিন্তু অপকারটুকু সুনিশ্চিত; তাহারা এখনি পলকে ধরিয়া এক মোকর্দ্দমা খাড়া করিয়া দিবে। সুতরাং উপায় কি? পল যদি ইতিমধ্যে প্রস্থান না করিয়া থাকে, তবে তাহাকে

খুঁজিয়া বাহির করিয়া, তাহাকে অভয় দিয়া, সম্মত করিয়া যদি স্বর্ণকারের সন্ধান লাভ করা যায়, তবেই কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা। বিজয় গাড়ীতেও সারাপথ এই বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে—কিন্তু এইটি ছাড়া অন্য কোনও উপায় এখনও সে স্থির করিতে পারে নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে খানসামা ট্রে ভরিয়া চা, টোষ্ট, মাখন প্রভৃতি আনিয়া দিল। বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"লোক পাঠাইয়াছ?"

"জী হুজুর।"

একপাত্র চা ঢালিয়া লইয়া, দুই চুমুক পান করিয়া বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"সেই পল সাহেব কোথায় আছে, কিছু সন্ধান বলিতে পার? শুনিলাম, সে বোম্বাই যায় নাই, এখানেই আছে!"

খানসামা বলিল—"জী হুজুর। বোম্বাই যায় নাই, এখানেই আছে।"

"কোথায় সে আছে, বলিতে পার?"

"এখানেই আছে।"

"এখানে কোথায়? কোন্ জায়গায়, তাহা জান?"

খানসামা বলিল—"এই ডাকবাঙ্গালাতেই সে আছে হুজুর।"

বিজয় চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"এই ডাকবাঙ্গালাতে? কবে আসিল?"

"হুজুর পৌঁছিবার ঘণ্টাখানেক আগেই সে আসিয়াছে।"

"কৈ সে? এখন ডাকবাঙ্গলায় আছে না বাহিরে গিয়াছে?"

"তাহার সেই পুরাতন কামরাতেই আছে। এক বোতল মদ আনাইয়াছে, তাহাই বসিয়া খাইতেছে। কল্য সন্ধ্যার গাড়ীতে বোম্বাই যাইবে বলিয়াছে।"

বিজয় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিল। শেষে বলিল—"দেখ খানসামা, উহার সহিত আমার বিশেষ কাজ আছে—দেখিও, যেন ও বাহির হইয়া না যায়। আমি চা-পান করিয়া লই, তুমি ততক্ষণ বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাক—উহাকে যদি বাহির হইতে দেখ, আমায় খবর দিও।"

"যো হুকুম হুজুর"—বলিয়া খানসামা বারান্দায় বাহির হইয়া, পলের কক্ষদ্বারের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

চা-পান শেষ করিয়া বারান্দায় আসিয়া বিজয় বলিল—"উহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া এস দেখি, আজ বাহিরে যাইবে কি? আমার কথা কিছু বলিও না।"

খানসামা পলের কক্ষে প্রবেশ করিল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"না, বাহিরে যাইবে না।"

"কি করিতেছে?"

"কি একখানা কেতাব পড়িতেছে ও মদ খাইতেছে। প্রায় আধ বোতল উড়িয়া গিয়াছে।"

"আচ্ছা। তুমি এখন আপনার কাজে যাইতে পার।"

খানসামা চায়ের ট্রে লইয়া বাহির হইয়া গেল। বিজয় দেখিল, আবদুল মশালচীর সহিত সুন্দর সিং ফটক দিয়া প্রবেশ করিতেছে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

ভালবাসার প্রমাণ।

সন্ধ্যা হইল, মশালচী কামরায় কামরায় বাতি জ্বালাইয়া দিল। সুন্দর সিংকে নিজ কক্ষের সম্মুখে বসিয়া থাকিতে বলিয়া, বিজয় বারান্দায় গিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া পলের কক্ষদ্বারের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। পর্দ্দা অর্দ্ধেকটা খোলা ছিল। আরাম-কেদারায় পড়িয়া পল বহি পড়িতেছে, তাহার মুখে পাইপ, পার্শ্বে টেবিলের উপর ল্যাম্প জ্বলিতেছে, আধ গেলাস হুইস্কি ও বোতলটি রহিয়াছে।

বিজয় কক্ষমধ্যে পদার্পণ করিয়া বলিল—"হেল্লো পল! তুমি এখানে?"

পল বিজয়ের পানে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। "হেল্লো—মিষ্টার বোস্"—বলিতে বলিতে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার দেহ টলমল্ করিতে লাগিল, পাইপ মুখ হইতে পড়িয়া মেঝের শতরঞ্জের উপর আগুন ছড়াইয়া গেল এবং সে নিজে কাঁপিতে কাঁপিতে আবার ধপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

বিজয় এক লম্ফে নিকটে আসিয়া, জুতা দিয়া আগুনটা মাড়াইয়া ধরিল। তাহার পর পলের পাইপটি তুলিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল—"তুমি বোম্বাই যাও নাই?"

পল অত্যন্ত করুণভাবে বিজয়ের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"না মিষ্টার বোস্, আমার যাওয়া হয় নাই।"

একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বিজয় বসিল। পল বলিল—"আপনি ত—সোহাগপুরে—ছিলেন, না?"

বিজয় বলিল—"হাঁ, এই ত আধঘণ্টা হইল আসিয়াছি।"

"এ-এ-একলা আসিয়াছেন ?"

"হাঁ।"

"সু—সু"—পলের জড়িত জিহ্বা নামটি আর সম্পূর্ণ করিতে পারিল না।

বিজয় বলিল—"মিসেস্ পল, সোহাগপুরেই আছেন।"

পল বলিল—"আপনি—হঠাৎ যে ?"

বিজয় বলিল—"একটু জরুরী কাজে আসিয়াছি। সে সকল কথা পরে বলিতেছি। এখন, তোমার ব্যাপার কি বল দেখি ? মিথ্যা করিয়া বোম্বাই যাইবার কথা তোমার স্ত্রীকে লিখিয়াছিলে কেন ?"

পল পার্শ্ব হইতে হুইস্কির গেলাসটি তুলিয়া লইয়া দুই তিন চুমুক পান করিল। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া, কম্পিত হস্তে মুখ মুছিয়া বলিল—"সে দিন, কোচম্যানকে ঐ চিঠি লিখিয়া দিয়া, গাড়ী ছাড়িবার বিলম্ব আছে ভাবিয়া একবার কেল্‌নারে গিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।"

বিজয় বলিল—"তার পর, এ দুই দিন ?"

পল বলিল—"পরদিন চলিয়া যাইতাম—কিন্তু টাকার অভাবে—"

বিজয় একটু কঠিন স্বরে বলিল—"কি রকম ? টাকার অভাবে কি রকম ? এ দুদিন তুমি ত পকেটে টাকা ঝম্ ঝম্ করিতে করিতে পথে পথে বেড়াইয়াছ।"

এ কথা শুনিয়া পল বিজয়ের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল—"না মিষ্টার বোস, টাকা কোথা পাইব ?"—বলিয়া নিজের পকেট হইতে একখানি দশ টাকার নোট এবং খুচরা কিছু বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল। বলিল—"এই যা দেখিতেছেন—ইহাই আমার সব।"

বিজয় বলিল—"নেকলেস্ বিক্রয়ের সমস্ত টাকা এ দুই দিনেই উড়াইয়া দিয়াছ ?"

পল সভয়ে বলিল—"কি বিক্রয়ের বলিলেন ?"

"নেকলেস্—নেকলেস্। তোমার স্ত্রীর নেকলেস্‌টা চুরি করিয়া বেচিয়াছ, তাহা কি আমি জানি না ?"

পল ওষ্ঠযুগল ফাঁক করিয়া বিজয়ের পানে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল—"আমার স্ত্রীর নেকলেস কবে আবার চুরি করিলাম ? আপনি বেশ লোক ত দেঁহে!"

"কবে চুরি করিলে ?—সেই যে দিন পলাও। বারান্দায় বসিয়া চা-পান করিতে করিতে তুমি সুশীকে বলিলে, তোমার ড্রেসিং কেসের চাবিটা দাও ত, রুমালে একটু গন্ধ ঢালিয়া লই—চাবি লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলে; ড্রেসিং কেস খুলিয়া, নেকলেস্‌টি পকেটে পুরিলে—মনে নাই ?"

পল গেলাসটি লইয়া আরও কিঞ্চিৎ পান করিয়া বলিল—"মিষ্টার বোস্, আপনি কি আমায় Bully করিতে আসিয়াছেন ? I tell you it's no use! আমি নেক্‌লেস্ লই নাই। তা ছাড়া সুশীর কোনও নেক্‌লেস্ ছিল না। কোথায় পাইবে সে নেক্‌লেস্ ? এই ত আমার অবস্থা। এক যোড়া ইয়ারিং তাহাকে আমি দিতে পারি নাই, নেকলেস্ দিব—হুঁ।—" বলিয়া পল পকেট হইতে তামাকের পাউচ বাহির করিয়া, কম্পিত হস্তে পাইপটি সাজিতে লাগিল।

বিজয় বলিল—"পল, তুমি আমার হঠাৎ এখানে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, কেন আসিয়াছি, বলি শুন। সুশীর বিশেষ অনুরোধে, পুলিসে খবর দিবার জন্য আমি এখানে আসিয়াছি। স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া পলাইবার পূর্ব্বে, চাবি চাহিয়া লইয়া যে দিন তুমি তাহার ড্রেসিং কেস খুলিয়াছিলে, সে দিন সন্ধ্যাবেলা তোমার হাতে এমন পয়সা ছিল না যে, কোচম্যানকে গাড়ীভাড়া দাও; তোমার স্বহস্তে লিখিত চিঠি তাহার সাক্ষী। তাহার পরদিন হইতে পকেটে টাকা ঝম্ ঝম্ করিতে করিতে তুমি বেড়াইয়াছ। আজই দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে খানসামাকে তুমি একখানি নোট দিয়াছ, এক বোতল মদ আনিয়াছ; এ সকল কথা এখনই প্রমাণ করাইয়া তোমায় পুলিস-সোপর্দ্দ করিয়া দিব। দাঁড়াও, থানা হইতে দারোগাকে ডাকিয়া পাঠাই। সুন্দর সিং—"

"হুজুর"—বলিয়া সুন্দর সিং আসিয়া দাঁড়াইল।

বিজয় বলিল—"আমার ঘর হইতে কাগজ-কলম লইয়া এস ত।"

সুন্দর সিং ছুটিয়া বিজয়ের রাইটিং প্যাড এবং কলমের বাক্স আনিয়া দিল।

বিজয় প্যাড লইয়া কি লিখিতে লাগিল। পলের নেশা তখন ছুটিয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিপদের সম্মুখীন হইলে মাতালের নেশা যেন যাদুমন্ত্রবলে তিরোহিত হয়; শুধু পলের নহে, সকল মাতালেরই।

পল উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্খলিত বচনে বলিল—"মিষ্টার বোস্, আমায় আধঘণ্টার জন্য মাফ করিতে হইতেছে। একটু কাজ আছে, সারিয়া আসি।"

বিজয় বলিল—"পল, তুমি কি আমায় এতই বোকা মনে করিয়াছ ? এখন তোমায় কোথাও

যাইতে দিব না। আগে দারোগা আসুক, তাহার অনুমতি লইয়া তুমি যেখানে ইচ্ছা যাইও।"

পল হেলিয়া পড়িয়া, টেবিলের উপর হাতের ভর রাখিয়া বলিল—"কি!—তুমি আমায় যাইতে দিবে না? আমায় জোর করিয়া আটকাইবে নাকি?"

"নিশ্চয়"—বলিয়া বিজয় উঠিয়া দাঁড়াইল। পলের উভয় স্কন্ধের উপর হস্তার্পণ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে বসাইয়া দিল। ঘূর্ণিত লোচনে তীব্রকণ্ঠে বলিল—"চেয়ার হইতে উঠিয়াছ কি সুন্দর সিংকে ডাকিয়া তোমার হাতে পায়ে দড়ি বাঁধিতে হুকুম দিব।"

পল বসিল। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, বোতল হইতে গেলাসে খানিক মদ্য ঢালিয়া লইল এবং সেইটুকু খাঁটি পান করিয়া ফেলিল।

বিজয় পত্র লেখা শেষ করিয়া, খামে ঠিকানা লিখিতেছিল, পল বলিয়া উঠিল—"ওহে বোস্, শোন, ও চিঠি লিখিও না। লিখিলে শেষকালে তোমাদেরই পস্তাইতে হইবে।"

বিজয় কলম তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?"

"তুমি ইচ্ছা করিলে আমাকে জেলে দিতে পার; কিন্তু তাহাতে তোমার ও সুনীর উভয়েরই মহা অনিষ্ট হইবে।"

বিজয় বলিল—"অনিষ্ট যাহা করিবার, তাহা ত করিয়াইছ—আর কি নূতন অনিষ্ট হইবে শুনি?"

পল ঢুলু ঢুলু নেত্রে মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বলিল—"তুমি কি চাও যে, সুনীর নামে কলঙ্ক হয় এবং তোমার নামের সহিত যুক্ত হইয়া তাহা খবরের কাগজে কাগজে ছাপা হইয়া যায়? আমি বোম্বাই যাই, মান্দ্রাজ যাই, যে চুলোয় ইচ্ছা যাই—তবু সুনী আমার স্ত্রী। তুমি আমার যুবতী স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া, সারারাত মোটর হাঁকাইয়া সোহাগপুরে যাও কি বাহানায়? সেখানে একলা তাহাকে লইয়া ডাকবাঙ্গলায় থাক কি অভিপ্রায়ে? আমি কি কিছুই জানি না ভাবিয়াছ? আমি তোমাদের কীর্ত্তির কথা সবই জানিতে পারিয়াছি!"

এ কথা শুনিয়া বিজয়ের আপাদমস্তক ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া পল বলিল—"এবং আমাকে পুলিসে দিলে, বিচারকালে আদালতে আমি সকল কথাই প্রকাশ করিয়া দিব। আদালতে ইহাও বলিব যে, স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া আমার চলিয়া যাইবার আর কোনই কারণ ছিল না, কেবল তোমাদের ব্যবহার দেখিয়া ওরূপ করিয়াছি। রাগ, বরদাস্ত করিতে না পারিয়া শেষে যদি একটা খুনখারাপী করিয়া বসি, এই জন্যই পলায়ন করিতেছিলাম; তোমরা নিজেদের মন্দ অভিপ্রায় সফল করিবার জন্য, আমায় জেলে দিয়া নিষ্কণ্টক হইবার জন্যই এই মিথ্যা মোকর্দ্দমা আমার বিরুদ্ধে খাড়া করিয়াছ।"—বলিয়া পল আর খানিক হুইস্কি ঢালিয়া সোডা মিশাইয়া পান করিতে লাগিল।

পলের কথা শুনিয়া বিজয়ের ক্রোধ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। নিজেকে যথাসাধ্য সংযত করিয়া বলিল—"পল, তোমার মত রাস্কেলের, কখনও স্বপক্ষে, কখনও বিপক্ষে, ফৌজদারী আদালতে বিস্তর মোকর্দ্দমা আমি করিয়াছি তুমি ওরূপ জবাব দিলে তাহাতে কি ফল হইবে, সেও আমি বিলক্ষণ জানি। আমি তোমায় পুলিসে দিব। যে স্বর্ণকারকে তুমি নেকলেস্ বেচিয়াছ, তাহাকেও পুলিস খুঁজিয়া আনিবে, আদালতে তোমার বিরুদ্ধে আমি মোকর্দ্দমা চালাইব—সেখানে তোমার যাহা ইচ্ছা, সেই জবাব দিও।" বলিয়া বিজয় খামে ঠিকানা লিখিয়া ডাকিল—"সুন্দর সিং!"

সুন্দর সিং আসিয়া দাঁড়াইল।

বিজয় বলিল—"সুন্দর সিং, তোমার উর্দ্দি পরিয়া এস, এই চিঠি লইয়া এখনই থানায় যাইতে হইবে। দুই জন কনেষ্টবল সহ দারোগা কিংবা জমাদারকে তুমি সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবে। বলিবে, ডাকবাঙ্গলায় আমরা একজন চোর ধরিয়াছি। চিঠিতে আমি সব কথা লিখিয়াও দিলাম। একযোড়া হাতকড়িও সঙ্গে আনিতে বলিবে। যাও, চটপট্ পোষাক পরিয়া এস।"

"জী আচ্ছা"—বলিয়া সুন্দর সিং কক্ষের বাহিরে গেল। পল তাহার আরাম-কুর্শীতে এলাইয়া পড়িয়া একটি দীর্ঘশ্বাসের সহিত বলিল, "আমি ভাবিতাম, সুনীকে আপনি ভালবাসেন। এখন দেখিতেছি, তাহা আমার ভ্রম।"

বিজয় বলিল,—"নিশ্চয়ই ভ্রম; কিন্তু কিসে তুমি সেটা বুঝিলে?"

পল বলিল,—"আপনি যদি তাহাকে ভালবাসিতেন, তবে এমন নিষ্ঠুরভাবে তাহার সুনামে আপনি কলঙ্ক লেপন করিতে উদ্যত হইতেন না। কিন্তু আপনি তাহাকে ভাল না বাসিলেও, আমি তাহাকে ভালবাসিতাম—এবং এখনও বাসি।"

প্রায় অর্দ্ধমিনিটকাল নীরব থাকিয়া, আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পল বলিল—"আমার আচরণে আপাততঃ যাহাই মনে হউক, তাহাকে আমি ভালবাসি। She is a dear dear girl—my poor

Susie!"—বলিয়া চক্ষে রুমাল দিয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে লাগিল।

বিজয় ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে চক্ষু হইতে রুমাল খুলিয়া পল বলিল—"শুনুন মিষ্টার বোস্। আপনি সুনী সম্বন্ধে নির্ম্মম হইতে পারেন, কিন্তু আমি পারি না। মোকর্দ্দমা হইলে, সুনীর সহিত আপনার মোটর-ভ্রমণ, সোহাগপুরের নির্জ্জন ডাকবাঙ্গলায় আপনাদের একত্র বাস, এ সব প্রকাশ হইবেই—আমি জবাবে না বলিলেও, আপনাদের সাক্ষীর মুখে উহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। খবরের কাগজে উঠিবে। আপনি না হয় পুরুষমানুষ, গ্রাহ্য করিবেন না। কিন্তু লোকে সুনীর সম্বন্ধে কি মনে করিবে, একবার ভাবুন দেখি! না—না—মিষ্টার বোস্—তাহা আমি হইতে দিতে পারি না—তাহাতে আমার যতই ক্ষতি বা স্বার্থহানি হউক।"

বিজয় পলের কথার ভাবটা ঠিক অনুধাবন করিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল—"কি করিয়া তুমি তাহা নিবারণ করিবে?"

পল বলিল—"মোকর্দ্দমা হইতে আপনাকে নিরস্ত করিয়া। আমার একটা প্রস্তাব আছে, শুনুন।"

"বল।"

পল হুইস্কির গ্লাসে দুই চুমুক দিয়া, বিজয়ের পানে চাহিয়া বলিল—"আপনি চাহেন কি?—আপনি সুনীকে চাহেন, এই ত? তা আপনি সুনীকে লউন, আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। আপনি উহাকে লউন—আমি তাহার উপর আমার সমস্ত দাবীদাওয়া পরিত্যাগ করিয়া স্বীকারপত্র লিখিয়া দিতেছি।"

বিজয় হাসিয়া বলিল—"হাঁ, ইহাই তোমার ভালবাসার উত্তম প্রমাণ বটে!"

পল বলিল—"আমি ভালবাসা লইয়া কি করিব বলুন? সে যখন আমাকে চাহে না, আপনাকেই চাহে—তখন আমি তাহার সুখের পথে কণ্টক হই কেন? নিজের হৃদয় বলিদান দিয়া, তাহার সুখের জন্য, আমি তাহাকে ত্যাগ করিলাম!" বলিয়া দুই হস্তে নিজের মস্তক রক্ষা করিয়া, নিতান্ত হতাশের মত দীর্ঘ শব্দ করিল—"ওহ।"

মাতালের এই প্রেমাভিনয় দেখিয়া বিজয়ের হাসি পাইল। কিন্তু হাসি মনেই দমন করিয়া সে বলিল—"এটিও তোমার ভ্রম, পল! সুনীকে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। সেও আমাকে চাহে না।"

পল মাথা তুলিয়া, জবাফুলের মত লাল চক্ষু দুইটি বিজয়ের পানে স্থাপন করিয়া বলিল—"এ কথাটি আপনি কিন্তু সত্য বলিলেন না মিষ্টার বোস্! আমায় কেন ভাঁড়াইতেছেন? আমি মাতাল হইলেও, বুদ্ধি-সুদ্ধি আমার লোপ পায় নাই। আপনিও তাহাকে চাহেন, সেও আপনাকে চাহে—আমি তাহা স্থির জানি। তা, আপনি অসুখী হইবেন না। She is a damn fine girl, I tell you!—সে আপনাকে অসুখী করিবে না—আপনি—"

বিজয় ক্রোধে টেবিল চাপড়াইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল—"Shut up!—তোমার মাতলামি এখন রাখ! তোমার স্ত্রীকে আমার প্রয়োজন নাই—তাঁহার নেক্‌লেস আমি চাই। নেক্‌লেস্ কাহাকে বিক্রয় করিয়াছ বল—না বল ত এখনই পুলিসে চিঠি পাঠাইব।"

পল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া বিজয়ের পানে চাহিয়া রহিল। বলিল—"তা—তা—নেক্‌লেস্ পাইলে আপনি খুসী হন?"

"হাঁ। কাহাকে বেচিয়াছ বল।"

"আমায় পুলিসে দিবেন না?"

"নেক্‌লেস্ পাই ত পুলিসে দিব না।"

"তবে গাড়ী ডাকিতে বলুন। যে দোকানে উহা আমি বিক্রয় করিয়াছি, সে দোকান আপনাকে দেখাইয়া দিই।"

বিজয় উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল—"সুন্দর সিং!" পলকে বলিল—"কত টাকায় বিক্রয় করিয়াছ?"

"দেড় শত। পঞ্চাশ টাকা মাত্র পাইয়াছি, বাকী একশত কল্য দিবে কথা আছে।"

সুন্দর সিং আসিয়া দাঁড়াইতেই, বিজয় তাহাকে গাড়ী ডাকিয়া আনিতে পাঠাইল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

পলের জীবনে সুখ নাই।

পলকে সঙ্গে করিয়া বিজয় ঠিকাগাড়ীতে বাজার অভিমুখে যাত্রা করিল। সৌভাগ্যবশতঃ স্বর্ণকারের দোকান তখনও খোলা ছিল। স্বর্ণকার প্রথমটা নেক্‌লেস্ ফিরাইয়া দিতে চাহিল না; বলিল—"উহা আমি কিনিয়াছি, ফিরাইয়া দিব কেন? একশত টাকা মূল্য বাকী আছে, তাহা দিতে প্রস্তুত আছি।" উহা চোরাই মাল, ভালয় ভালয় প্রত্যর্পণ না করিলে এখনই পুলিসে খবর দেওয়া হইবে, ইত্যাদি ভয় প্রদর্শন করিয়া বিজয় অবশেষে স্বর্ণকারকে সম্মত করিল; ৫০৲ দিয়া নেক্‌লেস্ ফিরাইয়া লইল।

ডাকবাঙ্গালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিজয় ঘড়ি দেখিল, রাত্রি [illegible] সামাকে ডাকিয়া বলিল—[illegible] আমি সোহাগপুরে ফিরিব। [illegible] বাজিলেই তুমি খাবার দিবে।" ভাড়া না দিয়া, সেই ঠিকা গাড়ীখানাকেই বিজয় দাঁড় করাইয়া রাখিল।

নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিজয় একখানা পুস্তক লইয়া বসিল। পাঁচ মিনিট পরে পুস্তক বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া পলের কক্ষের সম্মুখে গিয়া বলিল—"পল, একবার এস ত—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

পল সেই মাত্র বোতলটি খালি করিয়া এক গ্লাস হুইস্কি ঢালিয়াছিল, তাহা হাতে করিয়া টলিতে টলিতে বিজয়ের কক্ষে আসিয়া বসিল।

বিজয় বলিল—"সুশীর সহিত তোমার পুনর্ম্মিলন কি একেবারেই অসম্ভব? তুমি তাহাকে ত্যাগ করিলে কি দোষে?"

পল বলিল—"বনে না।"

"না বনিবার কারণ কি?"

পল গেলাসে চুমুক দিয়া, প্রায় অর্দ্ধাংশ নিঃশেষিত করিয়া বলিল—"আমি একটু আধটু হুইস্কি খাই, তাহার জন্য সুশী আমায় বড়ই ফৈজত করে। এই লইয়া আমাদের মধ্যে অনেক ঝগড়া-বিবাদ হইয়া গিয়াছে। আপনি বন্ধুলোক, আপনার কাছে লুকাইব না,—তাহাকে আমি প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছি, তথাপি সে নিজের বদ্‌ অভ্যাস ছাড়ে নাই।"

"কি বদ্‌ অভ্যাস?"

"এই—আমার একটু আধটু হুইস্কি পানের জন্য আমার সহিত ঝগড়া করা। এমন স্ত্রী লইয়া আমি কি করিব বলুন? অবশ্য অন্য কোন দোষ তাহার নাই—এই এক দোষেই সব মাটী হইয়াছে। না মিষ্টার বোস্‌, তাহার সহিত আমার পুনর্ম্মিলন একেবারেই অসম্ভব।"

বিজয় একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"হুঁ, অসম্ভব বটে।"

কয়েক মুহূর্ত্তকাল উভয়েই নীরব। শেষে পল মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া বলিল—"শুধু ঐ কারণেই সুশীকে আমি পরিত্যাগ করিতাম না—আরও একটা গোপনীয় কারণ আছে।"

বিজয় কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি সে কারণ?"

"শুনিবেন? এটা গোপনীয়, সুশীকে কোনও দিন আমি বলি নাই। দেশে আমার আর এক স্ত্রী আছে। চাকরিটি ছিল, তাহাও গেল;—আমার আর্থিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় মিষ্টার বোস। নিজে কি খাই, তাহারই ঠিক নাই, দুইটা স্ত্রীকে প্রতিপালন করি কোথা হইতে বলুন?"

বিজয় সবিস্ময়ে বলিল—"তোমার আর এক স্ত্রী আছে? বল কি? সে স্ত্রীকে কবে বিবাহ করিয়াছিলে?"

পল দন্ত বিকাশ করিয়া, চক্ষু দুইটি মিটমিট করিতে করিতে বলিল—"আমি বিবাহ করি নাই, মা-বাপে বিবাহ দিয়াছিল। তখন আমার অল্পবয়স—উনিশ বৎসর মাত্র।"

"তোমার স্ত্রী জীবিত?"

হঠাৎ যেন শিহরিয়া উঠিয়া পল বলিল—"ভয়ানক জীবিত। সে কি স্ত্রী?—উগ্রচণ্ডা। দেখিবেন তাহার পত্র?"—বলিয়া বিকৃত মুখে নিজ বুক-পকেট হইতে একখানা খাম বাহির করিয়া বিজয়ের সম্মুখে আছড়াইয়া ফেলিয়া দিল।

বিজয় খাম তুলিয়া লইয়া দেখিল, কলিকাতায় যে কোম্পানির অধীনে পল কর্ম্ম করিত, সেই কোম্পানির অফিসের ঠিকানায় পত্রখানা প্রথমে আসিয়াছিল; সে ঠিকানা লাল কালিতে কাটিয়া লেখা কেয়ার অব পোষ্ট মাষ্টার, জব্বলপুর। পত্র খুলিয়া বিজয় পড়িতে লাগিল। স্বাক্ষরকারিণীর নাম সোফি পল; মান্দ্রাজের একটা ঠিকানা হইতে আসিয়াছে। অন্ন-বস্ত্রাভাবে নিজের ও পুত্র-কন্যার দুর্দ্দশার বর্ণনা করিয়া সময়মত টাকা না পাঠানর জন্য অনেক অনুযোগ ও কটু-কাটব্য করিয়া লিখিয়াছে। ইহা যে স্ত্রীর পত্র স্বামীকে লেখা, সে বিষয়ে বিজয়ের কোনও সংশয় রহিল না।

পাঠ শেষ করিয়া বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার এক স্ত্রী জীবিত, তবে আবার সুশীকে বিবাহ করিলে কেন?"

পল বলিল—"হেঁহেঁ, বিবাহ করিলাম কেন শুনিবেন মিষ্টার বোস্‌? অনেক দুঃখেই করিয়াছিলাম। বলিলাম ত, আমার স্ত্রী ভয়ানক রাগী। আমি তখন মান্দ্রাজে এক মার্চ্চেন্ট অফিসে চাকরি করি। একদিন রাত্রি দশটার সময় বাড়ী গেলাম, কথায় কথায় ঝগড়া হইয়া গেল। বলিলে বিশ্বাস করিবেন না মিষ্টার বোস, নিজের পায়ের চটিজুতা খুলিয়া সে পটাপট করিয়া আমায় মারিতে লাগিল।"

বিজয় ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন? কি লইয়া বিবাদ হইল?"

"ঐ—একটু হুইস্কি খাইয়া আসিয়াছিলাম বলিয়া।"

"তার পর ?"

"স্ত্রীর জুতা খাইয়া মনে মনে বড়ই ধিক্কার হইল। পরদিনই মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করিলাম। কলিকাতায় গিয়া চাকরি জুটিল, সুশীকেও দেখিলাম। শুনিয়াছিলাম, বাঙ্গালী মেয়েরা বড়ই কোমলহৃদয়, স্বামীকে যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকে, তাই সুখের আশায় মুগ্ধ হইয়া সুশীকে বিবাহ করিলাম। কিন্তু কোনও ফল হইল না। হাঃ—আমার এ হতভাগ্য জীবনে সুখ নাই মিষ্টার বোস্।"—বলিয়া পল আবার চোখে রুমাল দিল।

লোকটার আচরণ দেখিয়া বিজয়ের হাসিও পাইল, দুঃখও হইল। চোখ হইতে রুমাল খুলিয়া পল বলিল—"ইচ্ছা করেন ত সুশীকে এখন আপনি সকল কথাই বলিতে পারেন।"

বিজয় বলিল—"সুশী যদি তোমায় জেলে দেয় ?"

পল চমকিয়া বলিল—"কেন, জেলে দিবে কেন ?"

"এই দ্বিবিবাহের জন্য। খৃষ্টানের পক্ষে, দ্বিবিবাহ পীনাল কোডের একটা অপরাধ, তাহা কি তুমি জান না ?"

পল বলিল—"ওঃ—এই কথা ? আসল খৃষ্টানের পক্ষে দ্বিবিবাহ অপরাধ, তাহা জানি। কিন্তু আমরা ত আসল খৃষ্টান নহি—আমরা যে হিন্দুখৃষ্টান ! দেশে আমার জাতি-ভাইয়েরা ফোঁটাও কাটে, টিকিও রাখে, মন্দিরে গিয়া পূজাও করে, আবার রবিবারে গির্জ্জাতেও যায়।"

"তোমার সে বিবাহ ত খৃষ্টান ধর্ম্ম অনুসারে হইয়াছিল ?"

"হাঁ।"

"কোন্ গির্জ্জায় ?"

"মান্দ্রাজের ব্যাপটিষ্ট চ্যাপেলে। ১৯০৭ সালে, ৬ই নবেম্বর। তা খৃষ্টান মতে বিবাহ হইলেও, আমরা হিন্দুখৃষ্টান কি না, একাধিক বিবাহ অনায়াসে করিতে পারি।"

বিজয় বলিল—"না পল, তাহা তুমি পার না। ফোঁটা কাটিতে পার, টিকি রাখিতে পার, হিন্দু-মন্দিরে গিয়া পূজাও করিতে পার—এ সব পীনাল কোডে বাধে না। কিন্তু বিবাহ করা ভিন্ন কথা।"

পলের মুখে ভীতিচিহ্ন স্পষ্ট হইয়া উঠিল। বিজয়ের দিকে চাহিয়া সে বলিতে লাগিল—"অ্যাঁ ? বলেন কি ? বলেন কি ?—না, না, আপনি আমার সহিত পরিহাস করিতেছেন।"

বিজয় বলিল—"না পল, আমি পরিহাস করি নাই। আইনের মর্ম্মই তোমায় বলিয়াছি।"

[illegible]খন হঠাৎ সে উঠিয়া, বি[illegible] হাত[illegible]খানি ধরিয়া বলিল—"তবে মিষ্টার বোস্, সুশীর কাছে ও কথাটা [illegible] ! আমি গরীব—এক[illegible]দার্থ লোক,—আমাকে [illegible]নাদের কোনই লাভ হইবে না। দোহাই মিষ্টার বোস্—আমায় দয়া করুন।" বলিয়া পল ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বিজয় বলিল—"আচ্ছা আচ্ছা—হাত ছাড়। সুশী যাহাতে তোমায় জেলে না দেয়, তাহাই আমি করিব।"

পল বিজয়ের হাত ছাড়িয়া বলিল—"আপনি মহৎ, উদার—গরীবকে মারিবেন না।" পলের চক্ষু হইতে অশ্রু এবং মুখ হইতে মাদকতা জনিত লালা নিঃসৃত হইতে লাগিল।

বিজয় বলিল—"না, মারিব না। তোমার বড় নেশা হইয়াছে, এখন নিজের ঘরে গিয়া শয়ন কর।"

পল কাতর স্বরে বলিল—"আপনার প্রতিশ্রুতি স্মরণ রাখিবেন মিষ্টার বোস্; এবং আজ এই আপনার সাক্ষাতে আমিও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি—মদ আর ছুঁইব না। আমার খুব শিক্ষা হইয়াছে। মদেই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে—এই শেষ"—বলিয়া বাকী মদটুকু এক লম্বা চুমুকে পান করিয়া, গরীব খানসামার সম্পত্তি সেই কাঁচের গ্লাসটি পল সজোরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। বারান্দার থামে আটকাইয়া গ্লাসটা ঝন্‌ঝন্ শব্দে চুরমার হইয়া পড়িল। তাহার পরে সে টলিতে টলিতে নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া জুতা ও পোষাক শুদ্ধ বিছানার উপর ধপাস্ করিয়া শুইয়া পড়িল।

বিজয় পলের চিঠিখানার উপর তাহার বিবাহের তারিখাদি লিখিয়া লইয়া, আহারান্তে রাত্রি ৯টা ৫৩ মিনিটের গাড়ীতে যাত্রা করিল।

রাত্রি আড়াইটা। ঘরে বাতি জ্বলিতেছে, সুশী অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল। আয়া আমিনা হঠাৎ তাহাকে জাগাইয়া দিল—"মেম সাহেব—মেম সাহেব, উঠুন। সাহেব আসিয়াছেন।"

সুশী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বলিল—"আসিয়াছেন ? কৈ ?"

"এই মাত্র নিজের কামরায় প্রবেশ করিলেন।"

সুশী বলিল—"দেখ ত সাহেব কি করিতেছেন ?"

আয়া বাহির হইয়া গেল। সুশী দর্পণের নিকট দাঁড়াইয়া নিজ কেশবেশ সুবিন্যস্ত করিয়া লইল।

আয়া ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—"সাহেব

বসিয়া আছেন, লছমন চা তৈয়ারি করিবার জন্য বিলাতি চুলা জ্বালিয়াছে।"

সুশী ধীরে ধীরে গিয়া বিজয়ের কক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইল।

বিজয় উঠিয়া বলিল—"এ কি! তোমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে? পাছে তোমার ঘুম ভাঙ্গে, সেই জন্যে আমি কোথায় পা টিপে টিপে গিয়ে লছমনকে জাগালাম!"

সুশী প্রবেশ করিয়া বলিল—"কি হ'ল বিজয়?"

বিজয় বুক-পকেট হইতে নেকলেস্ বাহির করিয়া, সুশীর গলায় সেটি পরাইয়া দিল।

সুশী বলিল—"এই যে পেয়েছ। আঃ! বাঁচা গেল, এমন ভাবনা হয়েছিল আমার! কি ক'রে পেলে বল না গো। তুমি কিন্তু আশ্চর্য্য!"

বাতিটা উজ্জ্বল করিয়া, সুশীর মুখের পানে চাহিয়া বিজয় হাসিতে হাসিতে বলিল, "ব'স। অনেক কথা আছে। এই লছমন, চ পেয়ালা বানাও।"

সুশী মস্তক নত করিয়া নেকলেসটি আঙ্গুলে তুলিয়া দেখিতে দেখিতে হর্ষদীপ্ত মুখে বিজয়ের নিকটবর্ত্তী চেয়ারখানিতে উপবেশন করিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

পরামর্শ।

বিজয় জব্বলপুর হইতে সুশীলার নেকলেস্ উদ্ধার করিয়া ফিরিবার পর সম্পূর্ণ দুইটি দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। পীটরকে লইয়া সুন্দর সিং আসিয়াছে—গাড়ী মেরামতও আরম্ভ হইয়াছে, সম্ভবতঃ অদ্য সারাদিনে উহা শেষ হইয়া যাইবে।

এ দুই দিন সুশীলার ভবিষ্যৎসম্বন্ধে তাহার সহিত বিজয়ের অনেক কথাই হইয়াছে,—কিন্তু পলের নিকট বিজয় যাহা শুনিয়া আসিয়াছিল—সেই তাহার প্রথমা স্ত্রীর কথা,—তাহা বিজয় এখনও সুশীর নিকট প্রকাশ করে নাই। প্রকাশ না করিবার হেতু, পল যাহা বলিয়াছে, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে বিজয়ের মনে গুরুতর সংশয় আছে। তবে উকীল বিজয় ইহাও ভাবিয়াছে, ও মিথ্যা কথাটা বলিবার পলের উদ্দেশ্য (motive) কি? তাহার কোন্ অভিপ্রায় উহাতে সিদ্ধ হইবে?—এ প্রশ্নের কোনও মীমাংসা বিজয় এখনও খুঁজিয়া পায় নাই। কথাটা সত্য কি না, নিশ্চিত জানিতে না পারিলে সুশীকে সেটা বলা, কেবল তাহাকে বৃথা মনস্তাপ দেওয়া। এমনই তাহার দুঃখের অবধি নাই, তাহার উপর সে যদি জানিতে পারে যে, পলের সহিত কলিকাতার গির্জ্জায় তাহার যাহা হইয়াছিল, সেটা বিবাহই নয়, বিবাহের অভিনয় মাত্র—তবে তাহার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা পড়িবে অথচ কোনও উপকার হইবে না।

বেলা তিনটার সময় বিজয় তাহার শয়নকক্ষে বসিয়া স্ত্রীকে চিঠি লিখিতেছিল, আয়া আমিনা আসিয়া বলিল, "হুজুর, মেম সাহেব আপনাকে ডাকিতেছেন।"

"চল আসিতেছি" বলিয়া অসমাপ্ত চিঠিখানি ব্লট করিয়া, রাইটিং কেসের মধ্যে রাখিয়া, বিজয় চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। আয়া চলিয়া গিয়াছিল। বক্ষের উপর যুক্ত বাহুদ্বয় স্থাপন করিয়া, বিজয় কি ভাবিতে লাগিল। তাহার মুখ হইতে অস্ফুটস্বরে বাহির হইল,—"কেনই বা বাড়ী ছেড়ে এসেছিলাম!"

কিছুক্ষণ উদাস দৃষ্টিতে সম্মুখস্থ দেওয়ালের পানে চাহিয়া থাকিয়া, আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, বিজয় উঠিয়া দাঁড়াইল। ধীরপদে বাহির হইয়া দেখিল, সুশী তাহার কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি আমায় ডাকছিলে?"

"হ্যাঁ। ব্যস্ত ছিলে?"

"না—একখানা চিঠি লিখছিলাম।"

"চিঠি ত আজ আর যাবে না, কাল লিখো এখন। দেখ, একটা কথা আমার হঠাৎ মনে হ'ল।"

বিজয় ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কাহাকেও কোথাও না দেখিয়া, "দাঁড়াও"—বলিয়া সুশীর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। দুই হাতে দুইখানা চেয়ার বাহির করিয়া বলিল,—"এস, বসা যাক্।"

উভয়ে উপবেশন করিলে সুশী বলিল—"দেখ, সকালবেলা তুমি যে কথা বল্লে, তা আমি ভেবে দেখলাম। আমার এ অবস্থায়, তোমাদের বাড়ী গিয়ে থাকাটা কি আমার ঠিক হবে? আমার কিন্তু মন সরছে না বিজয়।"

বিজয় এ কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল। সুশীকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়া রাখা সম্বন্ধে তাহার মনেও দ্বিধা ছিল। আর কিছুই নয়, বাড়ীর মেয়েরা কেহ পাছে তাহাকে কোনও অমর্য্যাদা করে। উপায়বিহীনকে আশ্রয় দিয়া, তাহাকে নিজেদের একজনের মত দেখা—এ মহত্ত্ব সকলের ত নাই। পুরুষের সে উদারতা বরং দেখা যায়; কিন্তু মেয়েদের মধ্যে তাহা অপেক্ষাকৃত দুর্ল্লভ। স্পষ্ট কথায় না হউক, নানা ইঙ্গিতে, ভাবে ভঙ্গিতে

তাহাকে জানাইয়া দেওয়া হয়—'তুমি নিরুপায় নিরাশ্রয়, আমাদের সমান তুমি নও।' বিজয়ের বিশ্বাস, বকুরাণী এরূপ নীচতা করিবে না;—কিন্তু বাড়ীতে সে ছাড়া অন্য মেয়েরাও ত আছে।

বিজয়কে নিরুত্তর দেখিয়া সুশীর একটু অভিমান হইল। সে বলিল,—"আমায় নিয়ে তোমরা অসুবিধেয় পড়বে, সে দরকার কি?"

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল,—"তা হ'লে তুমি কি করবে? কিছু ঠিক করেছ?"

"না, ঠিক এখনও করিনি। যা হোক্ একটা উপায় ক'রে নেব।"—বলিয়া সে একটি নিশ্বাস ফেলিল।

সুশীলার মুখভাব ও কণ্ঠস্বর হইতে তাহার মনোভাব বিজয় বেশ বুঝিতে পারিল। বলিল—"তুমি আমাদের বাড়ী যাবে না?"

"যাব না কেন? যাব, বকুরাণীর সঙ্গে দেখাশুনো করব—অবশ্য যদি কল্‌কাতাতেই আমার থাকা হয়।"

"কলকাতা ছাড়া অন্য কোনও স্থানের কথা তোমার মনে কি হয়েছে?"

সুশী কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, "বর্ম্মায় কাকা আছেন, যদি সেখানে কোনও সুবিধে হয়। কলকাতায় গিয়ে আমার একটা ঠিকানা হলেই, আমি তাঁকে চিঠি লিখব।"

বিজয় বলিল—"তুমি বর্ম্মায় চ'লে যাবে সুশীলা?"

মুখটি নীচু করিয়া সুশী বলিল—"যদি সুবিধে হয়?"

বিজয় বলিল—"না, তুমি বর্ম্মায় যেও না।"

"কেন?"

"নিজের দেশ ছেড়ে, বন্ধুবান্ধব ছেড়ে, বর্ম্মায় যাবে তুমি?"

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরিয়া পরামর্শের পর স্থির হইল, এ অবস্থায় বিজয়ের বাড়ী গিয়া সুশীর না থাকাই ভাল।

বিজয় বলিল—"বিয়ের আগে তোমার বাবার যে বন্ধুটির বাড়ী কিছুদিন ছিলে, তাঁর নাম কি? কোথায় থাকেন তিনি?"

সুশী বলিল,—"তাঁর নাম জোসেফ চৌধুরী। জোড়া গির্জ্জার কাছে থাকেন।"

"আচ্ছা, সেখানে গিয়ে তুমি যদি দিনকতক থাক, তা হ'লে কি হয়?"

মুখখানি ম্লান করিয়া সুশী বলিল,—"গিয়ে কি বলব তাঁদের?"

বিজয় বুঝিল, নিজের এই দুর্ভাগ্যের কথা নিজমুখে আত্মীয়বান্ধবকে বলা কঠিন বটে। সুশীলা আবার বলিল—"একখানি চিঠি লিখে বরং তাঁদের সব কথা জানাতে পারি, মুখে গিয়ে বলা ভারি শক্ত।"

বিজয় বলিল—"চিঠি লিখে চিঠির উত্তর পাবার সময় কোথা? এক কাজ করা যেতে পারে।"

"কি?"

"আমরা দু'জনে কল্‌কাতায় পৌঁছিলে, প্রথমে তুমি গ্রেট ইষ্টার্ণে কি স্পেন্সেস্ হোটেলে ওঠ। আমি গিয়ে চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে সব কথা বলি, তার পর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।"

সুশী একটু ভাবিয়া বলিল,—"সে পরামর্শ মন্দ নয়।"

এই সময় খানসামা আসিয়া চা প্রস্তুত হইবার সংবাদ দিল। উভয়ে বসিয়া গল্প করিতে করিতে চা পান করিতেছিল, এমন সময় আস্তাবল হইতে গম্ভীর শব্দ উত্থিত হইল—হর্‌র্‌র্‌। বিজয় উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল,—"গাড়ীর ইঞ্জিন ঠিক হয়ে গেছে!"

উভয়ে উৎকণ্ঠ হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে গাড়ী পিছু হটিয়া আস্তাবল হইতে বাহির হইল। ধীরগতিতে ক্রমে উহা আসিয়া বারান্দার সিঁড়ির নিকট দাঁড়াইল। সুন্দর সিং গাড়ী হইতে নামিয়া বিজয়ের নিকট আসিয়া একমুখ হাসিয়া বলিল—"গাড়ী ঠিক হো গিয়া হুজুর।"

বিজয় বলিল—"আচ্ছা, হাতা সে বাহার লে যাকে রাস্তামে ঘোড়া চালাও।"

গাড়ী তখন ধীরগতিতে ফটক দিয়া বাহির হইয়া, রাজপথে পড়িয়া বেগে ছুটিতে আরম্ভ করিল এবং দেখিতে দেখিতে মোড় ঘুরিয়া দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গেল।

মিনিট দশেক পরে গাড়ী যখন ফিরিয়া আসিল, তখন সুশীলা ও বিজয়ের চা-পান শেষ হইয়া গিয়াছে। বিজয় বলিল—"চল, একটু বেড়িয়ে আসবে?"

"বেশ ত। কোন্ দিকে যাব?"

"যে দিক্ দিয়ে এসেছিলাম। গাড়ী যেখানে ভেঙ্গেছিল, সেখানটা দিনের আলোয় দুজনে দেখে আসি চল।"

"চল।"—বলিয়া সুশীলা উঠিয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল, দুই মিনিট পরে বাহিরে আসিয়া, হাসিমুখে বিজয়ের সহিত মোটরে আরোহণ করিল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

সুশীর ছেলেমানুষী।

যেখানে মোটর ভাঙ্গিয়াছিল, সেখানে পৌঁছিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পদব্রজে দুই জন অনেকক্ষণ বেড়াইল। পথপার্শ্বে একটি আমবাগান। তাহার মধ্যে পাকা আলিসাযুক্ত একটি ইন্দারা (বৃহৎ কূপ)। বাগানে প্রবেশ করিয়া কিয়ৎক্ষণ এদিক্‌ ওদিক্‌ বেড়াইয়া, উভয়ে ইন্দারার নিকট গিয়া পৌঁছিল। বিজয় রুমাল দিয়া আলিসার কিয়দংশের ধুলা ঝাড়িয়া বলিল—"বসা যাক্‌ এস।"

স্থানটি বেশ নির্জ্জন। গাছে গাছে নানা পক্ষী কলকূজন করিতেছে। গল্প করিতে করিতে ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সুশী বলিল—"এবার ফিরে যাই চল।"

বিজয় বলিল—"আসা যত সহজ, ফেরা কি তত সহজ সুশীলা?"

সুশী বিজয়ের পানে তীক্ষ্ণদৃষ্টি করিয়া বলিল—"কোথায় ফেরবার কথা বলছ?"

বিজয় ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"যেখানেই ফেরা বল। এই ধর, কলকাতায় ফেরা।"

সুশী জিজ্ঞাসা করিল—"কলকাতায় ফেরা সহজ নয়? কেন?"

বিজয় বলিল—"এই ধর, কার-খানা পাঠাবার জন্যে একটা ট্রাঙ্ক আনাতে হবে; সব বন্দোবস্ত করতে হবে, তবে ত ফিরতে পারব।" বলিতে বলিতে বিজয় উঠিল।

সুশী উঠিয়া বলিল, "ওঃ, আমি ডাকবাঙ্গলায় ফেরবার কথা বলছিলাম।"

আমবাগান হইতে বাহির হইয়া দুই জনে রাস্তায় পড়িল। তরল অন্ধকারের ভিতর দিয়া কিয়দ্দূরে কার দেখা যাইতেছে। সুন্দর সিং পথের ধারে দাঁড়াইয়া আছে।

বিজয় বলিল—"এখনি ফিরবে, না আর একটু বেড়াবে?"

তখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। সুশী জিজ্ঞাসা করিল—"গাড়ীতে আলো আছে?"

"আছে বৈ কি, বিদ্যুতের বোতাম টিপলেই আলো।"

প্রায় আধমিনিট কাল নীরবে চলিয়া সুশী বলিল—"তোমায় আমায় মোটরে বেড়ান আজই বোধ হয় শেষ, না বিজয়?"—কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই পথে একটা হোঁচট খাইয়া সুশী পড়িবার উপক্রম করিল।

বিজয় খপ্‌ করিয়া সুশীর হাতটি ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—"দেখো। লাগেনি ত?"

"না। একখানা পাথর ছিল।"

পাথরটাকে জুতার ঠকরে রাস্তার পাশে ফেলিয়া বিজয় বলিল—"অন্ধকার হয়েছে, আমার হাত ধ'রে চল।" কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া বলিল—"আজই আমাদের মোটরে বেড়ান শেষ কি না জিজ্ঞাসা করছিলে—কেন, কলকাতায় কি মোটর চলার রাস্তা নেই?"

"আছে ত!"—বলিয়া সুশী একটি মৃদু নিশ্বাস ফেলিল, কিন্তু বিজয় তাহা জানিতে পারিল না। আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া সুশী আবার বলিল—"বকুরাণী কি মোটরে তোমার সঙ্গে বেড়াতে বেরোন্‌?"

"কালেভদ্রে। খোলা গাড়ীতে নয়, রীতিমত পর্দ্দা-টর্দ্দা ঝুলিয়ে।"

শুনিয়া সুশীর মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু তাহাও বিজয় দেখিতে পাইল না। সে বলিল—"আচ্ছা বিজয়, তুমি পর্দ্দা ভালবাস, না, আমরা যেমন?"

বিজয় বলিল—"তুমি যেমন।"

"সত্যি ভালবাস?"—বলিয়া সুশী আবার পড়িয়া যাইতেছিল।

বিজয় তাহার হাতটি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"সত্যি ভালবাসি।"

গাড়ী অবধি উভয়ে আর কোনও বাক্যবিনিময় হইল না। গাড়ীর কাছে পৌঁছিয়া সুশী বলিল—"চল, আর খানিক বেড়িয়ে আসা যাক।"

সুন্দর সিং আপন বুদ্ধিতে গাড়ী ঘুরাইয়া ডাকবাঙ্গলার দিকে রাখিয়াছিল। আলো জ্বালিয়া গাড়ীর মুখ আবার ঘুরাইয়া, আরোহিযুগলকে তুলিয়া লইয়া বিপরীত দিকে ছুটিল।

বিজয় ও সুশী নীরবে বসিয়া রহিল। গাড়ী মাইলের পর মাইল অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। অনেকক্ষণ পরে সুশীর হস্তখানি স্পর্শ করিয়া বিজয় মৃদুস্বরে বলিল—"কি ভাবছ সুশীলা?"

সুশী জিজ্ঞাসা করিল—"আমরা কতদূর এসেছি?"

"সাত আট মাইল হবে। ঐ যে পিপারিয়া ষ্টেশনের আলো দেখা যাচ্ছে। কতদূর এসেছি, তাই ভাবছিলে তুমি?"

"না। ভাবছিলাম, যদি এখানে আবার গাড়ী খারাপ হয়ে যায়!"

বিজয় বলিল—"তা হলেই চিত্তির আর কি!"

"কেন, চিন্তির কেন? এখানে ডাকবাঙ্গলা নেই?"

বিজয় একটু হাসিয়া উত্তর করিল—"সব ষ্টেশনেই কি আর ডাকবাঙ্গলা থাকে? ওখানে খুব সম্ভবত কোন ডাকবাঙ্গলা নেই।"

সুশী বলিল—"ওঃ—আমি মনে করতাম, সব ষ্টেশনেই বুঝি ডাকবাঙ্গলা থাকে। আচ্ছা বিজয়, গাড়ী ভেঙ্গে গেলে আমরা কি করি?"

"ওয়েটিং রুমে গিয়ে থাকি। পরের ট্রেণে সোহাগপুরে ফিরি।"

"আচ্ছা, যদি ওয়েটিং রুম না থাকে?"

"প্ল্যাটফর্ম্মে ব'সে কাটাতে হয় আর কি।"

সুশী কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—এখনই যদি গবর্ণমেণ্ট থেকে হুকুম আসে, সমস্ত ট্রেণ বন্ধ,—সমস্ত রেল তুলে ফেল, সমস্ত টেলিগ্রাফের তার খুলে দাও, সমস্ত ডাকঘর বন্ধ ক'রে দাও—তা হ'লে কি হয় বিজয়? কি ক'রে আমরা কলকাতায় ফিরি?"

সুশীর এই প্রশ্ন শুনিয়া, বিজয় হাসিবে কি কাঁদিবে, তাহা স্থির করিতে পারিল না। যদি ইহা কেবলমাত্র ছেলেমানুষী প্রশ্ন হয়, তবে হাসির কথা বটে। আর—আর—যদি তা না হয়? যাহা হউক, বিজয় উত্তর করিল—"তা হ'লে এই মোটর গাড়ীতেই ফিরতে হয়।"

"এ গাড়ী ত ভেঙ্গে গেছে আগেই।"

"হ্যাঁ, তা বটে। তা হ'লে আর ফিরিনে; এইখানেই থেকে যাই দুজনে।"

এই সময় মহাশব্দে বিপরীত দিক্ হইতে একখানা মালগাড়ী আসিয়া পৌছিল। মালগাড়ীখানা চলিয়া গেলে সুশী বলিল—"এইখানেই থেকে যাই দুজনে? বকুরাণীর জন্যে তোমার মন কেমন করে না?"

"তা—করে বৈ কি।"

"তা হ'লে— তা হ'লে—এই গাড়ীকেই কোন রকমে মেরামৎ ক'রে, আমাদের কলকাতায় যেতে হয়—না?"

"তা ভিন্ন আর উপায় কি?"

"কত দিন লাগে?"

"মাসখানেক, বোধ হয়।"

"খুব বেড়ান হয়, নয়?"

"তা হয়।"

আবার কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সুশী বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁ হ্যাঁ—মোটরে কলকাতায় ফেরা যায় বৈ কি! পেট্রল কোথা পাও মশাই? এ ত আর, ক্ষেতের ফসল নয় যে, পথের ধারে গ্রাম থেকে কিনে নেবে। রেল নেই, পোষ্ট আফিস নেই, পেট্রল আসবে কেমন ক'রে?"

বিজয় একটি আরামের নিশ্বাস ফেলিল। বুঝিল, সুশীর এ সকল কল্পনা ছেলেমানুষী ভিন্ন আর কিছুই নহে।

গাড়ী আসিয়া পিপারিয়ার বাজারে দাঁড়াইল। বিজয় বলিল—"ষ্টেশনে বেড়াবে একটু?"

সুশী বলিল—"কটা বেজেছে?"

বিজয় ঘড়ি দেখিয়া বলিল—"সাড়ে সাতটা।"

সুশী বলিল—"তবে আর নেমে কাজ নেই, ফিরি চল।"

আজ্ঞানুসারে সুন্দর সিং গাড়ী ঘুরাইয়া আবার সোহাগপুরের রাস্তা ধরিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতায়।

বোম্বাই ডাকগাড়ী ব্যাণ্ডেলে পৌছিবার পূর্ব্বেই বিজয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘড়ি দেখিয়া, তাড়াতাড়ি গোসলখানায় প্রবেশ করিয়া মুখ ধুইয়া, চুল আঁচড়াইয়া বাহির হইতেই ট্রেণ প্লাটফর্ম্মে আসিয়া প্রবেশ করিল।

গাড়ী আসিবামাত্র বিজয় নামিয়া, কেলনারের চা-বাহী খানসামাকে ধৃত করিল। তাহার নিজের কামরার পাশেই, মেয়েদের প্রথম শ্রেণীর কামরায় সুশী ছিল—চা-ওয়ালাকে সেইখানে আনিয়া দেখিল, মাথায় একটি সাদা উলের 'ক্যাসিনেটর' জড়াইয়া সুশী জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া আছে। বিজয়কে দেখিয়াই মৃদু হাসিয়া সে বলিল—"সুপ্রভাত।"

খানসামার ট্রে হইতে সুশীকে এক পেয়ালা চা দিয়া বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"রাত্রে ঘুম হয়েছিল?"

সুশী চা লইয়া বলিল—"হ্যাঁ—বেশ হয়েছিল। তোমার?"

"এক রকম"—বলিয়া বিজয় নিজে এক পাত্র চা লইল। গাড়ীর ভিতর নজর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ওদিকে ও শুয়ে কে?"

সুশী বলিল—"সেই যে মোগলসরাইয়ে এসে উঠল। বেনারসের সিভিল সার্জ্জনের স্ত্রী।"

"আলাপ হ'ল?"

"হ্যাঁ। খুব পেট্রনাইজিং।"

বিজয় বলিল—"আচ্ছা, এখন চল্লাম, তুমি ধীরে সুস্থে চা খাও।—তাড়াতাড়ি নেই। খানসামা পরের ষ্টেশন অবধি যাবে, সেখানে পেয়ালা নামিয়ে নেবে।"—বলিয়া সে গিয়া নিজ কামরায় আরোহণ করিল। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

সুশী বেঞ্চে বসিয়া চা পান করিতে করিতে, বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। ছয় মাস—আজ ছয় মাস সে বঙ্গের বাহিরে, পথে পথে ছিল। ছয় মাস পরে আজ এই নবরৌদ্র-বিভাসিত বঙ্গমাতার মুখখানি তাহার চোখে বড় পবিত্র, বড় শান্তিময়, বড় সুধাস্নিগ্ধ বলিয়া মনে হইল। চায়ের পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া, দিগন্তসীমা পর্য্যন্ত নিজ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া, রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতে অস্ফুট-স্বরে সে আবৃত্তি করিতে লাগিল—

নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম
জননী বঙ্গভূমি,
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর
জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগন ললাট
চুমে তব পদধুলি,
ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়
ছোট ছোট গ্রামগুলি।
পল্লব ঘন আম্র-কানন
রাখালের খেলা-গেহ,
স্তব্ধ অতল দীঘি কালো জল,
নিশীথ শীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধু—

"গুডমর্ণিং!"—সুশী চমকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, অপর বেঞ্চের অধিষ্ঠাত্রী প্রৌঢ়বয়স্কা ইংরাজ-ললনাটি নিদ্রোত্থিত হইয়া, তাহার স্ফীত রক্তচক্ষু সুশীর দিকে ফিরাইয়া বলিতেছেন—"গুডমর্ণিং। কতক্ষণ জাগিয়াছ?"

সুশীও ইংরাজিতে উত্তর করিল—"ঘণ্টা খানেক হইবে।"

"গুড গার্ল! কতদূর আসিয়াছি?"

"এই কতক্ষণ হইল চন্দননগর ছাড়িয়াছি।"

"শ্যাঙ্কগোর!—বেঙ্গলে যে প্রবেশ করিয়াছি, তাহা ঐ সব পচাপুকুর আর জঙ্গল দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি। বাতাস কি রকম ডাম্প দেখিতেছ?"—বলিয়া তিনি মুখ বিকৃত ও নাসিকা স্ফীত করিয়া, দুই তিনবার সশব্দে নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"উফ্—আই হেট্ বেঙ্গল!—ডো'ন্ট্‌ ইউ?"

সুশী বলিল—"না মহাশয়া" বঙ্গভূমি যে আমায় জন্ম দিয়াছেন—আমায় পালন করিয়াছেন—আমার মা—আমি তাঁহাকে পূজা করি।"—সুশী তাহার যুগ্মকর ললাটে স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল।

ইহা দেখিয়া মহিলাটি বলিয়া উঠিলেন—"হোয়াট!"

সুশী নীরবে শান্তভাবে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। মহিলাটি বলিলেন—"ঈশ্বর ভিন্ন কাহাকেও প্রণাম করা, পূজা করা নিষিদ্ধ, তাহা কি জান না?—অথচ নিজেকে তুমি ক্রিশ্চান বলিয়া প্রচার কর! নাঃ—আমাদের মিশনরীদের এ কেবল পণ্ডশ্রম হইতেছে। এত টাকা খরচ করিয়া মিশনরী পাঠাইয়া তোমাদিগকে কনভার্ট করার চেয়ে, টাকা জলে ফেলিয়া দেওয়া ভাল। আমি এ বিষয়ে বিলাতের সাণ্ডে টাইম্‌সে আর্টিকেল লিখিব। আমি একজন লেখিকা, তাহা তুমি জান?"

সুশী বিনীতভাবে বলিল—"না।"

"সাণ্ডে টাইম্‌সে, ক্রিশ্চান হেরাল্ডে আমার আর্টিকেল বাহির হয়। থ্যাকারের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। পড়িও। তাহাতে অনেক জ্ঞানের কথা থাকে।"—ব্যাগ হইতে তোয়ালে বাহির করিয়া তিনি গোসলখানায় প্রবেশ করিলেন। সুশী একটু হাসিয়া, আবার বাহিরের দৃশ্যে চোখ দুটিকে নিমজ্জিত করিল।

ট্রেণ ক্রমে লিলুয়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। বিজয় নামিয়া, একখানা সংবাদপত্র কিনিয়া সুশীকে দিল। প্রায় পনের কুড়ি মিনিট ধরিয়া প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিবার পর ঘণ্টা পড়িল—বিজয় নিজ কামরায় ফিরিয়া গেল। গাড়ী ছাড়িল।

পূর্ব্বোক্ত ইংরাজ মহিলা সুশীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"উনি কে? তোমার স্বামী?"

"না।"

"আত্মীয়?"

"না।"

"ক্রিশ্চান?"

"না।"

মহিলাটি মুখখানি গম্ভীর ও অপ্রসন্ন করিয়া, নিজ সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করিলেন।

হাওড়ায় নামিয়া সুশী বিজয়কে বলিল, "কৈ, তোমাকে নিতে বাড়ী থেকে কেউ লোকজন ত আসে নি?"

"না, আমি কি বাড়ীতে কোন খবর দিয়েছি?"

নিজের জিনিষপত্র লছমন বেহারার জিম্মায় বাড়ী

পাঠাইয়া দিয়া, সুশীকে লইয়া বিজয় ইষ্টার্ণ হোটেলে গিয়া উঠিল। সেখানে সুশীর সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া, দৈনিক হিসাবে এক জন আয়া নিযুক্ত করিয়া দিয়া বলিল—"এখন তা হ'লে আমি বাড়ী যাই। ও বেলা এসে, মিষ্টার চৌধুরী সম্বন্ধে পরামর্শ করা যাবে।"

হোটেলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া উভয়ের কথা হইতেছিল। এ সময় এক জন ভৃত্য বড় একখানি বাঁধান বহি আনিয়া দাঁড়াইল—হোটেলে যাহারা থাকিবে, এই খাতায় তাহারা নিজ নিজ নাম-ধাম প্রভৃতি লিখিয়া দেয়। সুশী খাতা লইয়া যথাস্থানে নাম লিখিতে উদ্যত হইলে, বিজয় বলিল—"দাও, আমি লিখে দিচ্ছি।"

খাতা লইয়া যথাস্থানে বিজয় লিখিল—Miss Sushila Dey—(কুমারী সুশীলা দে)।

খানসামা খাতা লইয়া চলিয়া গেলে সুশী জিজ্ঞাসা করিল—"আমি মিস্ সুশীলা দে?"

বিজয় বলিল—"হ্যাঁ, তুমি মিস্ সুশীলা দে। এখন আমি আসি। তুমি স্নানটান কর।"

"তুমি ও-বেলা কখন্ আস্‌বে?"

"এই—বিকাল চারটে পাঁচটার সময়।"

"আমি কবে বকুরাণীর সঙ্গে দেখা করব?"

বিজয় ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"আগে বাড়ী যাই—বকুরাণীর কাছে তোমার সব কথা বলি—তার পর এসে সে পরামর্শ হবে। এখন চল্লাম।"

"ও বেলা পাঁচটার মধ্যে এস, দেরী কোরো না কিন্তু।"

বিজয় সুশীলার হাতে টাকা ও নোটপূর্ণ একটি থলি দিয়া বলিল—"দেরী করব না। গুড বাই।"—বলিয়া তাহার হাতখানি স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল।

সুশী বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, বিজয় রাস্তায় বাহির হইয়া একখানা ট্যাক্সিতে বসিল। সেও বারান্দার পানে চাহিল, সুশীকে দেখিয়া রুমাল আন্দোলন করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সুশী বারান্দার রেলিঙে নিজ দেহভার রাখিয়া রাস্তার দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্রমে তাহার আয়া আসিয়া বলিল—"মেম সাহেব, গোসল ঠিক আছে।"

"যাই"—বলিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সুশী স্নান করিতে গেল।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিংশ শতাব্দীর সূর্য্যমুখী।
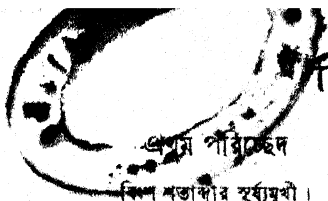
"ছোটবউ, এখনও তোর লেখাপড়া শেষ হ'ল না ভাই? শো শো, আলো নিবিয়ে দে। রাত জাগিস্ নে, অসুখ করবে। ক'টা বেজেছে, সে খবর আছে?"

বকুরাণী তাহার শয়নকক্ষে খোলা পাখার নীচে টেবিলের কাছে বসিয়া একমনে পত্র লিখিতেছিল। শব্দে চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, দ্বারে তাহার বিধবা ননদ সৌদামিনী দাঁড়াইয়া। দেওয়ালে ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখিল, বারোটা বাজিয়া দশ মিনিট হইয়াছে। বলিল—"আমাকে বলা হচ্চে শো শো—তুমি এত রাত্ত অবধি জেগে আছ কেন?"

সৌদামিনী বকুরাণী অপেক্ষা বছর দুয়ের বড়—দুই জনে ভারি ভাব। বকুরাণীর প্রশ্নে সে ধীরে ধীরে ভিতরে আসিতে আসিতে বলিল—"আমার কথা ছেড়ে দে। আমি আর তুই? আমার কি সাত জন্মে কখনও অসুখ করে? দেখেছিস্ কোনও দিন?"—বলিতে বলিতে সে বকুরাণীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। টেবিলের পানে চাহিয়া বলিল—"কাকে চিঠি লেখা হচ্চে? দাদাকে?"

দ্বিতীয় চেয়ার সেখানে না থাকায়, বকুরাণী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"বসবে ভাই?"

"না না, আমি বসব না, তুই বোস।—আমার ঘুম হচ্ছিল না, তাই মনে করলাম, ছাদে গিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি। তোর ঘরে আলো জ্বলছে দেখে ভাবলাম, খবর নিই, তুই ঘুমচ্ছিস্, না জেগে আছিস। এত রাত্রে নেই বা চিঠি লিখলি, কাল লিখিস্খন! আলো নিবিয়ে শো।"

বকু বলিল—"আমি ত শুয়েই ছিলাম। কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না—ছটফট করতে লাগলাম। তাই উঠে এই কতক্ষণ হ'ল চিঠি লিখতে বসেছি।"

সৌদামিনী বলিল—"ঘুম যদি তোর নাই আসে, তবে ছাদে আমার সঙ্গে একটু বেড়াবি আয়।"

সৌদামিনী গভীর রাত্রে উঠিয়া ছাদে গিয়া বেড়াইতে ভালবাসে, তাহা বকুরাণী জানিত। বিজয়কুমার এবার বিদেশে যাইবার পর, সেও দুই একদিন তাহার সহচারিণী হইয়াছে, কিন্তু তাহা নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত। আজও এ প্রস্তাব তাহার লোভনীয় মনে হইল না; সে বলিল—"এত রাত্রে ছাদে গিয়ে কি হবে ভাই? এস বরং এইখানে বসেই দুজনে গল্প করা যাক্।" বলিয়া সে অদূরবর্ত্তী সোফাখানির দিকে অগ্রসর হইল।

সৌদামিনী বলিল—"তবে তুই থাক্, আমি চল্লাম।"

সে রাগ করিতেছে বুঝিয়া বকুরাণী বলিল—"আচ্ছা, চল চল, আমিও না হয় যাচ্চি। কিন্তু খুকী যদি উঠে পড়ে?"

অদূরে পালঙ্কের উপরে বকুরাণীর খুকী শুইয়া ঘুমাইতেছিল। সদু ক্ষিপ্রহস্তে তাহার উভয় দিকে কয়েকটা বালিস উপরি-উপরি চাপাইয়া বলিল—"ঘুমুচ্চে অকাতরে, উঠবে কেন? তোর মেয়ে কি তোর মত বিরহিণী? আর ওঠেই যদি, পাশের ঘরে ঝি রয়েছে, কাঁদলেই এসে নেবে। আয়!"

বকুরাণী বিদ্যুৎ-পাখার বেগ কমাইয়া দিয়া, সৌদামিনীর সহিত ছাদে গিয়ে উঠিল। ছাদভরা অন্ধকার, চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ, কেবল মাঝে মাঝে সার্কুলার রোড দিয়া দুই একখানি মোটর-গাড়ী নিঃশঙ্কচিত্তে হেড্‌লাইট্ জ্বালাইয়া ছুটিয়া যাইতেছে। বাড়ীর পশ্চাতে অন্য লোকের বাগান—জঙ্গল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেখানে জমাট অন্ধকার, সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া একটা গন্ধ ও ঝিল্লীর অবিরাম ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইতেছে। সেদিক্ পানে চাহিতেই বকুরাণীর ভয় করিতে লাগিল।

ছাদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বকুরাণী বলিল—"তোমার যত সব অনাসৃষ্টি! এত রাত্রে ছাদে তুমি কি জন্যে এস ভাই? জ্যোৎস্না রাত্রি হলে বা কথা ছিল। এই বিষম অন্ধকার—কোলের মানুষ দেখা যায় না—কি দেখতে এস?"

সৌদামিনী বলিল—"এই অন্ধকার দেখতেই ত আসি।"

বকু বলিল—"অন্ধকার আবার মানুষে দেখে বুঝি?"

"কেউ কেউ দেখে বৈ কি বোন্! কত লোক দিনে অন্ধকার দেখে—আমি ত তবু রাত্রে দেখি।"

বকুরাণী সৌদামিনীর হাতটি ধরিয়া বলিল—"হ্যাঁ—তোমার যেমন কথা! দিনে আবার অন্ধকার দেখা যায় বুঝি?"

"কেন, তুই দেখিস্‌নি?"

"কবে?"

"মনে ক'রে দেখ। দুদিন আগের কথা এরই মধ্যে ভুলে গেলি?"

"কবে আবার দিনে আমি অন্ধকার দেখলাম ?"

"সে দিন, যখন চিঠি পেলি যে, দাদা সুশীকে নিয়ে অর্দ্ধেক রাত মোটর হাঁকিয়ে সোহাগপুরের ডাকবাঙ্গলায় গিয়ে উঠেছেন, সে দিন চোখে কি দেখেছিলি ? আলো না অন্ধকার ?"—বলিয়া বকুরাণীর হাতটি স্নেহভরে নিষ্পেষিত করিল।

বকুরাণী কোনও উত্তর না করিয়া, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছাদের আলিসা পর্য্যন্ত গেল। সেখানে দাঁড়াইয়া, নিজেদের সুবিস্তৃত বহিরঙ্গনের দিকে চাহিয়া রহিল। গাড়ীবারান্দা হইতে প্রায় ফটক পর্য্যন্ত ফুলের বাগান। বাগানের উভয় পার্শ্বে দিয়া গাড়ী যাতায়াতের পথ। অল্প একটু বাতাস বহিতেছে—সেই বাতাসে বাগান হইতে ফুলের সৌরভ আসিতেছে।

উভয়ে সেখানে প্রায় দুই তিন মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিবার পর সৌদামিনী বলিল, "তুই রাগ কল্লি রে ?"

বকুরাণী বলিল—"কেন ?"

"ঐ সুশীর কথা বল্লাম ব'লে ?"

"তাতে রাগ কর্‌বার কি আছে ?"

"তুই সে দিন যখন চোখ ছলছল ক'রে আমায় এসে বল্লি যে, সুশীর স্বামী পালিয়ে গেছে, দাদা তাকে নিয়ে সোহাগপুরের ডাকবাঙ্গলায় গিয়ে উঠেছেন, সে দিন তোর মুখ দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল ভাই। তোকে তখন বল্লাম বটে যে, তার আর হয়েছে কি ?—কথাটা কিন্তু মোটেই আমার ভাল লাগেনি।"

বকুরাণী বলিল—"এ কি ভাল কথা যে ভাল লাগবে !"

সৌদামিনী বলিল—"আচ্ছা, তোর কি মনে হয় ? আমার ত ভাই ভয় হচ্চে, তাঁর মন সুশীর দিকে একটুখানি ঝুঁকেছে।"

বকুরাণী বলিল—"আর, সুশীর মনও তাঁর দিকে বিলক্ষণ ঝুঁকেছে।"

সৌদামিনী সেই অন্ধকারে বকুরাণীর মুখের প্রতি চাহিতে চেষ্টা করিয়া বলিল—"দূর! কে বল্লে তোকে ? দাদা লিখেছেন ?"

"না—সে কথা কেউ লেখে ?"

"তবে কি ক'রে জান্‌লি তুই ?"

"এখন দুজনে 'আপনি' ঘুচে, 'তুমি তুমি' ব'লে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হয়েছে।"—বলিয়া বকুরাণী ওষ্ঠ স্ফীত করিল।

"তাই নাকি ?"

"হ্যাঁ। আজ ত কোন চিঠি পাইনি, কাল যে চিঠি এসেছে, তাতে লেখা আছে—'আমি সুশীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি এখন কি করিবে ? তোমার কোনও আত্মীয়-স্বজন যদি কোথাও থাকে ত বল, তোমায় সেখানে পৌঁছাইয়া দিই। ইহাতে সুশী কাঁদ-কাঁদ হইয়া উত্তর করিল, কেন, তুমি কি জান না, আমার বাপ নাই, মা নাই, ভাই নাই, বোন নাই, —একমাত্র খুড়ীমা আছেন, তিনি বর্ম্মায়। যদি সেখানেই আমায় যাইতে বল, তবে তাই যাইব।—সুশীর কথাবার্ত্তায় বোধ হইতেছে, বর্ম্মায় যাইতে তাহার মোটেই ইচ্ছা নাই ; তাহার ইচ্ছা, সে কলিকাতাতেই থাকে। দেখি, এ দিকে কোনও জেনানা মিশনে তাহার যদি কোনও কাজকর্ম্ম যুটাইয়া দিতে পারি।'—আগে আগে দুই একখানা চিঠি তুমি ত দেখেছ লতি, যেখানেই দুজনে কথাবার্ত্তার কথা আছে, 'আপনি আপনি' আছে।"

সৌদামিনী বকুরাণীর হাত ধরিয়া টানিল ; দুইজনে বেড়াইতে বেড়াইতে ছাদের অপর প্রান্তে গিয়া, ঝিল্লীমুখরিত সেই অন্ধকার বাগানটার পানে চাহিয়া রহিল।

সৌদামিনীকে নীরব দেখিয়া বকুরাণী জিজ্ঞাসা করিল—"কি ভাবছ ?"

সৌদামিনী বলিল—"ভাবছি বিষবৃক্ষ।"

"কুন্দনন্দিনার কথা ?"

"আর কার ? কমল যখন প্রস্তাব কর্‌লে, আমার সঙ্গে তুমি কলকাতায় চল, কুন্দ প্রথমে বলেছিল যাব। তার পর বাগানের মধ্যে বাপীতটে ব'সে কুন্দ ভাবছে, 'কলকাতায় ত যেতে পারব না, দেখতে পাব না যে ; আমি যেতে পার্‌ব না, পার্‌ব না।'—সুশীও তেমনি বর্ম্মায় যেতে পার্‌বে না, পার্‌বে না, পার্‌বে না। সে এই কলকাতাতেই আসবে।"

বকুরাণী নীরবে সেই অন্ধকার বাগানের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল, বুকের ভিতর মনে হইল—কে যেন ছুটোপাটি করিতেছে।

সৌদামিনী বলিল—"কোথা থেকে এই আপদ সুশী এসে জুটলো ভাই! দাদা কবে ফির্‌বেন, তা কিছু তোকে লিখেছেন ?"

বকুরাণী ভারী গলায় বলিল—"গাড়ী মেরামত হইলেই, সুশীর একটা ব্যবস্থা ক'রে বাড়ী ফির্‌বেন লিখেছেন।"

"কি ব্যবস্থা কর্‌বেন ? তিন কুলে তার কেউ নেই, কোন্ চুলোয় সে যাবে ?"

কোন্ চুলোয় সে যাইবে, তাহা বকুরাণী অবগত না থাকায় সে কোনও উত্তর করিতে পারিল না।

কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"আচ্ছা সদু, তিনি যদি তাকে এইখানেই নিয়ে আসেন ?"

"কোথায় ? এ বাড়ীতে ?"

"হ্যাঁ ।"

সৌদামিনী কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল—"তা হলেই কুন্দনন্দিনীর অভিনয়টা পূরোপুরি হয় ।"

বকু বলিল—"তোমাকেই ত কমলমণি হ'তে হয় ।"

স্বামিসোহাগিনী কমলমণির সহিত এই তুলনায়, নিজের মন্দভাগ্য স্মরণ করিয়া স্বামিহীনার বুকে ব্যথা বাজিয়া উঠিল। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—"আর সে অভিনয়ে কাজ নেই ।"

বকুরাণী বলিল—"উঃ, ঐ বাগানটা কি অন্ধকার! চল ভাই, সামনের দিকে যাই—তবু বরং চোখে একটু আলো দেখা যায় ।"

সৌদামিনী বলিল—"এ দিকটায় দাঁড়ালে কেমন একটি বনের গন্ধ পাওয়া যায় দেখেছিস্ ।"

বকুরাণী বলিল—"অন্ধকার আর বনের গন্ধের চেয়ে আমার কিন্তু ভাই আলো আর ফুলের গন্ধ ভাল লাগে ।"

সৌদামিনী হাসির স্বরে বলিল,—"কুন্দফুলের গন্ধ তোর কেমন লাগে লা ?"

"বেশ লাগে, এস এস ।"—বলিয়া বকুরাণী ননদের হস্তাকর্ষণ করিল ।

ধীরে ধীরে ছাদ অতিক্রম করিয়া উভয়ে পুনরায় অপর দিকের আলিসার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। বকুরাণী বলিল—"বেশ গন্ধটি আসছে—হাস্নাহানার গন্ধ, নয় ভাই ?"

"না—জহরী চাঁপা ।"

"আচ্ছা, কুন্দফুল আমাদের বাগানে আছে ?"

সৌদামিনী বলিল—"কুন্দফুল কি আর বাগানে হয় ? বনে জঙ্গলে হয় ।"

"তুমি দেখেচ ?"

"দেখেছি, আমার শ্বশুরবাড়ীর দেশে ।"

"কি রকম ফুল ভাই ? কুন্দফুল আমি কখনও দেখিনি কিন্তু—"

"ছোট ছোট শাদা শাদা। সুন্দরীর দাঁতের সঙ্গে কবিরা তুলনা করেন, পড়িস্ নি ?

কুন্দ দন্তপাতি রাখিয়াছে গাঁথি
অধরে নবীন পল্লব দিল ।

তবে নামটি যেমন ভাল, ফুলটি তেমন নয়। গন্ধ নেই ।"

বকুরাণী জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, সূর্য্যমুখী ফুলে গন্ধ আছে ? আমাদের বাগানে এত সূর্য্যমুখী ফোটে, কৈ, কখনও ত গন্ধ পেলাম না ।"

সৌদামিনী বলিল, "ও যেমন কুন্দ, তেমনি সূর্য্যমুখী ।"

বকুরাণী ননদের গা ঠেলিয়া বলিল—"তুমি হ'লে ভাই কমল, তোমার মত গন্ধ কুন্দ সূর্য্যমুখী আমরা কোথায় পাব বল ?"

সৌদামিনী বলিল—"আজ কুন্দ সূর্য্যমুখী তোর মাথায় ঢুকে গেল কেন রে ?"

বকু বলিল—"তুমিই ত ঢুকিয়ে দিলে ভাই !"

সৌদামিনী বলিল—"দেখ ভাই, দাদাকে তুই চিঠি লেখ যে, শীগ্‌গির চ'লে এস ।"

"তাকে যদি সঙ্গে ক'রে আনেন ?"

"আনলেই বা । 'কুন্দ এস—দিদি এস'—ব'লে তার হাত ধ'রে তাকে ঘরে তুলে নিবি ।"

বকুরাণী বলিল—"ঈস্ !—ঘরে তুলে নেব ! ঝাঁটা মেরে বিদেয় ক'রে দেব না !"

সৌদামিনী হাসিয়া বলিল—"সে কি রে ! এই বুঝি তুই সূর্য্যমুখী ? তুই দাদাকে কোথায় বল্‌বি—'প্রভু, তোমার সুখেই আমার সুখ—তুমি কুন্দকে বিবাহ কর, আমি সুখী হইব ।'—তা নয় ঝাঁটা ?"

বকুরাণী হাসিয়া বলিল—"আমি যে বিংশ শতাব্দীর সূর্য্যমুখী—ঝাঁটা-হস্তেন সংস্থিতা ।"

এই সময় সদর রাস্তায় ভয়ানক জোরে ঘণ্টাধ্বনি হইতে লাগিল। উভয়ে চমকিত হইয়া রাস্তার পানে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে দুইখানি দমকল এঞ্জিন মহাবেগে শিয়ালদহ অভিমুখে ছুটিয়া গেল। সদু বলিল—"এত রাত্রে আগুন !"

বকু বলিল—"বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুচ্ছিল,—হঠাৎ জেগে দেখে—আগুন !—কার সুখের ঘরে আগুন লাগলো কে জানে !"

সদু বলিল—"দুঃখের ঘরে কি আর আগুন লাগে ? সুখের ঘরেই ত আগুন লাগে ভাই !"

দুই জনে পাঁচ মিনিট কাল নীরবে সেই রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল। এমন সময় কোথায় একটা পেটা ঘড়ি বাজিল—ঢং। বকুরাণী বলিল—"একটা বেজে গেল—অনেক রাত্রি হ'ল, চল ভাই, শুই গে ।"

"চল ।"

উভয়ে তখন ছাদ হইতে নামিয়া গেল ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গৃহে।

ননদ-ভা'জে এই প্রকার আলোচনার পরদিন বেলা ৭টার সময় বিজয়কুমারের বেহারা লছমন ঠিকা গাড়ীতে মালপত্র বোঝাই লইয়া আসিয়া পৌঁছিল। ভৃত্যগণ ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাবু আসিয়াছেন নাকি?"

"হাঁ—আসিয়াছেন" বলিয়া লছমন মালপত্র নামাইতে লাগিল। কোনও সংবাদ নাই, প্রভুর হঠাৎ আগমনে ভৃত্যগণ শঙ্কিত ও চমকিত হইয়া উঠিল। আগে সংবাদ পাইলে মালী তাহার বাগানখানিকে যে ভাবে সাজাইয়া রাখিত, তাহার কিছুই হয় নাই। বেহারার প্রতি হুকুম ছিল, আপিস-কামরা ও বৈঠকখানা-ঘরের সমস্ত পিতল প্রত্যহ পালিস দিয়া উজ্জ্বল রাখিবে, সে আজ্ঞা এ যাবৎ এক দিনও প্রতিপালিত হয় নাই—সমস্ত পিতল কালো হইয়া আছে। বাবুর্চ্চিও বাবুর এখন ফিরিবার সম্ভাবনা নাই জানিয়া বাড়ী গিয়াছে—তবে বেশী দূরে থাকে না, বাবুর ফিরিবার সংবাদ আসিলেই কার্ব্বালা ট্যাঙ্ক লেনে তাহাকে সংবাদ পাঠাইবার জন্য সে বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছে।

বকুরাণীর যখন ঘুম ভাঙ্গিল, জানালা দিয়া ঘরে তখন রৌদ্র প্রবেশ করিয়াছে। দেওয়ালে ঘড়িটার পানে চাহিয়া দেখিল, বেলা সাড়ে সাতটা। খুকীকে দেখিতে পাইল না—ভাবিল, ঝি নিশ্চয়ই তাহাকে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে।

দর্পণের নিকট দাঁড়াইয়া বকুরাণী নিজ অবিন্যস্ত কেশরাশির কতকটা সুব্যবস্থা করিতেছিল, এমন সময় তোয়ালে হাতে লইয়া সৌদামিনী আসিয়া প্রবেশ করিল। একটু হাসিয়া বলিল—"কি গো সূর্য্যমুখী—সূর্য্য না উঠলে বুঝি তোমার ঘুম ভাঙ্গে না আজকাল?"

বকুরাণী বলিল—"কিন্তু সূর্য্য ওঠবার আগে কমলেরও ত ফোটবার কথা নয় ভাই!"

সৌদামিনী বলিল—"কমল আর ফুটলো কৈ, শুকিয়ে কাৎ হয়ে জলে ভাসছে।—সে যাক্। একটা খোসখবর আছে, কি খাওয়াবি বল।"

"কি আবার তোমার খোসখবর?"

"দাদা ফিরে এসেছেন।"

"দূর! মিছে কথা। কৈ তিনি?"

"এখনও বাড়ী আসেন নি। সকালের ট্রেণে পৌঁছেছেন।"

"সকালের ট্রেণে এসেছেন, তবে বাড়ী এলেন না? কে বল্লে এসেছেন?"

"লছমন এসেছে। ষ্টেশনে নেমে ঠিকে গাড়ীতে জিনিষপত্রশুদ্ধ লছমনকে রওয়ানা ক'রে দিয়ে, তিনি সেই ছুঁড়ীটাকে নিয়ে কোথা গেছেন।"

এ কথা শুনিয়া বকুরাণীর মুখটি ম্লান হইয়া গেল। বলিল—"লছমন কি বল্লে? তাকে দেখেছ তুমি?"

"হ্যাঁ—এই যে সে ছিল। বাবু কোথা রে জিজ্ঞাসা করুতে বল্লে, বাবু ঘণ্টাখানেক পরে আস্‌বেন। আমি জিজ্ঞাসা করুলাম, সঙ্গে এলেন না কেন? সে বল্লে, এক মেমসাহেব এসেছেন, তাকে তিনি বাড়ী পৌঁছে দিতে গেছেন—পৌঁছে দিয়েই আস্‌বেন।"

বকুরাণী দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। সৌদামিনী বলিল—"একে ত উঠলি তিনপোর বেলায়। যা, এই বেলা স্নানটান ক'রে নে, এক্ষুনি দাদা এসে পড়বেন।"

বকুরাণী বলিল, "যদি না আসেন ভাই?"

সৌদামিনী তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল—"ও কি অলক্ষুণে কথা লা! না আস্‌বেন কেন?"

"না—আমি বলুছি, এখনি যদি না আসেন। এই ত শুনেছিলাম, তার চাল নেই, চুলো নেই, বাড়ী কোথা পেলে সে, যে তাকে বাড়ী রাখতে গেলেন?—সে যদি না ছাড়ে, এ বেলা যদি সেখানেই থেকে যান!"

সৌদামিনী বলিল—"তোর বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ হয়ে গেল নাকি? বাড়ী পৌঁছিতে গেছেন মানে কি তার বাড়ী? তার কোনও বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে তাকে পৌঁছে দিতে গেছেন, আস্‌বেন এখনি। আমিও স্নান করুতে যাচ্ছি, তুইও এই বেলা সেরে ফেল্।"

সৌদামিনী চলিয়া গেল।

বকুরাণী বাহির হইয়া স্নানের জন্য কোনও ত্বরা দেখাইল না। ঝির নিকট হইতে খুকীকে উদ্ধার করিয়া, তাহাকে বুকে লইয়া এ-ঘর ও-ঘর করিয়া বেড়াইতে লাগিল। মাঝে মাঝে জানালায় দাঁড়াইয়া সদর ফটকের পানে চাহিয়া থাকে। এইরূপ করিতে করিতে ঘড়িতে আটটা বাজিয়া গেল।

সৌদামিনী স্নান শেষ করিয়া রান্না-বাড়ীর দিকে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, বকুরাণী আসিয়া বলিল,—"কৈ, এখনও যে এল না ভাই!"

"আস্‌বার সময় কি বয়ে গেছে? আস্‌বেন এখনি, তুই এত উতলা হচ্ছিস্ কেন?"

"উতলা হচ্ছি কি সাধে? এই ত আর প্রথমে বাইরে যাননি। আগেও ত গিয়েছেন—ট্রেণ থেকে নেমে কখনও কি বাড়ী আসতে এমন দেরী হয়েছে? —আগে থাকতে টেলিগ্রাফ এসেছে,—ষ্টেশনে গাড়ী পাঠাতে বলেছেন। এবার আসছেন, তা একটা খবরও দিলেন না। আমার কিন্তু ভাল বোধ হচ্চে না ভাই। লছমনকে ডাকিয়ে না হয়—"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বহিরঙ্গনে মোটর-গাড়ী প্রবেশ করিবার শব্দ আসিল। উভয়ে ছুটিয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু গাড়ী তখন আর দেখা গেল না—গাড়ীবারান্দার ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, তাহার গর্জ্জনটা শুনা যাইতেছে মাত্র।

অল্পক্ষণ পরে ঝি আসিয়া সম্বাদ দিল—"ওগো, বাবু এসেছেন।"

বকুরাণী কান পাতিয়া রহিল, সিঁড়িতে জুতার শব্দ কতক্ষণে পাওয়া যায়। কিন্তু বিলম্ব হইতে লাগিল। সে তখন অস্থির হইয়া ঝিকে বলিল—"যা ত, বাবু কি করচেন দেখে আয়।"

ঝি ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"নীচে পোষাক-কামরায় লছমন বাবুর জুতো খুলে দিচ্চে;—রামা ধুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।"

বকুরাণী নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল—"এও নূতন আগে হ'লে, প্রথমে আমার কাছে এসে, খুকীকে আদর ক'রে, তার পর পোষাক ছাড়তেন।"

সৌদামিনীর কক্ষ হইতে উঠিয়া বকুরাণী ধীরে ধীরে গিয়া নিজকক্ষে প্রবেশ করিল। জানালার কাছে দাঁড়াইয়া উদাস নেত্রে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ এইরূপ থাকিয়া হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, কক্ষের মাঝখানে বিজয়কুমার দাঁড়াইয়া আছে। পায়ে জাপানী ঘাসের চটি—তাই শব্দ হয় নাই।

বকুরাণী মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কখন্ এলে তুমি?"

বিজয় ক্ষীণস্বরে বলিল—"এই মাত্র; ভাল আছ ত?"

বকুরাণী নীরবে মস্তক হেলাইল।

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"খুকী ভাল আছে ত? কৈ সে?"

"ভাল আছে। ঠাকুরঝির কাছে রয়েছে—নিয়ে আসি।" বলিয়া বকুরাণী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

বিজয় শ্রান্তিভরে সোফায় বসিয়া পড়িল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

খুকী-চরিত।

প্রায় দশ মিনিট পরে খুকীকে কোলে করিয়া বকুরাণী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বিজয় অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় সোফায় পড়িয়া আছে, তাহার চক্ষু নিমীলিত। খুকীর চুলগুলি এইমাত্র আঁচড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, চোখে নূতন কাজল,ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে টিপ কাটা; আসল কথা, ক্ষিপ্রহস্তে এই প্রসাধনগুলি সম্পন্ন করার জন্যই তাহার মাতার আসিতে বিলম্ব হইয়াছে।

মাসাধিক অদর্শনের পর সহসা খুকী পিতাকে দেখিতে পাইয়া, তাহার সেই কচি হাত দু'খানি আন্দোলিত করিয়া অদম্য উল্লাসে "বা—ব্বা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বিজয় সেই শব্দে চক্ষু খুলিয়া উঠিয়া বসিতেই, "আমি—বা-ব্বা—কোয়ে"—বলিয়া খুকী মাতৃক্রোড়খানি বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। বিজয় তাহাকে বুকে লইয়া, চুমো খাইয়া আদর করিতেই সে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া, কল-কাকলী সহকারে তাহার নিজস্ব 'কথাভাষা'র কি যে কহিতে লাগিল, বিজয় তাহার একবর্ণও বুঝিতে পারিল না—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পিতাপুত্রীর কথোপকথনে কিছুমাত্র বিঘ্ন হইল না।

বকুরাণী নীরবে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল। একবার তাহার মুখে হাসির রেখা ফুটে,—আবার কি মনে হইয়া, চক্ষু দুটি যেন ছলছল করিয়া উঠে।

খুকী কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে, বিজয় স্ত্রীর পানে চাহিয়া বলিল—"দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোস না।"

বকুরাণী সোফায় বসিয়া খুকীকে লইবার জন্য হাত বাড়াইল। খুকী পিতাকে জাপটিয়া ধরিয়া রহিল, কোনও মতে মা'র কোলে যাইবে না। বকুরাণী বলিল—"হ্যাঁ রে নেমোখারাম!—এখন আর আমি বুঝি তোর কেউ নই?"

বিজয় খুকীকে নিজ জানুর উপর বসাইয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"এই মাসখানেকের মধ্যেই একটু বড় হয়েছে।"

বকুরাণী বলিল—"হ্যাঁ—তোমার যেমন কথা!—বড় আবার কোন্‌খানটা দেখলে? তেমনই ত আছে।"

বিজয় বলিল—"না, একটু বড় হয়েছে, বেশ বোঝা যাচ্চে। তোমরা রোজ দেখ, তাই লক্ষ্য করতে পার না। একটু বড় হয়েছে বৈ কি!"

অতঃপর প্রধানতঃ খুকীর প্রসঙ্গই উভয়ের মধ্যে আলোচ্য হইয়া উঠিল। বিজয় যে রাত্রে পশ্চিম যাত্রা করে, তাহার পরদিন প্রাতে খুকী জাগিয়া উঠিয়া পিতাকে দেখিতে না পাইয়া স্নানকক্ষের আবদ্ধ দ্বারের পানে কি বলিতে বলিতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছিল, পরে ঝি আসিয়া সে দ্বার খুলিলে যখন খুকী দেখিল, তাহা শূন্য, তখনই বা মা'র মুখপানে কিরূপ হতাশভাবে দৃষ্টি করিয়াছিল,—বেলা দশটার পর পিতৃ-অন্বেষণে আহারের স্থানে গিয়া কিরূপ সপ্রতীক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, বৈকালে বহিরঙ্গনে কাহার মোটরগাড়ী প্রবেশের শব্দ পাইবামাত্র, পিতা কাছারী হইতে ফিরিয়াছেন মনে করিয়া সে কিরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল—ইত্যাদি সমস্ত কথা বকুরাণী ইতিপূর্ব্বে পত্রেই স্বামীকে সংক্ষেপে লিখিয়াছিল—এখন তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া অবশেষে বলিল —"মেয়েটা এত মায়াবীও হয়েছে!"

খুকী ক্রমে পিতার কোল হইতে নামিয়া মা'র কোল পুনরায় দখল করিল। বিজয় আজ যেন একটু গম্ভীর, স্ত্রী-বর্ণিত কাহিনী শুনিতে শুনিতে মাঝে মাঝে একটু আধটু হাসে, এক আধটা কথা কহে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বের সে স্ফূর্ত্তি নাই। বকুরাণী আঁচল দিয়া খুকীর ঠোঁট দুটি মুছাইয়া দিতে দিতে স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল—"গাড়ীতে রাত্রে তোমার ভাল ঘুম হয়নি, না? তোমায় ভারি ক্লান্ত দেখাচ্চে।"

বিজয় বলিল—"গাড়ীতে কোন কালেই ত রাত্রে আমার ঘুম হয় না। মাঝে মাঝে তন্দ্রা আসে, আবার জেগে উঠি।"

"কখন্ সেখানে উঠেছিলে?"

"পর্শু সোহাগপুর ছেড়েছিলাম বেলা একটার সময়—সেই থেকে চলেইচি—দু'রাত গাড়ীতে কেটেছে।"

বকু বলিল—"দু'রাত একদিন, এ কি কম কষ্ট! গাড়ীর ধুলো আর দোলানী। খাওয়া-দাওয়ারও কষ্ট হয়েছে।"

"যা করে কেল্‌নার।"

"কোথা কোথা থেকে?"

কোন্ কোন্ ষ্টেশনে আহারাদি হইয়াছিল, তাহা বিজয় সংক্ষেপেই জানাইয়া নীরব হইল।

বকুরাণী ভাবিতে লাগিল, গাড়ীর কথা যখন উঠিয়াছে, তখন স্বামী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সুশীর প্রসঙ্গও উত্থাপন করিবেন—তাহার ও কথাটা জিজ্ঞাসা করা ভাল দেখায় না। হয় ত তিনি মনে করিতে পারেন,—এতদিন পরে দু'জনে দেখা, সব কথা চাপা দিয়া সুশীর কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছে কেন? আমাকে কি সন্দেহ হয় নাকি?—বিজয় ভাবিতেছিল, বকুরাণী সুশীর সকল কথাই ত জানে, জিজ্ঞাসা করুক না, জিজ্ঞাসা করিলেই বলিব। আপনা হইতে বলা ভাল দেখায় না,—হয় ত ও মনে করিবে, সুশীর কথা বলিবার জন্য ইহার এত আকুলতা কেন? সুতরাং কোন পক্ষ হইতে সুশীর নাম উচ্চারিত হইল না।

উভয়েই নীরব। একজন বড় উপন্যাসিক লিখিয়াছেন, স্বামী স্ত্রী—পৃথিবীতে যাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম সম্বন্ধ—তাহারা নিভৃতে একত্র বসিয়া আছে, অথচ উভয়েই নীরব—এটি ভাল লক্ষণ নয়।

এই নীরবতা যখন বিজয়ের অসহ্য হইল, তখন সে আবার খুকীর কথাই পাড়িল।—এই একমাসমধ্যে কবে খুকী খেলা করিতে করিতে পড়িয়া গিয়াছিল, কবে সে দুগ্ধপানে অসম্ভব অনুরাগ দেখাইয়া বাটীর সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিল, কবে বেড়াইতে গিয়া তাহার এক পাটি জুতা হারাইয়া যায়, কবে গা গরম হইয়াছিল—এই সকল কথা একে একে বকুরাণী স্বামীকে জ্ঞাত করিল। এইরূপে প্রায় ঘণ্টাখানেক কোনও মতে কাটিল।

দাসী আসিয়া জানাইল, বেহারা বলিতেছে, স্নানের জল তৈয়ারি আছে। বকুরাণী ঘড়ি দেখিল, প্রায় তখন দশটা।—বলিল—"যাও, দেরী কোরো না, স্নান ক'রে খেয়ে একটু বিশ্রাম কর। তোমার মুখখানি শুকিয়ে আধখানি হয়ে গেছে।"

"হ্যাঁ যাই" বলিয়া বিজয় উঠিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঘরে।

আহারের পর বিজয় তাহার বেহারাকে নিম্নতলে পোষক-কামরায় শয্যা রচনা করিতে আদেশ দিল। চারিদিকের দ্বার ও জানালা বন্ধ করিয়া, অন্ধকার ঘরে খোলা পাখার নীচে শয়ন করিয়া বিজয় ভাবিতে লাগিল—"বকুরাণী আজ আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিতেছে কেন? সুশী-ঘটিত প্রায় সব কথাই সে জানে। সুশীকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আনিয়াছি, তাহাও জানে—তাহার সম্বন্ধে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিল না, ইহার কারণ কি? সন্দেহ? না অভিমান?"

বিজয়ের তখন মনে পড়িল,—"সুশীকে কলিকাতায় আনিতেছি, এ কথা ত বকুরাণীকে লিখি নাই। শেষ চিঠি যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাতে এই মাত্র জানাইয়াছি যে, বর্মা ভিন্ন অন্য কোথাও সুশীর কোন আত্মীয়-স্বজন নাই—অথচ সে বর্মাতেও যাইতে চাহিতেছে না—কলিকাতায় যাইতে চায়। কোথাও জেনানা মিশনে তাহার জন্য কোনও কাজকর্ম যদি যোগাড় করিতে পারি, সেই চেষ্টা করিতেছি লিখিয়াছি। তথাপি বকুরাণী জিজ্ঞাসা করিল না, সুশী কোথায় গেল, তাহার কি হইল। তাহার কলিকাতায় আসার কথা কি লছমনের কাছে শুনে নাই? আমি আসিলাম না, লছমন আসিয়া পৌঁছিল, আমি কোথায় গেলাম, কি করিতে গেলাম, ইহা কি আর লছমন প্রকাশ করে নাই? বকুরাণীর কানে যায় নাই?—কিন্তু লছমনও যে আবার অতিরিক্ত হুঁসিয়ার!"—সোহাগপুরের ডাকবাঙ্গলায় পৌঁছিয়া, তথাকার খানসামা প্রভৃতির কাছে লছমন যে কাল্পনিক কাহিনীটি প্রচার করিয়াছিল, তাহা বিজয় নেকলেস উদ্ধার করিয়া জব্বলপুর হইতে ফিরিয়া সুশীর নিকট শুনিয়াছিল—তাই তাহার মনে হইল, লছমন যদি কথাটা চাপিয়া গিয়া থাকে। ইহা এমন একটি ব্যাপার যে, লছমনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করাও যায় না।—বকুরাণীর মনের ভাব কি হইয়াছে, সেই বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে, দুই দিনের পথশ্রম ও রাত্রিজাগরণ-ক্লেশে বিজয় ঘুমাইয়া পড়িল।

বেলা চারিটার পর ঘুম ভাঙ্গিল। মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া দর্পণের সম্মুখে বসিয়া বিজয় স্বহস্তে ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন করিল। ক্ষৌরকার্য্য শেষ হইলে মুখাদি ধৌত করিয়া বেহারার সাহায্যে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতেছিল, এমন সময় অন্তঃপুর হইতে তাহার তলব হইল। ইংরাজী বেশে সুসজ্জিত হইয়া, দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া লইয়া একটা সিগারেট মুখে করিয়া মৃদুপদক্ষেপে বিজয় অন্তঃপুর অভিমুখে অগ্রসর হইল। সিঁড়ির নিকটে দাঁড়াইয়াই বেহারাকে হুকুম করিল—"মোটর বাবুকে বল্, বড় গাড়ী আনুক।"

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, নিজ শয়নকক্ষের দ্বারের নিকট পত্নীকে দেখিতে পাইল। বকুরাণী স্বামীর বেশ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বেরুচ্ছ নাকি?"

"হ্যাঁ। তুমি আমায় ডেকেছিলে?"

"ভিতরে এস" বলিয়া বকুরাণী শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। বিজয় তাহার পশ্চাৎ প্রবেশ করিয়া, দ্বারের পর্দ্দা টানিয়া দিয়া কক্ষের মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইয়া স্ত্রীর মুখপানে প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল।

"এখনি কোথায় বেরুচ্ছ? বোস, কথা আছে।" বলিতে বলিতে বকুরাণী গিয়া পাখার সুইচ টানিয়া দিল। পাখা ঘুরিতে আরম্ভ করিল।

বিজয় একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এই জিজ্ঞাসা করবার জন্যে ডেকেছ?"

বকুরাণী বলিল—"হ্যাঁ।"—তাহার কণ্ঠস্বর বেশ স্বাভাবিক শুনাইল না।

বিজয় কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া স্ত্রীর অতি নিকটে গিয়া বলিল, "আমি বেরুচ্চি, তোমায় কে বল্লে?"

বকুরাণী কয়েক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"আমি খবর পাচ্চিনে? খাওয়ার পর নীচের ঘরে গিয়ে কখন্ শুলে, তাও আমি জানি, কখন্ উঠলে, তাও আমি জানি। কামালে, ইংরেজী কাপড় পরছ—তাও শুনলাম, এখন বেরুবে, তাও শুন্‌লাম।"

বিজয় চেষ্টাকৃত পরিহাসের স্বরে বলিল—"এ যে রীতিমত সি-আই-ডি'র ব্যাপার! এত খোঁজখবর কেন? ব্যাপারটা কি?"

বকুরাণী বলিল—"ব্যাপার আর কি! তুমি কি খেলে, কোথায় শুলে, এ সব খোঁজ আমি নেব না ত কে নেবে? দু'রাত এক দিন গাড়ীতে কেটেছে, কত কষ্ট হয়েছে তোমার, শরীর খারাপ, খেতে বসলে, কিছুই খেতে পারলে না—তুমি কেমন আছ, কি করছ, আমার জানতে ইচ্ছা করে না?—খোঁজখবর কি আজ নতুন নিচ্ছি? ব'স না, কথা আছে।"

স্ত্রীর কথাবার্ত্তার এইপ্রকার ভাবভঙ্গি বিজয়ের ভাল লাগিল না। সোফায় সে বসিবামাত্র বকুরাণী তাহার পার্শ্বে আসিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সাত তাড়াতাড়ি কোথায় যাওয়া হচ্চে শুনি?"

বিজয় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"সব খবরই ত রাখ—এ খবরটি রাখ না?"

বকুরাণী বলিল—"রাখি। তুমি সুশীর কাছে যাচ্ছ।"—তাহার চক্ষু দুইটি অস্বাভাবিকরূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।—বিজয় বলিল—"তা যাই-ই যদি, তাতে দোষটা হয়েছে কি?"

"না, দোষ হয়নি। কিন্তু তুমি আমার কাছে লুকোচুরি করছ কেন বল দেখি?"

বিজয়ও অল্প একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল—"কি লুকোচুরি করলাম তোমার কাছে?"

"তুমি তাকে কলকাতায় নিয়ে এলে, ভগবান্

নেন, কোথায় রেখেও এলে,—এ সব কোনও থা তুমি আমায় বলেছ? তোমার খুশীকে কি ামি কেড়ে নিতাম?"—বলিয়াই বকুরাণী অপর-দিকে সোফার হাতলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া চাপা কান্না আরম্ভ করিয়া দিল।

বিজয় এই আকস্মিক বিপ্লবে বুদ্ধি হারাইয়া মূঢ়ের মত হইয়া পড়িল। কি বলিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল—"কি বিপদ!—এমন মুস্কিলেও মানুষ পড়ে!"—আর কিছু ভাবিয়া না পাইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে বকু-রাণীর বাহু ধরিয়া বলিল—"ও কি!—ও কি করুচ তুমি? কাঁদচ কেন? কি হয়েছে? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে না কি?—না হিষ্টীরিয়া? না কি? চুপ কর।"

স্বামীর এই সকল কথা শুনিয়া বকুরাণীর কান্না ত থামিলই না, বরং বাড়িয়া গেল। সোফার বাজুতে দুই হাত রাখিয়া, তাহার মধ্যে মুখখানি নিমজ্জিত করিয়া সে ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অর্দ্ধমিনিটকাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বিজ-য়ের মাথায় এক বুদ্ধি যোগাইল। সে বলিল—"চুপ কর—চুপ কর—শান্ত হও—এক্ষুণি তোমার ফিট হবে; চুপ কর—নৈলে আমি চল্লাম, সন্তুকে বউ-দিদিকে ডেকে আনি—তোমার ফিট হ'লে একলা কি করুব আমি?"—বলিয়া বিজয় দ্বারের দিকে সশব্দে কয়েকপদ অগ্রসর হইল।

বিজয়ের প্রত্যাশিত সুফল ফলিল। বকুরাণী মুখ তুলিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল—"তা বৈ কি!—তাদের ডেকে আনবে বৈ কি!—যাও না, শুধু দুজনকে কেন, বাড়ী সুদ্ধ সবাইকে ডেকে আন—ডেকে সবাইকে দেখিয়ে দাও, তোমার স্ত্রীর কত আদর।"

বিজয় ফিরিয়া বকুরাণীর কাছে আসিয়া বসিয়া বলিল—"এমন ছেলেমানুষ তুমি? ছি ছি ছি! কি হয়েছে—যার জন্যে তুমি এত কাণ্ড বাধিয়ে বসলে?"

বকুরাণী নীরবে মেঝের দিকে চাহিয়া রহিল। বিজয় আরও দুই তিনবার এই প্রশ্ন করার পর সে অবশেষে ক্ষীণস্বরে ধীরে ধীরে বলিল—"হবে আর কি?"

"তবে কাঁদছিলে কেন?"

বকুরাণী কোন কথাও কহে না, স্বামীর পানে মুখ তুলিয়া চাহেও না। বিজয় পীড়াপীড়ি করিতে শেষে সে বলিল—"তা একটু কাঁদলামই বা? মেয়ে-মানুষ মাঝে মাঝে একটু কাঁদে, সে ভাল।"

"অমনি অমনি? শুধু শুধু? কোনও কারণ না থাক্‌লেও?"

বকুরাণী কোনও উত্তর করিল না। বিজয় পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তাহার চক্ষু ও গণ্ডদেশ হইতে অশ্রুজল মুছাইয়া দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল—"এ সব বুদ্ধি তোমায় আজ কে দিলে বল ত?"

"বুদ্ধি আর কে দিতে যাবে?—আমার নিজের বুদ্ধি নেই? বুদ্ধি খুব আছে—কিন্তু থাক্‌লে কি হবে? সময় সময় তা লোপ পেয়ে যায়।"

এই কথার ভাবটা বিজয় ঠিক বুঝিতে না পারিয়া, কৌতূহলী হইয়া স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। বকুরাণী অন্যদিকে চাহিয়া বলিল—"তা, কোথায় যাচ্ছিলে, দেরী করুছ কেন?"

ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া বিজয় কোমল স্বরে বলিল—"তুমি আমার একটি কথা শুনবে?"

বকুরাণী তাহার সেই অশ্রুঝরা চক্ষুযুগল স্বামীর পানে ফিরাইল। বিজয় আবার বলিল—"আমার একটি কথা শুনবে তুমি?"

বকুরাণী তাহার আরক্তিম ওষ্ঠাধর ঈষৎ স্ফীত করিয়া বলিল—"কবে আবার তোমার কথা আমি না শুনেছি? কি কথা, বল না।"

"তুমি চট্ ক'রে কাপড় বদ্‌লে নাও, আমার সঙ্গে তোমায় এক জায়গায় যেতে হবে।"

"কোথা?"

"যেখানেই হোক না কেন! স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীলোক যেখানে খুসী যেতে পারে। সীতা রামের সঙ্গে দণ্ডকারণ্য পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন। তৈরী হয়ে নাও—চল তুমি আমার সঙ্গে।"

বকু মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখপানে প্রায় অর্দ্ধ মিনিট চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"আমায় সূর্পনখা দেখাবে?"—বলিয়া সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

বিজয় আজ গৃহে ফিরিবার পর, সারাদিনে বকু-রাণীর মুখে এই প্রথম হাসি। সে হাসি দেখিয়া বিজয় সাহস পাইল। বলিল—"না, ঠাট্টা নয়, সত্যি তোমায় যেতে হবে। কাপড় বদ্‌লে জুতো মোজা প'রে নাও—চল, আমার সঙ্গে গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে। সুনীর আর কোনও উপায় ত করুতে পারি নি—সে কলকাতাতেই এসেছে, গ্রেট ইষ্টার্ণে আছে। এখানে জোড়াগির্জ্জের কাছে মিষ্টার চৌধুরী ব'লে একজন আছেন, মা মরার পর সুনী কিছুদিন তাঁদের বাড়ীতে খরচা দিয়া থাকত। সেইখানে আবার থাকবার

বন্দোবস্ত করতে হবে। সুশী নিজে পারবে না। সে বলে, আমি কোন্ মুখ নিয়ে তাঁদের কাছে গিয়ে বলব, আমার স্বামী আমাকে ফেলে পালিয়ে গেছে! সুতরাং সে কাজ আমাকেই করতে হবে—অন্য উপায় নেই। আজ সকালে গাড়ী থেকে নেমে সুশীকে গ্রেট ইষ্টার্ণে রেখে এসেছি—পাঁচটার সময় সেখানে গিয়ে ও সম্বন্ধে পরামর্শ ক'রে, চৌধুরী সাহেবের কাছে যাবার কথা আছে। হোটেলে ত বেশী দিন তার থাকা চলে না, রোজ ১০।১২৲ টাকা খরচ—কোথা পাবে সে? আমার সঙ্গে চল তুমি।"

বকু বলিল—"তুমি অবাক্ করলে যে! আমি যাব হোটেলে? হিঁদু ঘরের বউ হয়ে শেষকালে গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে! ও সব অনাচার আমার দ্বারা হবে টবে না। সে আমি পারব না।"

বিজয় বলিল—"কি মুস্কিল! হোটেলে গিয়ে কেউ কি তোমায় ছুরি-কাঁটা ধ'রে খানা খেতে বলছে?"

বকু আবার একটু মৃদু হাসিয়া বলিল—"সে চেষ্টাও করতে বড় কসুর করেছ কি না! যাও যাও—আমি হোটেলে ফোটেলে যেতে পারব না। বিশেষ—এ বয়সে। এখন কোথায় পূজো আহ্নিক করবার বয়স হয়ে এল, এখন কি না বলেন হোটেলে চল।"—বলিয়া বকুরাণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্বামীর পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

স্ত্রীর এই আকস্মিক ভাবপরিবর্ত্তনে মনে মনে অত্যন্ত আরাম পাইয়া বিজয় বলিল—"হোটেল থেকে ফিরে, কাপড় ছেড়ে, মাথায় গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে পূজো আহ্নিক কোরো এখন।"

বকুরাণী বলিল—"না, আমার এখন ঢের কাজ আছে। চায়ের জল বোধ হয় এতক্ষণ তৈরী। চা না খেয়েই যাবে? দশ মিনিট যদি দেরী করতে পার ত তোমায় চা খাইয়ে দিই।"

বিজয় বলিল—"আচ্ছা, তা চা খেয়েই যাচ্ছি। সত্যি তুমি আমার সঙ্গে যাবে না?"

"পাগল! (স্বর নামাইয়া) কাপড় বদলে জুতো মোজা পরতে গেলেই এখনি বাড়ী শুদ্ধ সবাই ছুটে আসবে—জিজ্ঞাসা করবে, কোথায় যাচ্ছ, কি বৃত্তান্ত! সুশী ত এখন রইল, আর একদিন না হয় গিয়ে তাকে দেখে আসবো এখন। তুমি ব'স, আমি চট্ ক'রে তোমার চা নিয়ে আসি।"—বলিয়া বকুরাণী দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। দ্বারের নিকট থামিয়া, ফিরিয়া গোসলখানায় প্রবেশ করিল। ভিজা তোয়ালে দিয়া চক্ষু ও গাল হইতে অশ্রুচিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া, গোসলখানা হইতে বাহির হইয়া, মুহূর্ত্তমাত্র স্বামীর পানে চাহিয়া একটু বক্র হাসি হাসিয়া, ক্ষিপ্রপদে কক্ষ হইতে অপসৃত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাহিরে।

বিজয়ের মোটরগাড়ী যখন গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের সম্মুখে পৌঁছিল, তখন প্রায় পৌনে ছয়টা। দ্বিতলে ১৯ নং কক্ষ সুশীর জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা বিজয় জানিত—তড় তড় করিয়া সিঁড়ি উঠিয়া সেই কক্ষের সম্মুখে গিয়া আবদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিল। কাহারও সাড়াশব্দ নাই। আরও দুই তিনবার নিষ্ফল করাঘাত করিয়া, হোটেলের কোনও ভৃত্যের অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই, বারান্দার দূরপ্রান্তে বিজয় সুশীকে আসিতে দেখিল।

তখন সে অগ্রসর হইয়া সুশীর নিকট পৌঁছিয়া বলিল—"তোমার ঘরে নক্ ক'রে কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে আমার ত ভাবনাই হয়েছিল, তুমি গেলে কোথা!"

সুশী মুখখানি গম্ভীর করিয়া বলিল—"আমি আর কোথায় যাব? যেখানে আমায় রেখে গেছ, সেইখানেই আছি। বলেছিলে পাঁচটার সময় আসবে—আমি ভেবেছিলাম সত্যিই বা!"—বলিয়া সুশী অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

বিজয় দেখিল, তাহার ওষ্ঠযুগল ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। বলিল—"একটু দেরী হয়ে গেছে,—তাই বুঝি রাগ হয়েছে তোমার!"

সুশী বলিল—"রাগ আবার কে করেছে! বলেছিলে পাঁচটার সময় আসবে, এখানে চা খাবে—তাই পাঁচটার সময় আমি দুজনের চা অর্ডার দিয়েছিলাম। পাঁচটা বাজলো—স-পাঁচটা বাজলো—আমি ডাইনিং সেলুনের ব্যাকনিতে গিয়ে পথের দিকে চেয়ে চেয়ে একবার এধার একবার ওধার ঘুরে বেড়াচ্ছি—কোন্ দিক দিয়ে তুমি আসবে, তা ত জানি নে! কুক কেল্‌ভির কটকের ঘড়িতে যখন দেখলাম সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে—তখন ভাবলাম, আজ আর তুমি আসবে না; অনেক দিন পরে বাড়ী এসেছ—বকুরাণীর সঙ্গে কত গল্পগুজব হচ্ছে—এখানে আসবার কথা বোধ হয় ভুলেই গেছ!"

বিজয় বলিল—"বকুই ত দেরী ক'রে দিলে। চা না খাইয়ে ছেড়ে দিলে না, নৈলে আমি ত ঠিক সময়েই এসে পৌঁছুতাম।"

সুশী বলিল—"চা-ও খেয়ে এসেছ? বেশ!"—বলিয়া সে অন্যদিকে চাহিয়া রহিল।

বিজয় সুশীর এই অভিমানসূচক কথায় মনে মনে কৌতুক অনুভব করিল। "তুমি ত এখনও চা খাও নি, চল চা খাবে।"—বলিয়া সুশীর হস্তধারণ করিল। সুশী বলিল—"থাক, চা আমার না খেলেও চলে। নাই খেলাম!"

বিজয় একটু হাসিয়া বলিল—"চা খেয়ে এসেছি ব'লে এত রাগ! চল চল, আমি আবার খাব এখন। চল, দুজনে চা খেয়ে, গঙ্গার ধারের রাস্তায়, ময়দানে মোটরে একটু বেড়ান যাবে। এস।"

এতক্ষণে সুশী তাহার চক্ষুযুগলের সম্পূর্ণ দৃষ্টি বিজয়ের উপর স্থাপিত করিয়া, একটু হাসিল। বলিল—"বাড়ীতেও খাবে, আবার বাইরেও খাবে!—তুমি ভারি লোভী ত!"

"লোভী না হ'লে আর আমার এমন দশা হয়?—এখন এস।"—বলিয়া বিজয় সুশীকে সঙ্গে লইয়া বারান্দা অতিবাহন করিয়া, ডাইনিং সেলুনের দিকে চলিল।

যাইতে যাইতে সুশী জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি যখন কার থেকে নাম্‌লে, আমায় দেখতে পেয়েছিলে?"

"না।"

"কিন্তু তুমি উপর দিকে চাইলে যে! আমি ভাবলাম, আমায় দেখতে পেয়েছ—তুমি সেখানেই আসবে মনে ক'রে তাই ব্যাল্কনিতেই দাঁড়িয়ে একটু অপেক্ষা করলাম। তুমি এলে না দেখে আমি তোমায় খুঁজতে আসছিলাম।"

উভয়ে সেই সুবিস্তীর্ণ ডাইনিং সেলুনে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সে স্থান তখন প্রায় জনশূন্য, সকলেই চা-পানাদি শেষ করিয়া ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। কেবল এখানে ওখানে দুই একজন শ্বেতকায় পুরুষ বা স্ত্রীলোক বসিয়া চা-পান করিতেছে। নিরিবিলিতে একটি ক্ষুদ্র টেবিল অধিকার করিয়া দুই জনে বসিয়া চা পান আরম্ভ করিল।

বকুরাণীর কথা, মেয়ের কথা, বাড়ীর অন্যান্য সকলের কথা সুশী খুঁটিয়া খুঁটিয়া বিজয়কে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"আমার বিষয়ে বকুরাণীর সঙ্গে কোনও কথা হ'ল না কি?"

বিজয় বলিল—"তা হ'ল বৈ কি।"

"সে কি বল্লে?"

বিজয় আংশিক সত্য কথা প্রকাশ করিয়া বলিল—"তাকেও যে এখন সঙ্গে আন্‌তে চেয়েছিলাম। হোটেলের নাম শুনে সে কিছুতেই রাজি হ'ল না। বল্লে, হিঁদুঘরের বউ হয়ে কি হোটেলে যেতে পারি! সেই সব তর্ক-বিতর্কেই ত আমার বেরুতে দেরী হয়ে গেল। বকু শেষে বল্লে, সুশী ত এখানে আছে, আর একদিন গিয়ে তাকে দেখে আসব।"

সুশী কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। শেষে বলিল—"আমারও তাকে ভারি দেখতে ইচ্ছা করে। আচ্ছা বিজয়, বকুরাণী দেখতে কেমন?"

বিজয় উদাসীনভাবে বলিল—"মন্দ কি!"

সুশী বিজয়ের পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল—"এই বুঝি তুমি প্রেমিক! স্ত্রীর রূপের বর্ণনায় কোথায় তোমার মুখে কবিত্বের ফোয়ারা ছুটবে—তা নয়, বেগারঠেলা মত বল্লে, 'মন্দ কি।'—না, সত্যি বল না, বকুরাণী খুব সুন্দর?"

বিজয় বলিল—"কি কি হ'লে খুব সুন্দর বলা যায়, সেইটে আগে আমায় বুঝিয়ে দাও।"

সুশী বলিল—"যাও, উাকলা চালাকি কোরো না। যখনই তোমায় জিজ্ঞাসা করেছি,—তখনই তুমি এই কথাই বলেছ—মন্দ কি! না বল নেই বল্লে! এখন ত আমরা আর জব্বলপুরের ডাকবাঙ্গলায় নেই; যখন খুসী নিজে গিয়ে আমি বকুরাণীকে দেখে আসব।"

এ কথা শুনিয়া বিজয়ের মনটি খুব যে উৎসাহিত হইয়া উঠিল, এমন লক্ষণ দেখা গেল না। সে চায়ের পেয়ালায় মনঃসংযোগ করিয়া নীরব হইয়া রহিল।

হঠাৎ সুশী বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা বিজয়"—বলিয়া সে থামিয়া গেল।

বিজয় মুখ তুলিয়া দেখিল, সুশী তাহার পানে চাহিয়া দুষ্টামির হাসি হাসিতেছে। জিজ্ঞাসা করিল—"কি?"

সুশী মিষ্ট অনুনয়ের স্বরে বলিল—"আমার একটি কথা রাখবে?"

"কি কথা?"

"যদি রাখ ত বলি"—বলিয়া সুশী মৃদু মৃদু হাসিয়া মস্তকটি আন্দোলিত করিতে লাগল।

বিজয় কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি কথা আগে শুনি ত!"

"আচ্ছা, আজ বেড়ানোর পর, আমায় তুমি বাড়ী নিয়ে চল না, বকুরাণীকে আমি দেখে আসি। যাবে? লক্ষ্মীটি!—ভারি মজা হয় কিন্তু তা হ'লে।"

এ প্রস্তাবে বিজয়ের মুখখানি গম্ভীর ও চিন্তাযুক্ত হইয়া উঠিল। কি ভাবিয়া সে বলিল—"আজই?"

"হ্যাঁ—আজই। কেতাবে পড়নি, আজ যাহা

করিতে পার, কাল তাহা করিব বলিয়া ফেলিয়া রাখিও না।—চল, দুজনে খানিক বেড়িয়ে, তার পর হঠাৎ গিয়ে সেখানে উপস্থিত হই।"

উভয়ের চা-পান শেষ হইয়া গিয়াছিল। বিজয় বলিল—"চল, এখন বেড়াতে যাওয়া যাক্—পথে এ বিষয়ে পরামর্শ হবে এখন। তুমি প্রস্তুত?"

"হাঁ—প্রস্তুত বৈ কি। এক মিনিট তুমি বোস। আমার আয়াটাকে একটা কথা ব'লে আসি।"

সুশী ফিরিয়া আসিলে, বিজয় তাহাকে মোটরে লইয়া সান্ধ্যবায়ু সেবনার্থে বহির্গত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সময় কাটে না।

বিজয় বাহির হইয়া গেলে বকুরাণী তাহার খুকীর সন্ধানে গেল। কক্ষান্তরে ঝি খুকীকে কোলে করিয়া, একটি ছোট রূপার গেলাসে দুধ লইয়া তাহাকে পান করাইবার জন্ত সাধ্যসাধনা করিতেছে, কিন্তু খুকী কিছুতেই পান করিবে না। ঝির নিকট হইতে খুকীকে লইয়া, নানা ছলে কৌশলে তাহাকে দুগ্ধটুকু পান করাইয়া বকুরাণী তাহার বেশ-বিন্যাসে নিযুক্ত হইল। অন্যদিন খুকী এতক্ষণ পোষাকপরা শেষ করিয়া, ভৃত্য যোগীনের হেফাজতে ঠেলাগাড়ীতে চড়িয়া 'হাওয়া খাইতে' বাহির হয়—আজ বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। খুকীর গা হাত মুখ সাফ করিয়া, চুল আঁচড়াইয়া দিয়া, পোষাক টুপী জুতা মোজা পরাইয়া বকুরাণী ঝিকে বলিল—"যোগীনকে ব'লে দিস্, আজ দেরী হয়ে গেছে, আজ যেন বেশী দূর নিয়ে না যায়—অন্ধকার হবার আগেই যেন ফিরিয়ে আনে।"

খুকীকে বেড়াইতে পাঠাইয়া, একখানি বাঙ্গালা বহি হাতে করিয়া বকুরাণী ছাদে গেল। আলিসার নিকট দাঁড়াইয়া ফটকের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল। ক্ষণপরেই দেখিতে পাইল, কাম্মিজ গায়ে যোগীন ভৃত্য খুকীর গাড়ী ঠেলিয়া ফটকের বাহির হইয়া যাইতেছে। বকুরাণী তখন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেখান হইতে সরিয়া আসিল।

ছাদের একধারে হাত ও পিঠওয়ালা একখানা কাঠের বেঞ্চি বারোমাস পড়িয়া থাকিত—রৌদ্রে পুড়িয়া ও জলে ভিজিয়া তাহার দেহখানি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে। বকুরাণী সেই বেঞ্চিখানির একটা কোণে ফুঁ দিয়া ধুলা উড়াইয়া, বসিয়া পড়িল। পুস্তক খুলিয়া পাঠ আরম্ভ করিল।

দিবালোক তখন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। বাড়ীর পশ্চাতে সেই বাগান অথবা জঙ্গলটিতে পাখীরা খুব কিচিমিচি সুরু করিয়া দিয়াছে। অধিকক্ষণ অতীত না হইতেই বকুরাণীর মন পুস্তকের অবরোধ ভাঙ্গিয়া চৌরঙ্গির দিকে উধাও হইল। আকাশের দিকে চাহিয়া সে কল্পনা করিতে লাগিল, তিনি এতক্ষণ সেই হোটেলে পৌঁছিয়াছেন, দুই জনে বসিয়া কথাবার্ত্তা হইতেছে। সুশী দেখিতে কেমন, তাহার আকার-প্রকার, বসন-ভূষণ—সমস্তই বকুরাণী কল্পনায় স্থির করিয়া লইল। টেবিলের কাছে দুইখানি চেয়ারে দুই জনে উপবিষ্ট—সে ঘরে আর কেহ নাই। তাহার কোনও কথা সুশীকে তিনি বলিতেছেন কি? অর্দ্ধ-ঘণ্টা পূর্ব্বে বকুরাণীর অদ্ভুত আচরণের কথাটি তিনি তাহাকে বলিতেছেন কি?—না, বোধ হয়, তাহা বলিবেন না। তাহা কখনও বলিতে পারেন? ছি—সে যে লজ্জার কথা! নিশ্চয় তিনি তাহা প্রকাশ করিবেন না। কথায় বলে, দিন যায় ত ক্ষণ যায় না—সারাটি দিন গিয়া কি একটা অশুভক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সহসা তাহার বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল। কেমন করিয়া স্বামীকে ও কথা সে বলিল। ছি ছি—ভারি লজ্জা—ভারি লজ্জা। এমন লজ্জায় বকুরাণী জীবনে কখনও পড়ে নাই!

এই প্রকার চিন্তায় কিছুক্ষণ কাটিল, পশ্চাৎ হইতে কে তাহার দুই চক্ষু চাপিয়া ধরিল। বহিখানি কোল হইতে পড়িয়া গেল। চক্ষু-আচ্ছাদনকারিণীর বলয়াদিশূন্য হস্ত দুইখানি স্পর্শ করিয়া বকুরাণী বলিল—"ঠাকুরঝি!"

নাম বলিতে পারিলেই এ কৌতুকের শেষ। কিন্তু যে চোখ ঢাকিয়াছিল, সে চোখ ছাড়িল না। বকুরাণী বলিল—"আহা, তুমি ঠাকুরঝি নও? চোখ ছাড়।"

চক্ষু তথাপি মুক্ত না হওয়াতে বকুরাণী আবার বলিল—"রঙ্গ দেখে বাঁচিনে! তুমি সদু না হও ত আমার কান কেটে দিও। তুমি সদু—সৌদামিনী দাসী।"

সৌদামিনী চক্ষু ছাড়িয়া, ঘুরিয়া আসিয়া বকুরাণীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"আমি সদু, সৌদামিনী,—'দাসী' আবার কি? আমি কারু দাসী-টাসী নই। আমি কারু ঠাকুরঝিও নই। তোর চেয়ে দু বছরের বড় বলেই তুই আমায় ঠাকুরঝি বলবি কেন লা?"

বকুরাণী বলিল—"ভাল ভাল।—'মা, বউ কেন আমায় ঠাকুরঝি বলে না, আমায় কেন নাম ক'রে

ডাকে ?'—ব'লে একদিন কেঁদেছিল কে ? সে দিন ভুলে গেলে ?"

সে দিনের—সেই সুখের 'কনে বউ' দিনের—কথা মনে পড়িয়া সৌদামিনীর মুখখানি ঈষৎ ম্লান হইল। কিন্তু সে ভাব বলপূর্ব্বক মন হইতে তাড়াইয়া, ভূপতিত বহিখানি তুলিয়া বকুরাণীর হস্তে দিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিল—"এই ভরা সাঁঝে, এখানে একলাটি ব'সে ব'সে হচ্চে কি ?"

পুস্তকের প্রতি চাহিয়া বকুরাণী বলিল—"এই বইখানা পড়ছিলাম।"

"বই পড়ছিলি কেমন! উর্দ্ধমুখী হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবা হচ্ছিল কি ?" বলিতে বলিতে বকুরাণীর পাশে বোঞ্চখানিতে সৌদামিনী বসিল।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া, বকুরাণীকে নিরুত্তর দেখিয়া সৌদামিনী তাহার হস্ত স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"দাদা কোথা গেছেন ভাই ?"

বকুরাণী বলিল—"সেই, যেখানে সে আছে !"

"কোথায় আছে ?"

স্বামীর নিকট সুশী সম্বন্ধে বকুরাণী যাহা যাহা শুনিয়াছিল, সমস্তই বর্ণনা করিয়া শেষে বলিল—"আমাকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, আমি গেলাম না।"

সৌদামিনী সকল কথা শুনিয়া কি ভাবিতে লাগিল। সেই ভাবনার মধ্যেই ধীরে ধীরে বলিল, "গেলিনে কেন ? বোকা, যেতে হয় !"

বকু বলিল—"গিয়ে আমি কি করব ?"

"দেখে ত আস্‌তিস, কুন্দনন্দিনীকে।"

"তাকে দেখে কি আমি চতুর্ভুজ হব ? যাও ভাই, তুমি আর ঐ সব কুন্দনন্দিনী, সূর্য্যমুখী বোলো না। তুমিই ত কা'ল রাত্রে ঐ সব ব'লে আমার মাথা বিগড়ে দিয়েছিলে। বুদ্ধিশুদ্ধি আমার কি রকম লোপ হয়ে গিয়েছিল। বিকেলে তাঁকে হঠাৎ একটা কথা ব'লে ফেলে, শেষে এমন লজ্জায় প'ড়ে গেলাম, ছি ছি !"

"কেন ? কি কথা ব'লে ফেলেছিস, কি হয়েছে ?"

বকুরাণী তখন অল্পে অল্পে আজ বিকালে তাহার অদ্ভুত আচরণের বর্ণনা করিল। শুনিয়া সৌদামিনী গম্ভীর হইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বকুরাণী বলিল—"ছি ছি, তিনি কি মনে করলেন ! ভারি অন্যায় হয়েছে, না ভাই ?"

সৌদামিনী বলিল—"অন্যায় হয়েছে, তা বলতে পারিনে। মনে বিছে পুষে রাখার চেয়ে তা বের্ ক'রে ফেলাই ভাল। আমার মনে হয়, দাদার সঙ্গে তুই যদি যেতিস্ ত ভাল হ'ত ?"

বকুরাণী আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া দেখিল, তাহা প্রায় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে, দিনের আলো একেবারে ফুরাইয়া গিয়াছে। কিছু পূর্ব্বে যে সকল পাখীরা দল বাঁধিয়া উড়িয়া গৃহে যাইতেছিল, তাহারাও এখন অদৃশ্য। আকাশে গুটি-দুই নক্ষত্র দেখা দিয়াছে। বকুরাণী বলিয়া উঠিল—"খুকী কি ফিরেছে ? অন্ধকার হয়ে গেল যে।"—বলিতে বলিতে উঠিয়া ছাদের আলিসার নিকট গিয়া দাঁড়াইল।

"আচ্ছা, তুই থাক্, আমি খোঁজ নিচ্ছি"—বলিয়া সৌদামিনী নামিয়া গেল। ক্ষণপরে খুকী আসার সংবাদ পাইয়া বকুরাণীও নামিয়া গেল।

খুকীর পরিচর্য্যা করিয়া, তাহাকে শয়ন করাইয়া দিয়া, গৃহকর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া বকুরাণী নিজ শয়নকক্ষে আসিয়া দেখিল, তখনও আটটা বাজে নাই। ভাবিতে লাগিল, সেই সাড়ে পাঁচটার সময় তিনি বাহির হইয়াছেন, আড়াই ঘণ্টা হইতে চলিল, এখনও ফিরিলেন না কেন ? এত বিলম্ব কেন হইতেছে ?

কিয়ৎক্ষণ জানালার নিকট দাঁড়াইয়া বাহিরে চাহিয়া থাকিয়া শ্রান্তি বোধ হইলে, পাখা খুলিয়া দিয়া বকুরাণী পুনরায় সেই বহিখানি কোলে লইয়া আলোকের নিকট বসিল। পড়া কিন্তু তেমন অগ্রসর হয় না। দুই লাইন পড়ে, আবার নানা চিন্তা, নানা দুর্ভাবনা আসিয়া তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে। ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখে, কাঁটাগুলা আজ বড়ই মন্থরগতি। সময় আর কাটিতে চাহে না !

ইতিমধ্যে সৌদামিনী কখন্ আসিয়া বকুরাণীর অনতিদূরে দাঁড়াইয়াছে,তাহা সে জানিতে পারে নাই। হঠাৎ চোখ তুলিয়া দেখিল, সে মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। বকুরাণীর সহিত চোখে চোখ মিলিতেই সে বলিল—"ছেলেবেলায় বাপের বাড়ীতে এত বই-কেতাব পড়েছিস্, অঙ্ক কি মোটেই শিখিস্ নি ?"

বকুরাণী চমকিয়া বলিল—কেন ?"

সৌদামিনী উপরে চাহিয়া বলিল—"এই ত ক'খানাই বা কড়িকাঠ, আমি ত এক মুহূর্ত্তে গুণে ফেল্‌তে পারি। আমি পাঁচ মিনিট এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, এতক্ষণেও তুই গুণে শেষ করতে পারলি নে ?"—বলিয়া বকুরাণীর পানে চাহিয়া সে হাসিতে লাগিল।

বকুরাণী বলিল—"অঙ্ক ত জানি, হিসেবে ত গরমিল হয়ে যায়।"

"আয়, ছাদে আয়। বন্ধ ঘরে ব'সে থাকতে হবে না"—বলিয়া বকুরাণীর হাত ধরিয়া সৌদামিনী টানিল। উভয়ে ছাদে গিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাত্রি তখন সাড়ে আটটা। সন্ধ্যাবেলায় খুব গরম ছিল, এখন ফুরফুর করিয়া দক্ষিণা বাতাস বহিতেছিল।

উভয়ে সেই বেঞ্চিতে উপবেশন করিলে সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল—"তোর মনটা আজ ভার ভার কেন বল্ দেখি?"

বকুরাণী প্রায় চুপে চুপে বলিল—"হ্যাঁ ভাই, তিনি কি সত্যি তাকে ভালবেসেছেন?"

সৌদামিনী বলিল—"তোর মত পাগল ত আর দুটি নেই! কেন, তাকে ভালবাসতে যাবেন কেন?"

"তবে, তার জন্যে এত তাঁর আকুলি ব্যাকুলি কেন? তাঁর ফিরতে এই দেরী দেখে আমার ভাবনা হচ্ছে ভাই।"

সৌদামিনী প্রায় অর্দ্ধমিনিটকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিল—"একটা মানুষ বিপদে পড়েছে—অসহায় স্ত্রীলোক—তাকে একটু সাহায্য করেছেন, তাতে কি দোষ হয়েছে?"

বকুরাণী নীরবে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। সৌদামিনী বলিল—"আয়, আয়, উঠে আয়, একটু বেড়ান যাক্। খাসা অন্ধকারটি।"

উভয়ে কথা কহিতে কহিতে ছাদে বেড়াইতে লাগিল; এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিলে রাজপথে পরিচিত স্বরে মোটর হর্ণ বাজিয়া উঠিল। সে শব্দ শুনিয়া উভয়ে আলিসার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। নিম্নে ভৃত্যবর্গের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল; বিজয়ের গাড়ী অঙ্গনে প্রবেশ করিল।

সৌদামিনী বলিল—"খুব সাবধান। আর যেন দাদার সঙ্গে বাঁদরামি করিস্ নে। সুশীর কোন কথা যদি ওঠে, বেশ স্বাভাবিকভাবে সে কথায় যোগ দিবি—রাগ বা অভিমান দেখাস্‌নে যেন।"

"নাঃ—আবার!"—বলিয়া বকুরাণী সৌদামিনীর হাত ধরিয়া ছাদ হইতে নামিয়া গেল।

দশ মিনিট পরে স্বামি-স্ত্রীর সাক্ষাৎ হইল; বকুরাণী জিজ্ঞাসা করিল—"কি হ'ল?"

বিজয় বলিল—"আজ সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল ব'লে জোড়াগির্জ্জায় যাওয়া হয়নি।"

"তবে এত দেরী হ'ল?"

বিজয় বলিল—"দেরী কৈ? এই ত নটা বেজেছে। মাঠে, গঙ্গার ধারে একটু বেড়াচ্ছিলাম।"

বকুরাণীর মনে একটা প্রশ্ন জাগিয়া উঠিল—একা না স-সুশী?—কিন্তু মুখে সে প্রশ্ন উচ্চারিত হইল না।

স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া বিজয় তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিল কি না বলা যায় না। সে বলিল—"তোমায় বল্লাম এত ক'রে চল আমার সঙ্গে, তুমি গেলে না। আর সুশী তোমাকে দেখবার জন্যে পাগল। আমার সঙ্গেই এখন আসতে চেয়েছিল, অনেক কষ্টে তাকে থামিয়ে রেখে এলাম।"

বকুরাণী বলিল—"নিয়ে এলেই হ'ত। আন্‌লে না কেন?"

"তোমার হুকুম না পেলে কি আন্‌তে পারি?"—বলিয়া বিজয় হাস্য করিল!

বকুরাণী বলিল—"আমার হুকুমেই তুমি সব কাজ কর কি না! কবে থেকে?"

"কবে থেকে নয়।—যাও, আমার খাবার দিতে বল।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিজনকুমারী।

এক সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে, এখনও বিজয় জোড়াগির্জ্জায় চৌধুরী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সুশীর একটা বন্দোবস্ত করে নাই—কারণ, সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, গৃহস্বামী কলিকাতায় উপস্থিত নাই। তবে, শীঘ্রই তিনি ফিরিবেন।

সুশী ছেলেমানুষ, একা অতবড় হোটেলে সে কিরূপে থাকিবে, তাই প্রত্যহ বৈকালে বিজয়কে তাহার তত্ত্বাবধানে যাইতে হয়। তবে ফিরিতে কোনও দিন তাহার বিলম্ব হয় না, রাত্রি নয়টার সময় গৃহে ফিরিয়া আহারাদি করে। এখন আর বাহির হইবার সময় স্ত্রীকে সে বলিয়া যায় না—'অমুক স্থানে চলিলাম'—অধিকাংশ দিন বাহির হইবার পূর্ব্বে বকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎও হয় না। রাত্রে সাক্ষাৎ হইলে বকুরাণীও তাহাকে জিজ্ঞাসা করে না, কোথায় গিয়াছিলে। তাহার মনের গূঢ় অভিমান বিজয় বুঝিতে না পারে, এমন নহে। বিবাহিত ধর্ম্মপত্নীর প্রতি সে যে ঠিক ন্যায় আচরণ করিতেছে না, তাহাও সে উপলব্ধি করে। কিন্তু—এই কয়টা দিন বৈ ত নয়। কেবল চৌধুরী সাহেবের ফিরিবার অপেক্ষা—সুশীর একটা বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিতে পারিলেই সে আর তাহার ছায়াও মাড়াইবে না, এই সংকল্প এখন বিজয়ের মনে স্থির আছে।

আজ শনিবার। দ্বিপ্রহরের ডাকে সৌদামিনী একখানি চিঠি পাইল। ভবানীপুর হইতে তাহার মেঝ যা বিজনকুমারী লিখিয়াছে—"দিদি, দেশ হইতে আমার ছোট বোন্ কমলা আসিয়াছে, তাহাকে লইয়া আজ সন্ধ্যার পর 'কল্পতরু' থিয়েটরে যাইব বন্দোবস্ত করিয়াছি। আমার বিশেষ ইচ্ছা, বকুরাণী, বউদিদি এবং তুমি আমাদের সঙ্গিনী হও। আজ 'উর্ব্বশী-মিলন' অভিনয় হইবে—সকলেই বলিতেছে, খুব ভাল প্লে। সন্ধ্যার পরেই আমি ও কমলা তোমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইব। বিজয় বাবুর মত সংগ্রহ করিয়া, আহারাদি করিয়া, তোমরা প্রস্তুত থাকিবে। তোমরা যদি না যাও, তবে আমি বড় দুঃখিত হইব জানিবে।"

সৌদামিনী এই চিঠি বকুরাণীকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"যাবি ভাই?"

বকুরাণী বলিল—"দিদিকে জিজ্ঞাসা কর, বাড়ীর কর্ত্তার মত সংগ্রহ কর, তার পর যা হয় হবে।"

সৌদামিনী বলিল—"বৌদিদিকে আমি জিজ্ঞাসা করব এখন, তুই দাদার মতটা সংগ্রহ কর্।"

বকুরাণী মাথা নাড়িয়া দৃঢ়ভাবে বলিল—"আমি জিজ্ঞাসা করব না।"

এই সময়ে বিজয়ের ভ্রাতৃজায়া সেখানে আসিয়া বলিলেন—"কিসের তর্ক হচ্চে তোদের?"

সৌদামিনী তাঁহাকে সেই পত্র দেখাইল। পড়িয়া তিনি বলিলেন—"হ্যাঁ, 'উর্ব্বশী-মিলন' খুব ভাল হয়েছে শুনেছি।"

সৌদামিনী আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"যাবে বৌদিদি?"

বউদিদি বলিলেন—"তোরা যাবি যা। ঠাকুর-দেবতার কথা নয়, কিছু নয়, আমি ও উর্ব্বশী-মিলন আর কি দেখব? তা ছাড়া আমি শুদ্ধ গেলে সংসার দেখে কে? খুকীকে রাখে কে?"

সৌদামিনী বলিল, "কেন, খুকীকেও নিয়ে যাব। খুকীর ঝিও যাবে, খুকী তার কাছে থাকবে।"

"সর্ব্বনাশ! খুকীকে সেই ভীড়ের মধ্যে, সেই গরমে। বাছা কেঁদে অস্থির হবে। অত ছোট ছেলে-মেয়ে কি থিয়েটারে নিয়ে যেতে আছে?"

"কেন, সবাই ত নিয়ে যায়।"

"যায়, যারা নির্ব্বোধ—তারাই যায়। ছেলে-পিলের কান্নায় চেঁচামিচিতে থিয়েটরে মেয়েদের বস্‌বার জায়গাটি কি রকম মেছোহাটা হয়ে দাঁড়ায়, দেখেছিস্ ত! মায়েরা লোকের গালাগালি খেয়ে কখনও কখনও অপমানের কথাও বলে। যদি যেতেই হয়, খুকীকে রেখে যাস্। আমার কাছে সে থাকবে।"

সৌদামিনী বলিল,—"খুকীর মা'র মত কি?"

"আমি কিছু জানিনে" বলিয়া বকুরাণী সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

বউদিদি বলিলেন—"বউয়ের ত তেমন চাড় দেখছি নে। ও হয় ত যাবে না।"

সৌদামিনী বলিল,—"ওর মন ভাল নাই বলেই ত ওকে নিয়ে যেতে চাচ্চি—নইলে আমার থিয়েটর দেখবার তত সখ নেই। মুখে হাসিটি নেই, মন গুমিয়ে থাকে, থিয়েটারে গেলে তবু দু'দণ্ড একটু আমোদ পাবে, মনটা হাল্কা হবে।"

বউদিদি বলিল—"আচ্ছা! তা নিয়ে যাস। দাদাকে জিজ্ঞাসা কর্।"

সৌদামিনী বলিল—"দাদা যখন চা খেতে আস-বেন, সেই সময়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করব।"

বিকালে বাড়ীতে কয়েক জন বন্ধুসমাগম হওয়ায় বিজয় চা-পানের জন্য অন্তঃপুরে আসিল না। সন্ধ্যার পর লছমন আসিয়া খবর দিল, বাবু খানাপোষাক পরিয়া বাহিরে গিয়াছেন, বাড়ীতে খাইবেন না, ফিরিতে রাত্রি হইবে।

সৌদামিনী আসিয়া বলিল—"তাই ত, কি হবে ভাই? দাদাকে যে জিজ্ঞাসা করা হ'লো না?"

বকুরাণী বলিল—"কি আর হবে, যাওয়া হবে না।"

"মেজ বউ অত ক'রে লিখেছে!"—বলিয়া সৌদামিনী মুখখানি ম্লান করিয়া রহিল।

আধঘণ্টার মধ্যে ভবানীপুর হইতে ভগিনী ও ঝি সহ বিজনকুমারী আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই বলিল—"যা ভেবেছিলাম, তাই, তোমরা এখনও তৈরী হও নি। এতক্ষণ করছিলে কি শুনি?"

সৌদামিনী বলিল—"আমরা ত যাব বলেই ঠিক করেছিলাম। দুপুরবেলা তোমার চিঠি পেলাম—বিকালে দাদাকে জিজ্ঞাসা করব পরামর্শ হয়েছিল—কিন্তু দাদা হঠাৎ বেরিয়ে গেলেন।"

মেজ বউ বকুরাণীর পানে চাহিয়া হাসিয়া বলি-লেন—"সারাদিনে একবার জিজ্ঞাসা করবার ফুরসুৎ হ'ল না? কর্ত্তাটি এখন বাহিরে বাহিরেই থাকেন না কি?"

এমন সময় হর্ণ বাজাইয়া বিজয়ের মোটর-গাড়ী

ফিরেছেন। ডেকে পাঠাই। ঝি, যা ত, বাবুকে ডেকে আন্—বল, বউদি ডাক্‌ছেন।"

বকুরাণী রাগিয়া বলিয়া উঠিল—"না না, আমি ডাকিনি, আমার নাম করিস্ নে।"

ঝি চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"বাবু ত ফেরেন নি, গাড়ী ফিরে এসেছে। সুন্দর সিং বল্লে, বাবু বলেছেন, আমার ফিরুতে রাত হবে, তুমি যাও, আমি ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে যাব।"

বিজনকুমারী ইহাদের সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। বুঝাইল, জিজ্ঞাসা করা হয় নাই বলিয়াই মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে না, বিজয় বাবু সে প্রকৃতির লোকই নহেন। ইহারা না গেলে বিজনকুমারীও যাইবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল। অবশেষে বউদিদি আসিয়া বলিলেন—"তোমরা যাও। ঠাকুরপো তার জন্যে কিছু বিরক্ত হন, আমার দোষ দিও—বোলো, আমার মত নিয়েই তোমরা গেছ—সমস্ত ঝুঁকি আমার রহিল।"

সৌদামিনী তখন বকুরাণীকে ঠেলিয়া ঠুলিয়া, তাহাকে কিঞ্চিৎ আহার করাইয়া, নিজে জলযোগ করিয়া আধঘন্টামধ্যে প্রস্তুত হইল। চারিজনে বিজনকুমারীদের গাড়ীতে আরোহণ করিয়া থিয়েটরে যাত্রা করিল। তাহাদের বাড়ীর সরকার কোচবাক্সে বসিয়া ছিল, সেই টিকিট কিনিয়া ইহাদের বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। বিজনকুমারীদের ঝি গাড়ীর পশ্চাতে গিয়া বসিল।

থিয়েটরে যখন পৌছিল, তখন রাত্রি পৌনে নয়টা—সাড়ে নয়টার সময় অভিনয় আরম্ভ হইবে। এই "উর্ব্বশী-মিলন" নাটক বিগত ৩।৪ মাস ধরিয়া প্রতি শনিবারে অভিনীত হইতেছে, সেই জন্য ভীড় তেমন বেশী হয় নাই। বিজনকুমারীর দল উপরে গিয়া সম্মুখের সারিতে একেবারে চিকের নিকটেই বসিবার স্থান দখল করিতে সমর্থ হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

উর্ব্বশী-মিলন।

রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় অভিনয় আরম্ভ হইল। প্রথম অঙ্কের দুইটি দৃশ্য যখন শেষ হইয়া গিয়াছে, তখন থিয়েটরের আফিস-ঘরে টেলিফোনের ঘন্টা ঠং ঠং করিয়া বাজিয়া উঠিল। কর্ম্মচারী কলটি তুলিয়া কানে লাগাইয়া বলিল—"হেলো!"

কলের মধ্যে শব্দ আসিল—"হু ইউ?"

"কল্পতরু থিয়েটর।"

"বক্স খালি আছে?"

"আছে—একটা খালি আছে।"

"আমার জন্য রিজার্ভ করুন।"

"আপনি কোথা থেকে কথা বলুছেন?"

"গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল।"

"কি নামে রিজার্ভ হবে?"

"মিষ্টার বি কে বোস্।"

"কখন্ আসবেন?"

"এখনি রওনা হচ্ছি।"

"অল্ রাইট। রিজার্ভ করিলাম"—বলিয়া কর্ম্মচারী কলটি যথাস্থানে স্থাপন করিল।

কুড়ি মিনিট পরে, বিজয়ের ট্যাক্সিগাড়ী আসিয়া থিয়েটারের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার অঙ্গে ইংরাজি সান্ধ্যবেশ, মুখে সিগারেট। গাড়ী হইতে নামিয়া সুশীর বাহু ধরিয়া তাহাকেও নামাইল। ট্যাক্সিওয়ালা বলিল—"ঠাহরে হুজুর?"

"ঠাহরো"—বলিয়া সুশীর সহিত বিজয় থিয়েটরের ভেষ্টিবুলে প্রবেশ করিয়া, বক্স সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেই একজন কর্ম্মচারী আসিয়া "দিস্ ওয়ে স্যর" বলিয়া সিঁড়ি উঠিতে লাগিল। কত লোক সেই সিঁড়িতে তখন উঠিতেছে, নামিতেছে—অনেকেই একদৃষ্টে সুশীর মুখপানে চাহিতে লাগিল; কেহ কেহ বা গোপনে একটু হাস্যও করিল।

নির্দ্দিষ্ট বক্সে উপস্থিত হইয়া বিজয় দেখিল, ড্রপ্‌সিন পড়িয়া রহিয়াছে, কনসার্ট বাজিতেছে। কর্ম্মচারীর হস্তে টিকিটের টাকা দিয়া, প্রোগ্রাম খানির পানে চাহিয়া বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"ক'অঙ্ক হয়ে গেছে?"

"একটা হয়ে গেছে। এইবার দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হবে।" বলিয়া কর্ম্মচারী প্রস্থান করিল।

সুশী বসিয়া বলিল—"এই বাঙ্গালা থিয়েটরের বক্স! কি বিশ্রী চেয়ার! কার্টেনগুলো ছেঁড়া, ময়লা জন্মে অবধি বোধ হয় ধোবার মুখ দেখেনি—ছি ছি।"

বিজয় বলিল—"সেইকালেই ত তোমাকে বলেছিলাম যে, চল এম্পায়ারে যাই, তুমি যে ধ'রে বসলে, না, আমি বাঙ্গালা থিয়েটর দেখব।"

সুশী বলিল—"বাঙ্গালা থিয়েটর কখনও দেখিনি, তাই বলেছিলাম।—তা হোক্, চেয়ার টেবিল পর্দ্দা দেখতে ত আসিনি—যা দেখতে এসেছি, তা কেমন হয় দেখি। আচ্ছা, এ উর্ব্বশী-মিলন নাটক কার লেখা?"

বিজয় বলিল—"কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী নাটক থেকে তর্জ্জমা।"

"তুমি পড়েছ?"

"পড়েছি।"

"গল্পটা কি, বল না। ওগো দেখ দেখ, ওই বক্সে কারা এল।"

বিজয় দেখিল, জরির কায-করা মখমলের টুপী মাথায় একজন স্থূলকায় বাবু রয়েল বক্সে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে বেণারসী শাড়ী ও জরী-জহরৎ মোড়া এক সুন্দরী বঙ্গ-তরুণী। স্ত্রীলোকটিকে 'রয়েল' সীটে বসাইয়া বাবুটি পার্শ্ববর্ত্তী চেয়ারখানি অধিকার করিলেন। পশ্চাতের দুইখানি চেয়ারে অপর দুইজন টুপীধারী বাবু—'বড়বাবু'র বন্ধু অথবা মোসাহেব—আসিয়া বসিলেন।

সুশী বলিল—"ওরা কারা বিজয়? রাজা-টাজা?"

বিজয় ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"বড়বাজারের মাড়োয়ারী বাবু।"

"মাড়োয়ারী! তা, ওরা পর্দ্দা মানে না বুঝি?"

"খুব মানে।"

সুশী সেই জরি-জহরৎ-মোড়া স্ত্রীলোকটির পানে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিল। স্ত্রীলোকটি ইতিমধ্যে একটি সিগারেট ধরাইয়া, মাড়োয়ারী বাবুর সহিত হাসি-গল্প জুড়িয়া দিয়াছিল। তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া সুশী মুখ ফিরাইয়া লইল; বিজয়কে তাহার সম্বন্ধে আর কোনও প্রশ্ন করিল না। নিম্নে জন-বহুল দর্শক-স্থানের প্রতি কিছুক্ষণ সকৌতুক দৃষ্টি-সঞ্চালন করিয়া সহসা উপরের দিকে চাহিয়া সুশী বলিল—"দেখ দেখ, ঐখানে সব চিক টাঙ্গানো রয়েছে। কত মেয়েরা সব ব'সে রয়েছে ওখানে। ঐ বুঝি পর্দ্দা-মেয়েদের বস্‌বার জায়গা, নয়?"

"হ্যাঁ।"

চিকের আড়ালে, শাড়ীগুলির লাল নীল গোলাপী আভা এবং স্বর্ণালঙ্কারের ঝলক দেখা যাইতেছে—মানুষ দেখা যাইতেছে না। সুশী বলিল—"আচ্ছা বিজয়, তুমি বকুরাণীকে কখনও থিয়েটরে এনেছ? এনেছ নিশ্চয়। আমাকে যেমন বক্সে এনেছ, এই রকম এনেছ না উপরে ঐ গোয়ালে পাঠিয়ে দিয়েছ?"

বিজয় হাসিয়া বলিল—"ঐ গোয়ালেই পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"আচ্ছা, আমি যদি পর্দ্দা-মেয়ে হতাম, আমাকেও ঐখানে পাঠিয়ে দিতে? সে কিন্তু ভারি বিশ্রী হ'ত, নয় বিজয়? তুমি রইলে এক জায়গায়, আমি রইলাম এক জায়গায়, সে থিয়েটর দেখে কোনই সুখ হ'ত না। দু'জনে একসঙ্গে আছি—এই বেশ, না?"

এই সময় কনসার্ট বাজিতে আরম্ভ হইল। বিজয় বলিল—"এইবার দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হবে।"

সুশী বলিল—"প্রথম অঙ্কটা দেখতে পেলাম না যে! তুমি গল্পটা আমায় বল না।"

বিজয় বলিল—"গল্পটা সংক্ষেপে এই।—উর্ব্বশী আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলেন,—উর্ব্বশী কে জান ত? ইন্দ্রের সভার একজন প্রধান অপ্সরী—তিনি আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় এক অসুর এসে তাঁর চুলের মুঠি ধ'রে তাঁকে হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে যেতে লাগল—তাঁর সখীরা, অন্যান্য অপ্সরীরা, কান্নাকাটি আরম্ভ ক'রে দিলেন। পুরূরবা রাজা রথে চ'ড়ে সেইখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই ব্যাপার দেখে, সেই অসুরের পিছু পিছু রথ ছুটিয়ে দিয়ে, তাকে ধ'রে বধ ক'রে ফেল্লেন। উর্ব্বশী তখন মূর্চ্ছিত, সেই অবস্থায় তাঁকে রথে তুলে, তাঁর সখীরা যেখানে কাঁদাকাটা করছিলেন, সেখানে নিয়ে এসে তাঁদের হাতে সমর্পণ করলেন। উর্ব্বশী সুস্থ হয়ে, রাজার পানে দুই একবার চেয়ে দেখে, স্বর্গে ফিরে গেলেন। কিন্তু ঐ যে চেয়ে দেখলেন, তাইতেই মুস্কিল হয়ে গেল আর কি।"

সুশী বালিকা-সুলভ বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, মুস্কিল কি?"

"দুজনাই দুজনাকে ভালবেসে ফেল্লেন।"

সুশী কুন্দদন্তে নিজ অধর দংশন করিয়া, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কি ভাবিল। শেষে বলিল—"রাজার কোনও রাণীটাণী ছিল না কি?"

"ছিল বৈ কি!"

সুশী গম্ভীরভাবে বলিল—"হুঁ—বুঝেছি। তবে ত মুস্কিল। তার পর?"

এমন সময় কনসার্ট থামিয়া গেল, ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিল, ড্রপসীন উঠিয়া দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হইল। মহারাণী ঔশীনরী, রাজার উদাসভাব দেখিয়া, তাঁহার উৎকণ্ঠার কারণ জানিয়া আসিবার জন্য নিজ দাসী নিপুণিকাকে রাজবন্ধু বিদূষকের নিকট পাঠাইয়াছেন। নিপুণিকা নিপুণ কৌশলে ব্যাপারটি বিদূষকের নিকট হইতে জানিয়া লইল; দেখিয়া সুশী হাসিতে লাগিল। তাহার পর, উপবনে বিরহখিন্ন রাজা ও বিদূষকের কথোপকথন। আকাশযানে উর্ব্বশী ও চিত্রলেখা প্রবেশ করিয়া, নিজেরা অদৃশ্য থাকিয়া, রাজার প্রণয়োৎকণ্ঠা দেখিতে

লাগিলেন। সুশী বলিল—"রাজা" ওঁদের দেখতে পাচ্ছেন না?"

"না। ওঁরা তিরস্করিণী বিদ্যা জানেন, সেই বিদ্যার বলে, মানুষের চোখে ওঁরা অদৃশ্য থাকতে পারেন, অথচ ওঁরা সব দেখতে পান।"

সুশী হাসিয়া, উপর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল—"ঐ যেমন চিকের আড়ালে লাল পরী, সবুজ পরীরা ব'সে রয়েছেন, আমরা ওঁদের দেখতে পাচ্ছিনে, ওঁরা আমাদের দেখতে পাচ্ছেন, সেই রকম, নয়?"

বিজয় হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ, সেই রকম।"

রাজার খেদোক্তি শুনিয়া অদৃশ্যা উর্ব্বশী কর্তৃক পত্রনিক্ষেপ, রাজার সেই পত্র পাঠ ও বিদূষকের নিকট তাহা রাখিতে দেওয়া, উর্ব্বশীর আবির্ভাব ও রাজার সহিত কথোপকথন, বিদূষক কর্তৃক পত্র হারাইয়া ফেলা, রাজার অন্বেষণে আসিয়া রাণী ঔশীনরী কর্তৃক সেই পত্র কুড়াইয়া পাওয়া, পরে রাজার প্রতি তাঁহার অভিমানবাক্য—এ সমস্ত অতি নিবিষ্টচিত্তে সুশী দেখিতে লাগিল। এইরূপে দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত হইল; ড্রপসীন পড়িল, রঙ্গমঞ্চের আলোক নির্ব্বাপিত ও দর্শকস্থানের আলোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন লাগচে?"

সুশী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আচ্ছা বিজয়, উর্ব্বশীর না হয় কেউ নেই, রাজাকে ও ভালবেসে ফেলেছে। কিন্তু রাজা বিবাহিত, ওঁর স্ত্রী রয়েছে—উনি কেন উর্ব্বশীকে এত ভালবাসলেন?"

বিজয় বলিল—"তার আগে তুমি আমার কথার উত্তর দাও। উর্ব্বশী কেন রাজাকে ভালবাসেন? উনি থাকেন স্বর্গে, সেখানে ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ কত বড় বড় দেবতা ওঁর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী,—মর্ত্ত্যের মানুষের প্রতি ওঁর মন গেল কেন?"

সুশী বলিল—"কে কখন্ কাকে কি চোখে দেখে, তা কি বলা যায়?"

বিজয় বলিল—"নিজেই তুমি নিজের প্রশ্নেরও উত্তর দিলে।"

সুশী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"তা বটে! তবে আমি বল্‌ছিলাম কি, উর্ব্বশী প্রথমে রাজাকে একটু ভালবেসেছিল, কিন্তু সে যদি দেখতে পেত, রাজা তাকে ভালবাসছেন না, তা হ'লে উর্ব্বশীর ভালবাসা হয় ত ক্রমে নিবে যেত কিন্তু রাজার এত ভালবাসা দেখে উর্ব্বশীর ভালবাসাও দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠল। রাজার রাণী রয়েছেন, রাজার কি উচিত উর্ব্বশীর জন্যে ঐ রকম পাগল হওয়া?"

বিজয় বলিল—"ঐ ত জীবনের ট্র্যাজেডি!—যার যা করা উচিত নয়, সে তাই করে।"

"আচ্ছা, কি হবে বিজয়? দুজনের মিলন হবে, —তা হবেই ত—নাটকের নামই যে উর্ব্বশী-মিলন। কিন্তু রাণীর তা হ'লে কি হবে?"

বিজয় বলিল—"চল, বাইরে খোলা বারান্দায় হাওয়ায় একটু বেড়ান যাক্, বড় গরম এখানে।"—বলিয়া সুশীর বাহুধারণ করিয়া বিজয় বক্স হইতে চলিয়া গেল।

ইহারা প্রস্থান করিবার মিনিট খানেক পরে উপরে চিকের আড়ালে মেয়েদের মধ্যে ভারি গণ্ডগোল উঠিল। থিয়েটরশুদ্ধ লোক শঙ্কিত হইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া রহিল। উপর হইতে "জল আন" "পাখা আন" "সরো সরো—স'রে যাও—রাস্তা দাও" "ঝি ও ঝি—ঝি আবার এই সময়ে কোথায় গেল" প্রভৃতি বামাকণ্ঠোচ্চারিত শব্দে দর্শকগণের কৌতূহল আরও বাড়াইয়া তুলিল। যাহাদের স্ত্রী কন্যা ভগিনী উপরে আছে, তাহারা ভয়বিহ্বলচিত্তে বাহির হইয়া মেয়েদের উঠিবার সিঁড়ির দিকে ছুটিল। কিয়ংক্ষণ পরে সংবাদ পাওয়া গেল, একজন স্ত্রীলোকের ফিট হইয়াছিল। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, "শরীরই যদি খারাপ, তবে থিয়েটরে আসা কেন বাপু? মাগীদের যেমন সব কাণ্ড!"

সুশীকে লইয়া বিজয় যখন বক্সে ফিরিয়া আসিল, তখন গোলমাল থামিয়া গিয়াছে। বসিয়া সুশী বলিল—"এখনও ড্রপ ওঠেনি?—আমি ভেবেছিলাম, সুরু হয়ে গেছে বুঝি।"

তৃতীয় অঙ্কে রাজমহিষী আর্য্যপুত্র-"প্রিয়প্রসাদন" ব্রত সম্পন্ন করিলেন। রাণী রাজাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—"আমি রোহিণী ও মৃগলাঞ্ছন এই দেবতামিথুনকে সাক্ষী ক'রে মহারাজকে প্রসাদিত করচি, আজ অবধি আর্য্যপুত্র যে স্ত্রীকে কামনা করবেন এবং যে রমণী আর্য্যপুত্রের সমাগম-প্রণয়িনী, তার প্রতি কোনও প্রতিবন্ধকতা করব না।"

সুশী ইহা শুনিয়া বলিল—"আচ্ছা বিজয়, বল দেখি, রাজাকে কে বেশী ভালবাসে, রাণী না উর্ব্বশী?"

বিজয় মনে মনে হাসিয়া বলিল—"রাণী ত রাজাকে ছেড়েই দিচ্ছেন—যে যাকে ভালবাসে, সে কি তাকে অমন স্বত্বত্যাগ ক'রে ছাড়তে পারে?"

সুশী হাসিতে হাসিতে মাথাটি নাড়িতে লাগিল। বলিল—"না বিজয়, তা নয়। যে যথার্থ ভালবাসে,

এত বড় ত্যাগও সেই করতে পারে। রাণী কি ক... মনের দুঃখে এ কথাটি বল্লেন!" অঙ্কের শেষভাগে উর্ব্বশীর সহিত রাজার মিলন হইল।

চতুর্থ অঙ্কের প্রারম্ভে জানা গেল, রাজা অমাত্যগণের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, উর্ব্বশীকে লইয়া কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিয়াছেন এবং তথায় মন্দাকিনীতীরে ক্রীড়ানিরতা বিদ্যাধর-দুহিতা উদকবতীর প্রতি রাজার সপ্রেম ভাব দেখিয়া, উর্ব্বশী রোষভরে কুমারবনে প্রবেশ করিয়া, অভিশাপবশে লতারূপে পরিণত হইয়াছেন। প্রিয়াবিরহে রাজার উন্মাদ বিলাপোক্তি শুনিয়া সুনীর চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল। বিজয় দুই একটা প্রশ্ন করিয়া কোনও উত্তর পাইল না।

অঙ্কের শেষভাগে শৈলসুতার চরণ-রক্তিমা হইতে উৎপন্ন সঙ্গম-মণি পাইয়া লতায় তাহা স্পর্শ করাইয়া রাজা উর্ব্বশীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। উভয়ের মিলনানন্দের উপর পটক্ষেপ হইল।

বিজয় বাহুস্পর্শে সুনীর ভাবাবেশ ভঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন লাগচে?"

সুনী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"বেশ।"

বিজয় ঘড়ি দেখিয়া বলিল—"রাত বারোটা। শেষ হ'তে এখনও ঘণ্টা খানেক দেরী আছে। শেষ পর্য্যন্ত থাকবে কি? রাত জেগে তোমার কষ্ট হবে কিন্তু। চল, ফেরা যাক।"

হোটেলে পৌঁছিয়া, দ্বিতলে উঠিয়া বিজয় বলিল—"তোমাকে বড় শ্রান্ত দেখাচ্ছে—শুতে যাবার আগে কিছু খাবে? দুই একটা স্যাণ্ডুয়িচ, এক পেয়ালা চা, কি কফি, কি আর কিছু?"

সুনী জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি খাবে?"

"খাব, এস"—বলিয়া বিজয় তাহাকে লইয়া ডাইনিং সেলুনে প্রবেশ করিল। সে স্থান তখন জনশূন্য, কেবল এক খানসামা মেঝের উপর বসিয়া ঝিমাইতেছে। বিজয় তাহাকে উঠাইয়া, দুইখানি চেয়ার ও একটি ছোট টেবিল খোলা বারান্দায় বাহির করাইয়া লইল। খানসামা বারান্দায় বাতির সুইচ টিপতে যাইতেছিল, বিজয় তাহাকে নিষেধ করিল—বেশ জ্যোৎস্না ছিল। সুনীকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি আনবে?"

সুনী বলিল—"চা আর স্যাণ্ডুয়িচ আসুক।"

বিজয় বলিল—"চা? তার চেয়ে Let's have a Vermouth—'t will pick you up"—আদেশ অনুসারে ট্রে ভরিয়া খাদ্য ও পানীয় আনিয়া দিয়া খানসামা বিল সহি করাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল।
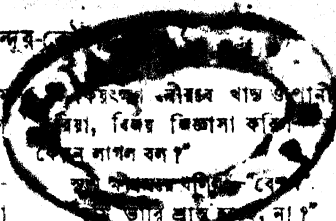
...কিয়ৎক্ষণ নীরবে খাদ্য ও পানীয়ের সদ্ব্যবহার করিয়া, বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"আজকালা থিয়েটার কেমন লাগল বল?"

সুনী ... বলিল—"বেশ।"

"... তারি প্রান্ত ..., না?"

"উঃ, যে গরম থিয়েটরে। নিজেকে ভারি দুর্ব্বল মনে হচ্ছে!"

"আর একটু ভর্মুথ নাও"—বলিয়া বিজয় সুনীর গ্লাস পূর্ণ করিল।

এক একবার মেঘ আসিয়া জ্যোৎস্নাকে ম্লান করিয়া দেয়,আবার তাহা অপসৃত হইলে চাঁদ হাসিয়া উঠে। রাস্তার ও-পারে বড়লাটের বাগানে মাঝে মাঝে কোকিল ডাকিয়া উঠিতেছে। সুনীকে নীরব দেখিয়া বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"কি ভাবছ?"

সুনী কোনও উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"শরীর একটু ভাল বোধ হচ্ছে কি? শুতে যাবে এখন?"

সুনী বলিল—"তাড়াতাড়ি কি? তোমার বোধ হয় দেরী হচ্ছে?"

বিজয় বলিল—"না, আমার দেরী হয়নি। তুমি কি ভাবছ?"

সুনী বলিল—"পুরূরবা উর্ব্বশীর কথাই ভাবছি।"

"আচ্ছা, কোন্‌খানটা তোমার সব চেয়ে ভাল লাগলো?"

"রাজার বিলাপ। সেই যখন উর্ব্বশী লতা হয়ে গেছেন, রাজা তাঁকে দেখতে না পেয়ে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছেন—উঃ, উর্ব্বশীকে রাজা কি ভালই বেসেছিলেন। সেইখানটার কথাই ভাবছি!"

"কি ভাবছ?"

সুনী বলিল—"ভাবছি—আমায় যদি কেউ ওরকম ভালবাসে, তা হ'লে আমি কি করি?"

বিজয় সহসা বলিয়া ফেলিল—"হয় ত কেউ বাসে। তুমি বাস কি না, তাই বল।"

সুনী কোন উত্তর করিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে লাটসাহেবের কুঠী হইতে ঢং করিয়া একটা বাজার শব্দ আসিল।

বিজয় বলিল—"আর দেরী করো না, শোবে চল।"

ডাইনিং সেলুন অতিক্রম করিয়া, ভিতরের লম্বা বারান্দা দিয়া বিজয় সুনীকে তাহার শয়নকক্ষ অভিমুখে লইয়া চলিল। কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া, সুনীর করধারণ করিয়া বলিল—"এখন তবে যাই?"

সুনী গাঢ়স্বরে বলিল—"যাই কি বলতে আছে?"

বিজয় বলিল—"তবে আসি?"

"এস।"

'গুড নাইট' বলিয়া, সুশীর হাতখানি তুলিয়া নিজের ওষ্ঠে স্পর্শ করিয়া, সে বিদায় লইল। সুশী শয়নকক্ষে গিয়া বিছানায় পড়িয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

মহামুস্কিল

রাত্রি একটার সময় বাড়ী পৌছিয়া, লছমন বেহারার সাহায্যে ইংরাজী সাজ্ঝাবেশ হইতে নিজেকে মুক্তিদান করিয়া, শুষ্ক ধুতি ও পিরাণে বিজয় বেশ আরাম অনুভব করিল। লছমনকে বলিল—"এত রাত্রে উপরে যাব না, নীচে এইখানেই বিছানা ক'রে দে।"

লছমন এ আদেশ শুনিয়া একটু যেন ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অন্য কাযের ভাণে এটা নাড়িয়া ওটা সরাইয়া শেষে ব'লল—"হুজুর, মা-জীর আজ তবিয়ৎ খারাপ হইয়াছিল।"

বিজয় চক্ষু তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হইয়াছিল?"

"ফিট্ হইয়াছিল।"

"ফিট্ হইয়াছিল? এখন কেমন আছেন, জানিস্?"

লছমন বলিল—"ভাল আছেন। এক ঘণ্টা হইল খবর পাইয়াছি, ঘুমাইতেছেন।"

কখন্ কোথায় কি অবস্থায় ফিট্ হইয়াছিল, বিজয়ও কিছু জিজ্ঞাসা করিল না, লছমনও কিছু বলিল না। বিজয় ভাবিল—তবে ত উপরে যাওয়া আমার আরও অনুচিত—এখনই ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে।

লছমন সঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল—"বিছানা কি—এইখানেই—লাগাইব হুজুর?"

বিজয় একটু বিরক্ত হইয়া বলিল—"হাঁ হাঁ—এইখানেই লাগা। কতবার বলিতে হইবে?"

লছমন শয্যা রচনা করিয়া, আবশ্যক দ্রব্যাদি—সিগারেট, দেশালাই অ্যাশট্রে প্রভৃতি নিকটে গুছাইয়া রাখিয়া, নীরবে বাহির হইয়া নিঃশব্দে দ্বারটি ভেজাইয়া প্রস্থান করিল।

মিনিট দশ পরেই বিজয় আলো নিবাইয়া শয্যায় প্রবেশ করিল। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনেরো মিনিট,—নিদ্রা ত আসে না। মাথার মধ্যে কেবল নানা চিন্তা আসে। প্রথমে বকুরাণীর কথা। বিজয় ভাবিতে লাগিল, এতদিন পরে হঠাৎ আবার বকুরাণীর ফিট হইল কেন? পূর্ব্বে মাঝে মাঝে হইত বটে, কিন্তু খুকী জন্মিয়া অবধি এ দেড় বৎসর ত ও বালাই আর ছিল না। বকুরাণীর শরীর ভারি দুর্ব্বল হইয়াছে, দেহে রক্ত ভারি কম, মুখ চোখ কেমন ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে, ইহাও বিজয় লক্ষ্য করিয়াছে। কিছুদিন কোথাও লইয়া গিয়া হাওয়া বদলাইয়া আনিলে মন্দ হয় না। সুশীর একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, বকুরাণীকে লইয়া মাস দুই দার্জ্জিলিং বা সিমলা পাহাড়ে যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক। জোড়াগির্জ্জার চৌধুরী সাহেব কবেই যে ফিরিয়া আসিবে—মহা মুস্কিল!

এই "মহা মুস্কিল" কথাটি বিজয়ের মনে উদিত হইবামাত্র, কথাটির একটি প্রতিধ্বনি যেন সে শুনিতে পাইল। তাহার মস্তিষ্কের ভিতরে যেন বীণা বাজিয়া উঠিল। অভিনয় দর্শনকালে, উর্ব্বশী প্রণয়ী [illegible]জার একটি পুরাতন রাণী আছে শুনিয়া সুশী [illegible]ছিল—মহা মুস্কিল! কথাটি যখন বলিয়াছিল, [illegible]ন কি মনোহর তাহার নয়নভঙ্গী, কি সুন্দ[illegible] তাহার মুখভাব! কথাটি ত সুখের কথা নহে[illegible]থাপি ঐ 'মহা মুস্কিলের' মধ্য হইতে এত মধু[illegible]ছিল কেমন করিয়া?

ইহার পর বিজয় ভাবিল—"কিন্তু এ[illegible]ায়। একজন বিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে, অন্য মে[illegible] কথা অমন মিষ্টি লাগা ভারি অন্যায়।—তা[illegible] উপর, আজ আবার আরও অন্যায় হইয়া গিয়াছে[illegible] ত এক রকম বলিয়া ফেলিয়াছি—[illegible] ভালবাসি।' কাযটি ভাল হয় নাই। আবার আশ্চর্য্য ঘটনাসূত্র দেখ!—এত নাটক থাকিতে কল্পতরু থিয়েটরে আজ কিনা উর্ব্বশী-মিলন! একজন বিবাহিত ব্যক্তির, অন্য মেয়ের সঙ্গে প্রণয় ও মিলন! ইহা দেখিয়া সুশীর ত ধারণা হইতে পারে, একজন বিবাহিত ব্যক্তি অন্য মেয়েকে ভালবাসিয়া যদি তাহাকে বিবাহ করে, তবে তাহা এমনই কি দোষের? কে জানিত যে কল্পতরু থিয়েটরে আজ উর্ব্বশী-মিলন অভিনয় হইবে—জানিলে কি সুশীকে সেখানে লইয়া যাই।"

ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া দুইটা বাজিল। বিজয় ভাবিল, অনেক রাত্রি হইয়াছে, এইবার ঘুমান যাক্। মন হইতে চিন্তাকে তাড়াইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে করিতে বিজয় চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল। কিন্তু নিদ্রাদেবী কৃপা করেন না। বড় গরম বোধ

হইতে লাগিল। বিজয় উঠিয়া বিদ্যুৎ-পাখার বেগ একটু বাড়াইয়া দিয়া শয্যায় ফিরিয়া আসিল।

চক্ষু মুদিয়া আবার চিন্তার হস্তে সে আত্মসমর্পণ করিল। ভাবিতে লাগিল—"দুই আর দুই—যোগ দিলেই চার হয়। সুশীকে থিয়েটারে কি দেখাইলাম? না—রাজা স্ত্রী থাকিতে আর একজনকে ভালবাসিয়া বিবাহ করিতেছেন। হোটেলে ফিরিয়া সুশী যখন বলিল—আমায় যদি কেউ অত ভালবাসে, তা হ'লে আমি কি করি—তখন আমি বলিলাম, হয় ত কেউ বাসে। সুশী কি ভাবিল কে জানে! হিন্দুতে ক্রিশ্চানে বিবাহে বাধা নাই বটে, একপক্ষ ক্রিশ্চান হইলেই ক্রিশ্চানম্যারেজ হইতে পারে, তাহা ঠিক, কিন্তু সুশী অন্ততঃ এটুকু বোধ হয় জানে যে, এক স্ত্রী থাকিতে আর এক বিবাহ, ক্রিশ্চান-বিবাহ-আইনে হইতেই পারে না। আর যদিই বা হইতে পারিত, আমি কি বিবাহ করিতাম? বকুরাণীকে ভাসাইয়া দিয়া? তাহাও কি সম্ভব? সে কি কথা।"

ইহার পর বিজয় মনে মনে বলিতে লাগিল—বিবাহ কে করিতেছে! সে কথা নয়। তর্কের হিসাবেই বলিতেছি, আমরা এখন ইংরাজী পড়িয়া দুই বিবাহকে যতদূর অপকার্য্য বলিয়া মনে করি, ইহা কি যথার্থই তাই? এক স্ত্রীর জীবিতকালে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিলে সত্যই কি প্রথমার মনে নিরতিশয় ক্লেশ দেওয়া হয়? তাই যদি হয়, তবে মানবমনস্তত্ত্বে সুক্ষ্মদর্শী মহা মহা কবিগণ—কালিদাস প্রভৃতি—এইরূপ বিবাহ লইয়াই এতগুলি নাটক লিখিলেন কেন? এ সম্বন্ধে তাঁহারা কি এতই অন্ধ, এতই বিবেচনাশূন্য ছিলেন? শকুন্তলা—যাহা জগতের শীর্ষস্থানীয় নাটক বলিয়া গণ্য, তাহার নায়ক দুষ্মন্ত রাজাটি ত কুমার ছিলেন না। মালবিকাগ্নিমিত্রে তাই—অনেক সংস্কৃত নাটকেই ত তাই। ভোজরাজের মত অমন পরম ধার্ম্মিক রাজা কলিযুগে আর কে জন্মিয়াছে? প্রচণ্ড রৌদ্রে মৃগয়া হইতে অশ্বপৃষ্ঠে ফিরিতেছিলেন, পথে তৃষ্ণায় বড়ই কাতর হইয়া, তক্রবিক্রেত্রী এক সুন্দরী গোপকন্যার কাছে তক্র চাহিলেন। গোপবালা জানিত, ইনি ভোজরাজ, এবং অত্যন্ত কাব্যানুরাগী; সে বলিল—

> হিম-কুন্দ-শশিপ্রভ-শঙ্খনিভং
> পরিপক্ক-কপিত্থ-সুগন্ধ-বনম্।
> যুবতী-করপল্লব-নির্ম্মথিতং
> পিব হে নৃপরাজ রুজাপহরম্॥

এই শ্লোক বলিয়া রাজাকে ঘোল পান করাইল! গাছ-পাকা কৎবেলের সুগন্ধি রসে মিশানো, বরফের মত শাদা ঘোল—বাঃ, কি চমৎকার উপাদেয় জিনিষ! এক গেলাস এখন পাইলে মন্দ হইত না—উঃ, কি গরম! গোপকন্যা ঘোলকে রুজাপহরং বলিয়া বর্ণনা করিল। ঘোল সকল রোগকে যে বিনাশ করে, সেটা তাহারা জানিত দেখিতেছি—সাহেবেরাই আজ আবিষ্কার করে নাই। সে কথা যাক্। ঘোল পান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়া রাজা মূল্য দিতে চাহিলে, গোপকন্যা লজ্জায় রাঙা হইয়া মুখখানি নত করিয়া বলিল, 'আমি অন্য মূল্য চাহি না, আমায় বিবাহ করুন।'—বাঃ—মেয়েটি খুব সপ্রতিভ বলিতে হইবে! রাজা প্রথমা মহিষী লীলাদেবীর অনুমতি লইয়া গোপকন্যাকে বিবাহ করিলেন। স্বামী আবার বিবাহ করিতে চাহেন শুনিয়া রাজমহিষী ত কৈ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন না। বিজয় মনে মনে হাসিয়া বলিল—"বেশ ছিল সেকাল।"

বিজয়ের পিপাসা পাইয়াছিল, তাই সে উঠিয়া আলো জ্বালিয়া যুবতী-করপল্লব-নির্ম্মথিত সুগন্ধি কপিত্থরস-যুক্ত তক্রের অভাবে, লছমন কর্ত্তৃক পরিপূরিত সোরাই হইতে একগ্লাস কলিকাতার কলের জল ঢালিয়া লইয়া পান করিল।

বিছানায় আসিয়া শয়ন করিয়া আবার সে সুশীর কথাই চিন্তা করিতে লাগিল। চৌধুরী সাহেব ফিরিয়া আসিলে সুশীর যেন আশ্রয়লাভই হইল—তার পর? কোথাও মেয়ে ইস্কুলে একটা চাকরী জুটিতে পারে—কিন্তু তাই লইয়া উহার চিরজীবন কেমন করিয়া কাটিবে? উহার ত কেউ নাই?—দেখিবে শুনিবে কে? যদি আবার বিবাহ করে—তবে হয় ত সুখী হ'তে পারে। এবার আর পলের মত বাঁদর নহে—একটি বেশ সুশ্রী সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত খৃষ্টান যুবক! পলের যে পূর্ব্বের এক স্ত্রী বর্ত্তমান আছে, সুশীর সহিত যে বিবাহ হইয়াছিল, তাহা বিবাহই নয়—এটা সুশীকে আজিও বলি নাই, কিন্তু বলা উচিত। উহার মনোমত কোনও যুবার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হইবে। সুশীকে সে ভালবাসিবে না? নিশ্চয়ই বাসিবে! ক্রমে দুজনে খুব ভালবাসা হইলে, সুশী তাহাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারিবে। কিন্তু পলের কথা যে সত্য, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ ত চাই! বিজয়কেই এজন্য মাদ্রাজে যাইতে হইবে। সে মনে মনে বলিল,—"সুশীর এই উপকারটুকু আমি করিয়া দিব—নহিলে বেচারীর উপায় নাই।"

বিজয় কল্পনা করিতে লাগিল, সুশীর যেন বিবাহ—তাহারও যেন নিমন্ত্রণ আছে. সেও গির্জ্জায় গিয়াছে। সুশী যেন বধূবেশে সজ্জিত হইয়া বরের

পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। বিবাহ হইয়া গেল। তাহার পর সুশী যেন সুখের হাসি হাসিতে হাসিতে আসিয়া, তাহার নব প্রণয়ীর সহিত বিজয়ের পরিচয় করাইয়া দিল। বিজয় বেশ অনুভব করিল, এই কাল্পনিক খৃষ্টান যুবকের প্রতি তাহার বন্ধুপ্রীতি উছলিয়া ত উঠিতেছেই না, উল্টা যেন জাত-ক্রোধ উপস্থিত হইতেছে।

বড় গরম বোধ হইতে লাগিল। বিজয় উঠিয়া আবার আলো জ্বালিয়া ঘড়ি দেখিল, প্রায় তিনটা। জানালাগুলা সমস্ত খুলিয়া দিল। ফুর-ফুর করিয়া বাতাস আসিতে লাগিল। সেই বাতাসে নিজ অনাবৃত বক্ষ মেলিয়া দিয়া বিজয় অস্ফুট স্বরে বলিল—"আঃ, ভগবানের হাওয়া নইলে কি হাওয়া? বিদ্যুৎপাখার হাওয়াতে এ প্রাণজুড়ানো মিষ্টতাটুকু নেই।"

এইবার বিছানায় আসিয়া বিজয় অল্পক্ষণমধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িল।

দশম পরিচ্ছেদ

আসল কথাটা কি?

পরদিন অনেক বেলায় বিজয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিম্নতলের গোসলখানায় স্নানাদি সারিয়া যখন সে উপরে চা-পান করিতে গেল, বেলা তখন নয়টা বাজিয়াছে।

বউদিদি তাহার চা প্রভৃতি সজ্জিত করিয়া অপেক্ষা করিয়াছিলেন। বিজয় টেবিলের সম্মুখে বসিয়াই বলিল,—বউয়ের নাকি কাল ফিট হয়েছিল শুনলাম?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন আছে?"

বউদিদি বলিলেন—"এখন ভালই আছে। তবে মাথা এখনও ধ'রে রয়েছে বল্লে।"

বিজয় চা-পান আরম্ভ করিয়া বলিল—"আবার ফিট হইল! খুকী হওয়ার পরে থেকে ত বন্ধই ছিল; ভেবেছিলাম, এবার বোধ হয় সেরেই গেল। আবার হলেই ত বিপদ। আচ্ছা, কি রকম হ'ল প্রথম?"

বউদিদি বলিলেন—"আমি ত দেখিনি। সদুর কাছে শুনলাম, থিয়েটরে বড্ড ভীড় হয়েছিল—"

বিজয় আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"থিয়েটরে?"

"হ্যাঁ, থিয়েটরেই ত।"

"কোন্ থিয়েটরে?"

"কল্পতরু থিয়েটর না কি বলে, কাল ওরা সন্ধ্যেবেলা সেইখানে গেল কি না—"

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"ওরা কারা?"

"ভবানীপুর থেকে বিজনকুমারী এসেছিল তার বোন কমলাকে নিয়ে। বল্লে, উর্ব্বশী-মিলন খুব ভাল নাটক, তোমরা আমাদের সঙ্গে এস। ছোট বউয়ের ত যাবার ইচ্ছেই ছিল না, বল্লে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় নি, কি ক'রে যাই? তা কিছুতেই ছাড়াছাড়ি নেই। শেষে আমিই বল্লাম, বিজন অত ক'রে বলুচে, আচ্ছা, সদু আর তুমি দুজনে যাও, দেখে এস। আমাকে শুদ্ধ ধ'রে টানাটানি করেছিল, আমি আর গেলাম না।"

বিজয়ের চা-পান বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহার বুকের ভিতরটা কেমন করিতে লাগিল। বউদিদি থামিলেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তার পর?"

বউদিদি বলিলেন—"তার পর—ওদের কাছে যা শুনলাম। একে মেয়েদের বসবার জায়গায় পাখা নেই, তাতে বেজায় ভীড়, খুব গরম হ'তে লাগল। প্রথমটা বেশ ছিল, হাসছিল, গল্প করছিল। দশটার পর থেকে, কি রকম যেন গুম হয়ে রইল। রাত যখন এগারোটা, তখন হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে সদুর গায়ে নেতিয়ে পড়ল।"

বিজয় রুদ্ধ শ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল—"কখন্ বল্লে? রাত ১১টার সময়?"

"হ্যাঁ। বল্লে, এগারটা তখন বাজে কি বেজেইছে। দ্বিতীয় অঙ্কের ড্রপ পড়বার দুই এক মিনিট পরেই।"

"দ্বিতীয় অঙ্কের ড্রপ পড়বার পরেই? তার পর?"

"মহা হৈ-চৈ প'ড়ে গেল। বিজনদের ঝি আগিস্ কাছেই ছিল—এক বালতি জল আনিয়ে মুখে চোখে ঝাপটা দিতে লাগলো, দুদিকে দুজনে দাঁড়িয়ে পাখা করতে লাগলো। কাদের বাড়ীর [illegible] কাছে শোঁকার ওষুধ ছিল, এনে দিলে, তাই শোঁকাতে শোঁকাতে, প্রায় দশ মিনিট পরে নাকি চৈতন্য হ'ল।"

বিজয় বলিল,—"সর্ব্বনাশ! এত কাণ্ড হয়েছে?"

বউদিদি বলিতে লাগিলেন—"সর্ব্বনাশ বৈ কি!—আমার বুদ্ধিদোষেই এটি হয়েছে ভাই। ছোট বউয়ের শরীর ভাল নয়, ওকে যেতে দেওয়াই আমার মহা বোকামি হয়ে গেছে। সেই সময় যদি আমি বলি, বউয়ের গিয়ে কাজ নেই, তা হ'লে আর এ বিপত্তি হয় না। আর কা'ল রাত্রে গরমটা কি সামান্য গেছে! প্রথম দিকে ত গাছের পাতাটি নড়ে নি। শেষ রাত্রে বরঞ্চ একটু ঠাণ্ডা হ'ল। কপালে যে কষ্টটুকু লেখা আছে, তা কে খণ্ডন করবে বল।"—বলিয়া বউদিদি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

বিজয় ভাবিতেছিল, বউদিদি যাহা বলিতেছেন,

শুধু জনতা-বাহুল্যে ও গরমেই বকুরাণী ফিট্ হইয়াছিল—না, অন্য কারণও আছে? আসল কথাটা কি? কিন্তু বউদিদির কথায় বার্ত্তায়, আমার সহিত সুশ্রীকে বকুরাণী যে দেখিয়াছিল, এমন কথার ত আভাসমাত্র নাই! পাছে আমি লজ্জা পাই, তাই কি বউদিদি এ অংশটুকু গোপন করিতেছেন? যদি তাই হয়, তবে এই মুহূর্ত্তেই আমার প্রকাশ করা উচিত যে, আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। নহিলে ইনি ভাবিবেন—

বিজয় বলিল—"কল্পতরু থিয়েটর বল্লে না? আমিও ত কা'ল রাত্রে কল্পতরু থিয়েটরে গিয়েছিলাম।"

বউদিদি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"তুমিও গিয়েছিলে? ঐ থিয়েটরেই? কতক্ষণ ছিলে?"

"আমি যখন পৌঁছলাম, তখন রাত্রি দশটা বেজে গেছে। বারোটা পর্য্যন্ত ছিলাম।"

"আহাহা! তা কি ওরা জানে? জান্‌লে ওদের কত বল-ভরসা হ'ত, তখনি ত তোমায় খবর পাঠাতে পারত! কিন্তু যখন মেয়েদের জায়গায় হৈ চৈ হ'ল, তুমি ত জানতে পেরেছিলে? একবারটি যদি খবর নিয়ে ভাই, যে কার কি হ'ল।—তা, তোমারই বা দোষ কি? তুমিই বা কি ক'রে জানবে যে, এরাও থিয়েটরে গেছে?"

বিজয় বলিল—"না বউদিদি, আমি কিছুই জান্‌তে পারিনি। দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হবার দুই এক মিনিট পরেই ফিট্ হ'ল বল্‌ছ, আমি ঠিক সেই সময়েই উঠে বাইরে গিয়েছিলাম। প্রায় ১৫ মিনিট পরে, তৃতীয় অঙ্ক আরম্ভ হবার সময় আবার বক্সে ফিরে এলাম।"

"তা কখন বাড়ী ফির্‌লে কা'ল?"

"তখন রাত্রি একটা হবে। লছমন আমায় বল্লে, ফিট্ হয়েছিল। কোথায় কখন্ ফিট হয়েছিল, তা ত কিছু আমায় বল্লে না—আমি ভাবলাম, বাড়ীতে হয়েছিল। বল্লে, এখন ভাল আছেন, ঘণ্টাখানেক আগে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাই আরও আমি উপরে এলাম না—ভাবলাম, ঘুমুচ্চে ঘুমুক, গিয়ে কাঁচা ঘুমটুকু ভাঙ্গিয়ে দেব!"

বউদিদি বলিলেন—"হ্যাঁ, সে ভালই করেছিলে।"

বিজয়ের চা-পান শেষ হইয়া গিয়াছিল। সে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, বকুরাণীরা যদি বা সুশ্রীকে আমাকে থিয়েটরে দেখিয়াই থাকে, তাহা হইলেও তাহারা—বউদিদির কাছে সে কথা চাপিয়া গিয়াছে। পাছে আমি অপ্রতিভ হই, লজ্জা পাই, তাই আমার অপরাধ গোপন করার হিসাবেই সে কথা বোধ হয় প্রকাশ করে নাই।

বিজয় বলিল—"আচ্ছা বউদিদি, বউয়ের এ রকম শরীর খারাপ কত দিন থেকে হয়েছে বল দেখি?"

বউদিদি বলিলেন—"শরীর ত ওর কোনও কালেই বেশ ভাল নয়। তবে খুকী হওয়ার পরে দিন-কতক একটু যা সেরেছিল। আবার এ দিকে মাসখানেক থেকে—"

বিজয় বলিল—"তা হ'লে এক কাষ কর্‌লে হয় না বউদিদি? ওকে কোথাও নিয়ে গিয়ে মাস দুই হাওয়া বদল্ করিয়ে আন্‌ব?"

"হ্যাঁ,—সে কর্‌লে ত ভালই হয়। ওকে হাওয়া বদ্‌লাতে নিয়ে যাওয়ার কথা ক'দিন থেকে আমার মনেও এসেছে। তাই কর ভাই। এখন ত তোমার ছুটি আছে?"

"হ্যাঁ, ছুটি আছে বৈ কি। আমাদের সেই নভেম্বর মাসে কোর্ট খুলবে—এখনও প্রায় দু'মাস। বউ কোথা আছে? শোবার ঘরে?"

"হ্যাঁ।"

বিজয় তখন উঠিয়া ধীরে ধীরে নিজ শয়নকক্ষের অভিমুখে চলিল। চোর যেন হাকিমের এজলাসে প্রবেশ করিতেছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

স্পষ্ট কথা।

বিজয় প্রবেশ করিয়া দেখিল, বকুরাণী সোফার কোণে হেলান দিয়া বসিয়া আছে। পাশে একটি ছোট তেপায়ার উপর ফুলদানিতে একগুচ্ছ পল-নীরো গোলাপফুল। সোদামিনী কাছে দাঁড়াইয়া তাহাকে কি বলিতেছে। বিজয়কে দেখিয়া সোদামিনী মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া বলিল—"দাদা, আপনার চা খাওয়া হয়েছে?"

"হ্যাঁ, হয়েছে। সদু, তুমি ঝিকে নীচে পাঠিয়ে আমার সিগারেটের টিনটা আনিয়ে দাও ত। পোষাক-কামরায় আছে।"

"যাই দাদা"—বলিয়া সোদামিনী প্রস্থান করিল। দ্বারের কাছে গিয়া, অগ্রজের অলক্ষিতে, বকুরাণীকে একটি ছোট কিল দেখাইয়া গেল। তাহার অর্থ, "দাদার সঙ্গে যদি ঝগড়াঝাঁটি কর্‌বি, তবে এই কিল তোর পিঠে বসাব।" বলা বাহুল্য, অর্থটি বকুরাণী জলের মতই বুঝিতে পারিল। মনে মনে সে বলিল, "হে ঠাকুর, আমায় মনে বল দাও, যেন কোন কেলেঙ্কারি না করি।"

সিগারেট না আসা পর্য্যন্ত বিজয় ধীরে ধীরে

কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিল। ঝি সিগারেট প্রভৃতি আনিয়া দিলে বিজয় তাহাকে বলিল—"বাইরে থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাও।"

ঝি চলিয়া গেলে বিজয় স্ত্রীর পার্শ্বে বসিয়া বলিল—"বাঃ, বেশ গোলাপগুলি ত! বাগানের?" বলিয়া ফুলদানীটি তুলিয়া লইয়া নাসিকার নিকট ধরিল।

বকুরাণী ক্ষীণস্বরে বলিল—"হ্যাঁ, মালী পাঠিয়ে দিয়েছে।"

ফুল রাখিয়া বিজয় স্ত্রীর মুখখানির পানে চাহিয়া রহিল। স্বাস্থ্যের জ্যোতি তাহাতে নাই; যেন প্রভাত-শশীর মত প্রভাহীন।

বকুরাণী ক্ষীণ হাসির সহিত বলিল—"দেখছ কি?

বিজয় বলিল,—"দেখছি নিজের কীর্ত্তি। তোমায় শেষ ক'রে ফেল্‌তে আর কতখানি বাকী রেখেছি, তাই দেখছি।"

বকুরাণী কয়েক মুহূর্ত্ত মেঝের কার্পেটের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষু সজল হইয়া আসিল। মুখ তুলিয়া বলিল—"ও কথা বলচ কেন?"

বিজয় বলিল—"সত্যি কথা যা, তাই বলচি।"

বকুরাণী বিষণ্ণ দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত্ত স্বামীর পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"আমার বড় কঠিন প্রাণ গো, আমায় সহজে শেষ করতে পারবে না।" বলিয়া একটু হাসিয়া স্বামীর হাতখানি সে ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে কয়েক বিন্দু অশ্রু তাহার বসনাঞ্চলে ঝরিয়া পড়িল।

বিজয় বলিল—"হ্যাঁ, তা কঠিন কেমন। একটু বাতাসের ভর সয় না! কা'ল সুশীকে আমার বক্ষে দেখে কি তুমি মনে করলে যে, তোমার স্বামীকে সে একেবারে কেড়েই নিয়েছে? আমি জন্মের মত খরচ হয়ে গেছি?"

"হুঁ:, তা কেন মনে করব?"

"তবে?"

"ভাবলাম, সন্ধ্যার সময় ও তোমায় খাবার নিমন্ত্রণ করেছিল, তারই বদলী তুমি ওকে থিয়েটরে এনেছ।"

'এই দেখেই তোমার ফিট হ'ল?"

"হুঁঃ—এই দেখেই বুঝি আমার ফিট্ হ'ল! বাস্ক্সের গরমে আমার ফিট্ হ'ল। ঐ দেখে আমার ফিট্ হবে কেন?" শেষাংশের কথাগুলি অতি ক্ষীণস্বরে উচ্চারিত হইল। বকুরাণী, মুখখানি অন্যদিকে ফিরাইয়া রহিল।

উভয়েই কিয়ৎক্ষণ নীরব। অবশেষে বিজয় স্ত্রীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিল—"বকুরাণী, আমার দিকে চাও।"

বকুরাণী তাহার বিষাদমাখা দৃষ্টি স্বামীর পানে স্থির করিল।

বিজয় বলিল—"তোমার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ, সে কি লুকোচুরি, ছলচাতুরী করার সম্বন্ধ?"

বকু নীরবে মাথা নাড়িয়া উত্তর করিল—"না।"

"আমি এবার পশ্চিমে যাবার আগে, তোমার আমার মধ্যে কোনও দিন কোনও লুকোচুরি ছলচাতুরী ছিল কি?"

বকুরাণী এবার কথা কহিয়া বলিল—"একদিনের জন্যেও না।"

বিজয় বলিল—"কিন্তু—এখন? তোমার আমার মধ্যে আগেকার সেই ভাব কি বজায় আছে?"

বকু আবার মুখখানি নত করিয়া বলিল—"তুমিই জান।"

বিজয় বলিল—"আমি ত জানিই। তুমি[illegible] জান। এ দিকে কিছুদিন থেকে, আমি তোমার স[illegible] আগেকার মত সেই প্রাণখোলা ব্যবহার করিনি, [illegible]?"

বকুরাণী বলিল—"সে—আমি কি ক'রে [illegible]লব?"

বিজয় বলিল—"করিনি। করিনি, কার[illegible] আমি পাপী।"

এই কথা শুনিবামাত্র বকুরাণী মাথা তুলিয়া স্বামীর মুখের পানে উভয় চক্ষুর পূর্ণদৃষ্টি স্থাপন করিল। বিজয় তাহার অনুচ্চারিত প্রশ্ন [illegible]ঝিতে পারিয়া কহিল—"সুশী সম্বন্ধে নয়—তোমা[illegible] [illegible]ক্ষেই পাপ করেছি। নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি[illegible] [illegible]ষের যা কর্ত্তব্য, তা থেকে আমি ভ্রষ্ট হয়েছি—[illegible] কথা স্বীকার করছি। এ দিকে তোমার সঙ্গে [illegible]ম মন-খোলা ব্যবহার করিনি। আমার মধ্যে [illegible] প্রবেশ করেছে, তাই করতে পারিনি। কিন্তু তুমি কেন আমার সঙ্গে এ লুকোচুরি আরম্ভ করেছ?"

"তুমি পাপী—আর আমি বুঝি ভারি পুণ্যাত্মা?"—বলিয়া বকুরাণী সোফার পিঠে ঢলিয়া পড়িল।

বিজয় বলিল—"তোমার অসুখ করছে কি?"

"না।"

"তোমার শরীর এখনও ভারি দুর্ব্বল। এখন তোমার কাছে এ সব কথা পেড়ে বোধ হয় আমি অন্যায় করেছি। তুমি আগে একটু সুস্থ হও, তার পর আবার কথাবার্ত্তা হবে। আমি এখন যাই, সত্তকে ডেকে দিই, তার সঙ্গে একটু গল্প কর, কেমন?"—বলিয়া বিজয় উঠিয়া দাঁড়াইল।

বকুরাণী স্বামীর পিরাণ ধরিয়া বলিল—"যেও না; ব'স। আমার কাছে একটু থাক।"

বিজয় আবার বসিল। সস্নেহে স্ত্রীর একখানি

হাত নিজ হাতের মধ্যে লইয়া বলিল—"তুমি আমায় কিছু বল্‌বে বকুরাণি ?"

"না।"

"তোমায় কিছু প'ড়ে শোনাব ?"

"না।"

"কি কর্‌ব বল ? কোথাও একটু বেড়াতে যাবে ?"

"না। তুমি আমার কাছে থাক। আমি ত বেশী দিন বাঁচব না, যে ক'দিন আছি, এক একবার আমার কাছে এসে বসো।"

বিজয় সহসা স্ত্রীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"বকুরাণি!"

বকুরাণী স্বামীর স্কন্ধের উপর মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিজয় দুই হাতে তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া আবেগ-ভরা কণ্ঠে বলিল—"ও কি কথা বকুরাণি! তুমি বাঁচবে না বল্‌ছ কেন ?"

বকুরাণী কোনও উত্তর দিল না। বিজয় তাহার গলায় হাত জড়াইয়া বলিল—"ও কথা কেন তুমি বল্‌ছ বকুরাণি? বল—বল—উত্তর দাও। তুমি বাঁচবে না কেন ?"

বকুরাণী বলিল—"কি জানি, আমার কি রকম মনে হচ্ছে যে, আমি আর বেশী দিন বাঁচবো না। তুমি মনে করো না যে, এ কথা আমি অভিমান ক'রে বল্‌ছি। সত্যি আমার তাই মনে হচ্ছে!"

বিজয় বলিল—"তুমি পাগল!—তোমার মনে দুঃখ হয়েছে—তোমার শরীর দুর্ব্বল হয়েছে—তাই তোমার মাথায় এই সব অস্বাভাবিক কল্পনা উঠেছে! শোন বকুরাণি। আজ যখন বউদিদির কাছে ব'সে আমি [illegible] ছিলাম, তোমার সঙ্গে দেখাও হয় নি, তখনই আমি তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেছি যে, শীঘ্রই তোমাকে কোথাও হাওয়া বদ্‌লাতে নিয়ে যাব। মাস-দুই হাওয়া বদ্‌লিয়ে এলে তোমার শরীর মন দুই ভাল হবে।"

বকুরাণী জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় নিয়ে যাবে আমায় ?"

"কোথায়, তুমিই বল। সিমলা কি দার্জ্জিলিং কি মসূরী পাহাড়—কোথায় যাবে, বল।"

"কবে যেতে হবে ?"

"দিন কতকের জন্যে আমার একবার মান্দ্রাজে যেতে পার্‌লে ভাল হয়। কিন্তু, তুমি যদি ভাল মনে আমায় যেতে অনুমতি দাও, তবেই যাব, নইলে যাব না। যদি যাই, যত শীঘ্র পারি, সেখানকার কাযটুকু মিটিয়ে এসে, তোমায় নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়ব।"

"তোমায় মান্দ্রাজে যেতে হবে কেন ?"

"সে অনেক কথা, পরে অবসরমত তোমায় সব বল্‌ব। এখন শুধু এইটুকু বলি—সুশীর একটা বিশেষ দরকারী কাযের জন্যেই যেতে চাচ্ছি। ওর একটা হেস্তনেস্ত ক'রে দিয়ে, ও ল্যাঠা একদম চুকিয়ে—তোমায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ব।"

বকুরাণী মনে মনে বলিল—"হে ভগবান্!—এমন সুদিন কি হবে ?" প্রকাশ্যে বলিল—"মান্দ্রাজে তোমার বেশী দেরি হবে না ত ?"

"না, যেতে দু'দিন, আস্‌তে দু'দিন—আর দিনদু'-তিনে কাযটুকু বোধ হয় সারতে পার্‌ব। যেদিন বেরুব, সেদিন থেকে এক সপ্তাহের মধ্যেই এসে পৌঁছব।"

বকুরাণী একবার স্বামীর মুখপানে, একবার বন্ধ দরজার পানে চাহিয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বলিল—"তোমার সঙ্গে কোনও লুকোচুরি কর্‌তে তুমিই আমায় বারণ করেছ। আমার মনে একটা যে প্রশ্ন উঠেছে, তা কি তোমায় জিজ্ঞাসা করব ?"

বিজয় বলিল—"নিশ্চয়। কি তোমার মনের কথা, বল।"

"তুমি রাগ কর্‌বে না ?"

"না।"

"সুশীও কি তোমার সঙ্গে মান্দ্রাজে যাবে ?"—বলিয়া বকুরাণী মুখখানি নত করিল।

বিজয় বলিল—"না, সুশী কেন যাবে ?"

"সে যদি যেতে চায় ?"

"যেতে চাইলেও তাকে নিয়ে যাব না। তোমার যদি সন্দেহ হয়, তুমি আমার সঙ্গে চল।"

বকুরাণী বলিল—"ছি—ছি—আমি কি তাই ভাবচি ?—সুশীর কাযের জন্যেই যেতে হবে, তাই ভাবলাম, যদি তাকে সঙ্গে নেওয়া তোমার দরকারই হয়, কিংবা সে নিজেই যদি যেতে চায়।"

বিজয় বলিল—"না, তাকে সঙ্গে নেওয়ার আমার প্রয়োজনও নেই, সেও যেতে চাইবে না।—যদি তুমি বল, আজই রাত্রের ট্রেণে আমি বেরিয়ে পড়ি। কারণ, মান্দ্রাজ যেতে এ দিকে আমার যত দিন দেরী হবে,—তোমাতে আমাতে বেরুতেও ওদিকে ঠিক তত দিন দেরী প'ড়ে যাবে। কাল মহালয়া হয়ে গেছে কি না ?—আজ যদি বেরুই, তবে ধর, আজ হ'ল ১৭ই আশ্বিন। ২৪শে আশ্বিন আমি ফিরে আস্‌তে পারবো।"

বকুরাণী বলিল—"সে দিন অষ্টমী পূজা।"

"অষ্টমী পূজা ?—তা হ'লে, বিজয়া দশমীর দিন

তোমাতে আমাতে বেরিয়ে পড়তে পারবো। কি বল? আজই রওনা হব?"

"গাড়ী কখন্?"

"রাত্রি দশটায়।"

বকুরাণী বলিল—"তা, যেমন বোঝ।—কিন্তু আজকের দিনটে থেকে গেলেই ভাল হ'ত না? না হয়, কা'লই যেতে।"

বিজয় হাসিয়া বলিল—"কা'ল আবার বলবে পর্শু? তবেই যাওয়া হয়েছে।"

বকুরাণীও হাসিল। বলিল—"আচ্ছা, যা ভাল হয়, তাই কর। মান্দ্রাজে কি ভাল জিনিষ পাওয়া যায়?"

"মান্দ্রাজী শাড়ী। সুন্দর সুন্দর রেশমের পাড়।"

"আমার জন্যে এনো।"

"আনব বৈ কি, নিশ্চয় আনব। দশটা বাজে, তুমি এই বেলা স্নান ক'রে ফেলে না কেন?"—বলিয়া বিজয় ফুলদানীটি তুলিয়া আঘ্রাণ লইল।

বকুরাণী বলিল—"যাই। ফুলগুলি তোমার বৈঠকখানায় পাঠিয়ে দেব?"

"না—এইখানেই বেশ আছে"—বলিয়া বিজয় নামিয়া গিয়া তাহার আপিস-কামরায় প্রবেশ করিল।

সংবাদপত্র পড়িতে পড়িতে তাহার মনে হইল—"ওবেলা ত সময় পাইব না। এ বেলাই বরঞ্চ সুশীর কাছে গিয়া, মান্দ্রাজ যাইবার কথাটা বলিয়া আসি।"

এ কয়দিন প্রত্যহই সে অপরাহ্ণকালে সুশীর তত্ত্বাবধানে বাহির হইয়াছে। আজ বেলা একটা না বাজিতেই বিজয়ের মোটর গ্রেট্ ইষ্টার্ণ হোটেলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মুক্তির উপায়।

বুকের মধ্যে দুঃখের গোপন গুরুভার বহিয়া, হোটেলে পৌছিয়া বিজয় শুনিল, মাত্র আধঘণ্টা পূর্ব্বে দে মিস-সাহেব বাহির হইয়া গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন?—তাহা আয়া জানে না; ধর্ম্মতলার দিকে গিয়াছেন কখন্ ফিরিবেন?—দুইটার সময়, বলিয়া গিয়াছেন। বিজয় ঘড়ি খুলিল, বেলা তখন একটা। আয়াকে বলিল—"আচ্ছা, মিস্-সাহেব আসিলে তাঁহাকে আমার কথা বলিও। ঘণ্টাখানেক পরে আবার আমি আসিব।"—বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

রেল-আপিসে গিয়া টিকিট কিনিয়া, মান্দ্রাজ মেলে বার্থ রিজার্ভ করিয়া, আরও দুই একটা কাষ সারিয়া বিজয় যখন হোটেলে ফিরিল, সুশী তখন লাঞ্চ শেষ করিয়া ভোজনকক্ষ হইতে অনেকের সহিত বাহির হইতেছে। বিজয়কে দেখিবামাত্র তাড়াতাড়ি সে নিকটে আসিল—উভয়ের দক্ষিণ-পাণিতল সংযুক্ত হইল। বিজয়ের মুখপানে চাহিয়া সুশীর যেন মনে হইল, তাহা আজ অন্যদিনের মত আনন্দোজ্জ্বল নহে। তাই সে ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল—"অসময়ে যে? কিছু ঘটেছে নাকি?"

বিজয় বলিল—"না, কি আর ঘটবে?"

"খবর সব ভাল?"

"ভাল।"

সুশী যেন আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"তবু ভাল। একটার সময় তুমি [illegible]ছিলে শুনে, আমার মনে নানা রকম ভাবনা [illegible]। বকুরাণী ভাল আছে?"

"আছে। একটু কথা ছিল, তাই বলতে এলাম তুমি কোথা গিয়েছিলে?"

সুশী বলিল—"রুমাল ছিল না, তাই মার্কেটে গিয়াছিলাম রুমাল কিনতে। কথাটা কি?"

"সে আছে। একটু নিরিবিলি চাই—কোথা বসা যায় বল দেখি? লাইব্রেরীতে?"

অনাত্মীয় পুরুষের পক্ষে কোনও যুবতীর শয়ন-ঘরে বসিয়া তাহার সহিত বাক্যালাপে নিযুক্ত হওয়া সাধারণতঃ ইংরাজি সমাজ-নিয়মের বিরুদ্ধ। অথচ এই হোটেলে সুশীর জন্য একটি শয়নঘর মাত্র লওয়া হইয়াছে, বসিবার ঘর লওয়া হয় নাই। তাই বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় বসা যায়, বল দেখি?"

সুশী বলিল—"লাইব্রেরীতে আর নির্জ্জন কোথা? সারাক্ষণ ত লোকজন আসছে যাচ্চে। তার চেয়ে না হয় বেরুই চল। ইডেন গার্ডেন কি আর কোথাও—"

বিজয় দুই চারি মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বলিল—"দাঁড়াও, ম্যানেজারের কাছে যাই, একটা ড্রইং রুম সুইট পাওয়া যায় কি না দেখি।"—বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

ড্রইং রুমসুইট পাওয়া গেল। পাশাপাশি দুইটি কামরা—একটি শয়নকক্ষের উপযোগী করিয়া সজ্জিত; অপরখানিতে চেয়ার, টেবিল, সোফা প্রভৃতি। দেওয়ালের গায়ে খানকতক ছবি, দুইখানি বড় বড় আয়না। উভয় কক্ষের মাঝে একটি দ্বারও আছে। সুশীর অল্পপরিমাণ জিনিষপত্র এই নূতন শয়নকক্ষে

তখনি স্থানান্তরিত হইল। বসিবার কক্ষে প্রবেশ করিয়া সুশী দেখিতে পাইল, এক কোণে তির্য্যক্‌ভাবে একটি কটেজ-পিয়ানো রক্ষিত আছে। দেখিয়াই সে তাড়াতাড়ি পিয়ানোর ঢাকাটি খুলিয়া বাজাইতে বসিয়া গেল।

বিজয় কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"এই যে তুমি পিয়ানো বাজাতে জান দেখ্‌ছি।"

সুশী হাসিয়া বলিল—"থোড়া থোড়া"—তাহার যুগল হস্তের অঙ্গুলগুলি পিয়ানোর পর্দ্দায় পর্দ্দায় নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে পিয়ানো-বাদনের পর সুশী বিজয়ের পানে সহাস নেত্রে চাহিয়া বলিল—"কি বাজাচ্ছি, বল দেখি?"

বিজয় বলিল—"কোনও একটা গান।"

সুশী বলিল—"উঃ—কি পণ্ডিত তুমি! কি গান বল দেখি?"

বিজয় বলিল—"ইংরেজি থিয়েটরে যেন শুনেছি শুনেছি মনে হচ্চে, কিন্তু ধরতে পাচ্চি না। San Toy কি?"

"হাঁ তাই।"—বলিয়া সুশী আবার বাজাইতে লাগিল। একটি কলির শেষদিকে পৌঁছিয়া বাজনার সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে হাসিতে, মাথাটি দুলাইতে দুলাইতে, মৃদু মৃদু গাহিতে লাগিল—

"Kowtow, Kowtow
To the great Young whow
And wish him the longest of lives.
With his one little, two little,
Three little, four little,
Five little, six little wives."

বিজয় বলিল—"কি সৌভাগ্যবান্ পুরুষ! একটি নয় দুইটি নয়—একেবারে ছ' ছটি!"

সুশী বলিল—"চায়নায় যাবে?"

বিজয় বলিল—"তাই না হয় যাওয়া যাক্ চল। কিন্তু উঠলে কেন, সুশীলা? সবটা গাও না।"

সুশী তাহার রুমালটি দিয়া বিজয়কে চপ্ করিয়া মারিয়া বলিল—"নাঃ—এখন আর গান শোনে না। কি কথা আছে বল্‌ছিলে যে? এস বসা যাক্।"

উভয়ে সোফায় গিয়া বসিল। সুশী তখনও গুণগুণ করিয়া গান গাহিতেছে। হঠাৎ থামিয়া বলিল—"তুমি ত San Toy দেখেছ। ইংরেজ মেয়েকে জাপানী পোষাকে কেমন সুন্দর দেখায়, বল দেখি।"

বিজয় বলিল—"তোমার চেয়ে?"

সুশীর গাল দুটিতে ক্ষণকালমাত্র একটু লাল আভা দেখা দিল। তাহার পরেই সে ভাবকে দমন করিয়া কৌতুকপূর্ণ নয়নে সে বলিল—"আমি সুন্দরী নাকি? এই তোমার মত? বকুরাণীকে এ কথা বলেছ?"

বিজয় বলিল—"বকুরাণী জানে।"

"কি জানে?"

"তুমি সুন্দরী কি না, তা সে জানে। তোমায় দেখেছে।"

সুশী দ্রুতভাবে বলিল—"দেখেছে?—কবে?—কোথা?"

"কাল রাত্রে, থিয়েটরে। ওরাও গিয়েছিল যে। উপরে চিকের আড়ালে সেই লাল পরী সবুজ পরীদের মধ্যে ওরাও ছিল। আমাদের দু'জনকেই ওরা দেখতে পেয়েছিল।"

সুশী জিজ্ঞাসা করিল—"ওরা—আর কে?"

"আমার বোন্ সৌদামিনী ছিল। আমাদের আরও দু'জন আত্মীয়া, তাঁরা ভবানীপুর থেকে এসেছিলেন।"

"কে তোমায় বল্লে?"

"বকুরাণীই বল্লে।"

সুশী যেন একটু উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি সব কথা বল্লে?"

"বল্লে, বল্লে আমাদের দেখতে পেয়েছিল। তারা বেশীক্ষণ ছিল না, দুটো অঙ্কের পরই বাড়ী চ'লে এসেছিল।"

সুশী গম্ভীর হইয়া অন্যদিকে চাহিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। একটু পরে বিজয়ের পানে ফিরিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা বিজয়, বকুরাণী রাগ করলে?"

বিজয় বলিল—"রাগের কথা ত আমায় সে কিছু বলে নি।"

সুশী বলিল—"হিন্দু মেয়ে, তাই রাগ করেনি। অন্য জাতের মেয়ে হ'লে অনর্থ করত এতক্ষণ। হিন্দু মেয়েদের খুব স্বামি-ভক্তি, তাই রাগ করেনি।"

বিজয় বলিল—"অন্য জাতের চেয়ে, হিন্দু মেয়েদের খুব স্বামিভক্তি নাকি? এ খবরটি তুমি কোথায় পেলে সুশীলা?"

সুশীলা বলিল—"এ আর কে না জানে?—কা'ল রাত্তে থিয়েটরেই ত দেখা গেল। স্বামী আর এক জনকে ভালবেসেছেন, এই শুনে রাণী ঔশীনরী প্রিয়প্রসাদন ব্রত করলেন। অন্য কোনও জাতের

মেয়ে হ'লে পারত ?—অসম্ভব ! অসম্ভব !"—বলিয়া সুশী আবার অন্যমনস্ক হইল।

বিজয় একটি সিগারেট ধরাইয়া বলিল—"কি ভাবছ তুমি ?"

সুশী মেঝের কার্পেটের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"দেখ বিজয়, বকুরাণী রাগ না করলেও— আমাদের কিন্তু এটা উচিত নয়।"

"কি উচিত নয় ?"

"এত মেশামেশি। দিনের মধ্যে দুজনে এতক্ষণ একসঙ্গে থাকা, একসঙ্গে বেড়ান, একসঙ্গে খাওয়া, একসঙ্গে থিয়েটারে যাওয়া—এ সব কি আমাদের উচিত ?"

বিজয় একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল— "জানিনে।"

সুশী বলিতে লাগিল—"না, উচিত নয়। বকুরাণী খুব ভাল,—তাই সে কিছু মনে করে না, কিন্তু হাজার হ'লেও সে ত তোমার স্ত্রী—তার প্রতি তোমার একটা কর্ত্তব্য আছে ত !—না সত্যি, এ রকম কোরো না আর।"

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"কি করব না ?"

"আমার সঙ্গে এত মেশামেশি। যত দিন আমি এ হোটেলে আছি, তত দিন তোমায় এক একবার আসতেই হবে, নৈলে আমায় দেখবে কে ? আমি চৌধুরী সাহেবের ওখানে চ'লে গেলে, তুমি আর বেশী এস না কিন্তু—কেমন ?"

বিজয় গম্ভীরভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল "—আচ্ছা,—তাই হবে। কা'ল থেকেই আর আসব না—তোমার আদেশই পালন করব।"

সুশী শঙ্কিতভাবে বিজয়ের মুখপানে চাহিয়া বলিল—"তুমি বুঝি রাগ করলে ?—আমি তোমার ভালর জন্যেই বলছি, তা তুমি বুঝতে পারছ না বিজয়।"—বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু দুইটি ছলছল করিয়া উঠিল।

বিজয় তখন সুশীর একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল—"না গো সুশীলা, তা নয়, আমি ও কথাটা অন্যভাবে বলেছি। আজ সন্ধ্যের গাড়ীতে আমায় মান্দ্রাজ যেতে হবে কি না—সেই কথাই তোমায় বলবার জন্যে আজ এত আগে এসেছি।"

সুশী চমকিত স্বরে বলিল—"মান্দ্রাজে যাবে ? কেন গো ?"

বিজয় ইতিপূর্ব্বে ভাবিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, মান্দ্রাজে যাইবার কারণটা সুশীকে সে খুলিয়াই বলিয়া যাইবে—তাহা হইলে নিজের মনকে সে প্রস্তুত করিয়া লইবার সময় পাইবে। সুশীলার নেকলেস্ উদ্ধার করিতে জব্বলপুরে গিয়া তথাকার ডাকবাঙ্গলায় পলের নিকট বিজয় যাহা যাহা শুনিয়াছিল, সমস্তই সুশীর নিকট বর্ণনা করিয়া শেষে বলিল —"মাতালের মুখের কথার উপর নির্ভর ক'রে ত নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না ; নিজে গিয়ে এর সত্যমিথ্যা অনুসন্ধান করতে হয়।"

সুশী তাহার জীবনের একটি প্রধানতম ঘটনা সম্বন্ধে এই অপ্রত্যাশিত নূতন সংবাদটি পাইয়া যে বিচলিত হইয়াছে, তাহা তাহার মুখভাব কিংবা আচরণে প্রকাশ পাইল না। সে নীরবে সমস্ত শুনিয়া বলিল, "এরই জন্যে তোমার মান্দ্রাজে যেতে হবে ? যদি সত্যি তার একটা ছেড়ে দশটা বিবাহিত স্ত্রীই থাকে, তা জেনে আমাদের কি লাভ হবে বিজয় ?" সুশীর শেষের কথাগুলি যেন একটু ভারি হইয়া আসিয়াছিল।

সুশীর মনের এই গোপন ব্যথা বিজয়ের মনেও সঞ্চারিত হইল। কিন্তু সে ভাবকে দমন করিয়া বলিল—"কথাটা সত্য হ'লে, তোমার সঙ্গে তার সে বিবাহ আইনমত অসিদ্ধ ; তোমার বিয়ে হয়নি ধরতে হবে। তুমি—স্বচ্ছন্দে—যাকে ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবে।"

সুশী বিজয়ের পানে তাহার বড় বড় চোখ দুটি স্থির করিয়া বলিল,—"সে বিবাহ অসিদ্ধ হ'লে, আমার যাকে ইচ্ছে আমি তাকে বিয়ে করতে পারব ?"

বিজয় বলিল—"নিশ্চয় !"

উন্মুক্ত বাতায়নপথে বড়লাটের প্রাসাদের পানে চাহিয়া সুশী বলিল—"যদি ধর, ঐ বড়লাট সাহেবকেই বিয়ে করতে আমার ইচ্ছে হয় ?"

বিজয় কষ্টে হাসিয়া বলিল,—"তা কি ক'রে হবে ? সাহেবের একটি মেম রয়েছে যে।"

সুশী বলিল—"যাকে ইচ্ছে তাকেই যখন আমি বিয়ে করতে পাব না, তখন এত কষ্টস্বীকার ক'রে, এত টাকা খরচ ক'রে, তোমার মান্দ্রাজ যাওয়ার দরকার ?"

বিজয় মনে মনে বলিল—"এইবার কথাগুলি বেশ গুছাইয়া বলিতে হইবে।—এবং বেশ সহজ ভাবে।" প্রায় আধ মিনিট কাল নীরব থাকিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল—"আহা ! লাটসাহেব ছাড়া পৃথিবীতে কি আর অন্য পাত্র নেই ? কলকাতাতেই তুমি যখন রইলে, কত লোকের সঙ্গে তোমার আলাপ-পরিচয় হবে ; যদি কারু সঙ্গে তোমার ভালবাসা

হয়, তখন বিবাহে কোনও বাধা থাক্‌বে না। পথটা তোমার পরিষ্কার থাকে, এই আমার উদ্দেশ্য আর কি।”

সুশী মাথাটি নীচু করিয়া এই কথাগুলি শুনিতেছিল। বিজয় থামিলে মুহূর্ত্তের জন্য সে একবার তাহার মুখের পানে চাহিল। পরে আবার মেঝের পানে চাহিয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিল। শেষে মুখ তুলিয়া বলিল—“আমি চটপট একজন কাউকে বিয়ে ক'রে ফেলি, এই কি তোমার ইচ্ছে?”

“হ্যাঁ।”

“ও:!”—বলিয়া সে আবার নতমুখী হইল।

বিজয় বলিল—“যদি তোমার মনের মত একজন যোগ্য লোককে তুমি বিয়ে কর, সেটা কি সুখের কথা নয় সুশীলা?”

সুশী আবার মুখখানি তুলিল। তাহার গৌরবর্ণ ললাটে এখন কুঞ্চনরেখা দেখা দিয়াছে—ওষ্ঠযুগল ঈষৎ কম্পিত। অন্যদিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল—“তুমি আমায় বিদায় করতে পার্‌লেই বাঁচ, নয়? আমি তোমার ভারবোঝা হয়েচি বোধ হয়? জিজ্ঞাসাই বা কেন করছি, হয়েছিই ত! আমি নিজে কি আর বুঝতে পারিনে? তা যাও, মান্দ্রাজ গিয়ে দেখে এস, পথটা পরিষ্কার আছে কি না। ফিরে এসে, নিতান্ত কাণাখোঁড়া না হয়, দুটো ভাত দিতে পারে, এমন একটা কাউকে দেখে আমায় বিদায় ক'রে দিও।”

মান্দ্রাজ যাইবার প্রস্তাবমাত্র সুশী যে এই ভাবে গ্রহণ করিবে, ইহা বিজয় মনে করে নাই। তাহার নিজ জীবনের সূত্রগুলি ত খুবই জট পাকাইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহার আশা ছিল, সুশীর অবস্থা হয়ত তাদৃশ শোচনীয় হয় নাই; একটু চেষ্টা করিলেই বিজয় নিজে একটু সংযম ও দৃঢ়তা অবলম্বন করিলেই সুশী সামলাইয়া উঠিতে পারে। এই ধারণার উপর নির্ভর করিয়াই গতরাত্রে সে তাহার কার্য্য-প্রণালী স্থির করিয়াছে। কিন্তু এখন সুশীর কথাবার্ত্তায় তাহার মনে আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল—“এ কি ব্যাপার!—এতদূর আসিয়া পড়িয়াছি—দুজনেই? এবার ত ফেরা আবশ্যক, নইলে যে অথই জলে গিয়া পড়িতে হইবে। না—না—আর একটি পাও অগ্রসর হওয়া নয়।”

সুশী সোফার কোণে হেলান দিয়া, বাহুদ্বয় বক্ষোপরি স্থাপন করিয়া একদৃষ্টে লাটভবনের বৃক্ষগুলির পানে চাহিয়া আছে। তাহার বড় বড় চক্ষু দুইটি সজল ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বিজয় বলিল—“কি ভাবচ সুশীলা?”

সুশীলা দৃষ্টি না ফিরাইয়া বলিল—“ভাবচি না কিছু।”

“আমার মান্দ্রাজ যাওয়া সম্বন্ধে তোমার মত কি?”

সুশী ঠোঁট দুইখানি ফুলাইয়া বলিল—“আমি ভারি ত একটা মানুষ, আমার আবার মতামত!”

বিজয় বলিল—“না সুশীলা, তোমার মতামত উড়িয়ে দেবার জিনিষ নয়। তুমি আমার চেয়ে বয়সে কত ছোট—সংসারের কিছুই দেখনি বল্‌তে গেলে, তবু আজ তুমি কিছুক্ষণ আগে আমায় যে কথাটি বলেছ, তাতেই তোমার বুদ্ধির, তোমার কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরিচয় আমি পেয়েছি। কথাটির মূল্য নেই।”

সুশী চক্ষু ফিরাইয়া বলিল—“কি অমূল্য কথা তোমায় বলেছি?”

“বল্লে কি না, সব দিক্ বিবেচনা করলে, তোমায় আমায় এতটা মেশামিশি ভাল নয়। খুব ঠিক কথা তুমি বলেছ।”

সুশী সোফার বাহুতে মাথাটি অসহায়ভাবে হেলাইয়া দিয়া বলিল—“কথাটা তোমার খুব মনের মতন হয়েছে ত?”

এই সময় আয়া আসিয়া প্রবেশ করিয়া বলিল—“হুজুরের চা কি এখানেই লইয়া আসিতে বলিব?”

সুশী বিজয়কে জিজ্ঞাসা করিল—“চা এখন খাবে?”

আজ দুইজনের কথাবার্ত্তার ভিতর হইতে যেন একরাশি প্রচ্ছন্ন ধূম উদ্‌গত হইয়া বিজয়ের শ্বাসরোধ করিতেছিল। তাই একটু বৈচিত্র্যের আশায় সে বলিল—“মন্দ কি?”

চা পান করিতে করিতে, যেন নিতান্তই নির্লিপ্তভাবে সুশী জিজ্ঞাসা করিল—“তা হ'লে—আজই মান্দ্রাজে যাওয়া স্থির?”

বিজয় বলিল—“হ্যাঁ—তা—একরকম স্থিরই বৈ কি। টিকিট কিনে বার্থ রিজার্ভ ক'রে এসেছি!”

সুশী বলিল—“তা বেশ।”

বিজয় বলিল—“এখানেই প্রথমে এসেছিলাম। তুমি বেরিয়েছ, দুটোর সময় আস্‌বে, শুনে চ'লে গেলাম, টিকিট কিনে বার্থটা রিজার্ভ ক'রে এলাম!”

বিজয়ের পেয়ালা পূর্ণ করিতে করিতে সুশী জিজ্ঞাসা করিল—“কবে ফিরবে?”

“এই হপ্তাখানেকমধ্যেই।”

"কটার সময় ট্রেন ?"

সুশীর হাত হইতে পেয়ালাটি লইয়া বিজয় বলিল —"রাত্রি দশটায়। তুমি ষ্টেশনে যাবে সুশী—?"

"আমি কেন ?"

"আমায় তুলে দিতে ? বল ত আমি যাবার সময় এখান থেকে তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাই।"

সুশী গম্ভীরভাবে বলিল—"তাতে তোমার কর্ত্তব্যের কোনও হানি হবে না ত ?"

বিজয় হাসিতে চেষ্টা ক'রয়া বলিল—"হয় হবে—সে আমি বুঝব। তোমার গুরুমহাশয়গিরি এখন রাখ ত!"

চা-পানান্তে বিজয় উঠিয়া বলিল—"চারটে বাজে। বাড়ী গিয়ে জিনিষপত্রগুলো ঠিক ক'রে নিতে হবে। তবে ঐ কথা রইল। রাত্রি ৯টার সময় আমি আসব, তোমায় তুলে নিয়ে যাব। আমার গাড়ীই ষ্টেশনে অপেক্ষা করবে এখন, তোমায় এখানে ফিরে পৌঁছে দিয়ে, তার পর বাড়ী যাবে। এখন তা হ'লে চল্লাম "—বলিয়া বিজয় হস্ত প্রসারণ করিল।

সুশী নত-মস্তকে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিজয়ের হস্তস্পর্শ করিল। বিজয় তাহা ধারণ করিয়া বলিল —"আজ তোমার হাতখানি এমন ঠাণ্ডা কেন ?"

সুশী ক্ষীণস্বরে বলিল—"এক এক দিন এরকম হয়।"

বিজয় সুশীর পানে চাহিয়া দেখিল, তাহার স্বচ্ছ গৌরবর্ণ মুখখানি, গাল দুইটি, কান দুটি লাল টক্‌টক করিতেছে। বুঝিল, ইহা অদ্যকার এই সকল প্রসঙ্গ আলোচনার ফল।

গাড়ীতে যাইতে যাইতে, দুই হাতে নিজ মুখখানি ঢাকিয়া বিজয় ভাবিতে লাগিল—"আজ ভারি নিষ্ঠুরের কাজ করেছি, সুশীকে আঘাত ক'রে এসেছি। এই কিন্তু একমাত্র উপায় মুক্তির—তারও, আমারও।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মুখ ফুটিল।

রাত্রি পৌনে নয়টার সময় বিজয়ের মোটরগাড়ী বাড়ীর ফটক দিয়া বাহির হইল। ঠিকাগাড়ীতে বাক্স, বিছানা প্রভৃতি বোঝাই দিয়া লছমন বেহারা পূর্ব্বেই হাওড়া রওনা হইয়াছে।

হোটেল হইতে ফিরিবার পর বকুরাণীর সহিত বিজয়ের নির্জ্জন সাক্ষাতের অবসর বড় হয় নাই। তাহার অন্তরের মধ্যে যে বিপ্লবের ক্রিয়া চলিতেছে, স্বামীর মুখ দেখিয়াই বকুরাণী তাহার কতকটা আভাস পাইয়াছিল। বিদায়ের সময় বিজয় যখন শয়নগৃহে তাহার ঘাড় প্রভৃতি লইতে গিয়াছিল, বকুরাণী তখন তথায় আসিয়া নীরবে দাঁড়াইল। বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"কিছু বলবে ?"

বকুরাণী নত হইয়া, স্বামীকে প্রণাম করিয়া মৃদু-স্বরে বলিল—"আমায় আশীর্ব্বাদ কর।" বিজয় ঈষৎ হাসিয়া, দুইটি অঙ্গুলির দ্বারা স্ত্রীর গণ্ডস্থল স্পর্শ করিয়া বলিল—"স্বামি-সোহাগিনী হও।"—বলিয়া বিজয় বাহির হইয়া গেল।

গাড়ী সার্কুলার রোড হইতে ধর্ম্মতলার মোড় লইল। বিজয় বসিয়া ভাবিতে লাগল—"সুশীকে ষ্টেশনে নিয়ে যাবার প্রস্তাব না করলেই ভাল করতাম। শেষ ক'রে সে যে কথা বলেছিল—'তাতে তোমার কর্ত্তব্য-হানি হবে না ত'—সে কথা কিন্তু ঠিক। তখন তার বিষণ্ণ মুখখানি দেখেই আমার দুর্ব্বলতাটুকু এসে পড়েছিল। আমার মন এমন দুর্ব্বল!—ছি ছি! আমি অবিবেচনার কাজ করেছি —দুঃখ পাচ্ছি—এ আমার উপযুক্ত শাস্তিই হচ্ছে। কিন্তু এ বেচারা ত কোন দোষে দোষী নয়—ওর এই দুঃখের কারণ আর কিছু নয়, শুধু আমার দুর্ব্বলতা। কেন ওকে এ দুঃখে আমি জড়ালাম ? আমার মত পাষণ্ড পৃথিবীতে আর নেই বোধ হয়।"

গাড়ী ক্রমে এস্‌প্লেনেডে আসিয়া পড়িল। মে মোড় ঘুরিয়া হোটেলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বিজয় গাড়ী হইতে নামিয়া হোটেলে প্রবেশ করিল। আজ তাহার সে বলদর্পিত পদক্ষেপ আর নাই—সিঁড়ি উঠিতে যেন কষ্ট হইতেছে। অন্যমনে, প্রথমে সে সুশীর পুরাতন কামরাটির দিকেই যাইতেছিল। অর্দ্ধপথে স্মরণ হইলে, ফিরিয়া নূতন কক্ষগুলির দিকে চলিল।

বসিবার ঘরটিতে আলো জ্বলিতেছে, মুক্তদ্বারে পর্দ্দা ফেলা রহিয়াছে, আয়া বাহিরে বসিয়া আছে। বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"মিস্ সাহেব কোথা ?" আয়া বলিল—"ভিতরেই আছেন, যান।"

প্রবেশ করিয়া বিজয় দেখিল, বিকালে যে সোফা-টির যেখানে সুশী বসিয়া ছিল, এখনও সেইখানে বসিয়া আছে। পদশব্দে চমকিয়া দ্বারের দিকে চাহিল। বলিল—"এস।"

বিজয় সোফার নিকট দাঁড়াইয়া বলিল—"খেয়ে এসেছ ?"

সুনী মাথা নাড়িল।

বিজয় বলিল—"এখনও খাও নি ? ডিনার যে এতক্ষণ শেষ হয়ে গেল বোধ হয়। বেশী ত সময় নেই —এইখানে তোমার খাবার আনতে বলব ?"

সুনী বলিল—"এখন থাক।"

"এখন খাবে না ? কখন্ খাবে ?"

"তোমাকে তুলে দিয়ে এসে।"

বিজয় সোফায় বসিয়া বলিল—"অনেক রাত্রি হয়ে যাবে যে ! যদি অসুখ করে ?"

সুনী মাথা নাড়িয়া বলিল—"আমার অসুখ করে না। আমি পাথর দিয়ে তৈরী।"

সুনীর মুখভাব দেখিয়া এবং এই কথা শুনিয়া বিজয়ের বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল। তাহার যেন কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। হাতের উপর গালটি রাখিয়া সে নীরবে বসিয়া রহিল।

একটু পরে কথা কহিবার সামর্থ্য ফিরিয়া আসিলে বলিল—"বিকালে বেড়াতে বেরিয়েছিলে ?"

"না।"

"মাঠে একটু বেড়ালে না কেন ? তাজা হাওয়ায় বেড়ান ভাল। তখন থেকে এইখানেই ব'সে আছ?"

সুনী এ কথার কোন উত্তর দিল না। বিজয় ভাবিতে লাগিল, "মান্দ্রাজ যাইবার কারণটা এখনই ইহার নিকট প্রকাশ করিয়া বোধ হয় ভাল করি নাই। ঐ কথা শুনিয়া এতটা ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তাহাই বা কেমন করিয়া জানিব ? এখন করা যায় কি ? এ অবস্থায় ফেলিয়াই বা যাই কেমন করিয়া ? অথচ না গেলেও নয়। যদি যাওয়া এখন স্থগিত রাখি, তবে আর উদ্ধার নাই, দুইজনেই ডুবিব ! তা ডুবিই না হয় —আর পারি না !"

এমন সময় সুনী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—"আস্বার সময় বকুরাণী কি বল্লে ?"

বিজয় সচকিতভাবে বলিল—"বকুরাণী ? কৈ, কিছু বলেনি ত।"—পরমুহূর্ত্তেই বিজয়ের স্মরণ হইল, হ্যাঁ, বলিয়াছিল, একটিমাত্র কথা সে বলিয়াছিল। বকুরাণীর সেই মুখখানি, সেই ছলছল নেত্র, সেই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা তাহার মনে পড়িল। সে নিজেকে বলিল—"না—না, ডুবিলে চলিবে না। উঠিতেই হইবে—বাঁচিতেই হইবে !"

কিয়ৎক্ষণ পরে বিজয় আবার সুনীর সেই বিষাদময়ী মূর্ত্তির পানে চাহিল। তখন তাহার মনে হইল —"আজ না হয় মান্দ্রাজ নাই গেলাম— দুদিন পরেই যদি যাই, তাহাতেই বা এমন ক্ষতি কি ? যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি, তাহাতে দুইদিন এদিক্ ওদিকে কি-ই বা এমন তফাৎ হইবে !" কাছে একটু সরিয়া বসিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে সুনীকে বলিল—"আমার মান্দ্রাজ যাওয়া কি নিতান্ত তোমার অমত ? —তা যদি হয়, বল,—আমি যাব না।"

সুনী তাহার এলানো দেহখানি একটু তুলিয়া বসিয়া, বিজয়ের মুখপানে চাহিল। কম্পিত স্বরে বলিল—"আমার কথায় তুমি যাওয়া বন্ধ করবে ?— আমি তোমার কে বিজয় ?" বলিয়াই আবার সে সোফার গায়ে ঢলিয়া পড়িল। তাহার মাথাটি এদিক্ ওদিক্ দুলিতে লাগিল, দুই চক্ষু দিয়া হুহু করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বিজয় তন্মুহূর্ত্তেই সুনীলার হাতখানি ধরিয়া, অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে বলিল—"তুমি আমার কে, তাই জিজ্ঞাসা করছ ? তুমি আমার—" বলিয়া সহসা বিজয় তাহাকে টানিয়া সবলে বুকে জড়াইয়া ধরিল। পাগলের মত জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহার মুখচুম্বন করিতে করিতে বলিল—"তুমি আবার ভালবাসা—তুমি আমার ভালবাসা।"

সুনী নিজেকে ছাড়াইয়া লইবার কিছুমাত্র চেষ্টা করিল না। কেবল মুখটি তুলিয়া মৃদুস্বরে বলিল— "আমি যদি তোমার ভালবাসা—তবে তুমি আমায় বিলিয়ে দিতে চেয়েছিলে কেন ?" বলিয়া সে বিজয়ের স্কন্ধে মাথা রাখিল। তাহার দেহটি শিথিল হইয়া আসিতেছিল।

বিজয় বলিল—"কেন চেয়েছিলাম, সে কথা আর তোমায় কি বলব সুনীলা !" বলিয়া নিজ স্কন্ধ হইতে তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিল।

কিন্তু এ কি ! মাথাটি যে লুটাইয়া পড়ে !

বিজয় সভয়ে ডাকিল—"সুনীলা—সুনীলা—"

কোন উত্তর নাই।

বিজয় তখন বুঝিল, সুনীর ফিট হইয়াছে। সে চীৎকার করিয়া ডাকিল—"আয়া !"

"সাব," বলিয়া আয়া প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল। বিজয় পকেট হইতে কাগজ পেন্সিল বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি লিখিল—"Room 51 Lady fainted away Doctor quick" (৫১ নং কামরায় একটি মহিলার ফিট হইয়াছে। শীঘ্র ডাক্তার চাই) কাগজখানি আয়ার হাতে দিয়া বলিল—"ম্যানেজার সা'ব —দৌড়ো।"

সোফায় সুনীকে হেলাইয়া রাখিয়া, সংলগ্ন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া বিজয় জল অন্বেষণ করিল।

কাচের সোরাইয়ে জল ছিল, সেই জল আনিয়া সুশীর মুখে চক্ষে ছিটাইতে লাগিল।

একমিনিট পরে বাহিরে দ্রুত পদশব্দ শ্রুত হইল। আয়ার সহিত একজন স্থূলাঙ্গী ইউরোপীয় মহিলা একটি ঔষধের ব্যাগ হাতে প্রবেশ করিয়া বলিলেন— "আপনি ইঁহার স্বামী?"

"না।"

মহিলাটি বলিলেন—"আমি একজন নার্স। আপনি বাহিরে যান—সেখানে অপেক্ষা করুন।" আয়াকে বলিলেন—"পোষাক উতারো—জেল্‌দি।"

বিজয় বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে, শব্দে সে জানিতে পারিল, মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছে। ক্রমে সুশীর ক্ষীণ কণ্ঠস্বরও শুনিতে পাইল। আরও কিয়ৎক্ষণ পরে বুঝিতে পারিল, সুশীকে তাহার বিছানায় লইয়া যাওয়া হইতেছে।

অবশেষে স্থূলাঙ্গী মহিলাটি বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—"ভিতরে যান, আপনাকে উনি খুঁজিতেছেন। বেশ শান্ত করিয়া রাখিবেন, কোন প্রকার উত্তেজনা না হয়।"

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"ভয়ের কোনও কারণ নাই ত?"

মেমসাহেব বলিলেন—"না। আমি গিয়া এক পেয়ালা বীফ্-টি পাঠাইয়া দিতেছি, গরম গরম পান করাইয়া দিবেন।" বলিয়া তিনি দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

বিজয় সুশীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন আছ সুশীলা?"

"ভাল আছি। তুমি আমার কাছে ব'স। আয়া, কুর্শী দেও।"

বিজয় চেয়ারে বসিয়া সুশীর ভিজা চুলগুলি ললাট হইতে সরাইয়া দিতে লাগিল।

পাঁচ মিনিট পরে বীফ্-টি আসিল। ঘ্রাণ লইয়া বিজয় বুঝিল, উহাতে ব্রাণ্ডি মিশ্রিত আছে। তাহা পান করিয়া সুশী একটু সুস্থ হইল; এবং শীঘ্র ঘুমাইয়া পড়িল।

বিজয় ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, রাত্রি তখন সাড়ে দশটা। মনে মনে বলিল—"কা'ল এই সময়েই—হাঁ, ঠিক এই সময়েই ত—একজনের ফিট হয়েছিল। তারই ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পরে—আর একজনের ফিট হ'ল। বাঃ—কি ভাগ্যবান্ পুরুষ আমি।"

কিয়ৎক্ষণ পরে আয়া আসিয়া বলিল—"হুজুরের কুঠীর বেহারা আসিয়াছে।"

বিজয় বাহিরে গিয়া দেখিল, লছমন দাঁড়াইয়া। সে সেলাম করিয়া বলিল—"রেল ত চলিয়া গিয়াছে হুজুর। এখন কি হুকুম হয়?"

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"জিনিষপত্র কোথা?"

"রাস্তায়, ঠিকাগাড়ীতে। হোটেলের দারবানের জিম্মা করিয়া দিয়া আসিয়াছি।"

বিজয় বলিল—"বাড়ী যা।"

লছমন একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মেমসাহেব কেমন আছে হুজুর?"

"ভাল আছেন। ঘুমাইতেছেন। তুই বাড়ী যা"—বলিয়া বিজয় নিঃশব্দে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিতা সুশীর শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বস্তুতান্ত্রিক প্রণয়লিপি।

নিদ্রাভঙ্গে সুশীলা চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, কক্ষে বিদ্যুৎ-আলো জ্বলিতেছে, উপরে পাখা ঘুরিতেছে। একটু একটু শীতবোধ হইতে লাগিল। প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত কোন কথাই তাহার স্মরণপথে আসিল না। প্রতিরাত্রে শয়ন করিবার সময় সে আলো নিবাইয়া দেয়; ভাবিল, আজ বুঝি তাহা করিতে ভুলিয়া গিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। বালিস হইতে মাথাটি একটুখানি তুলিয়া এদিক ওদিক চাহিতেই বুঝিতে পারিল, ইহা পূর্ব্বে কয়েক রজনীর অধিকৃত সে শয়নকক্ষখানি নহে, ইহা অপরিচিত। একটু বিস্মিত হইল। দেখিল, আয়া মেঝের উপর কম্বল পাতিয়া শুইয়া ঘুমাইতেছে, তখন পূর্ব্বকথা কিছু কিছু তাহার মনে পড়িতে লাগিল। মনে পড়িল, বিজয়ের মান্দ্রাজ যাইবার প্রস্তাব, যাত্রার পূর্ব্বে এখানে তাহার আগমন, তাহার পর উভয়ে সোফায় বসিয়া কথোপকথন, মনের দুঃখে, আত্মসংযম হারাইয়া সে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার পর—

সুশীলার মুখ ও কান লাল হইয়া উঠিল। নিদ্রিতা আয়ার পানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, ও তখন কোথায় ছিল! কিছু দেখিয়াছে কি না কে জানে! ছি ছি! কি লজ্জার কথা! তাহার মন বলিল, ছি ছি! কিন্তু হৃদয় এক অপূর্ব্ব পুলকে পরিয়া উঠিতে লাগিল।

দুই তিন মিনিটকাল এই দুই ভাবের নাগর-দোলায় দুলিয়া, সুশী বিছানায় উঠিয়া বসিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকিল—"আয়া!"

আয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন, এ ক্ষীণ-স্বরে তাহার ঘুম ভাঙ্গিল না। পাখা বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে সুশী তখন বিছানা হইতে নামিল। উঃ—দেহ এমন দুর্ব্বল, ভাল করিয়া যেন দাঁড়ান যায় না, পা টলে। কিয়দ্দূরে দেখিল, টেবিলের উপর একখানি ট্রে, তাহাতে কি সব খাবার ঢাকা রহিয়াছে, পার্শ্বে একটি স্পিরিট চুলা। পাখার সুইচ বন্ধ করিতে গিয়া দেখিল, নিকটস্থ আয়নার টেবিলে একখানি লেখা কাগজ পাটপিট করা, তাহার উপর হাত-ঘড়িটি চাপা দেওয়া রহিয়াছে। ঘড়িতে আড়াইটা বাজিয়াছে। কাগজখানি তুলিয়া দেখিল, তাহা বিজয়ের হস্তাক্ষর। সেইখানে দাঁড়াইয়া পাঠ করিতে লাগিল। তাহাতে লেখা আছে—

"আমার সুশীলা,

রাত্রি এখন বারোটা। তুমি ঘুমাইতেছ। আর অধিকক্ষণ এখানে অপেক্ষা করা আমার উচিত নহে, এই বিবেচনায় আমি এখন চলিলাম। তোমার জন্য খাবার আনাইয়া রাখিয়াছি, যখন তোমার ঘুম ভাঙ্গিবে, উঠিয়া খাইও। এক পেয়ালা সুরুয়া, এক প্লেট কোল্ড চিকেন এবং একটা কাষ্টার্ড পুডিং রহিল। তোমার আয়াকে বলিয়া যাইতেছি, ষ্টোভ জ্বালিয়া সুরুয়াটুকু সে তোমায় গরম করিয়া দিবে। ঘুম যখনই ভাঙ্গুক, সুরুয়াটুকু নিশ্চয়ই পান করিও। অপর খাদ্যগুলি ক্ষুধা অনুসারে খাইও। আমি এখন চলিলাম, কল্য বেলা ৯টার মধ্যে আবার তোমায় দেখিতে আসিব।

এই তোমাকে আমার প্রথম প্রণয়লিপি— এখানি একটু 'বস্তুতান্ত্রিক' হইয়া পড়িল, নয়? আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে খাদ্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য বাবুর্চ্চিখানায় লোক পাঠাইয়া আবার যখন আমি তোমার বিছানার কাছে চেয়ারখানিতে আসিয়া বসিলাম, দেখিলাম, তোমার অধরে মৃদু হাসির রেখা খেলা করিতেছে। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কি স্বপ্ন দেখিতেছিলে সুশীলা আমার? স্বপ্নটি মনে করিয়া রাখিও, কা'ল সকালে আসিয়া আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করিব। এখন যাই—না না, আসি। 'যাই' বলিতে তুমি যে আমায় নিষেধ করিয়াছিলে!

তোমার বিজয়।"

পত্রখানি হাতে করিয়া সুশীলা আবার বিছানায় আসিয়া বসিয়া, প্রথমটা হাঁপাইতে লাগিল। ভাবিল, দুই পা চলিয়াই আজ এত শ্রান্তি-বোধ হইতেছে কেন? আমার এ কি হইল? আর এত ঘুম আমার চোখেই বা কোথা হইতে আসিয়াছিল? গত রাত্রে থিয়েটর হইতে ফিরিয়া, ঘুম ত ভাল হয় নাই, আজ দিনেও ঘুমাই নাই—রাজ্যের ঘুম আমারই জন্য বুঝি জমা হইয়াছিল! তিনি যাইবার পূর্ব্বে আমায় জাগাইলেন না কেন? পত্রখানি আবার সে পড়িতে লাগিল—কারণ, কি পড়িয়াছিল, তাহা ভাল মনে পড়ে না। মস্তিষ্কও দুর্ব্বল। শেষ অবধি পড়িয়া আবার আরম্ভ করিল। সুশীর ললাটপ্রান্তে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম দেখা দিল—পাখাটা বন্ধ হওয়ার জন্যই বোধ হয়!

সহসা "দুর্হো বড়ি মচ্ছড়" বলিয়া কার্পেটশায়িনী আয়া নিজ গণ্ডদেশে এক প্রবল চপেটাঘাত করিয়া, পরক্ষণেই 'উহুহু' বলিয়া উঠিয়া বসিল। নিজের গালে সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"মেম-সাহেব, কখন্ জাগিলেন?"

"এই অল্পক্ষণ হইল।"

"এখন কেমন আছেন?"

"কেন, আমার কি হইয়াছিল?"

"আপনার ভারি অসুখ করিয়াছিল, মনে নাই? আপনি যে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন।"

"মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম? কখন্?"—বলিয়াই সুশীর যেন মনে পড়িতে লাগিল—সোফায় বসিয়া, বিজয়ের স্কন্ধে মাথা রাখিয়া সহসা তাহার মাথা ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছিল বটে।

আয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া, অন্যদিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিয়া বলিল—"সন্ধ্যার পর সাহেব আসিলেন না? মান্দ্রাজ যাইবেন কথা ছিল। আপনি কাঁদিতে লাগিলেন—"

সুশী বাধা দিয়া বলিল—"তুই কোথায় ছিলি?"

আয়া অম্লানমুখে উত্তর করিল—"আমি দরজার বাহিরে বারান্দায় বসিয়া ছিলাম, মাঝে মাঝে পর্দ্দা একটু উঠাইয়া ভিতরে দেখিতেছিলাম কি না! সাহেব যখন আপনাকে কিস্ করিলেন, সেই সময় আপনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। আপনার মনে নাই?"

সুশী একদৃষ্টে আয়ার পানে চাহিয়া ছিল। তাহার কথা শেষ হইলে জিজ্ঞাসা করিল—"তার পর?"

"তার পর সাহেব আমাকে ডাকিলেন। আমি ছুটিয়া গিয়া ম্যানেজার সাহেবকে খবর দিলাম। ডাক্তার-মেমসাহেব আসিলেন। আপনাকে পালঙ্কে আনা হইল, অনেক কষ্টে আপনার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল।"

সুশীর স্মরণ হইল, ঠিক বটে, ঘুমের মাঝখানে একবার সে জাগিয়া উঠিয়া একজন অপরিচিতা মেমকে দেখিয়াছিল বটে। আয়া বলিতে লাগিল—"সাহেব বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। আপনি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, সাহেবকে কি সব বলিয়া ডাক্তার মেম চলিয়া গেলেন। সাহেব আপনাকে সুরুয়া পান করাইলেন। তার পর আপনি ঘুমাইয়া পড়িলেন—এখন মনে হইতেছে হুজুর?"

"তার পর?"

"সাহেব চলিয়া গেলেন। আপনার জন্য চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।" বলিয়া আয়া উঠিল, আয়না-টেবিলের নিকট গেল।

সুশী বলিল—"চিঠি আমি পাইয়াছি।"

"আপনার খাবার ঢাকা রহিয়াছে। সুরুয়া গরম করিয়া দিব কি?"

"আচ্ছা দে!"

আয়া ষ্টোভ জ্বালিয়া সুরুয়া গরম করিতে লাগিল, সুশীলা বসিয়া চিঠিখানি আবার পড়িতে লাগিল। মাঝে মাঝে চিঠি পড়া বন্ধ করিয়া দেওয়ালের দিকে চাহিয়া, সন্ধ্যাবেলার ঘটনাগুলির কথা ভাবিতে লাগিল। একটা কথা মনে পড়িলে আর একটা কথা ভুলিয়া যায়—ঘটনাসূত্র যেন ছিন্নভিন্ন। সে আপন মনে বলিল—"আমার চোখ থেকে ভাল ক'রে ঘুম এখনও ছাড়ে নি—না, কি? সে আমায় ভালবাসে বলেছে। আর—আর কি কি হয়েছিল, কে জানে!" তাহার মাথাটি যেন ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল।

বিছানায় বসিয়া গরম সুরুয়াটুকু পান করিবার পর সুশী কতকটা সুস্থ বোধ করিল। আয়ার পীড়াপীড়িতে পুডিং হইতেও কিয়দংশ লইয়া খাইল—আর কিছু খাইতে সম্মত হইল না।

আহারের পর, আবার তাহার চোখ দুটি ঘুমে জড়াইয়া আসিতে লাগিল। প্লেটগুলি সরাইয়া লইতে লইতে আয়া বলিল, "হুজুর, শয়ন করুন, এখনও অনেক রাত আছে। কা'ল সকালেই উঠিতে হইবে, সাহেব ৯টার সময় আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন। পাখাটা খুলিয়া দিব কি? বড় মশা!"

"দে"—বলিয়া সুশী বিছানায় এলাইয়া পড়িল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দিন কাটে না।

পরদিন প্রভাতে সুশীর ঘুম ভাঙ্গিলে বিছানায় সে উঠিয়া বসিয়া, আয়াকে ডাকিয়া সময় জিজ্ঞাসা করিল। আয়া বলিল,—"আটটা প্রায় বাজে মেম-সাহেব, আপনার মুখ ধুইবার গরম জল আনাইয়া রাখিয়াছি, উঠুন, সাহেব নয়টার সময় আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন।"

সুশী বলিল—"আটটা বাজে!—আমি যে স্নান করিব। আমার স্নানের জল দিতে বল্।"

"বহুৎ আচ্ছা হুজুর"—বলিয়া আয়া প্রস্থান করিল। সুশী বিছানায় সেইভাবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল—তাই ত! এত বেলা হইয়াছে? স্নান করিব কখন্!—স্নান না করিয়া আজ পর্য্যন্ত কোন দিনই ত তাঁহার সাম্‌নে বাহির হই নাই!—যাহা করি নাই, আজ তাহা করিব?—না না—তাহা অসম্ভব! এত দেরী করিয়া ঘুমভাঙ্গা ভাল হয় নাই—ছি ছি! বড়ই তাড়াতাড়ি হইল।

প্রায় পাঁচমিনিট পরে আয়া আসিয়া বলিল—"স্নানের জল দিতে বলিয়াছি;—আর, সাহেবের দ্বারবান্ হুজুরের জন্য এই চিঠি আনিয়াছে। জবাব চায়।"

সুশী পত্র লইয়া কম্পিত হস্তে তাহা খুলিয়া ফেলিল। পড়িল—

"আমার সুশীলা,

আজ বেলা ৯টার মধ্যে তোমায় দেখিতে আসিব বলিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা পারিলাম না। বাড়ীতে বড় গোলমাল। ওবেলা তোমার কাছে নিশ্চয়ই আসিব।

কা'ল সারারাত তুমি কেমন ছিলে, আজ এখন কেমন আছ, লিখিয়া আমায় জানাও। তুমি ভাল আছ, ইহা না জানিতে পারিলে, আমার মন কোনমতেই সুস্থির হইতেছে না।

বিকালে আসিয়া সব কথা বলিব।

তোমার বিজয়।"

সুশী আয়াকে বলিল—"এখন স্নানের জল দিতে মানা কর্। কাগজ-কলম আন্, চিঠি লিখিব।"

আয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সাহেব কি এখন আসিবেন না, হুজুর?"

"না, তাঁর বাড়ীতে কায আছে। ও বেলা আসিবেন।"

কাগজ-কলম হইয়া সুশী পত্র লিখিল—

"প্রিয়তম,

কা'ল রাত্রে আমি ভালই ছিলাম, এখনও বেশ আছি। শরীরটা কিছু দুর্ব্বল। তুমি আমার জন্য চিন্তা করিও না।

তোমার চিঠি পড়িয়া, ব্যাপার কি, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি যতক্ষণ আসিয়া সকল কথা আমায় না বলিবে, ততক্ষণ আমার মন কোনমতে সুস্থির হইবে না। শীঘ্র আসিও—তোমার পথ চাহিয়া রহিলাম।

তোমার সুশীলা।"

পত্রখানি খামে বন্ধ করিয়া, ঠিকানা লিখিয়া আয়ার হাতে দিয়া সুশী বলিল—"এই জবাব। আমি এখন উঠিব না, আর একটু ঘুমাইব—শরীর এখনও দুর্ব্বল রহিয়াছে। ঘন্টাখানেক পরে আমার স্নানের জল পাইলেই চলিবে।"

আয়া বলিল—"এক পেয়ালা চা এখন আনাইয়া দিব কি হুজুর ?

"না—এখন নয়"—বলিয়া সুশী শয়ন করিল।

ঘন্টা দুই পরে সুশী উঠিয়া স্নানাদি করিল। আহারেও বসিয়াছিল, কিন্তু তাহার মনটা বড়ই চঞ্চল হইয়াছে। বিজয়ের পত্র দুইখানি সে বারংবার পাঠ করিয়াছে—শেষের খানিতে, "বাড়ীতে বড় গোলমাল" কথাগুলির কোনও অর্থই সে স্থির করিতে পারিতেছে না। কি হইয়াছে ?—এই গোলমাল কি তাহারই জন্য উপস্থিত হইয়াছে ? তিনি কি তবে বকুরাণীকে বলিয়াছেন ? বলাই সম্ভব। ছল-চাতুরী করিবার লোক ত তিনি নহেন! যাহা হইয়াছে, নিশ্চয়ই তিনি বকুরাণীকে বলিয়াছেন।—এবং সেই উপলক্ষেই গোলমাল বাধিয়া থাকিবে। গুরুতর কিছু ঘটিয়াই থাকিবে—নহিলে, অন্ততঃ দশমিনিটের জন্যও আসিয়া তিনি ত আমায় দেখা দিয়া যাইতে পারিতেন!

সারাদিন সুশীর বড়ই কষ্টে কাটিল। বসিয়া সুখ নাই, শুইয়া সুখ নাই,—খালি বুকের ভিতরটা গুরু-গুরু করিতে থাকে। হোটেলের লাইব্রেরীতে গিয়া সংবাদপত্র পড়িতে চেষ্টা করিল, ভাল লাগিল না। আলমারি হইতে উপন্যাস পাড়িয়া পাতা উল্টাইল, কোনওখানি মনের মত হইল না। অবশেষে নূতন ও পুরাতন খানকতক সচিত্র মাসিকপত্র লইয়া নিজ কক্ষে ফিরিয়া আসিল। বসিয়া পড়িতে চেষ্টা করিল—ভাল লাগিল না। বিজয়ের পত্র দুইখানি তাহার ব্লাউজের ভিতর বুকের কাছে ছিল, কেবল সেই দুইখানিই পড়িতে ইচ্ছা করে।

দীর্ঘ দিন এইরূপে অতিবাহিত হইল।

সন্ধ্যা হয় হয়। সুশী তাহার বসিবার কক্ষে একখানি মাসিক পত্রের পাতা উল্টাইয়া ছবি দেখিতেছে, আয়া পার্শ্বের কক্ষে তাহার বিছানা ঠিক করিতেছে—এমন সময় বাহির হইতে কাহার পদশব্দ শুনিয়া সে অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই বিজয় প্রবেশ করিয়া, তাহার দুটি হাত নিজ হাতে লইয়া বলিল—"কেমন আছ সুশীলা ?"

সুশী অন্যদিকে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে উত্তর করিল—"ভাল আছি।"

"কেমন ছিলে আজ সারাদিন ?"

"ভাল ছিলাম।"

"কা'ল রাত্রে কখন্ তোমার ঘুম ভাঙ্গলো ?"

"দুটোর সময়।" বলিয়া সুশী বিজয়ের মুখপানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—"তোমার চেহারা এ কি হয়ে গেছে!"

বিজয় সুশীর হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"কেন ? কি হয়েছে ?"

সুশী বিজয়ের হাতটি ধরিয়া টানিয়া সোফার নিকট লইয়া গেল। বলিল—"ব'স।"

বিজয় বসিলে, সুশীও তাহার পাশে বসিয়া বলিল—"তোমার চোখ ব'সে গেছে, মুখ শুকিয়ে গেছে—এ কি হয়েছে ?"

বিজয় মৃদু হাসিয়া বলিল—"ওঃ—এই!—কা'ল রাতে ত ভাল ঘুম হয়নি, দিনেও শুই নি, তাই বোধ হয়।"

সুশী উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, দিনে শুলে না কেন ? বাড়ীতে কি গোলমাল হয়েছে, বল বিজয়! সারাদিন আমার ভারি মন খারাপ গেছে কিসের গোলমাল ?—সবাই ভাল আছে ত ?"

"আছে।"

"বকুরাণী ?"

"ভাল আছে। তাকে বলেছি!"

"বলেছ ? যা ভেবেছি, তাই। আমি তখনই জানি।"

বিজয় ঔৎসুক্যের সহিত বলিল—"কি জান তুমি ?"

"জানি যে, কা'ল সন্ধ্যার সব ঘটনা, তা তুমি বকুরাণীকে বলবে।"

বিজয় বলিল—"তুমি জান ? আশ্চর্য্য ত! আচ্ছা, তোমরা কি ক'রে এ সব জানতে পার ?"

"আমরা কারা ?"

"তুমি, বকুরাণী। তোমায় ভালবাসি, সে কথা আমি বকুরাণীকে বলেছি। শুনে, সে কি বল্লে জান ?"

"সে কি বল্লে ?"

"সে বল্লে—তুমিও এখনি যা বল্লে। সে বল্লে—আমি তা জানি।"

ইহা শুনিয়া সুশী গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"কি ভাবছ ?"

সুশী মুখ তুলিয়া বলিল—"তুমি কি ভাবছ ?"

বিজয় বলিল—"কা'ল আমায় মান্দ্রাজ যেতে হবে, তাই ভাবছি।"

"কেন ? আবার মান্দ্রাজ কেন ?"

"একই কারণে। বাস্তবিক তুমি অবিবাহিতা কি না, অনুসন্ধান করবার জন্যে।"

সুশী অনুযোগের স্বরে কহিল—"যে কথার জন্যে কা'ল এত কাণ্ড হয়ে গেল, আবার তুমি সেই কথা আজ বলছ ? আমায় তুমি যা বলেছ, যা করেছ, তার পরেও—মান্দ্রাজ যেতে চাও ? এখনও আমায় তুমি বিলিয়ে দিতে চাও ?"

একটা কি কথা বিজয়ের মুখের কাছ অবধি আসিয়াছিল, কথাটাকে হঠাৎ সে আট্‌কাইয়া ফেলিল। তখনই অন্য কোন উত্তরও যোগাইল না।

বিজয়কে নীরব দেখিয়া সুশী চক্ষু নত করিয়া বলিল—"তোমার মনের ভাব আমি যে না বুঝেছি, তা নয় বিজয় !" বলিয়া একটি কম্পিত নিশ্বাস ফেলিল।

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"কি বুঝেছ, শুনি ?"

সুশী সোফায় হেলান দিয়া, মুখখানি বিজ্ঞের মত করিয়া বলিল—"পদ্যপাঠ পড়েছ ? তাতে লেখা আছে—

যে মাটীতে পড়ে লোক, উঠে তাই ধ'রে,
বারেক নিরাশ হয়ে কে কোথায় মরে ?
তুফানে পতিত কিন্তু ছাড়িব না হাল;
আজিকে বিফল হ'ল হ'তে পারে কাল।"

বিজয় বলিল—"অর্থাৎ ?"

সুশী মুখটি নীচু করিয়া বলিল—"অর্থাৎ আমাকে আজই ঝেড়ে ফেলা তোমার পক্ষে হয় ত শক্ত, কিন্তু তোমার নিরাশ হবার দরকার নেই।" বলিতে বলিতে তাহার ওষ্ঠযুগল যেন কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়া উঠিল।

বিজয় একটু হাসিয়া, সুশীর কাছে একটু সরিয়া আসিয়া, তাহার হাতখানি একটু নাড়িয়া দিয়া বলিল—"পাগল ! এ কথা তোমার মনে এল কেন ? আমি তোমায় ঝেড়ে ফেল্‌বার চেষ্টা করছি—তোমায় বিলিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করছি—এখনও এই সব কথা ?"

সুশী বলিল—"মন্দ কথা ত কিছু নয়—মন থেকে আমায় ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করাই ত তোমার উচিত। তুমি যদি অবিবাহিত হ'তে, তা হ'লে অন্য কথা ছিল—"

বিজয় সুশীলার হাতখানা ধরিয়া বলিল—"আমি যদি অবিবাহিত হতাম, তা হ'লে কি হ'ত সুশীলা ?"

সুশী বলিল—"তা হ'লে তুমি চাইলেই আমায় পেতে—আমি তোমার হতাম—তোমার স্ত্রী হতাম।"

"তুমি আমার স্ত্রী হ'তে ?—কিন্তু আমরা ত হিন্দু মানুষ, আমি যদি বল্‌তাম, মেয়েছেলে জুতো মোজা পরে, আমি দু'চক্ষে দেখতে পারিনে, যেখানে সেখানে বেড়ায়, আমি তা ভালবাসিনে—আমি যদি তোমায় বেরুতে না দিতাম, তোমায় পর্দ্দায় রাখতে চাইতাম ?"

"তাই থাক্‌তাম। জুতো মোজা পর্‌তাম না। শাঁখা সিন্দুর পর্‌তাম।"

বিজয় কিছুক্ষণ বসিয়া কি ভাবিল। শেষে বলিল—"তুমি সত্যি বলছ সুশীলা ? এই যা সব কল্পনা করা যাচ্ছে, তাই যদি বাস্তব হ'ত—আমি যদি অবিবাহিত হতাম, এই ১৮।১৯ বছর অবধি তুমি ইংরেজী ধরণের মানুষ হয়েছ—তার পর যদি হঠাৎ আমি তোমায় বিয়ে ক'রে, অন্তঃপুরের মধ্যে তোমায় ইন্‌টার্ণ ক'রে ফেলে, জবরদস্তি তোমায় হিন্দু ক'রে ফেলবার চেষ্টা কর্‌তাম, তা হ'লে তুমি তা সহ্য করতে পার্‌তে ? তোমার কোনও দুঃখ হ'ত না ?"

সুশী দৃঢ়স্বরে বলিল—"কিসের দুঃখ ? কিছু না। দিল্লী দিল্লী ছুটোছুটি ক'রে বেড়িয়ে, আর টেবিলে ব'সে ছুরিকাঁটা ধ'রে খানা খেয়ে ত সুখের সীমে নেই !" পরক্ষণেই মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল—"তবে পর্দ্দাতেই থাকি আর যাই থাকি, ছুটির সময় তুমি দেশভ্রমণ করতে চাইলে, তোমায় একলা ছেড়ে দিতাম না, বুঝেছ গো !"

হাসির কথা—কিন্তু কাহারও মুখে হাসি দেখা গেল না। আকাশ-কুসুমের আবাদ করিতে হইলেও, মাটীতে পা রাখিয়াই তাহা করিতে হয়—অন্য উপায় নাই।

সুশী বলিল—"তুমি চা খেয়ে এসেছ ?"

"চা ? কৈ, মনে ত পড়ে না। খাইনি বোধ হয়।"

সুশী তৎক্ষণাৎ তাহার আয়াকে ডাকিয়া চা আনিতে হুকুম দিল। আয়া চলিয়া গেলে বলিল—"আমি যে জিজ্ঞাসা করলাম—কি নিয়ে বাড়ীতে গোলমাল হয়েছিল ?"

বিজয় বলিল—"তোমার কথা বকুরাণীকে আমি সমস্তই বলেছি—"

সুশী বলিল—"শুধু আমার কথা ? তোমার নিজের কথা বল নি ?"

বিজয় বলিল—"তাও বলেছি বৈ কি।"

সুশী বলিল—"বকুরাণীকে কি সব কথা তুমি বলেছ ?"

বিজয় বলিল—"বল্লাম যে !"

সুশী বলিল—"দেখ বিজয়, আমার মাথার মধ্যে আজ সমস্তই গোলমাল। আজ আমার কি হয়েছে। আবার বল। কখনই বা বকুরাণীর সঙ্গে তোমার দেখা হ'ল, কি সব কথা তুমি তাকে বল্লে, সেই বা কি বল্লে—গোলমালই বা কি হ'ল ?"

এমন সময় হোটেলের খানসামা চা আনিয়া হাজির করিল। সুশী বিজয়কে চা ঢালিয়া দিল। খানসামা অপেক্ষা করিতে লাগিল।

চা-পান শেষ হইলে বিজয় বলিল—"সুশীলা, চল, একটু বেড়াবে ?"

"কোথা যাবে ?"

"চল, মাঠে একটু বেড়ান যাক্। তার পর, ইডেন গার্ডেনে, একটা নির্জ্জন বেঞ্চি খুঁজে সেইখানে দু'জনে ব'সে সব কথা তোমায় বল্‌ব। আজ অনেক কথা তোমায় বল্‌বার আছে।"

"বেশ, চল। আমি জুতো বদ্‌লে আসি।" বলিয়া সুশী তাহার শয়নকক্ষে গেল।

ফিরিতে সুশীর বিলম্ব হইতে লাগিল। প্রায় পনেরো মিনিট পরে যখন সে ফিরিল, বিজয় দেখিল, শুধু জুতা নয়, বস্ত্রাদিও সে পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়াছে। সোহাগপুরে বিজয় তাহাকে যে মান্দ্রাজী শাড়ীখানি কিনিয়া দিয়াছিল, তাহাই পরিয়াছে।

উভয়ে তখন হোটেল হইতে নামিল। বিজয়ের মোটর-গাড়ী তথায় অপেক্ষা করিতেছিল। উভয়কে লইয়া গাড়ী ময়দানের দিকে ছুটিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বাধা নাই

অপরাহ্ণকাল হইতে বাতাস বন্ধ থাকায় ভারি গুমট হইয়াছিল, মোটর গাড়ী ময়দানে প্রবেশ করিলে উভয়ে অত্যন্ত আরাম বোধ করিল। গঙ্গা-তীরবর্ত্তী প্রশস্ত রাজপথ, ঘোড়দৌড় মাঠের চারিধার, ময়দানের সকল রাস্তাগুলি মৃদুবেগে দুই তিনবার করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বিজয়ের গাড়ী যখন ইডেন্ গার্ডেন্সের দক্ষিণ-পশ্চিম ফটকে আসিয়া দাঁড়াইল, ভিতরে তখনও প্রখর বিদ্যুৎ-আলোক, ব্যাণ্ড বাজিতেছে, বাদ্যমঞ্চের সংলগ্ন হরিদ্‌ভূমি ও পদচারণ পথগুলি বহু ইংরাজ নরনারী ও বাঙ্গালী বাবুতে পরিপূর্ণ। বিজয় সুশীকে গাড়ী হইতে নামাইয়া, বাগানে প্রবেশ করিয়া ধীরপাদবিক্ষেপে বাদ্যমঞ্চের দিকে অগ্রসর হইল।

কিয়দ্দূর আসিয়া সুশী বলিল—"যে ভীড়, তায় এই গরম—প্যাগোডার দিকে চল।"

বিজয় বলিল—"বাজনা একটু শুন্‌বে না ? আর বোধ হয় ভেঙ্গে এল, সাড়ে সাতটা বেজে গেছে।"

সুশী বলিল—"না—আর বাজনা শুনে কাজ নেই।"

উভয়ে তখন ঘুরিয়া পূর্ব্বমুখে চলিল। ক্রমে আলোকের প্রখরতা এবং মানুষের ভীড় দুই-ই কমিয়া আসিতে লাগিল। এখানে ওখানে এক একটি লণ্ঠন জ্বলিতেছে। কিয়দ্দূর হইতে এইরূপ একটি লণ্ঠন দেখিয়া সুশী বলিল—"ওগো, ঝোপের মাথায় একটি লণ্ঠন বসিয়ে দিয়েছে দেখ।"—বিজয় হাসিল। সুশী সে আলোকটির নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিল, লণ্ঠন যথাবিধি লোহা-খুঁটির মাথাতেই আছে, তবে সে খুঁটিতে জড়াইয়া লতা-গুল্ম এতই স্ফীত হইয়া রহিয়াছে যে, দূর হইতে দেখিলে ঝোপের মাথায় লণ্ঠন বসানো বলিয়াই ভ্রম হয়।

নীরবে মৃদুপদে দুইজনে পথ অতিক্রম করিতেছে। দুই জনের মুখ বিষণ্ণ। এক ঘণ্টাকাল উভয়ে গাড়ীতে একত্র বসিয়াছিল, তখনও তাহাদের মধ্যে অধিক বাক্য-বিনিময় হয় নাই।

ক্রমে দুই জনে কৃত্রিম "লেক"এর কিনারায় পৌঁছিল। দেবদারু গাছের নিম্নে জলের কাছে একখানি বেঞ্চ—তাহাতে শ্বেতাঙ্গ যুগল-মূর্ত্তি উপবিষ্ট। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, আর একটি গাছের নীচে একটি অনধিকৃত বেঞ্চ দেখা গেল। বিজয় বলিল—"বস্‌বে সুশীলা ? তুমি শ্রান্ত হয়েছ ?"

সুশী বলিল—"না, আর একটু বেড়াই, বেড়ালে তবু গায়ে একটু হাওয়া লাগে।"

ইহার পর দশ মিনিট ধরিয়া বাগানের সেই নির্জ্জনপ্রায় পূর্ব্বভাগে দুই জনে পদচারণা করিল। একটা স্থানে অপ্রশস্ত পথটির দুই পার্শ্বে দুইটি বাঁশ-ঝাড়। উভয় ঝাড়ের পাতাগুলি মিশিয়া, পথটির উপর একটি সুদৃশ্য তোরণ নির্ম্মাণ করিয়াছে। মাথা নীচু করিয়া উভয়ে সেই তোরণ অতিক্রম করিয়া চলিল। পথের ধারে স্থানে স্থানে পাথরের ঢিবি, তাহার ফাটলে কি সব গুল্ম জন্মিয়াছে, অন্ধকারে চেনা যাইতেছে না। সুশী বলিল—"এখানেও পাথর জন্মায়?" বিজয় বলিল—"পাথর অন্য জায়গা থেকে এনে এখানে বসিয়েছে—এখানে ফার্ণ লাগিয়েছে—পাথুরে জমিতে ফার্ণ ভাল হয় কি না।"

আরও অগ্রসর হইলে লণ্ঠনের আলোকে দেখা গেল, পথ হইতে কিয়দ্দূরে জলের ধারে একটা খালি বেঞ্চ রহিয়াছে। সুশী বলিল—"চল, ঐখানে বসি।"

পথ ছাড়িয়া গিয়া দুজনে সেই বেঞ্চখানিতে বসিল। সম্মুখে লেক্, পরপারে বৃক্ষলতাগুল্মে অন্ধকার জমিয়া আছে, কিন্তু পশ্চাতের লণ্ঠনটিতে বেঞ্চখানির চতুষ্পার্শ্ব আলোকিত। বসিয়া বিজয় পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া একটি ধরাইয়া বলিল—"উঃ, দেখেছ, কোনও গাছের পাতাটি নড়ছে না!" বসিয়া বসিয়া সিগারেট অর্দ্ধভাগ সমাপন করিয়া বলিল—"তুমি কি ভাবছ, সুশীলা?"

সুশী বলিল—"ভাবছি, তোমায় আমায় কোন দিন যদি দেখা না হ'ত, সেই ছিল ভাল।"

"কেন?" বলিয়া বিজয় তাহার সঙ্গিনীর বাহুস্পর্শ করিল।

সুশী বলিল—"আমার জন্যে কি বিষম গোলযোগ দেখ! তোমায় কি মুস্কিলেই না ফেলেছি আমি!—তোমার মনে সুখ নেই, শান্তি নেই, তোমার বাড়ীর লোকের সুখ নেই, শান্তি নেই,—শুধু আমারই জন্যে না!"

বিজয় নীরবে ধূমপান শেষ করিয়া, সিগারেটের অদগ্ধ অংশটুকু ছুড়িয়া জলে ফেলিয়া দিয়া বলিল,—"সুশীলা, তুমি অদৃষ্ট মান?"

সুশী বলিল—"মানি না? খুব মানি।"

বিজয় বলিল—"তোমায় আমায় দেখা হবে, এই সব ব্যাপার হবে, এ সকল কি আমাদের ভাগ্য-বিধাতা আগে থেকেই ঠিক ক'রে রেখেছিলেন?"

সুশী বলিল—"নিশ্চয়।"

"তবে আর দুঃখ কিসের, সুশীলা?"

সুশী বলিল—"ভাগ্যবিধাতা আমাদের অদৃষ্টে আরও কি কি ঠিক ক'রে রেখেছেন, তাই বা কে জানে!"

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বিজয় বলিল—"খানিক আগে তুমি আমায় বলেছিলে সুশীলা, যে, আমি যদি অবিবাহিত হতাম, তা হ'লে আমি তোমায় চাইলেই পেতাম—তুমি আমার স্ত্রী হ'তে। এ কথা কি তুমি মন থেকে বলেছিলে?"

সুশী বলিল—"নিশ্চয়।"—তাহার কণ্ঠস্বর এখন অশ্রুজলে ভিজিয়া একটু ভারি হইয়াছে।

বিজয় বলিল—"আমার এক স্ত্রী আছে বলেই, আমি তোমায় চাইলে কি পাব না?"

সুশী বিস্মিত হইয়া বিজয়ের মুখের পানে চাহিল। কিন্তু আলোক পশ্চাতে থাকায় মুখ ভাল করিয়া দেখা গেল না। বলিল—"সে কি ক'রে হবে? দুই বিবাহ?"

বিজয় বলিল—"দোষ কি?"

"আইনে বাধে না?"

"ধর—যদি নাই বাধে, কোনও উপায় যদি থাকে?" সুশী উত্তেজিত স্বরে বলিল—"মানুষের আইনে যদি না-ও বাধে, ঈশ্বরের আইন ত আছে! যাকে তুমি বিবাহ করেছ, যার চিরদিনের সুখদুঃখের ভার তুমি নিয়েছ, জীবনের অবলম্বন জেনে, নিজেকে যে তোমার হাতে সমর্পণ করেছে, তাকে তুমি এত আঘাত যদি কর, তবে ধর্ম্মে বাধবে না?"

বিজয় বলিল—"সে যদি এটা আঘাত ব'লে মনে না করে? তার যদি এতে সম্পূর্ণ সম্মতি থাকে?"

সুশী বলিল—"সম্মতি? অসম্ভব!"

বিজয় বলিল—"না সুশীলা, তা অসম্ভব নয়। হিন্দু মেয়েকে তুমি চেন না। অন্য জাতের মেয়ের পক্ষে যা অসম্ভব, হিন্দু মেয়ের পক্ষে তা সম্ভব। তারা স্বামীকে ভোগের উপাদান ব'লে মনে করে না। সেই জন্যে, স্বামী যদি দ্বিতীয়া স্ত্রী গ্রহণ করেন, তবে তার ভয়ানক একটা ক্ষতি হয়ে গেল ব'লে তারা মনে করে না।—কেন, সে দিন ত সেই উর্ব্বশী-মিলন নাটকে—"

সুশী বাধা দিয়া বলিল—"সে সব কেতাবের কথা। আমি এও স্বীকার করতে রাজি আছি যে, হয় ত একদিন ছিল, যখন হিন্দু মেয়ে ঐ রকমই নিঃস্বার্থভাবে স্বামীকে তার পূজার দেবতা ব'লে

মনে করত, আত্মসুখের উপাদানস্বরূপ দেখত না। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও যে আজ—এই বিংশ শতাব্দীতেও—হিন্দু মেয়ে তাই আছে?"

বিজয় বলিল—"নয় কেন? হাজার হাজার বছর ধ'রে হিন্দুশাস্ত্র তাদের যা শিক্ষা দিয়ে এসেছে, তা কি দু-একখানা অধুনিক নভেল ও মাসিক পত্রে ইবসেনের নাটকের দুটো বদ্‌ তর্জ্জমা পড়েই বদলে যাবে? তুমি যা বলছ, আমিও তাই মনে করতাম—ভাবতাম, সংস্কৃত কাব্যনাটকের যুগের হিন্দু মেয়ে আর আজকের বাঙ্গালী মেয়ে—দুজনে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির জীব। কিন্তু সেটা ভুল,—তোমারও ভুল, আমারও ভুল।"

সুশী বলিল—"নিজের ভুল কিসে বুঝলে?"

বিজয় বলিল—"বকুরাণীর আচরণ দেখে। কা'ল আমি তোমার ওখান থেকে বাড়ী গিয়ে, সমস্ত রাত ঘুমাইনি কেবল ভেবেছি। আমার মনে হচ্ছিল, আমি একটা মহা অন্যায় করেছি। সেই জব্বলপুরে যে দিন তোমাতে আমাতে প্রথম একত্র বেড়াতে গিয়েছিলাম, সেই দিন থেকেই আমি বেশ বুঝতে পারছি যে, অন্যায় হচ্ছে, আমি বিবাহিত ব্যক্তি হয়েও তোমার দিকে আমার মন যাচ্ছে। যদি তার দু'চার দিন পরে আমি জব্বলপুর থেকে চ'লে যেতাম, তা হ'লে কিছুদিনে তোমায় ভুলে যেতাম। তা না হয়ে—"

সুশী তাহার সেই বাষ্পভরা চক্ষু দুইটি বিজয়ের দিকে স্থাপন করিয়া, অভিমানের স্বরে বলিল—"তুমি আমায় ভুলে যেতে?"

বিজয় বলিল—"সুশীলা, তুমি ভারি ছেলেমানুষ! তার পর শোন, ঘটনাচক্রে—"

সুশী আবার বাধা দিয়া বলিল—"ও সবই ত আমি জানি বিজয়! বকুরাণীর সঙ্গে তোমার কি কথা হয়েছে, তাই আমায় বল।"

বিজয় বলিল—"সেই কথাই ত বলছিলাম। আমি এখানে ফিরে দেখলাম, যদিও বিদেশ থেকে বকুরাণীকে স্পষ্ট ক'রে আমি কোন কথা লিখি নি, তবু সে বুঝতে পেরেছে। তার পর আমি তাকে সব কথা ত খুলেই বলেছি।"

"কবে?"

"কা'ল। তার পূর্ব্বে, স্পষ্ট ভাষায় তাকেও বলিনি, তোমাকেও বলিনি। কা'ল সকালে তাকে বলেছি, সন্ধ্যাবেলা হোটেলে তোমার আমার মধ্যে যা হয়েছে, আজ সমস্তই তাকে বলেছি—কিছুই গোপন করিনি। কাল সারারাত ভেবে চিন্তে আমি যা ঠিক করেছিলাম, তাও বকুরাণীকে বল্লাম। আমি কি ঠিক করেছিলাম জান? যত দিন না তুমি নিজের একটা উপায় ক'রে নিতে পার, তোমার ভার বকুরাণীকে দিয়ে, আমি বছরখানেকের জন্যে অদৃশ্য হয়ে যাব। নির্জ্জন স্থানে, যেখানে কেউ আমাকে চিনবে না—এমন সব জায়গায় দুই এক মাস ক'রে কাটাব। নির্জ্জনে থেকে, নিজের মনটাকে পিটিয়ে সোজা ক'রে নিয়ে তার পর দেশে ফিরব।"

সুশী বলিল—"পাহাড়ে জঙ্গলে তুমি সন্ন্যাসী হয়ে বেড়াবে?"

বিজয় বলিল—"না না—সন্ন্যাসী-টন্ন্যাসী হয়ে নয়—পাহাড়ে জঙ্গলেও নয়। অত কবিত্ব আমার মধ্যে নেই। বেহারে, ছোটনাগপুরে, উড়িষ্যায়—অনেক ডাকবাঙ্গলা আছে—যা রেল থেকে বিশ ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল দূরে, খুব নির্জ্জন স্থান, শোবার বসবার বন্দোবস্ত একরকম আছে, মোটামুটি খাওয়া-দাওয়ার কিছু বন্দোবস্তও ক'রে নেওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়—এই রকম সব জায়গায়, দুই এক জন মাত্র চাকর সঙ্গে নিয়ে—"

সুশী বাধা দিয়া বলিল—"বিজয়, কি তুমি পাগলের মত বলছ? তার চেয়ে বরঞ্চ, বকুরাণীকে তোমায় ফিরিয়ে দিয়ে, আমিই অদৃশ্য হয়ে যাই।"

বিজয় বলিল—"কিন্তু বকুরাণীর তা মত নয়।"

সুশী একটু ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিল—"আমার অদৃশ্য হবার কথাও বকুরাণীর সঙ্গে হয়ে গেছে?"

বিজয় বলিল—"তোমার অদৃশ্য হবার কথা নয়, আমার অদৃশ্য হবার প্রস্তাব শুনেই আজ দুপুরবেলা বকুরাণী বল্লে, সুশী কিছু চিরদিন তোমার জীবনের পথে থাকবে না; আজ হোক্, কা'ল হোক্, সে অন্য কোথাও যাবে, তার সঙ্গে তোমার দেখাসাক্ষাৎও হবে না, ক্রমে হয় ত তাকে তুমি ভুলতেও পারবে, কিন্তু কেন? তুমি যখন তাকে এত ভালবেসেছ, সেও যখন তোমায় এত ভালবেসেছে, তখন তোমাদের বিয়ে হওয়াই উচিত।"

সুশী বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল—"এই কথা বকুরাণী বলেছে?"

বিজয় বলিল—"এই কথাই সে বলেছে।"

"মনের সঙ্গে বলেছে?"

"আমার ত তাই বোধ হ'ল।"

সুশী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত!"

বিজয় বলিল—"শক্ত বটে, কিন্তু বাঙ্গালীর মেয়ের

পক্ষে এ নূতন কথা নয়। আমাদের এক আত্মীয়ের স্ত্রী, এ রকম করেছিলেন। তাঁর ছেলে হয় নি। তাঁদের অনেক বিষয়-সম্পত্তি, ছেলে হবার বয়সও স্ত্রীর পেরিয়ে গেল—তখন স্ত্রী নিজে উদ্যোগী হয়ে স্বামীর বিয়ে দিলেন। হিন্দুসমাজ ছাড়া অন্য কোনও সমাজে এটা কি সম্ভব?"

ইহা শুনিয়া সুশী ও-পারের অন্ধকার বনবীথির পানে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। বিজয় আর একটি সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইল। কিয়ৎক্ষণ পরে অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটি জলে ফেলিয়া দিয়া, সুশীর হাতখানি ধরিয়া বলিল—"তা হ'লে আর বাধা কি সুশীলা? তুমি আমার হবে বল!"

সুশী বলিল,—"আইনের কথা কি বল্‌ছিলে?"

বিজয় বলিল—"আইনের কথা সে পরে হবে এখন। এখন তুমি ধ'রেই নাও যে, আইনসঙ্গত-ভাবে এবং ভদ্রভাবে—বোষ্টমের আখড়ায় গিয়ে মালাচন্দন বিয়ে কিংবা কাশী গিয়ে বিশ্বেশ্বরের মাথায় রেখে শৈব বিয়ে নয়— ভদ্রভাবে আমাদের বিবাহ হ'তে পারে। তা হ'লে, তুমি আমার হবে সুশীলা?"

সুশী জলের পানে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। বিজয় উত্তরের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। সুশী তখন বিজয়ের পানে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল "আমি ত তোমারই আছি বিজয়।"

বিজয় সুশীকে কাছে টানিয়া, তাহার বাষ্পভারাকুল সুন্দর চক্ষু দুইটির পানে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"সুশীলা, তোমার নিজের মনটি বেশ ক'রে বুঝে দেখ। তোমার আমার অদৃষ্ট যদি চিরজীবনের জন্যে এক সূত্রে গেঁথে যায়, শেষ পর্য্যন্ত তুমি তা সহ্য কর্‌তে পার্‌বে ত? সচরাচর অন্য সকলের পক্ষে যা ঘটে থাকে, এ ত সে রকমটি হচ্ছে না। আমার অন্য এক স্ত্রী রয়েছে, একটি মেয়ে রয়েছে, আমার আত্মীয়-স্বজন রয়েছে, যারা হয় ত তোমাকে ঠিক স্নেহের চক্ষে দেখবে না—এ অবস্থা কোনও বধূরই আকাঙ্ক্ষার জিনিষ নয়। বেশ ক'রে ভেবে দেখ সুশীলা! তুমি লেখাপড়া শিখেছ, বুদ্ধি হয়েছে, নিজের ভালমন্দ বিচার করবার শক্তি তোমার জন্মেছে—বেশ ক'রে ভেবে দেখ, এ সকল বাধা সত্ত্বেও আমার স্ত্রী হওয়া তোমার স্পৃহণীয় কি?"

সুশী এতক্ষণ বিজয়ের মুখপানে চাহিয়া ছিল, এইবার সে চক্ষু নামাইল। বিজয় নীরবে প্রতীক্ষায় রহিল। সুশীকে নিরুত্তর দেখিয়া অবশেষে বলিল—"একটু আগে উত্তরের জন্যে আমি তোমায় পীড়াপীড়ি করেছিলাম—সেটা ঠিক হয়নি। না সুশীলা, এখনই তোমার উত্তর আমি চাইনে। তুমি সময় নাও; বেশ ক'রে সকল দিক্ ভেবে চিন্তে আমার কথার উত্তর দিও, কেমন?"—বলিয়া বিজয় সুশীর হাতখানি মৃদুভাবে স্পর্শ করিল।

সুশী মুখখানি তুলিল। অশ্রুবদ্ধস্বরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—"না বিজয়, আমি সময় চাইনে; ভেবে চিন্তে আমার দেখবারও কিছু নেই। তুমি যদি বোঝ, বকুরাণীর প্রতি কোনও অন্যায় করা হবে না, সে মনে আঘাত পাবে না, তা হ'লে আমার বাধা কিছুই নেই। তুমি যদি আমায় একান্ত তোমার নিজের ক'রে নাও, আমি যদি তোমায় সুখী করবার, তোমার সেবা কর্‌বার অধিকার পাই, তবে তোমার অন্য স্ত্রী, তোমার ছেলেমেয়ে, তোমার আত্মীয়-স্বজনের রক্তচক্ষু—এ সকল কিছুই আমার কাছে বাধা নয়। সে সুদিন আমার যদি আসে, ঈশ্বর আমার ভাগ্যে এত সুখ যদি লিখে থাকেন, তবে তার চেয়ে আমার জীবনে আর কিছুই বেশী স্পৃহণীয় নেই বিজয়—ইহলোকেও নয়, পরলোকেও নয়।"

বলিতে বলিতে সুশী মুখখানি অবনত করিয়া পতনশীল অশ্রুবিন্দুগুলি গোপন করিল।

বিজয় কথা কহিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কণ্ঠ হইতে শব্দ বাহির হইল না। সুশীর হাতখানি টানিয়া নিজের বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া, সম্মুখে কালো জলের উপর লণ্ঠনের আলো কিরূপ নৃত্য করিতেছে, তাহাই দেখিতে লাগিল। গুমট কাটিয়া গিয়া কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বায়ু বহিতে আরম্ভ হইয়াছিল।

এই ভাবে দুই তিন মিনিট কাটিলে, সহসা কয়েক বিন্দু জল উভয়ের গায়ে পড়িল, উভয়ে ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিল। বিজয় বলিয়া উঠিল—"উঃ, কি মেঘ করেছে দেখ! এতক্ষণ আমরা লক্ষ্যই করিনি। ওঠা যাক্ চল, জল এল বোধ হয়।"

বিজয় উঠিয়া দাঁড়াইল। সুশী ওঠে না দেখিয়া বিজয় বলিল—"এস এস। দেরী কারো না।"

সুশী বলিল—"শরতের মেঘ—এখনি কেটে যাবে বোধ হয়। ব'সে থাকি এস। এখানটিতে ব'সে থাক্‌তে আমার বেশ লাগচে।"

"না—না, পাগল! মেঘের ঘটা দেখছ না! খুব জল আস্‌ছে। ওঠ"—বলিয়া বিজয় সুশীর হাতটি ধরিয়া তাহাকে উঠাইল।

সুশী উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু পা বাড়ায় না। বিজয়ের পানে চাহিয়া একবার সে হাসিয়া, মুখখানি নীচু করিল।

বিজয় বলিল—"কি ?"

সুশী বলিল—"আচ্ছা চল—কিছু না।"

বিজয় দুই মুহূর্ত্তকাল ভাবিল। তাহার পর সুশীর নত মুখখানি দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া, তাহাকে চুম্বন করিল।

সুশী লজ্জাজড়িতস্বরে বলিল—"আজকের দিনে তোমার কাছে এইটি আমার পাওনা ছিল। এইবার চল।"

বিজয় বলিল—"তা ঠিক। হিন্দু সমাজেই ঘুরে ফিরে বেড়াই—অন্য সমাজ সম্বন্ধে একটু আধটু যা জানি, তা নিতান্তই পুঁথিগত বিদ্যা কি না!"—বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

সুশীও হাসিতে হাসিতে বিজয়ের করধারণ করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

আকাশের পানে এক একবার চাহিতে চাহিতে বিজয় ও সুশী পাশাপাশি চলিতে লাগিল। বায়ুর বেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইল, মাঝে মাঝে দুই চারি কোঁটা বৃষ্টিও গায়ে আসিয়া পড়িতেছে। উভয়ে তখন গতি ক্ষিপ্রতর করিল। বাগানের এ অংশে একে আলোকের অল্পতা, তায় আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন—পথ ভাল দেখা যায় না। বিজয় বলিল—"সুশী, আমার হাত ধর—নইলে তুমি প'ড়ে যাবে।"

উভয়ে বাহুসংবদ্ধ হইয়া, ব্যাণ্ডমঞ্চের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিতেই প্রবলবেগে ধারাপতন আরম্ভ হইল। তথা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম ফটক, সেখানে গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, বড় জোর এক মিনিটের পথ। এই এক মিনিটে উভয়ের অবস্থা এমন হইল যে, গাড়ীতে গিয়া বসিলে, তাহাদের বস্ত্রসঞ্চিত জল, গাড়ীর কার্পেট ভিজাইয়া, রুদ্ধ দরজার ফাঁক দিয়া পা-দানে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

গাড়ী ছাড়িল। দুই জনে তখন হাসির ধূম পড়িয়া গেল। সুশী হাসিতে হাসিতে বলিল—"উঃ—সর্ব্বাঙ্গ ভিজে গেছে!"

বিজয় হাসিয়া বলিল—"এ রকম ভেজা বহুকাল হয়নি।"

সুশী বলিল—"ছেলেবেলায় জলে ভিজতে কি আমোদই হ'ত।"

বিজয় বলিল—"আজই বা কি কম! কেউ যদি এখন আমাদের ব্যবহার দেখে ত বলে, এরা দুটিতেই সমান ছেলেমানুষ!"

রাস্তায় জল দাঁড়াইয়াছে, গাড়ী অধিক দ্রুত যাইতে পারিতেছে না। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া আসিতেছে। বিজয় একটু শৈত্যানুভব করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার শীত করছে সুশীলা ?"

সুশী বলিল—"একটু একটু। তা হোক, জলে ভিজে কিন্তু খুব উপকার হয়েছে।"

"কি উপকার ?"

"দেখ, সেই বেঞ্চে ব'সে, তুমি যখন আমার হাতখানি নিয়ে তোমার বুকের উপর চেপে ধরলে, আমার মাথাটা ঝিম্ঝিম্ করছিল। কা'ল সন্ধ্যাবেলা ফিট্ হবার আগে যেমন হয়েছিল, ঠিক তেমনি। ছুটোছুটি ক'রে আর জলে ভিজে সেটা কেটে গেল।"

হোটেলের সম্মুখে পৌঁছিয়া, বিজয় গাড়ী হইতে নামিল। তখনও বৃষ্টি পড়িতেছে, তবে তত জোরে নহে। সুশীকে নামাইয়া বিজয় বলিল—"তোয়ালে খুব রগড়ে রগড়ে আয়া যেন তোমার গা মুছে দেয়। ভিজে কাকটি সেজে এখন আর আমি হোটেলে উঠব না।"

সুশী বলিল—"তুমিও বাড়ী গিয়ে শীগ্গির কাপড় বদ্লে ফেল। তোমার অসুখ-বিসুখ না করলে বাঁচি! কা'ল কখন্ আস্বে ?"

"অনেক কথা রইল, কা'ল দুপুর-বেলায় আস্ব। গুড্নাইট"—বলিয়া সুশীর করমর্দ্দন করিয়া, ভিজা টুপী তুলিয়া, বিজয় গাড়ীতে পুনঃপ্রবেশ করিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

আইনের কথা।

পরদিন বেলা বারোটার পূর্ব্বেই সুশী স্নানাদি সমাপন করিয়া প্রতীক্ষায় রহিল—বিজয় কখন্ আসে। ঘরে বসিয়া তাহার প্রাণটা যেন ছট্ফট্ করিতে লাগিল। তাই ঘর ছাড়িয়া, দ্বিতলের খোলা বারান্দাটিতে গিয়া সে পায়চারি করিতে আরম্ভ করিল। ক্ষণে ক্ষণে সতৃষ্ণ নয়নে এস্প্লেনেডের দিকে চাহিতে লাগিল। মিনিটে মিনিটে কত মোটর-গাড়ী মোড় ঘুরিয়া আসিয়া হুস্হুশব্দে হোটেলের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে—কিন্তু কৈ, বিজয়ের গাড়ীখানি ত আসে না! আকাশে মেঘ ছিল, তাই রক্ষা, নইলে দ্বিপ্রহর রৌদ্রে এই খোলা বারান্দায় অধিকক্ষণ থাকা চলিত না। তথাপি বেড়াইতে বেড়াইতে শ্রান্তিবোধ হয়। তখন রেলিং ধরিয়া, মোড়ের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা ক্লান্তি-অপনোদনের একমাত্র উপায়।

এইরূপ করিতে করিতে একটা বাজিল। হোটেল-বাসিগণ ডাইনিং সেলুনে আসিয়া 'লাঞ্চ' ভক্ষণ সুরু করিয়া দিল। ফট্‌ফট্ করিয়া বিয়ার খোলার শব্দ, ছুরি-কাঁটার টুং টুং, ভোজনকারিগণের মৃদু আলাপের গুঞ্জনধ্বনি—অবিরাম চলিতে লাগিল একজন পরিচারক বাহির হইয়া আসিয়া সুশীর নিকট নত-মস্তকে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হুজুরকা 'লাঞ্চ' আভি নেহি হোগা ?" সুশী একটু ভাবিয়া বলিল—"আচ্ছা, চলো।"

খাইতে বসিল বটে, কিন্তু ক্ষুধা তাহার মোটেই নাই ; সামান্য কিছু আহার করিয়া অল্পক্ষণ পরেই সুশী টেবিল ছাড়িয়া উঠিল। বাহির হইয়া নিজের কক্ষের দিকে চলিল।

বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়াই সে বলিয়া উঠিল —"এ কি !"—বিজয় সোফায় আড় হইয়া পড়িয়া সিগারেট ফুঁকিতেছে, পাশে টেবিলের উপর অ্যাশ-ট্রে অভাবে চায়ের এক পিরিচ রক্ষিত।

সে তখন সিগারেট রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, সুশীর দুইটি হাত নিজ দুই হাতে ধরিয়া স্মিতমুখে বলিল—"কেমন আছ সুশুমণি ?"

সুশী বলিল—"আবার বুঝি আমার নূতন নাম হ'ল ? তুমি কেমন আছ বল। কা'ল অসময়ে ও রকম ধারাস্নান ক'রে তোমার শরীর খারাপ হয়নি ত ?"

বিজয় বলিল—"কিছু না ! বাড়ী পৌঁছে, কাপড় বদলে, দুটি আউন্স ভাইনাম্ গ্যালিশিয়াই নির্জ্জলা সেবন করা গেল। তার পর খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম। অনেক দিন পরে খুব ঘুমিয়েছি কা'ল, এক ঘুমে রাত কাবার !"

সুশী বলিল—"তা হ'লে জলে ভিজে তোমারও উপকার হয়েছে বল ! সেই ভিজে কাকটিকে দেখে বকুরাণী কি বল্লে ?"

"বাড়ী ছিল না। কেউ বাড়ী ছিল না। বউদিদি, সৌদামিনী, বকুরাণী—সবাই গিয়েছিল ভবানীপুরে নিমন্ত্রণে। কত রাত্রে ফিরেছে, জানিও না—সকালে উঠে তাদের দেখলাম তুমি কা'ল এখানে ফিরে কি করলে বল।"

উভয়ে সোফায় বসিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল। আজ নয়টার সময় বকুরাণীর সহিত বিজয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সুশী যে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছে, এ কথা শুনিয়া বকুরাণী বলিয়াছে—"ভালই হ'ল।" এ সংবাদে সে যে তেমন কাতর হইয়াছে, এরূপ বিজয়ের মনে হয় নাই বরং কি ভাবে, কোথায় বিবাহ হইবে, এ সকল বিষয়ে বকুরাণী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার সহিত আলোচনা করিয়াছে।

সমস্ত শুনিয়া সুশী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শেষে বলিল—"আমার কি মনে হচ্চে জান বিজয় ? আমার মনে হচ্চে, এই বকুরাণী হয় তোমাকে এক বিন্দুও ভালবাসে না, নয় তার ভালবাসা সমুদ্রের মত এত গভীর, এত নির্ম্মল,—যে, তুলনায় আমাদের এই সব ভালবাসা ছেলে-মেয়ের খেলা মাত্র।"

বিজয় নীরবে সিগারেট পোড়াইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সুশী জিজ্ঞাসা করিল—"তা বকু-রাণীকে তুমি কি বল্লে ? কোথায়, কি রকম ভাবে আমাদের বিয়ে হবে ?"

বিজয় বলিল—"সেটা তোমাকে বোঝাতে হ'লে, একটু আইনের লেক্‌চার দিতে হয়। শুনবে ?"

"বলই না শুনি।"

তখন বিজয় সিগারেট ফেলিয়া বলিতে লাগিল—"প্রথম—তুমি যদি হিন্দু হ'তে, তবে হিন্দুমতেই বিবাহ হ'তে পারত, কারণ, আমরা দু'জনেই কায়স্থ—অন্ততঃ তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা সকলেই কায়স্থ ছিলেন। কিন্তু তুমি ক্রিশ্চান, সেই জন্যে তা হবার যো নেই। দ্বিতীয় কথা—বর কিংবা কনে, একজন ক্রিশ্চান হোক্—অন্যজন হিন্দু হোক, বৌদ্ধই হোক্, আর মুসলমান হোক,—ক্রিশ্চান ম্যারেজ-অ্যাক্ট অনুসারে বিবাহ হ'তে পারত ;—কিন্তু আমার এক স্ত্রী বর্ত্তমান, তাই সে আইনে খাটবে না। ঐ বাধার জন্যেই, যাকে তিন আইন বলে, ব্রাহ্মদের জন্যে সে আইন হয়েছিল, সে আইন অনুসারেও বিয়ে হবার উপায় নেই। এখন বাকী থাকে দুটি উপায়। আমরা যদি দুজনেই মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করি, তা হ'লে হ'তে পারে ; কিংবা আমরা যদি দুজনে আর্য্য-সমাজে প্রবেশ করি, তা হলেও হ'তে পারে।"

সুশী বলিল—"লাহোরের সেই আর্য্যসমাজ ? স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী স্থাপন করেছিলেন, না ? আর্য্য-সমাজের ত খুব প্রশংসা শুনেছি। সেই ত ভাল।"

"হাঁ, সেই ত ভাল। কিছুদিন হ'ল, একজন বিশিষ্ট হিন্দু, তাঁর স্ত্রী বেঁচে আছেন, আর্য্য-সমাজে গিয়ে এক ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন।"

সুশী বলিল—"হাঁ, খবরের কাগজে দেখেছিলাম বটে। তা সে সমাজে কারু স্ত্রীই থাকুক আর স্বামীই থাকুক, যে যাকে খুশী বিয়ে করতে পারে ?"

বিজয় বলিল—"স্ত্রী বেঁচে থাক্‌লে পুরুষের বাধে না, স্বামী বেঁচে থাক্‌লে স্ত্রীলোকের বাধে। আমায় মান্দ্রাজ যেতে হবে।"

সুশী বলিল—"মান্দ্রাজ যেতে হবে? মান্দ্রাজ যাওয়া তোমার একটা বাতিক হয়েছে, নয়?"

বিজয় বলিল—"বাতিকই বটে। সে ত আজ নয়, কা'ল যাব। এখন চল ত একবার বেরোন যাক্;—তোমার এন্‌গেজমেণ্ট রিং কিনে আনি।"

সুশী ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"কা'ল তুমি মান্দ্রাজ যাবে? কে তোমায় বল্লে?"

"কে আর বল্‌বে? আমিই বলছি।"

"আর আমি যদি কা'ল তোমায় যেতে না দিই?"

"কেন?"

"আমার খুসী। কি ক'রে যাবে তুমি?'

বিজয় হাসিয়া সুশীকে কাছে টানিয়া বলিল—"তা হ'লে কা'ল যাব না। যবে তোমার হুকুম পাব, তবে যাব।"

সুশী বিজয়ের স্কন্ধে মাথাটি রাখিয়া বলিল—"মনে থাকে যেন। আমার বিনা হুকুমে এখন থেকে কিচ্ছু করবার তোমার অধিকার নেই। এই কা'ল মোটে তোমায় আমি পেয়েছি—এখনও চব্বিশ ঘণ্টা হয় নি—আর এখনি তুমি আমায় ছেড়ে যাবার কথা বলছ? সে আমি যেতে দেব না। আমি বকুরাণীর মত ভালমানুষ নই, আমি বড় কড়া হাকিম, জান তো?"

বিজয় আদরে সুশী'র গালটি টিপিয়া দিয়া বলিল—"জানি গো! এখন আংটী পছন্দ করবে চল। কি পাথর তুমি ভালবাস? 'এমারল্‌ড'?"

সুশী মাথা তুলিয়া ভাল করিয়া উঠিয়া বলিল—"না না না না—'এমারল্‌ড' নয়—সবুজ রং নয়—সে যে jealousy! অন্য পাথর। চল আগে দেখি ত। চা খেয়ে যাবে না?"

বিজয় বলিল—"এসেই চা খাওয়া যাবে এখন। এখন ত মোটে তিনটে!"

উভয়ে বাহির হইয়া, কয়েকটি ইংরাজ দোকানে ঘুরিয়া, মাঝখানে নীলা চারিদিকে চুনীর টুকরা বসান সুন্দর একটি আংটী কিনিয়া আনিল। কক্ষে প্রবেশ করিয়া, দুই জনে একান্ত হইবামাত্র বিজয় সেটি সুশীর অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিল। সুশী বিজয়ের হাতটি ঠেলিয়া দিয়া বলিল—"না বিজয়, এখন নয়!"

"কখন্ তবে?"

সুশী আবদারের স্বরে বলিল—"সন্ধ্যার পর, সেই বাগানে, সেই জলের ধারে, সেই বেঞ্চটিতে ব'সে,—তুমি আমার আঙ্গুলে পরিয়ে দিও।"

বিজয় আংটীর বাক্স পকেটে রাখিয়া বলিল—"ভারি ছেলেমানুষ তুমি! আচ্ছা, তাই হবে সুশুমণি, তাই হবে। কিন্তু যদি আজ সে সময় আবার বৃষ্টি আসে?"

"আসে আসবে। ভিজতে বেশ লাগে কিন্তু, সত্যি!—এবার চা আন্‌তে বলি?—এই আয়া,—বয়কো বোলো—চা-পানি!"

দশ মিনিটের মধ্যে পরিচারক ট্রে ভরিয়া চায়ের সরঞ্জাম ও খাদ্যদ্রব্যাদি আনিয়া রাখিল। দুই জনে তখন গল্প করিতে করিতে সেগুলির সদ্‌ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ভাবনার কথা।

চা-পান করিতে করিতে সুশী জিজ্ঞাসা করিল—"আজ তোমার প্রোগ্রাম কি?"

বিজয় হাসিয়া বলিল—"সেটা তুমি ঠিক ক'রে দাও।"

"এখন ত চা খেয়ে আমরা বেড়াতে বেরুব। খানিক বেড়িয়ে সন্ধ্যা হব-হব সময়ে ইডেন গার্ডেন্‌সে গিয়ে একঘণ্টা কি দু'ঘণ্টা ব'সে থাক্‌ব—যদি বৃষ্টি না হয়। তার পর?"

বিজয় বলিল—"তুমি যা বলবে।"

সুশী তাহার সার্ভিয়েট্‌খানি তুলিয়া বিজয়ের গায়ে ছপ্ করিয়া এক ঘা মারিয়া বলিল—"তুমি hopeless মনিষ্যি! তার পর, আমায় এই হোটেলের দরজায় নামিয়ে দিয়ে তুমি বাড়ী চ'লে গিয়ে খেয়ে-দেয়ে ঘুমাবে, এই কি তোমার মৎলব?"

বিজয় এতক্ষণে সুশীর মনের কথাটি বুঝিতে পারিল। সত্যই ত—আজ যে সুশীর অঙ্গুলিতে উভয়ের অঙ্গীকারের চিহ্নস্বরূপ অঙ্গুরীয় স্থাপন করিবার পর, উভয়ে একত্র বসিয়া আহার করিবে না, ইহাই বা কেমন হয়?—বলিল—"তা তুমি যদি আমায় নিমন্ত্রণ কর, তা হ'লে বাড়ী চ'লে যাব কেন? আমিও নাম্‌ব—এখানেই খাব।"

সুশী বলিল—"ওঃ, নিমন্ত্রণ না করলে তুমি এখানে খাবে না? নিমন্ত্রণের কার্ড ত আমার কাছে নেই; কিনে আন্‌ব?"

বিজয় বলিল—"কার্ড আনতে হবে না, মুখে তুমি বল্লেই হবে। কিন্তু তা হ'লে সন্ধ্যের পর ত আমায় বাড়ী যেতে হয়, পোষাক বদলাতে।"

সুশী বলিল—"কি হবে পোষাক বদলে? আমরা ডাইনিং সেলুনে যাব কেন?—এইখানে বসেই খাব, বন্দোবস্ত ক'রে যাই।"

ভৃত্যগণকে ডাকাইয়া, যথোপযুক্ত উপদেশাদি দিয়া, পাঁচটার অল্পক্ষণ পরে দুই জনে বেড়াইতে বাহির হইল।

ঘণ্টাখানেক ময়দানে বেড়াইবার পর, ইডেন বাগানে ফিরিয়া আসিয়া উভয়ে গতকল্যকার সেই স্থানটি অভিমুখে চলিল। সেখানে পৌঁছিয়া দেখিল, কয়েকজন কলেজের ছাত্র বেঞ্চখানি দখল করিয়া বসিয়া আছে, এক জন গান গাহিতেছে, অপর যুবকেরা সিগারেট ফুঁকিতেছে। সুশী দেখিয়া অনুচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল—"কি আপদ্!" তথা হইতে সরিয়া কিয়দ্দূরে গিয়া আর একখানি অনধিকৃত বেঞ্চ পাইয়া উভয়ে উপবেশন করিল।

বিজয় বলিল—"গাড়ীতে ত কোন কথাই হ'ল না। এখন আমরা কি কি করব, সেইগুলি স্থির ক'রে ফেলি এস। প্রথম—আমাদের বিবাহ কবে হবে, তা বল।"

সুশী বলিল—"এখানে ত হবে না, আমাদের ত লাহোরে যেতে হবে?"

বিজয় বলিল—"এখানেও অবশ্য আর্য্যসমাজ আছে। কিন্তু লাহোরেই হ'ল তার আদিস্থান, সেইখানেই যাওয়া ভাল। কবে যাওয়া যাবে বল।"

সুশী বলিল—"যবে তুমি বল্বে।"

বিজয় বলিল—"আমার ইচ্ছা কি জান? বিয়ের পরেই আমরা দুজনে যদি বেরিয়ে পড়ি, য়ুরোপটা ঘুরে আসি, তা হ'লে কেমন হয়?"

সুশী সোৎসাহে বলিল—"সে ত বেশ হয়!"

বিজয় বলিল—"তা যদি হয়, তবে যত শীঘ্র আমরা বেরুতে পারি, ততই ভাল। অক্টোবর মাসের পাঁচ দিন কেটে গেল। যদি মাসের শেষাশেষি আমরা বেরুতে পারি, তবে খুব শীত পড়বার আগেই য়ুরোপে পৌঁছে যাব। নয় ত বেশী শীতের মধ্যে সেখানে গিয়ে পড়লে তোমার যদি সহ্য না হয়!"

সুশী বলিল—"শীত আমার খুব সহ্য হয়। আমি একবার বাবার সঙ্গে ডিসেম্বর মাসে দার্জ্জিলিং গিয়ে তিন হপ্তা সেখানে ছিলাম। আমার ত বেশ লাগত।"

বিজয় বলিল—"দার্জ্জিলিং চেয়ে বিলেতে শীত অনেক বেশী শুনছি। তা হ'লে এই মাসের মাঝামাঝিই আমরা লাহোরে যাই, কি বল!"

সুশী বলিল—"বেশ, তাই।"

বিজয় বলিল—"তা হ'লে ত আমার মান্দ্রাজ যাওয়া দেরী করলে চলে না! কা'লই বেরুতে পারলে ভাল হয়।"

সুশী হাসিয়া বলিল—"ও—কি ধূর্ত্ত তুমি।"

"কেন, কি ধূর্ত্তমি করলাম?"

"কাল মান্দ্রাজে যাওয়াতে পাছে আমি আপত্তি করি, তাই কৌশলে, শেষদিক্ থেকে পিছু হেঁটে হেঁটে আমাকে 'হাঁ' বলাতে বলাতে নিয়ে এলে!"

বিজয় বলিল—"না সুশীলা, মান্দ্রাজ যাওয়ার দরকার আছে বৈ কি!"

সুশী বলিল—"হ্যাঁ, তা আছে বটে। আমিও এ কথা কা'ল থেকে ভাবছি। সে মুখের কথায় বলেছে যে, আমার আগেকার স্ত্রী বেঁচে আছে, সেই কথার উপর নির্ভর ক'রে থাকা ঠিক নয়।"

বিজয় বলিল—"আমি ত কোন্ দিন চ'লে যেতাম সুশীলা, তুমিই ত গোল বাধলে।"

সুশী বলিল—"আমার যেমন বুদ্ধি! তা, গোল বাধিয়ে থাকি বাধিয়েইছি। না বাধালে, যে কথাটি সে দিন তোমার মুখে শুনলাম, সে কথাটি ত শুনতে পেতাম না।"

বিজয় বলিল—"না হয় দুদিন পরেই শুনতে।"

সুশী বলিল—"বলা যায় কি!"

"কেন?"

"তুমি মনে জানতে, আমি যদি অমত না করি, তা হ'লে আমাদের বিয়ে হ'তে কোন বাধা নেই। তাই তুমি মনের কথাটি আমায় বলেছিলে। যদি জানতে, তোমায় আমায় মিলনের কোনও সম্ভাবনা নেই, তা হ'লে কি ও কথাটি বলতে আমায়?"

বিজয় বলিল—"খুব সন্দেহ। বোধ হয় বলতাম না।"

"তবে? ধর, যদি মান্দ্রাজে গিয়ে দেখতে, যে কথা সে বলেছিল, সব মিথ্যা, দেশে তার স্ত্রী নেই, কোনও জন্মে সেখানে বিয়েও হয়নি, তা হ'লে তুমি কি এসে আমায় বলতে—আমি তোমায় ভালবাসি?"

বিজয় বলিল—"ননসেন্স! সে ওরকম মিথ্যা কথা বলবে কেন?"

সুশী বলিল—"সে কি যুধিষ্ঠির, না ওয়াশিংটন?"

বিজয় ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল—"যুধিষ্ঠির কিংবা ওয়াশিংটন না হলেও, এ অবস্থায় তার মিথ্যা বলা সম্ভব নয়।"

"কেন সম্ভব নয়? সে আমার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন কর্‌তেই চেয়েছিল। তুমি গিয়ে তার টুঁটি চেপে ধরেছিলে। নিজের সাফাইস্বরূপ যদি, দু'-দুটো স্ত্রীকে আমি কোথা থেকে খেতে দিব—আমার এই অবস্থা, এই মিথ্যাগুলি সে বানিয়ে ব'লে থাকে?"

বিজয় ক্ষীণস্বরে বলিল—"তা কি সম্ভব?"

সুশী বলিল—"আমার তাই ত বেশী সম্ভব ব'লে মনে হয়। আর নিজেকে হিন্দু খৃষ্টান ব'লে যতই সে অজ্ঞতার ভাণ করুক, খৃষ্টানের পক্ষে দ্বিবিবাহ যে একটা অপরাধ, যে করে, তাকে জেলে যেতে হয়, এটা কি সে জানে না? নিশ্চয়ই জানে।—তা হ'লে, জেলে যাবার এই সম্ভাবনা ঘাড়ে ক'রে সে কি আমায় বিয়ে কর্‌বার জন্যে গির্জ্জায় নিয়ে যেত?—এমন যদি জানতাম যে, আমার অনেক টাকা-কড়ি আছে, টাকার লোভে প'ড়ে এ কায কর্‌ছে সে, তা হ'লেও বা বুঝতুম। তা ত নয়।"

বিজয় কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"কিন্তু এ সকল কথা ত তুমি আমায় পূর্ব্বে বলনি সুশীলা!"

"আমি কি এ সব কথা এতদিন এমন ক'রে ভেবেছিলাম? তুমি ও প্রসঙ্গ তুল্‌তে বটে, কিন্তু আমি তখন মনে কর্‌তাম, চুলোয় যাক্ তার জীবনের ইতিহাস, তার একটা স্ত্রীই থাকুক আর দশটাই থাকুক, আমার তাতে লাভ-লোকসান কি? তুমি যে আমায় বিয়ে কর্‌তে চাইবে, সে আশা ত মনে তখন আমি স্থান দিইনি বিজয়! তখন আমি তা অসম্ভব বলেই জান্‌তাম।"

"কিন্তু তুমি ত আমায় ভালবেসেছিলে সুশীলা! তুমি নিজে মুখে কা'ল স্বীকার করেছ"

সুশী একটু হাসিয়া, মুখখানি নীচু করিয়া বলিল—"বেসেছিলাম না ত কি!"

"বোধ হয় মনে কর্‌তে, আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে, ক্রমে চেষ্টা ক'রে আমায় ভুলে যেতে পার্‌বে?"

সুশী বলিল—"না, আমি তা মনে করিনি।"

"তবে?"

সুশী আবার মুখটি নীচু করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"আমি যা স্থির ক'রে রেখেছিলাম, তা তোমায় বল্লে তুমি হাস্‌বে। একেই ত তুমি আমায় খালি বল ছেলেমানুষ!"

সুশী কি স্থির করিয়াছিল, জানিবার জন্য বিজয় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। অবশেষে সুশী বলিল—"আমি ভেবেছিলাম, তোমার সঙ্গে আমার ছাড়া-ছাড়ি হয়ে গেলে, আমি এই কলকাতা সহরেই থাক্‌ব, কোথাও যাব না। এখানেই কোন বালিকা-বিদ্যালয়ে কায নিয়ে কিংবা টাইপ রাইটিং ক'রে, কিংবা ঐ রকম আর কোনও উপায়ে দিন কাটাব। তুমি রোজ কোর্টে যাবার সময়ে যে পথে যাও, সেই পথে একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাক্‌ব; রাস্তা দেখা যায়, এমন একটি জানলা থাক্‌বে, সে জানলায় চিক ফেলা থাক্‌বে, তোমার কোর্টে যাবার সময় কিংবা ফের্‌বার সময় সেই জানালাটির কাছে ব'সে থাক্‌ব; দিনান্তে একটিবার ক'রে খালি তোমায় দেখ্‌ব—আর কিছু নয়। আমি যে কলকাতায় আছি, কিংবা তোমায় রোজ দেখছি, তা তুমি জানতেও পার্‌বে না।"

বিজয় সুশীর হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"আমায় তুমি দেখা দিতে না?"

"না।"

"কেন? দেখবে, অথচ দেখা দেবে না, এ কি রকম স্বার্থপর তুমি সুশীলা!"

সুশী বলিল—"আমার ত কেউ নেই, আমি তোমায় যত খুসী ভালবাসতে পারি—তাতে কারু কোনও ক্ষতি নাই। কিন্তু তোমার পক্ষে ত সে কথা খাটে না বিজয়!—অন্ততঃ তখন আমি তাই মনে কর্‌তাম!"

দিনের ক্ষীণ আলো অনেকক্ষণ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। এখন বেশ অন্ধকার। দূরে দূরে লণ্ঠন জ্বলিতেছে। সুশী বলিল—"সে ছেলেরা এতক্ষণ বোধ হয় চ'লে গেছে—চল সেই বেঞ্চখানিতে বসি গে।"

বিজয় কোনও কথা না বলিয়া, নীরবে ধূমপান করিতে লাগিল। তাহার মুখপানে দুই একবার চাহিয়া সুশী জিজ্ঞাসা করিল—"অত কি ভাবা হচ্চে শুনি।"

বিজয় বলিল—"ভাবছি মান্দ্রাজের কথা। তুমি যে কথা বল্লে, তাই যদি হয়, তা হ'লেই ত সর্ব্বনাশ!"

সুশী বলিল—"সে আর এখন ভেবে কি হবে! সে যা হয় পরে হবে এখন। তুমি মুখখানি অমন বিষণ্ণ ক'রে থেক না। চল, আমরা সেই বেঞ্চিতে গিয়ে বসি।"—বলিয়া সুশী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিজয়ের কোটের আস্তিন ধরিয়া টানিল।

বিজয় একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া সুশীর সঙ্গে চলিল। কলেজের ছাত্রেরা তখন চলিয়া গিয়াছে, বেঞ্চখানি খালি ছিল, উভয়ে গিয়া বসিল।

বিজয়কে নীরব দেখিয়া সুশী নানা কথার প্রসঙ্গে

তাহার চিত্ত-বিনোদনে সচেষ্ট হইল। বিবাহের পর বোম্বাই অথবা কলিকাতা হইতে য়ুরোপ যাত্রা করিতে হইবে, সমুদ্র দেখিতে কেমন, য়ুরোপে কোন্ বন্দরে নামিতে হইবে, কোন্ কোন্ স্থান দেখা নিতান্ত আবশ্যক,—কিন্তু বিজয়ের মুখ হইতে একাক্ষরযুক্ত উত্তর ছাড়া বেশী কিছু বাহির হইল না।

তখন হতাশ হইয়া সুশীও চুপ করিল।

প্রায় দুই মিনিটকাল এইরূপ নীরবতার পর বিজয় হঠাৎ সুশীর হাতখানি নিজ হস্তে লইয়া বলিল —"সুশীলা, একটি কথা বলি, তুমি মনে কোনও দুঃখ করো না।"

এ কথা শুনিয়া সুশী শঙ্কিতভাবে বিজয়ের মুখপানে চাহিল। বিজয় পকেট হইতে আংটীর বাক্সটি বাহির করিয়া বলিল—"এটি তুমি এখন নিজের কাছে রাখ। আমি মান্দ্রাজ থেকে এসে, যদি আমার ভাগ্যে থাকে, তখন এটি তোমার আঙ্গুলে পরিয়ে দেব। নাও—এটি রাখ।"

সুশী কোন উত্তর করিল না, আংটী লইবার জন্য হাতও বাড়াইল না, কাঠের পুতুলের মত বসিয়া রহিল।

বিজয় বলিল—"আমি কেন এ কথা বলছি, তা কি সুশীলা, বুঝতে পারছ না?—তুমি যে কথা বল্লে, তাই যদি দাঁড়ায়, যদি পলের কথা মিথ্যা বলেই জানা যায়,—যদি তোমার সঙ্গে তার বিবাহই আইনসিদ্ধ হয়—তা হ'লে ত এই আংটী আবার খুলতে হবে!"

তথাপি সুশীলা কোনও কথা কহিল না।

বিজয় বলিতে লাগিল—"তোমার মনে দুঃখ হচ্চে সুশীলা? আমারই মহা মূর্খতা হয়ে গেছে। মান্দ্রাজ গিয়ে পলের কথা যাচাই ক'রে আসার পূর্ব্বে তোমার কাছে এ সব কথা কওয়া আমারই ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেছে। সে জন্যে আমায় মাফ কর সুশীলা। পলের কথা যদি সত্য হয়—আমার যদি সে সৌভাগ্যই হয়,—তবে যে দিন মান্দ্রাজ থেকে ফিরবো, সেই দিন সন্ধ্যাবেলা এইখানে এসে তোমার আঙ্গুলে এই আংটী পরিয়ে দেব। তবে এ অনিশ্চয়তার অবস্থায়, আংটী যদি নিজের কাছে রাখতে তোমার ভাল না লাগে—আমিই না হয় রেখে দিচ্চি।"— শেষ দিকের কথা বলিতে বলিতে বিজয়ের গলা ভারি হইয়া আসিল।

সুশী রুমালে চক্ষু মুছিয়া হাতটি বাড়াইয়া বলিল —"দাও।" বাক্সটি লইয়া, আংটী বাহির করিয়া বলিল —"আমার আঙ্গুলে পরিয়ে দাও।"

বিজয় বলিল—"কিন্তু—যদি সুশীলা—"

"যদি আমার কপাল ভাঙ্গে, আমাদের বিয়ে না হয়? না হয় না হবে। এ জন্মে আমি তোমার আশায় তোমার বাগ্‌দত্তা হয়েই থাক্‌ব—আর জন্মে তুমি আমায় বুকে তুলে নিও।"—বলিয়া সুশী হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিজয় তখন সুশীকে কাছে টানিয়া, তাহাকে বাহু-বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

চৌধুরী সাহেবের পত্র।

বিজয়ের গাড়ী যখন হোটেলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন রাত্রি প্রায় নয়টা। উভয়ে সিঁড়ি উঠিয়া ডাইনিং সেলুনের সম্মুখে আসিয়া দেখিল, সকলেরই সান্ধ্য-ভোজন শেষ হইয়া গিয়াছে, কেবল সেই লম্বা হলের এখানে ওখানে দুই চারিটা টেবিলের নিকট ইংরাজ পুরুষগণ, মুখে সিগার ও হস্তে সুরাপাত্র লইয়া বসিয়া গল্পগুজব করিতেছে।

সুশীর বসিবার কক্ষে প্রবেশ করিয়া উভয়ে দেখিল, মধ্যস্থলে, আহারের জন্য টেবিল সজ্জিত। বিদ্যুৎপাখা খুলিয়া পিয়ানোর নিকট কার্পেটের উপর শুইয়া আয়া আরামে নিদ্রা যাইতেছে। সুশী গিয়া তাহাকে উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"গোসলখানামে পানি ঠিক হায়?"

আয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, চক্ষু মার্জ্জনা করিতে করিতে বলিল—"হাঁ হুজুর, সব ঠিক হায়।"

সুশী বিজয়ের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল— "হাত-মুখ ধোবে?"

বিজয় বলিল—"তোমার হোক্ আগে, তুমি যাও।"

সুশী আয়াকে লইয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া, দ্বারের পর্দ্দা টানিয়া দিল।

বিজয় কক্ষমধ্যে অলসভাবে পদচারণা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সুশী ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"যাও তোমার জন্যে গরম জলটল সব ঠিক ক'রে রেখে এসেছি। খাবার আনতে বলি এখন?"

"বল"—বলিয়া বিজয় শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। পর্দ্দা টানিয়া দিয়া, কক্ষের মধ্যস্থলে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া, ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিল। একদিকে লৌহপিত্তল-গঠিত পালঙ্ক, শয্যাটি আচ্ছাদন করিয়া ফিকা

নীলের জমিতে জর্দ্দা-লাল সুতায় লতা-পাতা-ফুল তোলা কাউণ্টারপেন্। বিজয়ের স্মরণ হইল, এই শয্যায় সুশীকে সে মূর্চ্ছান্তে সুষুপ্ত অবস্থায় রাখিয়া অর্দ্ধরাত্রে বিদায় লইয়াছিল। তাহার পর এখনও ৪৮ ঘণ্টাও অতীত হয় নাই, ইহারই মধ্যে কত কি ঘটিয়া গেল! বিজয় একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরপদে গোসলখানায় প্রবেশ করিয়া, কোট খুলিয়া রাখিয়া, কামিজের আস্তিন গুটাইয়া, জগভরা গরম জল চিলিমচীতে ঢালিল।

হস্তমুখাদি যথারীতি ধৌত করিয়া, শয়নকক্ষে ফিরিয়া বিজয় আয়না-টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইল। সুশীর প্রসাধন-দ্রব্যগুলি সেই টেবিলে সজ্জিত। একটি সুগন্ধির শিশি তুলিয়া তাহার নামটি পাঠ করিল। ছিপি খুলিয়া ঘ্রাণ লইল—হ্যাঁ, ইহাই সুশীর প্রিয় সৌরভ—প্রতিদিন তাহার অঙ্গ হইতে এই মৃদু গন্ধটুকু পাওয়া যায় বটে। চিরুণী-বুরুষ রহিয়াছে —কিন্তু চিরুণীখানি পুরুষের উপযোগী নহে—তাহার অর্দ্ধেকটার দাঁত মোটা, অর্দ্ধেকটার সরু। তাহাই দিয়া কোনক্রমে বিজয় নিজে কেশসংস্কার করিতে লাগিল। সুশীর অঙ্গের বৈদ্যুতি সে চিরুণীতে লাগিয়াছিল কি না জানি না—কিন্তু বিজয়ের মনে হইল, তাহার মস্তিষ্কের তাপ সে সুখস্পর্শে যেন শীতল হইয়া গেল। শয্যাপার্শ্বস্থ টেবিলের নিকট গিয়া দেখিল, একখানি পুস্তক রহিয়াছে। বিজয় তুলিয়া দেখিল, সেখানি হোটেলের লাইব্রেরী হইতে আনীত—একখানি প্রেমের উপন্যাস। টেবিলের মাঝখানে কয়েকটি তাজা গোলাপফুল রহিয়াছে। ফুলদানীটি তুলিয়া ফুলগুলির আঘ্রাণ লইল। তাহার স্মরণ হইল, গত পরশ্ব রাত্রেও শয্যাপার্শ্বে বিজয় পুষ্পগুচ্ছ দেখিয়াছিল। সে মনে মনে বলিল, "সুশী এত ফুল ভালবাসে! আমি ত একদিনও একটি ফুলও ওকে এনে দিই নি! এখন থেকে আনব।"

কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বিজয় দেখিল, পরিচারকেরা টেবিলে খানা সাজাইতেছে। দুই জনে তখন বসিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল।

আহারান্তে পরিচারকগণ টেবিল সাফ্ করিয়া লইয়া গেল। আয়া খাইয়া আসিবার জন্য ছুটি চাহিল। তাহাকে বিদায় দিয়া, সুশী ও বিজয় সেই সোফাখানিতে বসিয়া কথোপকথন আরম্ভ করিল।

ইতিপূর্ব্বে ইডেন বাগানে বসিয়া আগামী কল্য সন্ধ্যার গাড়ীতে বিজয়ের মান্দ্রাজ যাওয়ার পরামর্শ স্থির হইয়া গিয়াছিল। পলের পূর্ব্ব-বিবাহকাহিনী সম্বন্ধেও উভয়ের মধ্যে পুনরালোচনা হইয়াছিল। সুশী স্বীকার করিয়াছিল যে, সকল দিকে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ঐ কাহিনী সত্য হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক; তবে মানুষের—বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের—মন মন্দটাই ধরিয়া লয়, তাই সুশীর প্রথমে ওরূপ মনে হইয়াছিল। সে যাহা হউক, মান্দ্রাজে গিয়া বিজয় এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া আসিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

সুশী বলিল—"আচ্ছা, তুমি যে বিয়ের পর আমায় বিলেত নিয়ে যেতে চাচ্চ—তোমার কাছারি কামাই হবে না?"

বিজয় বলিল—"তা হবে বৈ কি! তবে কাছারির বিরহ কোনও দিনই আমায় খুব কাতর করুতে পারে না।"

"তুমি কাছারি যেতে ভালবাস না বুঝি? রোজ যাও না?"

"মাঝে মাঝে যাই।"

"আচ্ছা, আমি সেই জানালায় চিকের আড়ালে যদি বস্তাম, রোজ ত তোমায় দেখতে পেতাম না তা হ'লে।"

"না।"

"তবে ভাগ্যিস্ সে সব বন্দোবস্ত উল্টে গেছে! নিশ্চয়ই যে গেছে, তা এখনও বলা যায় না যদিও। বিলেত যদি আমাদের যাওয়াই হয়, ধর, আমরা কত দিন সেখানে থাকব?"

"মাস দুই থাকা যাবে।"

"দু-মাস?—তবে হ'ল না।"

"কি হ'ল না?"

"আমার মনে একটা মৎলব ছিল—সেটা আর হ'ল না।"

"কি মৎলব?"

"যদি আমাদের ছ-মাস সেখানে থাকা হ'ত, তবে কেন্‌সিংটন কলেজ অব মিউজিকে ভর্ত্তি হতাম। ছ-মাস সেখানে পড়লে ডিগ্রী পাওয়া যায়—অনেক শেখাও যায় অবশ্য।"

বিজয় বলিল—"আচ্ছা চল ত, তার পর দেখা যাবে। সেখানে গিয়ে আর কি করবে বল।"

"খুব ছবি দেখব, থিয়েটর দেখব, আর যে সকল নূতন উপন্যাস বেরুবে, টাটকা টাটকা সে সব প'ড়ে ফেলব।"

বিজয় বলিল—"ঐ শেষেরটাই সব চেয়ে বেশী লোভনীয়, নয়? উপন্যাস পেলে মেয়েজাত ভারি খুসী!"

সুশী বলিল—"আহা! পুরুষ-জাত খুসী নয় বুঝি! খুসী অনেকেই, তবে অপরাধটা মেয়েদের।

আচ্ছা, দেখ বিজয়, আমাদের এই সকল ঘটনা কেউ যদি লেখে, বোধ হয়, একখানা উপন্যাস হয়। হয় না?"

বিজয় বলিল—"তা হয় বৈ কি!"

"তোমাতে আমাতে দুজনে মিলে লিখবো—কেমন? নিজেদের নাম-ধাম কি লিখবো—তা নয় নাম-ধাম সব অবশ্য বদলে দিতে হবে। যেন কে-না-কে। সত্যি—লিখবে বিজয়?"

বিজয় বলিল—"দাঁড়াও, আগে শেষ পরিচ্ছেদে কি হয় দেখা যাক্।"

সুশী বলিল—"উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে আর কি হয়ে থাকে? বিয়ে। তবে কোন কোন উপন্যাস মিলনান্ত হয় না বটে। আমরা যদি ঐ উপন্যাস লিখি,—পাঠকদের কথা বলতে পারিনে—পাঠিকারা বোধ হয় খানিকটা পড়েই শেষ পরিচ্ছেদটা খুলে দেখবে, আমাদের বিয়ে হয়েছে কি না। আমার কাকীমা—যিনি বর্ম্মায় আছেন—তাঁর ঐ রোগ ছিল। একখানি উপন্যাস পেলে, প্রথমে দুই তিন পরিচ্ছেদ প'ড়ে, তিনি শেষ পরিচ্ছেদটি না প'ড়ে কিছুতেই থাকতে পারতেন না। কার সঙ্গে কার বিয়ে হ'ল না হ'ল, সেটি জেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে তার পর আবার পড়তে আরম্ভ করতেন।"

বিজয় বলিল—"আমাদের জীবনের যে উপন্যাসখানি অদৃষ্টদেবতা লিখে রেখেছেন, তার শেষ পরিচ্ছেদটি যদি দেখতে পেতাম।"

সুশী বলিল—"আচ্ছা বিজয়, তুমি মিলনান্ত উপন্যাস ভালবাস, না বিয়োগান্ত?"

বিজয় বলিল—"মিলনান্ত।"

সুশী বলিল—"আশ্চর্য্য ত! আমিও মিলনান্ত ভালবাসি। বিয়োগান্ত উপন্যাস আমার দু'চক্ষের বিষ। ইচ্ছে করে, বইখানা টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে আগুনে ফেলে দিই।—আচ্ছা, আমরা দুজনেই যখন মিলনান্ত উপন্যাসই ভালবাসি, তখন অদৃষ্টদেবতা কি আমাদের জীবন-উপন্যাসখানি বিয়োগান্ত ক'রে লিখে রেখেছেন মনে হয় বিজয়?"

এই সময় আয়া প্রবেশ করিয়া জানাইল, ম্যানেজার সাহেবের চাপরাশী সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। আদেশ পাইয়া সে ব্যক্তি প্রবেশ করিয়া, বিজয়ের হস্তে একখানি পত্র দিয়া বলিল—"হুজুর যখন বাহিরে গিয়াছিলেন, সেই সময় হুজুরের কুঠী হইতে বেহারা এই পত্র আনিয়াছিল; ম্যানেজার সাহেব ইহা রাখিয়া দিয়াছিলেন।"—বলিয়া সে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

বিজয় খামখানি হাতে লইয়া দেখিল, অপরিচিত হস্তাক্ষরে তাহারই শিরোনামা, কোণে লাল কালীতে লেখা "জরুরী।" উল্টাইয়া দেখিল, তাহারই বাড়ীর খাম, তাহার মনোগ্রাম ছাপা রহিয়াছে। পত্রখানি খুলিয়া সে পাঠ করিতে লাগিল।

শেষ হইলে সুশী জিজ্ঞাসা করিল—"বাড়ীর চিঠি?"

"না"—বলিয়া বিজয় চিঠিখানি আবার খামে ভরিয়া, অন্যদিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল। শেষে সেখানি সুশীর হাতে দিয়া বলিল—"এই দেখ!"

সুশী খামখানি হাতে লইয়াই বলিল—"চৌধুরী সাহেবের চিঠি। ফিরেছেন দেখছি।"—বলিয়া পত্রখানি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। তাহাতে ইংরাজীতে লেখা আছে—

"প্রিয় মহাশয়,

আমি মাসাধিক কাল পরে কল্য প্রাতে কলিকাতায় ফিরিয়া শুনিলাম, আপনি দুই দিন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার বাড়ী গিয়াছিলেন। মহাশয়ের সহিত পরিচয় লাভের সৌভাগ্য আমার কখনও হয় নাই, তাই আপনার আগমনের কারণ কিছুমাত্র অনুমান করিতে না পারিয়া আমি একটু চিন্তান্বিত হইয়াছিলাম। অদ্য দ্বিপ্রহরে আমার এক বন্ধু, তিনি আপনারও পরিচিত, নাম মিষ্টার সি, কে, পল) বম্বে হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন এবং আমার বাটীতেই আছেন। তাঁহার নিকট যাহা শুনিলাম, তাহাতে, আমার আলয়ে আপনার আগমনের কারণ এখন অনুমান করিতে পারিতেছি। মিষ্টার পল বলিলেন, জব্বলপুর ডাকবাঙ্গলায় তিনি যখন সস্ত্রীক অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় আপনিও সেখানে পৌঁছেন। ঘটনাবশে মিষ্টার পলকে হঠাৎ জব্বলপুর ত্যাগ করিতে হয়,—উঁহার স্ত্রী সেইখানেই ছিলেন। পরে জব্বলপুরে ফিরিয়া পল সাহেব তাঁহার স্ত্রীকে আর দেখিতে পান না। নানা স্থানে অন্বেষণ করিয়াও তাঁহার সন্ধান পান নাই। খুব সম্ভবতঃ আপনি মিসেস্ পল সম্বন্ধে কোনও কথা বলিবার জন্যই আমার বাটীতে আসিয়াছিলেন। মিষ্টার পলের শরীর অসুস্থ থাকায়, আমিই আপনার সহিত সাক্ষাৎ অভিলাষে আপনার বাটীতে আসিয়া শুনিলাম যে, আপনি বাহির হইয়াছেন, ফিরিতে রাত্রি হইবে। তাই আপনার আফিসে বসিয়া এই পত্র আপনাকে লিখিতেছি। আপনি যদি মিসেস্ পলের কোনও সংবাদ অবগত থাকেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া যথাসত্বর জানাইলে উপকৃত হইব। বলা

বাহুল্য, মিষ্টার পল তাঁহার স্ত্রী সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তান্বিত অবস্থায় কালযাপন করিতেছেন।

আপনার আর, চৌধুরী।"

পড়িতে পড়িতে সুশীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। শেষে চিঠিখানি টেবিলের উপর ফেলিয়া সে কাতর কণ্ঠে বলিল—"কি হবে বিজয়!"

বিজয় বলিল—"সে হতভাগ্য কি উদ্দেশ্যে এসেছে, তা ত বলা যায় না। আমি কা'ল সকালেই চৌধুরী সাহেবের বাড়ী যাব।"

সুশী বলিল—"আমি কখন্ জানতে পারব?"

বিজয় বলিল—"সেখান থেকে বরাবর আমি এইখানেই আস্‌ব। দেখছি, চৌধুরী সাহেবকে হতভাগা কতকগুলো মিথ্যা কথা বলেছে।"

"হ্যাঁ বিজয়, এখানে এসে সে কোনও উপদ্রব করবে না ত?"

বিজয় বলিল—"এই গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে?—তার সাধ্য কি! তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। তবে, পথে বেরিও না।"

সুশী বিজয়ের গলাটি জড়াইয়া বলিল—"আমায় যদি সে কেড়ে নিতে চায়, আমায় তুমি দিও না বিজয়!—তা হ'লে আমি বাঁচবো না—ম'রে যাব!"

বিজয় আদরে সুশীর গালে অঙ্গুলি-আঘাত করিয়া বলিল—"না পাগল—তোমায় আমি কাউকে দেব না।"

সুশীকে সান্ত্বনা করিয়া, তাহাকে অভয় দিয়া, পরদিন যত শীঘ্র সম্ভব আসিয়া সকল সংবাদ তাহাকে জানাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া, রাত্রি এগারোটার সময় বিজয় বিদায় গ্রহণ করিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

পিতৃবন্ধু।

পরদিন চা-পানান্তে বেলা সাড়ে সাতটার সময় বিজয় বাহির হইল। জোড়া গির্জ্জায় চৌধুরী সাহেবের বাড়ী গিয়া গৃহস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিল।

চৌধুরী সাহেবের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি; কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ, চক্ষু দুইটি বৃহৎ ও গোলাকার, কজীর হাড়, হাতের অঙ্গুলিগুলি সুপুষ্ট, দাড়ী কামানো, গোঁফগুলি বড় বড়। আধ-ময়লা শাদা জিনের পাৎলুনের উপর একটি খাকী রঙের কোট পরিয়া চুরুট সেবন করিতেছেন। বিনীতভাবে অভ্যর্থনা করিয়া বিজয়কে বসাইয়া তিনি ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার চিঠি আপনি পাইয়াছিলেন?"

বিজয় বলিল—"পাইয়াছিলাম বৈকি। মিষ্টার পল কোথায়?" ইংরাজীতেই কথাবার্ত্তা চলিল।

চৌধুরী সাহেব সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি তাঁহার স্ত্রীর কোনও সংবাদ জানেন কি?"

বিজয় বলিল—"জানি। পল কোথা, তাহাকে একবার দয়া করিয়া ডাকুন।"

চৌধুরী সাহেব ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন —"আমাকে বলিতে আপনার কোনও আপত্তি আছে কি? আপনি শুনিয়াছেন কি না, জানি না, সুশী অর্থাৎ মিসেস্ পল আমাদের পরম আত্মীয়। বিবাহের পূর্ব্বে সুশী আমার তত্ত্বাবধানে এই বাড়ীতেই থাকিতেন; এখানেই মিষ্টার পলের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং বিবাহও এখান হইতেই হইয়াছিল। সুশী নিরুদ্দিষ্ট, মিষ্টার পলের নিকট গত কল্য এ সংবাদ পাইয়া আমরা বড় উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছি।"

চৌধুরী সাহেবের মুখপানে বিজয় কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"আপনি যে মহিলাটির কথা বলিলেন, তিনি আপনাদের নিকট বিশেষভাবে উপকৃত, তাহা আমি শুনিয়াছি। তিনি কুশলে আছেন, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হউন। তবে তাঁহার ঠিকানা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে, পল এখন কি উদ্দেশ্য লইয়া এখানে আসিয়াছে, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি।"

চৌধুরী সাহেব বলিলেন—"উদ্দেশ্য কা'ল ত চিঠিতে আপনাকে আমি লিখিয়া আসিয়াছি। স্ত্রীর সন্ধান করা ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য হইতে পারে?"

বিজয় হাসিয়া বলিল—"আপনি সকল কথা জানেন না মিষ্টার চৌধুরী, তাই ও কথা বলিতেছেন।"

চৌধুরী সাহেব একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন— "কেন, ব্যাপার কি? সে ত আমাকে বলিল, হঠাৎ সরকারী কার্য্যের জন্য সুশীকে জব্বলপুর ডাকবাঙ্গলায় রাখিয়া তাহাকে বোম্বাই চলিয়া যাইতে হয়। কার্য্য শেষ করিয়া জব্বলপুরে ফিরিয়া সুশীকে আর সে দেখিতে পায় নাই এবং তথায় কেহ কোনও সন্ধানও বলিতে পারে নাই। ইহা কি ঠিক নয়?"

বিজয় বলিল—"না মিষ্টার চৌধুরী!"

"তবে?"

"পলকে আপনি অনুগ্রহ করিয়া ডাকুন,

তাহার কুকীর্ত্তির কথা তাহার সাক্ষাতেই আপনাকে বলি। কোথা সে?"

চৌধুরী সাহেব এ প্রশ্নের উত্তর দিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"পল কি বাড়ী নাই?"

চৌধুরী সাহেব সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন—"না, বাহিরে গিয়াছে।"

"এত সকালে? কখন্ বাহির হইল?"

চৌধুরী সাহেব ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—"গত কল্য আমি যখন আপনার বাড়ী গিয়াছিলাম, আমার অনুপস্থিতি-কালে সে বাহির হইয়াছে। রাত্রে ফিরে নাই। কোথায় গিয়াছে, কাহাকেও বলিয়া যায় নাই।"

বিজয় বলিল—"তবে যে আপনি চিঠিতে আমায় লিখিয়াছিলেন, সে অসুস্থ, তাই সে নিজে আমার নিকট যাইতে পারে নাই!"

চৌধুরী সাহেব পূর্ব্বের ন্যায় সঙ্কুচিতভাবে বলিলেন—"হাঁ—তাহার শরীর—অসুস্থ—ছিল বটে—"

বিজয় বলিল—"মাতাল হইয়াছিল?"

"তাই"—বলিয়া চৌধুরী সাহেব অধোবদনে রহিলেন।

বিজয় পকেট হইতে ঘড়ি তুলিয়া দেখিয়া বলিল—"এখন তবে আমি চলিলাম মিষ্টার চৌধুরী! পল যদি ফেরে, তবে তাহাকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিবেন।" বলিতে বলিতে বিজয় উঠিয়া দাঁড়াইল।

চৌধুরী সাহেব দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—"আপনাকে বৃথা কষ্ট দিলাম মিষ্টার বোস্, কিছু মনে করিবেন না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—পল কি সুশীর সহিত কোন অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে?"

বিজয় বলিল—"কেবলমাত্র অন্যায় ব্যবহার নহে—পল সুশীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে—সুশীর যে অনিষ্ট সে করিয়াছে, তাহার জন্য সে জেলে যাইবার যোগ্য। সে আসিলে এই কথা তাহাকে বলিবেন।—এখন চলিলাম—গুড মর্ণিং।"

চৌধুরী সাহেব মিনতির স্বরে বলিলেন—"এক মিনিট, মিষ্টার বোস্। আপনি বলিয়াছেন, সুশী কুশলে আছে। পাছে পল তাহার প্রতি কোনও অত্যাচার করে, সেই ভয়েই কি সুশীর ঠিকানা প্রকাশ করিতেছেন না?"

"কতকটা তাই বটে।"

"সে যেখানে আছে, ভাল অবস্থায় আছে ত? দেখুন, এত কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করিতাম না। সে আমার বন্ধুকন্যা, তাহার পিতা কুমুদনাথ ও আমি, আমরা একসঙ্গে স্কুলে পড়িতাম—বেচারা অল্পবয়সে মারা গেল। তার পর সুশীর মা, সুশীর কাকা সকলেই মারা গেলে পর সুশী এ বাড়ীতে আসিয়াছিল। অনেক দিন ছিল, তাহাকে মেয়ের মতই আমরা স্নেহ করিতাম। আসল কথা আপনাকে বলি,—পল বিদেশী লোক, তাহার কোনও খবরই আমরা জানিতাম না, তাহার সহিত সুশীর বিবাহে যে আমাদের খুব মত ছিল, তাহা নহে। কিন্তু ঘটনাচক্রে বিবাহ হইয়া গেল। ব্যাপার কি হইয়াছে, আপনার কথাবার্ত্তা হইতে আমি কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। একটা প্রহেলিকার মত বোধ হইতেছে। পল আসুক, তাহাকে জিজ্ঞাসা করি। সুশী ভাল সংসর্গে, ভাল অবস্থায় আছে, আপাপতঃ ইহাই জানিতে পারিলে আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি।"

বিজয় বলিল—"আপনারা কোনও [illegible] করিবেন না মিষ্টার চৌধুরী, তিনি ভাল সংসর্গে ভাল অবস্থাতেই আছেন। গুড মর্ণিং"—বলিয়া বিজয় [illegible]রজার দিকে অগ্রসর হইল।

চৌধুরী সাহেব বিজয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া বলিলেন—"আর দেখুন মিষ্টার বোস, সুশীর সঙ্গে যদি আপনার দেখা হয়, কিংবা পত্র-ব্যবহার থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে জানাইবেন, যখনই সে এ বাড়ীতে আসিতে চাহিবে, আমরা তাহাকে ক[illegible]র আদরে গ্রহণ করিব।"

"জানাইব—অবশ্যই জানাইব" বলিয়া [illegible]রী সাহেবের সহিত করমর্দ্দন করিয়া বিজয় [illegible]দায় গ্রহণ করিল। চৌধুরী সাহেব তখন নিজকক্ষে ফিরিয়া আসিয়া, চেয়ারে বসিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে আপন মনে বলিতে লাগিলেন—"Poor girl! Poor girl!"

বিজয় বাহির হইয়া গাড়ীতে বসিয়া শোফেয়রকে আদেশ করিল—"লালবাজার।"

লালবাজার পুলিস আফিসে পৌঁছিয়া একজন কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিল—"গত রাত্রে সি, কে, পল নামক কোনও দেশীয় খৃষ্টান মাতাল অবস্থায় ধৃত হইয়া এখানে আনীত হইয়াছে কি?"

কর্ম্মচারী একখানি খাতা খুলিতে খুলিতে জিজ্ঞাসা করিল—"নাম কি বলিলেন?"

"পল—সি, কে পল।"

কর্ম্মচারী কিয়ৎক্ষণ খাতার পৃষ্ঠায় অনুসন্ধান করিয়া বলিল—"কৈ না, এখানে ত ও নামের কেহ

আসে নাই। অবশ্য জনকত করিয়াছে, তাহাদের নাম এখনও জানা যায় নাই। তবে, ইহাদের মধ্যে দেশীয় খৃষ্টান কেহ নাই।"

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"লোকাল থানায় যে সব মাতাল গ্রেপ্তার হইয়াছে, তাহারা কোথায়?"

কর্ম্মচারী দেওয়াল-ঘড়ির পানে চাহিয়া বলিল—"তাহারা দশটার সময় আসিবে।"

বিজয়ও ঘড়ির পানে চাহিল—তখন মাত্র সাড়ে আটটা। সেখান হইতে বাহির হইয়া গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে গিয়া সুশীকে সকল কথা জানাইল।

চৌধুরী সাহেবের কথা শুনিয়া সুশীর চক্ষু দুটি ছলছল করিতে লাগিল। বলিল—"সত্যিই তাঁরা আমায় বড় ভালবাসতেন। ইচ্ছে হচ্চে, এখনই গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করি।"

বিজয় বলিল—"এখন না। হয় ত গিয়ে দেখবে, মূর্ত্তিমান সেখানে ব'সে আছেন! ও পাপ আগে সহর থেকে বিদায় হোক্, তার পর যেও।"

আর দুই চারি কথার পর বিজয় উঠিয়া বলিল—"আচ্ছা, এখন তবে আসি।"

সুশী বলিল—"কোথায় যাচ্চ? দশটার সময় আবার লালবাজারে যাবে নাকি?"

"যাব বৈ কি।"

"কোনও দরকার নেই। সে ত সেই বাঁদর! তোমায় দেখতে পেয়ে, হাজার লোকের মাঝখানে যদি কোনও অপমানের কথা বলে। না, তুমি যেতে পাবে না।"

বিজয় সুশীর হাতটি ধরিয়া বলিল—"আচ্ছা, যাব না।"—বিকালে আসিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সে তখন গৃহাভিমুখে চলিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বন্ধুত্বের দাবী।

বেলা চারিটার সময়, বিজয় যখন বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, বেহারা তখন পলের নামাঙ্কিত একখানি কার্ড আনিয়া তাহাকে দিল।

পাঁচমিনিট পরে বেহারার সহিত পল আসিয়া প্রবেশ করিল। পোষাকটি নূতন ও দামী, হাতে একটি রূপা-বাঁধা মলকা বেতের ছড়ি, বেশ ফিটফাট হইয়া ভদ্রলোকের সাজে আসিয়াছে।

"গুড্ আফ্‌টার্‌নূন মিষ্টার বোস্।"—বলিয়া বিনা আহ্বানে পল একখানা চেয়ার টানিয়া বসিল।

বিজয় তাহার পানে কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে চাহিয়া বলিল—"গুড্ আফ্‌টার্‌নূন। এখন হঠাৎ কোথা হইতে?"

পল গম্ভীরভাবে বলিল—"পুলিস কোর্ট হইতে?"

বিজয় বলিল—"কত জরিমানা হইল?"

পল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "জরিমানা? কিসের জরিমানা?"

বিজয় কৌতুকের হাসি চাপিয়া বলিল—"কাল রাত্রে মাতাল হইয়া পুলিসের হাতে পড়িয়াছিলে না?"

পল মৃদু হাসিয়া বলিল—"না মিষ্টার বোস্, আপনি ভুল সংবাদ পাইয়াছেন।"

বিজয় বলিল—"তবে? কাল সারারাত ছিলে কোথা?"

পল বলিল—"সে অনেক কথা। আপনি যদি শুনিতে চান, ত আমার বলিতে কোন আপত্তি নাই।"

বিজয় বলিল—"বলই না, শোনা যাক্।"

পল তখন পকেট হইতে একটি সিগারেট-কেস্ বাহির করিল—সেটি সোনার। সিগারেট ধরাইয়া, চেয়ারের পৃষ্ঠে হেলান দিয়া বলিতে লাগিল—"কোথায় ছিলাম, আপনাকে বলি। কাল চৌধুরী সাহেব আপনার বাড়ী আসিলে, আমার অত্যন্ত একা বোধ হওয়াতে একটু বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। ধর্ম্মতলার মোড়ে এক পুরাতন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ—নাম শুনিয়াছেন বোধ হয়—ডিসুজা, পুলিস-কোর্টের একজন নামজাদা টাউট—আমাদেরই দেশীয় খৃষ্টান। সে আমাকে ধরিয়া লইয়া গেল। রাত্রে আর ছাড়িল না, সেইখানেই খাওয়া-দাওয়া করিয়া শুইয়া রহিলাম। কথায় কথায় আমার বিপদের কাহিনী সে জানিতে পারিল। সে আমাকে গালাগালি দিতে লাগিল ও বলিল—তোমার স্ত্রীকে একজন ভুলাইয়া লইয়া গেল, এতদিন তুমি উহার নামে নালিশ করিয়া দাও নাই কেন?—আমি বলিলাম—টাকা-পয়সা নাই, মোকর্দ্দমার খরচ চালাইব কোথা হইতে? ডিসুজা বলিল, 'সে জন্য তোমার কোনও চিন্তা নাই, পুলিস কোর্টের সব বড় বড় উকীল আমার হাতধরা—আমি বলিয়া দিব, তাহারা বিনা ফিজে তোমার মোকর্দ্দমা করিবে'।"

বিজয় বলিল—"তাই পুলিস কোর্টে গিয়েছিলে বুঝি?—তা, বড় বড় উকীলেরা কি বলিল?"

"তাহারা বলিল—সাক্ষী প্রমাণ সব যোগাড় কর, নালিস করিয়া দিতেছি।"

বিজয় বলিল—"তোমার যে অন্য একটি স্ত্রী জীবিত আছে, তাহার কথা বড় বড় উকীলদের বলিয়াছ ?"

পল যেন আশ্চর্য্য হইয়া, সম্মুখে ঝুঁকিয়া বলিল—"কি ?—আমার অন্য স্ত্রী আবার কে ?"

বিজয় বলিল—"যে স্ত্রীলোকটি, অনেক রাত্রে তুমি মদ খাইয়া বাড়ী আসিয়াছিলে বলিয়া, নিজের পায়ের চটিজুতা খুলিয়া পটাপট তোমায় কষাইয়া দিয়াছিল !"

পল ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া বিজয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিল। বলিল—"আপনি কি বলিতেছেন, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। কে আবার আমাকে জুতা মারিল ? আর, এ সব কথা আপনাকে বলিলই বা কে ?"

"তুমিই বলিয়াছ।"

"আমি ? কবে ?"

"জব্বলপুর ডাকবাঙ্গলায়। সুশীর নেকলেস্ চুরি করিয়া তুমি স্বর্ণকারকে বেচিয়াছিলে, দুইজনে গিয়া যে দিন নেক্‌লেস্ ফিরাইয়া আনিলাম—সেই দিন।"

পল বসিয়া ভাবিতে লাগিল। ক্রমে তাহার মুখে একটু হাসি দেখা দিল। ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় আকর্ণ বিস্ফারিত করিয়া বলিল—"হ্যাঁ—এখন একটু একটু মনে পড়িতেছে বৈ কি ! সে দিন আমি ভয়ানক মাতাল হইয়াছিলাম। মদের ঝোঁকে কতকগুলা আবোল-তাবোল বকিয়াছিলাম বোধ হয়। কিন্তু আপনি সেই সকল কথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন ? সে সব কিছু নয়। আমার যদি অন্য এক বিবাহই থাকিত, তবে কি আমি সুশীকে বিবাহ করিতাম ? দ্বিবিবাহ !—কখনই না।"

বিজয় উঠিয়া, একটা দেরাজ টানিয়া তাহার ভিতরে কি অন্বেষণ করিতে লাগিল। একখানা চিঠি আনিয়া চেয়ারে বসিয়া, সেখানির কিয়দংশ পড়িয়া পলকে শুনাইয়া, শেষ পৃষ্ঠায় চক্ষু রাখিয়া বলিল—"এই সোফি পল স্ত্রীলোকটি কে ?"

পল জিজ্ঞাসা করিল—"কার চিঠি ?"

"তোমার। জব্বলপুরে সেই রাত্রে তুমিই আমায় এখানি পড়িতে দিয়াছিলে।"—বলিয়া বিজয় খামের উপর ঠিকানাটি পাঠ করিয়া শুনাইল।

পল হাত বাড়াইয়া বলিল—"সোফির চিঠি ? দেখি ?"

বিজয় চিঠিখানি পকেটে রাখিয়া বলিল—"আর দেখিয়া কাজ নাই। তুমি যদি ভুলিয়া গিয়া থাক, আমি তোমাকে মনে করাইয়া দিতেছি, মান্দ্রাজ ব্যাপটিষ্ট চ্যাপেলে, ১৯০৭ সালে, ৬ই নভেম্বর তুমি এই স্ত্রীলোকটিকে বিবাহ করিয়াছিলে।"

এই কথা শুনিয়া পল হোহো করিয়া হাসিতে লাগিল। হাসিতে হাসিতে বলিল—"মাতাল অবস্থায় আমি ঐ সব কথা আপনাকে বলিয়াছিলাম বুঝি ? আপনিও যেমন ভালমানুষ—তাই বিশ্বাস করিয়াছিলেন, হা-হা-হা—মজা মন্দ নয় ! কিন্তু এটা কি আপনার নজরে পড়িল না মিষ্টার বোস্, যে, আমরা হইলাম রোম্যান্ ক্যাথলিক, ব্যাপটিষ্ট গির্জ্জায় আমার বিবাহ হইবে কেমন করিয়া ? আর ঐ ৬ই নভেম্বর না ডিসেম্বর কি বলিলেন, ১৯০৭ সালে আমি ত মান্দ্রাজেই ছিলাম না ;—আমি তখন ই, আই, রেলওয়ের গার্ড, দানাপুর হইতে মোগলসরাই 'রান' করিতাম। হা-হা-হা—১৯০৭ সালে মান্দ্রাজ ব্যাপটিষ্ট চ্যাপেলে আমার বিবাহ হইয়াছিল ! মজা মন্দ নয় !"

পলের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া এবং তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বিজয় একটু দমিয়া গেল। ১৯০৭ সালে তাহার দানাপুরে গার্ডগিরি করা না হয় নিছক মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায়। কিন্তু দেশীয় খৃষ্টান—বিশেষতঃ মান্দ্রাজ প্রদেশের—অধিকাংশই ত রোমান্ ক্যাথলিক বটে ! অথচ পত্রের লেখিকা যে পলের স্ত্রী, বিষয়েও সংশয় নাই। তবে কি গির্জ্জার বলিতে পলেরই ভুল হইয়াছিল, না তাহারই শুনিবার ভুল ?—বিজয় চিঠিখানি বাহির করিয়া দেখিল, তাহার স্বহস্তাক্ষরে ব্যাপটিষ্ট চ্যাপেলই লেখা রহিয়াছে।

পল, বিজয়ের মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া রুমালের আড়ালে মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিল। বিজয় অবশেষে বলিল—"১৯০৭ সালে যদি তুমি দানাপুরে, সোফিকে কোথায় বিবাহ করিলে ?"

পল অন্য দিকে চাহিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবিল। শেষে বিজয়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—"মিষ্টার বোস, আপনি কি এ কথার সত্য উত্তর চাহেন ?"

বিজয় বলিল—"সত্য উত্তরই চাহি।"

পল গম্ভীরভাবে বলিল—"আচ্ছা, আমি সত্য উত্তরই বলিব।—এখানে হুইস্কি আছে ?"

বিজয় হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, হুইস্কি ছুঁইয়া শপথ করিবে নাকি ?"

পল বলিল—"থাকে ত একটু আনিতে বলুন, বড় তৃষ্ণা পাইয়াছে।"

বিজয় বেহারাকে ডাকিয়া হুইস্কি দিতে বলিল। বেহারা হুইস্কির বোতল ও দুইটি গ্লাস বাহির করিয়া উভয়ের সম্মুখে এক একটি গ্লাস রাখিতে গেল; বিজয় হাত নাড়িয়া বলিল—"হামকো নেই।"

পল নিজের গ্লাসে প্রায় পাঁচ আউন্স হুইস্কি ঢালিয়া লইল। বেহারা সোডা খুলিয়া গ্লাসে আধ বোতল ঢালিতে না ঢালিতেই পল হাত উঠাইল। সে তখন সোডার বোতলটি টেবিলে রাখিয়া প্রস্থান করিল।

পল দুই চুমুকে গ্লাস প্রায় অর্দ্ধেকটা খালি করিয়া ফেলিয়া বলিল—"বেশ—জিনিষ।"—পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইয়া নীরবে ধূমপান করিতে লাগিল।

বিজয় বলিল—"জব্বলপুরের ডাকবাঙ্গলায় তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, মদ আর তুমি স্পর্শ করিবে না!"

পল বলিল—"দেখুন মিষ্টার বোস্, আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশী লেখাপড়া জানেন ইত্যাদি। কিন্তু আমি দেখিতেছি, সাংসারিক জ্ঞান আপনার বড়ই অল্প। মাতালের কথায় বিশ্বাস করিতে আছে? আমি যখন ঐ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তখন আমার অবস্থাটা ভাবুন দেখি।"—বলিয়া পল গ্লাসটি তুলিয়া,আরও কিঞ্চিৎ পান করিল।

বিজয় একটু অপেক্ষা করিয়া বলিল—"ইতিমধ্যে দেশে গিয়াছিলে না কি?"

পল নীরবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া জানাইল যে, সে দেশে যায় নাই।

"এত দিন কি করিতেছিলে?"

"চাকরি।"

"কোথায়?"

পল যেন একটু ভাবিয়া বলিল—"ঐ—ঐ—মান্দ্রাজেই।"

"এখন কি ছুটি লইয়া আসিয়াছ?"

"না, ছাড়িয়া দিয়াছি। চাকরি আর করিব না। পরের তাঁবেদারি করা ভারি ঝকমারি, মিষ্টার বোস্। ব্যবসা করিব। সেই জন্য আপনার কাছে আসিয়াছি।"

"উদ্দেশ্য?"

একটু সলজ্জভাবে পল বলিল—"কিছু টাকার জন্য আসিয়াছি।"

বিজয় বলিল—"আমার নামে নালিস করিবার ভয় দেখাইয়া, যদি কিছু টাকা আদায় করিতে পার, সেই চেষ্টায়?"

পল চেয়ারে হেলান দিয়া, বিহ্বল নেত্রদ্বয় বিজয়ের পানে স্থাপন করিয়া, করুণভাবে বলিল—"আপনি আমায় এমন শক্ত কথাটা বলিলেন মিষ্টার বোস্!"—তাহার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল, মদ্যের প্রভাবে স্ফীত নাসিকা স্পন্দিত হইতে লাগিল। রুমালে মুখচক্ষু মার্জ্জন করিয়া লইয়া সে আবার বলিতে লাগিল—"গত রাত্রে ডিসুজা যখন আমায় ঐ কথা বলিল, তখন আধ বোতলের উপর পার হইয়া গিয়াছে। আমি আপনার কাছে স্বীকারই করিতেছি, মাতাল অবস্থায়, আমি তাহার কথায় সম্মত হইয়াছিলাম। তাহারই প্ররোচনায় আজ পুলিস কোর্টের উকীল-লাইব্রেরীতেও গিয়াছিলাম বটে—কিন্তু বাস্তবিক আমার মনের ভিতর আপনার প্রতি কিছুমাত্র শত্রুভাব নাই। অবশ্য, এ কথা বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছা!—আমি আপনার শত্রু হইতে চাহি না মিষ্টার বোস্, আমি আপনার বন্ধুত্বেরই আকাঙ্ক্ষী।"—বলিয়া পল গ্লাসের বাকী হুইস্কিটুকু পান করিয়া ফেলিল।

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"দেশে গিয়া কি ব্যবসায় করিবে তুমি?"

পল রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল—"চুরুটের ব্যবসা। ত্রিচিনপল্লিতে ফ্যাক্টরি খুলিব—চুরুট প্রস্তুত করাইয়া কলিকাতায় এবং বোম্বাইয়ে চালান দিব। খুব লাভ মিষ্টার বোস্—খুব লাভ। এই দেখুন না"—বলিয়া পল উঠিয়া বিজয়ের নিকট গিয়া, পকেট হইতে কতকগুলা কাগজ বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে মেলিয়া দিয়া বলিতে লাগিল—"যে চুরুট ফ্যাক্টরিতে দেড়টাকায় একশো তৈয়ারী হয়, কলিকাতায় তাহার দাম তিন, সাড়ে তিন, চার টাকা। কেবল দুটি হাজার টাকা প্রয়োজন। নানা স্থানে চেষ্টা করিলাম, কোথাও পাইলাম না। শেষে হঠাৎ একদিন মনে হইল, জগতে আমার একটি বন্ধু আছেন, তিনি মিষ্টার বোস্, ভ্যাকীল, ক্যালকাটা হাইকোর্ট। যাই, তাঁহার নিকট হইতেই টাকা লইয়া আসি। এই মনে করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছি—গত কল্য মাত্র পৌঁছিয়াছি।"—পরে স্বর নীচু করিয়া, বিজয়ের অতি নিকটে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—"চৌধুরীরা ক্রমাগত সুশীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। একবার ভাবিলাম মিথ্যা বলি—কিন্তু অভ্যাস নাই, মিথ্যাটা কিছুতেই মুখ হইতে বাহির হইল না—সত্য কথাই বলিয়া ফেলিলাম।"—বলিতে বলিতে পল ফিরিয়া আসিয়া নিজ চেয়ারে উপবেশন করিয়া

বলিল—"আপনার বেহারাকে বলুন না, আর একটু হুইস্কি দিক।"

বিজয় বলিল—"আর হুইস্কি খাইও না, মাতাল হইয়া পড়িবে।"

পল বলিল—"আপনি হাসাইলেন মিষ্টার বোস্! দুই পেগ খাইয়াই মাতাল হইয়া পড়িব! হা-হা!"

বিজয় বলিল—"সোফিকে কোথায় কবে বিবাহ করিয়াছিলে, তাহা ত বলিলে না। সত্য করিয়া বল দেখি।"

পল শূন্য গ্লাসটির পানে একবার সকাতরে দৃষ্টিপাত করিয়া মুখ তুলিয়া বলিল—"শুনিবেন? কিন্তু সে সকল কথা শুনিয়া আপনার কি লাভ মিষ্টার বোস্?"

"আমার প্রয়োজন আছে। তাহাতে তোমার কোনও অনিষ্ট হইবে না, ভয় নাই।"

পল টেবিলের পানে চক্ষু নত করিয়া বলিল—"নিজের কুকীর্ত্তির কথা নিজমুখে বলা একটু শক্ত। কিন্তু আপনি বন্ধুলোক, আপনার কাছে গোপন করিব না। আসল কথা কি জানেন"—এদিক ওদিক চাহিয়া,স্বর নামাইয়া বলিল—"ঐ সোফি পল, ও আমার বিবাহিত স্ত্রী নয় মিষ্টার বোস্—তবে স্ত্রী বলিয়াই মান্দ্রাজে উহাকে চালাইতাম বটে। দানাপুরে উহার সহিত আমার সাক্ষাৎ। উহার স্বামীও সেখানে গার্ডগিরি করিত। তখন আমার বয়স অল্প, রক্ত বেজায় গরম, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া ঐ কুকার্য্যটা করিয়া ফেলিয়াছিলাম। সে জন্য চিরদিন আমায় অনুতাপ করিতে হইবে।"—বলিয়া পল একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, শূন্য গ্লাসটির পানে চাহিয়া রহিল।

এই কথা শুনিয়া বিজয়ের মাথা ঘুরিতে লাগিল। তাহার মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল। টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া, গালে হাত দিয়া বিজয় বসিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পল আবার বলিতে লাগিল—"চিরজীবন অনুতাপ করিতে হইবে। তাহার সহিত কোনও সম্বন্ধই এখন আর নাই, কিন্তু তাহার দুইটি মেয়ে,একটি ছেলে হইয়াছে, তাহাদের খোরাক-পোষাক দেওয়া আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। কিন্তু পাই কোথা? ত্রিচিনপলিতে চুরুটের কারখানা যদি একটি খুলিতে পারি, তবে আর কোনও কষ্ট থাকে না।"

এই সময় বেহারা ঘরে কি করিতে আসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া পল বলিল—"এই বেহারা, আরও থোড়া হুইস্কি দেও ত।"

বেহারা প্রভুর মুখপানে চাহিল। বিজয় বলিল—"দে।"

হুইস্কি পান করিতে করিতে পল বলিল—"সুশী ভাল আছে?"

বিজয় অন্যমনে বলিল—"আছে।"

পল হিহি করিয়া হাসিয়া, তাহার পর কাসিতে কাসিতে গ্লাসটি টেবিলে নামাইয়া রাখিল। বিজয় কৌতূহলী হইয়া পলের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি?"

পল বলিল—"একটা হাসির কথা মনে পড়িয়া গেল। আমার সেই বন্ধু ডিসুজা—পুলিস কোর্টের টাউট,—সে কা'ল রাত্রে কি বলিয়াছিল জানেন? বলিয়াছিল, এ মোকর্দ্দমায় তোমার স্ত্রীই হইবে প্রধান সাক্ষী! তুমি বোসের কাছে গিয়া তাহার ঠিকানাটি জানিয়া লইতে চেষ্টা করিও। সে যদি ঠিকানা বলে, উত্তম; যদি না বলে, আমার হাতে ভাল ভাল ডিটেক্‌টিভ আছে, আমি ডিটেক্‌টিভ লাগাইয়া তিন দিনের মধ্যে তোমার স্ত্রীকে খুঁজিয়া দিব। হা—হা—হা—কিন্তু আপনি দেখুন মিষ্টার বোস্, আমি ত প্রায় একঘণ্টা এখানে রহিয়াছি, সুশীর ঠিকানা কি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি? করি নাই। ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন, আপনার প্রতি আমার শত্রুভাব না বন্ধুভাব। কি করিব আমি সুশীর ঠিকানা জানিয়া? আমার কোনও প্রয়োজন নাই। সে যেখানে থাকুক, ভাল থাকুক, সুখে থাকুক, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট। এমন কি—আপনি কাগজ কলম আনিতে বলুন—সুশীর উপর সমস্ত স্বত্ব ত্যাগ করিয়া আমি দলিল লিখিয়া দিতেছি।"

বিজয় বলিল—"কোনও প্রয়োজন নাই।"

পল নীরবে বসিয়া মদ্যপান করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বিজয় উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"আমায় এখন বাহিরে যাইতে হইবে"

"ওঃ—আচ্ছা।"—বলিয়া পল দাঁড়াইয়া গ্লাসে চুমুক দিল। খালি গ্লাসটি টেবিলে নামাইয়া বলিল—"তবে টাকাটা—কবে—"

বিজয় বলিল—"কি দাবীতে তুমি আমার কাছে টাকা চাহ, পল?"

পল বিনীত হাস্যে বলিল—"দাবী? বন্ধুত্বের দাবী ছাড়া, আপনার উপর আমার কি দাবী আছে মিষ্টার বোস্?"

বিজয় বলিল—"কোনও দাবী তোমার নাই—টাকা দিব না।"

পল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"কি বলিলেন? দিবেন না? টাকা দিবেন না?"

বিজয় দৃঢ়স্বরে বলিল—"না। তুমি যাও।"

পল রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিল। দ্বারের দিকে দুই পদ অগ্রসর হইয়া বলিল—"আপনি বরং সকল বিষয় একটু ভাবিয়া দেখুন মিষ্টার বোস্। আমি না হয় কা'ল আবার আসিব।"

বিজয় বলিল—"ভাবিয়া দেখিবার কিছুই নাই। টাকা দিব না।"

পল আর দুই পদ অগ্রসর হইয়া, আবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"এই কি আপনার শেষ কথা?"

বিজয় বলিল—"শেষ কথা।"

"আল্‌রাইট্। হয় ত ইহার জন্য আপনাকে অনুতাপ করিতে হইবে মিষ্টার বোস্।"—বলিয়া কক্ষ হইতে সে নিষ্ক্রান্ত হইল। দ্বারের বাহির হইয়া, আবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া তর্জ্জনী হেলাইয়া বলিল—"আমি কল্য সারাদিন চুপ করিয়া থাকিব। যদি আপনার মতের পরিবর্ত্তন হয়, চৌধুরী সাহেবের বাড়ীতে আমায় সংবাদ দিবেন।"—বলিয়া টলিতে টলিতে বিজয়ের কম্পাউণ্ড পার হইয়া, ফটকের বাহির হইয়া গেল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

নূতন সংবাদ।

সন্ধ্যার পর হোটেলে পৌঁছিয়া বিজয় সুশীকে সকল কথাই বলিল। শুনিয়া সে কিয়ৎক্ষণ মৌন হইয়া বসিয়া রহিল। শেষে বলিল—"সত্যই যদি সে ডিটেক্‌টিভ লাগায়, আমায় কি ধ'রে নিয়ে যাবে?"

বিজয় বলিল—"কার সাধ্য! শুধু তোমার ঠিকানা জেনে যাবে; যদি মোকর্দ্দমা করে, তোমায় সাক্ষী মেনে সমন দিয়ে যাবে। ধার্য্য দিনে তোমার আদালতে গিয়ে সাক্ষী দিতে হবে।"

"আমায় কি জিজ্ঞাসা কর্‌বে?"

"তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌বে, তুমি পলের বিবাহিতা স্ত্রী কি না, তোমায় আমি ভুলিয়ে এনেছি কি না।"

"সত্যি, মোকর্দ্দমা কর্‌বে?"

"যদি তার সোফির সঙ্গে বিবাহের কথা সত্যি হয়, তা হ'লে মোকর্দ্দমা কর্‌বে না—কর্‌তে তার সাহসও হবে না—কারণ, আসল কথা প্রকাশ হ'লে তাকেই জেলে যেতে হবে। আর যদি, আজ যে কথা সে ব'লে গেল, তাই ঠিক হয়, তবে, টাকা দেব না বলেছি, সেই রাগে মোকর্দ্দমা কর্‌লেও কর্‌তে পারে।"

"যদি মোকর্দ্দমা করে, তা হ'লে কি হবে বিজয়?"

"কিছুই হবে না। আমি ত তোমায় ভুলিয়ে নিয়ে আসিনি।"—বলিয়া বিজয় হাসিতে লাগিল। শেষে বলিল—"আমি ত সে জন্যে ভাবছি নে—আমি ভাবছি, যদি সোফির সঙ্গে সত্যিই বিয়ে না হয়ে থাকে, তা হলেই ত সর্ব্বনাশ! কিন্তু দেখ, যে অত মিথ্যা কথা বল্‌তে পারে, তার কোন্ কথাটা সত্যি, কোন্ কথাটা মিথ্যে, তাই বা জানা যাবে কি ক'রে? আমার ত মনে হয়, জব্বলপুরে সে যে কথা বলেছিল, সেই সত্যি কথা; কারণ, তখন মিথ্যা বলার কোনও উদ্দেশ্য তার ছিল না। এখন ত গভীর উদ্দেশ্য রয়েছে।"

কি উদ্দেশ্য, টাকা আদায়?"

"হ্যাঁ, মূল উদ্দেশ্য তাই। সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ কর্‌বার জন্যে, আমায় নালিসের ভয় দেখান তার দরকার। আমি যদি মনে জানি যে, সে নিজেই দ্বিবিবাহের অপরাধী, তবে তার হুম্‌কিতে আমি ভয় পাব কেন? সেই জন্যে, জব্বলপুরে অসাবধানে মাতাল অবস্থায় যে কথা সে প্রকাশ ক'রে ফেলেছে, সেই কথাটাকে এখন মিথ্যা ব'লে প্রতিপন্ন কর্‌তে চায়।"

সুশী বলিল—"সম্ভব বটে। আর দেখ, এখন আমার মনে পড়্‌ল, ও রোমান ক্যাথলিক ব'লে ব্যাপটিষ্ট গির্জ্জায় যে বিয়ে হবেই না, এমন কোনও কথা ত নেই। যে স্ত্রীলোককে ও বিয়ে করেছে, সে যদি ব্যাপটিষ্ট হয়, তা হ'লে ব্যাপটিষ্ট গির্জ্জায় বিবাহ হ'তে ত কোনই আটক নেই!"

বিজয় উত্তেজিত স্বরে বলিল—"তাই নাকি হয়?"

সুশী বলিল—"হয়। আমি এ রকম দেখেছি।"

বিজয় আরামে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"তা হ'লে আমার বোধ হচ্চে, আজ ও যে সকল কথা আমায় ব'লে গেল, বিলকুল মিথ্যে। সুশী, কা'লই আমি মান্দ্রাজ রওয়ানা হই।"

সুশী বলিল—"কিন্তু তুমি চ'লে গেলে, আমার ভারি ভয় কর্‌বে বিজয়! সে যদি এখানে এসে কোনও উপদ্রব করে!"

"তুমিও চল আমার সঙ্গে। দুজনেই মান্দ্রাজ যাই।"

সুশী বলিল—"কিন্তু, সে যদি নালিসই করে, দুজনে হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে চ'লে যাওয়াই কি ঠিক হবে ?"

"তা বটে।"—বলিয়া বিজয় নীরব হইয়া রহিল। ভাবিতে লাগিল, যদি পল নালিসই করে, তবে প্রমাণটা এইরূপ দাঁড়াইবে—যে দিন পল গিয়া নালিস করিব বলিয়া শাসাইয়া আসিয়াছিল, তাহার পরদিনই বিজয় ও সুশী মান্দ্রাজ মেলে কলিকাতা হইতে অন্তর্দ্ধান। সেটা বড় ভাল হইবে না।

উভয়ে বসিয়া কিছুক্ষণ এ বিষয়ে আলোচনা করিল। অবশেষে স্থির হইল, পল কলিকাতা পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত বিজয় মান্দ্রাজযাত্রা স্থগিত রাখিবে।

সুশীকে যথাসাধ্য প্রবোধ দিয়া, রাত্রি নয়টার সময় বিজয় গৃহে ফিরিল। রাত্রি দশটায় আহারাদি সারিয়া, উপর হইতে নামিয়া আসিয়া আপিস-কক্ষে বসিয়া চুরুট ধরাইয়াছে, এমন সময় বেহারা একখানি কার্ড আনিয়া তাহার সম্মুখে ধরিল। কার্ডে লেখা আছে—মিঃ আর, চৌধুরী।

চৌধুরী সাহেব প্রবেশ করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন—"এই অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করিলাম, আমায় ক্ষমা করিবেন মিষ্টার বোস্।"

বিজয় অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি ?"

চৌধুরী সাহেব বলিলেন—"বড় বিপদ। সন্ধ্যার পর পল আমার বাড়ীতে গিয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে আপনার সহিত দেখা করিয়া গিয়াছে বলিল। ডিনারের পর আমরা বারান্দায় বসিয়া আছি, এমন সময় পুলিসের লোক আসিয়া এক ওয়ারেণ্ট দেখাইয়া পলকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল।"

বিজয় বলিল,—"ওয়ারেণ্টখানা দেখিয়াছিলেন ? কি অপরাধ ?"

"ওয়ারেণ্ট পড়িয়া দেখিয়াছিলাম। বোম্বাই হইতে সে ওয়ারেণ্ট আসিয়াছে। অপরাধ কি, তাহা বুঝিতে পারি নাই। তবে তাহাতে লেখা আছে, ৪০৯ ধারা।"

বিজয় বলিল—"তবিল তছরূপ। বাদীর নাম লেখা আছে ?"

"হ্যাঁ! নামটা ভুলিয়া গেলাম, কি একটা কোম্পানীর ম্যানেজার।"

"বোধ হয়, তাহাদের দোকানে পল চাকরি করিত। তবিল ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিয়াছিল।" নূতন পোষাক, রূপাবাঁধা ছড়ি, সোনার সিগারেট কেস প্রভৃতির গূঢ় তত্ত্ব বিজয় এখন বুঝিতে পারিল।

চৌধুরী সাহেব বলিলেন—"আমি উহার সঙ্গে সঙ্গে লালবাজারে গিয়াছিলাম, ব্যাপার কি, যদি কিছু জানিতে পারি। কিন্তু তাহারা কিছুই বলিতে পারিল না—বা বলিল না। শুধু বলিল, কল্য পুলিসের হেফাজতে উহাকে বোম্বাই পাঠাইবে। আমি জামিন হইয়া উহাকে খালাস করিতে চাহিলাম, বলিল, জামিন হইবে না। এখন আমাদের কি করা কর্ত্তব্য মিষ্টার বোস্ ?"

বিজয় বলিল—"আমাদের কোনই কর্ত্তব্য নাই, মিষ্টার চৌধুরী।"

"উহার আত্মীয়-স্বজনকে ত এ সংবাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু আমি ত উহার কোনও আত্মীয়-স্বজনের ঠিকানা জানি না। আমার বোধ হয়, সুশীকে এ সংবাদ দেওয়া উচিত।"

বিজয় বলিল—"তাঁহাকে আমি জানাইব।—আমি পলের এক আত্মীয়ের ঠিকানা জানি।"

"কে ? কোথায় তিনি ?"

বিজয় উঠিয়া, দেরাজ হইতে সোফি পলের পত্রখানি বাহির করিয়া, চৌধুরী সাহেবের হাতে দিয়া বলিল—"এইখানি পড়ুন।"

চৌধুরী সাহেব পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া খামখানির ঠিকানা পড়িলেন। শেষে পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রথম পৃষ্ঠা পড়িয়া শেষভাগে স্বাক্ষরটা পাঠ করিলেন। তাহার পর বিজয়ের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কাহার পত্র পড়িতেছি ?"

বিজয় বলিল—"মিসেস্ পলের পত্র।"

চৌধুরী সাহেব বলিলেন—"আপনি কি বলিতেছেন ? এই সোফি কি পলের বিবাহিতা স্ত্রী ?"

"বিবাহিতা স্ত্রী। ১৯০৭ সালের ৬ই নভেম্বর মান্দ্রাজ ব্যাপটিষ্ট চ্যাপেলে, পল উহাকে বিবাহ করিয়াছিল। এই দেখুন, খামের উল্টা পিটে আমি নোট করিয়া রাখিয়াছি।"

চৌধুরী সাহেব খামখানি উল্টাইয়া বিজয়ের লিখিত অংশ পাঠ করিয়া, চিঠির শীর্ষে তারিখ দেখিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই বিবাহের কথা আপনাকে কে বলিল ?"

"পল নিজেই বলিয়াছে। স্বাভাবিক অবস্থায় বলে নাই, মাতাল অবস্থায় বলিয়াছে।"

চৌধুরী সাহেব চিঠির বাকী অংশটুকু পাঠ করিয়া সেখানা টেবিলের উপর আছড়াইয়া ফেলিয়া ক্রুদ্ধ-

স্বরে বলিলেন—"The Scoundral !—এখন বুঝিতে পারিলাম মিষ্টার বোস্, কেন আপনি আজ প্রাতে আমায় বলিয়াছিলেন যে, পল সুশীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে, পল জেলে যাইবার যোগ্য !—উঃ—কি ভয়ঙ্কর লোক !"

বিজয় চিঠিখানি উঠাইয়া লইয়া পকেটে রাখিল।

চৌধুরী সাহেব গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার নিশ্বাস জোরে জোরে পড়িতে লাগিল।

বিজয় বলিল—"আপনাকে কিছু দিতে বলি মিষ্টার চৌধুরী ?—এক পেয়ালা চা, কি কফি কি একটু হুইস্কি ?"

"না—ধন্যবাদ। অনেক রাত্রি হইল, এখন উঠি। আপনাকে বিরক্ত করিলাম, কিছু মনে করিবেন না মিষ্টার বোস্"—বলিয়া চৌধুরী সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বিজয় বলিল—"বসুন না। এমনই কি বেশী রাত্রি হইয়াছে ! কতকগুলি কথা আছে।"

চৌধুরী সাহেব বসিলেন। বিজয় তখন জব্বলপুরের বৃত্তান্ত একে একে চৌধুরী সাহেবের নিকট ব্যক্ত করিল। মাতাল হইয়া সুশীর প্রতি পলের দুর্ব্যবহার, পরে পলায়ন, মোটর-গাড়ীতে সুশীকে লইয়া রেলগাড়ীর অনুসরণ, নেকলেস্ চুরী ও তাহার উদ্ধারের বিবরণ, কলিকাতায় আসিয়া সুশীকে গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে রাখা; অবশেষে অদ্য প্রাতে চৌধুরী সাহেবের স্নেহপূর্ণ কথা শুনিয়া সুশীর উক্তি—সমস্তই একে একে বিজয় বিবৃত করিল। কেবল উভয়ের মধ্যে যে অনুরাগ-সঞ্চার হইয়াছে এবং বিবাহের পরামর্শ চলিতেছে, সেটুকু গোপন করিল। অবশেষে বলিল—"পল পাছে সুশীর সন্ধান পাইয়া সুশীর নিকট গিয়া কোনও উপদ্রব করে, এই আশঙ্কাতেই আজ প্রাতে আপনার নিকট আমি তাহার ঠিকানা গোপন করিয়াছিলাম।"

কথায় বার্ত্তায় রাত্রি ১১টা বাজিয়া গেল। চৌধুরী সাহেব বলিলেন—"সুশীর সৌভাগ্য যে, সে তাহার ঐ বিপদের সময় আপনার মত একজন শিক্ষিত ভদ্রলোকের আশ্রয় পাইয়াছিল। যাহা হইক, এখন ত সকল গোল মিটিল, আপনি অনুগ্রহ করিয়া কল্যই সুশীকে আমাদের বাড়ীতে লইয়া আসিবেন। Poor girl !"

বিজয় ইহা স্বীকার করিয়া বলিল—"নিশ্চয়। তিনি ত আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া আছেন।"

চৌধুরী সাহেব উঠিলেন। বিজয় বলিল—"রাত্রি বেশী হইয়াছে, এখন ত আপনি ট্রাম পাইবেন না মিষ্টার চৌধুরী—আমার গাড়ী গিয়া আপনাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসুক।"

"না—ধন্যবাদ। কোনও প্রয়োজন নাই। আমি হাঁটিয়া বেশ যাইতে পারিব। কা'ল আপনি সুশীকে লইয়া আসিবেন। মেয়েটাকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ বড় আকুল হইয়াছে। এখন তবে আসি—গুড্‌নাইট্ !"—বলিয়া চৌধুরী সাহেব কর-প্রসারণ করিয়া দিলেন।

বিজয় করমর্দ্দনে তাঁহাকে বিদায় দিয়া, কাগজ-কলম লইয়া সুশীকে চিঠি লিখিতে বসিল। চিঠি শেষ হইলে বেহারাকে বলিল—"উইলসন্ হোটেলে গিয়া, সুশী-মেমসাহেবের আয়াকে ডাকিয়া, পত্র দিও। আয়া এখনই যেন মেমসাহেবকে জাগাইয়া তাঁহাকে পত্রখানি দেয়।"

বেহারাকে বিদায় দিয়া বিজয় অনেকক্ষণ চুপ করিয়া একভাবে বসিয়া রহিল। ভাবিতে লাগিল—সুশীকে জাগাইয়া পত্র দিতে বলিলাম, কিন্তু তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে যে সকল কথা তাহাকে বলিয়া আসিয়াছি, আজ আর তাহার চোখে ঘুম আছে কি !—এখন এই চিঠি পাইয়া হয় ত সে ঘুমাইতে পারিবে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

যাত্রার আয়োজন।

পরদিন বিজয় মান্দ্রাজ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

এ কয়দিন বকুরাণীর সঙ্গে তাহার দেখা-সাক্ষাৎ অল্পই হইয়াছে। তবে, যখনই হইয়াছে, বকুরাণী যথাসাধ্য সাবধানতা ও আত্মসংযম অবলম্বনে স্বামীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছে। তাহার বুকের ভিতর যে দুঃখ উথলিয়া উঠিতেছিল, মুখে তাহা সে প্রকাশ হইতে দেয় নাই ! আজ স্বামী বিদেশে যাইবেন, জিনিষপত্র গোছগাছ হইতেছে শুনিয়া সে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, বিজয় অবনত মস্তকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া শয্যাগৃহে উপস্থিত হইল। বকুরাণী খুকীকে কোলে করিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইয়াছিল। বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"আমায় ডেকেছ ?"

হ্যাঁ"—বলিয়া বকুরাণী ধীরে ধীরে স্বামীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বিজয় খুকীকে কোলে লইবার

জন্য হাত বাড়াইল। খুকী পিতার পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল—কোলে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল না। খুকীর আচরণে বকুরাণী যেন একটু অপ্রতিভ হইয়াই মেয়েকে ঠেলিয়া স্বামীর কোলে দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যস্ত ছিলে?"

খুকী পিতার কোলে গিয়া, অদূরে টেবিলের উপরস্থিত ফুলদানীর পানে আঙ্গুল বাড়াইয়া বলিল—"ফু—!" বিজয় দেখিল, ফুলদানী শূন্য—বলিল—"কৈ ফুল যে, ফুল চাচ্চিস্?"

খুকী আবার সেই দিকে আঙ্গুল বাড়াইয়া বলিল—"ফু—!" বকুরাণী হাসিয়া বলিল—"ফুলদানীতে আজকাল আর ফুল দেখতে পায় না কি না, তাই মেয়ে তোমায় জিজ্ঞাসা করছে।"

বিজয় হাসিয়া বলিল—"ওঃ—তুইও কৈফিয়ৎ চাচ্চিস্? আচ্ছা, ফুল নিয়ে আসি।—খুকীকে একবার ধর ত—ফুল এনে দিই"—বলিয়া বিজয় মেয়েকে বকুরাণীর কোলে ফিরাইয়া দিল। বকুরাণী খুকীকে লইয়া বলিল—"থাক্ না এখন, পরে এনে দিলেই ত হবে। ব'স ব'স।"

"আপিস-ঘরে আজ কয়েকটা ভাল ভাল ফুল দিয়া গেছে—নিয়ে এখনই আস্‌ছি"—বলিয়া বিজয় বাহির হইয়া গেল; চারি পাঁচটি গোলাপ-ফুল হাতে করিয়া সোফার নিকট আসিয়া সে দাঁড়াইল।

ফুলগুলি দেখিয়া খুকী "ফু" বলিয়া আগ্রহের সহিত হাত বাড়াইল। বিজয় খুকীর হাতে একটি ফুল দিয়া, আর একটি বকুরাণীর সম্মুখে ধরিল। বকুরাণী সেটি হাতে লইয়া বলিল—"বাঃ—বেশ ফুলগুলি! আমার চুলে তুমি এটি পরিয়ে দাও।"—বলিয়া, ফুলটি আবার স্বামীর হাতে দিয়া মাথা নীচু করিল।

বিজয় স্ত্রীর কবরীতে সযত্নে গোলাপটি পরাইয়া দিল। বকুরাণী মুখখানি তুলিয়া স্বামীর পানে চাহিয়া একটু ক্ষীণ হাসি হাসিল। বিজয় তখন বাকী ফুলগুলি ফুলদানীতে রাখিতে গেল। পূর্ব্বে এরূপ অবস্থায় কেবলমাত্র এরূপ ধন্যবাদসূচক হাসিতেই বিজয় সন্তুষ্ট হইত না,—একটি নির্দ্দিষ্ট দাম্পত্য-পুরস্কারের দাবী সে করিত এবং লোভীর মত আদায় করিয়াও লইত। সেই সকল কথা বকুরাণীর এখন মনে পড়িয়া গেল। সে তখন ফুলটি ভাল করিয়া বসাইবার ছলে, মুখখানি নীচু করিল।

ফুলগুলি ফুলদানীতে সাজাইয়া বিজয় যখন ফিরিয়া আসিল, বকুরাণী তখন মনের উচ্ছৃঙ্খল ভাবগুলিকে আবার শাসনে আনিয়া ফেলিয়াছে। বিজয় তাহার পাশে বসিয়া বলিল—"আজ রাত্রের গাড়ীতে মান্দ্রাজ যেতে হবে—তাই গোছগাছ করিলাম।"

বকুরাণী বলিল—"হ্যাঁ, তা শুনেছি। এ ক'টা দিন বাদে গেলে হ'ত না?"

"আজ কোন্ তিথি?"

"পঞ্চমী। পর্শু পুজো—তা পুজোর সময়টা বাড়ী থাকবে না?"

বিজয়ের মনে পড়িল, এবার ছুটিতে ভ্রমণে বাহির হইবার পূর্ব্বে, বকুরাণী বলিয়াছিল, "যেখানেই যাও, নবমী পুজোর দিন তোমায় বাড়ী ফিরে আস্‌তে হবে, বিজয়া দশমীর দিন তোমাতে আমাতে একসঙ্গে থাকব।" এমন কি, সে দিনেও নিজে সে বলিয়াছে, মান্দ্রাজে সুধীর কাজটুকু সারিয়া তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দশমীর দিন বকুরাণীকে লইয়া বায়ুপরিবর্ত্তনে বাহির হইবে। কিন্তু সমস্তই যে উলটপালট হইয়া গেল! বিজয় ধীরে ধীরে বলিল—"দেখি যদি দুই একদিনে কাজটা শেষ হয়ে যায়।"

বকুরাণী জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, খুব যদি দেরী হয়, তা হ'লে ক'দিন লাগবে?"

"এখানে ব'সে তা ত ঠিক বলা যায় না। দু-চার দিনের বেশী লাগবে ব'লে মনে হয় না!"

বকুরাণী কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল—"কা'ল বিজন ঠাকুরঝি এসেছিল।"

"কি বল্লে?"

বিজনের মেঝ ছেলে সুরেন ক'মাস ধ'রে অসুখে ভুগছে, তাই তাকে সমুদ্রের হাওয়া খাওয়াবার জন্যে ওরা যে আজ পুরী চল্ল। সেখানে বাড়ী ভাড়া নিয়েছে।"

"কত দিন থাকবে?"

"মাসখানেক কি মাস দুই বোধ হয়।"

"আর কি বল্লে?"

বকুরাণী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"আর আমাকে বল্‌ছিল, তুইও চল্ না আমার সঙ্গে, কিছু দিন হাওয়া বদ্‌লাবি, নৈলে একলাটি সেখানে কেমন ক'রে আমি দিন কাটাব?"

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"ওরা কে কে যাবে?"

"বিজন তার ছেলেটিকে নিয়ে যাবে, ওর পিসীমা যাবেন, আর ঝি চাকর সরকার!"

"তোমার কি ইচ্ছে?"

বকুরাণী মৃদু হাসিয়া বলিল—"আমার ইচ্ছের উপরেই সব নির্ভর করছে কি না!"

বিজয় বলিল—"তোমার শরীর যে খুব খারাপ হয়েছে, তাতে আর সন্দেহ নেই।"

বকুরাণী তাড়াতাড়ি বলিল—"না—না—আমার শরীর কিছু খারাপ হয়নি। আমি তা ভেবে এ কথা এখন তোমার কাছে পাড়িনি। আর, বিজন ঠাকুরঝির বাড়ীতে গিয়ে আমি বেশী দিন থাকবই বা কেন? সেটা কি ভাল দেখায়? আমি আর একটা কথা ভাবছিলাম।"

বিজয় ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"কি?"

বকুরাণী বলিল—"তুমি ত দু' দিন চার দিন পরে মান্দ্রাজ থেকে ফিরবে; ঐ ত পথ, তোমার যদি মত হয়, আমি আজ বিজনদের সঙ্গে যদি যাই, সেখানে দু'চারদিন ঠাকুর দেখি; তার পর মান্দ্রাজ থেকে ফেরবার সময় তুমি আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবে।"—ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া স্বামীকে নীরব দেখিয়া বকুরাণী আবার বলিল—"অবশ্য যদি তাতে তোমার কোনও অসুবিধা না হয়। যদি অসুবিধা হয়, তবে নাই গেলাম—ঠাকুর ত পালিয়ে যাচ্ছেন না।"

বিজয় তখন বলিতে বাধ্য হইল—"না, আমার তাতে অসুবিধা কি?"—সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, যে মানুষ এতদূর স্বার্থত্যাগ করিয়া আমার সুখের জন্য অন্যের সহিত বিবাহে নিজে সম্মতি দিয়াছে, তাহার এই সামান্য প্রার্থনাটুকু পূর্ণ না করিয়া কি পারা যায়? কিন্তু সুশী যদি সেবারের মত ষ্টেসনে যাইতে চাহে, তবে কি হইবে?

খুকী ইতিমধ্যে মা'র কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার গোলাপটি হস্তচ্যুত হইয়া কার্পেটের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। "খুকীকে দিয়ে আসি--তুমি পালিও না, আরও কথা আছে।"—বলিয়া বকুরাণী উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিজয় বলিল—"না পালাব কেন? এত অবিশ্বাস!"—বলিয়া সে একটু হাসিতে চেষ্টা করিল।

"না--অবিশ্বাস করিনি।"—বলিয়া বকুরাণী নিষ্ক্রান্ত হইল।

বিজয় বসিয়া ভাবিতে লাগিল—বকুরাণী মুখে বলিল, অবিশ্বাস করিনি, কিন্তু সত্যই কি তাই? এ সকল ব্যাপারের পরেও আমার প্রতি বিশ্বাস রাখা উহার পক্ষে সম্ভব কি? তবে, উহার কাছে আমি কিছু গোপন করি নাই, কোনও ছলচাতুরীর আশ্রয়ও কোন দিন লই নাই—তথাপি যাহা আমি করিয়াছি, তাহা কি বিশ্বাস-ঘাতকতা নহে? বিজনকুমারী ইহাকে পুরী লইয়া যাইতে চাহিতেছে, তাহারই বা কারণ কি? সকল কথা শুনিয়াছে বোধ হয়। বকুরাণী নিজমুখে না বলুক—বাড়ীর অন্য কেহ বলিয়া থাকিবে। স্ত্রীলোকের মনে কথা কি চাপা থাকে। তাই হয় ত বিজন ভাবিয়াছে, এই ত তাহার শরীরের অবস্থা, তাহার উপর স্বামী নূতন করিয়া বর সাজিবে, সে দৃশ্য এ কেমন করিয়া সহ্য করিবে,—ইহাকে সরাইয়া লইয়া যাই। বকুরাণী বিজনের প্রস্তাবে অসম্মতই বা কেন? কে জানে!—উহার মনে কি আছে, জানি না। যে সম্মতি একবার ও দিয়াছে, আজি হউক, কালি হউক, তাহাই কি প্রত্যাহার করিবে? বলিবে কি, তুমি স্বামী, তুমি স্বাধীন, তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার, কিন্তু আমার ইহাতে সম্মতি নাই জানিও—তোমার উপর অভিমান করিয়াই আমি সম্মতি দিয়াছিলাম, তাহা সত্য নহে, তাহা আমার হৃদয়ের কথা নহে, তাহা মিথ্যা!—বকুরাণী যদি ইহাই বলে! কি উত্তর আমি দিব তাহাকে?

বিজয়ের চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া বকুরাণী আসিয়া প্রবেশ করিল। স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া, মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি গাড়ী রিজার্ভ করেছ?"

"কেন?"

"ঠাকুরঝি বলছেন, দাদাকে বল্ গে, তুই যদি যাস্, ত আমিও যাব, আমার বুঝি ঠাকুর দেখতে ইচ্ছে করে না?--তা আমি, সদু, খুকীর ঝি, এত লোক কি বিজনদের গাড়ীতে ধরবে?"

বিজয় বলিল—"না, গাড়ী ত আমি রিজার্ভ করিনি। একলাই যাব, তাই করিনি।"

"এখন রিজার্ভ করা যায় না?"

বিজয় মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বলিল—"না, পুজোর সময় এত অল্প সময়ে রিজার্ভ ত পাওয়া যায় না। অন্ততঃ এক হপ্তা আগে থেকে রিজার্ভ ক'রে রাখতে হয়।"

বকুরাণী বলিল—"হ্যাঁ হ্যা—বিজন বল্‌ছিল বটে, ওরা এক হপ্তা আগে গাড়ী রিজার্ভ করেছে। তা হ'লে এখন উপায়? আমরা কোন্ গাড়ীতে যাব?"

বিজয় ধীরে ধীরে বলিল—"আমার কামরা যে একেবারে খালি থাকবে, এমন ত বোধ হয় না—পুজোর সময় যে ভিড়! সুবিধেমত মেয়েদের কোনও একটা কামরায় তোমাদের তুলে দিতে চেষ্টা করব।"

বকুরাণী সোফায় বসিয়া বলিল—"আমি তা হ'লে বিজনকে চিঠি লিখে পাঠাই যে, আমরাও যাব?"

"হ্যাঁ—লেখ। আর কোনও কথা আছে?—নীচে আমার অনেক কাষ বাকী রয়েছে।" বলিয়া বিজয় উঠিয়া দাঁড়াইল।

বকুরাণী বলিল—"না, এখন ত আর কোনও কথা মনে পড়ছে না। ওগো দেখ, টেলিফোন ক'রে একবার খবর নাও না, যদিই রিজার্ভ পাওয়া যায়।"

"আচ্ছা—খবর নিচ্ছি"—বলিয়া বিজয় বাহির হইয়া গেল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

বিদায়।

বেলা দুইটার পর বিজয় গিয়া সুশীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। সুশী তাহাকে দেখিয়াই অনুযোগের স্বরে বলিল—"এত দেরী! সকাল বেলা একবার আস্‌তে হয় না! কা'ল রাত্রে ঐ চিঠি লিখলে, তার পর আর কোন খবর নেই!"

বিজয় বলিল—"আজ রাত্রের গাড়ীতেই আমি মান্দ্রাজ যাব। জিনিষপত্র গোছগাছ করতে সকাল-বেলা আর সময় পেলাম না।"

"আজ রাত্রেই!—এত তাড়াতাড়ি কেন?"

বিজয় একটু হাসিল! বলিল—"আসবার পথে পুলিস অফিসে গিয়ে খবর নিলাম, চৌধুরী সাহেব কা'ল রাত্রে যে কথা বলেছেন, সেই কথাই ঠিক। তাকে তারা আজ রাত্রের গাড়ীতে বোম্বাই নিয়ে যাচ্ছে। এখন ত তোমার আর কোন ভয় রইল না, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাক, আমি ঘুরে আসি।"—বলিয়া বিজয় সুশীর হাতখানি হাতে লইল।

গত রাত্রে চৌধুরী সাহেবের আগমন ও কথা-বার্ত্তা চিঠিতে বিজয় সংক্ষেপে যাহা লিখিয়াছিল, তাহাই বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিল। শুনিয়া সুশী বলিল—"সব কথাই যদি বল্লে, তবে—আমাদের—"

বিজয় বলিল—"আমাদের ভালবাসার কথা—বিয়ে হবার কথা?—কেন বলিনি জান? একে ত ওঁরা, একজন পুরুষের দুই বিবাহ শুনলে আঁৎকে উঠবেন। তার উপর, কোন্ কথাটা সত্যি, সেটা স্থির না জেনে, তাঁকে বলা আমি সঙ্গত মনে করলাম না। ঈশ্বর যদি দিন দেন, তবে একদিন তাঁরা শুনবেনই ত! কিন্তু সে যা হোক, আমায় তিনি যে কা'ল অত ক'রে ব'লে গেলেন, তোমায় ওঁদের ওখানে নিয়ে যেতে, তার কি হয়? যাবে এখন?"

সুশী বলিল—"গেলেই হবে এখন! আচ্ছা, মান্দ্রাজে তোমার কত দেরী হবে?"

বিজয় বলিল—"যদি মান্দ্রাজ ব্যাপটিষ্ট চ্যাপেলে গিয়ে দেখি, ১৯০৭ সালের ৬ই নভেম্বর সোফির সঙ্গে পলের সত্যি বিয়ে হয়েছিল, তা হ'লে ত দুই এক দিনেই ফিরতে পারব। আর তা যদি না হয়, তবে সেই স্ত্রীলোকটা কোথায় আছে, তাকে আমায় খুঁজে বের করতে হবে। জব্বলপুরে যখন তার চিঠি দেখেছিলাম, তখন ত মান্দ্রাজেই ছিল। সে ঠিকানায় যদি তাকে না পাই, তবে তার অনুসন্ধানে হয় ত সময় লাগতে পারে। শেষ পর্য্যন্ত খবর না নিয়ে আমি ফিরছিনে।"—বলিয়া বিজয় নীরবে অন্যদিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সুশী জিজ্ঞাসা করিল—"কি ভাবছ?"

বিজয় বলিল—"ভাবছি, যদি আমার ফিরতে বেশী দেরী হয়, তা হ'লে—এখানে একলাটি থাকার চেয়ে তুমি কি চৌধুরী সাহেবদের বাড়ী গিয়ে এখন থাকবে?"

এ কথা শুনিয়া সুশী চিন্তা করিতে লাগিল। শেষে বলিল—"তুমি কি বল?"

বিজয় বলিল—"আমি কি ভাবছি জান? মান্দ্রাজে গিয়ে যখন যেমন খবর-টবর পাব, তোমায় অমনি আমি টেলিগ্রাম করব, ওঁরা সেই সব নিয়ে প্রশ্ন ক'রে তোমায় বিব্রত করবেন না ত? যখন শুনবেন, তখন শুনবেনই ত—কিন্তু এখন থেকে—"

সুশী বলিল—"এখন এই অবস্থায়, ওখানে গিয়ে থাকতে আমারও মন সরছে না। অবশ্য [illegible]য়ে দেখা-শুনো ক'রে আসবো।"

ক্রমে কথায় বার্ত্তায় স্থির হইল, চৌধুরী-ভবনে উভয়ে 'যোড়ে' যাইয়া আর কাষ নাই, তাঁহারা আবার কি ভাবিবেন! চা-পানান্তে বিজয় যখন বাড়ী যাইবে, সুশীও তখন একটা ঠিকা গাড়ী লইয়া জোড়াগির্জ্জায় যাইবে।

সুশী বলিল—"আমি বরং সেই গাড়ীখানাই রেখে দেব—ঘণ্টাখানেক সেখানে থেকে, ফিরে আসব। তুমি ষ্টেশনে যাবার সময় আমায় এখান থেকে তুলে নিয়ে যাবে ত?"

বিজয় একটু হাসিয়া বলিল—"না সুশু—আজ তুমি ষ্টেশনে যেও না।"

"কেন?"

বিজয় তখন কারণটি বলিল। শুনিয়া সুশী কি ভাবিতে লাগিল। বিজয় মনে করিল, বকুরাণী সঙ্গে

যাইবে শুনিয়া সুশীর মনটি বোধ হয় একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সুশীর আচরণে ও বাক্যে বিজয় একটু বিস্মিত হইল।

সুশী এক হাতে বিজয়ের হাতটি লইয়া, অন্য হাত তাহার স্কন্ধদেশে স্থাপন করিয়া আবদারের স্বরে বলিল —"বিজয়, বকুরাণীর অনুরোধ তুমি রক্ষা করেছ, আমার একটি প্রার্থনা পূর্ণ করবে?"

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"কি?"

সুশী পূর্ব্ববৎ বলিল—"আগে বল যে পূর্ণ করবে—তার পর আমি বলব।"

বিজয় বলিল—"কি কথাটা আমি শুনি আগে!"

"আমিও ষ্টেশনে যাব। তুমি আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে না বলছিলে—আমি একলাই যেতে পারি। আমিও ষ্টেশনে যাব, বকুরাণীকে দেখব।"

বিজয় হাসিয়া বলিল—"বকুরাণীকে দেখে কি হবে?"

সুশী বলিল—"যে আমার জন্যে এতদুর স্বার্থত্যাগ করতে পারে, তাকে দেখতে, তার সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছে হয় না?"

"আলাপ কি ক'রে করবে? তাকে চিনতে পারবে কি ক'রে? সেখানে সই থাকবে, বিজন-কুমারী থাকবে—"

সুশী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"বেশ! তুমি পরিচয় ক'রে দেবে না?"

বিজয় মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। বলিল—"আচ্ছা, সে হবে একদিন, এখনই তাড়াতাড়ি কি?"

ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে, অন্যান্য আত্মীয় পরিজনের সাক্ষাতে, প্রথম পরিচয়ের অসুবিধা—বিশেষ এ অবস্থায়—ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিতে তবে সুশী নিরস্ত হইল।

চা-পানান্তে আবশ্যক কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া, বিদায় লইবার জন্য বিজয় দাঁড়াইয়া উঠিল। সুশীর হাতখানি ধরিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিল—"এখন তবে আসি?"

সুশী মেঝের কার্পেটের দিকে চাহিয়া রহিল; সহসা কোনও কথা বলিতে পারিল না! বিজয় তাহার ভাব দেখিয়া বলিল—"আবার দু'চার দিনেই ত ফিরে আসছি।"—তাহার গলা ভারি হইয়া উঠিয়াছিল।

সুশী মুখখানি তুলিয়া বলিল—"একটুখানি ব'স।

বিজয় বসিল। সুশী বলিল—"আচ্ছা, কোন্ দিন সব প্রথমে তোমাতে আমাতে দেখা, তোমার মনে আছে?"

বিজয় মনে মনে তারিখের হিসাব করিতে লাগিল। সুশীর মুখে একটু মৃদু হাসি লক্ষ্য করিয়া বলিল—"কি?"

সুশী বলিল—"হিসেব করছ?"

বিজয় বলিল—"হ্যাঁ। দেখ না, আমি কলকাতা ছাড়লাম ২২শে আগষ্ট। পরদিন এলাহাবাদ পৌঁছলাম—সেখানে ছিলাম পাঁচদিন—২৮শে সেখান থেকে—"

সুশী বাধা দিয়া বলিল—"থাক্, আর অত হিসেব করতে হবে না; ৭ই সেপ্টেম্বর আমাদের দেখা।"

বিজয় বলিল—"হ্যাঁ, তা হ'তে পারে।"

সুশী বলিল—"হ'তে পারে নয়—তাই। আজ একমাস পাঁচদিন তোমাতে আমাতে পরিচয়। এই একমাস পাঁচদিনের কোনও দিন, দুজনে দেখা হয়নি, এ রকম হয়েছে কি?"

"না।"

"কিন্তু কা'ল আমি তোমায় দেখতে পাব না! পর্শু ও না, তার পরদিনও না, তার পরদিনও না"—বলিতে বলিতে সুশী মুখখানি নত করিল।

বিজয় আদর করিয়া তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিল। সুশী বলিল—"একটিবার শুধু, দুই এক দিন দেখা না হবার উপক্রম হয়েছিল।"

বিজয় বলিল—"যখন তোমার নেকলেস্ উদ্ধার করতে যাই। ফিরতে দুই এক দিন দেরী হবে ব'লে গিয়েছিলাম, কিন্তু সেই রাত্রেই ফিরে এসে তোমায় জাগিয়ে, তোমার গলায় নেকলেসটি পরিয়ে দিয়েছিলাম।"

সুশী বলিল—"তুমি জাগাও নি, সেই আয়া আমায় জাগিয়ে দিয়েছিল। 'মেমসাহেব, মেমসাহেব, সাহেব এসেছেন, উঠুন' ব'লে আমায় ডাকতে লাগল। বেশ ছিল আয়াটা। দেখ বিজয়, সে দিন আয়া একটি কথা আমায় বলেছিল, সে কথাটি এক দিনও তোমায় বলিনি। কথাটি এমন মিষ্টি লেগেছিল! কিন্তু তখন তা ছিল—আমার স্বপ্নেরও অতীত।"

বিজয় কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—"কি সে কথাটি?" সুশী তখন বলিতে লাগিল—"তুমি সে দিন তিনটার গাড়ীতে জব্বলপুরে গেলে না!—আমি তোমায় গাড়ীতে তুলে দিয়ে ডাকবাঙ্গালায় ফিরে আমার ঘরে ঈজি-চেয়ারখানায় প'ড়ে হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছিলাম। কতক্ষণ পরে আয়া এসে, আমায় দেখে কি বল্লে জান? বল্লে, মেমসাহেব, কেন আপনি কাঁদছেন, কার স্বামী না বিদেশে যায়! এ কথা শুনে আমি চম্‌কে উঠলাম, তাকে

বল্লাম—কে আমার স্বামী? সে বল্লে, এখনও উনি আপনার স্বামী হন নি, তা আমি জানি; কিন্তু দু'দিন পরে হবেন ত! ঈশ্বর যাদের মনে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা জন্মে দিয়েছেন, তাঁর চক্ষে তারাই স্বামি স্ত্রী।"

বিজয় বলিল—"হাঁ! তাই বল্লে! আশ্চর্য্য কথা ত! বিশেষ, ও শ্রেণীর অশিক্ষিত লোকের মুখে!"

"আশ্চর্য্য বৈ কি! কিন্তু সে যা বল্লে, তাই হ'ল—নয় বিজয়? দেখ, আজ তোমায় একটি গোপন কথা বল্লাম।"

বিজয় কিছুক্ষণ কথাগুলি মনে মনে উপভোগ করিল। তাহার পর বলিল—"তুমি আমায় একটি গোপন কথা বল্লে, আমিও তোমায় একটি গোপন কথা বলি। সেই রাত্রি তিনটের সময় আমি যখন তোমার গলায় নেকলেসটি পরিয়ে দিলাম, তোমার মুখখানিতে সুখের হাসি ফুটে উঠলো, তখন আমার মনে হ'ল কি জান? আমার মনে হ'ল, মাল্যদানটি এক তরফাই হ'ল, মালা-বদল আর হবে না এ জীবনে!"

সুশী বলিল—"আমারও তখন সে কথা মনে হয়েছিল। সে আজ ঠিক এক মাস আগে। জানি না, এক মাস পরে কপালে আর কি আছে।"—বলিয়া সুশী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

বিজয় তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া, আদর করিয়া, প্রায় পাঁচটার সময় বিদায় গ্রহণ করিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

বিজয়া-মিলন।

আজ মহানবমী। শরতের সমুজ্জ্বল প্রভাতালোকে পুরীধামের জল-স্থল উদ্ভাসিত। সূর্য্যোদয়কাল হইতে দলে দলে স্বাস্থ্যকামী বাঙ্গালীরা সমুদ্রতটে পরিভ্রমণ করিতেছিল: এখন রৌদ্র ক্রমে প্রখর হওয়ায় তাহাদের সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

বেলাভূমি হইতে অনতিদূরে, শাদা পেণ্ট করা রেলিং দিয়া ঘেরা অনতিপ্রশস্ত কম্পাউণ্ডের মধ্যবর্ত্তী একখানি ক্ষুদ্র অট্টালিকা। তাহারই ভিতরের বারান্দায়, পিঠওয়ালা একখানি দীর্ঘ বেঞ্চের উপর সৌদামিনী একাকিনী বসিয়া দিগন্তপ্রসারী নীলাম্বুরাশির পানে চাহিয়া আছে। কম্পাউণ্ডের এখানে ওখানে কয়েকটি ঝাউগাছ সমুদ্রের হাওয়া খাইয়া স্বাস্থ্য গরিমায় সর্ সর্ করিয়া শব্দ করিতেছে। নিম্নে রেলিং-এর কোলে কোলে দশবাই চণ্ডীর ঝাড়—কোথাও রক্ত, কোথাও পীতবর্ণ ফুলে শোভা পাইতেছে; কম্পাউণ্ডের বাকী অংশ, বেড়াইবার জন্য খালি রাখা হইয়াছে—কেবল সবুজ ঘাসে আবৃত। যে অংশে সৌদামিনী বসিয়া আছে, তাহা বাটীর পশ্চাদ্ভাগ ও সমুদ্রাভিমুখ, সম্মুখের ফটক, তটপ্রান্তবাহী সুদীর্ঘ রাজপথের উপর। ফটকের উভয় থামে ইংরাজি ও বাঙ্গালায় বাড়ীর নামটি লেখা আছে। "সিন্ধুনিবাস" —বকুরাণীর ঝি (মেদিনীপুরবাসিনী) ইহাকে বলে "সিন্দুক বাসা।" কিন্তু তাহা অবিচার, কারণ, বাড়ীটি ছোট হইলেও, অল্প যে কয়খানি ঘর আছে, তাহা বড় বড় এবং আলো-বাতাসও যথেষ্ট।

বেলা ক্রমে নয়টা হইল, কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে বিজনের স্বামী বিপিনবাবু বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। বিজন তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়া বারান্দায় আসিয়া সৌদামিনীর পার্শ্বে বেঞ্চখানিতে বসিল। কথা কহিতে কহিতে দুই জনে সমুদ্রবক্ষে উর্ম্মিমালার নৃত্যলীলা দেখিতে লাগিল। আজ পাঁচদিন হইল ইহারা এখানে আসিয়াছে—এ পাঁচদিন ধরিয়া সমুদ্র দেখিয়া সৌদামিনীর আকাঙ্ক্ষা আর মিটিতেছে না। রৌদ্র নিবিয়া যদি একটু মেঘ করিল, অমনি সৌদামিনী বাড়ী শুদ্ধ লোককে গিয়া বলে—"এস এস, বারান্দায় এসে দেখ একবার, সমুদ্রের রঙটা কি আশ্চর্য্য রকম বদ্‌লে গেছে।"

সৌদামিনীর এই সমুদ্র দেখার বাতিক, আর বকুরাণীর বাতিক হইয়াছে ঠাকুর দেখা। এখন সে বাড়ী নাই, ঝির নিকট খুকীকে সমর্পণ করিয়া, বিজনের পিসীমার সঙ্গে ঠাকুর দেখিতে গিয়াছে। একখানা ঠিকাগাড়ী দুই বেলার জন্যই বন্দোবস্ত করা আছে, কোচবাক্সে বসিয়া পাণ্ডাঠাকুর দুইটি বেলাই যথাসময়ে আসিয়া হাজির হন। বিজন যাইতে পারে না, তাহার ছেলের অসুখ। সৌদামিনী প্রথম দিন গিয়াছিল; পুরী পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আর একদিন যাইবে বলিয়া আপাততঃ ছুটি লইয়াছে; বকুরাণী এ কয়দিনই সমুদ্রের 'ঢেউ লইয়াছে'—সৌদামিনী অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে প্রথম দিনটিমাত্র লইয়াছিল। বকুরাণীর প্রতিদিন এই ঢেউ লওয়ার দুঃসাহসিকতায় সৌদামিনী তাহাকে "মেয়ে ডাকাত" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছে।

এখন উভয় সখীর মধ্যে বকুরাণীর প্রসঙ্গই চলিতেছিল। এ কয়দিন প্রায়ই তাহা হইয়াছে। সৌদামিনী বলিল—"মনটা খারাপ আছে, তাই

কুর দেখে বেড়াচ্চে। সত্যি, ওকে দেখলে ভারি ষ্ট হয়। কেনই বা মত দিলে!"

বিজনকুমারী বলিল—"ওর মাথা খারাপ হয়ে গছে।"

সৌদামিনী বলিল—"তা আর একবার ক'রে! মি যদি ঘুণাক্ষরে এ কথা আগে জানতে পারতাম, হ'লে কি ওকে মত দিতে দিই!"

বিজন বলিল—"আশ্চর্য্য মেয়ে ত! স্বামীর ঙ্গে যখন এ সব কথা ওর হ'ল, তখন বাড়ীতে তুই য়েছিস্, বউদিদি রয়েছেন, মুখের কথা তোদের কবার জিজ্ঞাসাও করলে না—একটা পরামর্শ ইলে না—একেবারে মত দিয়ে বসলো!— কি মেয়েমানুষে পারে?—কি বল্ ভাই, ?"

সৌদামিনী বলিল—"তা কি আর পারে? কাতে মেয়েমানুষ ভিন্ন আর কেউ পারে না।"

এ কথা শুনিয়া বিজনের মুখে একটু হাসি দেখা ল। বলিল—"আমরা হ'লে, সাত জন্মেও মত তাম না। যদি তেমন তেমন দেখতাম ত বলতাম, তামার যা খুসী হয় কর, আমার মত চেও না। াচ্ছা, মত না হয় দিয়েই ফেলেছে, এখন কেন লুক না যে, ওর মত নেই।"

"তা ও বলবে না। কত বুঝিয়েছি!—আমি ঝিয়েছি, বউদিদি বুঝিয়েছেন—কিন্তু চোরা না নে ধর্ম্মের কাহিনী। তুমি সে দিন ওকে সেই ক্মিণী-মিলন থিয়েটর দেখাতে নিয়ে গিয়েই ত এই র্বনাশটি করলে! ওকে কিছুই বল্লেই ও বলে, 'কেন, তে দোষটা কি? চিরদিনই ত আমাদের দেশে এ কম চ'লে আসছে!—আজ বুঝি আমরা ভারি মমসাহেব হয়ে পড়েছি, না?'—ওকে কে বোঝাবে ল!"

বিজনকুমারী সমুদ্রের পানে চাহিয়া বসিয়া ছিল, কিছুক্ষণ পরে বলিতে লাগিল—"যাই বলিস্ াই!—পুরুষজাতকে কিছু বিশ্বাস নেই! আগে াগে দুজনে কত ভাব! ইনি ওঁকে চোখের আড়াল রতে পারেন না, উনি এঁকে দুদিন না দেখলে বি খান। তার পরে, দুদিন একটা ইংরেজী-ওয়া ছুঁড়ীর সঙ্গে মোটর কারে বেড়িয়েই—তার প্রেমে প'ড়ে গেলেন! পড়া ব'লে পড়া—হাবুডুবু খয়ে একেবারে তলিয়ে গেলেন! আচ্ছা, সে কেমন দখতে ভাই শুনেছিস্? বকুরাণীর চেয়ে খুব সুন্দরী না কি?"

সৌদামিনী বলিল—"তা ত কিছু শুনি নি। হতেও পারে, নাও হ'তে পারে। সুন্দরী দেখলেই যে পুরুষমানুষ প্রেমে প'ড়ে যায়, তাও ত নয়।"

বিজনকুমারী হাসিয়া বলিল—"তবে কি? যার সঙ্গে যার মজে মন বল্‌ছিস্? ও সব কিছু না। মন কারু অমনি শুধু শুধুই মজে না। একটা না একটা কারণ থাকে। ঐ যে ইংরেজি কথা কয়, পিয়ানো বাজিয়ে গান গায়, সঙ্গে ব'সে টেবিলে খানা খায়, ঐতেই আজকালকার সাহেবী মেজাজের পুরুষরা ঘাড় মুচড়ে পড়েন। এবার কলকাতায় ফিরে আমার মেয়েটাকে মেয়েদের ইস্কুলের বোর্ডিং-এ পাঠাব। জুতো মোজা ত হিঁদুঘরের অনেক মেয়েই এখন পরছে, পিয়ানোও বাজাচ্চে, কিন্তু তাতে আর কুলোচ্চে না! ফর্ ফর্ ক'রে ইংরেজি কইতে পারা চাই, আর টেবিলে ব'সে খানা খেতে জানা চাই।"

সৌদামিনী হাসিয়া বলিল—"তোমার মেয়েও খানা খাবে! সেই সব অনাচার তুমি দেখতে পারবে?"

"কি কর্‌ব ভাই, কালধর্ম্মের মহিমে নৈলে আর কেন বলে! মেয়ে যদি জামাইকে বশেই না রাখতে পারলে, তা হ'লে আচার নিয়ে কি ধুয়ে খাব?"

এমন সময় বাড়ীতে ছকর গাড়ী প্রবেশের শব্দ হইল। বিজন বলিল—"ঐ তারা ফিরেছে।"

সৌদামিনী বলিল—"আচ্ছা দিদি, আমরা ত হার মেনেছি। তুমি একবার বউকে বোঝাও না। আমরা বল্লে হয় ত ওর মনে হয়, এ-বিয়ে হ'লে জাত নিয়ে একটা গোলমাল হবে, সেই জন্যেই বোধ হয়, এরা এত ভয় পাচ্চে, আপত্তি তুলছে। তুমি বেশ ক'রে বুঝিয়ে বল্লে যদি শোনে।"

বিজন বলিল—"আমিও যে না বলেছি, তা ত নয়, তোর সাম্‌নেই ত বলেছি।"

"না, এবার আমি যখন থাক্‌ব না, তখন তুমি বেশ ক'রে বুঝিয়ে শুঝিয়ে ব'ল, লক্ষ্মীটি ভাই! নইলে গতিক যে রকম দাঁড়াচ্চে, সংসারটি ছারখার হয়ে যাবে আর কি।"

বিজন বলিল—"আচ্ছা, আমিও একবার চেষ্টা ক'রে দেখি। কিন্তু তোদেরই কথা যখন শোনে না—"

ভিতরের কক্ষে পদশব্দ উথিত হইল। তার পর কণ্ঠস্বর—"ঝি,অ ঝি—খুকীকে নিয়ে আয়।"—বলিতে বলিতে বকুরাণী আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পরণে চৌড়া লালপেড়ে গরদের শাড়ী, গলায় ফুলের মালা, কপালে চন্দন।

বিজন বলিল—"কি গো পুণ্যবতী, পুণ্য ক'রে এলে?"

"এলাম"—বলিয়া বকুরাণী বেঞ্চখানির কোণে শ্রান্তভাবে বসিয়া পড়িল। সৌদামিনীর পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"চিঠিপত্র কিছু এসেছে? চিঠি কি টেলিগ্রাম?"

সৌদামিনী বলিল—"কৈ, কিছুই ত আসে নি।"

বকুরাণী বলিল—"ব'লে গিয়েছিলেন, দিন চারের বেশী দেরী হবে না, চার দিন ছেড়ে আজ ত পাঁচ দিন হ'ল ভাই! মান্দ্রাজ পৌঁছে সেই একখানা টেলিগ্রাম করেছিলেন, আর কোনও খবরই নেই!"

সৌদামিনী বলিল—"হয় ত আজ কি কা'ল এসেই পড়বেন—তাই আর—"

বকুরাণী বাধা দিয়া বলিল—"তিনি কি কখনও তার না ক'রে বাইরে থেকে আসেন!"

"না—তা আসেন না বটে। আজ সারাদিনে কোন খবর আসতেও ত পারে।"

"কেমন আছেন, তাই বা ঠিক কি!"—বলিয়া বকুরাণী মুখখানি বিমর্ষ করিয়া রহিল। বিজন ও সৌদামিনী তাহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল—হয় ত চিঠি লিখিয়াছেন, ডাকের গোলমালে তাহা আসিয়া পৌঁছে নাই; যদি আজ সেখান হ'তে রওয়ানা হন, ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠিবার আগে টেলিগ্রাম করিবেন, সে টেলিগ্রাম সন্ধ্যা নাগাইদ আসিয়া পৌঁছিতে পারে—ইত্যাদি। উভয়ে মিলিয়া তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া একটু শান্ত করিল।

বকুরাণীর ঝি এই সময় তাহার খুকীকে আনিয়া দিল। বকুরাণী তাহাকে কোলে করিয়া আদর করিতে লাগিল। মা'র গলার ফুলের মালাটি এ কয়দিনই খুকী দখল করিয়াছে, আজও করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে খুকীকে সৌদামিনীর কোলে দিয়া বকুরাণী স্নান করিতে গেল। সমুদ্রস্নান করিয়া, গায়ের নুণ ও বালি ধুইয়া ফেলিবার জন্য বাড়ী আসিয়া প্রত্যহ আবার সে স্নান করিয়া থাকে।

বকুরাণী স্নানকক্ষে প্রবেশ করিলে বিজনকুমারী তাহার স্বামীর কাছে গিয়া দেখিল, তিনি মুখ গম্ভীর করিয়া তামাক টানিতেছেন, তাঁহার সম্মুখে টেবিলের উপর পীতবর্ণের একখানা লেফাফা পড়িয়া রহিয়াছে। বিজন তাড়াতাড়ি সেখানি তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাগো, কার টেলিগ্রাম?"

বিপিন বাবু বলিলেন—"ব'স। বল্‌ছি।"

স্বামীর ভাবভঙ্গী দেখিয়া বিজনকুমারী উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিল। টেলিগ্রামখানি লেফাফা হইতে বাহির করিয়া চোখের সাম্‌নে মেলিয়া ধরিল; কিন্তু সে ইংরাজী জানিত না। জিজ্ঞাসা করিল—"বিজ বাবুর?"

"হ্যাঁ। তাঁর ব্যারাম।"

বিজনকুমারী চমকিয়া বলিল—"ব্যারাম? কি হয়েছে?"

"জ্বর। আজ বিকেলের গাড়ীতে এ পৌঁছবেন। একজন ডাক্তার সঙ্গে আস্‌ছে, ষ্টেশনে পাল্কী নিয়ে যেতে বলেছেন।"

"কখন্ এ তার এল?"

"আধঘণ্টা হবে।"

"ভয়ের কারণ আছে?"

বিপিন বাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ধীরে ধীরে বলিলে—"নেই-ই বা বলি কি ক'রে! সামান্য জ্বর হ'লে কি সঙ্গে ডাক্তার আস্‌ত?"

বিজনকুমারী টেলিগ্রামখানি টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল—"কি সর্ব্বনাশের কথা! বকু ফিরে এসেই খোঁজ নিচ্ছিল, কোনও চিঠি কি টেলিগ্রা এসেছে কি না। আসেনি শুনে তার মুখখানি শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল—বল্‌লে, শরীরগতিক কেমন আছে, তাই বা কে জানে! মন কি রকম ক'রে বুঝতে পারে। এখন ভালয় ভালয় এসে পৌঁছিলে বাঁচি। যাই, তাকে বলি গে।"

বিপিন বাবু হাত উঠাইয়া বলিলেন—"না না—তাকে এখন বল্‌বার তাড়াতাড়ি কি! ব'লে শু ব্যস্ত করা বৈ ত নয়। আগে আসুনই না, দেখি কি অবস্থায় আসেন।"

বৈকালে বিপিন বাবু পাল্কী লইয়া ষ্টেশনে গেলেন। রিজার্ভ গাড়ী হইতে বিজয়কে নামাইলেন—জ্বরের ঘোরে সে তখন অচেতনপ্রায়। সঙ্গের ডাক্তারটি মান্দ্রাজী যুবক; সে বলিল—"ট্রেনে উঠিবার সময় জ্বর অনেকটা কম ছিল—খুর্দ্দা জংসন ছাড়িবার পর উত্তাপ হু হু করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে।"

বাড়ী পৌঁছিয়াই বিপিন বাবু স্থানীয় সিভিল সার্জ্জনকে আনাইলেন। তিনি রোগীকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া, মান্দ্রাজী ডাক্তারটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া শেষে বলিলেন, জ্বরটা টায়ফয়েডে দাঁড়াইবার আশঙ্কা আছে; এ অবস্থায় ট্রেণে এতদূর লইয়া আসা ভাল হয় নাই।

রজনীর শেষ যামে বিজয়ের জ্বরটা একটু কম পড়িল। চক্ষু খুলিয়া সে দেখিল, ঘরে বাতি জ্বলিতেছে, বকুরাণী তাহার পায়ে হাত বুলাইতেছে। ডাকিল—"বকুরাণি, এইখানে এস।"

সারা রাত্রির পর বিজয় এই প্রথম কথা কহিল। বকুরাণী স্বামীর পদতল ছাড়িয়া, সরিয়া গিয়া বসিল; বিজয় তাহার হাতখানি ধরিয়া বলিল—"কা'ল বিকেলে এসে পৌঁচেছি—নয় ?"

বকুরাণী বলিল—"হ্যাঁ।"

"সন্ধ্যেবেলায় সিভিল সার্জ্জন এসেছিল ?"

"হ্যাঁ।"

"দেখ, আমার সব মনে রয়েছে। সিভিল সার্জ্জন কি বল্লে ?"

বকুরাণীর নিকট হইতে বাড়ীর লোকে সিভিল সার্জ্জেনের মন্তব্য প্রথমে গোপন রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হয় নাই। সে সবই শুনিয়াছিল; তথাপি বলিল—"বল্লে, কোন ভয় নেই —শীগ্‌গির তুমি সেরে উঠবে।"

বিজয়ের মুখে ক্ষীণ হাস্যরেখা দেখা দিল। সে যেন আবার ঘুমাইয়া পড়িল। অর্দ্ধঘণ্টা পরে আবার চক্ষু খুলিয়া দেখিল, বকুরাণী কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে তাহার কপালটিতে হাত বুলাইতেছে। সেবানিরতা পত্নীর পানে চাহিয়া বলিল—"বকুরাণি!"

"কি বল্‌ছ, বল।"

"আজ কোন্ তিথি ?"

"বিজয়া দশমীর রাত এখনও পোয়ায় নি।"

বিজয় মুদ্রিত নয়নে ধীরে ধীরে বলিল—"বিজয়া দশমীতে তুমি আমি আলাদা থাকিনি ত ?"

"না"—বলিয়া বকুরাণী প্রাণপণ চেষ্টায় অশ্রু রোধ করিল।

প্রায় দশ মিনিট নীরবে কাটিলে বিজয় ক্ষীণস্বরে বলিল—"বকুরাণি!—আমার একটি কথা রাখবে ?"—বকুরাণী দেখিল, স্বামীর মুদ্রিত চোখ দুটির কোণ দিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে।

বকুরাণী উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিয়া উঠিল—"রাখব না!—আমার প্রাণটা দিয়েও রাখব! কি কথা, বল।"—বলিয়া নিজ অঞ্চলে সাবধানে স্বামীর অশ্রু মুছাইয়া দিল।

বিজয় কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল—"বকুরাণি, তুমি সবই ত জান।"

বকুরাণী স্বামীর বক্ষে হাতটি রাখিয়া বলিল—"জানি বৈ কি। কি কর্‌তে হবে, আমায় বল।"

বিজয় ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—"তোমায় দেখলাম; বিজয়া দশমী আমাদের বিফল হয় নি। এ সময়—সুশীকেও একবার দেখতে ইচ্ছে কর্‌ছে। ডাক্তার যাই বলুক, আমার কিন্তু ভরসা হয় না—আমার দিন বোধ হয় ফুরিয়ে এসেছে, বকুরাণি।"

এ কথার পর বকুরাণী আর অশ্রুরোধ করিতে পারিল না—ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর বক্ষে মুখ রাখিয়া বলিল—"ও কথা তুমি বোল না, বোল না! তাকে আনাচ্ছি—এখনই তাকে আমি টেলিগ্রাফ ক'রে দিচ্ছি। আমার যদি কপাল-জোর নাও থাকে—তার যদি থাকে—তার ভাগ্যে তুমি বেঁচে ওঠ।"—বকুরাণীর চোখের জলে তাহার স্বামীর বক্ষের বস্ত্রাবরণ ভিজিয়া উঠিল।

বিজয় স্ত্রীর মস্তকে হাতটি রাখিয়া বলিতে লাগিল—"কেঁদ না—কেঁদ না! এখনই কেন ?"

কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই বিজয় আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রভাত হইবামাত্র বকুরাণী নিজের নাম দিয়া সুশীর নিকট জরুরী টেলিগ্রাফ্ পাঠাইয়া দিল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

কালীমন্দিরে।

জোড়াগির্জ্জায় চৌধুরী সাহেবের গৃহে সান্ধ্য ভোজনের নিমন্ত্রণ সারিয়া, রাত্রি দশটার সময় হোটেলে ফিরিয়া সুশী তাড়াতাড়ি গিয়া নিজকক্ষে প্রবেশ করিল। বসিবার ঘরে মেঝের উপর কম্বল বিছাইয়া আয়া নিদ্রামগ্না। সুশী চারিদিকে কি যেন খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। চিঠি লিখিবার ক্ষুদ্র ডেস্কখানিতে, টেবিলে, সোফায়, চেয়ারে, পিয়ানোর উপরিভাগে ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া বলিল—"কোনো চিটি কি টেলিগ্রাম আসিয়াছে কি ?"

আয়া বলিল—"কৈ না মেমসাহেব।"

এ উত্তর শুনিয়া সুশীর অঙ্গ যেন অবশ হইয়া আসিল। "আসে নাই ?"—বলিয়া নিকটস্থ একখানি সোফায় বসিয়া পড়িল। আয়া একটি হাই তুলিয়া, 'আলস্য ভাঙ্গিয়া,' কাছে আসিয়া বলিল—"চাবিটা মেমসাহেব।"

সুশী সে কথা কানে না তুলিয়া সোফার হাতলে মাথাটি রাখিয়া ভাবিতে লাগিল। আয়া পুনরায় বলিল—"চাবিটা দিন, চটিজুতা বাহির করিয়া আনি।"

সুশী মাথাটি তুলিয়া বলিল—"চাবি ?—এখন থাক্, তুই একবার ম্যানেজার সাহেবের আপিসে যা দেখি, জিজ্ঞাসা করিয়া আয়, আমার নামে কোনও চিঠি কিম্বা তার আসিয়াছে কি না।"

আয়া চলিয়া গেল। পাঁচ মিনিট পরে ফিরিয়া

আসিয়া বলিল—"কৈ না, কোনও চিঠি কি তার আসে নাই।"

সুশী তখন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, তাহার ড্রেসিং ব্যাগ হইতে শয়নকক্ষের চাবি বাহির করিয়া দিল। আয়া শয়নকক্ষ খুলিয়া, চটিজুতা আনিয়া, জুতা ছাড়াইয়া বলিল—"অনেক রাত্রি হইয়াছে মেম-সাহেব, পোষাক ছাড়িবেন চলুন।"

অর্দ্ধঘণ্টা পরে আয়াকে আহারের জন্য ছুটি দিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া সুশী বিছানায় উঠিল, কিন্তু শয়ন করিতে ইচ্ছা হইল না, বসিয়া রহিল। ভাবিতে লাগিল, তিনি পৌঁছিয়াই সেই একখানি টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন—তাহার পরদিন আর একখানি করিয়াছিলেন—তাহার পর দীর্ঘ তিনটি দিন কাটিয়া গেল, আর কোনও সংবাদ নাই কেন! কোথায় গেলেন, কেমন আছেন, কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না—পার্শ্বস্থ টিপয়ের উপরে সুশীর একটি রাইটিং কেস্ ছিল, সেটি লইয়া তাহা হইতে টেলিগ্রাম দুই-খানি বাহির করিয়া সে পুনরায় পাঠ করিল। একখানিতে কেবলমাত্র মান্দ্রাজে পৌঁছিবার সংবাদ। অপরখানিতে লেখা আছে, "এইমাত্র ব্যাপটিষ্ট চ্যাপেল হইতে ফিরিলাম। বিবাহের কথা সেই তারিখে রেজিষ্টারীভুক্ত আছে। অকাট্য প্রমাণ। পল্লীগ্রামে যাইতেছি। আবার তার করিব।"—সুশী ভাবিতে লাগিল—পল্লীগ্রামে কোথায় গেলেন, তাহাও কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। যেখানে গিয়াছেন, সেখানে কি তারঘর নাই? শারীরিক কেমন আছেন, তাহাই বা কে জানে! আচ্ছা যদি, কালেও সংবাদ না আসে, তাহা হইলে কি হইবে! একবার তাঁহার বাড়ীতে খোঁজ করিব কি? বকুরাণী এখানে থাকিলেও বা হইত, সেও ত পুরী গিয়াছে। বকু-রাণীকেও কোনও সংবাদ তিনি কি দেন নাই। বলিয়া গিয়াছিলেন, চারি পাঁচ দিনে ফিরিবেন—আজ ত পাঁচ দিন হইয়া গেল!—ফিরিতে বিলম্ব হউক, সে জন্য ভাবি না, এখন তিনি শরীরগতিক ভাল থাকিলেই বাঁচি।

রাত্রি ১১টা বাজিলে সুশী আলো নিবাইয়া শয়ন করিল বটে, কিন্তু ভাল নিদ্রা হইল না। মাঝে মাঝে ঘুমাইয়া, মাঝে মাঝে উঠিয়া আলো জ্বালিয়া, বিছানায় বসিয়া ভাবিয়া, কোনও প্রকারে সে রাত্রি কাটাইল।

পরদিন বেলা নয়টার সময় সে স্নান করিয়া বাহির হইতেই, আয়া তাহার হাতে একখানি টেলিগ্রাম দিল। টেলিগ্রামখানি অতি আগ্রহের সহিত লইয়া, খুলিয়া পাঠ করিতেই তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। টেলিগ্রাম হাতে করিয়া নিকটস্থ এক-খানি চেয়ারে সে বসিয়া পড়িল।

আয়া তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া, ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কোনও মন্দ খবর নহে ত মেম-সাহেব?"

"সাহেব পীড়িত।"—বলিয়া সুশী কষ্টে অশ্রুরোধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আবার তখনই বসিয়া বলিল—"ঐ টিপয়টা এখানে লইয়া আয়।"—টিপয় আসিলে, একটা কাগজে কতকগুলা কি লিখিয়া তাহাকে ম্যানেজারের আপিসে পাঠাইয়া দিয়া কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিল।

কয়েক মিনিট পরে, আয়া ৪।৫ খানি টেলিগ্রাম ফরম ও একখানি টাইম টেবল আনিয়া সুশীর হস্তে দিল। সুশী প্রথম টাইম টেবলখানি খুলিয়া পুরী যাইবার গাড়ীর সময় দেখিতে লাগিল। দেখিল, বেলা সাড়ে দশটার সময় একখানা প্যাসেঞ্জার গাড়ী ছাড়ে বটে, কিন্তু তাহাতে গেলেও যে ফল, রাত্রি নয়টার সময় মান্দ্রাজ মেলে আরোহণ করিলেও তাহাই—পরদিন প্রাতে সাতটার পূর্ব্বে পুরী পৌঁছানর উপায় নাই।

সুশী তখন কম্পিত হস্তে বকুরাণীর নামে টেলিগ্রাম লিখিল—"কল্য প্রাতে পৌঁছিব। অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত রহিলাম, বিজয় কেমন আছে তার-যোগে জানাও।"

টেলিগ্রামখানি হাতে করিয়া সুশী বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। আয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মেমসাহেব, কোথা যাইতেছেন?"

"তার আপিসে।"

"দিন্ না, ম্যানেজার সাহেবকে দিয়া আসি, তিনি এখনই পাঠাইয়া দিবেন।"

"না"—বলিয়া সুশী বাহির হইয়া গেল।

রাস্তাটুকু পার হইয়া দুই পা গেলেই লালদীঘির কোণে টেলিগ্রাফ আপিস। সুশী তথায় গিয়া টেলি-গ্রামখানি রওয়ানা করিয়া দিল। হোটেলে ফিরিয়া যাইতে তাহার ইচ্ছা হইল না। প্রাণটা এমন ছট-ফট করিতেছে, দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকা মুস্কিল! লালদীঘির ধারে একটি খালি বেঞ্চ পাইয়া, জলের পানে চাহিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল।

কিন্তু বসিয়া থাকাও কঠিন। বুকের মধ্যে হু হু করিয়া যেন কেমন একটা কি হইতেছে—তাহার মনে হইল, বসিয়া থাকার চেয়ে ঘুরিয়া বেড়াইলে বোধ হয়, একটু শান্তি পাওয়া যায়। বেঞ্চ হইতে উঠিয়া সুশী

জলের ধারের পথটি দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। তখন আপিসের সময়, দীঘির চারিদিক্ দিয়া অসংখ্য ট্রামগাড়ী ঘণ্টা বাজাইয়া হু হু শব্দে ছুটিতেছে। দুই তিন বার ক্ষিপ্রপদে লালদীঘিকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার একটু শ্রান্তি বোধ হইল। সে তখন একটা ফটকের কাছে,—একখানা ট্রাম আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। সুশী ফটকের বাহির হইয়া সেই ট্রাম-খানায় উঠিয়া বসিল।

ট্রাম ছাড়িলে কন্‌ডক্টার আসিয়া দাঁড়াইল। সুশী তাহার হাতে একটি টাকা দিল। কন্‌ডক্টার জিজ্ঞাসা করিল—"কাঁহাকা টিকিট মেম-সাহেব?"

সুশী ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"নেহি জানতা।"

কন্‌ডক্টার বিস্মিত নেত্রে একবার আরোহিণীর প্রতি চাহিল। তাহার পর ব্যাগ হইতে চৌদ্দ আনার রেজকী বাহির করিয়া, একখানি দুই আনার টিকিট কাটিয়া সুশীর হাতে দিয়া চলিয়া গেল।

সুশী সম্মুখের একটি বেঞ্চের কোণে গালে হাত দিয়া বসিয়া, আকাশপাতাল কত কি চিন্তা করিতে-ছিল; এক সময় মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, এস্‌প্লে-নেড ঘুরিয়া ট্রামখানি চৌরঙ্গির পথে চলিয়াছে। কন্‌ডক্টার তখন নিকটে দাঁড়াইয়া অন্য যাত্রীর টিকিট কাটিতেছিল, সুশী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"গাড়ী কাঁহা যাগা?"

কন্‌ডক্টার বলিল—"কালীঘাট।"

"কালীঘাট" শব্দটি সুশীর কানে যাইবামাত্র, তাহার চিন্তাধারা ভিন্ন পথে ধাবিত হইল। সে ভাবিতে লাগিল—আমি যদি হিন্দু হইতাম, তবে, আজ এ টেলিগ্রাম পাইয়া হয় ত কালীঘাটে গিয়া, তাঁহার আরোগ্য-কামনায় পূজা দিতাম। বকুরাণী যদি এখানে থাকিত, আর ঐ সংবাদ শুনিত, সেও বোধ হয় আজ কালীঘাটে যাইত, মা কালীকে পূজা দিয়া স্বামীর জীবনভিক্ষা করিত। সে এখানে নাই, তাই কি আমার অদৃষ্ট-দেবতা আজ কালীঘাটের পথে আমায় টানিয়া লইয়া যাইতেছেন? আজ ইচ্ছা করিতেছে—আমি মা কালীর কাছে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়ি, গলায় আঁচল দিয়া, হাত দুটি যোড় করিয়া বলি—"মা, তাঁহাকে তুমি বাঁচাইয়া দাও—আমি তোমার পূজা দিব; দুজনে আসিয়া তোমার পূজা দিয়া যাইব। আমি হিন্দু নহি বলিয়া আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিও না মা। আমি বড় দুঃখী—আমার দুঃখ দূর করিয়া দাও।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সুশী চলিল। মাঝে মাঝে তাহার চক্ষু সজল হইয়া আইসে; রুমাল লইয়া, মুখ হইতে পথের ধূলা মুছিবার ছলে সে চোখ মুছিয়া ফেলে।

গাড়ী ক্রমে এল্‌গিন রোডের মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইল। বৃহৎ থামযুক্ত অট্টালিকা—উপরে লেখা "লণ্ডন মিশনারি সোসাইটি।" এই অক্ষরগুলির প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই সুশীর মনে হইল—আজ এ সকল চিন্তা আমার মনে আসিতেছে কেন? মা কালীর নিকট মানত করিব, পূজা দিব, এ ইচ্ছা অত্যন্ত গর্হিত—অর্থাৎ আমার পক্ষে গর্হিত, কারণ, আমি খৃষ্টান। আমি ঈশ্বরের নিকট এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব। আজ আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল, আমার মাথার ঠিক নাই—তাই ঐ প্রকার নিষিদ্ধ চিন্তা আমার মনে প্রবেশ করিয়াছে।

গাড়ী ক্রমে ভবানীপুর পার হইয়া ডিপোর নিকট গিয়া দাঁড়াইল। সকল আরোহী নামিয়া যাই-তেছে দেখিয়া সুশীও নামিল। সেখানে দাঁড়াইয়া দেবীর মন্দিরচূড়া দেখিতে পাইল। গলির ভিতর দিয়া সে ক্রমে মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইল। পূর্ব্ব-দিকের ফটকে পৌছিয়া, ফুলের মালা গলায় কপালে সিন্দুর এক মাড়োয়ারীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হাম ইসকা ভিতর যানে সক্তা হ্যায়?"

মাড়োয়ারী বলিল—"হাঁ যাইয়ে। আঙ্গিনাতক যানেমে মানা নেহি হায়। কেত্তা সাহেব মেমলোগ যাতে হ্যায়।"

সুশী ভিতরে প্রবেশ করিয়া, প্রথম কিছুক্ষণ এদিক্ ওদিক্ বেড়াইল। যে সিঁড়ি দিয়া যাত্রিগণ দর্শন করিবার জন্য উপরে উঠিতেছে, সে সিঁড়ির নিকট দাঁড়াইয়া দেখিল, দ্বার খোলা রহিয়াছে, কিন্তু মানুষের ভিড়ে বিগ্রহ সেখান হইতে দেখিবার উপায় নাই। শত শত ভক্ত, দেবী দর্শন করিয়া "জয় কালী মাইকী জয়" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। সুশীর মাথা আবার বিগড়াইয়া গেল—সে সেইখানে দাঁড়াইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল—"মা, তোমার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তোমায় দর্শন করি, এমন অধিকার আমার নাই। আমি বাহিরে দাঁড়াইয়াই তোমার চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি, যাঁহাকে স্বামী বলিয়া মনে মনে আমি বরণ করিয়া লইয়াছি, তাঁহাকে যেন আমায় হারাইতে না হয়। মা, তাঁহাকে তুমি বাঁচাইয়া দাও, আমি অন্য লোক দিয়া তোমাকে পূজা পাঠাইয়া দিব।"

বিহ্বল চিত্তে কিয়ৎক্ষণ এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকি-বার পর হঠাৎ তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে তখন ধীরপদে মন্দিরপ্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া, পথ

জিজ্ঞাসা করিয়া, আবার ট্রামের পথে ফিরিয়া আসিল। হোটেলে ফিরিয়া, ঘণ্টাখানেক পরে, বকুরাণীর টেলিগ্রাম পাইল—স্বামী সেই অবস্থাতেই আছেন, কোন উন্নতি হয় নাই।

হোটেলের বিল মিটাইয়া, জিনিসপত্র বাঁধাইয়া রাত্রির গাড়ীতে সুশী পুরীযাত্রা করিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

দুটি বোন্।

বিপিন বাবু ষ্টেশনে গিয়া সুশীকে লইয়া আসিলেন। গাড়ী থামিবার শব্দ পাইয়া বকুরাণী দ্বিতলের সিঁড়ির নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—শুনিল, বিপিন বাবু নিম্ন হইতে বলিলেন—"আপনি উঠে যান, উপরে মেয়েরা আছেন।"—সুশী উপরে পৌঁছিবামাত্র, বকুরাণী তাহার হাতটি ধরিয়া "এস ভাই"—বলিয়া নিজ কক্ষে লইয়া গেল।

সুশী বকুরাণীর মুখপানে চাহিয়া বলিল—"আপনি—"

"আমি বকুরাণী। গাড়ীতে কোন কষ্ট হয়নি ত?"

সুশী বলিল—"না। তিনি কেমন আছেন?"

"সারা রাত খুব জ্বর ছিল—ছটফট করেছেন। এখন জ্বরটা একটু কম পড়েছে বোধ হচ্ছে,—শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছেন।"

সুশী তখন প্রশ্ন করিয়া, বিজয়ের এখানে পৌঁছান হইতে সমস্ত সংবাদ জানিয়া লইল। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল—"ডাক্তার কখন্ আবার আস্‌বেন?"

"ঘণ্টাখানেক পরেই আবার আস্‌বেন বোধ হয়। তুমি ততক্ষণ মুখ-হাত ধুয়ে, চা-টা খাও। গাড়ীতে তোমার ভারি কষ্ট হয়েছে, তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি।"

সুশী বলিল—"না, আমার কষ্ট হয়নি। এখন কি ওঁকে একবার—দেখতে পাইনে?"

বকুরাণী বলিল—"দেখবে? বেশ ত, এস না। চল, আমরা খুব আস্তে আস্তে যাই, কি জানি, যদি পায়ের শব্দে জেগে ওঠেন।"

সুশী আপনার পা হইতে জুতা খুলিতে লাগিল। বকুরাণী বাধা দিল না,—জুতার শব্দে পাছে স্বামীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, এ আশঙ্কা তাহার মনে ছিল। জুতা খুলিতে খুলিতে সুশী জিজ্ঞাসা করিল—"সে ঘরে এখন কে আছে?"

"সদু—সৌদামিনী। [illegible]—"

সুশী বলিল—"জানি। এ[illegible]পনার ঘর?"

"আমার ঘর আর কি। [illegible] এখানে এসে প্রথমে ক'দিন সদু আর আমি এই ঘরেই শুয়েছিলাম। এ দু'রাত ত শোয়ার কথা মনেও পড়ে নি!"—বলিয়া বকুরাণী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

বকুরাণীর সঙ্গে সঙ্গে মৃদুপদে সুশী বিজয়ের কক্ষে প্রবেশ করিল; দেখিল, বিজয় নিদ্রিত, সদু বসিয়া তাহার হাতে পায়ে হাত বুলাইতেছে। সুশী বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে নিদ্রিত বিজয়ের মুখখানির পানে চাহিয়া রহিল—চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া আসিল। বকুরাণী ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"চল, জাগলে আবার আমরা আস্‌বো।" বাহিরে লইয়া গিয়া, নিজ অঞ্চলে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিল—"চোখের জল ফেল্‌তে নেই! ভয় কি, ঈশ্বর আছেন!"

বারান্দায় কিছু দূর অগ্রসর হইতেই বিজনকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। বিজন বলিল—"আপনি এসেছেন, বড় ভাল হয়েছে। আপনি মুখ-হাত ধুয়ে ফেলুন, আপনার জন্যে চা-টা আমি ঠিক ক'রে ফেলি।"

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া সুশী বকুরাণীকে বলিল—"দেখুন, আমি খৃষ্টান, আপনারা হিন্দু, এখানে আমার থাকা-টাকা খাওয়া-টাওয়া—আপনা[illegible] কোন রকম—"

বকুরাণী সুশীর হাতখানি ধরিয়া বলিল—"না না, সে সব কোনও গোঁড়ামি আমার নেই। হলেই বা খৃষ্টান, আমাদের বাঙ্গালীর মেয়ে ত, মেম ত নও!"

সুশী বলিল—"কিন্তু যাঁর অতিথি আমরা—"

"বিজন? না, বিজনেরও কোন আপত্তি হবে না। ওকে জিজ্ঞাসা ক'রে তার পর তোমাকে আস্‌তে টেলিগ্রাম করেছিলাম। কিন্তু একটা কথা আমি ভাবছি, বিজন তার ছেলেকে হাওয়া বদলাবার জন্যে এখানে এসেছে, বাড়ী ভাড়া নিয়েছে—আমি আর সদু দু'চার দিন থেকে ফিরে যাব, মনে এই ভেবেই এসেছিলাম—কিন্তু ঈশ্বর এই বিপদে ফেল্লেন, সে জন্যে আমি বড় সঙ্কুচিত হয়ে রয়েছি। যা হোক্, আজ ডাক্তার এসে কি বলেন, দেখা যাক্, তার পর এ বিষয়ে একটা পরামর্শ কর্‌ব তোমার সঙ্গে।"

সুশী নিজের হাতঘড়ি দেখিয়া বলিল—"এখন সওয়া আটটা। ডাক্তার আস্‌বেন ন'টার সময়?"

"হ্যাঁ। তুমি মুখ-হাত ধুয়ে নাও। গোসলখানায়

জলটল সব ঠিক আছে। এখানে আমাদের আয়া-টায়া ত নেই ভাই, ঝি আছে—তুমি নিজে—"

সুশী বলিল—"আমি নিজেই সব পারি—আয়ার জন্যে আমার কিছু আটকায় না। আমার বাক্স-টাক্সগুলো নীচে আছে—সেইগুলো যদি কাউকে দিয়ে—"

"হ্যাঁ—আমি সেগুলো আনিয়ে দিচ্ছি।"—বলিয়া বকুরাণী বাহির হইয়া গেল।

সুশী তক্তপোষের কিনারায় বসিয়া ভাবিতে লাগিল। গত কল্য সে মনে করিয়াছিল, বিজয়ের অনুরোধে বকুরাণী অনিচ্ছায় তাহাকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছে। আজ বকুরাণীর সেই সৌজন্য ও আত্মীয়বৎ ব্যবহারে তাহার ভ্রম দূর হইয়া গেল। বকুরাণী যে তাহার সহিত স্বামীর বিবাহে সম্মতি দিয়াছে, ইহা এ পর্য্যন্ত তাহার অল্প বিস্ময়ের বিষয় ছিল না—এখন সে বিস্ময়ের ভাবটুকু অনেকখানি তিরোহিত হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভৃত্যেরা জিনিসপত্র লইয়া কক্ষমধ্যে রাখিয়া গেল। সুশী তখন দ্বার রুদ্ধ করিয়া, আবশ্যক বস্ত্রাদি বাহির করিয়া গোসলখানায় প্রবেশ করিল।

স্নানাদি সমাপন করিয়া অর্দ্ধঘণ্টা পরে সুশী দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল। কি মনে হইল, আবার ভিতরে গিয়া, জুতা খুলিয়া রাখিল। বাহির হইয়া কিয়দ্দূরে আসিতেই দেখিল, সমুদ্রের ধারের বারান্দায় বিজনকুমারী দাঁড়াইয়া আছেন। অদূরে লম্বা বেঞ্চের সম্মুখে বস্ত্রাবৃত বেতের টেবিলের উপর চায়ের জিনিষ সজ্জিত রহিয়াছে।

"এই যে—আপনার স্নানও যে হয়ে গেছে দেখছি।—একটু চা খাবেন আসুন।"—বলিয়া বিজনকুমারী সুশীর নগ্নপদের পানে চাহিল। সুশীকে লইয়া সেই বেঞ্চে বসিয়া বলিল—"ঝি, গরম জলের কেৎলিটা নিয়ে আয় ত।"

সুশী চা-পান করিতে লাগিল। বিজন বলিল—"এখানে ডিম-টিমের বন্দোবস্ত ত নেই—একটু হালুয়া আর কিছু মিষ্টি আছে—এই যদি খেতে পারেন—আপনার বোধ হয় কষ্ট হবে।"

সুশী বলিল—"না, ডিমের পরিবর্ত্তে মিষ্টি খেতে কষ্ট হবে না। তবে এখন আমি কিছুই খেতে পারব না—আমায় মাফ করবেন। আমি শুধু এই চাটুকু খাই। আর দেখুন, আপনারা বোধ হয় টেবিলে ব'সে চা-টা খান না; আমার জন্যে এ সব কেন করেছেন? কিছু দরকার ছিল না। আমাকে আপনাদেরই একজন ব'লে মনে করবেন;—মেম-সাহেব ব'লে ভ্রম করবেন না।"

বিজন ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"আপনি জুতো মোজা ছেড়ে এসেছেন, এখন আর কি ক'রে আপনাকে মেমসাহেব ব'লে ভ্রম করব?"

সুশী চা-পান শেষ করিয়া বলিল—"বারান্দাটি বেশ। সমুদ্রের এ হাওয়ায় আপনার ছেলের খুব উপকার হবে বোধ হয়।"

বিজন বলিল—"সেই আশা করেই ত এসেছিলাম। হঠাৎ এই বিপদ্।"

বকুরাণী এমন সময়ে বারান্দার অপর প্রান্তে দাঁড়াইয়া ডাকিল—"সুশীলা, শোন।"

সুশী তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলে, বকুরাণী চুপি চুপি বলিল—"উনি জেগেছেন, চল।"

সুশীর বুকটি এ কথা শুনিয়া ঢিব ঢিব করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল—"আমি এসেছি,—তা তিনি শুনেছেন?"

"হ্যাঁ, বলেছি। বল্লেন, তাকে একবার পাঠিয়ে দাও। এস।"

সুশী কম্পিতপদে বকুরাণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। দ্বারের কাছে গিয়া বকুরাণী বলিল—"যাও।"

সুশী দাঁড়াইয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"আপনি আগে চলুন।"

বকুরাণী বলিল—"বেশ, তুমি ভাই যা হোক! তুমি ত স্নান-টান সেরে নিয়েছ, আমি এখন মুখে জলও দিই নি। ডাক্তার না আসা পর্য্যন্ত তুমি ওঁর কাছে ব'স—আমি ততক্ষণ মুখ হাত ধুই গে।"—বলিয়া সুশীকে দ্বারের দিকে ঠেলিয়া দিয়া সে চলিয়া গেল।

সুশী প্রবেশ করিয়া দেখিল, বিজয় দ্বারের দিকে চাহিয়া আছে। কাছে গিয়া তাহার কপালে হাত দিয়া, অশ্রুজড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন আছ বিজয়?"

"ভাল আছি। ব'স।"

ঘরের মাঝখানে একখানি চেয়ার ছিল, সুশী সেখানি খাটের কাছে আনিতে যাইতেছিল—বিজয় বলিল—"আমার কাছে, এই বিছানায় ব'স।"

সুশী বিছানায় বসিলে, বিজয় তাহার হাতখানি টানিয়া লইয়া নিজ বক্ষে স্থাপন করিল—সুশী জিজ্ঞাসা করিল, "বুকে কি কোনও কষ্ট হচ্ছে, হাত বুলিয়ে দেব?"

বিজয় বলিল—"না, হাতটি এইখানে থাকুক"—বলিয়া সে সুশীর হাতখানি নিজ দুই হাতে ধরিয়া রহিল—সুশী বলিল—"গা এখনও গরম রয়েছে।"

বিজয় বলিল—"টাইফয়েড। কতদিন ভোগাবে জানিনে। শেষ কি হবে, তাও জানিনে!"

সুশী বলিল—"ভয় কি, তুমি ভাল হবে।"

বিজয় কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে সুশীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর জড়িতস্বরে ডাকিল—"সুশীলা!"

সুশী বলিল—"কেন, বিজয়?"

বিজয় বলিল—"যত দিন বেঁচে আছি, তুমি এখানে থাক্‌তে পারবে কি?"

সুশী বলিল—"আমি যত দিন বেঁচে আছি, তত দিন আমি তোমার কাছেই থাকব।"

বিজয় বলিল—"তুমি আমায় ছেড়ে যাবে না?"

সুশী বলিল—"কেন তোমায় আমি ছেড়ে যাব? আমি এইখানেই রইলাম। বকুরাণী, আমি, দুই বোনে তোমার শুশ্রূষা ক'রে তোমায় ভাল ক'রে তুলব।"

বিজয় বলিল—"কিন্তু এখানে তোমার বড় কষ্ট হবে; তা ছাড়া, বকুরাণী, সদু, তোমায় সহ্য করতে পারবে কি না জানি নে।"

সুশী বলিল—"কেন পারবেন না? আজ আমি এলে পর, বকুরাণী আমাকে তাঁর ছোট বোনের মতই আদর-যত্ন করেছেন।"

বিজয় চক্ষু বুজিয়া চুপ করিয়া রহিল। সুশীকে টেলিগ্রাম করার পর হইতে এ বিষয়ে তার মনে একটু দুশ্চিন্তা ছিল—সুশীর কথায় এখন তাহার সে দুশ্চিন্তা দূর হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সুশী নিম্নস্বরে বলিল—"ঘুম আসছে বিজয়?"

বিজয় চক্ষু খুলিয়া সুশীর মুখখানির প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল—"আমার কপালে তুমি একটু হাত বুলিয়ে দাও—আমি ঘুমুই।"

সুশী বিজয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল; বিজয় শীঘ্রই পুনরায় নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

স্বখাত সলিলে।

সে দিন বেলা নয়টার সময় ডাক্তার সাহেব আসিয়া, রোগীকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন, উপস্থিত এখন কোনও বিপদের আশঙ্কা দেখা যাইতেছে না, পীড়া যদি উত্তরোত্তর বক্রপথ অবলম্বন না করে, তবে রোগী সুস্থ হইয়া উঠিতে দুই তিন সপ্তাহের অধিক না-ও লাগিতে পারে।

দুইটি দিন সমভাবেই কাটিল। বিজয়ের জ্বরটা কখনও বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কখনও বা কম থাকে। অধিক জ্বরের সময় প্রায়ই সংজ্ঞা থাকে না। কমিলে দুই চারিটি কথাবার্তা হয়। সুশীই এখন বিজয়ের নিকট বেশী সময় থাকে—সে অক্লান্তভাবে তাহার শুশ্রূষা করিতেছে। বকুরাণী,বিজয়ের পিসীমার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় 'ঠাকুর দেখিতে' আরম্ভ করিয়াছে।

তৃতীয় দিনে বকুরাণী এক সময় সুশীকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিল—"দেখ, এখন হয় ত মাসখানেক, কি তারও বেশী, এখানে আমাদের থাকতে হবে; বিজন নিজেই রোগা ছেলে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, তার উপর আমরা থেকে ওদের উপর উপদ্রব করব, সেটা কি ভাল হয়?"

সুশী বলিল—"তা ত হয়ই না। কিন্তু উপায়ই বা কি? কাছাকাছি যদি একটি ভাল বাড়ী পাওয়া যেত—"

বকুরাণী বলিল—"বাড়ী ত আছে, এ বাড়ীর দুখানা বাড়ী পরে, তৃতীয় বাড়ীটা। যারা এখন রয়েছে, তারা কা'ল কি পর্শু চ'লে যাবে শুনছি। কিন্তু এ অবস্থায় ওঁকে নাড়ানাড়ি করা কি ভাল হবে? যদি হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়?"

সুশী ধীরে ধীরে বলিল—"ডাক্তার যদি বলেন যে কোনও ভয় নেই—কিন্তু তা হলেও—এ অবস্থায় সাহস হয় না।"

এই সময় সৌদামিনী সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। বকুরাণী বলিল—"তুই চ'লে এলি যে?"

"দাদা ঘুমিয়ে পড়েছেন। কি পরামর্শ হচ্ছিল তোমাদের?"

তখন তিন জনে বসিয়া এ বিষয়ে পরামর্শ চলিতে লাগিল। সৌদামিনী বলিল—"ওদের আমরা কষ্ট ত দিচ্ছিই, নিজেরাও কত অসুবিধে ভোগ করছি দেখ। দুই একটা ঝি-চাকর, বাড়ী থেকে আনাতে পারলে ভাল হয়, কিন্তু—"

সুশী এই সময় বলিল—"আচ্ছা, সে বাড়ীটা কেমন? এর চেয়ে মন্দ হবে কি?"

বকুরাণী বলিল—"ভিতরে গিয়ে ত দেখিনি, রাস্তা দিয়ে যেতে গাড়ী থেকে দেখেছি, এই রকম প্যাটার্ণের বাড়ী বলেই ত বোধ হয়। কি বলিস্ সদু?"

সদু বলিল—"এই রকম বাড়ী। দোতলা, সমুদ্রের দিকে বারান্দা আছে—"

সুশী বলিল—"তা হ'লে এক কায করলে হয় না? আমরা সেখানে না গিয়ে, যদি সেই বাড়ী ভাড়া নিয়ে এঁদের সেখানে যেতে বলি?"

সদু বলিল—"হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঠিক বুদ্ধি করেছো, এই ত বেশ হবে, নয় বৌ?"

বকুরাণী বলিল—"কিন্তু সে কথাই বা বিজনদের বলা যায় কি ক'রে? ওরা বাড়ী নিয়েছে, আমরা বলব, আমরাই এখানে রইলাম, তোমরা অন্য জায়গায় যাও, সেটা কি ভাল হয়?"

সুশী, সদু উভয়েই বলিতে লাগিল, সে বাড়ী যদি ইহার অপেক্ষা মন্দ না হয়, তবে এ প্রস্তাব করিতে বিশেষ কিছু দোষ নাই। কি ভাবে বিজনের কাছে কথাটা পাড়িতে হইবে, তাহা উভয়ে মিলিয়া বকুরাণীকে শিখাইতে লাগিল। অবশেষে পরামর্শ স্থির হইল, আজ কোনও সময় বকুরাণী বিজনের কাছে প্রস্তাবটা করিবে।

বিকালে বকুরাণী অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত বিজনের কাছে প্রস্তাবটা করিল। বিজন বলিল—"আচ্ছা, ওঁকে জিজ্ঞাসা করি।"

বিপিন বাবু শুনিয়া বলিলেন—"সে বাড়ী আমার দেখা আছে। বেশ ত, খালি হোক্, তখন আমরাই ঐটেতে যাব এখন।" বিজন বকুরাণীকে এ সংবাদ শুনাইয়া বলিল—"আজ সন্ধ্যার পর বারান্দায় এসে বসিস্, দুজনে গল্প করা যাবে।"

বকুরাণী বলিল—"আজ সন্ধ্যাবেলা পিসীমার সঙ্গে মন্দিরে আরতি দেখতে যাব।"

"কা'ল ত গিয়েছিলি, আজ নাই গেলি।"

"আজ যে লক্ষ্মীপূর্ণিমা।—আজ ঠাকুরদের খুব সাজাবে!"

"আজ লক্ষ্মীপূর্ণিমা না কি!—আজ যে নারিকেল-চিঁড়ে খেতে হয়। তা মনেও ছিল না, যাই, আনতে দিই গে।"

বকুরাণী হাসিয়া বলিল—"সে পিসীমা আনতে দিয়েছেন। বুড়ীরা সরুলে কি ক'রে যে তোমরা হিঁদুয়ানী বজায় রাখবে, তাই ভাবি!"

বিজন বলিল—"আচ্ছা আচ্ছা, আর বক্তিমে কর্‌তে হবে না। রাত্রে বারান্দায় এসে বসিস্।"

রাত্রি দশটার সময় আহারান্তে, বিপিন বাবু বিজয়কে দেখিয়া আসিলেন। তাহার পর শয্যা-পার্শ্বে ল্যাম্প ও গুড়গুড়ি লইয়া, পুস্তক হস্তে নিদ্রার আয়োজন করিলেন। বিজনকুমারী তাঁহার পাতে প্রসাদ পাইয়া, একটা পাণ মুখে দিয়া, পাণের ডিবা হাতে লইয়া পশ্চাতের বারান্দায় আসিয়া দেখিল, কোজাগরী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাপ্লাবনে সমুদ্রের বক্ষ ঝলমল করিতেছে। কিছুক্ষণ মুগ্ধনেত্রে দাঁড়াইয়া বিজন সেই দিগন্তব্যাপিনী শোভা দেখিতে লাগিল। তাহার পর, যে দিকে বেঞ্চখানা পাতা ছিল, সে দিকে অগ্রসর হইয়া সেই অল্পালোকে দেখিল, বকুরাণী সেখানে বসিয়া আছে। বলিল—"কি গো, একলাটি ব'সে ব'সে কি হচ্ছে?"—বিজন, বকুরাণীকে কখনও 'তুমি' বলিত, কখনও 'তুই' বলিত, এ বিষয়ে কোনও স্থিরতা ছিল না।

বকুরাণী বলিল—"দোক্‌লা কোথায় পাব বল!"

বিজন বকুরাণীর পাশে বেঞ্চখানিতে বসিয়া বলিল—"আপনার পাঁজি পরকে দিয়ে—?"

বকুরাণী বলিল—"আমি ত আর দৈবজ্ঞ নই!"

"দৈবজ্ঞ ত নও-ই, পরম অজ্ঞ। পাণ খাবে? এই নাও।"—ডিবা হইতে পাণ লইয়া বকুরাণীর হাতে দিয়া বলিল—"নিজের বুদ্ধি ত তোমার নেই, আমাদের বুদ্ধিতে দিনকতক চ'লে দেখ দেখি!"

বকুরাণী একটু হাসিয়া বলিল—"এই কথার জন্যে ডেকেছিলে? আমি ভাবছিলাম, আজ মন্দিরে আরতিটারতি কেমন দেখলাম, তাই বুঝি জিজ্ঞাসা করবে।"

বিজন জিজ্ঞাসা করিল—"খুব ধুম হ'ল নাকি?"

বকুরাণী তখন আরতি দেখার গল্প আরম্ভ করিল। গল্প শেষ হইলে বিজন বলিল—"তা, আজ গিয়েছিলে, মানা করিনি; কা'ল থেকে আর আরতি-টারতি দেখতে যেও না।"

বকুরাণী জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?"

বিজন বলিল—"তুমি ঐ সুশীকে, তোমার স্বামীর কাছে অতক্ষণ ধ'রে একলা রাখ, সেটা কি উচিত?"

"কেন, তাতে দোষ কি?"

"তোমার স্বামী, তুমি রোগের সময় তাঁর সেবা করবে, শুশ্রূষা করবে। সুশী কে?"

বকুরাণী বলিল—"ও যে নার্শের কায শেখবার জন্যে এক সময় হাঁসপাতালে থাকত। নার্শগিরি আমাদের চেয়ে ও ভালই জানে।"

বিজন একটু যেন উত্তেজিত স্বরে বলিল—"সেই জন্যই ত বলি কি না, এ দিকে ত এত হিঁদুয়ানি ফলানো হয়, অথচ রোগের সময় স্বামীকে নার্শের হাতে সমর্পণ! স্বামিসেবা করা যে স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম্ম, এ সব সেকেলে মত-টত তোমরা আর মানো না বুঝি?"

বকুরাণী এ কথার কোন উত্তর দিল না, জ্যোৎস্না-প্লাবিত সমুদ্রবক্ষের পানে দৃষ্টি স্থির করিয়া বসিয়া রহিল। বিজন ভাবিল, কথাটা বেশ গুছাইয়া বলা হইয়াছে, বকুরাণীর মনে আঘাত লাগিয়াছে, এইবার যদি একটু চেতনাসঞ্চার হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে

সে বলিতে লাগিল—"এসেইছে যখন, থাকুক না হয় দিন কতক। তোমরা যে সময় ঘরে থাকবে, ও সেই সময় এক আধবার যাবে, একটু ব'সে থেকে চ'লে আসবে। ঠাকুর দেখতে যাওয়া দিন কতক না হয় তোমার বন্ধই থাক্। স্বামীকে তুমি প্রাণ দিয়ে সেবা-শুশ্রূষা কর; তাতে তোমার বেশী পুণ্য আছে।"

বকুরাণী একটি মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া, মৃদু স্বরে বলিল—"সুশী কাছে থাকলে, সে ওঁর সেবা-শুশ্রূষা করলে উনি যদি ভাল থাকেন, তবে আমার পুণ্য না হয় একটু কমই হ'ল দিদি।"

কথাটা শুনিয়া বিজনকুমারীর যেন চমক লাগিল। তাহার মন হইতে ক্ষণপূর্ব্বের ব্যঙ্গ-মিশ্রিত অনুকম্পার ভাবটা তিরোহিত হইয়া, সে স্থান অবিমিশ্র শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ উভয়ে নীরবে বসিয়া থাকার পর বিজনকুমারী বলিল—"সে ত বুঝিলাম, কিন্তু এর পরিণাম কি?"

বকুরাণী বলিল—"পরিণাম কি মানুষের হাতে ভাই?"

বিজন একটু যেন উত্তেজিত হইয়া বলিল—"মানুষের হাতে যতখানি আছে, সেইটুকু ত মানুষের করা উচিত। তাও ত তুমি কর না ভাই! তুমি যদি গোড়া থেকে একটু শক্ত হ'তে, তা হ'লে কি এতদূর গড়াত? তুমি যে প্রথম থেকেই হাল ছেড়ে দিয়ে বসলে! একটু সূচনা হ'তে না হতেই অমনি মত দিয়ে ফেললে—'আচ্ছা, তুমি ওকে বিয়ে কর।' এটা তোমার ভারি বোকামি হয়েছে কিন্তু। আচ্ছা, এখন যদি তুমি বল যে, তোমার মত নেই। তা হলেও কি উনি সুশীকে বিয়ে করতে চাইবেন?"

বকুরাণী বলিল—"তা চাইবেন না ব'লেই আমার বিশ্বাস, কিন্তু উনি যদি সুশীকে বিয়ে ক'রে সুখী হন, তবে আমি কেন বাধা দেবো?"

বিজন, বকুরাণীর গাত্রে মৃদু আঘাত করিয়া বলিল—"তাও কি কখনও হয়, পাগলী! এত বড় একটা পাপের ফল কি কখনও সুখের হ'তে পারে? এ কাযের-পরিণাম কারও পক্ষেই সুখের হবে না—তাঁর পক্ষেও নয়, সুশীর পক্ষেও নয়—তোমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।"

বকুরাণী বলিল—"এটাকে তুমি পাপ কাজ কেন মনে করছ?"

বিজন বলিল—"পাপ কায নয়? এক স্ত্রী বেঁচে রয়েছে—বন্ধ্যা নয়, নষ্ট-দুষ্ট নয়, প্রাণ দিয়ে ভালবাসছে, তাঁর সন্তানের মা, তাঁর ঘরের লক্ষ্মী হয়ে রয়েছে—তা সত্ত্বেও আর একজনকে বিয়ে করা—এটা কি পাপ নয়?"

বকুরাণী বলিল—"একে যদি তুমি পাপ বল, তা হ'লে ত দিদি, এ পাপ আমাদের দেশে চিরদিনই চ'লে আসছে। আজকালই না হয় ততটা শোনা যায় না—কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগেও আমাদের ঠাকুরদাদারা—তাঁরা ধার্ম্মিক লোক ছিলেন, মদও খেতেন না, মুর্গীও খেতেন না, জপ-তপ করতেন,—এ কাজ যদি পাপ বলেই গণ্য হয়, তবে তাঁরা করতেন কেন? যখন এক থাকতে আর একটা বিয়ে করতেন, তখন লোকেও তাঁদের হুঁকো-নাপিত বন্ধ করত না, আমাদের ঠান্‌দিদিরাও আফিম্ খেয়ে মরতেন না। আজকাল পুরুষরা ইংরেজি পড়েই এ সব কথা বলতে শিখেছে; নইলে আগে এ সব কথা কোনও দিন আমাদের দেশে শোনা যায় নি।"

বিজন বলিল—"কি যে তুই বলিস্, তার ঠিক নেই! সেকাল আর একাল! তখন কি দেশে লেখাপড়ার চর্চ্চা ছিল? অধিকাংশ লোকেরই বিদ্যার দৌড় ত তখন শুভঙ্করী আর চাণক্যশ্লোক পর্য্যন্ত। লেখাপড়া না শিখলে কি মানুষের কর্ত্তব্যবুদ্ধি জন্মায়, না সত্যিকার ধর্ম্মজ্ঞান আসে?"

বকুরাণী বলিল—"আচ্ছা, আমাদের ঠাকুরদাদাদের আমলেই না হয় সাধারণ লোকের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা তেমন ছিল না। কিন্তু যে সময় সেই উর্ব্বশী-মিলন নাটক লেখা হয়েছিল—তখন দেশের লোকের মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞান, লেখাপড়ার চর্চ্চা ত যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল!"

বিজন এ কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল, সহসা কোন উত্তর তাহার মনে আসিল না। একটু ভাবিয়া লইয়া, তাহার পর বলিল—"সে সব দিনে দেশে লেখাপড়ার চর্চ্চা, ধর্ম্মজ্ঞান, কর্ত্তব্যবুদ্ধি যতই কেন থাকুক না, স্বামি-স্ত্রীর পরস্পর সম্বন্ধটার আদর্শ তখন যে খুব উঁচু ছিল, তা আমি স্বীকার করিনে। এখনকার শিক্ষিত সমাজের পুরুষেরা পাঁউরুটিই খাক্ আর মুর্গীই খাক্, এ বিষয়ে তারা ঢের উন্নত হয়েছে। এ শিক্ষাটুকু তাদের ইংরেজি পড়েই হয়েছে, তা যথার্থ বটে। খৃষ্টান ধর্ম্মের আর কোনও কথা মানি আর না মানি, এক-স্বামী এক-স্ত্রী! এই যে নীতিটি তারা পৃথিবীতে প্রচার করেছে—এটা খুবই ভাল বলতে হবে।"

বকুরাণী বলিল—"কিন্তু তাদের নিজেদের সমাজেই কি এক-স্বামী এক-স্ত্রী? অন্য রকমও ত কত শোনা যায়।"

বিজন বলিল—"দূর! তা কখনও হয়? দুই বিয়ে কর্‌লে ওদের জেলে যেতে হয় যে!"

বকুরাণী বলিল—"দুই বিয়ে কর্‌লে জেলে যেতে হয় বটে, তাই ওরা দুই-নম্বরটিকে বিয়েও করে না, ঘরেও আনে না, আড়ালে আবডালে রেখে দেয়। বড় বড় রাজনীতিজ্ঞ—যাঁরা রাজ্য চালাচ্ছেন, বড় বড় পণ্ডিত—যাঁদের লেখা বই পৃথিবী শুদ্ধ লোকে পড়ছে, তাঁদের মধ্যেও ত কত লোক এ ব্যাপারে লিপ্ত আছেন শোনা যায়। তাঁদের স্ত্রীরাও জানে—দেশশুদ্ধ লোক সবাই জানে। তার চেয়ে সেই দুই নম্বরকে তাঁরা বিবাহ কর্‌লেই ভাল কর্‌তেন না কি? ও সব কথা ছেড়ে দাও।"

"যা যা, তোর সঙ্গে তর্ক ক'রে কে পার্‌বে বল্! কিন্তু এ তুই জেনে রাখিস্, নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মার্‌ছিস্।—"বলিয়া বিজন উঠিয়া দাঁড়াইল।

বকুরাণী বলিল—"এখনই চল্লে কোথা দিদি? ব'স না! সমুদ্রের আজ কি চমৎকার শোভা হয়েছে! আজ আমার মনে হচ্চে—এ সমুদ্রে ডুবে মরেও সুখ আছে।"

"তুমি সমুদ্রে কেন ডুবে মর্‌তে যাবে, বালাই! তুমি স্বখাত সলিলে ডুবে মর্‌বে। বেশ ক'রে খোঁড়—খুব গভীর ক'রে।"—বলিয়া বিজনকুমারী একটা পান বকুরাণীকে দিয়া একটা নিজে খাইল।

কিছুক্ষণ অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর বিজন বলিল—"যাই ভাই দেখি গে, উনি হয় ত রাগ করছেন। যে রকম হাওয়া উঠেছে, কোন্ দিন আবার না ব'লে বসেন, আমারও একটি দুই নম্বর চাই। রাতও অনেক হয়েছে, তুই যা, সুশীকে ছেড়ে দিয়ে তুই তোর স্বামীর সেবা কর গে। এখন কেমন আছেন?"

"এখন ত একটু ভালই আছেন—যাই দেখি গে" —বলিয়া বকুরাণীও উঠিল।

বারান্দা দিয়া যাইতে যাইতে বিজন বলিল—"লক্ষ্মী বোন্‌টি আমার, ও সব পাগলামী ছেড়ে দাও। এখন না, উনি আগে ভাল হয়ে উঠুন, তার পর ওঁকে তুমি বোলো যে, যদিও সে সময় আমি মত দিয়েছিলাম, সে অভিমান করেই বলেছিলাম; সে আমার মনের কথা নয়; এখন সে কথা আমি ফিরিয়ে নিতে চাই। তা হ'লে বোধ হয়, উনি এ কাজ কর্‌বেন না।"—বলিয়া বিজন তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বড় ঠাকুরাণী।

পরদিন বকুরাণী কলিকাতার বাড়ীতে পত্র লিখিল। বিজয়ের পীড়ার কথা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়া, কতকগুলি আবশ্যক দ্রব্যাদি সহ কয়েকজন ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিবার জন্য বড়বধূ ঠাকুরাণীকে অনুরোধ করিল। যে দিন বিজনকুমারী পূর্ব্বকথিত বাড়ীতে উঠিয়া গেলেন, তাহার পরদিন প্রাতেই ভৃত্যগণের আসিয়া পৌঁছিবার কথা। গাড়ী প্রভৃতি ঠিক করিয়া ইহাদিগকে লইয়া আসিবার জন্য বিপিন বাবু তাঁহার বেহারাকে ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিলেন।

বেলা তখন প্রায় আটটা, সুশী স্নান করিতে গিয়াছে, বকুরাণী বিজয়ের কাছে বসিয়া আছে, সৌদামিনী বকুর মেয়েকে দুধ খাওয়াইয়া তাহাকে পোষাক পরাইয়া দিতেছিল, এমন সময়ে পথের ধারে ফটকের নিকট গাড়ী দাঁড়াইবার শব্দ শুনা গেল। সৌদামিনী জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিল, ছাদে বিচিত্র জিনিস বোঝাই করা একখানা দ্বারবদ্ধ ঠিকা গাড়ী, দ্বারবান্ রামভরোসা কোচবাক্স হইতে ল[illegible] প্রদানে নামিয়া গাড়ীর দ্বার খুলিয়া দিল, যামিনী হইতে বড়বধূ ঠাকুরাণী নামিলেন, পশ্চাৎ একজ[illegible] ঝিও নামিল।

ইহা দেখিবামাত্র, খুকীর কেশ বেশ অর্দ্ধসমাপ্ত রাখিয়া সৌদামিনী দাদার ঘরের দিকে ছুটিল। দ্বারে দাঁড়াইয়া ইসারায় বকুরাণীকে ডাকিল। বকুরাণী বাহিরে আসিলে চুপি চুপি বলিল—"ও বৌ, বড় বৌদি এসেছেন।"

"কৈ?"

"এখনি গাড়ী থেকে নাম্‌লেন, দেখলাম।"

"এই মাটী!—আচ্ছা, তুই ওঁর কাছে গিয়ে বোস্"—বলিয়া বকুরাণী সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল। কলিকাতায় পত্র লেখার সময় বড়বধূ ঠাকুরাণীকে আসিতে বলিবে কি না, এ বিষয়ে সদু ও বকুরাণীতে গোপন পরামর্শ হইয়াছিল। স্থির হইয়াছিল, কাজ নাই;—তিনি একে একটু শুচিবায়ুগ্রস্ত, তাহাতে এই ছোট বাড়ী, সুশী রহিয়াছে, তিনি আসিলে সারাদিন "ঐ ছুঁলে," "ঐ নাড়লে," "জাত জন্ম আর রইল না"—এই সব করিবেন, তাহাতে একটা অশান্তি উপস্থিত হইবে। বড়বধূ ঠাকুরাণীর বয়স যদিও এমন কিছু অধিক নহে, বিজয়ের অপেক্ষা দুই তিন বৎসরের বড় মাত্র, তথাপি অন্যান্য অনেক হিন্দুবিধবার মতই তাঁহার মধ্যেও একটা অকাল

প্রৌঢ়ত্ব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার পূজা, আহ্নিক, কৌটা, তিলকের বাটী দেখিলে কে বলিবে যে, তাঁহার বয়স এখনও ত্রিশ পার হয় নাই!

সিঁড়ির নিকট পৌঁছিয়াই বকুরাণী দেখিল, বড়-বধূ উঠিয়া আসিতেছেন। উপরে পৌঁছিতেই বকুরাণী তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন—"ঠাকুরপো কেমন আছেন ছোট বউ?"

বকুরাণী বলিল—"এখনও জ্বর রয়েছে—জ্বর ত ছাড়ে না।"

"মানুষ চিন্‌তে পারছেন?"

"হ্যাঁ, তা পারেন।"

"কথাবার্ত্তা কচ্ছেন?"

"হ্যাঁ—জ্বর যখন কম থাকে।"

বধূ ঠাকুরাণী অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"কোন্ ঘরে?"

"চল নিয়ে যাই। কিন্তু হাত-পা আগে ধুয়ে নেবে না?"

"না। এখানে পৌঁছেই ধুলো পায়ে মন্দিরে ঢুকতে হয় কি না। যে গাড়ীতে ষ্টেশন থেকে এসেছি, সেটা আটকে রেখেছি। ঠাকুরপোকে দেখে মন্দিরে বাবার শ্রীমুখ দর্শন ক'রে আস্‌ব। বরং একটু গঙ্গাজল থাকে ত দাও, মাথায় দিই, গাড়ীতে সব জাতের ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেছে। যদিও এ সব সময় গরম অশুদ্ধ হয় না, তবু গাটা কেমন ঘিন্ ঘিন্ করছে।"

বকুরাণী বলিল—"গঙ্গাজল ত নেই, গঙ্গাজল এখানে কোথা পাব দিদি?"

"বাড়ীতে গঙ্গাজল নেই বুঝি! ভাগ্যিস্ আমি কল্‌কাতা থেকে এনেছি! এ গাড়ীর কোচম্যানটা আবার মোচনমান, তাই সঙ্গে নিতে পারলাম না। ধনু সিংকে ব'লে এসেছি, একজন হিন্দু কুলীর মাথায় ঘড়াটা দিয়ে নিয়ে আসবে।"

"চাকর-বাকর সব হেঁটে আসছে বুঝি?"

"হ্যাঁ, তারা হেঁটে আস্‌ছে। ইষ্টিশনে একখানি বই ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া গেল না। গোরুর গাড়ী ছিল, জিনিসপত্র তাতেই বোঝাই দিয়ে তারা সেই গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে আসবে। চল এখন ঠাকুরপোকে দেখি! আর সব ভাল আছে ত? খুকী?"

"ভাল আছে"—বলিয়া বকুরাণী অগ্রসর হইল। বিজয়ের শয়নকক্ষ বড়বধূকে দেখাইয়া দিয়া সে সুশীর সন্ধানে গেল।

বড়বধূ প্রবেশ করিতেই "খবর সব ভাল ত বৌ-দিদি?" বলিয়া সৌদামিনী তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি বিজয়ের শয্যার নিকট দাঁড়াইয়া তাহার মুখ-পানে চাহিয়া বলিলেন—"আমি কে এসেছি বল দেখি, আমায় চিন্‌তে পারছ?" বিজয় সজল নেত্রে তাঁহার পানে চাহিয়া মাথাটি নাড়িল। বড়বধূ নিকটে গিয়া বিজয়ের মাথায় হাত দিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন আছ ঠাকুরপো?"

বিজয় বলিল—"ভাল আর কৈ বউদিদি!"

বধূ ঠাকুরাণী শয্যা-পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। বিজয়ের হাতখানির উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"ভাল হয়ে যাবে, ভয় কি? আমি কালী-ঘাটে মা কালীর কাছে পুজো মানত ক'রে এসেছি। হরির তলার মাটী এনেছি, কপালে ঠেকিয়ে দিই।"—বলিয়া আঁচলের খুঁট হইতে খুলিয়া লইয়া কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা বিজয়ের ললাটে ও মস্তকে লাগাইয়া দিলেন। বলিলেন—"হরি তোমায় ভাল ক'রে দেবেন। জ্বর হয়েছে না জ্বর হয়েছে, তোমার এত অসুখ করেছে, আমি কি তা ছাই জানি! ছোট বউয়ের চিঠি পেয়ে, ভেবে আর বাঁচিনে—অন্নজল মুখে যায় না! যদিও আমাকে ওরা আসবার জন্যে লেখেনি,—বোধ হয়, আমি শুদ্ধ এখানে এলে সংসার কি ক'রে চল্‌বে, এই ভেবেই লেখেনি,—কিন্তু তোমার অসুখ শুনে কি আমি স্থির থাকতে পারি! কিসের সংসার? তোমায় নিয়েই ত সংসার! তুমিই যদি এখানে প'ড়ে রইলে—কেন, কি বলছিস্ সদু?"

সৌদামিনী পালঙ্কের শিয়রের দিকে দাঁড়াইয়াছিল, সে বউদিদিকে এই সময় সঙ্কেতে নিরস্ত হইতে বলিয়াছিল। জিজ্ঞাসিত হইয়া সদু একটু বিপন্ন হইল।

বধূ ঠাকুরাণী কোনও উত্তর না পাইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা, কি বল্‌ছিলি, বল্ না! ইসারা ফিসারা আমি বুঝিনে—হ্যাঁ!"

"না। আটটা বাজলো, দাদাকে ওষুদ খাওয়াতে হবে"—বলিয়া সৌদামিনী বাহির হইয়া গেল। বিজয় চক্ষু মুদ্রিত করিল।

অল্পক্ষণ পরে সঙ্কুচিত-পদে সুশী আসিয়া প্রবেশ করিল। নীরবে টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া, ঔষধের গ্লাসটি ধুইয়া, শিশি নাড়িয়া ঔষধ ঢালিল। সুশীর প্রবেশাবধি বধূ ঠাকুরাণী তাহার পানে একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন, সুশী ইহা জানিতে পারিয়া যেন আরও একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। কম্পিত হস্তে গ্লাসে ঔষধ ঢালিয়া বিজয়ের কাছে আসিয়া বলিল—"ঔষধ খাও।"

বিজয় চক্ষু খুলিল, ঔষধ পান করিল। সুশী ঔষধের

গ্লাস রাখিয়া জল লইয়া তাহার মুখ ধোয়াইয়া, তোয়ালে দিয়া মুছাইয়া দিল। তোয়ালেখানি ভাঁজ করিতেছিল, এমন সময়ে বধূঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে বাছা?"

সেই মুহূর্ত্তে সৌদামিনী প্রবেশ করিয়াছিল। সে বলিল—"উনি আমাদের একজন বন্ধু।"

"বন্ধু? ওঃ!—তবু ভাল! আমি মনে করেছিলাম বুঝি নার্স—খিষ্টান মিষ্টান।"—বলিয়া বধূঠাকুরাণী ঘৃণাভরে নাসিকাগ্র ঊর্দ্ধে উত্থিত করিলেন।

সৌদামিনী তাড়াতাড়ি বলিল—"তোমার গঙ্গাজলের ঘড়া এসেছে—ছোট বউদি ডাকছেন!"—সে ইতিমধ্যে বকুরাণীর নিকট বড়বধূ ঠাকুরাণীর কথাবার্ত্তার বিবরণ শুনিয়াছিল।

"আচ্ছা যাচ্চি"—বলিয়া বড়বধূ উঠিলেন। বিজয় চক্ষু খুলিয়াছিল, তাহাকে বলিলেন—"তুমি শুয়ে থাক ভাই, আমি এখন শ্রীমন্দিরে যাই। তুমি যাতে শীগ্‌গির আরাম হয়ে ওঠ, বাবার কাছে সেই মানত ক'রে আমি আটকে বেঁধে আসব। সদু, তুই তা হ'লে এখানে বোস্। না, তুইও আমার সঙ্গে যাবি? যাস ত ছোট বউকে এখানে পাঠিয়ে দে, কাপড় বদ্‌লে নে।"

সৌদামিনী বলিল—"না, আমি যাব না, দাদার কাছে থাক্‌ব। তুমি বরং ছোট বউদিদিকে সঙ্গে নাও, উনি প্রায়ই মন্দিরে যান।"

"আচ্ছা, তবে ঘুরে আসি ভাই"—বলিয়া বিজয়ের মস্তকে মৃদুভাবে কর-সঞ্চালন করিয়া বড়বধূ প্রস্থান করিলেন।

সুশী এক হাতে টেবিলের উপর ভর রাখিয়া নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। বড়বধূ চলিয়া যাইতেই সৌদামিনী তাহার কাছে গিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"এস।" ঔষধ পানানন্তর বিজয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল কি না বলা যায় না, চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিল। সৌদামিনী সুশীর হাতখানি ধরিয়া তাহাকে পশ্চাতের বারান্দায় লইয়া গেল। তাহার পানে মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"তুমি রাগ করলে ভাই? কিছু মনে করো না। বড়বৌ আমাদের ঐ-এক র—কম।"

সুশী সৌদামিনীর পানে চাহিয়া, একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া মুখটি নত করিল। তাহার পর আবার মুখ তুলিয়া বলিল—"এখন যেন কিছু মনে না-ই করলাম; কিন্তু উনি যখন জানবেন যে, সত্যিই আমি খিষ্টান মিষ্টান, তখন কি হবে?"

"সে একটা ভাবনার কথা বটে! মহা মুস্কিল হ'ল। কেই বা ওঁকে আসতে বল্লে!"

সুশী বলিল—"ওঁর দেওরের অসুখ, আস্‌বেন বৈ কি! এসেছেন, সে ত ভালই কথা। না এলেই সেটা মন্দ কথা হ'ত।"

কিয়ৎক্ষণ দুইজনে দাঁড়াইয়া নীরব চিন্তায় অতিবাহিত করিয়া সৌদামিনী বলিল—"এখন আর ভেবে কি হবে! ডাক্তার সাহেবের আস্‌বার সময় হ'লে, সব ঠিক্ ঠাক্ ক'রে রাখতে হবে। তুমি দাদার কাছে যাও, আমি একবার বকুরাণীকে দেখি।"

সুশীকে দাদার কাছে পাঠাইয়া শয়নঘরে গিয়া সৌদামিনী দেখিল, বকুরাণী গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল—"মন্দিরে গেলেন নাকি? একলাই গেলেন?"

"ঝিকে সঙ্গে দিয়েছি। ভারি মুস্কিল হয়েছে ভাই।"

"কি?"

"সুশীর কথা শুনে রেগে আগুন হয়ে গেছেন। আমাকে কতকগুলো যাচ্ছেতাই বল্লেন। শাসিয়ে গেলেন—আমি মন্দির থেকে ফিরে তার পর ঝাঁটা মেরে ওকে বিদেয় করছি।"

"সর্ব্বনাশ! এখন উপায়?"—বলিয়া সৌদামিনী তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিজনের দৌত্য।

কিছুক্ষণ নীরব চিন্তায় অতিবাহিত করিয়া বকুরাণী বলিল—"কি করা যারে? সুশীলাকে বিজনদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেব? কি জানি, ফিরে এসে যদি হঠাৎ বড়দি কোনও অপমানের কথা বলেন ওকে!"

সদু বলিল—"তা না হয় পাঠিয়ে দিলে। কিন্তু দাদা সুশীকে না দেখতে পেলে ওর খোঁজ করবেন না?"

"তা ত করবেন। বিশেষ, এ ক'দিন সুশীলাই বেশী বেশী ওঁর কাছে থাকছে, ও-ই হাতে ক'রে প্রতিবার ওষুধ খাইয়ে দিচ্চে, খোঁজ ত করবেনই!"

"তখন কি বলবে দাদাকে?"

"সেই ত মুস্কিল। অথচ সুশীলাকে নিয়ে যদি বড়দি একটা কেলেঙ্কারী ক'রে বসেন, আর সে কথা ওঁর কানে যায়, এই ত শরীরের অবস্থা, না জানি কি অনর্থই হবে তা হ'লে!"

"বাঁচানো ভার হবে আর কি।"—বলিয়া সৌদামিনী মুখখানি নত করিয়া রহিল।

বকুরাণী কয়েক মুহূর্ত্ত উদাস নেত্রে সৌদামিনীর প্রতি চাহিয়া থাকিয়া অশ্রুগদ্‌গদ স্বরে বলিল—"সেই কথাটা বড়দিকে বেশ ক'রে বুঝিয়ে বল্লে কি কোন ফল হবে না? আর দেখ, সুশী এসে ওঁর একটু সুরাহা হয়েছে। সুশীকে বড়দি যদি এখন ঝাঁটা মেরে বিদায় করতে যান—তা হ'লে—তা হ'লে কপালে কি আছে বলা যায় না!"

সৌদামিনী বলিল—"কে বউদিদিকে বুঝিয়ে বলবে? তুমি পারবে?"

"তুই বল্।"

"আমার সাধ্যি! আমায় ত তিনি ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবেন। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক্ না কেন, বিজন দিদিকে ডেকে পাঠাই। গুছিয়ে কথা বল্‌তেও তিনি পারবেন বেশ। আর, তুমি আমি না হয়ে একজন কেউ বাইরের লোকে বল্লেই ভাল হয়।"

সেই পরামর্শই স্থির হইল। বিজনকুমারীকে চিঠি লিখিয়া পাঠানো হইল—ডাক্তার সাহেব আসিবার সময় হইয়াছে, বিপিন বাবু যেন দয়া করিয়া একবার আসেন; এবং তাঁহার সহিত বিজনকুমারীরও আসিলে ভাল হয়, বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আছে।

বেলা ১১টার সময় বড়বধূ ঠাকুরাণী মন্দির হইতে ফিরিবামাত্র বিজনকুমারী তাঁহাকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কথাটা পাড়িল। শুনিয়া বড় বউ বলিলেন—"ছোট বউয়ের যেন বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ হয়েছে—তুমিও এ কথা বলছ?"

বিজন বলিল—"আমি কি সাধে বলছি দিদি! তোমার দেওর যে সুশী বলতে অজ্ঞান। বকুরাণী যখন এসে বল্লে যে, উনি সুশীকে একবার দেখতে চাইছেন, তাকে আসতে টেলিগ্রাম ক'রে দেব কি? তখন কি সহজে আমি মত দিয়েছিলাম? বকুর কাছে সব কথা শুনে, তার পর বুঝতে পারলাম। ভাবলাম, প্রাণের চেয়ে ত কিছুই বড় নয়, সে এলে, তাকে দেখে যদি মনটা ওর খুসী হয়, তবে রোগটাও হয় ত সারতে পারে। তাই মত দিয়েছিলাম। বলতে কি, ওঁর ব্যারাম যে রকম দাঁড়িয়েছিল, ছুঁড়ী এসে অবধি, রোগের কতকটা সুরাহা হয়েছে। অবিশ্যি তুমি মনের যে ভাব থেকে এ কথা বলছ, তা কি আর আমি বুঝতে পারছি নে? আমাদেরও মনের ভাব তাই। কিন্তু কি করা যাবে বল, উপায় ত নেই। তোমার দেওরের এখন এই ত অবস্থা, এখন যদি সুশীকে নিয়ে কোনও গণ্ডগোল হয়, তা হ'লে আর কি ওকে বাঁচাতে পারা যাবে? তোমার কথা শুনে সব বকু ত ভেবে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। এ কথা ওরা ভয়ে তোমাকে বলতে পারবে না বলেই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। কটা দিন ধৈর্য্য ধ'রে থাক দিদি, তোমার দেওর আগে বেশ ভাল হয়ে উঠুন, তার পর তোমার মনে যা আছে, তাই কোরো। তুমি হ'লে বাড়ীর গিন্নী, তুমি ভাল বুঝে যা করবে, তাতে কারু কোনও কথা কইবার থাকবে না।"

সকল কথা শুনিয়া বড়বধূ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন—"আচ্ছা, এখন কিছু বলব না ওকে। কিন্তু আমি ত খৃষ্টানের সঙ্গে এক বাড়ীতে থেকে অন্ন-জল মুখে দিতে পারব না বোন্।"

বিজন বলিল—"তুমি দিদি আমার বাড়ীতে চল না কেন? পিসীমা সেখানে রয়েছেন—দুজনে পুজো আহ্নিক করবে, এক জায়গায় থাকবে।"

বড়বধূ ধীরে ধীরে বলিলেন—"সেইটেই কি ভাল হয়? আমার দেওর এখানে রইল অসুখে প'ড়ে, আমি গিয়ে থাকব অন্য বাড়ীতে?"

বিজন বলিল—"অন্য বাড়ী আর কি? বেশী দূর ত নয়—ঐ যে দেখা যাচ্ছে আমার বাড়ী, দুখানা বাড়ীর পরেই। সর্ব্বদা আসবে, দেখবে শুনবে।"

বড়বধূ বলিল—"আচ্ছা, তাই হবে। যদি খৃষ্টান ছুঁড়ীর সঙ্গে ছোঁয়া-ছুঁয়ি হয়ে যায়, তোমার বাড়ীতে গিয়ে গঙ্গাজল মাথায় দিয়ে কাপড় ছেড়ে ফেল্লেই হবে। ভাগ্যিস একঘড়া গঙ্গাজল [illegible] ক'রে এনেছিলাম!"

বিজনকুমারী তখন বড়বধূকে জলযোগাদি করাইয়া বকুরাণীকে সকল কথা শুনাইয়া, নিজগৃহে ফিরিয়া গেল।

ডাক্তার সাহেব বলিয়াছেন, রোগ যদি বক্র পথ অবলম্বন না করে, তবে রোগী সুস্থ হইয়া উঠিতে দুই তিন সপ্তাহ নাও লাগিতে পারে। একবিংশতি দিবস রোগভোগের পর দ্বাবিংশতি দিবসে বিজয়ের জ্বরত্যাগ হইল। ডাক্তার সাহেব বেলা নয়টার সময় আসিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন, আজ আর জ্বর নাই; সন্ধ্যায় আসিয়া যখন বলিলেন, জ্বর আসে নাই—তখন সকলের মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিল।

রাত্রে বকুরাণী ও সুশী উভয়েই বিজয়ের শয়নকক্ষের মেঝেতে শুইয়া রহিল। মাঝে মাঝে উঠিয়া কখনও বকুরাণী, কখনও সুশী, বিজয়ের কপালে,

বুকে, পায়ে, হাত দিয়া দেখিল, জ্বর আসিয়াছে বলিয়া বোধ হইল না।

পরদিন প্রাতে বড়বধূ ও-বাড়ী হইতে আসিয়া পৌঁছিলে, তাঁহার সহিত বকুরাণী মন্দিরে গিয়া পূজা দিবার পরামর্শ করিতে লাগিল। আগে ডাক্তার সাহেব আসুন, তিনি কি বলেন, শুনা যাক্, তাহার পর বড়বধূ বকুরাণীকে লইয়া মন্দিরে গিয়া পূজা দিবেন। সুশী ও সৌদামিনী বাড়ীতে থাকিবে।

এই পরামর্শ শুনিয়া সুশী বলিল—"তোমরা পূজো দিতে যাবে, আমায় নিয়ে যাবে না?"

বড়বধূ বলিল—"তুমি হিন্দুর দেবতাকে পূজো দেবে কি ক'রে? এ সব করলে তোমাদের পাপ হয় না?"

সৌদামিনী বলিল—"কেন বউদিদি, ওই বা হিন্দু নয় কেন? যে যা মানে, সেই নিয়েই ত ধর্ম্ম। আমরাও যা সব মানি, সুশীলাও ত দেখি, সেই সবই মানে। মানিস্‌নে ভাই?"

বড়বধূ গালে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বলি হাঁগা, তুমি আমাদের ঠাকুর-দেবতা সব মান নাকি?"

সুশী কেবলমাত্র একটু হাসিল, কোন উত্তর দিল না। সৌদামিনী বলিল—"মানে বৈ কি! সেই কথা ব'লে দিই সবাইকে?" বলিয়া সুশীর মুখপানে স্মিতমুখে চাহিয়া রহিল।

বকুরাণী জিজ্ঞাসা করিল—"কি কথা?"

সৌদামিনী বলিল—"তোমাকেও বল্‌তে বারণ ক'রে দিয়েছিল বউদিদি। বলি ভাই সুশী, কেমন? বল্লেই বা, তাতে দোষ কি?"

সুশী লজ্জিতভাবে বলিল—"এখন ত আর বারণ কর্‌ছিনে!"

সৌদামিনী বলিল—"জান বউদিদি, তুমি সুশীকে সেই তার ক'রে দিলে না?—সে দিন তোমার সেই তার পেয়ে, উনি গিয়েছিলেন কালীঘাটে—দাদা ভাল হবার জন্যে, সেখানে মা কালীকে পূজা মেনে এসেছেন। এত দিন চুপচাপ ছিলাম, কাউকে বলি নি—আজ আর থাক্‌তে পারলেম না, তোমার কীর্ত্তিটা প্রকাশ ক'রে ফেল্লাম সুশীলা!"

বড়বধূ বলিলেন—"তা, এ ত কোনও মন্দ কথা নয়, ভাল কথাই ত! বাবাকে পূজা দিতে ইচ্ছে হয়ে থাকে, চল আমাদের সঙ্গে; ভিতরে নাই বা ঢুকলে, যা পূজো দেবে, আমাদের কারু হাতে দিও, তুমি বাইরে থেকে প্রণাম করবে, তা হলেই হবে। হাজার হোক, তুমি যখন খিষ্টানের মেয়ে, তখন মন্দিরের ভিতরে ঢুকে কাজ নেই—ভোগটোগ তা হ'লে সব নষ্ট হয়ে যাবে কি না!"

সৌদামিনী বলিল—"না না, ও তোমাদের সঙ্গে ভিতরেই যাবে। তোমরা ভিতরে যাবে আর ও অনাথার মত বাইরে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে, তাও কি হয়? ভোগ নষ্ট হয় না, আট আনা ধ'রে দিলেই ঠিক হয়ে যায়।"

বড়বধূ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আট আনা ধ'রে দিলে কি হয়?"

সৌদামিনী বলিল—"তা বুঝি তুমি জান না! সে দিন এক ভদ্রলোক গিয়েছিলেন দর্শন করতে! ভিতরে ত চামড়া নিয়ে যেতে নেই, তাই জুতো যোড়াটি সিংদরজাতেই ছেড়ে গিয়েছিলেন। ভিতরে গিয়ে ঠাকুর দেখছেন, কিন্তু ভাল দেখতে পাচ্ছেন না। একটু বয়স হয়েছে কি না, চশমা না হ'লে ভাল দেখতে পান না, তাই পকেট থেকে চশমার খাপখানি বের ক'রে চশমাটি নিয়ে চোখে দিয়েছেন। অমনি এক পাণ্ডা এসে খপ ক'রে তাঁর হাত ধ'রে ফেল্লে, বল্লে, বাবু, চামড়ার তৈরি চশমার খাপ তুমি মন্দিরের মধ্যে এনেছ, যাবার দুশো টাকার ভোগ নষ্ট হয়ে গেল, টাকা দাও। ভদ্রলোক ত মহা বিব্রত—বল্‌তে লাগলেন, আমি ত জান্‌তাম না বাপু—না জেনে এ কায ক'রে ফেলেছি। পাণ্ডা বল্লে—জান্‌তে আর নাই জান্‌তে, এখন দুশো টাকা বের কর। বাবুটি অনেক আপত্তি করতে লাগলেন, বল্লেন, কোথায় পাব আমি দুশো টাকা? পাণ্ডা বল্লে, সে আমরা কি জানি, দুশো টাকার ভোগ তুমি নষ্ট করেছ, দুশো টাকা তোমায় দিতে হবে। না হয় কিছু ছেড়ে দিচ্ছি—আজ ভোগটা যাবার না হয় কিছু কমই হবে, তা কি আর করা যাবে! অনেক ধস্তাধস্তি দর-দস্তুরের পর, শেষকালে আট আনায় রফা! আট আনা দিয়ে তবে বাবুটি নিষ্কৃতি পান।"

ইহা শুনিয়া সকলে হাহা করিয়া উঠিলেন, বলিতে লাগিলেন—"অ্যাঁ!—দুশো টাকা থেকে শেষে আট আনায় রফা!"—এ বাড়ীতে, অনেক দিন পরে আজ এই প্রথম উচ্চ হাস্যধ্বনি শুনা গেল।

বেলা নয়টার সময় ডাক্তার সাহেব আসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, আর কোনও ভয় নাই। ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া তিনি প্রস্থান করিলে পর বড়বধূ, বকুরাণী, ও-বাড়ীর বিজন ও তাহার পিসীমাতা মন্দিরে গেলেন। সুশী ও সৌদামিনী বিজয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য বাড়ীতে রহিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বড়বধূর উপদেশ।

ডাক্তার সাহেব বলিয়াছেন, যদিও বিজয় আরোগ্য লাভ করিয়াছে, তথাপি সে এখনও যেরূপ দুর্ব্বল, সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইবার জন্য মাসখানেক অন্ততঃ পুরীর এই সমুদ্রবায়ু সেবন করা উচিত। ইহা শুনিয়া বড়বধূ ঠাকুরাণী কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন; আজ সন্ধ্যার গাড়ীতে তিনি রওয়ানা হইবেন।

অপরাহ্নকালে সুনী একাকিনী বারান্দার কোণে বেঞ্চখানিতে বসিয়া, সম্মুখে ক্ষুদ্র এক বেতের টেবিলের উপর সেলাই বক্স লইয়া কি সেলাই করিতেছিল। বড়বধূ ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"তুমিও চল না কেন আমার সঙ্গে; এত দিন এসেছ, তোমার সেই জোড়াগির্জ্জের চৌধুরী মামা না খুড়ো—তাঁরা হয় ত কত ভাবছেন।"

সুনী মুখ তুলিয়া বড়বধূর পানে চাহিতে পারিল না। যদিও তিনি এ কয়দিন তাহার সহিত কোন রূঢ় ব্যবহার করেন নাই, তথাপি বড়বধূ যে তাহাকে কি চোখে দেখেন, তাহা সুনীর জানিতে বাকী ছিল না। তাহার সাক্ষাতে কোনও দিন কোনও স্পষ্ট কথা কেহ না বলিলেও, সুনী বেশ বুঝিয়াছিল যে, পরিবারের মধ্যে এই বড়বধূই বিজয়ের সঙ্গে তাহার বিবাহে প্রতিবাদী। বকুরাণী সম্মতি দিয়াছে বলিয়া তাহার প্রতিও ইনি যে বিশেষ বিরক্ত, ইহাও সুনী আভাসে ইঙ্গিতে জানিতে পারিয়াছিল। সেই কারণে মনে মনে বড়বধূকে সে ভয় করিত এবং পারত পক্ষে তাঁহার সাহচর্য্য এড়াইয়া চলিত। সুনীকে নিরুত্তর দেখিয়া তিনি বলিলেন—"এখানে তোমার থাকার আর কি কোনও দরকার আছে?"—বলিয়া বড়বধূ সুনীর পাশে বেঞ্চখানিতে বসিলেন।

এ কথায় সুনীর মনে একটু রাগ হইল। বলিল—"হাঁ, আমার এখনও দরকার আছে।"

"কি দরকার আছে, শুনতে পাইনে?"

সুনী এইবার বড়বধূর পানে চাহিল। তাঁহার মুখে যেন একটু বিদ্রূপের হাসি লুকাইয়া রহিয়াছে দেখিল। ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত করিয়া উত্তর দিল—"সে আপনি শুনে কি করবেন? আছে আমার দরকার।"

বড়বধূ বলিলেন—"তুমি আমার উপর রাগ করলে? দেখ, আমি কিন্তু ভালর জন্যই বলছি। তুমি হাজার লেখাপড়া শিখে থাক, কিন্তু বয়স আমাদের চেয়ে ঢের কম; বুদ্ধি এখনও নেহাৎ কাঁচা। যা মতলব করেছ, তাতে আখেরে পছতাতে হবে। নিজেও মরবে, আর দুটো প্রাণীকেও মারবে। সেটা কি ভাল হবে সুশীলা? বেশ ক'রে মনে বুঝে দেখ দেখি! বকুরাণী তোমায় নিজের বোনটির মত কত আদর করছে, যত্ন করছে—তুমি তারই বুকের শেল হয়ে চিরটা কাল বাঁধা থাকবে, সেইটি কি তোমার উচিত?"

সুনী বলিল—"উনি যদি আমায় বুকের শেল বলেই মনে করেন, তা হ'লে আমায় আদর-যত্ন করেন কেন?"

"আহা!—সেটা বুঝলে না?—তা বুঝবেই বা কোথা থেকে, হিন্দুঘরে ত তুমি মানুষ হওনি বাছা! হিন্দুর কাছে অতিথি যে দেবতা! তুমি এসেছ ওর বাড়ীতে, তুমি আসাতে ওর স্বামীর উপকার হয়েছে—ও ত বলে, সুনীর জন্যেই আমি স্বামী ফিরে পেয়েছি—সে কোন কাজের কথা নয়; রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে—যাই হোক্, ও মনে করেছে, তুমিই ওর স্বামীকে বাঁচিয়েছ, সেই জন্যে তোমায় এত আদর-যত্ন করে। কিন্তু উপকারী মানুষকে যত্ন করা ভালবাসা এক, আর সে যদি সতীন হয়ে স্বামীর ভাগ চায়, তা হ'লে কথাটা অন্য রকম হয়ে পড়ে না কি? মত দিয়েছে, সেটা আর কিছু নয়—কেবল স্বামীর উপর অভিমান ক'রে। একে কি আর মত দেওয়া বলে! হুঁ—মত! এ কি কখনও সম্ভব হয়, পাগল! কোনও মেয়েমানুষে এ কি পারে!"

সুনী বলিল—"বকুরাণী ত সমস্ত জেনে শুনেই আমাকে এখানেই আনিয়েছেন। এ একমাসে কোনও দিন ত আমার মনে হয়নি যে, তাঁর সেই মত দেওয়া শুধু অভিমানের ফল, মুখের কথা,—অন্তরের কথা নয়! কোনও দিন ত তাঁর মুখে আমি এ ভাব দেখিনি।"

বড়বধূ বলিলেন—"তুমি দেখবে কোত্থেকে! তোমার মনের যে ঝোঁকটি, তুমি সেই ভাবেই দেখছ; উল্টো দেখছ সব। তুমিও,—বিজয়ও। আসল যা, তা সকলে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে।"

সুনী নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল—সত্যই কি আমি প্রবৃত্তির রঙিন চশমার ভিতর দিয়া, সব ভুল রঙ দেখিতেছি? বড়বধূ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আরও একটা বিষয় ভেবে দেখ, এ বিয়ে হ'লে, বিজয়ের সামাজিক অবস্থা কি হবে।

ও এখন হিন্দু সমাজে রয়েছে, জ্ঞাতি-কুটুম্ব আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব--সকলের সঙ্গেই যাওয়া আসা মেলামেশা খাওয়া-দাওয়া চলছে, এ বিয়েটি হলেই জাতিচ্যুত হবে, ও সমস্তই বন্ধ হয়ে যাবে। আর তোমায় তরফ থেকেও দেখ, তোমার আত্মীয়-স্বজন সকলেই খৃষ্টান, তাঁদেরই এক মেয়ে হিন্দুর সঙ্গে বিয়ে করছে, তা-ও সতীনের উপর,—তাঁরা কি নিজের সমাজে আর মুখ দেখাতে পারবেন। সকলে যে তাঁদের ছি ছি করবে—মুখে চুণকালি দেবে—এমন কি, খবরের কাগজে পর্য্যন্ত উঠে যাবে। তোমার সেই জোড়াগির্জ্জের চৌধুরী মামারা—তাঁরা মান্যমান লোক, তাঁদের মাথা হেঁট করাটা কি তোমার উচিত হবে?—কাজ করবার আগে তাঁদের মতটা একবার তুমি জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ দেখি!"

সুশী করলগ্ন-কপোলে বসিয়া চিন্তা করিতেছিল, মাঝে মাঝে তাহার চক্ষু দুইটি অশ্রুবাষ্পে ছাইয়া উঠিতেছিল। বড়বধূ তাহার সে ভাবের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বলিতে লাগিলেন—"এ রকম ছেলেমানুষী করে কি! ও-সব মৎলব ছেড়ে দাও। এ কাজে কারুই সুখ হবে না তোমার এমন রূপ, এই কাঁচা বয়স, লেখাপড়া জান, নাচতে গাইতেও জান বোধ হয়—ওটা ত তোমাদের সমাজে দোষের কথা নয়, গুণ বলেই ধরা হয়—তোমার বিয়ের ভাবনা কি দিদি! কলকাতায় যাও, তোমার চৌধুরী মামাদের বাড়ীতে কত ভাল ভাল খৃষ্টান ছেলের সঙ্গে দেখাশুনো হবে, তাদের মধ্যে যাকে পছন্দ হয়, বিয়ে-থাওয়া ক'রে সুখে ঘরকন্না কোরো। তাতে সব দিকেই ভাল হবে—একটা হিন্দু পরিবারের জাত নষ্ট হবে না, তোমার মামা-খুড়োর মান ইজ্জৎ বজায় থাকবে। আমার কথা শোন। সন্ধ্যের গাড়ীতে আমি যাচ্ছি, তুমিও চল আমার সঙ্গে কলকাতায়।"

সুশী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসিল। বড়বধূ বলিলেন—"কি বল? যাওয়া স্থির ত? তা হ'লে জিনিষপত্র গোছগাছ ক'রে নাও। আবার কবে সঙ্গী পাবে, না পাবে, এ একটা সুযোগ।"

সুশী বলিল—"আমাকে মাফ করবেন, আজ আমি যাব না। যদি যেতে হয়, পরে যাব এখন, সঙ্গীর জন্যে আটকাবে না।"

বড়বধূ বলিলেন—"তা বটে, আমার ওটা মনেই ছিল না। তোমরা হ'লে স্বাধীন জেনানা, তোমাদের আবার সঙ্গীর দরকার কি, একলাই দিল্লী ডিল্লী যেতে পার। সে না হয় হ'ল, কিন্তু আসল কথাটা সম্বন্ধে তোমার মত কি?"

সুশী বলিল—"আমার মত কি, তা শোনবার জন্যে আপনার যখন এতই আগ্রহ, তখন বলি, শুনুন। আমি যে বিজয়কে বিয়ে করতে সম্মত হয়েছি, তার কারণ এই, আমার বিশ্বাস, বিয়ে হ'লে উনি সুখী হবেন। ওঁকে যদি আমি সুখী করতে পারি, তবে তার ফলে আর কেউ সুখী হ'ল কি দুঃখী হ'ল, সে সম্বন্ধে আমার মাথা ঘামাবার কোনও দরকার নেই। তবে বকুরাণীর কথা। যদি এ বিয়ে হ'লে বকুরাণীর প্রাণে বিশেষ আঘাত লাগত, তা হ'লে উনিই এ কাজ করতে চাইতেন না, সে আমি মনে স্থির জানি। আমি ছেলেমানুষ হ'তে পারি, চোখে প্রবৃত্তির রঙীন চশমা প'রে থাকতে পারি—কিন্তু ওঁর সম্বন্ধে এর কোনটাই খাটে না। আমার চেয়ে উনি বকুরাণীকে ঢের বেশী চেনেন; বোধ হয়, আপনাদের সকলের চেয়েই বেশী চেনেন; উনি যখন বলছেন, এ বিয়ে হ'লে বকুরাণীর মনে কোনও ব্যথা হবে না, তখন তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আপনি বলছেন, সেটা ওঁর ভুল। যদি উনি আমার হাত ধ'রে ভুল পথেও নিয়ে যান, তাও যাব। কার জাত থাকবে, কার জাত যাবে, কার সমাজে মাথা হেঁট হবে, কার মাথা উঁচু হবে, সে সব কিছুই আমার ভাববার প্রয়োজন নেই। আমি জেনে শুনে কোনও অন্যায় কাজ করছিনে, সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আর বকুরাণী যে মত দিয়েছে, তা তার অন্তরের কথা কি মৌখিক, সে বোঝাপড়া আমি তারি সঙ্গে ক'রে নেব। সে কথার মীমাংসা তার স্বামীও যদি না করতে পেরে থাকেন, তবে আপনি পারবেন, সে আশাই আপনি কি ক'রে করেন, আর সে কথা আমিই বা কি ক'রে বিশ্বাস করি?"—এই বলিয়া সুশী টেবিলে দুই হাতের উপর মাথাটি ঝুঁকাইয়া দিল।

বড়বধূ অবাক্ হইয়া এতক্ষণ তাহার মুখপানে চাহিয়া ছিলেন। এখন বলিলেন—"আচ্ছা, সমাজের অন্য লোকের কথা না হয় ছেড়েই দাও, তোমার চৌধুরী মামারা যদি এসে কেঁদে পড়েন, বলেন, তুমি একটা স্ত্রীওয়ালা হিন্দুকে বিয়ে করতে পাবে না—তাঁরা যদি বলেন, সমাজে এতে তাঁদের মুখ দেখবার যো থাকবে না, তবুও কি তুমি—"

"এ কথার উত্তর ত আমি দিয়েছি"—বলিয়া সুশী উঠিয়া দাঁড়াইল। ধীরপদে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

বড়বধূ [illegible] মনে বলিতে লাগিলেন—"[illegible]মা মা! আবা[illegible] [illegible]সুশী নাকি হিঁদু হয়েছে—[illegible] কপাল অমন [illegible]! এ্যাসুন্ পেতে বসে ভাত খেলে আর ঠাকুর [illegible] গেলে [illegible] না! মামা খুড়ো উচ্ছন্ন যাক্, [illegible]উচ্ছন্ন যাক্, আমি যাকে খুশী বিয়ে করব—এই বুঝি হিঁদুর মেয়ের ব্যাভার! চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী—মিছামিছি পণ্ডশ্রম করলাম। আত্মীয়তা জানিয়ে পাশে বসতে গিয়ে ছুঁড়ীর সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেল। যাই, একটু গঙ্গাজল মাথায় দিয়ে কাপড়খানা ছেড়ে ফেলি গে।"

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সুশীর দ্বিধা।

বড়বধূ ঠাকুরাণী চলিয়া গেলেন, কিন্তু সুশীর মনখানি অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া রহিল। সেই রঙিন চশমার উপমাটি ক্রমাগত তাহার মনে পড়িতে লাগিল। আর অল্পে অল্পে ইহাও সে ভাবিতে লাগিল, আমি যে বলিয়াছি, যদি আমি তাঁহাকে সুখী করিতে পারি, তবে তাহার ফলে অন্য কে সুখী হইল, দুঃখী হইল, তাহা আমার দেখিবার দরকার নাই, তাহা কি ঠিক? সত্যই যদি বকুরাণীর সে সম্মতি কেবলমাত্র মৌখিক হয়, যদি এ বিবাহ হইলে মনে সে দারুণ ব্যথা পায়, তবে একজনকে সুখী করিবার জন্য আর একজনকে হত্যা করা কি আমার কর্ত্তব্য হইবে?

দুই দিন ধরিয়া এ বিষয়ে সে কত চিন্তা করিল, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিল না। তাহার ম্লান মুখ, চিন্তিত ভাব বকুরাণীর দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই; সে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিয়াছে—"তুমি অমন ক'রে রয়েছ কেন? তোমার কি হয়েছে? কেউ কি তোমায় কিছু বলেছে?"—কিন্তু কোনও সদুত্তর সুশীর কাছে পায় নাই।

এইরূপে এক সপ্তাহ কাটিল। বিজয় এখন অন্নপথ্য পাইয়াছে। সকালে বিকালে সে এখন বারান্দায় লম্বা চেয়ারে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় সিগারেট ও সমুদ্রবায়ু যুগপৎ সেবন করে। বকুরাণী ও সুশী তাহার নিকট বসে, কিন্তু ইহাও বিজয় লক্ষ্য করিয়াছে, [illegible]য় সোদামিনী অথবা বকুরাণী, একজন কেহ না [illegible]াকিলে সুশী তাহার কাছে একা বসে না—একা হইবার উপক্রম হইলেই কোন না কোনও ছলে উঠিয়া [illegible]য়। বিজয় ভাবে, পাছে বকুরাণী কিছু মনে করে, এই জন্যই বোধ হয়, সুশী তাহার কাছে একা থাকিতে চাহে না, এবং সুশীর এই সঙ্কোচটুকু বিজয়ের মনে প্রশংসার ভাবই উদ্রিক্ত করে।

ক্রমে বিজয় সিঁড়ি দিয়া নামিয়া, নিয়ে বাগানে একটু বেড়াইবার মত বল সঞ্চয় করিল। একদিন বিপিন বাবু বৈকালে তাহাকে এইরূপ দেখিয়া, তাহাকে নিজ বাসায় লইয়া গেলেন। দাদাকে ও বাড়ীতে যাইতে দেখিয়া সোদামিনীও ঝি সঙ্গে লইয়া তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। জ্যোৎস্নাপক্ষ, সমুদ্রের উপর খণ্ডচন্দ্রের উদয় হইয়াছে। সুশী বারান্দায় বসিয়া চাঁদের পানে চাহিয়া ছিল, এমন সময় বকুরাণী আসিয়া তাহার কাছে বসিল। দুই একটা অন্য কথার পর বলিল—"আচ্ছা, বড়দি গিয়ে অবধি তোমার কি হয়েছে বল দেখি? তুমি সর্ব্বদা মুখখানি বিষণ্ণ ক'রে থাক, হাস না, কথা কও না—কি হয়েছে তোমার? বড়দি কি যাবার সময় তোমায় কিছু বলেছেন?"

সুশী বলিল—"তিনি সেই দিনই সঙ্গে ক'রে আমায় কলকাতায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি যাইনি। বোধ হয়, গেলেই ভাল করতাম।"

বকুরাণী সুশীর মুখপানে চাহিয়া বলিল—"কেন? আজ এ রকম কথা বলছ কেন?"

সুশী বলিল—"দিদি, তোমাদের উপর ত অনেক উপদ্রব করলাম—এইবার আমি যাই।"

"কোথা যাবে?"

"কলকাতায়—কি যেখানে হোক!"

"কেন, যাবে কেন তুমি? আমাদের ছে[illegible]'লে যাবে কেন, এখানে কি তোমার কোনও কষ্ট বা অসুবিধা হচ্ছে?"

সুশী কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"আচ্ছা দিদি, আমি যদি চ'লে যাই, জন্মের মত যাই, তা হ'লে কি কোন ক্ষতি আছে?"

এ কথা শুনিয়া বকুরাণী অত্যন্ত বিস্মিত হইল। বলিল—"কি পাগলের মত কথা বলছ! যেখানে হোক চ'লে যাবে, জন্মের মত যাবে—এ সব কি কথা! কে তোমার আশায় ব'সে রয়েছে, তা কি তুমি জান না? উনি কি তোমায় কিছু বলেছেন, তাই রাগ হয়েছে? না, কি?—আমি ত কিছুই বুঝতে পারছিনে ভাই।"

সুশী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—"না, তিনি আমায় কিছু বলেন নি। আমি ভাবছি কি জান? আমি এ ক'দিন শুধু ভাবছি, আমি যদি একেবারে চ'লে যাই, তা হলেই বা কি হয়? আর যদি থাকি,
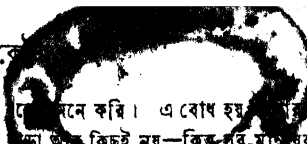
তা হলেই বা কি হয়? আমি যদি জন্মের মত যাই, তবে কিছু দিন তিনি মনে খুব ব্যথা পাবেন বটে, কিন্তু সে ব্যথা ত চিরদিন থাক্‌বে না! তোমার মত এমন স্ত্রী যার, তার জন্যে আমার কোনও আশঙ্কা নেই। কিন্তু আমি যদি থাকি, তবে চিরদিন তোমাদের একটা কন্টক হয়েই থাক্‌ব। বড় বউ যখন আমায় এ কথা বুঝাইয়াছিলেন, তখনও আমি বুঝিনি—রাগ করেছিলাম; কিন্তু এখন বুঝতে পার্‌ছি যে, তাঁর কথাটা নিতান্ত ফেলে দেবার নয়। সুতরাং আমার ত যাওয়াই ভাল ভাই!"

বকুরাণী সুশীর হাতখানি ধরিয়া বলিল—"তুমি চিরদিন আমাদের কণ্টক হয়ে থাকবে, এ কথা মনে কর্‌ছ কেন?"

সুশী বলিল—"স্বামীর প্রতি তোমার অগাধ ভালবাসা, তাই তুমি এত বড় ত্যাগস্বীকারটা কর্‌ছ বকুরাণী—কিন্তু আমি কেন তোমায় এ ত্যাগস্বীকার কর্‌তে দিয়ে তোমার জীবনটা মাটী ক'রে দিই?"

বকুরাণী বলিল—"ত্যাগস্বীকারই বা কি, আর আমার জীবনটা তুমি মাটীই ক'রে দিচ্ছ কি ক'রে? বিয়ে হ'লে তুমি কি ওঁকে ছিনিয়ে নিয়ে উধাও হয়ে কোথাও চ'লে যাবে?"—বলিয়া মৃদু হাস্যের সহিত সুশীর চিবুক স্পর্শ করিল।

সুশী কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। শেষে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"দেখ বকুরাণী, এ ত দুদিন চার দিনের কথা নয়—চিরজীবনের সম্বন্ধ। আজ তুমি আমায় যে মিষ্টি চোখে দেখছ, চিরদিন কি তাই তুমি পারবে? হয় ত ক্রমে আমি তোমার বিষনয়নে প'ড়ে যাব! তখন?"

বকুরাণী বলিল—"কেন তুমি আমার বিষনয়নে প'ড়ে যাবে? আমার যে চোখ আছে, সেই চোখই থাকবে। তবে, তুমি যদি আমায় বিষনয়নে দেখতে সুরু কর, তখন আমার মনের ভাব কি হবে, বলতে পারিনে।"

সুশী বলিল—"তোমায় আমি বিষনয়নে দেখব? কোনও দিন না। তা নয়, কিন্তু সত্যি তুমি ভেবে দেখ, আমি তোমার সতীন হ'লে, চিরদিন কি তুমি আমায় এই চোখে দেখতে পারবে?"

বকুরাণী বলিল—"কেন পারব না?"

"কেউ কি পারে? এ কি সম্ভব?"

বকুরাণী বলিল—"স্বামীকে যে ভোগের জিনিস ব'লে মনে করে, বড় জিনিসকে যে ছোট ক'রে দেখে, তার পক্ষে হয় ত সম্ভব নয়। আমি কিন্তু স্বামীকে সেবা কর্‌বার, যত্ন কর্‌বার, সুখী কর্‌বার জিনিস [illegible] মনে করি। এ বোধ হয় [illegible] নির্ব্বুদ্ধিতা [illegible] আর কিছুই নয়—কিন্তু [illegible] বুদ্ধি কি সম[illegible] ছাঁচে ঢালা নয়, ভগবান্ আ[illegible] হয় [illegible]রকম করেই গড়েছেন। তোমারও ত দেখছি, তাই উদ্দেশ্য—সেই একই ব্যক্তিকে সুখী করা, যত্ন করা, সেবা করা। তোমার আমার উদ্দেশ্য যখন এক, তখন তোমায় আমায় বিরোধ কেন হবে? আসল কথা, ভালবাসা জিনিসটাকে যদি ভোগের উপায়মাত্র ব'লে মনে করা যায়, তবেই বিবাদ-বিরোধের সম্ভাবনা; যদি তাকে আরও উঁচু ভাবে, পবিত্রভাবে দেখা যায়, তা হ'লে ও রকম কোনও আশঙ্কা নেই। তুমি আমি দুজনে এক স্বামী নিয়ে ঘরকন্না কেন যে কর্‌তে পার্‌ব না, সে ত আমি অনেক ভেবেও বুঝতে পারিনি। তুমি কিছু বুঝতে পার? তুমি বল্‌তে পার যে, কেন আমরা পার্‌ব না?"

"না ভাই, আমিও কিছু বুঝতে পারিনে। আমিও বোধ হয় তোমারই মত সৃষ্টিছাড়া।"—বলিয়া সুশী সমুদ্রের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

বকুরাণী বলিল—"আর একটা কথা। আমি সম্মতি দিলে, আমার ক্ষতি কতটুকু দেখ। বল্‌তে গেলে, কিছুই না। কিন্তু সম্মতি যদি না দিই, তা হ'লে তোমার জীবনটাকে বিফল ক'রে দিই—আর তার চেয়েও আমি যেটা বড় ক্ষতি ব'লে মনে করি—আমার স্বামীরও বুকটা ভেঙ্গে যায়।—তুমি এসে পৌঁছবার দিন থেকে আমার স্বামীর কত পরিবর্ত্তন হয়ে গেল—উনি বুকে কত বল পেলেন, রোগের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে জয়ী হয়ে উঠলেন, এ সব ত আমি নিজের চোখে দেখলাম। সুতরাং তোমাকে উনি হারালে, ওঁর জীবনের কতখানি ক্ষতি হ'তে পারে, সব ত আমি ভাবতেও সাহস করিনে ভাই।"—বলিয়া বকুরাণী নীরব হইল। উভয়ে অনেকক্ষণ নীরবেই যাপন করিল।

এতক্ষণে চন্দ্র আরও একটু উচ্চে উঠিয়াছিল। সমুদ্র যেন শতবাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে জ্যোৎস্নাধারায় স্নান করিতেছে। সেই শোভা দেখিতে দেখিতে বকুরাণী বলিল—"তুমি কখনও বোম্বাই গিয়েছিলে?"

"না।"

"আমি গিয়েছিলাম। সেখানেও দেখতাম, রাত্রে চাঁদ উঠলে সমুদ্র ঠিক এই রকম ক'রে নৃত্য করত। আচ্ছা, সে সমুদ্র, আর এ সমুদ্র—এরা এক, না দুই?

সুশী বলিল—"এক।"

বকুরাণী বলিল—"এক ? একই ত ! মধ্যে খানিকটা জমি থাকায় যেন দুই ব'লে বোধ হয়, কিন্তু আসলে এক। আচ্ছা সুশীলা, তুমি আর আমি—আমরাও হয় ত আসলে এক—বোধ হয়, কি রকম ক'রে হঠাৎ দু'ভাগ হয়ে গেছি।"

সুশী বলিল—"বোধ হয়।"

এই সময় সিঁড়িতে পদশব্দ ও বিজয়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়া, দুইজনে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শুভবিবাহ।

বিজয়ের আরোগ্যলাভের পর একমাস অতীত হইয়াছে। এখন সে বেশ সুস্থ ও সবল হইয়াছে; প্রতিদিন প্রাতে ও বৈকালে বিপিন বাবুর সহিত সমুদ্রতীরে কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ করিয়া থাকে।

অপরাহ্ণকাল। আজ এইখানেই বিপিন বাবুর চায়ের নিমন্ত্রণ আছে, বেলা চারিটার সময় তাঁহার আসিবার কথা। চা-পানান্তে উভয়ে পাঁচটার সময় বেড়াইতে বাহির হইবেন, কিন্তু সাড়েচারিটা বাজিয়া গেল, তথাপি বিপিন বাবুর দেখা নাই। বিজয় বলিতে লাগিল—"বিপিন কি চায়ের কথা ভুলেই গেল নাকি ? হয় ত সেই পাঁচটায় এসে হাজির হবে। কাউকে না হয় পাঠাও, ডেকে আনুক।"—বকুরাণী তখন একজন ভৃত্যকে বিপিন বাবুর বাড়ী পাঠাইল।

পৌনে পাঁচটার সময় দেখা গেল, ভ্রমণের বেশে বিপিন বাবু আসিতেছেন। ক্ষিপ্রহস্তে চা-দানীতে চা ভিজাইয়া দিয়া, বকুরাণী প্রভৃতি আড়ালে সরিয়া গেল। এক মিনিট পরে বিপিন বাবু ছড়ি ঠুকিতে ঠুকিতে আসিয়া পৌঁছিলেন। বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"কি হে, এখানে আজ চা খাবে, সেটা ভুলেই গিয়েছিলে নাকি ?"

বিপিন বাবু বলিলেন—"ভুলিনি হে, মনেই ছিল। তোমার কাজেই ব্যস্ত ছিলাম। সেই লোকটি এসেছিলেন, তাঁকে বিদায় করতে দেরী হয়ে গেল।"

"কোন্ লোকটি ? পণ্ডিতজী ?"

"হ্যাঁ—শুকদেব নীলাম্বর ত্রিবেদী।"

বিজয় অত্যন্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"কি বল্লেন তিনি ? রাজী হলেন ?"

"রাজী হয়েছেন, তবে তিনি একটা কথা বল্লেন।"

"কি ?"

"তিনি বল্লেন, তাঁরা দক্ষিণী ব্রাহ্মণ, বাঙ্গালী যজমানের বিবাহ দেওয়া তাঁদের কুলাচার নয়, তবে শাস্ত্র অনুসারে কোন বাধাও নাই শাস্ত্র কোথাও এমন কথা বল্‌ছে না যে, মহারাষ্ট্রী পুরোহিত বাঙ্গালী যজমানের বিবাহ দিলে সে পতিত হবে; তবে ব্যাপারটা প্রকাশ হ'লে তাঁদের সমাজে অন্যান্য ব্রাহ্মণ গোলযোগ উপস্থিত করতে পারে, কিন্তু সে জন্য তিনি ভয় করেন না। বল্লেন, কন্যা বরেরই স্বজাতীয়া, কায়স্থ, সে সব ঠিক আছে। কিন্তু তাঁর প্রধান আপত্তি, কন্যার পিতা খৃষ্টান হয়েছিলেন, সুতরাং কন্যা রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত না করলে তিনি কোনমতেই এই বিবাহে পৌরোহিত্য করতে পারেন না।"

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি বল্লে ?"

"সুশীলা প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজি হবেন কি না, তা ত আমি জানিনে; সুতরাং পণ্ডিতজীকে আবার কাল আস্‌তে বলেছি। তিনি বল্লেন, রীতিমত শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্তের পর কন্যা সমুদ্রস্নান ক'রে শ্রীমন্দিরে গিয়ে বাবাকে পূজা দিয়ে এলে, তার পর বিবাহে পৌরোহিত্য করতে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। তা, তুমি এ সম্বন্ধে সুশীলার মতটা কোন সময় জেনে নিয়ে আমায় বোলো, কা'ল বেলা দুটোর সময় আবার তিনি আস্‌বেন।"

বিজয় দুইটি পেয়ালায় চা ঢালিয়া, একটি বিপিন বাবুর সম্মুখে দিয়া বলিল—"হিন্দু বিবাহেই যখন সম্মত হয়েছেন, প্রায়শ্চিত্তেও বোধ হয় কোন আপত্তি হবে না। তবু, আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে নিয়ে তোমায় বল্‌ব এখন।"

চা-পান করিতে করিতে বিপিন বাবু বলিতে লাগিলেন—"ভাবতাম, টিকিওয়ালা সংস্কৃত পণ্ডিতেরা সবাই বুঝি কূপমণ্ডূকজাতীয়,—এ লোকটিকে দেখে সে ভ্রম দূর হ'ল। এ ক'দিনই ত তাঁর সঙ্গে দেড় ঘণ্টা দু'ঘণ্টা ধ'রে কথাবার্ত্তা কইলাম, অনেক বিষয়ে তাঁর মতটা দেখলাম যথেষ্ট উদার। লোকটির অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান আছে শুনেছি। আর, নির্লোভ। দেখছেন ত যে একজন সম্পন্ন লোকেরই বিবাহে পৌরোহিত্য করতে হবে, তাও আবার গোলমেলে বিবাহ, নইলে ত বরকনের নিজ সমাজের পুরোহিতই আনা হ'ত, কিন্তু দাক্ষিণে কত পাবেন না পাবেন, তা একটিবার জিজ্ঞাসাও করেন নি। অন্য পুরোহিত হ'লে এই সময়ে মোচড় দিয়ে বিলক্ষণ দক্ষিণে আদায় ক'রে নেবার চেষ্টায় থাক্‌তেন।"

বিজয় বলিল—"মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে

সংস্কৃতের চর্চ্চাটা খুবই আছে। শুনেছি, ওদের দেশে বিলেত-ফেরতের জাত যায় না। আমরা যতই বড়াই করি যে, আমরা বাঙ্গালীরা খুব উন্নত হয়েছি—মহারাষ্ট্রীরা আমাদের চেয়ে ঢের বেশী অগ্রসর। আচ্ছা, পণ্ডিতজীর নামটি একটু অদ্ভুত—না ?”

বিপিন বলিল—“নিজের নামের সঙ্গে পিতৃনাম যোগ করা ওঁদের প্রথা কি না। শুকদেব নীলাম্বর অর্থে, নীলাম্বরের পুত্র শুকদেব। ওঁর বাপের নাম নীলাম্বর ত্রিবেদী। কা’ল তুমি এস ছুটোর সময়, বুঝলে ? পণ্ডিতজীর সঙ্গে আলাপ হ’লে খুসী হবে।”

চা-পান শেষ করিয়া ভ্রমণে বাহির হইতে আজ অন্যদিন অপেক্ষা একটু বিলম্ব হইয়া গেল। বেড়াইতে বেড়াইতে, বিবাহ সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে আলোচনা চলিতে লাগিল। বিপিন বাবু বলিলেন—“প্রথমে যখন শুনেছিলাম, তোমার স্ত্রী এ বিবাহে মত দিয়েছেন, তখন আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। বিজন যখন এ খপর আমায় দিলেন, তখন তিনিও বিশ্বাস করেন নি—বলেছিলেন, ওটা শুধু রাগের কথা। তার পর এখানে এসে বকুরাণীর সঙ্গে এ বিষয়ে অনেক দিন ধ’রে কথাবার্ত্তা কয়ে, তাঁর মত বদ্‌লালো। খুব আশ্চর্য্য কিন্তু। এ রকম যে হ’তে পারে, বিশেষ আজকাল্‌কার দিনে, তা আমার ধারণাই ছিল না। সে কালে এ রকম হ’ত শুনেছি। একালেও এ রকম দুই একটা গল্প শুনেছি ;—ছেলে হ’ল না, বিষয়-সম্পত্তি কে ভোগ করবে, পিতৃপুরুষকে কে জল-গণ্ডূষ দেবে, কোন কোন স্ত্রী নিজে উদ্যোগী হয়ে স্বামীর আবার বিবাহ দিয়েছেন—কিন্তু সেটা আন্তরিক, না স্বামী মহাশয় এ কাজ করবেনই জেনে, স্ত্রী বেচারী মৌখিক সম্মতি দিয়েছে, তা ত জানা যায় না। বিষবৃক্ষে দেখ, সূর্য্যমুখী কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে স্বামীর বিবাহ দেওয়ালেন বটে, কিন্তু ঘর ছেড়ে চ’লে গেলেন ; সুতরাং তিনি যে প্রসন্ন মনে এ কায করেননি, তা ত বোঝাই গেল। বকুরাণী কিন্তু আমাদের আশ্চর্য্য ক’রে দিলেন ভাই !”

বিজয় বলিল—“সূর্য্যমুখীর মত ঘর ছেড়ে চ’লে যাওয়া দূরে থাকুক, বকুরাণীর কি ইচ্ছা জান ? তিনি বলেন, আমাদের পৈতৃক বাড়ীতে সুশীর বাস করা সম্বন্ধে বড় বউদিদির যখন এতই আপত্তি, তখন বউদিদি পৈতৃক বাড়ীতেই থাকুন, সেখানে সন্ধ্যে পড়ুক, আমরা অন্য কোথাও একটা বাড়ী নিয়ে থাকি।”

বিপিন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—“তিন জনে এক বাড়ীতে ?”

বিজয় বলিল—“তাই ত বল্‌ছেন ওঁরা। বকুরাণীও এই কথা বলেন, সুশীও বলেন।”

বিপিন বাবু হাসিয়া বলিলেন—“ওহে, না না—সেটি কোরো না ভায়া। ছুটিকে এক জায়গায় রেখো না—এখন হয় ত কোনও অনিষ্ট হবে না, পরে হ’তে পারে। সচরাচর দেখা যায়, দুই ভাই যদি আলাদা থাকে, তা হ’লে তাদের বৌয়ে বৌয়ে কেমন ভাবসাব থাকে, আসা-যাওয়া খাওয়া-দাওয়া—সবই হয় ; কিন্তু দিনের পর দিন এক জায়গায় গুঁতোগুঁতি করলে, শেষটা ভাব চটে যায়। ও কাজটি কোরো না। শাস্ত্র বল্‌ছে, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী—একযোড়া স্ত্রীর সমবেত বুদ্ধি আরও কত বেশী প্রলয়ঙ্করী হ’তে পারে, তা ভেবে দেখো।”

বিজয় বলিল—“এ সম্বন্ধে কিছুই এখনও স্থির হয়নি।”

সন্ধ্যা হইয়া গেল। তাই আজ অধিক দূর না গিয়া, উভয়ে গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছিয়া বিপিন বাবু বলিলেন—“ওহে, বিয়ের দিন তোমরা এখনও স্থির করলে না—এ দিকে ত আর বারো দিন পরেই হাইকোর্ট খুলছে। তোমার না হয় পৈতৃক বিষয় আছে, কোর্টে না গেলেও চলে ; —আমার ত চল্‌বে না !—আমায় ত ফিরতে হবে। বিয়েটা এরই মধ্যে হয়ে গেলেই ভাল হ’ত না ?”

বিজয় বলিল—“কা’ল আপনার পণ্ডিতজী ত আসুন—তার পর একটা দিন স্থির করালেই হবে। বকুরাণী কল্‌কাতায় কি সব গহনা কাপড় ফরমাস্ দিয়ে পাঠিয়েছেন, সেগুলো এসে না পড়্‌লে ত হবে না।”

পরদিন অপরাহ্নে পণ্ডিতজী আসিয়া বিপিন বাবুর বাড়ীতে বিজয়কেও উপস্থিত দেখিলেন। প্রায়শ্চিত্ত ও বিবাহ উভয় ক্রিয়ার জন্য দিন স্থির করিতে বসিলেন। বলিলেন—“এ বিবাহে আপনাদের বাঙ্গালীর সকল প্রথাগুলি হয় ত বজায় রাখিতে পারিব না ; কারণ, আমাদের সংস্কার ভিন্নরূপ। আপনাদের নিয়ম রাত্রে বিবাহ হয়, কিন্তু আমরা বিবাহ-যজ্ঞ দিবসেই সম্পন্ন করিয়া থাকি। তাহাতে আপনাদের কোনও আপত্তি নাই ত !”

বিজয় জানাইল, এ সম্বন্ধে তাহার কোনও আপত্তি নাই, শাস্ত্রানুসারে বিবাহ হইলেই সে সন্তুষ্ট। পণ্ডিতজী শিখা নাড়িয়া বলিলেন—“সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বাবুজী ! বৈদিক নিয়ম

অনুসারে প্রত্যেক অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন করিয়া আপনার বিবাহ দিব। আপনাদের বাঙ্গালা দেশেই বরং বৈদিক সমস্ত আচার রক্ষিত হয় না।"

এ সম্বন্ধে বিজয় বা বিপিনের কোনও তত্ত্বজ্ঞান না থাকায়, তাহারা প্রতিবাদ করিতে পারিল না।

পণ্ডিতজী প্রায়শ্চিত্তের দিন সপ্তাহ পরে এবং বিবাহের লগ্ন দশম দিবসে স্থির করিলেন। বিবাহের দিন ইংরাজী কোন্ তারিখে হয় জানিয়া বিপিন বাবু বলিলেন—"তার পর দিন হাইকোর্ট খুলিবে। আর দুই এক দিন পূর্ব্বে শুভদিন আছে কি না, জিজ্ঞাসা করায় পণ্ডিতজী চটিয়া বলিল—"বাবুজী, শাস্ত্র কি আপনার হাইকোর্টের কোনও তোয়াক্কা রাখে?"

যথাদিনে সুশী প্রায়শ্চিত্ত ও সমুদ্রস্নান করিয়া, বকুরাণী প্রভৃতির সহিত শ্রীমন্দিরে পূজা দিয়া আসিল। যথাদিনে সুপবিত্র বেদমন্ত্রধ্বনির সহিত তাহার শুভপরিণয়কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

বিবাহান্তে বকুরাণীকে সুশী প্রণাম করিতে গেল। প্রণাম করিয়া উঠিতে বকুরাণী তাহাকে একটি সোনার সিন্দুর-কৌটা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল—"এই সিন্দূর তোমার অক্ষয় হোক্।"

সুশী সিন্দুর-কৌটাটি মাথায় ঠেকাইয়া, বকুরাণীকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।—উভয়ের অশ্রুজলে উভয়ের বসন সিক্ত হইয়া উঠিল।

অদ্য সন্ধ্যার ট্রেণে বিপিন বাবু সপরিবারে কলিকাতা যাত্রা করিবেন। বকুরাণী ও সৌদামিনীও তাঁহাদের সঙ্গী হইবে। বকুরাণীর যাওয়া সম্বন্ধে সুশী আপত্তি করিয়াছিল। কিন্তু বকুরাণী বলিয়াছিল—"কত কাজ রয়েছে, আমি না গেলে সে সব কায কে করবে বোন্! গৃহলক্ষ্মী হয়ে তুমি যে ঘরে গিয়ে পা দেবে, সে ঘর তোমার উপযুক্ত ক'রে সাজাতে গোজাতে, সকল বন্দোবস্ত করতে হবে ত; চাকর-বাকরে—পুরুষমানুষে কি তা পারে? আমাকেই করতে হবে। আমি সমস্ত ঠিকঠাক্ ক'রে তোমায় খবর দেব, তখন তোমরা এস।"

এইরূপে বকুরাণী অনেক করিয়া বুঝাইতে অবশেষে সুশী বলিল—"না দিদি, তুমি নিজে এসে আমাদের নিয়ে যাবে। এই যদি কড়ার কর, তা হ'লে না হয় এখন যেতে দিই।"

বকুরাণী প্রসন্ন হাস্যের সহিত বলিল—"আচ্ছা গো আচ্ছা, তাই হবে—আমিই এসে তোমাদের নিয়ে যাব।" বলিয়া সুশীকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার নিকট বিদায় লইল। খুকী সুশীর কাছেই রহিল—সে পূর্ব্বেই বলিয়াছিল—"আমি দাব না, নতুন মা'র কাছে থাক্‌বো।"

সমাপ্ত

নব-কথা

(গল্প)

(তৃতীয় সংস্করণ হইতে)

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

দুই বৎসরের অধিককাল হইতে প্রথম সংস্করণ "নব-কথা" নিঃশেষিত—অদ্য দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই বিলম্বের জন্য, আগ্রহান্বিত পাঠকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

এই সংস্করণে "কাজির বিচার", "কাটামুণ্ড", "শ্রীবিলাসের দুর্ব্বুদ্ধি", "শাহজাদা ও ফকীর-কন্যার প্রণয়কাহিনী" এবং "দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর"—এই পাঁচটি গল্প অতিরিক্ত সন্নিবিষ্ট হইল। "দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর" ঠিক গল্প নহে—সত্য ঘটনা বলিয়া শোনা যায়। "বঙ্কিম বাবুর কাজির বিচার" গল্পটিও জনশ্রুতিমূলক। তাই এই দুইটিকে কাল্পনিক গল্পের সহিত এক পংক্তিতে না বসাইয়া, পরিশিষ্টের অন্তর্গত করিয়াছি।

"শ্রীবিলাসের দুর্ব্বুদ্ধি" আমার সর্ব্বপ্রথম গল্প-রচনা। "ভূত না চোর", "কাটামুণ্ড" এবং "শাহজাদা ও ফকীর-কন্যার প্রণয়-কাহিনী" এই তিনটি গল্প ভাষান্তর হইতে গৃহীত; অনুবাদ নহে—স্বেচ্ছামত পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছি।

"দেবী" গল্পটির আখ্যানভাগ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমায় দান করিয়াছিলেন—এ কথাটি প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় উল্লেখ করি নাই, এখন করিলাম।

গয়া
১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

অঙ্গহীনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কন্যাদায়।

চোরবাগানের শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়কে লোকে বলে "বোম্-ভোলানাথ।" নিজে তিনি নিতান্ত ভালমানুষ; পৃথিবীসুদ্ধ লোককেও ঠিক সেইরূপ ভালমানুষ মনে করেন। সকলকে অত্যন্ত অধিক বিশ্বাস করা যেন তাঁহার একটা মানসিক রোগ। জিনিষ কিনিয়া কখনও টাকার ফেরত পয়সা গণিয়া লন নাই। কেহ বিপদে পড়িলেই শ্যামাচরণ বাবু তাহার উপকার করেন; তিনি নিজে বিপদে পড়িলে যে-সে আসিয়া বুক দিয়া পড়িয়া তাঁহার উপকার করিবে, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত।

শ্যামাচরণ বাবু বেঁটে খাটো রকমের মানুষটি। চোখদুটি ভাসা ভাসা হাসি হাসি। গৌরবর্ণ প্রৌঢ় পুরুষ; মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া চিবাইয়া চিবাইয়া কথা কহেন। সওদাগরি আফিসের চাকরি;—বেতন অল্প, ষাট টাকা মাত্র। একটি প্রাইভেট্ টুইশনও আছে। এই সামান্য আয়ের উপর নির্ভর করিয়া কলিকাতা সহরে সপরিবারে বাস করা কম দুঃসাহসের কাজ নহে। একটি ঠিকা ঝি আছে, সে কতক কাজকর্ম্ম করিয়া দিয়া যায়। বাকী কর্ম্ম নিজেদের করিয়া লইতে হয়। কষ্ট হয় বটে, কিন্তু উপায় ত নাই।

শ্যামাচরণ বাবুর একটি ছেলে, তিনটি মেয়ে। ছেলেটির বয়স সতেরো আঠার বৎসর; বি-এ ক্লাসে পড়ে। বড় মেয়ের নাম সুলোচনা, হরিপুরে বিবাহ হইয়াছে। তাহার ছোট শৈলবালা, তাহার ছোট ক্ষান্তমণি। শৈলবালার আজিও বিবাহ হয় নাই, দিলেই হয়। ক্ষান্তমণি ছোট।

শ্যামাচরণ বাবুর হাতে পৈতৃক আমলের কিছু টাকা ছিল, তাহা বড় মেয়েটির বিবাহে সমস্তই খরচ করিয়া ফেলিয়াছেন। এই ত অবস্থা; রাখিয়া ঢাকিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া খরচ করিতে হয়! কিন্তু বোম্-ভোলানাথকে তখন সে কথা বুঝায় কাহার সাধ্য? তখন শৈল ছোট ছিল,—এখন সে বারো তেরো বছরের হইয়াছে—এখন শ্যামাচরণ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিতেছেন। কন্যাদায় এমনি জিনিষ, বোম্-ভোলানাথ শ্যামাচরণকেও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। দুর্ভাবনায় এই দরিদ্র দম্পতির মুখ ক্লিষ্ট, মন বিষাদ-ভারাক্রান্ত। গৃহিণী বলিলেন—"আমার গায়ের যা কিছু গহনা আছে, সব বিক্রয় কর। হাজার টাকার উপর পাওয়া যাইবে। তাহাতেই এ যাত্রা জাতিরক্ষা হউক।"

শ্যামাচরণ ঠেকিয়া শিখিয়াছেন; বলিলেন—"তাহার পর? ক্ষেন্তির বেলায় কি উপায় হইবে?"

গৃহিণী বলিলেন—"আশু তত দিন যদি নারায়ণের ইচ্ছায় মানুষ হয়, তাহা হইলে আর ভাবনা কি?"

ক্ষান্তমণি শৈলবালার চেয়ে দুই তিন বৎসরের মাত্র ছোট। আজিকালিকার বাজারে বি-এ ক্লাসের ছাত্র আশুতোষ যে দুই তিন বৎসরে মানুষ হইতে পারিবে, সে আশা অপর কেহ হইলে সাহস করিয়া মনে স্থান দিতে পারিত না; কিন্তু শ্যামাচরণ বাবু দিলেন। গহনা বিক্রয়ের পরামর্শই স্থির হইল।

কিন্তু আবার মনের মত পাত্রও ত চাই। গৃহিণী বলিলেন—"যখন আমি গা খালি করিয়া, সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া মেয়ের বিবাহ দিতেছি, তখন যে-সে একটাকে ধরিয়া দিলে চলিবে না। জামাই দেখিতে সুশ্রী হইবে, দুইটা কি একটা পাস করা হইবে, খাইবার পরিবার সংস্থান থাকিবে,—এইরূপ চাই।"

শ্রীমান্ আশুতোষের এক জন সহপাঠী বন্ধু ছিল, তাহার নাম মোহিনীমোহন। সে জমিদারের ছেলে; কলিকাতায় মেসের বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিত। মাঝে মাঝে আশুর সঙ্গে তাহাদের বাড়ীতে আসিত। অনেকবার নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাকে খাওয়ান হইয়াছে। যে লক্ষণগুলি গৃহিণী জামাতায় চাহিয়াছেন, এই মোহিনীমোহনে তাহার সকলগুলিই বিদ্যমান; সুতরাং স্বভাবতঃ তাহারই কথা সকলের মনে হইল।

যেমন কর্ত্তা, তেমনি গৃহিণী, তেমনি ছেলেটি। জমিদারের ছেলে বি-এ পড়িতেছে, গহনা বেচিয়া হাজার টাকা পাওয়া যাইবে, তাহাতেই তাহাকে ক্রয় করিবেন! সত্যযুগ আর কি! শ্যামাচরণ বাবু

ব্রাহ্মণ, প্রাংশুলভ্যফল মোহিনীমোহনকে জামাতা করিবার জন্য বাহু বাড়াইলেন। ইহার প্রতিফল-স্বরূপ "উপহাস" নহে, সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু সে পরের কথা পরে বলিব।

আশু বলিল,—মোহিনীর বিবাহ হয় নাই বটে, কিন্তু তাহারা কাহার সন্তান, কয় পুরুষে, নৈকষ্য অথবা ভঙ্গকুলীন, এ সব আশু কিছুই বলিতে পারিল না।

পরদিন কলেজে কথায় কথায় কৌশল করিয়া বন্ধুর নিকট হইতে আশু সমস্ত সংবাদ আদায় করিয়া লইল। সমস্তই মিলিয়াছে। বড় সুখের কথা। আশু একে ত শ্যামাচরণ বাবুর পুত্র, তাহাতে অল্প-বয়স্ক, সাংসারিক অভিজ্ঞতা কিছুই নাই,—সে মনে করিল, যেন বিবাহ হইয়াই গিয়াছে। প্রথম হইতেই মোহিনীর সঙ্গে তাহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। এখন মনে মনে তাহাকে ভাবী ভগ্নীপতি স্থির করিয়া সেই বন্ধুত্ব প্রগাঢ়তর করিয়া তুলিল। ইহার ফলস্বরূপ আশুদের বাড়ীতে মোহিনীর যাতায়াত বৃদ্ধি পাইল। শনিবার কলেজের ছুটীর পর সে প্রায়ই আসিয়া আশুদের বাড়ীতে সন্ধ্যাযাপন করিত। রবিবারে এবং অন্য ছুটীর দিনে মাঝে মাঝে আশুর মা তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। ইঁহাদের গোপন অভিপ্রায় জানিতে মোহিনীমোহনের অধিক দিন বিলম্ব হইল না।

বিবাহের কথাবার্ত্তা হইবার পূর্ব্বে শৈলবালা মোহিনীর সঙ্গে স্পষ্ট কথা কহিত না বটে, কিন্তু তাহার সম্মুখে বাহির হইত এবং প্রতিদিনই দুই এক-বার পরস্পর চোখোচোখি হইয়া যাইত। আশু ও মোহিনী আহারে বসিলে আশুর মা পরিবেশন করিতেন, প্রয়োজন হইলেই শৈল আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিত। কিন্তু যে দিন শৈলবালা এই বিবা-হের কথা শুনিল, সে দিন হইতে মোহিনীর সাক্ষাতে আর সে প্রাণান্তেও বাহির হইত না। মোহিনী আসিলেই ক্ষান্তমণি সুর করিয়া বলিতে থাকিত, "দিদির বর এসেছে গো।" মোহিনী বাহির হইতে এই গান শুনিয়া মনে মনে হাসিত—ভাবিত, কোথায় কি তাহার ঠিক নাই, বিবাহ! কিন্তু শ্যামাচরণের কন্যা শৈলবালার ত সে বুদ্ধি ছিল না। সে যখন মোহিনীমোহনকে দেখিত, তখন তাহাকে স্বীয় ভাবী পতিস্বরূপ দেখিত। নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের যে কোনও অংশের কল্পনা করিত, সেই অংশেই দেখিতে পাইত, মোহিনীমোহন সুন্দর শান্ত সমুজ্জ্বল চক্ষু দুটিতে স্নেহ ভরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কিন্তু ক্রমে মোহিনীমোহনেরও বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটিল। তাহার সমস্ত যুক্তিতর্ক শীঘ্রই তাহাকে কল্প-নার কমনীয় হস্তে সমর্পণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইলে মোহিনী ভাবিত, যদি শৈলবালার সঙ্গেই আমার বিবাহ হয়, তবে কেমন হয়? মনে হইত, বেশ হয়, বেশ নামটিও কিন্তু। শৈলবালার লজ্জাটা বড় বেশী —কখনও ভাবিত, তা বেশ ত, লজ্জাই ত স্ত্রীলোকের ভূষণ। আবার কখনও বা ভাবিত, এই ভূষণবাহুল্যে আমার নব-প্রণয়ের কোমল হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হইবে না ত? লজ্জা ভাঙ্গাইতে অনেক আয়াস স্বীকার করিতে হইবে। এখন ত দেখিলেই পলাইয়া যায়; ফুলশয্যার রাত্রে কথা কহাইতে অনেক সাধ্যসাধনার প্রয়োজন হইবে। কল্পনায় সেই ফুলশয্যা-রাত্রিটির অভিনয় করিত। শৈলবালা যেন খস্‌খসে কাপড় পরিয়া, সাটিনের বডিস্ পরিয়া, কপালে একটি খয়েরের টিপ কাটিয়া, চুলে সুগন্ধি মাখিয়া, জড়সড় হইয়া, মুখখানি ঢাকিয়া, পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে। শয্যায় প্রবেশ করিয়া সে শৈলকে কি বলিয়া ডাকিবে? নাম ধরিয়াই ডাকিবে। শৈল কি আর উত্তর দিবে? সে ফিরিবেও না, চাহিবেও না, কথাও কহিবে না। অনেক চেষ্টাতে যেন কথা কহিল। কিন্তু সে যেন শৈলর নিজ কণ্ঠস্বর নহে। সেই পিতৃগৃহের সুপরিচিত শাণিত দ্রুত কোমল কণ্ঠস্বর কি এই? এ যে ভাঙ্গা, জড়ান, সঙ্কুচিত, বাধাপ্রাপ্ত স্বর, কিন্তু নিরতিশয় মধুর।— এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রজনীশেষে তাহার নিদ্রা-কর্ষণ হইত। স্বপ্ন দেখিত—সে স্বপ্নও যেন শৈলবালার স্মৃতিপরিমলে আমোদিত, যে রাত্রিতে পূর্ণিমার চন্দ্র পৃথিবীর উপর বেশী করিয়া উন্মাদনা বর্ষণ করিত, সে রাত্রিতে হয় ত কল্পনা করিত, যেন এক সমুদ্রবেষ্টিত জনহীন দ্বীপের প্রান্তরে বেড়াইতে বেড়াইতে সহসা শৈলবালার সাক্ষাৎ পাইল। তখন নূতন নূতন বিবাহ হইয়াছে। শৈল, তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে?—কেমন করিয়া আসি-য়াছে, তাহা ত শৈল জানে না। বাড়ীতে বিছা-নায় মা'র কাছে শুইয়া ঘুমাইতেছিল, জাগিয়া দেখিল, এই বনে আসিয়া পড়িয়াছে। বোধ হয়, আরব্যোপন্যাসের জিনি-দৈত্য অথবা পরীদের রাজা উড়াইয়া আনিয়া থাকিবে। সমুদ্রগর্জ্জন শুনিয়া ভয় পাইয়া শৈলবালা কাঁদিতেছিল। এখন আর ভয় করিতেছে না। মোহিনী যেন বলিল, তোমার ক্ষুধা পাইয়াছে, তোমার জন্য ফল সংগ্রহ করিয়া আনি?

শৈল বলিল,—না, আমি একলা থাকিতে পারিব না, আমার ভয় করিবে যে। তবে চল, দুইজনেই যাই। কিন্তু শৈল কি সেই কঙ্করাকীর্ণ পথে চলিতে পারে? চল, তোমায় কোলে করিয়া লইয়া যাইব।—ফল যদি না পাওয়া যায়? ফল যদি থাকে, আর জল যদি না থাকে? কি হইবে?—বিধাতা যেন মূর্ত্তিমান্‌ হইয়া বলিয়া গেলেন—তোমাদের পরস্পরের জন্য পরস্পরের মুখে চুম্বনের অমৃত সঞ্চিত রাখিয়াছি, ফল ও জলের প্রয়োজন হইবে না।—আরও কত সমস্ত অসম্ভব কল্পনা। সে আর বলিয়া কাজ নাই। শুনিলে বিজ্ঞ লোকে বিদ্রূপের হাসি হাসিবেন। নাটক-নভেল মোহিনীর বিস্তর পড়া। সে যে ভালবাসার পথে পদার্পণ করিল, তাহা বেশ জানিয়া শুনিয়াই করিল। সে পথ বড় পিচ্ছিল। প্রণয়ের সে বাপীতে নামিতে নামিতেই জল একগলা হইল। দেখিতে দেখিতে অগাধ জলে গিয়া পড়িল। কি স্নিগ্ধতা তাহার সর্ব্বশরীরকে আলিঙ্গন করিল। চারিদিকে পদ্মবিকাশ। ডুবিয়া মরিতেও সুখ আছে।

এখন অবধি আশু ডাকিলে মোহিনী আর সহজে তাহাদের বাড়ীতে যাইতে চাহিত না। মনে ষোল আনা ইচ্ছা যাইবার;—কিন্তু বোধ হইত, যেন সকলে তাহার এ ভাবপরিবর্ত্তন ধরিয়া ফেলিয়াছে। যেন কত অপ্রতিভ হইয়া থাকিত।

একদিন শ্যামাচরণ বাবু মোহিনীকে দেখিয়া বলিলেন,—"বাপু, আমার অনেক দিনের সাধ, শৈলর সঙ্গে তোমার বিবাহ দিই। তাহাকে তুমি ত দেখিয়াছ? তোমার যদি সম্মতি থাকে ত বল, তোমার পিতা-ঠাকুরের নিকট আমি বিবাহের প্রস্তাব করি।"

মোহিনী প্রথমটা চুপ করিয়া রহিল। মাটীর পানে চাহিয়া কোটের বোতাম ঘুরাইতে ঘুরাইতে অল্প অল্প হাসিতে লাগিল। শ্যামাচরণ বাবু ভাব বুঝিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বল?" মোহিনী হাসিতে হাসিতে বলিল—"তা বেশ ত।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সম্বন্ধ।

গৃহিণী মাঝে মাঝে তাগাদা করেন,—"মোহিনীর বাপকে যে চিঠি লিখিবে বলিয়াছিলে, তাহার কি হইল?"—শ্যামাচরণ বাবুর আঠারো মাসে বৎসর; তিনি বলেন, এই লিখিব এবার। গৃহিণী বলেন —মেয়ে যে এদিকে বলতে নেই, বড়-সড় হয়ে উঠল, আর আইবুড় রাখা কি ভাল হয়? এর পর পাঁচ জনে পাঁচ কথা বল্‌বে যে! শ্যামাচরণ বাবু বলেন —এখন পড়াশুনার ব্যাঘাত হবে,—পরীক্ষাটা হয়ে যাক্‌, তার পর প্রস্তাব কর্‌ব।

"এখন পড়াশুনার ব্যাঘাত হবে"—কথা শুনিলে হাসি পায়। যেন বিবাহের জন্য আর কিছুরই প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন শুধু শ্যামাচরণ বাবুর প্রস্তাব করাটা। সাধে লোকে তাঁহাকে বলিত, "বোম্‌-ভোলানাথ!"

পরীক্ষা শেষ হইল। মোহিনী বাড়ী গেল। আরও দুই তিন মাস কাটিল। আজ লিখি কাল লিখি করিয়া এখনও শ্যামাচরণ বাবু পত্র লেখেন নাই। বোধ হয়, বিশ্বাস ছিল, বৈশাখের পূর্ব্বে ত বিবাহের দিন নাই;—এখন অবধি অনর্থক পত্র লিখিয়া কি হইবে!

বৈশাখ মাসে পরীক্ষার ফল বাহির হইল। আশু মোহিনী উভয়েই উত্তীর্ণ হইয়াছে। আশু এই শুভ-সংবাদ মোহিনীকে টেলিগ্রাফ করিয়া জানাইল। বাড়ীতে আনন্দ-উৎসব পড়িয়া গেল।

এইবার শ্যামাচরণ বাবু চিঠি লিখিলেন। মোহিনী ও আশুতোষের পরস্পরের সৌহৃদ্য বর্ণনা করিয়া, মোহিনীর পরীক্ষা-ফলে আনন্দ প্রকাশ করিয়া, অতিশয় বিনয় সহকারে বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

সপ্তাহখানেক পরে পত্রের উত্তর আসিল। মোহিনীর পিতা বল্লভপুরের জমিদার হরেকৃষ্ণ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, মোহিনীর সহিত আশুতোষের বন্ধুত্বের কথা পূর্ব্ব হইতেই তিনি অবগত আছেন এবং শ্যামাচরণ বাবুর গুণের কথাও তিনি মোহিনীর নিকট সর্ব্বদাই শুনিতে পান। তাঁহার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, ইহা অতি সুখের কথা। তবে দেনা-পাওনা সম্বন্ধে একটা কথা কহা যে এখন রীতি হইয়াছে, সেটা চুকিয়া গেলেই সমস্ত ঠিকঠাক করা যাইতে পারে। সেটা পত্রের দ্বারায় না হইয়া বাচনিক হইলেই উভয়পক্ষে সুবিধা ও সময়সংক্ষেপ হইবে। অতএব এই অভিপ্রায়ে একবার যদি শ্যামাচরণ বাবু অনুগ্রহ করিয়া দীনের কুটীরে পদধূলি দেন, তবে তিনি অত্যন্ত আপ্যায়িত হইবেন।

এই পত্র পড়িয়া শ্যামাচরণ বাবু যার-পর-নাই সন্তোষলাভ করিলেন। গৃহিণীকে বলিলেন,—"আহা, দেখেছ! যেমন ছেলেটি, তেমন বাপটি। আজ-কালকার দিনে এমন কুটুম্ব পাওয়া অতি সৌভাগ্যের

কথা।”—স্থির হইল, আগামী শনিবারে আফিসের পর যাত্রা করিবেন।

পরদিবস এক সময় নিরিবিলি পাইয়া শৈলবালা লুকাইয়া উপরি-উক্ত পত্রখানি পাঠ করিতেছিল,—তাহার দিদি সুলোচনা আসিয়া এই চৌর্য্যকার্য্যে তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। ধরা পড়িয়া শৈলর মুখ, চোখ, কান রাঙা হইয়া উঠিল। দিদি পরিহাস করিয়া বলিলেন—“শৈলি, তোর যে আর দেরী সইচে না! বাবাকে বলুব এখন, যেন এই মাসেই বিয়ের সব ঠিক্‌ঠাক্ ক’রে আসেন।”

বাস্তবিকই পিতার যাত্রাকালে সুলোচনা তাঁহাকে বলিয়া দিল—“বাবা, যদি সব ঠিক হয়, তবে এই মাসে নয় ত জ্যৈষ্ঠ মাস পড়্‌তেই বিবাহের দিন স্থির ক’রে এস। সামনের জামাইষষ্ঠীতে যেন আমরা আমোদ আহ্লাদ কর্‌তে পাই।”

শ্যামাচরণ বাবু যথাসময়ে বল্লভপুরে উপস্থিত হইলেন। হরেকৃষ্ণ রায় আদর অভ্যর্থনা করিতে ত্রুটি করিলেন না। মোহিনীদের বাড়ীঘর, লোকজন, সোর-সরাবৎ দেখিয়া, সেই প্রথম শ্যামাচরণ বাবু ভাবিলেন,—এমন লোকের ছেলেকে মেয়ে দেওয়া তাঁহার মত লোকের অত্যন্ত উচ্চাভিলাষ।—তবে নাকি মোহিনীর পিতার পত্রে যথেষ্ট অভয় পাইয়াছিলেন, তাই অনেকটা ভরসা করিলেন।

বেলা নয়টার সময় তিনি মোহিনীদের বাড়ীতে পৌঁছিয়াছিলেন। স্নানাহার করিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। রায় মহাশয় বলিলেন,—“পথশ্রমে আপনার ক্লেশ হয়েছে। এ বেলা বিশ্রাম করুন। ও বেলা তখন সে সমস্ত কথাবার্ত্তা কওয়া যাবে।”

অপরাহ্ণে রায় মহাশয়ের বহির্ব্বাটীতে কতকগুলি ভদ্রলোকের সমাগম হইল। অনতিবৃহৎ কক্ষটির মধ্যস্থলে দুইখানি চৌকী যোড়া করিয়া পাতা, তাহার উপর আগ্রার একখানি শতরঞ্চ। তাহার উপর রজকালয় হইতে সদ্যপ্রাপ্ত একখানি চাদর বিছান। কয়েকটি তাকিয়াও স্থানে স্থানে সজ্জিত। রায় মহাশয় জমিদারগর্ব্বে মধ্যস্থলে সুখাসীন। শ্যামাচরণ বাবুকে তিনি সকলের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। সকলেই বলিলেন—“শ্যামাচরণ বাবুর মত মহাশয় লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করার চেয়ে আর কি সুখ আছে?”

রায় মহাশয় একালের লোক ও আচার-ব্যবহারের নিন্দা করিয়া শুভকার্য্যের সূচনা করিলেন। বিবাহে টাকা লওয়া যে একটা রীতি হইয়াছে, তাহার প্রতি নিন্দার বেশী ঝোঁকটা পড়িল। বলিলেন—“আমাদের সে সব দিনকাল এক আলাহিদা রকমের গিয়াছে। আমার যখন বিবাহ হইয়াছিল, তখন মনে আছে, একশত-একটাকা পণ, একটি সোনার আংটী, আর একটি চেলির যোড় মাত্র পাইয়াছিলাম। আর বুঝি ভরি দশ পনেরো সোনা আর ভরি পঞ্চাশ ষাট রূপা। ইহাতেই একেবারে ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছিল। স্বর্গীয় পিতৃদেব কতই লজ্জিত। বলেন, ‘বৈবাহিক মহাশয়, আমি ছেলের বিবাহ দিতে আসিয়াছি বই ত ছেলে বিক্রয় করিতে আসি নাই।’—আর এখন?—এখন মহাশয়, সে দিন আমার বড় সম্বন্ধীটির মেয়ের বিবাহ হইল, পঞ্চাশ ভরি সোনা, দুই শত ভরি রূপা, হাজার এক টাকা নগদ, তাহার উপর দানসামগ্রী আছে, খাট-বিছানা আছে, বরাভরণ আছে। বরাভরণ কি যা-তা মহাশয়? এই ধরুন ঘড়ি—সোনার ঘড়ি, সোনার গার্ডচেন, হীরার আংটী, চেলির যোড়, তা ছাড়া আবার রূপার টী-সেট। জামাই বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া চা খাওয়াইবেন, তাই রূপার টী-সেট চাই। এই নূতন বরাভরণ সাহেববাড়ী হইতে আনাইতে প্রায় দুই শত টাকা লাগিয়া গেল। জামাইয়ের গুণের মধ্যে কি?—না এল, এ, পাশ করিয়া বি, এ, পড়িতেছেন। বাপ জজকোর্টের সেরেস্তাদার। বিষয়-আশয় কিছুই নাই, চাকরি ভরসা। চাকরি ত তালপত্রের ছায়া। আজ যদি চাকরি যায়, তবে কা’ল কি খাইবেন, তাহার ঠিকানা নাই। আরে ছি-ছি, একালে কেবল অর্থ, কেবল অর্থ, কেবল অর্থ। অর্থ ছাড়া আর কথাটি নাই।”

সভাস্থ সকলেই একবাক্যে রায় মহাশয়ের এ মত সমর্থন করিলেন। শ্যামাচরণ বাবু মনে মনে বলিলেন, যে যথার্থ ভদ্রলোক হয়, সে সর্ব্বদোষাবহ একালেও আপনার ভদ্রতার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলে।

একজন ভদ্রলোক বলিলেন—“তাহা হইলে এইবার উপস্থিত বিবাহের একটা কথাবার্ত্তা হইয়া যাক্।”

কর্ত্তা বলিলেন—“তবে আমি একবার বাড়ীর ভিতর ওঁয়াদের জিজ্ঞাসা ক’রে আসি।”

বাড়ীর ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিতে তাঁহার বিস্তর বিলম্ব হইল না। তিনি বালির কাগজে লেখা এক সুদীর্ঘ ফর্দ্দ হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বাড়ীর মেয়েরা ছেলেপিলেকে দিয়া নিজেদের মনের মত এই ফর্দ্দ লেখাইয়া রাখিয়াছিলেন। রায়

মহাশয় বলিলেন—"বাড়ীর উঁহারা অলঙ্কার এই চাহেন। তাহার পর আর আর যাহা কিছু আছে, সে সম্বন্ধে তাঁহারা কোন কথা কহিবেন না বলিয়াছেন—আমারই উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়াছেন। আমার এক্তারের মধ্যে যাহা রাখিয়াছেন, তাহাতে অবশ্যই যথাসম্ভব সুলভে আমি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে নিষ্কৃতি দিব, কিন্তু মেয়েদের এই ফর্দ্দ হইতে অধিক কমান আমার সাধ্যায়ত্ত হইবে না।"

ফর্দ্দ পড়া হইল। তাহার বিস্তারিত বিবরণে পাঠককে ক্লিষ্ট করিব না। এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, শ্যামাচরণ বাবুর মুখের হাসি শুকাইয়া গেল, চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। পৃথিবী যেন পদতল হইতে সরিয়া দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল।

গহনার যাহা ফর্দ্দ বাহির হইয়াছে, তাহা খুব টানাটানি কসাকসি করিয়া দিলে দুই হাজার টাকার একটি পয়সা কমে হইবে না।

তাহার পর গণ আছে, পণ আছে, ফুলশয্যা আছে, নমস্কারী আছে, নিজেদের খরচ আছে। ফল কথা, মোহিনীমোহনকে জামাতা করিতে হইলে অন্যূন তিন হাজার টাকার প্রয়োজন।

সম্বলমাত্র গৃহিণীর অলঙ্কারগুলি। বিক্রয় করিয়া বড় জোর দেড় হাজার টাকা হইতে পারে।

এত দিন ধরিয়া এত সাধে দরিদ্র ব্রাহ্মণ আকাশে যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহা ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

অনুনয়-বিনয় করিয়া, হাতে পায়ে ধরিয়া বলিলে হয় ত কিছু কমিতে পারে। কিন্তু সে আর কত কমিবে? নিজের সাধ্যের মধ্যে আসিবে না। ভূমিকায় ত রায় মহাশয় বলিয়াই দিয়াছেন যে, গহনার তালিকা হইতে বিশেষ কিছু কমান তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত। "কিন্তু মজ্জমান জন, শুনিয়াছি ধরে তৃণে যদি আর কিছু না পায় সম্মুখে"—সুতরাং শ্যামাচরণ মনে করিলেন, কর্ত্তা ইচ্ছা করিলে কি আর অলঙ্কারের তালিকাকে সংক্ষিপ্ত করিতে পারেন না? স্ত্রীলোকের কথাই থাকিয়া যাইবে, এও কখন হয়? নিজের স্ত্রীর কথা স্মরণ করিলেন। তিনি যদি স্ত্রীকে বলেন, ইহা করিতে হইবে, তাহাতে স্ত্রী কি দ্বিরুক্তি করিবেন? কখনই না। তাই শ্যামাচরণ বাবু সহসা হাত দুইটি যোড় করিয়া, রায় মহাশয়ের প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন —"মহাশয়, আমি কন্যাদায় হইতে যাহাতে উদ্ধার হই, তাহা আপনাকে করিয়া দিতে হইবে।"

রায় মহাশয় অমনি—"হাঁ হাঁ, করেন কি?—, আমার সম্মুখে হাত যোড় করিয়া আমাকে অপরা[ধী] করেন কেন? আপনি মহাশয় ব্যক্তি"—ইত্যা[দি] প্রকার উক্তি করিয়া সবলে শ্যামাচরণ বাবুর দুই হা[ত] ছাড়াইয়া দিলেন।

শ্যামাচরণ বাবু বলিলেন—"আমি মহাশয় ব্যক্তি নহি। মহাশয় ব্যক্তি আপনি। আমি অতি ক্ষুদ্র দপি ক্ষুদ্র লোক। আমাকে কৃপা করিয়া এ যাত্রা রক্ষা করিতে হইবে।"

সভার একজন বলিলেন—"অত টাকা ব্যয় করা যদি আপনার সাধ্যাতীত হয়, তবে কত ব্যয় আপনি করিতে পারেন, তাহাই বলুন না।"

শ্যামাচরণ বাবু বলিলেন—"মহাশয়গণ, আমার সমস্ত অবস্থা আমি অকপটে নিবেদন করিতেছি, সমস্ত শুনিয়া আমার প্রতি যাহা বিচার হয় করিবেন। —আমি ষাট্‌টি টাকা মাহিনা পাই। একটি ছেলে, তিনটি মেয়ে, এই কাচ্ছাবাচ্ছাগুলি লইয়া ঘর করি। হাতে কিঞ্চিৎ পিতৃদত্ত অর্থ ছিল, তাহাতেই কষ্টে-স্থষ্টে বড় মেয়েটির বিবাহ দিয়াছি। সে টাকার একটি কাণা কড়িও আর অবশিষ্ট নাই। আছে এখন কেবল ব্রাহ্মণীর গায়ের অলঙ্কার কয়খানি। সেই-গুলি বিক্রয় করিলে হাজার বারোশত টাকা হইতে পারে। ঐ টাকার ভিতর যাহাতে আমার জাতি-রক্ষা হয়, সব দিক রক্ষা হয়, সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে,—তাহাই আপনারা পাঁচজনে করিয়া দিন।"

এ কথা শুনিয়া সভায় সকলে শ্যামাচরণের দুঃখে আন্তরিক দুঃখিত হইলেন। রায় মহাশয়ের মুখে কিন্তু একটু অবিশ্বাসের মৃদু হাসি দেখা দিল। শ্যামাচরণের মত বোম্‌-ভোলানাথ লোক যে পৃথিবীতে আছে, তাহা তাঁহার জ্ঞানের অগোচর ছিল। জমিদারের ঘরে বি-এ, পাস করা ছেলের সন্ধানে আসিয়াছেন, হাতে কিছু নাই, সে কি হইতে পারে? সওদাগরি আফিসে চাকরি করেন, বেতন ষাট টাকাতে কি আসে যায়? অমন কত ষাট টাকা রোজগার করেন, তাহার কি কোনরূপ হিসাব আছে?

তথাপি রায় মহাশয় বলিলেন,—"আচ্ছা, তবে একবার বাড়ীর ভিতর যাই। বলিয়া কহিয়া দেখি গে, মেয়েরা যদি কিছু কমাইতে রাজী হন।" বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"কমাইবার কথা শুনিয়া মেয়েরা অতি রুষ্ট হইয়াছেন। বলিয়াছেন, তোমার যাহা খুসী, তাহাই কর। আমাদের কথা যদি থাকিবেই না, তবে জিজ্ঞাসা করিবার কি প্রয়োজন ছিল?"

ইহার পর খোসামোদ করা চলে না। সকল জিনিষেরই একটা সীমা আছে ত? কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিরও আত্মসম্মান একটা সীমার পর মাথা নোয়াইতে ঘৃণা বোধ করে। শ্যামাচরণ বাবু এইবার একটু "শুষ্ক শ্বেত হাসি" হাসিলেন—তাহা "জমাট অশ্রুর মত তুষারকঠিন"। বলিলেন—"তাহা হইলে ত আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতার সম্মান আমার অদৃষ্টে নাই।"

ইহাতে রায় মহাশয় এমন ভাবটা প্রকাশ করিলেন, যেন তিনিও অত্যন্ত দুঃখিত। তিনি আর শ্যামাচরণ যেন উভয়েই এক অত্যাচারী রাজার শাসনাধীনে পীড়িত—তাই সমবেদনা অনুভব করিতেছেন। অপর সকলে মনে মনে ভাবিল, ছি, এমন স্ত্রীবশ!

যাহা হউক, নিরাশার পাথর বুকে বাঁধিয়া সেই রাত্রেই শ্যামাচরণ গৃহে ফিরিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহ।

বাড়ীতে একটা আশা আনন্দের যে কোলাহল উঠিয়াছিল, শ্যামাচরণ ফিরিবামাত্র তাহা থামিয়া গেল। বাড়ীশুদ্ধ লোকের মুখ শুকাইয়া গেল। গৃহিণীর কান্না পাইতে লাগিল। আর শৈলবালা অত্যন্ত গোপনে বাস্তবিকই ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিল। —শুধু কি মা-বাপের দুঃখ দেখিয়া কঁদিল, না আরও কিছু কারণ ছিল?—আমার ত বিশ্বাস, ছিল। কিন্তু সে পণ করিয়া বসিল না—যাহাকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, সে ছাড়া আর কাহাকেও আত্মদান করিব না;—আমি চিরকুমারী থাকিব। সে অতশত জানিত না। তাহার বুকে যে কিসের বেদনা আসিয়া বাজিল, তাহা সে ভাল বুঝিতেই পারিল না।

গৃহিণী বলিলেন—"এখন উপায়?" শ্যামাচরণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আমি আর কি উপায় করিব। ঈশ্বর কি উপায় করেন দেখি! আমি ত হাল ছাড়িয়া দিয়াছি।"

কিন্তু হাল ছাড়িয়া দিয়া বেশী দিন থাকিতে পারিলেন না। পাত্রের সন্ধানে বাহির হইতে হইল। হাজার বারো শত টাকায় হয়, এমন একটি পাত্র। পাসটাস হোক্ আর নাই হোক,—দুইটা খাইতে পরিতে দিতে পারে। আর নিতান্ত মূর্খ, গোঁয়ার, মাতাল, দুশ্চরিত্র না হয়। অনেক সন্ধান করিতে হইল। অধিক আর কি বর্ণনা করিব,—এ ভোগ কাহাকে না ভুগিতে হইয়াছে? কয়েকটা স্থানে ত এই হইল—এই হইল—সব ঠিক্‌ঠাক্—আর হইল না। সেই বৈশাখ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া পূজা পর্য্যন্ত এই ভাবে কাটিল। পূজার সময় এক স্থানে স্থির হইল। হাজার টাকা দিতে হইবে। পাত্রটি উকিল, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের। তাই বলিয়া বয়স অধিক না,—এই ত্রিশের মধ্যে। মেয়েটি বয়স্থা ও সুন্দরী, "বি-এ, বি-এল্"এর পিতা তাই হাজার টাকাতেই স্বীকৃত হইয়াছেন। স্বীকৃত হইবার আরও একটু বিশেষ গোপনীয় কারণ ছিল। পাঁচ বৎসর ছেলের স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে, এই পাঁচ বৎসর বিস্তর সাধ্য-সাধনাতেও ছেলেকে বিবাহে সম্মত করিতে পারেন নাই। এবার কোন্ শুভগ্রহবশে ছেলে রাজি হইয়াছে। সুতরাং টাকা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কার্য্যটা শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া ফেলা অত্যাবশ্যক হইয়াছিল। কারণ, কি জানি, যদি বিলম্বে মতি ফিরিয়া যায়।

১৭ই অগ্রহায়ণ বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। শ্যামাচরণ গহনাগুলি একে একে বিক্রয় করিয়া সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বিবাহের মাসখানেক পূর্ব্বে একটি ভারি দুর্ঘটনা ঘটিল। রান্নাঘরের সম্মুখের বারান্দায় শৈল বসিয়া ছিল। একটি জল খাবার ছোট ঘটীর ভিতর বামহস্তের মাঝের আঙ্গুলটি দিয়া ঘটীটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে, রান্নাঘরের ভিতর সুলোচনার সঙ্গে গল্প করিতেছিল। এমন সময় উপর হইতে চুণ-সুরকীর একটা চাঙড় খসিয়া সেই হাতের উপর পড়িল। ঘটীর কানাটা ভাঙ্গিয়া গেল, আঙ্গুলও আধখানা সেই সঙ্গে কাটিয়া গেল।

সন্ধ্যা হইতে না হইতেই খুব জ্বর। পূর্ব্বেই ডাক্তার আসিয়া আঙ্গুলটি দ্বিতীয়বার শাণিত অস্ত্রে কাটিয়া, ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া গিয়াছিল। চারি পাঁচ দিনে জ্বর ছাড়িল; কিন্তু আঙ্গুল ভাল হইতে পনেরো কুড়ি দিন লাগিয়া গেল।

একে মেয়ের বিবাহ হয় না, তাহার উপর আবার আঙ্গুল কাটিয়া গেল! খুব সাবধান, যেন প্রকাশ হইয়া সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া না যায়।

দেখিতে দেখিতে বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল। বরপক্ষীয়েরা পল্লীগ্রাম হইতে প্রভাতেই আসিয়া পৌছিলেন। তাঁহাদের জন্য কাছেই একটা বড় বাড়ী ভাড়া লওয়া ছিল, তাঁহারা সেইখানে উঠিলেন।

বাড়ীতে সকলেই আনন্দ করিয়া বেড়াইতেছে, কেবল শৈলবালার মুখখানি মলিন। মাঝে মাঝে তাহার চক্ষু দুইটি জলে পুরিয়া উঠিতেছে। তাহার আর সে পূর্ব্বেকার আকার নাই। যেন সে সম্প্রতি ছয় মাসের রোগশয্যা হইতে উঠিয়াছে।

বেলা দশটার সময় গায়ে হলুদ হইল। বর-পক্ষীয়দের একটা দাসী গায়ে হলুদের সময় বাড়ীতে আসিয়া পড়িয়াছিল। এত সাবধানতা সত্ত্বেও সে দেখিয়া গেল যে, মেয়ের একটি আঙ্গুল কাটা। যথা-সময়ে সে বরের পিতার নিকট গোপনে এ সংবাদ দিতে ভুলিল না। বরকর্ত্তা ত শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তিনি নিজে পূজার সময় মেয়েকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হয় ত বাম হাতটা কাপড়ের ভিতর লুকান ছিল, তাই কি অত লক্ষ্য করেন নাই? যাহা হউক, প্রিয় বন্ধু ক্ষুদিরাম খুড়ার সহিত অত্যন্ত গোপনে পরামর্শ আঁটিলেন, বিবাহের পূর্ব্বে কৌশলে এইটা জানাজানি করিয়া দিয়া, আরও দুই এক শত আদায় করিয়া লইতে হইবে।

সন্ধ্যা হইল, বিবাহের বাজনা বাজিয়া উঠিল, বর আসিয়া সভাস্থ হইল। ইয়া গোঁফ—ইয়া চেহারা—পাড়ার ছেলেরা বরকে যে সকল ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিবে ভাবিয়া আসিয়াছিল, বরের গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া সে সব কিছুই করিতে সাহস করিল না।

কিছুক্ষণ পরে কন্যাকর্ত্তা যথারীতি গলবস্ত্র হইয়া সভায় নিবেদন করিলেন—"লগ্ন উপস্থিত, গাত্রোত্থান করিতে অনুমতি হউক।"

বর গিয়া বিবাহ-মণ্ডপে উপবেশন করিল। শ্যামা-চরণ জামাতাকে বরণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় বরকর্ত্তা বলিলেন—"আমাদের একটা চিরকালের কৌলিক প্রথা আছে, তাহা পালন করিতে হইবে। কনেকে সভায় আনা হউক। বর কনের হাতে কিছু মিষ্টান্ন দিবে। তাহার পর বরণ হইবে।"

ইহা শুনিয়া কন্যাপক্ষীয়েরা নিজেদের পুরো-হিতের মুখপানে চাহিলেন। পুরোহিত বলিলেন—"তাহাতে ক্ষতি নাই! যাহা উঁহাদের করিবার প্রথা আছে, তাহা স্বচ্ছন্দে করিতে পারেন। আমা-দের তাহাতে আপত্তি কি?"

কনেকে আনা হইল। বরকর্ত্তা বরের হাতে একটি সন্দেশ দিয়া বলিলেন—"এইটি কনের হাতে দাও।" কনেকে বলিলেন—"মা লক্ষ্মি, হাত পাত।" শৈল বস্ত্রাঞ্চলের মধ্য হইতে কম্পিত দক্ষিণ হস্তখানি বাহির করিয়া দিল। বরকর্ত্তা বলিলেন—"না না, একহাতে কি নিতে আছে মা? দুইটি হাতই পাতিতে হয়।" শৈল ত কিছুতেই বাম হস্ত বাহির করে না। শ্যামাচরণ দাঁড়াইয়া পলকে প্রলয় জ্ঞান করিতেছেন। অনেক পীড়াপীড়ির পর শৈল বাম হস্তখানি বাহির করিল। সকলে দেখিল, মাঝের আঙ্গুলটির আধখানা নাই।

বরকর্ত্তা বলিয়া উঠিলেন—"এ কি! অঙ্গহীন!" পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন—"শ্রীগুরু! অঙ্গহীন কন্যা গ্রহণ করিতে শাস্ত্রে যে নিষেধ আছে! মুখুয্যে মহাশয়, বিবাহ স্থগিত করুন।"

বিবাহ স্থগিত করুন! কন্যাপক্ষীয়েরা অতিশয় উষ্ণ হইয়া উঠিল। এক জন বলিল—"কোথাকার অশাস্ত্রজ্ঞ ভট্টাচার্য্য! একটা আঙ্গুল কাটিয়া গেলে অঙ্গহীন হয়, এ কথা কোন্ শাস্ত্রে পড়িয়াছেন?"

ভট্টাচার্য্য অশাস্ত্রজ্ঞ! ভট্টাচার্য্য কোন্ শাস্ত্রে পড়িয়াছেন! তিনি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন—"কে হে বেল্লিক অকাল-কুষ্মাণ্ড, আমার চেয়ে তোমার শাস্ত্রজ্ঞান অধিক নাকি?"

শ্যামাচরণ প্রমাদ গণিয়া বলিলেন—"আপনারা যদি এখন বিবাহ স্থগিত করেন, তাহা হইলে আমার জাতি থাকে কেমন করিয়া?"

এইবার ক্ষুদিরাম খুড়া সর্ব্বসমক্ষে বরকর্ত্তাকে বলিল—"কন্যাকর্ত্তা পণস্বরূপ আর দুই শত টাকা ধরিয়া দিউন, মিটমাট করিয়া ফেলা যাইতেছে। কি বল হে ভট্টাচার্য্য?"—সেই মাত্র এক জন ভট্টাচার্য্যকে অশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া উপহাস করিয়াছে। ভট্টাচার্য্য প্রমাণ করিবেন, শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহার পূর্ণমাত্রায় আছে। বলিলেন—"টাকা ধরিয়া দিলে শাস্ত্রের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় নাকি?"

সেই স্থানে কন্যাযাত্রী কলেজের এক জন জ্যাঠা ছোকরা চশমা আঁটিয়া দাঁড়াইয়া ছিল! সে বলিল—"ঢের দেখেছি, আর ভট্টাচার্য্যগিরি ফলাতে হবে না! নর শব্দ রূপ কর দেখি?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে আসন ছাড়িয়া এক লম্ফে উঠানে নামিয়া পড়িলেন। দুই হাত অতি বেগে ঝাড়িয়া বলিলেন—"এ বিবাহে যদি আমি মন্ত্র বলাই, তবে আমার চতুর্দ্দশ পুরুষ নরকস্থ হইবে।"

বরপক্ষীয় পাঁচজন হাঁ হাঁ করিয়া পড়িল—"ভট্টা-চার্য্য মহাশয়, করেন কি! করেন কি!" ভট্টাচার্য্য বরকর্ত্তাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"যদি ব্রহ্মশাপের ভয় থাকে, তবে উঠাও বর।"

বর বলিল—"আমি ও আঙ্গুলকাটা মেয়েকে

বিবাহ করিব না"—বলিয়া সে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

পাড়ার যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারা বরের এবংবিধ আচরণ দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"কি! বিবাহ করিবে না? লাঠির চোটে মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া দিব না!"

শৈলবালার মূর্চ্ছা হইয়াছিল। এতক্ষণ কেহ তাহার খবর রাখে নাই। একটা দাসী শ্যামাচরণকে ঠেলিয়া বলিল—"ওগো বাবু, মেয়ে যে এলিয়ে পড়ল।" তৎক্ষণাৎ শৈলকে ধরাধরি করিয়া অন্যত্র পাঠান হইল।

এই গোলমালটা থামিলে বরকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বলিয়াছি, প্রথমাবধিই সে বিবাহ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিল। পিতামাতার একান্ত উৎপীড়নে বিবাহ করিতে আসিয়াছিল। সে এই সুযোগে চম্পট দিল।

মুখে চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা দিয়া বাতাস করিয়া, অনেক কষ্টে শৈলবালার চেতনা সম্পাদিত হইল। শৈলর মা কাঁদিয়া বলিলেন—"উহাকে আর বাঁচাইয়া কি হবে গো! উহার যে কপাল পুড়িল।"

আমরা এতক্ষণ মোহিনীর কোনও উল্লেখ করি নাই। সে কলিকাতাতেই ছিল। আশু বলিল—"বাবা, আমি মোহিনীকে আনিয়া বিবাহ দিব।" এই বলিয়া সে মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজের ডেস্ক হইতে একখানা বৃহৎ ছুরী বাহির করিয়া লইয়া পাগলের মত মোহিনীর বাসার উদ্দেশে ছুটিল। বাসার দরজা তখনও বন্ধ হয় নাই। দুইটা তিনটা করিয়া সিঁড়ি ডিঙ্গাইয়া দোতলার ছাদে গিয়া পৌছিল। দোতলার ছাদে একটিমাত্র কক্ষ, তাহাতে মোহিনী একাকী থাকিত। দুয়ার বন্ধ, ঘরে আলো জ্বলিতেছে। কম্পিত স্বরে আশু ডাকিল—"মোহিনী, মোহিনী!" মোহিনী উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। সংক্ষেপে আশু মোহিনীকে সমস্ত ঘটনা বলিয়া বলিল,—"ভাই, তুমি এ রাত্রিতে আমার ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া আমাদের জাতি-কুল-মান রক্ষা কর। নহে ত বল, এই ছুরী আনিয়াছি, তোমার সম্মুখে আত্মহত্যা করিব।"

মোহিনীর আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল, সে আশুর হাত হইতে ছুরী কাড়িয়া লইল। বলিল,—"ভাই, চল, আমি তোমার ভগ্নীকে বিবাহ করিব। আত্মহত্যা করিতে হইবে না।"

মোহিনীর চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু বহিল। এই রাত্রে যে শৈলবালার বিবাহ, তাহা সে পূর্ব্বাবধিই অবগত ছিল। টেবিলের উপর একখানি কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে সে দুই মিনিট পূর্ব্বে "বিসর্জ্জন" নাম দিয়া একটি কবিতা আরম্ভ করিয়াছে;—তাহার শেষ পংক্তিটির কালি এখনও শুকায় নাই।

চটীজুতা পায়ে, আলুথালু বেশে, মোহিনী আশুর সঙ্গে চলিল। তখন রাত্রি দশটা হইবে। একটার মধ্যে শৈলবালার সঙ্গে মোহিনীর শুভবিবাহ যথাশাস্ত্র সম্পন্ন হইয়া গেল।

পাঠক, রাগ করিবেন না। ঘটনাটা কিছু নভেলিয়ানা রকমের হইল বটে; —কিন্তু এ জগতে বাস্তব জীবনেও যে প্রতিদিন শত শত নভেলের ঘটনা ঘটিতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দ্বিরাগমন।

মোহিনী পিতার বিনা অনুমতিতে তাঁহার অজ্ঞাতসারে বিবাহ করিয়া ফেলিল। কিন্তু পিতা ইহা শুনিয়া কি বলিবেন? তিনি যদি এই অপরাধ ক্ষমা না করেন?—বিবাহের পর এই ভাবনা মোহিনীর ও তাহার শ্বশুরের প্রধান ভাবনা হইল।

শ্যামাচরণ বাবু কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইয়াছেন; মোহিনীকে জামাতা পাইয়া তাঁহার বহুদিনের সযত্নপালিত আকাঙ্ক্ষাটি পূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু এই একটা সমস্যার জন্য আনন্দটুকু প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে পারিতেছেন না। গৃহিণী বলেন,—"কে জানে বাবু, কপালে কি আছে! ছেলের মা বাপ বউকে নিলে হয়।"

শ্বশুরবাড়ীতে প্রায়ই মোহিনীর নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। শনিবার ত ফাঁক যায় না। মোহিনী এক দিন শৈলকে বলিল—"দেখ শৈল, আমি মনে মনে ভাবি যে, ভাগ্যে তোমার আঙ্গুলটি কাটিয়াছিল—তাই ত—নহিলে এত দিন তুমি—"—আর বলিতে পারিল না। সে অবস্থা কি কল্পনাতেও আনিতে পারা যায়? শৈল স্বামীর এই অসমাপ্ত কথাটুকু বুঝিল। পাঠ্য পুস্তকের অনেক কথা তখনও সে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয় নাই! মনে মনে বলিল—ঈশ্বর যাহা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন।

মোহিনী যখনই আসিত, তখনই শৈলের জন্য কিছু না কিছু সখের জিনিষ লইয়া আসিত, কিন্তু শৈল মহা আপত্তি করিত—কিছুতেই লইবে না

বলিত,—"কোথায় রাখব? সবাই যে দেখে ফেল্‌বে।" মোহিনীও ছাড়িত না; বলিত,—"দেখে দেখবে, তুমি ত আর চুরি করছ না।" শেষকালে শৈলকে লইতে হইত, নহিলে স্বামী রাগ করেন। বিশেষ চেষ্টা করিত, যাহাতে কেহ জানিতে না পারে, কিন্তু প্রত্যেক বারেই তাহার সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইত। ধরা পড়িয়া প্রথম প্রথম লজ্জায় যেন সে মরিয়া যাইত; কিন্তু বারকতক এইরূপ হইতে হইতেই লজ্জা অনেক হ্রাস হইয়া আসিল।

মোহিনী শৈলকে একবার বলিল,—"আমাকে পত্র লিখো, নইলে এ শনিবার আমি আসব না।"

শৈল অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলিল,—"কি লিখতে হয়, আমি কি তা জানি?"

"তোমার দিদি তাঁর স্বামীকে যে সব চিঠি লিখেন, তা কি তুমি দেখ নি?"

"হাঁ, কতবার দিদি আমাকে দেখিয়েছে।"

"সেই রকম তুমিও লিখবে।"

শৈল মাথা নাড়িয়া বলিল,—"সে আমার ভারি লজ্জা কর্‌বে;—সে আমি পার্‌ব না।"

"দিদির কেন লজ্জা করে না?"

"আগে দিদির মত বড় হই" এ কথা বলিয়াই শৈল হাসিয়া ফেলিল। সে বেশ বুঝিল, এ ওজরটি নিতান্তই "পঙ্গু" হইতেছে। তাহার সমবয়স্কাদের সকলেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। স্বামীকে সকলেই চিঠি লেখে। চিঠি লিখিতে ইচ্ছা তাহারও হইত, কিন্তু সে কথা কি স্বামীর কাছে স্বীকার করিতে আছে? ছি! বেহায়া মনে করিবেন যে!

চিঠি লিখিবার জন্য শৈলকে বেশী বড় হইতে হইল না; দুই তিন সপ্তাহ বয়স বাড়িতে না বাড়িতেই সে স্বামীকে চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল। প্রথম প্রথম চিঠিগুলি নিতান্তই ক্ষুদ্রাকৃতি হইত। ক্রমে বাড়িয়া বাড়িয়া দুই তিন পৃষ্ঠা করিয়া হইতে লাগিল। কোন বিশেষ কথা থাকিলে চারি পৃষ্ঠাও পুরিয়া যাইত।

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা দারুণ দুর্ভাবনা বহন করিয়াও এই নবদম্পতীর জীবন বেশ সুখে কাটিতে লাগিল। ক্রমে গ্রীষ্মাবকাশ নিকটে আসিল। মোহিনীকে বাড়ী যাইতে হইবে। দুই তিন মাস দেখা-শুনা হইবে না, এই আশঙ্কায় দুই জনে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। শৈল বলিল,—"কোনও উপলক্ষ্য করিয়া মাঝখানে একবার কলিকাতায় আসিতে পারিবে না?"

মোহিনী বাড়ী গেলে বাড়ীর লোক তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। মুখ-চক্ষুর ভাব যে সমস্তই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মোহি[illegible] কি ভাবে ভাবিতে ভাবিতে একদিক পানে [illegible]তে চাহিয় থাকে। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া [illegible] কিছু উত্ত পায় না।

এক দিন পাড়ার এক জন প্রবী[illegible]মা, মোহি নীর সাক্ষাতে তাহার মাকে বলিলেন,—"[illegible] ছেলে মেয়ে কোলে বড় হয়েছে—বিয়ে দাওনি—তাই মন শুমি থাকে।" ইহা শুনিয়া মোহিনী ফিক্‌ করিয়া হাসি ফেলিল। পরক্ষণেই তাহার মুখ শুকাইয়া বিবর্ণ হই গেল।

মোহিনীর মা ইহা লক্ষ্য করিলেন। সে অন্য চলিয়া গেলে দিদিকে বলিলেন,—"ঠিক বলেছ বাছা আমি কর্ত্তাকে ব'লে শীঘ্রই ওর বিবাহ দিতেছি।"

গ্রামের পোষ্টমাষ্টার মোহিনীর এক জন প্রি বন্ধু। তাহাকে বলা ছিল, মোহিনীর পত্রা বাড়ীতে না পাঠাইয়া যেন ডাকঘরেই রাখা হ মোহিনী স্বয়ং গিয়া লইবে। এক দিন পোষ্টমাষ্টা কার্য্য উপলক্ষে গ্রামান্তরে গিয়াছিল। যথাসম ডাক আসিল। অধীনস্থ পিয়ন নিজেই ব্যাগ খুলি পত্রগুলি বিলি করিল। পল্লীগ্রামের ডাকঘরে এরূ মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। দৈবক্রমে সেই সঙ্গে শৈ বালার লিখিত, মোহিনীর একখানি পত্র ছিল; ত মোহিনীদের বাড়ীতে আসিয়া পড়িল। এত লো থাকিতে, পত্রখানি কি ছাই মোহিনীর ছোট বো মালতীর হাতেই পড়িতে হয়? মোহিনী [illegible] বাে নাই। পত্রখানির আবরণ রঙ্গীন, [illegible]তুষ্কো এসেন্সের গন্ধে ভুরভুর করিতেছে। মালতীর কেম সন্দেহ হইল। তৎক্ষণাৎ সে জল দিয়া পত্রখা খুলিয়া ফেলিল।

পত্র পড়িয়া মালতী অবাক্‌। ছুটিয়া মা'র কা গিয়া বলিল,—"মা, সর্ব্বনাশ হয়েছে। দাদা স্বভাবচরিত্র বিগড়ে গেছে।"

মা পত্রখানি পড়িয়া দেখিলেন। মেয়ের কথা তাঁহার কোনও সংশয় রহিল না।

ও বাড়ীর বড়বউ এই সময় আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি পত্র পড়িয়া বলিলেন,—"আমি জানি, আমার খুড়তুতো ভাই কল্‌কাতায় পড়ত। তারও ঐ রকম হয়। সে-ও চিঠি ধরা পড়াতে জানাজানি হয়েছিল। তার পর আমরা ধ'রে বেঁধে তার বিয়ে দিলাম। এখন রোগ শুধরেছে। একেবারে বউয়ের কেনা গোলাম হয়ে রয়েছে। তা তোমরাও মোহিনীর বিয়ে দিয়ে ফেল।"

গৃহিণী বলিলেন,—"আমরা যে জান্‌তে পেরেছি, তা যেন মোহিনী না শোনে। হয় ত বাছা লজ্জায় আত্মহত্যা ক'রে ফেলবে ; নয় ত বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যাবে। চিঠি জুড়ে ঠিকঠাক ক'রে তোমরা রেখে দাও গে।"

তাহাই হইল। মোহিনী যথাসময়ে আসিয়া পত্র পাইল। খুলিতে গিয়া দেখে, পরিষ্কার একটি জলের দাগ। একবার বন্ধ করিয়া যে আবার খোলা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ রহিল না। ভাবিল, বাড়ীতে কেহ নিশ্চয়ই ইহা খুলিয়াছে। কিন্তু পত্রের ভিতর একটা পুনশ্চ ছিল। হয় ত শৈলবালাই পত্র বন্ধ করিয়া ঐ পুনশ্চটির জন্য আবার খুলিয়া থাকিবে। যাহা হউক, বিস্ময়ে সন্দেহে মোহিনী পত্রখানি ডেক্সে বন্ধ করিয়া রাখিল।

গৃহিণী যথাসময়ে এ কথা কর্ত্তার কানে তুলিলেন। কর্ত্তা বলিলেন—"ক্ষেপেছ, তাও কি সম্ভব? ও হয় ত কোন বন্ধু এয়ার্কি ক'রে ওরকম লিখেছে। ছেলের ছেলেয় অমন করে।" গৃহিণী মনে মনে বলিলেন, "হে মা কালীঘাটের কালি! তাই যেন হয়। আমার বাছার এ দুর্নাম যেন বেঁচে থাকতে আমায় শুনতে না হয়।"

পরদিন এ কথা শুনিয়া ও-বাড়ীর বড়বউ বলিলেন, "আচ্ছা, এ বিষয়ের তদন্ত আমরা কর্‌ছি।"

মোহিনীর অনুপস্থিতিতে, বড়বউ মালতীকে লইয়া ভিন্ন চাবি দিয়া মোহিনীর কলিকাতার তোরঙ্গ খুলিয়া ফেলিলেন। বিস্তর খুঁজিতে হইল না। একখানি লাল রেশমী রুমালে বাঁধা এক তাড়া চিঠি। সবই এক হস্তাক্ষরে লিখিত। সবগুলিই প্রণয়ের চিঠি। প্রিয়তম, প্রাণসখা, অভিন্নহৃদয় ইত্যাদি বলিয়া আরম্ভ। তোমার শৈলবালা, তোমার আমি, তোমার শৈ, তোমার সাধের সই—ইত্যাদি বলিয়া শেষ। অনেকগুলোতেই লেখা, তুমি নিশ্চয় শনিবারে আসিবে। আশা দিয়া নিরাশ করিও না। অধীনী আশাপথ চাহিয়া রহিল।

বেশী পড়িবার সময় নাই, কি জানি যদি হঠাৎ মোহিনী আসিয়া পড়ে। সমস্ত চিঠি পড়িলে কিন্তু প্রকৃত কথা প্রকাশ পাইতে পরিত। কারণ, আমরা জানি, একখানিতে লেখা ছিল—"আমাকে গোপনে বিবাহ করিলে, মা বাপ জানিলেন না, কি উপায় হইবে,"—ইত্যাদি।

বড়বউ ও মালতী আসিয়া মাকে বলিল—"আর কোন সন্দেহ নেই। গাদা গাদা চিঠি।" এই বলিয়া সংক্ষেপে দুই চারিখানির মর্ম্মও শুনাইয়া দিল। মা শুনিয়া বাষ্পাকুললোচনে ঠাকুরদেবতার কাছে মানত করিলেন—"বাছাকে আমার ডাকিনীর হাত থেকে উদ্ধার কর, —আমি পূজা দিব।"

সমস্ত কথা শুনিয়া কর্ত্তা আর কিছু বলিতে পারিলেন না। গৃহিণী বলিলেন,—"আর ওকে কলকাতায় পাঠিয়ে কাজ নেই। একটি সুন্দরী ডাগর মেয়ে দেখে বিয়ে দাও, আমি একটি পয়সাও চাই নে।"

কর্ত্তা বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"এত দিন ত কোন্ কালে বিবাহ হয়ে যেত। তুমি যে এক বারো হাত লম্বা ফর্দ্দ বের ক'রে বসলে। ব্রাহ্মণ মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে অভিশাপ দিতে দিতে চ'লে গেল। তার শাপেই ত এ সব হ'ল।"

গৃহিণী বলিলেন—"তার মেয়েকে যদি মোহিনীর পছন্দ হয়ে থাকে, তবে তারই সঙ্গে বিয়ে দাও। তারা যা পারে, তাই দেবে।"

কিন্তু কর্ত্তা এ প্রস্তাবে রাজি হইলেন না। বলিলেন,—"তাও কি হয়? একবার ফিরিয়ে দিয়েছি, আবার কোন্ মুখে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাব? দেশে কি আর সুন্দরী বড় মেয়ে নেই?"

গৃহিণী বলিলেন—"তা যেখানে হয় দাও। আর কিন্তু দেরী করলে চলবে না।"

সেই গ্রামেই অবিলম্বে এক বিবাহযোগ্যা কন্যা বাহির হইল। যখন টাকাকড়ি সম্বন্ধে আর হাঙ্গামা নাই, তখন মনোমত পাত্রীর অভাব কি?

এক সপ্তাহের পর বিবাহের দিন স্থির হইল। মোহিনী বলিল, "আমি বিবাহ করিব না।" অনেক পীড়াপীড়ি কান্নাকাটি চলিল। শেষে মোহিনী মাকে বলিল—"আমার একটা প্রস্তাব আছে, তাতে যদি আপত্তি না কর, তবেই আমি এ বিবাহে সম্মতি দিতে পারি।"

"কি প্রস্তাব?"

"শ্যামাচরণ বাবুদের সপরিবারে এ বিবাহে নিমন্ত্রণ ক'রে আন্‌তে হবে।"

"সে আর বিচিত্র কি? তবে কেমন কেমন দেখায় না? যে মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা হয়েছিল, তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে?"

"হাঁ, সে ত গত অগ্রহায়ণ মাসেই হয়ে গিয়াছে!"

মা বলিলেন—"আচ্ছা, কর্ত্তাকে ব'লে দেখব।"

বহু কষ্টে কর্ত্তা রাজি হইলেন। মোহিনী স্বয়ং কলিকাতায় গিয়া ইহাদিগকে আনিতে চাহিল। কিন্তু তাহাতে কেহই সম্মত হইলেন না। সকলেই

সন্দেহ করিলেন, এ কেবল পলাইয়া বিবাহ বন্ধ করিবার একটা ছল মাত্র।

অগত্যা মোহিনী এক দীর্ঘ পত্রে সমস্ত কথা শ্বশুরকে জানাইল। যাহা যাহা ঘটিয়াছে, অকপটে তৎসমুদয়ই বর্ণনা করিল। বলিল, ঘটনা আর গোপন রাখা চলে না। আমি যেমন আপনার বিপদে সহায়তা করিয়াছি, আপনি সেইরূপ আমাকে এ বিপদ হইতে মুক্ত করুন। আমি পারিব না, আপনি আসিয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বাবাকে বলুন। আর সে ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিবেন বলিয়া বাবা প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত আশুর বিবাহ দিন। তাহা হইলেই সকল দিক রক্ষা হয়।

শ্যামাচরণ পত্র পাইয়া অনেক কষ্টে আফিসে ছুটী লইলেন। যে দিন বিবাহ, সেই দিন বেলা দশটার সময় সপরিবারে মোহিনীদের বাড়ীতে পৌছিলেন।

সেই বৈঠকখানা আবার আজ লোকপূর্ণ। স্বর্ণকার বিবাহের অলঙ্কার লইয়া উপস্থিত। রায় মহাশয় মধ্যস্থলে বসিয়া সভা উজ্জল করিতেছেন। শ্যামাচরণ বাবুও সেইখানে বসিলেন। রায় মহাশয় ভারি অপ্রতিভ ;—আদর অভ্যর্থনাটা যেন একটু অতিরিক্ত মাত্রায় করিলেন। বেলা হইয়াছে, স্নানাহারের জন্য অনুরোধ করিলেন। শ্যামাচরণ বাবু বলিলেন—"আমাকে যদি একটি ভিক্ষা দেন, তবেই আমি আহার করিব।" অত্যন্ত উৎসুক হইয়া কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন —"ব্যাপারখানা কি, বলুন দেখি।"

তখন সেই গৃহপূর্ণ লোকের সম্মুখে শ্যামাচরণ বাবু কন্যার বিবাহের ইতিহাস আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন। তাহার পর মোহিনীর পত্রখানি বাহির করিয়া পাঠ করিলেন। শেষে সহসা রায় মহাশয়ের পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"আপনার বিনা অনুমতিতে যে এ কার্য্য হইয়া গিয়াছে, আর এত দিন যে আপনার নিকট ইহা গোপন করা হইয়াছে, তাহার জন্য আমাকে আর আপনার পুত্রকে ক্ষমা করিতে হইবে।"

সকলেই বলিল,—যাহা হইয়াছে, তাহা ভালই হইয়াছে। এমন বিপদে মোহিনী যে ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা করিয়াছে, সে কুলোচিত কার্য্যই করিয়াছে। রায় মহাশয়েরা গ্রামের জমিদার; বংশাবলীক্রমে চিরদিনই বিপন্নের বন্ধু।

হরেকৃষ্ণ বাবু বৈবাহিককে সাদরে উঠাইয়া বলিলেন,—"ভাই, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ-বন্ধন হয়, ইহা পূর্ব্বে হইতেই আমার ইচ্ছা ছিল। নারায়ণ সে ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। এখন তোমরা ব'স, আমি বধূমাতার মুখ দেখিয়া আসি।"

স্বর্ণকারের নিকট হইতে কয়েকখানা অলঙ্কার লইয়া রায় মহাশয় বধূ দেখিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বাড়ীর লোকে শুনিয়া অবাক্। বিস্ময়ের ঢেউ কতকটা প্রশমিত হইলে বধূকে বরণ করিবার ধূম পড়িয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলায় শ্রীমান্ আশুতোষের সহিত সেই কন্যার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল। মেয়েরা ছাড়ে নাই; মোহিনীকেও বাসরে গিয়া গান গাহিতে হইয়াছিল।

হিমানী

প্রথম পরিচ্ছেদ

মণিভূষণ আজ হিমানীর নিকট চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতে আসিয়াছে।

হিমানীর পিতা বাবু কালিদাস মিত্র খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী,—কলিকাতার একটি প্রসিদ্ধ মিশনরি কলেজের অধ্যাপক। মণিভূষণ আজ পাঁচ বৎসর যাবৎ এই কলেজের ছাত্র। কলেজে মণিভূষণের তত প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্র দুইটি ছিল না! যেমন তাহার মেধা, তেমনি বুদ্ধি—তাহার উপর আবার ঈশ্বর তাহাকে প্রচুর দেহসৌন্দর্য্যের অধিকারী করিয়া মণিকাঞ্চনযোগ-সাধন করিয়াছিলেন। অধ্যাপক মিত্র মণিভূষণকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। মণিভূষণ তাঁহার বাটীতে সর্ব্বদাই যাতায়াত করিত। অনেকবার চা পান করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া, রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সে গুরুগৃহে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছে। অধ্যাপকের পরিবারস্থ সকল স্ত্রী-পুরুষের সহিত সে অবাধে মিশিতে পাইত। মণিভূষণ সুকণ্ঠ গায়ক, চিত্রবিদ্যা-নিপুণ, চমৎকার করিয়া ইংরাজী ও বাঙ্গালা কবিতা আবৃত্তি করিতে পারে,—এই সমস্ত গুণের জন্য সে সকলেরই স্নেহভাজন হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে যে সর্ব্বনাশ করিয়া বসিয়াছে। আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিয়াছে—এবং অন্যের পায়েও মারিয়াছে। দিনে দিনে অল্পে অল্পে সে অধ্যাপকের কুমারী কন্যা হিমানীর হৃদয় অধিকার করিয়াছে এবং নিজেও হিমানীকে ভালবাসিয়া মরিয়াছে! মণিভূষণ হিন্দু ;—তাহার পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, সকলেই গোঁড়া হিন্দু। তাহাতে আবার সে বিবাহিত! খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া যে হিমানীর পাণিগ্রহণ করিবে, সে পথও বন্ধ! সে যে বিবাহিত, তাহা এ পরিবারে কাহারও অবিদিত ছিল না,—হিমানীও তাহা প্রথমাবধিই জানিত। তাহাদের পরিণয় অসম্ভব জানিয়াও কেন তাহারা যে পরস্পরকে প্রথমে ভালবাসিতে আরম্ভ করিল, কেন যে সেই ভালবাসা অঙ্কুরে বিনাশ না করিয়া মনোমধ্যে স্নেহবারিসিঞ্চনে পরিপুষ্ট, পল্লবিত, মুঞ্জরিত করিয়া তুলিল, আমি তাহার কি সদুত্তর দিব?

উভয়ের মনোভাব যখন ক্রমে বিপজ্জনক অবস্থায় পরিণত হইল, যখন জানাজানি হইল, তখন সেই প্রবীণ অধ্যাপক ও তাঁহার পত্নী কি উপায় হইবে, এই পরামর্শ স্থির করিতে বসিলেন। ইহাদিগকে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া ছাড়া আর অন্য উপায় দেখা গেল না। অধ্যাপক মিত্রের অন্তঃকরণটি বড়ই কোমল ছিল ;—তিনি সাশ্রুনয়নে মণিভূষণকে পরামর্শের কথা জানাইলেন। মণিভূষণ বুদ্ধিমান্,—বলিবামাত্র সম্মত হইল। কিন্তু বলিল—"যাহা হইবার, তাহা ত হইয়াই গিয়াছে, একবার হিমানীর নিকট জীবনের শেষ বিদায় গ্রহণ করিবার অনুমতি দিন।" তাহার ভিক্ষামিনতিপূর্ণ সকাতর চক্ষু দুইটি দেখিয়া অধ্যাপক প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না,—সম্মত হইতে হইল।

তাই আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে মণিভূষণ আসিয়া, সযত্নরক্ষিত হিমানীর ফোটোগ্রাফখানি, তাহার হাতের খান চারি পাঁচ পত্র—এই সাধারণ নিমন্ত্রণ-পত্র—হিমানীর উপহার একটি অতি শুষ্ক পুষ্পগুচ্ছ এবং একখানি কবিতাপুস্তক, এই সমস্ত প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর দ্রব্যগুলি হিমানীর পিতার হস্তে সমর্পণ করিয়া হিমানীর সঙ্গে শেষ দেখা করিতে চলিল।

আজ সমস্ত দিন হিমানী একাকিনী নিজকক্ষে অবস্থান করিয়াছে। কিয়দ্দূরে টেবিলে তাহার ভোজনসামগ্রী অভুক্ত পড়িয়া। শরীর অতিশয় উষ্ণ। চক্ষু দুইটি রক্তকমলের মত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। গণ্ডস্থলে অশ্রুধারা একটিবার শুকাইবার অবসর পায় নাই। মণিভূষণ অতি সঙ্কুচিত পদক্ষেপে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল। জানালার কাছে টেবিলের নিকট একখানি সোফায় হিমানী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ছিল, মণিভূষণ গিয়া সেই সোফায় উপবেশন করিল। ইতিপূর্ব্বে আর সে কখনও হিমানীর সহিত একাসনে বসিবার সুখ উপভোগ করে নাই। হিমানীর একখানি সুকোমল তপ্ত হস্ত লইয়া মণিভূষণ নিজ হস্তযুগলের মধ্যে রক্ষা করিল। কথা যাহা যাহা বলিবে মনে করিয়া আসিয়াছিল, তাহার একটিও বলিতে পারিল না। সন্ধ্যা দশটার মেলে মণিভূষণ দেশে যাইবে। ক্রমে তাহার বিদায়গ্রহণের নিষ্ঠুর মুহূর্ত্ত নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। অনেক

কণ্ঠে অশ্রুরোধ করিয়া গদ্গদস্বরে দুই চারি কথা বলিতে পারিল মাত্র। হিমানী তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে; ইহ-জগৎকে কেন জানি না, মণিভূষণের পরজগৎ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। হিমানীর অশ্রুধৌত ক্ষুদ্র সুন্দর মুখখানি হাতে করিয়া তুলিয়া সেই অল্পালোকে নিরীক্ষণ করিল। আত্মবিস্মৃতির মোহে সে সমাজ ভুলিল, নীতি ভুলিল, পাপ-পুণ্য ভুলিল, বিবেকবুদ্ধি বিসর্জন দিল; সহসা আপনার পিপাসাদগ্ধ ওষ্ঠযুগল হিমানীর ওষ্ঠে মিলিত করিল। হিমানীর চক্ষু মুদ্রিত ছিল; সে চমকিল, কিন্তু মুখ সরাইল না।

সহসা যেন মণিভূষণের হৃদয়ে তুফান কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইল। সে উঠিয়া হিমানীকে বলিল,—"তবে যাই।"—"তবে আসি" কথাটাই মুখে আসিয়াছিল, কিন্তু সংশোধন করিয়া বলিল, "তবে যাই।" বলিয়া ঠিক মাতালের মত টলিতে টলিতে সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

হিমানী সেই সোফায় মুখ লুকাইয়া লুটাইতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উল্লিখিত ঘটনার পর তিনটি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে আমাদের মণিভূষণের জীবনে প্রভূত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

সামন্তপুর গ্রামের উত্তরসীমা হইতে কিছু দূরে সরস্বতী নামে একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত। প্রস্থে চারি পাঁচ হাতের বেশী হইবে না। বৎসরের অধিকাংশ সময়ই হাঁটিয়া পার হওয়া চলে। দুই তীরে আমবাগান, বাঁশঝাড়, ঝাউবন প্রভৃতি শাখাবিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া সূর্য্যাতাপ হইতে এই ক্ষীণতোয়া নদীটিকে রক্ষা করিতেছে।

এই নদীর তীরে মণিভূষণের নবনির্ম্মিত আবাসভূমি। বাংলো ধরণের একটি ক্ষুদ্র বাড়ী। চারিপার্শ্বে দেশী বিলাতী নানাজাতীয় ফল, ফুল ও পাতার গাছ। বাগান ঘিরিয়া সবুজ রং করা লোহার রেলিং।

এই গৃহে মণিভূষণ একাকী বাস করে। এখন তাহার বিস্তৃত ইষ্টকের ব্যবসায়। সরস্বতীর উভয় তীরে যতগুলি পাঁজা দেখা যাইতেছে, সমস্তই তাহার। যখন কলেজে পড়িত, তখন রসায়ন-শাস্ত্রের প্রতিই তাহার অধিক অনুরাগ ছিল। বিভিন্ন স্থানের মৃত্তিকার রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া সে জানিয়াছে, এই স্থানের মৃত্তিকাই ইষ্টকনির্ম্মাণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। বিলাত হইতে এই ব্যবসায়-সম্বন্ধীয় রাশি রাশি পুস্তক আনাইয়া সে পাঠ করিয়াছে। এক-বৎসরকাল ক্রমাগত টেষ্টট্যুব ভাঙ্গিয়া এবং স্পিরিট পোড়াইয়া একটি চূর্ণ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে, যাহা কাদায় মিশাইলে ইষ্টক বেশ লাল আর খুব শক্ত হয়। এই উৎকর্ষের জন্যই মণিভূষণের ইষ্টকের অনেক দূর পর্য্যন্ত এত আদর।

এই গৃহে একটি অনতিপ্রশস্ত সুসজ্জিত কক্ষ আছে, সেটি মণিভূষণের আফিস। খাতা ও পুস্তক-ভরা কাচের আলমারি, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি সমস্ত আসবাবই সাহেবী কেতায় সজ্জিত;—এমন কি, চুরুটের ছাই ঝাড়িবার পাত্রটি পর্য্যন্ত যথাস্থানে রক্ষিত আছে। আজ বৈশাখের মধ্যাহ্নে মণিভূষণ আপনার নির্জ্জন আফিসগৃহে উপবিষ্ট হইয়া ইষ্টকের হিসাব করিতেছিল না, কবিতা লিখিতেছিল। তাহার পরিচ্ছদও সাহেবী—খৃষ্টানদের সঙ্গে মেলামেশা করার দরুণ পূর্ব্বাবধিই তাহার আদব-কয়দা সমস্ত সাহেবী হইয়া গিয়াছিল।

মণিভূষণের সম্মুখে যে একখানি সুন্দর বিলাতী বাঁধাইকরা খাতা রহিয়াছে, সেখানি প্রেমের কবিতা-পরিপূর্ণ। এক একবার সে খাতাখানির এখানে ওখানে খুলিয়া পড়িতেছিল,—আবার বন্ধ করিয়া রাখিতেছিল। কবিতাগুলি সমস্তই স্ত্রীলোকের উক্তি। আবরণে লেখা শ্রীমতী হিমানী দেবী বিরচিত।

কিয়ৎক্ষণ কবিতা লেখার পর দেরাজ হইতে মণিভূষণ তিনখানি চিত্র বাহির করিল;—তিনখানিতেই হিমানী। প্রথমখানিতে হিমানীর কুমারীবেশ; সুন্দর ঢল ঢল মুখখানি; চক্ষু দিয়া সরলতা উছলিয়া পড়িতেছে; যেন কাহার নিকট কি শুনিয়া ঈষৎ বিস্ময়ের হাসি হাসিতেছে। দ্বিতীয়খানিতে হিমানী বিবাহসাজে সজ্জিতা;—মুখে সলজ্জ সুরক্তিম হাসির আভা ফুটিয়া উঠিতেছিল। চক্ষু আনত। হিমানী যেন আপনাতে আপনি লুকাইবার জন্য ব্যস্ত। শেষের খানিতে যুগলমূর্ত্তি। হিমানী ও মণিভূষণ পরস্পরের মুখের পানে সপ্রেম দৃষ্টিতে চাহিয়া। সে দৃষ্টিতে অতৃপ্তি, মোহ ও চাঞ্চল্য মাখান একটা ভাব নিপুণতার সহিত চিত্রিত।

যদি কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, হিমানীর সঙ্গে মণিভূষণের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তবে তিনি ভ্রম

করিয়াছেন। কলিকাতা পরিত্যাগের পর হইতে মণিভূষণ হিমানী অথবা তাহার মাতা-পিতার কোন সংবাদ পায় নাই এবং লয়ও নাই। হিমানী বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গিয়াছে, তাহাও সে অবগত ছিল না।

বলিতে ভুলিয়াছি যে, মণিভূষণ এখন একটা বিষম চিত্তব্যাধিতে আক্রান্ত। ডাক্তারেরা ইহাকে 'মনো-মেনিয়া' বলেন। এক প্রকার পাগল আর কি—সম্পূর্ণ পাগল নহে। এ ব্যাধি যাহার হয়, তাহার কেবল একটা কোনও নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে চিত্তবিকার ঘটে;—আর আর সমস্ত বিষয়ে তাহার মন সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকে। কিন্তু একটু পূর্ব্বের ইতিহাস বলার প্রয়োজন।

বাড়ী আসিয়া মণিভূষণ অনেক চেষ্টা করিয়াছিল—যাহাতে সে হিমানীকে ভুলিয়া স্বীয় পরিণীতা ধর্ম্মপত্নী নবদুর্গাকে ভালবাসিতে পারে। জলমগ্ন মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে বাঁচাইতে হইলে, তাহার মুখপথে ফুৎকারবায়ু প্রেরণ করিয়া কৃত্রিম নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহাইতে হয়, তাহার পর স্বাভাবিক নিশ্বাস-প্রশ্বাস পুনরাগমন করে। মণিভূষণ প্রথমে নবদুর্গাকে ওইরূপ কৃত্রিম মৌখিক ভালবাসা জানাইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে কিছু ফল দর্শিল না। সে নিজের সঙ্গে যে প্রাণান্তকর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে যদি নবদুর্গার সহায়তা ও সহানুভূতি লাভ করিতে পারে, এই দুরাশায় এক দিন তাহাকে সমুদয় আত্মবৃত্তান্ত অকপটে জ্ঞাত করিল। কিন্তু তাহাতে হিত না হইয়া বিপরীত হইল। স্বামীর মুখে যাহা শুনিল, তাহা ও নবদুর্গা বিশ্বাস করিলই, তাহা ছাড়া স্বামীর প্রতি অন্য সন্দেহ করিল; এবং স্বামীকে মিথ্যাবাদী, প্রতারক, ভণ্ডতপস্বী বলিল। অকথ্য ভাষায় হিমানীর প্রতিও আক্রমণ করিল। তাহার পর একটা বীভৎস শপথ দিয়া স্বামীকে বলিল, "তুমি আর আমায় স্পর্শ করিও না।"

ইহার পর স্বামি-স্ত্রীতে বিচ্ছেদ হইল। মণিভূষণ জ্বরে পড়িল; কয়েকদিনকাল খুব জ্বর রহিল; মস্তিষ্কবিকারের সূত্রপাত তখন হইতেই। নবদুর্গা যদি আত্মীয়-স্বজনের একান্ত অনুরোধে মণিভূষণকে শুশ্রূষা করিবার জন্য তাহার কাছে যাইত, তাহা হইলে সে রাগিয়া চেঁচাইয়া অনর্থপাত করিয়া তুলিত। তাহার নিকট নবদুর্গার নাম পর্য্যন্ত করিবার যো ছিল না।

জ্বর নরম পড়িল, কিন্তু একেবারে ছাড়ে না। ডাক্তার-বৈদ্যেরা পরামর্শ করিয়া নবদুর্গাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। কারণ, নবদুর্গার প্রতি বিদ্বেষই এখন মণিভূষণের ব্যাধির প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইল! জ্বর ক্রমে ছাড়িল বটে, কিন্তু মস্তিষ্ক সম্বন্ধে একটু গোলযোগ রহিয়া গেল। নবদুর্গার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই সে কেমন একরকম হইয়া যাইত। নবদুর্গাকে এই কারণে পিত্রালয় হইতে আনা হইল না, এবং পরিবার-মণ্ডলীতে তাহার সর্ব্বপ্রকার প্রসঙ্গ বর্জ্জিত হইল।

ইহার পর গ্রামের চতুর্দ্দিকে মণিভূষণ মৃত্তিকা পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। গ্রাম হইতে এক ক্রোশ দূরে সরস্বতীতীরে তাহার আফিস-গৃহ পাঠক দেখিয়াছেন।

নির্জ্জনেই সে ভাল থাকিত; কেহই তাহার নির্জ্জনবাস সম্বন্ধে আপত্তি করিল না। যে দিন খেয়াল হইত, সেই দিন বাড়ী আসিত। দুই তিন দিন থাকিয়া আবার চলিয়া যাইত। সুতরাং নবদুর্গা পিত্রালয়েই রহিয়া গেল।

অতঃপর মণি আর হিমানীকে ভুলিতে চেষ্টা করিল না। মধ্যাহ্নে বিজন আফিসগৃহে বসিয়া বসিয়া হিমানীর কথা ভাবিত। বাড়ী আসিবার সময় স্বেচ্ছায় হিমানীর ফোটোগ্রাফখানি তাহার পিতাকে ফিরাইয়া দিয়া আসিয়াছিল, এখন সেজন্য অনুশোচনা উপস্থিত হইল। কলেজে পাঠকালে সে চলনসই রকম ছবি আঁকিতে জানিত; হিমানীর একখানি ছবির জন্য সেই বিদ্যার শরণাপন্ন হইল। প্রথম প্রথম কিছুই মিলিল না, ক্রমে একটু আধটু সাদৃশ্যের ছায়া আসিতে লাগিল। চক্ষু দুইটির ভাব যেন কিছু কিছু মিলিল। ক্রমে ওষ্ঠযুগলের ভাবও আসিল। দুই মাস পরিশ্রমের পর হিমানীর একখানি অতি সুন্দর ছবি সমাপ্ত হইল। সে দিন মণিভূষণের কি আনন্দের দিন। কত আদরে সে স্বহস্তাঙ্কিত প্রিয়ামূর্ত্তিকে চুম্বন করিল। এখানি হিমানীর কুমারীবেশের ছবি।

ছবি শেষ হইলে মণিভূষণ ভাবিল, এখানি বাঁধাইয়া না রাখিলে নষ্ট হইয়া যাইবে। অন্য কাহারও হস্তে কলিকাতায় পাঠাইতে বিশ্বাস হইল না। স্বয়ং কলিকাতায় আসিয়া দোকানে বসিয়া থাকিয়া ছবি বাঁধাইল। কিন্তু যে দিন ছবি বাঁধাইল, সেই দিনই রাত্রে তাহার কাচ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ছবিখানি বক্ষে চাপিলে আর পূর্ণ মিলন হইল না, মাঝখানে কাচের ব্যবধান রহিয়া গেল। ইহা কি সহ্য হয়? বিদ্যাপতির রাধিকাও ত ঐ কারণে গলায় হার পরিতেন না।

তাহার পর হিমানীর হইয়া সে নিজে কবিতা রচনা করিতে লাগিল। সংস্কৃত কবিরা লিখিয়াছেন,

প্রেমিকা-নায়িকা বিরহ-বিকারে নিজেকে নায়ক ভ্রম করিয়া নিজের প্রতি প্রেম-সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। মণিও তাহাই করিল। সে শুধু হিমানীর হইয়া কবিতা লিখিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, হিমানীর হস্তাক্ষর পর্য্যন্ত অনুকরণ করিল। যে চিত্রবিদ্যায় নিপুণ, তাহার পক্ষে ইহা বিশেষ কঠিন নহে। হিমানীর হস্তাক্ষরে কল্পিতা হিমানীর কবিতাবলী খাতায় তুলিতে লাগিল। হিমানীর ছবিখানি বাক্সের গায়ে দাঁড় করাইয়া কল্পনা করিত, যেন হিমানী তাহার কবিতাগুলি একে একে আবৃত্তি করিয়া যাইতেছে। যেখানে ভাবের উন্মাদ গভীরতা আসিত, সেইখানেই ছবিখানি লইয়া চুম্বন করিত। ক্রমে তাহার স্বরচিত হিমানীকে বিবাহের বেশে সাজাইয়া ছবিতে তাহাকে বিবাহ করিল। পাগল আর কাহাকে বলে?

এইরূপ করিয়া তিন বৎসর কাটিয়াছে। আজ সে তাহার নির্জ্জন আফিসগৃহে বসিয়া কবিতা লিখিতেছিল।

বেলা একটা হইতে আকাশে মেঘ করিল। কিছুক্ষণ পরে ধুলায় চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ঝড় উঠিল। খুব ঝড়। মণিভূষণের গৃহের উপরিস্থিত টিনের ছাদ পর্য্যন্ত কাঁপিতেছিল। সে একবার বাহির হইয়া আকাশের পানে চাহিল। জল আসিতে বিলম্ব নাই।

ফিরিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিল। মধ্যাহ্নের মেঘাচ্ছন্ন আলোক ঠিক সন্ধ্যালোকের মত দেখাইতেছিল। জানালার কাচের মধ্য দিয়া মণিভূষণ প্রকৃতির উন্মাদনৃত্য দেখিতে লাগিল। সহসা দেখিল, তাহার কম্পাউণ্ডের ভিতর, বাগানে, একটি স্ত্রী-মূর্ত্তি। চিনিতে মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না;—হিমানী। হিমানীর বস্ত্রাদি বাতাসে উড়িতেছে; বাগানের গোলাপফুলের পাপড়ি খসিয়া আসিয়া তাহার চারিদিকে পড়িতেছে। হিমানী দাঁড়াইয়া চকিতা হরিণীর মত ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতেছে।

মণিভূষণ কলের পুতুলের মত আসন ছাড়িয়া উঠিয়া গেল। বাগানে গিয়া হিমানীর মুখপানে চাহিল। তাহার পর হাত ধরিয়া বলিল—"এস।"

হিমানী মণিভূষণের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

তাহার পরিধানে একখানি মেখলা রঙের দেশী শাড়ী, সেই কাপড়েরই জ্যাকেট; শাড়ীখানি অল্প তুলিয়া মাথায় দেওয়া, এদিকে ওদিকে একটি আধটি ব্রোচ্ দিয়া আটকানো, যাহাতে মাথা হইতে সরিয়া না যায়। মণিবন্ধের একটু নিম্নভাগে হরতনের আকারে একটি ছোট কালো ঘড়ি, অলঙ্কার এবং আবশ্যকতা দুই সম্পাদন করিতেছে। বেশে কোনও আড়ম্বর নাই, কিন্তু পারিপাট্য-গুণে নয়নাকর্ষক।

ঘরে প্রবেশ করিয়া মণিভূষণ হিমানীকে একখানি চেয়ারে বসাইল। হু হু করিয়া বাতাস আসিতেছিল, সুতরাং কপাট বন্ধ করিয়া দিতে হইল। এইবার বৃষ্টিও আসিল; মাথার উপর টিনের ছাদে নববর্ষাজলপাতে বিচিত্র সঙ্গীত উৎপন্ন হইল।

তখনও হিমানী নীরবে বসিয়া। মণিভূষণ ডাকিল—"হিমানী!"

হিমানী কম্পিতস্বরে উত্তর করিল,—"কি, মণি?"

"এ কি স্বপ্ন দেখিতেছি, না সত্য?"

"সত্য। স্বপ্ন হইলে বেশ হইত।"

"কেন বেশ হইত? আমার ত শঙ্কা হইতেছে, পাছে ইহা স্বপ্ন হইয়া যায়।"

"দুঃসংবাদ আনিয়াছি। তোমার স্ত্রী সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন। তোমায় দেখিতে চাহিয়াছেন। তাই আমি তোমায় লইতে আসিয়াছি।"

"আমার স্ত্রী? আমার স্ত্রীর সংবাদ তুমি কেমন করিয়া জানিলে?"

"কৃষ্ণনগর হইতে আসিয়াছি।"

"কৃষ্ণনগর!—কৃষ্ণনগরে কি করিতে গিয়াছিলে?"

হিমানী তখন সংক্ষেপে পূর্ব্বকথা কহিল। বলিল—"তুমি কলিকাতা পরিত্যাগ করিলে তিন মাস পরে আমার পিতার অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। শোকে সান্ত্বনা পাইবার জন্য আমার মা যীশুখৃষ্টের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। কৃষ্ণনগরে যে জেনানা-মিশন্ খুলিয়াছে, তিনি তাহার কর্ত্রী। আমিও তাঁহার কাছে থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করি। এইরূপ দুই বৎসর আমরা কৃষ্ণনগরে।"

শুনিয়া মণিভূষণ বলিল—"আমার স্ত্রীর পীড়ার সংবাদকে দুঃসংবাদ কেন বলিতেছ হিমা? আমার স্ত্রী যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন তাহারও জীবন দুঃখময়, আমারও তাহাই।"

হিমানী বলিল—"ছি মণি, ও কথা মুখে আনিও না। স্বর্গে ঈশ্বর আছেন, তিনি ইহা শুনিয়া কি মনে করিবেন? আমি তোমার কথায় লজ্জিত হইতেছি।"

মণিভূষণ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল—"দুটি প্রাণীকে চিরপিপাসায় দগ্ধ করা কি ঈশ্বরের মত কাজ?"

হিমানী বলিল,—"ছি মণি, ও কথা বলিও না। ঈশ্বরের উপর বিচার করিবার অধিকার আমাদের

নাই। তাহা ছাড়া, কেন তুমি ভুলিয়া যাও যে, তুমি বিবাহিত ব্যক্তি এবং তোমার স্ত্রী বর্ত্তমান?”

মণিভূষণ বলিল,—“সত্য বলিয়াছ হিমানী, আমার স্ত্রী বর্ত্তমান এবং তিনি এই ঘরেই আছেন। দেখিবে? তোমাকেও ঠিক আমার স্ত্রীর মত দেখিতে, তাই ভ্রম করিয়াছিলাম।”

হিমানী ভয় ও বিস্ময়ের সহিত মণিভূষণের মুখপানে চাহিল। তাহার উন্মাদব্যাধির কথা সে পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল।

মণিভূষণ ছবি তিনখানি বাহির করিয়া হিমানীর হাতে দিল। হিমানী অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই অল্প আলোকে ছবিগুলি দেখিল। ওদিকে মুখ ফিরাইয়া গোপনে দুই ফোঁটা অশ্রুমোচন করিল। মনে মনে ভাবিল,—মানুষ-জন্ম অপেক্ষা ছবি-জন্ম অনেক ভাল। শেষে ছবিগুলি ফিরাইয়া দিয়া বলিল—“এ তুমি কোথায় পাইলে?”

মণিভূষণ উত্তর করিল—“তুমি দিয়েছিলে, মনে নাই? আমার বুকের ভিতর রাখা ছিল, তিল তিল করিয়া বাহির করিয়াছি।”

আর হিমানী পারিল না। ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রুধারা বহিয়া তাহার কপোল ভাসাইল। মণিও কাঁদিল। হিমানী একটু সুস্থ হইয়া বলিল—“মণি, এতদিন তবে কি করিলে?”

মণিভূষণ বলিল—“তুমিই বা কি করিলে?”

হিমানী বলিল—“আমি যে কি করিয়াছি, তা ঈশ্বরই জানেন।”

মণিভূষণ বলিল—“আমিও জানি, এই দেখ।” বলিয়া কবিতার খাতাখানি হিমানীর হাতে দিল।

হিমানী দেখিল, তাহার হস্তাক্ষর। পড়িল—তাহারই মনের কথা বটে। মণিভূষণকে একটা কথা বলিতে যাইতেছিল—কিন্তু তখনি আত্মগ্লানি আসিয়া তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। ভাবিল—“এ কি করিতেছি! নবদুর্গার মঙ্গলামঙ্গল আমার হাতে, কিন্তু আমি যে তার সর্ব্বনাশ করিবার উপক্রম করিতেছি। নিবান আগুন আবার জ্বালিতে বসিয়াছি!”

তখন জল ছাড়িয়াছে; আকাশও পরিষ্কার। হিমানী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—“মণি, অনেক বিলম্ব করিয়া ফেলিলাম। পাঁচটার গাড়ীতে আমাকে কৃষ্ণনগর ফিরিতেই হইবে। আমার হাতে ভিন্ন নবদুর্গা ঔষধ খায় না। তুমি কা'ল যাইবে ত?”

মণিভূষণ ভাবিয়া বলিল—“যাইব।” মনে মনে বলিল—“প্রাণেশ্বরি, তোমার দেখা পাইবার জন্য নরকেও যাইতে পারি।”

হিমানী বলিল—“তবে আমি চলিলাম।”

মণিভূষণ ষ্টেশন অবধি হিমানীকে রাখিয়া আসিতে চাহিল। হিমানী আপত্তি করিল, কিন্তু মণিভূষণ শুনিল না, সঙ্গে গেল। পথে হিমানী মণিভূষণকে সাবধান করিয়া দিল, তোমার সঙ্গে যে আমি পূর্ব্বাবধি পরিচিত, তাহা সেখানে প্রকাশ করিও না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন মণিভূষণ শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিল। গিয়া দেখিল, স্ত্রীর পীড়া সাংঘাতিক অবস্থা অতিক্রম করিয়াছে, একটু সুরাহা হইয়াছে। হিমানী স্বয়ং চিকিৎসা করিতেছে। তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন—“বাবা, এতদিন পরে কি মনে পড়িল! ও ছেলেমানুষ, ওর কি বুদ্ধি আছে? ওর কথা কি আর ধরিতে হয়!” মণিভূষণ অপ্রতিভের মত মাটীর পানে চাহিয়া, বামহস্তে গুম্ফপ্রান্ত পাকাইতে লাগিল; কোনও উত্তর করিতে পারিল না।

হিমানীকে সেখানে সবাই মেমডাক্তার বলিত। মণিভূষণ শুনিল, মেমডাক্তার দুই বৎসর যাবৎ নবদুর্গার সহিত সখীত্ববন্ধনে বদ্ধ। এই দুই বৎসরের প্রায় প্রতিদিনই তিনি আসিয়া নবদুর্গাকে লেখাপড়া এবং নানাপ্রকার শিল্পকর্ম্ম শিখাইয়াছেন। পীড়ার প্রারম্ভকাল হইতেই তিনি স্বয়ং চিকিৎসা করিতেছেন। এখন যে নবদুর্গার বাঁচিবার আশা হইয়াছে, তাহা কেবল মেমডাক্তারের সযত্ন শুশ্রূষা এবং অশ্রান্ত চিকিৎসার গুণে।

শুনিয়া মণিভূষণের অন্তরাত্মা পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল। যে দেবীকে সে এতদিন হৃদয়মন্দিরে পূজা করিয়া আসিতেছে, সে দেবীর দেবীত্ব সত্যকার—কল্পনার নহে।

হিমানী ও মণিভূষণ দুই জনে রাত্রি জাগিয়া নবদুর্গার সেবা করিতে লাগিল।

এইরূপে দুই দিন কাটিল। তৃতীয় দিনে হিমানী তাহার চিকিৎসা-গ্রন্থগুলি একত্র করিয়া সমস্ত প্রভাতকাল অধ্যয়ন করিল। অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে পরিবারস্থ সকলকে বলিল—“যদিও রোগিণীর অবস্থা এখন সঙ্কটাপন্ন নহে বটে, কিন্তু দুর্ব্বলতা এত অধিক যে, হঠাৎ জীবনসংশয় হইতে পারে। এই দুর্ব্বলতার আশু প্রতিকারের জন্য ইহার শরীরে কোনও রোগশূন্য স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির রক্ত সঞ্চালন করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন।”

এ কথা শুনিয়া সকলেই চমকিয়া উঠিল। জীবিত

ব্যক্তি কে রক্ত দিবে? কাহার এত সাহস? হিমানী বলিল—"কোনও চিন্তা নাই। আমি দিব।"

কেহ কেহ বলিল—"তাও কি হয়! শেষে কি হইতে কি হইবে?"

হিমানী বলিল—"তাহাতে কোন বিপদ-সম্ভাবনা নাই। আমি সবল ও সুস্থকায়, বয়সেও রোগিণীর সমান, আমার রক্তেই সব চেয়ে বেশী উপকার হইবে।"

নবদুর্গার দাদা বলিলেন—"ঐরূপ বয়সের কোনও ছোটলোকের মেয়েকে টাকার লোভ দেখাইয়া রাজি করিবার চেষ্টা দেখা যাউক।"

হিমানী বলিল—"না, তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, আমিই দিব। কোনও ভয় নাই, ভয় থাকিলে আমি এমন কাজ কেন করিব? প্রাণের মায়া আর কার নাই?"

লোকে মনে করিল, তা বটেও ত। ভয় থাকিলে রোগীর জন্য কেন ডাক্তার এত করিতে যাইবে, গরজ কি?—চিকিৎসায় হিমানীর বেশ পসার ছিল, তাহার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কাহারও কিছু সন্দেহ রহিল না। নবদুর্গার মা শেষে বলিলেন—"যা তুমি ভাল বোঝ বাছা! কিন্তু যেন কোনও বিপদ ঘটাইও না।"

পাড়ায় একজন নবপরীক্ষোত্তীর্ণ নেটিভ ডাক্তার ছিল, হিমানী তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল! প্রক্রিয়ার সময় একজন চিকিৎসাব্যবসায়ীর সাহায্য প্রয়োজন। সকলে বলিল,—"যদি সাহায্যেরই প্রয়োজন, তবে সাহেব ডাক্তার আনান যাউক। ও অভিজ্ঞতাবিহীন ডাক্তারকে বিশ্বাস কি?"

হিমানী বলিল—"বিশেষ কিছু করিতে হইবে না। কেন বৃথা অর্থব্যয় ও বিলম্ব বৃদ্ধি করিবেন?"—বুঝি হিমানীর শঙ্কা হইয়াছিল, পাছে বিজ্ঞ সাহেব ডাক্তার আসিয়া তাহার চিকিৎসা-প্রণালীতে বাধা দেয়।

পরামর্শ ঠিক হইল, এই রক্তসঞ্চালন কার্য্য রাত্রে ঠাণ্ডার সময় করিতে হইবে। নিজের হাঁসপাতাল হইতে হিমানী প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি আনাইয়া রাখিল। নেটিভ ডাক্তারকে বলিয়া কহিয়া শিখাইয়া পড়াইয়া ঠিক করিল।

রাত্রি [illegible] ণ্টালুন আঁটিয়া, [illegible] প-স্থিত। [illegible] কার্য্য [illegible] হইল [illegible] রোগিণী [illegible] ধমনী [illegible] করিয়া যথারীতি [illegible] আনিয়া হিমানীর [illegible] জিত করা হইল। [illegible] চালাইল।

হিমানীর শরীর হইতে রক্তধারা নল বহিয়া নবদুর্গার শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ চলিলে, হিমানীর মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল, চক্ষু বসিয়া গেল, হাত-পা কাঁপিতে লাগিল। ক্ষীণস্বরে সে সহকারী ডাক্তারকে বলিল—"এইবার বন্ধ করুন, আমার মাথা ঘুরিতেছে।"

কল বন্ধ হইল। ডাক্তার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনুসারে নল খুলিয়া একে একে উভয়ের ছিন্ন ধমনী বাঁধিয়া দিল। ক্ষতমুখে ঔষধ দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিল।

নবদুর্গার মা হিমানীকে ধরিয়া তাহার শয়নকক্ষে লইয়া গেলেন। মণিভূষণ আর দুই একজন তাহার সঙ্গে গেল। হিমানী শয়ন করিল। তাহার কথা জড়ান, যেন নেশা হইয়াছে। বলিল—"আমার মুখে অল্প অল্প করিয়া সেই ঔষধ ও ব্রাণ্ডি মিশান গরম দুধ দাও।"

দুগ্ধপানে হিমানী একটু সুস্থ হইল। বলিল—"আর কিছু করিতে হইবে না। তোমরা যাও। আমি ঘুমাইব। ঘুমাইলেই সব সারিয়া যাইবে।"

সকলের সঙ্গে মণিভূষণও চলিয়া যাইতেছিল। হিমানী বলিল—"আপনি একটু অপেক্ষা করুন, রোগীর সম্বন্ধে আপনাকে দুই চারিটা কথা বলিব।"

সকলে চলিয়া গেল। মণিভূষণ হিমানীর শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইল।

হিমানী বলিল—"মণি, আমার মাথা যেন ঘুরিতেছে। কিছু বলিতে চাই—কিন্তু হয় ত কি বলিতে কি বলিব।"

মণিভূষণ হিমানীকে ব্রাণ্ডি মিশান আর একটু দুধ পান করাইল। হিমানী আবার প্রকৃতিস্থ হইল।

সে রাত্রি পূর্ণিমা ছিল। সমস্ত বহির্দেশ জ্যোৎস্না-বন্যায় প্লাবিত। কতকটা জ্যোৎস্না মুক্ত বাতায়ন-পথে উছলিয়া আসিয়া হিমানীর শয্যার উপরেও পড়িয়াছে। নারিকেলের পাতা কাঁপাইয়া এক একবার ঝিরঝির করিয়া বাতাস বহিতেছে।

হিমানী বলিল—"মণি, আমি মনে করিয়াছিলাম, আমার নারীজন্ম বিফল হইবে। কিন্তু এখন তাহা কতকটা সফল করিতে পারিলাম মনে হইতেছে! তুমি যদি ব্যাঘাত না দাও, তবেই হয়।"

মণিভূষণ বলিল—"সে কি! আমি ব্যাঘাত দিব?"

হিমানী জড়ান জড়ান এলান এলান কথায় ধীরে ধীরে বলিল—"দেখ, আমার শরীরের যাহা সার পদার্থ—রক্ত—তাহা আমি নবদুর্গাকে দিলাম। উহার আত্মা লইয়া যদি আমার আত্মাটাও উহাকে দিতে পারিতাম, তাহা হইলে সম্পূর্ণভাবে ওই তোমার হিমানী হইতে পারিত।"

মণিভূষণ নীরবে দুই বিন্দু অশ্রু মোচন করিল।

হিমানী বলিল—"মণি, আমার কি নেশা হইয়াছে? আমি যেন কত কি দেখিতেছি শুনিতেছি। ভারি আশ্চর্য্য! ভারি চমৎকার! যেন ঈশ্বর আমাকে লইতে পাঠাইয়াছেন। দেবদূতেরা আসিয়াছে। আমি ত যাইব না, নবদুর্গা যাউক।"

মণিভূষণ বলিল—"হিমা, তুমি অমন করিতেছ কেন? আর একটু দুধ দিব?"

হিমানী আবার দুগ্ধ পান করিল। আবার একটু সুস্থ হইয়া বলিল—"কতকগুলা কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, কিন্তু বড় চমৎকার স্বপ্ন! দেখ মণি, আমি যেন নবদুর্গা হইয়া জন্মিয়াছিলাম, আর তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হইতেছিল। আমি যদি নবদুর্গা হইয়া জন্মাই, তবে তুমি কি আমায় এমনি ভালবাসিবে?"

মণিভূষণ বাষ্পাকুলস্বরে বলিল—"হ্যাঁ হিমা, এমনই ভালবাসিব।"

হিমানী বলিল—"তবে কা'ল প্রাতে আমার আত্মা নবদুর্গার সঙ্গে বিনিময় করিব।"

এই সময় নিশীথ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দূরে কোন একজন হিন্দুস্থানী গলা কাঁপাইয়া গাহিয়া উঠিল :—

সুখসাগরমে আয়কে না যাইও রে পেয়াসা।

হিমানীর কানে এই গান পৌঁছিল, সে জাগিয়া উঠিল। জ্যোৎস্নার অল্পালোকে মণিভূষণের ম্লান মুখখানির পানে চাহিল। মণিভূষণ তখন হিমানীকে নিদ্রাতুর দেখিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। হিমানী ডাকিল—"মণি!"

মণিভূষণ এই সোহাগের স্বরে গলিয়া উত্তর করিল—"কি হিমা?"

হিমানী বলিল—"মনে পড়ে?"

মণি হিমানীর মুখের পানে চাহিল। হিমানী বলিল—"সেই একদিন কলিকাতায়, যে দিন তুমি আমাকে ফেলিয়া আসিয়াছিলে?"

সেই হিন্দুস্থানী তখনও গলা কাঁপাইয়া পুনঃ পুনঃ গাহিতেছে :—

সুখসাগরমে আয়কে না যাইও রে পেয়াসা।

মণিভূষণের মনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে একটি সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। হিমানী বলিল—"আমার বড় ঘুম পাইতেছে; সে দিন যাইবার সময় যাহা দিয়াছিলে, তাই দিয়া যাও।"

মণিভূষণ হিমানীর বিবর্ণ শীতল ওষ্ঠাধরে একটি প্রগাঢ় চুম্বন অঙ্কিত করিল। হিমানী বলিল—"সেবারে দুইজনেই মনে করিয়াছিলাম, এই দেখা শেষ দেখা। কিন্তু আবার দেখা ত হইল। সে দিনের বিদায়চুম্বনের যাহা গুণ ছিল, এটিতে যেন তাহাই থাকে!—আবার যেন দেখা হয়। আমার ঘুম পাইতেছে, এখন তুমি যাও।"

মণিভূষণ বাহির হইয়া গেল।

হিমানীকে একাকী রাখিয়া আসিয়া তাহার মনে নানারূপ আশঙ্কা হইতে লাগিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে তাহার শালাজকে হিমানীর শয়নকক্ষে পাঠাইয়া দিল।

তিনি গিয়া দেখিলেন, হিমানীর বিছানা রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে, বুকে হাত দিয়া দেখিলেন, হৃৎস্পন্দনও থামিয়াছে। নিশ্বাসও বহিতেছে না।

চীৎকার করিয়া ছুটিয়া তিনি বাহিরে গেলেন। সকলে আসিল, ডাক্তার আসিল, আলো জ্বলিল। পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার বলিল—"কি সর্ব্বনাশ! ইনি ব্যাণ্ডেজ খুলিয়াছেন, ধমনীর মুখ ছিঁড়িয়া দিয়াছেন। শরীরে যাহা অল্প রক্ত অবশিষ্ট ছিল, তাহা নির্গত হইয়া গিয়াছে। ইহা ইচ্ছাকৃত আত্মহত্যা।"

* * *

মণিভূষণের পাগলামি-ব্যাধি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু সেই ব্যাধিতেও একটা সুলক্ষণ দেখা যায়। স্ত্রীর প্রতি তাহার মন আশ্চর্য্যরূপে ফিরিয়া গিয়াছে। এখন সে স্ত্রীকে হিমানী বলিয়া ডাকে।

ভূত না চোর ?

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমার প্রপিতামহ মহাশয় বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে দিল্লী সহরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, সেই অবধি বংশানুক্রমে আমরা দিল্লীরই অধিবাসী। বাঙ্গালী বলিয়া এখনও নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকি বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে বাঙ্গালীত্বের পরিমাণ উচ্চ-ক্রমের হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মত বিরল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের আদিবাস ডুমুরদহ গ্রাম বঙ্গের মানচিত্রে কোন্ স্থানে অবস্থিত, তাহাও জ্ঞাত নহি। বাস্তবিক, আমার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী শৈল-বালা দেবী খাঁটি বাঙ্গালিনী না হইলে এতদিন আমি মাতৃভাষার একটি কথাও মনে করিয়া রাখিতে পারিতাম কি না, বিশেষ সন্দেহ।

আমাদের অবস্থা পূর্ব্বে খুব ভাল থাকিলেও, পিতা ও পিতামহের দোষে আমি এক প্রকার নিঃস্ব। শুনিয়াছি, আমার পিতামহের আমলে আমাদের এই অট্টালিকাখানি এই সুবিস্তৃত দিল্লী সহরের তদানীন্তন কোনও রঙ্গিনীর চরণরেণুকায় বঞ্চিত হয় নাই। আমার পিতার চরিত্রও নির্দ্দোষ ছিল না,—কিন্তু তাঁহার ক্যাসব্যাক্সে টাকাও অধিক ছিল না। শেষ দশায় তিনি বাড়ীখানি বন্ধক দিয়া যান; তাঁহার মৃত্যুর পরে, আমি স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া বহুকষ্টে বাড়ীখানি উদ্ধার করি। এখন অনেক উমেদারির পর জজ সাহেবের কাছা-রিতে সেরেস্তাদারী কর্ম্মে প্রবৃত্ত আছি।

মহল্লা "মোসাব্বি চৌকে" আমাদের বসতি। দিল্লীর এই অংশ অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। আমাদের বাড়ীটি সেকেলে ধরণের, চক্‌মিলান প্রকাণ্ড তিনতলা অট্টালিকা।—অনেকগুলি ঘর। আমরা স্বামী স্ত্রী দুটি প্রাণী, দুটি মেয়ে, তিনটি ছেলে, আমরা অত বড় বাড়ী লইয়া কি করিব? অনেক দিন হইতে মনে করিতেছিলাম, যদি ভাড়াটিয়া পাই, তবে তেতলার উপরের ঘরগুলি ভাড়া দিব। তেতলার ভাল ঘর-গুলি এবং গ্রীষ্মকালের রাত্রে ছাদের মুক্ত বায়ুর মহাসুখ অক্লেশে জন্য ছাড়িয়া দিতে যে প্রস্তুত হইয়া-ছিলাম, তাহার বিশেষ কারণ ছিল। বাড়ীর ভিতর দিয়া না যাইয়া, বাহির হইতেও তেতলার উপরে পৌছান যায়। রাস্তার ধারে যেখানে আমাদের সদর দরজা, তাহার বাম দিকেই একটু গলির মত আছে। সেই গলিতে সিঁড়ির যে দরজা আছে, তাহা দিয়া পরে পরে দোতলায় ও তেতলায় যাওয়া যায়। সিঁড়ির যে দরজা দোতালায় খুলিয়াছে, সেইটিকে স্থায়িভাবে বন্ধ করিয়া দিলেই, আর আমাদের সঙ্গে তেতালার কোনই সম্বন্ধ রহিল না। নীচের তলায় আমার প্রপিতামহ মহাশয়ের "দফতরখানা" ছিল—কর্ম্মচারী লোকজনে সদা পূর্ণ থাকিত; সেই জন্য মেয়েছেলের বাহিরে যাইতে হইলেই এই সিঁড়ির দরজার মুখে পাল্কী আসিয়া লাগিত,—অর্থাৎ এইটাই যেন আমা-দের খিড়কী দরজার মত ছিল।

আমি যে উপরতলাটি ভাড়া দিব, তাহা অনেক দিন হইতে অনেক লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইয়াছি। কয়েকটি লোক চাহিয়াও ছিল, কিন্তু কেহই মনের মত হয় নাই বলিয়া দেওয়া হয় নাই। হয় অতি অল্প ভাড়া দিতে চায়, নয় ত মুসলমান, নয় ত আর কোনও বাধা থাকে। একদিন রবিবার অপরাহ্নে বৈঠকখানা-ঘরে বসিয়া তামাক খাইতেছি, মৌলবী সাহেব তক্তপোষের উপরে ছেলেদের লইয়া সুর করিয়া করিয়া "চুয়া হঙ্গে রফতন্ কুনদ [illegible] পাব" ইত্যাদি গোলেস্তাঁ পড়াইতেছেন, এমন সময় একটি ফিরিঙ্গি সাহেব আসিয়া আমাকে অভিবাদন করিলেন। আমি তাঁহাকে সাহেব দেখিয়া থতমত খাইয়া উঠিয়া চেয়ার ছাড়িয়া দিলাম, নিজে তক্ত-পোষে বসিলাম।

সাহেব বলিলেন—"বাবু, আপনার নাম সেরেস্তা-দার বাবু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আপনি তেতলার মহল ভাড়া দিবেন?"

"আজ্ঞা হ্যাঁ।"

"কত ভাড়া? আমি লইতে ইচ্ছা করি।"

আমি বলিলাম—"আপনি লইবেন? বেশ ত! আগে দেখুন কেমন ঘর-দুয়ার। পছন্দ যদি হয়, তাহার পর কথা হইবে।"

সাহেব সম্মত হইলেন। আমি বাড়ীর ভিতর হইতে সিঁড়ির খিড়কি-দরজার চাবি চাহিয়া আনি-লাম। সাহেবকে লইয়া উপরে গেলাম। ঘরগুলি,

…সলখানা ইত্যাদি সমস্ত দেখিয়া সাহেব ভারি …া হইলেন। শেষে ছাদের উপর যাওয়া গেল। …খানে একটি ছোট কুঠারি ছিল, সাহেব বলিলেন, …ইটি আমার বাবুর্চ্চিখানা হইবে।"

দেখা শেষ হইলে দুইজনে অবতরণ করিয়া …ঠকখানায় আসিয়া বসিলাম। ভাড়ার কথা হইল। …হেব বলিলেন, "কত চাহেন?" আমি বলিলাম,—…ত দিতে পারেন?" সাহেব বলিলেন—"দশ!" …মি শুনিয়া হাসিলাম। মৌলবী সাহেব তাঁহার …ই সুদীর্ঘ দাড়ী দোলাইয়া হা হা হা করিয়া সপ্তমে …মন হাসিলেন যে, সম্মুখে রাজপথচারী দুই চারিজন …াক ঘরের মধ্যে সোৎসুক দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া …ল। মৌলবী সাহেব যাহা বলিলেন, তাহার ভাবার্থ …ই—"এমন ইন্দ্রালয় (ফিরদৌস্ত) ইহার ভাড়া দশ …কা!" সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আমাকে বলিলেন, —"বাবু, আপনি কত চাহেন?" আমি বলিলাম—…চিশ।" সাহেব বলিলেন—"অত হইবে না, পনেরোর …শী এক পয়সা নহে।" আমি বলিলাম—"সাহেব, …পনি বিবেচনা করুন। তেতালার উপর ভেন্টি-…টেড ঘর, অমন ছাদ" ইত্যাদি। সাহেব কিছুক্ষণ …প করিয়া রহিলেন। পরে আমার মুখের পানে …তর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—"বাবু, আপনি …মীর লোক, আমি বড় গরীব। আমার প্রতি …া করিয়া যদি অল্প ভাড়ায় দেন ত ঈশ্বর আপনার …ল করিবেন।"

সাহেবের করুণ কাতরোক্তিতে আমার হৃদয় গলিয়া …ল। হোক না কালো ফিরিঙ্গি সাহেব—হ্যাটকোট-…রা ত বটে! ঐ পরিচ্ছদবিশিষ্ট জীবগণের নিকট …ইতে গালি-ধমকই আমাদের ন্যায্য পাওনা বলিয়া অনেক দিন হইতে মনে মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল আছে। সুতরাং ও শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে মিষ্ট কথা শুনিলেই ভিজিয়া যাইতে হয়—কাতরো-ক্তিতে আর হইবে না?

আমি বলিলাম,—"আচ্ছা সাহেব, আপনি বসুন, দশ মিনিট পরে আসিয়া আপনাকে বলিব।" সাহেব নিশ্বাস ফেলিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া বলিলেন —"অল্ রাইট বাবু।"

গৃহিণী ত প্রথমে সাহেব শুনিয়া কিছুতেই রাজী হন না। বলিলেন—"সাহেবকে ভাড়া দিব যদি, তবে মুসলমানেরা কি দোষ করিয়াছিল? কে জানে বাবু, তোমার কেমন প্রবৃত্তি!" আমি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলাম—সাহেবেরা মুসলমান নহে, উহারা অন্য জাতি। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ইত্যাদি। গৃহিণী বলিলেন—"সেই ত মাংস রাঁধিবে, পেঁয়াজ রাঁধিবে, গন্ধে বাড়ী ছাড়িয়া পলাইতে হইবে?" আমি বলিলাম—"সে ভয় নাই; সাহেবের রসুইঘর ছাদের উপরে হইবে, এখানে দুর্গন্ধ আসিবে না"—শুনিয়া গৃহিণী আশ্বস্ত হইলেন এবং মত করিলেন। ভাড়ার কথায় তাঁহার কোনও বক্তব্য ছিল না। অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁহার সেরেস্তা-দার স্বামী তাঁহার অপেক্ষা অনেক বেশী চতুর, ইহাই তাঁহার চিরদিন বিশ্বাস। তবে তিনি বলি-লেন—"সাহেব যদি ননী আর চারুকে কিছু কিছু ইংরাজী পড়াইতে স্বীকার হন, তবে অল্প ভাড়ায় বা ভাড়া না লইয়া দেওয়া যাইতে পারে।" শুনিয়া আমার মনে হইল, ঠিক ত! "দেখা যাক্" বলিয়া একটা পাণ মুখে দিয়া নীচে চলিয়া গেলাম।

সাহেবকে বলিলাম—"আপনি যদি আমার ছেলে দুটিকে প্রত্যহ দুই ঘণ্টা ইংরাজী পড়াইতে পারেন, তবে আপনার কিছুই ভাড়া লাগিবে না।" এ প্রস্তাবে সাহেব পরম আহ্লাদিত হইয়া সম্মত হইলেন এবং আমাকে অত্যন্ত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। আরও বলিলেন—তাঁহার পত্নী আমার "লেডির"—(হা হা —শৈলবালা লেডি! ভারি হাসির কথা) "ক্যাপিটাল কম্প্যানিয়ন্" (উত্তম সঙ্গিনী) হইবেন, এবং অনেক উলটুলের কাজ শিখাইয়া দিতে পারিবেন। আমি ভাবিলাম, আমার স্ত্রী সেই ম্লেচ্ছানীকে চৌকাঠের এ দিকে পদার্পণ করিতে দিলে ত! সাহেব বলিলেন —"বাবু, তবে আমি পরশু বৈকালে জিনিসপত্র ও মেমসাহেবকে লইয়া আসিব। কা'ল আপনি ঘর-গুলা পরিষ্কার করাইয়া রাখিবেন।"—বলিয়া তিনি আমার সহিত শেক্হ্যাণ্ড করিয়া প্রস্থান করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সাহেব সপরিবারে জিনিষপত্র লইয়া আসিলেন বটে, কিন্তু বলিলেন,—"বাবু, আমি গাজি-পুর হইতে পত্র পাইয়াছি, আমার শ্যালক বড় পীড়িত। আমরা আজই রাত্রে সেখানে চলিলাম। জিনিষপত্র সব চাবি বন্ধ করিয়া রাখিয়া যাইতেছি। বোধ হয়, দুই সপ্তাহের এদিকে ফিরিতে পারিব না।"—বলিয়া সাহেব ও মেম খিড়কীর সিঁড়ির দরজায় চাবি বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যাবেলায় আহারাদি সম্পন্ন করিয়া সকাল সকাল শয়ন করা আমাদের বহুদিনের অভ্যাস। যখন রাত্রি নয়টা বাজে, তখন আমাদের বাড়াটি

অন্ধকার হয় এবং সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ... করে। রাত্রি চারিটা ... লেই ... য়া যায়, ছেলেরা বিছা... ... করে। সিপাসো মিয়তো ইজ্জৎ খোদা এস্রা” করিয়া পারসী শ্লোক আবৃত্তি করিতে থাকে। আমরা স্ত্রী-পুরুষে সাংসারিক বিষয়ে আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হই। বেশ আলো হইলে, তবে সকলে শয্যাত্যাগ করি।

সাহেব যে দিন গাজীপুর গেলেন, তাহার তিন চারি দিন পরে অনেক রাত্রে (বোধ হয় বারোটা হইবে—বারোটাই আমাদের “অনেক রাত্রি”) হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। বোধ হইল, যেন উপরে ডুব ডুব করিয়া কি শব্দ হইতেছে। কিছুক্ষণ কান পাতিয়া রহিলাম, শব্দ আর শুনা গেল না। একটু তন্দ্রা আসিল। আবার যেন শব্দ হইল। মনে করিলাম, ও কিছু নয়, কি শুনিতে কি শুনিয়াছি। অনেকক্ষণ কান খাড়া করিয়া রহিলাম, আর কিছুই শুনিলাম না। তখন নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

তাহার পর দুই তিন দিন কাটিয়া গিয়াছে। অনেক রাত্রে কাহার মৃদুহস্তস্পর্শে আবার ঘুম ভাঙ্গিল। হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে আর ভয়ের কোন কারণ রহিল না। শৈলবালা কম্পিতস্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন—“ওঠ ওঠ—ওপর ঘরে ভূত আসিয়াছে।”

শুনিয়া আমার বড় হাসি পাইল। বলিলাম—“ভূতকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলে নাকি?”

তিনি বলিলেন—“হাসি রাখ। উপরে ভারি শব্দ হইতেছে। সিঁড়ি দিয়া কে যেন ওঠা-নামা করিতেছিল। আমার গা কেমন করিতেছে।”

আমি সেই রাত্রির কথা স্মরণ করিলাম। ঠিক সেই সময়ে উপরে গুম্ গুম্ করিয়া শব্দ হইল। মনে কিঞ্চিৎ ভীতির সঞ্চার হইল। কিন্তু ভাবিলাম, ভয় পাওয়া উচিত নহে। আমি ভয় পাইয়াছি দেখিলে এই বাঙ্গালিনীর ত মূর্চ্ছা হইবে। সুতরাং সাহস করিয়া বলিলাম—“বেরাল-টেরাল আসিয়াছে বোধ হয়।”

স্ত্রী বলিলেন,—“তুমি কি পাগল হইলে? বেরালের পায়ের শব্দে কখনও গুম্ গুম্ করিয়া শব্দ হয়?”

আমি বলিলাম—“কুকুর ত হইতে পারে?”

“কুকুর কোথা দিয়া যাইবে?”

“সাহেবের কুকুর বোধ হয় সাহেব ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছেন।”

“সাহেবের ত কুকুর আসে নাই।”

মনে করিলাম—তাই ত! বলিলাম—“বোধ হয় চোর-টোর।”—গৃহিণী এ কথার প্রতিবাদ করিলেন না।

আমরা দুই জনে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম আর কোনও শব্দ শুনা গেল না। খোকা কাঁদিয় উঠিল। গৃহিণী চলিয়া গেলেন। তাহার পর কখ ঘুমাইয়া পড়িলাম, মনে নাই।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম, শৈলবালা চক্ষু রক্তবর্ণ। বলিলেন, সমস্ত রাত্রি ভয়ে তাঁহা ঘুম হয় নাই। আবার নাকি বেশী রাত্রেও দুইবা ঐরূপ শব্দ হইয়াছিল। আমি যে আর এক দিন ঐরূপ শব্দ শুনিয়াছিলাম, তাহা এখনও পর্য্যন্ত তাঁহাকে বলি নাই। এইবার বলিলাম। শুনিয়া তিনি অধিক ভীত হইলেন।

যথাসময়ে ছেলেরা আহার করিয়া স্কুলে গেল। আমি কাছারি গেলাম। মনটা কেমন চঞ্চল হইয়া রহিল। কাহারও কাছে এ কথা বলিলাম না। সহকর্ম্মীরা সকলেই জিজ্ঞাসা করিলেন—“অক্ষয় বাবু, আজ আপনার অসুখ করেছে নাকি?” একজনকে ঠাকুরদাদা বলি, তিনি ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—“কা’ল রাত্রে নাতবৌ ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বুঝি?” ইত্যাদি।

সে দিন একটু সকাল সকাল কাছারি বন্ধ হইল। পরদিন বক্‌রাইদের ছুটি। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, শৈলবালা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। ছেলেরা স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে জাগাইল। তাহারা খাবার খাইয়া খেলা করিতে গেল। আমরা পরামর্শ করিলাম, আজ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিয়া দেখিতে হইবে ব্যাপারটা কি।

সকাল সকাল বালক-বালিকাদিগকে খাওয়াইয়া তাহাদিগকে বিছানায় দেওয়া হইল। আমি ভাল আহার করিতে পারিলাম না। মনের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠা অমন করিয়া যাতিয়া বসিয়া থাকিলে কি খাওয়া যায়? আর শৈলবালা—তিনি ত নাম মাত্র আসনে বসিলেন।

দুইটা বাতি ঠিক করিয়া রাখিলাম। দিয়াশলাই রাখিলাম। গৃহিণীকে বলিলাম—“চল, আমরা ওঘরে গিয়ে কিছু পড়ি টড়ি গে।” আলোক সম্মুখে রাখিয়া গৃহিণী একখানি বাঙ্গালা বহি লইয়া পড়িতে লাগিলেন, আমি তামাক খাইতে খাইতে শুনিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার মন তখন উদ্‌ভ্রান্ত। কতক শুনি, আবার গল্পের সূত্র হারাইয়া ফেলি। এই

রকম করিয়া রাত্রি দশটা বাজিল। তখন আস্তে আস্তে হুট হুট করিয়া শব্দ আরম্ভ হইল। শৈলবালা বলিলেন—"ঐ দেখ।" বলিয়া বহি বন্ধ করিলেন। আমি তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম।

ক্রমে শব্দ বেশ স্পষ্ট আরম্ভ হইল। আমি বলিলাম—"আর কিছু নয়, উপরে চোর গিয়াছে।"

গৃহিণী বলিলেন—"চোর হইলে এক দিনে সব চুরি করিয়া লইয়া যাইত, রোজ আসিবে কেন? এ ভূত বই আর কিছু নয়।"

এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল এবং ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইল। আমি বলিলাম—"একবার কোন্ হ্যায় রে বলিয়া একটা হাঁক দিব?"

"হানি কি?"

আমি তখন উঠিয়া জানালার কাছে গেলাম। মুখ বাহির করিয়া, উপরের দিকে চাহিয়া বলিলাম—"কোন্ হ্যায় রে?" স্বরটা যেন বড় উচ্চ হইল না। পুনশ্চ সপ্তমে বলিলাম,—"কোন্—হ্যায় রে?"

কিন্তু শব্দ বন্ধ হইল না।

শৈলবালা বলিলেন—"ভূত তোমার ভয়ে ম'রে কাঠ হয়ে যাবে!"

কিছুক্ষণ পরে শব্দ বন্ধ হইল। আমি তখন সগর্ব্বে বলিলাম—"দেখ, ভূত না, চোর। এ চোর, তাতে কোন সন্দেহ নাই।"

গৃহিণী বলিলেন—"হায় হায়, সাহেবের সর্ব্বস্বটা চুরি ক'রে নিয়ে গেল গো!"

আমি বলিলাম—"দেখ, সে বেচারি আমাকে বিশ্বাস করিয়া জিনিষ-পত্রগুলি রাখিয়া গেল। আমি যদি জানিয়া শুনিয়া চোরকে সব চুরি করিয়া লইয়া যাইতে দিই, তবে নিতান্ত অধর্ম্ম হয়। আমি উপরে গিয়া চোর ধরি।"

প্রশ্ন হইল—"কেমন করিয়া যাইবে?"

চোর যেমন করিয়া গিয়াছে। সিঁড়ির দরজার তালা নিশ্চয় ভাঙ্গিয়াছে।"

"দুয়ার কি আর খুলিয়া রাখিয়াছে? চোর যদি হয়, নিশ্চয়ই ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়াছে।"

আমি বলিলাম—"দুয়ার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিব।"

গৃহিণী বলিলেন—"সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে কি আর তোমাকে ফিরিয়া পাইব? বুকে ছুরি বসাইয়া দিবে।"

আমি বলিলাম—"আমি ভুজালি হাতে করিয়া যাইব।"

গৃহিণী বলিলেন—"না, সে কখনই হইবে না। চোর নয়—চোর নয়।"

আ[illegible]ম—"যদি চোর না হয়, ভূ[illegible] হয়, তবে সি[illegible]র তালা যেমন তেমনি থাকিবে [illegible]তি কি?"

গৃহিণী কহিলেন—"এই [illegible]ত্রে! কা'ল সকালে গেলেই ত হইবে?"

আমি বলিলাম—"যদি চোরই হয়, তবে পুলিশ ডাকিতে পারিব। চাকরবাকরকে জাগাইব। সকালে চোর পলাইলে আর কি হইবে?"

শৈলবালা আমাকে তিন সত্য করাইয়া লইলেন, যদি চোরই হয়, তালা ভাঙ্গিয়াই থাকে, তবে আমি নিজে উপরে যাইব না। শেষে তাঁহার গা ছুঁইয়া শপথ করিতে হইল। যাইবার সময়—"আমার মাথা খাবে, আমার মরা মুখ দেখিবে" এই দুইটা দিব্যও প্রয়োগ করিয়া দিলেন। আমি লণ্ঠন লইয়া নীচে গেলাম। সদর দরজা খুলিয়া রাস্তায় নামিলাম। গলির ভিতর প্রবেশ করিয়া সিঁড়ির দরজায় উপস্থিত হইলাম। সাহেবের তালা যেমন তেমনই আছে। তাহাতে মাছিটিও বসিয়া পায়ের দাগ রাখিয়া যায় নাই।

এ পথ ব্যতীত উপরে যাইবার আর কোনই উপায় নাই। মানুষের ত নাই—ভূতের থাকিতে পারে—কিন্তু ভূত আমি বিশ্বাস করি না। অনেক ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। তবে কি মানুষ বেলুনযোগে আমার ছাদে অবতীর্ণ হইল? ইহা ত সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। পৃথিবীতে, অন্তত: আমাদের দেশে ত এরূপ বৈজ্ঞানিক চোরের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, উপরে গিয়া গৃহিণীকে বলিলাম—"তালা ত ঠিক আছে!"

তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আমি ত বলিয়াইছি।"

আমার "কোন্ হ্যায় রে" বলিয়া হাঁক দেওয়ার পর আধ ঘণ্টা আন্দাজ অতীত হইয়াছে। আবার শব্দ আরম্ভ হইল। আমরা পরস্পর পরস্পরের মুখের পানে চাহিলাম। গৃহিণী বলিলেন—"রাম রাম করিয়া আজিকার এ কালরাত্রি কাটিয়া যাক্—কালই সকালে তুমি অন্য বাড়ী ভাড়া কর, সেইখানে যাই। আমার এ ছেলেপিলের ঘরকন্না, কোথা থেকে হতচ্ছাড়া সাহেবকে আনিয়া জুটাইলে, বাড়ীটা ভূতের বাথান হইয়া দাঁড়াইল।"

আমি ত নীরব। ভূত—(ভূত না বলিয়া আর কি বলিব?) যেন উপরে এ ঘর ও ঘর করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পর যেন মনে হইল,

দুইটা ভূত। একটা এ ঘরের উপর, একটা ও ঘরের উপর। আমার স্ত্রীও ইহা লক্ষ্য করিলেন। বলিলেন,—"ঐ দেখ, একটা ছিল, দুটো ভূত হ'ল। সে হতভাগা মিন্‌সে কখনই সাহেব নয়। কোনও যাদুকর সাহেবের বেশ ধ'রে এসেছে। সেই কালো বাক্সগুলো ক'রে ভূত ভ'রে এনেছিল, তা কে জান্‌ত? মা গো মা, কি সর্ব্বনাশ হ'ল!"—বলিয়া তিনি চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

আমি ত মহা বিপদে পড়িলাম। কি বলিয়া স্ত্রীকে সান্ত্বনা করি? কি বলিয়া ভয় ভাঙ্গিয়া দিই? ঘড়ি দেখিলাম, তখনও বারোটা বাজিতে কয় মিনিট বাকী। শৈলবালা রামনাম জপ করিতে করিতে মেঝের উপর বসিয়া পড়িলেন।

আমি তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের বাড়ীটি চক্‌মিলান। যে বারান্দায় উপরে যাইবার সিঁড়ি-দরজা আছে, সে বারান্দার ঠিক বিপরীত দিকের বারান্দায় আমার শয়নঘর। আমি জানালা দিয়া ওদিকের বারান্দা সমস্তই দেখিতে পাইতেছিলাম। যখন ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিতে আরম্ভ করিল, তখন দেখিলাম, সিঁড়ির সেই দরজাটি আস্তে আস্তে খুলিয়া গেল। জ্যোৎস্না রাত্রি, কিন্তু সে সময়টা একটু মেঘ থাকাতে আলোক অল্প ছিল। সেই সামান্য আলোকে দেখিলাম, শ্বেতবস্ত্রাবৃত মনুষ্যমূর্ত্তির মত কি একটা সিঁড়ি হইতে বাহির হইয়া বারান্দা দিয়া ওদিকে চলিয়া গেল। দুই তিন মিনিট পরে আবার সেইটা ফিরিয়া আসিয়া সিঁড়ির দরজা অতি সন্তর্পণে বন্ধ করিয়া দিল। আমি শৈলবালাকে এ কথা বলা যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম না। কয়েক মিনিট অতিবাহিত হইলে পুনরায় দুয়ার খুলিয়া সেই শুভ্রবস্ত্রাবৃত মূর্ত্তি বাহির হইল। এই সময়ে আমার স্ত্রী আসিয়া আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনিও তাহা দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, "ও কি?" আমি বলিলাম—"ভূতই হউক, আর মানুষই হউক, ওই সে। আমি একবার দেখিব, উহা কি। আমার ভুজালি কৈ?" বলিয়া দেওয়াল হইতে ভুজালি পাড়িয়া লইলাম। স্ত্রী আসিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আমার হাত চাপিয়া ধরিলেন। আমি সবলে হাত ছাড়াইয়া এক লম্ফে ঘরের বাহিরে গেলাম। নিমেষের মধ্যে সিঁড়ির দুয়ারের কাছে উপস্থিত হইলাম। মেঘটা তখন অপসৃত হইল—জ্যোৎস্না প্রকাশ হইল। দেখিলাম, সিঁড়ির দরজার কাছে অনেকটা স্থান যেন রক্তমাখা। তেতলার উপর হইতে যেন কাহার কাতরাণিও শুনিতে পাইলাম। লিখিতে লজ্জা নাই, আতঙ্কে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠি[ল], মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল—মনে করিলা[ম], বীরত্বে কায নাই, পলাইয়া যাই। কিন্তু রহস্যে[র] উচ্ছেদ করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া, সা[হস] সংগ্রহ করিয়া, সিধা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলা[ম]। বজ্রমুষ্টিতে ভুজালি ধরিয়া, যেন সাক্ষাৎ শমনে[র] প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। চারি মিনিট অতী[ত] হইয়াছে। সেই সাদা ছায়াটা ধীরে ধীরে অগ্র[সর] হইতে লাগিল। মনে করিলাম, এই সম[য়] তৎক্ষণাৎ এক লম্ফে সেই মূর্ত্তির সম্মুখে গিয়া পড়ি[য়া] ভুজালি তুলিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিলাম—"[...] তুই বল্, নহিলে খুন করিব।" সেই মূর্ত্তি "M[y] God" বলিয়া পশ্চাতে সরিয়া গেল, তাহার প[র] অতি দ্রুতভাবে ইংরাজিতে বলিল—"আমি—[...] —আমি—বাবু;—আমি।" পরিচিত কণ্ঠস্বর নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, যাহাকে বাড়ী ভা[ড়া] দিয়াছি, সেই সাহেব!!

আমি তখন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছি। সেই সম[য়] উপর হইতে আবার সেই কাতরাণি শুনা গেল। বলিলাম—"সাহেব, তুমি খুন করিয়াছ?"

সাহেব বলিলেন—"আমি খুন করিব কেন? তুমিই আর একটু হইলে আমাকে খুন করিয়াছিলে।"

আমি পায়ের কাছে দেখাইয়া বলিলাম—"এ রক্ত কেন?"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন—"ও বুঝি রক্ত? ও তো জল। এই দেখ"—বলিয়া সাহেব একটি জলপূ[র্ণ] ছোট বালতী তুলিয়া ধরিলেন।

সাহেব বলিলেন—"এই নূতন সিমেণ্টের উপ[র] জল পড়িয়া জ্যোৎস্নায় রক্ত বলিয়া তোমার ভ্র[ম] হইয়াছিল।"

এই সময়ে আবার সেই কাতরাণি শুনা গেল। সাহেব বলিলেন—"বাবু, তুমি বিস্মিত হইয়াছ, ভয়[ও] পাইয়াছ। আমার স্ত্রী পীড়িতা—তাই ও কাতরাণি শব্দ। সকল কথা কা'ল সকালবেলা বলিব। আমি কোথাও যাই নাই। গাজীপুর যাওয়ার কথা ছলনা মাত্র। আমি দেনার জালায় এমন করিয়াছি।"

সাহেব চলিয়া গেলেন। আমি শয়ন-ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, শৈলবালা মূর্চ্ছিতা। অনেক কষ্টে মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইলাম। সমস্ত রাত্রি সেবা করিয়া তবে তাঁহাকে সুস্থ করি।

সকাল হইলে সাহেবের মুখে শুনিলাম, তিনি সেই রাত্রে আবার চুপে চুপে ফিরিয়া আসিয়াছেন

াঙ্গে একজন বন্ধু ছিল, সে ইহাদিগকে ভিতরে দিয়া চালা বন্ধ করিয়া চলিয়া যায়। সাহেবের নাকি মউানসিপ্যালিটিতে একটা চাকরী হইবে—হইলেই তনি অজ্ঞাতবাস হইতে বাহির হইবেন। পাছে ামরা জানিতে পারি, এই ভয়ে তাঁহারা দিনের বলায় চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া থাকিতেন। নেক রাত্রি হইলে রান্না-খাওয়া করিয়া লইতেন। ামাদের রান্নাঘরের পাশে যে চৌবাচ্চা আছে, তাহা ইতে জল লইয়া যাইতেন। শৈলবালা ত এ কথা শুনিয়া মহা খাপ্পা হইলেন, বলিলেন, না জানিয়া সাহেবের ছোঁয়া জল খাইয়া আমাদের সপরিবারের জাতি গিয়াছে।

যাহা হউক, আগামীবারের অর্দ্ধোদয় যোগের সময় তাঁহাকে এলাহাবাদে লইয়া গিয়া গঙ্গাস্নান করাইয়া আনিব, এরূপ আশা দিয়া ঠাণ্ডা রাখিয়াছি। ভাগ্যে আমার স্ত্রী জ্যোতিষ জানেন না! এই সে দিন অর্দ্ধোদয় যোগ হইয়া গিয়াছে, আপাততঃ দশ বারো বৎসরের মধ্যে আর তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

বেনামী চিঠি

প্রথম পরিচ্ছেদ

কত সামান্য তুচ্ছ ঘটনার মূলভিত্তির উপর কত বড় বড় ব্যাপারের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। কথিত আছে, কোনও দেশের রাজা মৃগয়া করিতে যাইবার মানসে ভৃত্যকে অশ্ব সজ্জিত করিতে আজ্ঞা দেন। ভৃত্য যখন এই কার্য্যে ব্যস্ত ছিল, তখন তাহার শিশুপুত্র আসিয়া মিঠাই খাইবার জন্য মহা আব্দার আরম্ভ করে। পিতা বিরক্ত হইয়া পুত্রকে চপেটাঘাত করিল, ইহাতে সেই ক্রুদ্ধ শিশু একটা বংশদণ্ড তুলিয়া পিতার পদে নিক্ষেপ করিল। আঘাতের যন্ত্রণায় ও মনের বিরক্তিতে ভৃত্য ভাল করিয়া জিন কষিতে পারিল না। এই ক্রটিবশতঃ মৃগয়াকালে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গিয়া রাজার মৃত্যু হয়। পরবর্ত্তী রাজাটি ভয়ানক অত্যাচারী হইল। দেশসুদ্ধ লোক তাহার কুশাসনে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। অবশেষে একটা ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উপস্থিত হইল, সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল, শত শত গৃহ দগ্ধ হইয়া গেল,— এক কথায়, রাজ্যটা লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। এখন, এত বড় একটা ব্যাপারের মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে, সেই সহিসপুত্রের সন্দেশ খাইবার লোভে আসিয়া পৌঁছিতে হয়!—আমাদের এই আখ্যায়িকা-টিতেও একটি সামান্য ঘটনায় একটি বৃহৎ ফল ফলিয়াছিল। বুদ্ধিহীনা বালিকার লিখিত একখানি দুই তিন ছত্র বেনামী চিঠিতে, একটি মনুষ্যজীবনের গতি আশ্চর্য্যরূপে ভিন্নদিকে ধাবিত হইয়াছিল। যাহা হউক, এখন গল্প আরম্ভ করি।

আজ প্রায় দুই বৎসর হইল, রামসুন্দরের বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু অহো দুর্ভাগ্য!—সে এখন পর্য্যন্ত একটিবারও শ্বশুরবাড়ী যাইতে পাইল না। সে যখন বি-এ শ্রেণীর ছাত্র, তখন তাহার বিবাহ হয়। তখন পরীক্ষা সন্নিকট বলিয়া "যোড়ে" শ্বশুরবাড়ী যাওয়া হয় নাই। বিবাহের কিছুদিন পরে, তাহার শ্বশুর সপরিবারে নিজ কর্ম্মস্থান এলাহাবাদে ফিরিয়া যান। জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে যথাসময়ে নিমন্ত্রণ আসিল। সে বৎসর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দারুণ গ্রীষ্ম;—কলেরা ও বসন্ত সেই দিকটাতেই নিজেদের দিগ্বিজয়ের শিবির স্থাপনা করিয়াছিল। সংবাদপত্রের স্তম্ভ হইতে এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া রামসুন্দরের পিতা পুত্রকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইতে আপত্তি করিলেন। তাহার পর পূজার ছুটীর সময় আবার যথারীতি নিমন্ত্রণ আসিল। কিন্তু রামসুন্দর জ্বরে পড়িল, যাওয়া হইল না। জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাইষষ্ঠীর দিন আবার নিকটে আসিতে লাগিল। এবার রামসুন্দর যাইবেই। এবার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বেশ বৃষ্টি হইতেছে; কোনও প্রকার রোগের উপদ্রব নাই। এবার আর রামসুন্দরের আশালতা পুষ্পিত হইতে বাকী থাকিবে না। কলিকাতা হইতে আসিবার সময় সে একখানা 'টাইমটেবিল' সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। সেই টাইমটেবিলখানি এখন তাহার "বেদ"—অথবা একালের এঁচোড়ে পাকা ছেলেদের "গীতা" হইয়া দাঁড়াইল। রাত্রি দশটার সময় হুগলীতে গাড়ী চড়িতে হইবে। ছাড়িবার পূর্ব্বে, "অমুক সময়ে পৌঁছিতেছি" বলিয়া এলাহাবাদে একখানা টেলিগ্রাম পাঠাইতে হইবে। তাহার পর গাড়ীতে উঠিয়া উপরের বক্ষে বিছানা পাতিয়া নিদ্রা;—নিদ্রা হইবে কি? গ্রীষ্মকালের রাত্রে রেলপথে ভ্রমণ কি আরামদায়ক! কি সুন্দর শীতল বায়ু! তাহার উপর রজনী যদি চন্দ্রালোকিত হয়!—মোকামায় গিয়া প্রভাত হইবে, তখন এক পেয়ালা গরম গরম চা। নিশ্চয়ই খুব আরাম হইবে। বেলা দুইটার সময় এলাহাবাদে পৌঁছান যাইবে।—ইত্যাদি প্রকারে রামসুন্দর মিস্ত্রী কল্পনার মালমসলায় আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে ব্যস্ত রহিল। কিন্তু হরি হরি, সব পণ্ড হইয়া গেল! যাত্রার অবধারিত দিনের কিয়ৎপূর্ব্বে রামসুন্দরের মাতার ভয়ানক জ্বর!—আর যাওয়া হইল না। আমরা রামসুন্দরের প্রতি অবিচার করিব না। সে এমন কথা ভাবে নাই, আমি যাত্রা করিলে পর তখন মা'র জ্বর হইল না কেন? অথবা আমার যাত্রা করিবার দিন আরও কিছু পূর্ব্বে ধার্য্য হয় নাই কেন —সে প্রাণপণে জননীদেবীর সেবা করিল। শ্বশুরবাড়ী যাওয়া হইল না, ইহার দরুণ কোনও ক্ষোভ কোনও অসন্তোষ তাহার মনে স্থান পাইল না। রামসুন্দরের মাতা আরোগ্যলাভ করিলেন। গ্রীষ্মাবকাশ ফুরাইয়া আসিল। এখন রামসুন্দর আই

পড়িতেছিল, বাক্স বিছানা পুস্তকাদির তল্পী বাঁধিয়া পুনরায় কলিকাতা যাত্রা করিল।

কলেজে তাহার সহপাঠী বিবাহিত বন্ধুরা আসিয়া নিজের নিজের শ্বশুরবাড়ীর গল্প ফাঁদিল। রামসুন্দর তাহাদের গল্পে নিজের কোনও অভিজ্ঞতা যোগ করিতে পারিল না। মাঝে মাঝে বিদ্রূপের বাণ আসিয়া তাহার মস্তকে পড়িতে লাগিল। সে মুখটি চূণ করিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত ছুরীর অগ্রভাগ দিয়া পেন্সিলের মস্তকে নিজ নামের আদ্যক্ষরটি ক্ষোদিত করিয়া সময় কাটাইল।

এ বৎসর রামসুন্দরের আইন পরীক্ষা। পূজার ছুটীর পূর্ব্বে বাড়ীতে লিখিয়া পাঠাইল, "পরীক্ষা নিকট, পড়াশুনার চাপ অত্যন্ত অধিক, এবার বাড়ী যাইব না।" রামসুন্দরের জননী ইহাতে প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে আপত্তি টিকিল না। ছুটীতে রামসুন্দরের মেসের বাসার সকলে স্ব স্ব গৃহে গমন করিল; রামসুন্দর একা হইয়া পড়াশুনা করিতে লাগিল। দুইচারিদিন এইরূপে কাটিলে, একদিন ভোরের বেলায় নিদ্রাভঙ্গের পর বিছানায় পড়িয়া হঠাৎ তাহার মস্তকে একটা মৎলবের আবির্ভাব হইল, একবার এই ফাঁকে এলাহাবাদ সহরটা দেখিয়া আসিলে হয় না?—সে দিন প্রভাতে আর তাহার পড়াশুনা কিছুই হইল না। কেবল "যাব কি যাব না"—এই ভাবনায় মগ্ন রহিল। অবশেষে যাইবার পরামর্শই স্থির করিল। আহারান্তে বাজারে বাহির হইয়া স্ত্রীর জন্য নানাপ্রকার সাবান, চিরুণী, এসেন্স, সুগন্ধি তৈল, লতা-পাতা-ফুল-আঁকা চিঠির কাগজ ও খাম, দুই একখানি গল্পের ও কবিতার বহি এবং আরও কত কি সব আমাদের স্মরণ নাই—ক্রয় করিল। সন্ধ্যার পর হাওড়ায় গিয়া যাত্রা করিবার সংবাদ এলাহাবাদে টেলিগ্রাম্ করিয়া ডাকগাড়ীতে আরোহণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যথাসময়ে রামসুন্দর এলাহাবাদে পৌঁছিয়াছে। তাহার শ্বশুর স্বয়ং ষ্টেশনে আসিয়া সাদর সম্ভাষণে প্রাণাধিক জামাতাকে গৃহে লইয়া গিয়াছেন। রামসুন্দরের শ্বশুরের নাম নিমাই বাবু। সে-কালের অনেক লোকে নিজ নাম অদ্ভুত রকমে ইংরাজিতে বানান করিয়া থাকেন;—ইনিও নিজের নাম Nemye Loll এইরূপ লিখিতেন। নিমাই বাবু বাল্যকালে মিশনারীর স্কুলে পড়িতেন, কিঞ্চিৎ সাহেবী ধরণের লোক। ষ্টেশনে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া রামসুন্দর হ্যাটকোটধারী শ্বশুরকে প্রথমে চিনিতেই পারে নাই, বিবাহের রাত্রে তাঁহাকে নামাবলী গায়ে দিয়া কন্যা সম্প্রদান করিতে দেখিয়াছিল কি না! তাহার পর চিনিতে পারিয়া যখন তাঁহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইল, তখন তিনি তাহাকে বাধা দিয়া শেক্‌হাণ্ড করিলেন। নিমাই বাবু ইংলিশ ডিনারের ভয়ানক পক্ষপাতী, মোগল-ডিষগুলির প্রতিও তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ অল্প ছিল না! কিন্তু তাঁহার সাহেবিয়ানা বন্ধুসমাজে ও বৈঠকখানায়; অন্তঃপুরে তাহা মোটেই প্রশ্রয় পাইত না। সেখানে তিনি যতক্ষণ থাকিতেন, "জুজুটি" হইয়া থাকিতেন।

রামসুন্দর নূতন শ্বশুরবাড়ী আসিয়া খুব আমোদে দিন কাটাইতেছে। তাহার স্ত্রীর কোনও সহোদর বা সহোদরা ছিল না; কিন্তু খুড়তুতো ও পিসতুতো একটি দুইটি তিনটি শ্যালিকা-রত্ন সমস্ত দিন তাহাকে খেলার পুতুল করিয়া তুলিল। এই তিনটির মধ্যে বড়টির সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছিল, অপর দুইটির মধ্যে একটির দুধে দাঁত ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছিল, অন্যটির মাথায় একগাছিও চুল ছিল না। সম্প্রতি রোগশয্যা হইতে উঠিয়া তাহার এ বিপত্তি ঘটিয়াছিল। রামসুন্দরের বড় শ্যালিকাটি চিরদিনই বাঙ্গালা দেশের বাহিরে—তথাপি তাহার সংবাদ পাইতে বাকী ছিল না যে, ভগ্নীপতির সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা করিতে হয়। অতএব সে এই কর্ত্তব্যভার স্বীয় মস্তকে গ্রহণ করিতে নিমেষমাত্র কালবিলম্ব করিল না। ছোট বোন্ দুইটিকে লইয়া সে একটি ফৌজ গঠন করিয়া, রামসুন্দরের ভগ্নীপতিত্বদুর্গে অবিশ্রান্তভাবে আক্রমণ আরম্ভ করিল। পাণের ভিতর সুপারির পরিবর্ত্তে কয়লার গুঁড়া ভরিয়া দিয়া, জলের গেলাসে লবণ মিশাইয়া দিয়া, আলতা গুলিয়া চা করিয়া দিয়া, রুমালে বাঁধা পোর্টমেণ্টোর চাবি হরণ করিয়া লইয়া, এমন কি, জুতা একপাটি পর্য্যন্ত লুকাইয়া রাখিয়া রামসুন্দরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। পরিবারস্থা একটি সুরসিকা, পরিচিত তাবৎ দম্পতির নামে ছড়া বাঁধিয়াছিলেন;—রামসুন্দর ও তাহার পত্নীর নামেও বাঁধিয়াছিলেন। সেই ছড়াটি তিনজনে সমস্বরে আবৃত্তি করিয়া কিছুতেই ক্লান্তি মানিল না। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থ সেই ছড়াটি এখানে বলিতেছি।

বেল ফুলের গড়ে মালা
রামসুন্দরের সুরবালা।

এই কবিনীর অন্যান্য কবিতায় তাঁহার আরও অদ্ভুত রচনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। জগতের হিতার্থ তাহার দুই একটির নমুনা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

১। আমার কি হৈল
অক্ষয়ের শৈল।
২। আমি কি হয়েছি কালা (!)
যতীশের নগেন্দ্রবালা।

এইরূপে জ্বালাতন হইয়া, রামসুন্দর তাহার বড় শ্যালীটিকে বিরক্ত করিবার এক অভিনব উপায় অকস্মাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। এই বালিকাটির নাম চিরদিনই ডেমি ছিল, কিন্তু বিবাহের পর হইতে সে হঠাৎ ইন্দুবালা হইয়া গিয়াছে। এই নূতন নাম পুরাতন মেয়েটিকে মানাইয়া লইবার জন্য বাড়ীর লোকেরা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সর্ব্বদাই তাহাকে ইন্দুবালা বলিয়া ডাকেন। রামসুন্দর তাহাকে দুই একবার ডেমি বলিয়া ডাকিল, তাহাতে ইন্দুবালা কিঞ্চিৎ ক্রোধের সহিত আপত্তি জানাইল। রামসুন্দর আর ছাড়িবে কেন? সে তাহাকে ক্রমাগত ডেমি বলিতে লাগিল। ইহাতে সেই দাঁত-পড়া মেয়েটির পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল; সে এবং তাহার অনুকরণে ছোট মেয়েটি "ডেমি ড্যামডেমি" এই পুরাতন বিস্মৃতপ্রায় খ্যাপানটি সুর করিয়া উচ্চস্বরে বলিতে বলিতে বাহু তুলিয়া তাণ্ডব-নৃত্য আরম্ভ করিল। "কণ্টকেনৈব কণ্টকং" এই নীতিবাক্যের সার্থকতা দেখিয়া রামসুন্দর মনে মনে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিল। ইন্দুবালা প্রথম প্রথম অন্তঃপুরে গিয়া নালিশ করিতে লাগিল। কিন্তু তত্রস্থ ধর্ম্মাধিকরণেরা হাসিয়া এই মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিতে লাগিলেন। ইহাতে বালিকার অভিমান অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সে কাঁদিয়া ফেলিল, তাহাতে রামসুন্দর কিছু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল।

সে দিন গেল। পরদিন আবার এই অভিনয়ের সূত্রপাত হইল। আর কিন্তু ডেমি অন্তঃপুরে নালিশ করিতে গেল না। সে কিছুদিন পূর্ব্বে একখানি গল্পের বহিতে পড়িয়াছিল, কোনও লোক তাহার শ্বশুরবাড়ীতে অবস্থান করিতে করিতে বিলাত পলাইয়া যাইবার আয়োজন করে। তাহার পিতা মাতা ইহা জানিতে পারিয়া সময়মত আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করেন। এই ঘটনা উপলক্ষে জামাই বাবুর নাকালের শেষ থাকে নাই। ইন্দুবালা ভাবিয়া চিন্তিয়া ঘরে খিল বন্ধ করিয়া এক টুকরা কাগজে বামহস্তে লিখিল:—

"তোমার ছেলে বিলাত পলাইয়া যাইবার আয়োজন করিয়াছে, সাবধান।"

এই কাগজখানি খামে ভরিয়া, রামসুন্দরের পিতার নামে ঠিকানা দিয়া দাসীহস্তে ডাকঘরে পাঠাইয়া দিল। পত্র তৃতীয় দিবসে বেলা দশটার সময় রামসুন্দরের পিতার হস্তগত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রামসুন্দরের পিতার নাম হরিবল্লভ বাবু। লোকটি সম্পূর্ণ সে কালেরও নহেন, এ কালেরও নহেন। সামান্য ইংরাজি জানেন। বয়স পঞ্চাশ। পূর্ব্বে কোথাকার নীলকুঠীতে চাকরি করিতেন শুনা যায়, সে কার্য্যটিতে তাঁহার বেশ 'দু পয়সা' আয় ছিল। এই 'দু পয়সা' সম্বন্ধীয় কি গোলযোগে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কর্ম্মত্যাগ করিতে হয়। এখন বাড়ীতে বসিয়া বিষয়-কর্ম্ম দেখিতেছেন। পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত জমিদারী সম্পত্তির আয় হইতে সংসারটি বেশ চলিয়া যায় এবং "কোম্পানির" কাগজের সংখ্যা প্রতি বৎসর বৃদ্ধিই হইতে থাকে।

হরিবল্লভ বাবু বৈঠকখানার ঘরে বসিয়া ঘোষেদের কন্যা-বিবাহের একটা ফর্দ্দ করিয়া দিতেছিলেন এমন সময় উল্লিখিত পত্রখানি তাঁহার হাতে পৌঁছিল। খুলিয়া পাঠ করিয়া, তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া এ সংবাদ গৃহিণীকে অবগত করাইলেন। তিনি ও ইহা শুনিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পাড়াময় এ কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। প্রতিবেশী, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন অনেকগুলি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই বৃদ্ধকে পরামর্শ দিলেন, আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করা উচিত নহে, কলিকাতায় গিয়া, যাহাতে ছেলেকে পাওয়া যায়, সেই চেষ্টা করিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ পাল্কীর বেহারা ডাকিতে লোক ছুটিল। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত প্রস্তুত। রামসুন্দরের পিতা অস্নাত ও অভুক্ত অবস্থাতেই যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। পাড়ার ভদ্রলোকদের অনুরোধে তাহা আর হইতে পাইল না। হরিবল্লভবাবু গৃহদেবতাকে সজলনেত্রে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। গৃহিণী বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, যদি মা কালী মা দুর্গার ইচ্ছায় এখনও সে বিলাত

না গিয়া থাকে, তবে যেন তাহাকে বাড়ীতে আনা হয়; আর ছাই ইংরাজী পড়িয়া কাজ নাই, বামুনের ছেলে ঠাকুরপূজা করিয়া খাইবে।

হরিবল্লভ বাবু কলিকাতায় পৌছিয়া রামসুন্দরের বাসা খুঁজিয়া বাহির করিলেন। দরজায় চাবি বন্ধ। পাশে একটি মুসলমান দোকানদার ছিল, সে বলিল, ছুটীতে সব বাবুরাই চলিয়া গিয়াছেন, কেবল একটি বাবু ছিলেন, কয়দিন হইতে তাঁহাকেও দেখিতে পাইতেছি না।

বৃদ্ধ হরিবল্লভের দুই চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। ছেলে যে বিলাত গিয়াছে, এ বিষয়ে আর তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এমনটা যে হইবে, তাহা কি তিনি কখন স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন? এতকাল বুকের রক্ত দিয়া যাহাকে পোষণ করিয়াছেন, সে তাঁহার এই বৃদ্ধ দশায় বুকে শেল মারিয়া বিলাত চলিয়া গেল? ভাবিলেন—আর কি সে বাঁচিয়া থাকিয়া ফিরিয়া আসিবে? যদি ফিরিয়া আসে, তবে জাতিচ্যুত, সমাজচ্যুত হইয়া আসিবে, তাহাকে আর ঘরে রাখিতে পারিব না—শ্রাদ্ধের পর্য্যন্ত সে অধিকারী থাকিবে না। হয় ত একটা খৃষ্টানীকে বিবাহ করিয়া আনিবে;—এমনও ত অনেক লোকে করিয়াছে। সকলই ইংরাজি শিক্ষার দোষ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ভাবিলেন, রামসুন্দর যখন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, সেই সময় গ্রামের স্কুলে যে মাষ্টারিটি জুটিয়াছিল, তাহা করিতে দিলে কলিকাতায় আসিয়া কুসঙ্গে পড়িয়া ছেলেটি খারাপ হইত না। বাসার দরজার বাহিরে দুই ধারে যে ইষ্টক-নির্ম্মিত দুইটি বসিবার স্থান আছে, সেইখানে বসিয়া বৃদ্ধ ব্যথিতমনে এই সমস্ত চিন্তা ও অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তখন উঠিয়া ধীরপদে আশ্রয়ের সন্ধানে বাহির হইলেন। তাঁহার এক বাল্যসখা জীবনকৃষ্ণ বাবু হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন, বাসা বাগবাজারে, তাঁহারই কাছে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর অনেককালের পর সাক্ষাৎ হইল। পরস্পর কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার পর, হরিবল্লভবাবু নিজের বিপদের সমস্ত কাহিনী আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন। জীবনকৃষ্ণ বাবু সমস্ত শুনিয়া নীরবে কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। পরে বলিলেন—"আচ্ছা, বিলাত যে গেল, টাকা পাইল কোথায়?" হরিবল্লভ বলিলেন—"টাকা কোথায় পাইল, তাহা ত আমিও কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" জীবনকৃষ্ণ বাবু বলিলেন—"বিলাত যাওয়া ত মুখের কথা নহে, বিস্তর টাকার প্রয়োজন। তা ছাড়া, সেখানে ত অবশ্য পড়িতে গিয়াছে, সেখানে তাহার খরচ যোগাইবে কে?"—এই কথাটা শুনিয়া হরিবল্লভবাবু যেন কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। তখন তাঁহার মনে হইল, ইহার ভিতর নিশ্চয়ই কিছু গোলযোগ আছে। পকেট হইতে বেনামী চিঠিখানি বাহির করিয়া, জীবনকৃষ্ণ বাবুর হাতে দিলেন। জীবনকৃষ্ণ বাবু পত্রখানি টেবিলের উপর রাখিয়া, দেরাজ হইতে চশমাটি বাহির করিলেন। বাতিটা একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, চশমাটি সাবরের চামড়ায় বেশ করিয়া মুছিলেন। চশমা পরিয়া উকীলোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত পত্রখানি অত্যন্ত সাবধানে পাঠ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ হাতের লেখা কার, তাহা তুমি কিছু আন্দাজ করিতে পার? অবশ্য বাম হাতের লেখা।"—হরিবল্লভ বাবু "না।" উত্তরসূচক শিরশ্চালন করিলেন। আরও কিছুক্ষণ গেল। জীবনকৃষ্ণ বাবু বলিলেন—"ছেলের বিবাহ দিয়াছিলে এলাহাবাদে না?"—হরিবল্লভ বাবু বলিলেন—"হাঁ। কেন বল দেখি?"—জীবন বাবু উত্তর করিলেন, "পত্র এলাহাবাদ হইতে আসিয়াছে। এই দেখ এলাহাবাদের ছাপ রহিয়াছে।" হরিবল্লভ বাবু সাগ্রহে বলিলেন—"তবে ত সে নিশ্চয়ই এলাহাবাদে গিয়াছে।"

জীবন বাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"শুন। হয় ত এ চিঠির কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। কোনও লোকের দুষ্টামি। কিন্তু তথাপি রামসুন্দর হঠাৎ বাসা ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হইয়া কোথায় চলিয়া গেল, তাহার মীমাংসা হয় না। নহে ত, সে বিলাত যাইবার বাস্তবিকই আয়োজন করিয়াছে। পত্রে এ কথা বৌমাকে লিখিয়া থাকিতে পারে। কিম্বা হয় ত এই মুহূর্ত্তে সে এলাহাবাদেই অবস্থান করিতেছে।"

হরিবল্লভবাবু প্রস্তাব করিলেন,—"তবে এলাহাবাদে টেলিগ্রাফ করিয়া দিই, যাহাতে সে না যাইতে পারে।" জীবনবাবু বলিলেন,—"পূর্ব্বে সংবাদ লওয়ার প্রয়োজন, সে এলাহাবাদে আছে কি না?"

হরিবল্লভবাবু ইহাই উচিত বিবেচনা করিলেন। বলিলেন—"যদি এলাহাবাদে থাকে, তবে আবার টেলিগ্রাফ করিয়া দিব, যাহাতে বিলাত না যাইতে পারে, এবং কল্যকার ডাকগাড়ীতে আমি স্বয়ং এলাহাবাদে গিয়া ছেলেকে ফিরাইয়া আনিব।"

তৎক্ষণাৎ নিমাই বাবুকে আর্জ্জেণ্ট টেলিগ্রাম্

প্রেরিত হইল—"রামসুন্দর ওখানে আছে কি না এবং কেমন আছে ?"

জীবনকৃষ্ণ বাবু বলিলেন—"যদি সে বাস্তবিকই বিলাত যাইবার ইচ্ছা করিয়া থাকে, তবে পথের মাঝে এলাহাবাদ, ওখানে না হইয়া কখনই যাইবে না। আজকালকার ছেলে কি না!—যদি এখনও না গিয়া থাকে, তবে আবার টেলিগ্রাফ করিয়া এলাহাবাদে তাহাকে আটক করান যাইবে। আর যদি কোনও উপায়ে জাহাজের ভাড়া সংগ্রহ করিয়া যাত্রা করিয়া থাকে, তবে তাহার পড়িবার খরচ তোমাকে যোগাইতেই হইবে। অদৃষ্টে থাকে ত ছেলেটা মানুষ হইয়া আসিবে।"

তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। জীবনকৃষ্ণ বাবুর বারংবার অনুরোধে হরিবল্লভ বাবু হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া সন্ধ্যার্চ্চনায় মনোনিবেশ করিলেন।

আহারাদি শেষ হইতে এগারোটা বাজিয়া গেল। এই সময়ে এলাহাবাদ হইতে উত্তর আসিল—"রামসুন্দর এখানে আছে। ভাল আছে।"

বৃদ্ধ হরিবল্লভ এ সংবাদ পাইয়া আনন্দের অশ্রুধারা রোধ করিতে পারিলেন না। জীবন বাবুর হাতটি ধরিয়া বলিলেন—"ভাই, তুমি আমার প্রাণদান দিলে। আজ আমার যে উপকার করিলে, তাহা আমি এ জন্মে বিস্মৃত হইতে পারিব না। ঈশ্বর তোমাকে ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর করুন।"

জীবন বাবু হাসিয়া বলিলেন—"আমি আর তোমার উপকারটা কি করিলাম ?" হরিবল্লভ বলিলেন,—"বিলক্ষণ! তুমি না পরামর্শ দিলে ও সব বুদ্ধি কি আমার পাড়াগেঁয়ে মাথায় প্রবেশ করিত ?"

তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয়বার এলাহাবাদে আর্জ্জেণ্ট টেলিগ্রাম্ প্রেরিত হইল—"রামসুন্দর বিলাত পলাইবার আয়োজন করিয়াছে। তাহাকে আটক কর। আমি আসিতেছি।"

ইহার পর দুই বন্ধু রাত্রের মত পরস্পরের নিকট বিদায় লইয়া শয্যাশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মানসিক উৎকণ্ঠাবশতঃ সমস্ত রাত্রি হরিবল্লভ বাবুর নিদ্রা হইল না বলিলেই হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরদিনের প্রভাতটি বড় সুন্দর হইয়া এলাহাবাদ সহরে দেখা দিয়াছে। পূর্ব্বদিনের মেঘ ও বৃষ্টি একেবারে অন্তর্হিত। রামসুন্দর প্রাতর্ভ্রমণের পর ফিরিল। তখন বেলা ৭টা হইবে। বৈঠকখানার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার শ্বশুর মহাশয় সেই মাত্র চা-পান শেষ করিয়া আরামকেদারায় বসিয়া চুরুট সেবা করিতেছেন এবং একখানি সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন।

রামসুন্দর তাঁহার কাছের চেয়ারখানিতে উপবেশন করিল। জামাতাকে দেখিয়া নিমাই বাবু সংবাদপত্রখানি টেবিলে রাখিয়া দিলেন। নেত্রলগ্ন চশমাটি ঠিক করিয়া, চুরুটটি দন্তে দংশন করিয়া, ইংরাজি ভাষায় বলিলেন—"তুমি বিলাত যাইবার ইচ্ছা করিয়াছ ? বেশ ত—অতি উত্তম কথা।"

রামসুন্দর ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বোকার মত চাহিয়া রহিল।

নিমাই বাবু স্বীয় জামাতার ভাবী পদগৌরব কল্পনায় সূচিত করিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, এবং সেই উচ্ছ্বাসে কেবল ইংরাজি কথাই বলিতে লাগিলেন। আমরা তাহার বঙ্গানুবাদগুলিই নিয়ে প্রকাশ করিলাম।

জামাতাকে নিরুত্তর দেখিয়া নিমাইবাবু বলিলেন—"আমার কাছে আর লুকাও কেন? আমি সকলই জানিতে পারিয়াছি। তুমি যে বিলাত যাইবার কল্পনা করিয়াছ, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তুমি খরচের কি বন্দোবস্ত করিয়াছ, জানি না, হয় ত বিলাতে পৌছিয়া পিতাকে সংবাদ দিলে, তিনি খরচ না দিয়া থাকিতে পারিবেন না, ইহাই ভাবিয়াছ। এইরূপ কেহ কেহ করিয়াছে শুনিতে পাই। তোমার পিতা দায়ে পড়িয়া তোমাকে খরচ যোগাইবেন সত্য, কিন্তু তোমার আচরণে তিনি দুঃখিত ও রুষ্ট হইবেন। তাহাতে কাজ নাই। আমিই তোমার সমস্ত খরচের ভার লইলাম।"

রামসুন্দর এ সমস্ত কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। আকাশ-পাতাল ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। প্রথমে মনে হইয়াছিল, শ্বশুর বুঝি পরিহাস করিতেছেন। কিন্তু বিশেষ মনোযোগ দিয়া দেখিয়া তাঁহার মুখে, কথাবার্ত্তার ভঙ্গিতে সে ভাবের কণিকামাত্রও লক্ষিত হইল না। উত্তরে সে যে কি বলিবে, ঠিক করিতে পারিল না। নিমাই বাবু উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—

"তোমরা নব্যসম্প্রদায়েরা শ্বশুরের টাকা লইতে নিতান্ত নারাজ, আমি তাহা জানি। আমাদের সময়ে এরূপ ছিল না। আমার শ্বশুর মহাশয়ই ত আমাকে

...ইয়া পরাইয়া, লেখা-পড়া শিখাইয়া চাকরি ...রিয়া দিয়াছিলেন, তিনি তাহা না করিলে আমি ...দিন কোথায় থাকিতাম? আমার একটিমাত্র ...। আমার যাহা কিছু আছে, তাহা ভবিষ্যতে ...মার হইবে। তুমি তোমার নিজের টাকায় ...তের ব্যয় নির্ব্বাহ কর। আজকাল যে দিন-...য় পড়িয়াছে, তাহাতে এখানে থাকিয়া আর ...ছুই হয় না। সুতরাং মনে কোনও দ্বিভাব ...রিও না।"

তখন রামসুন্দর মনে করিল, "বাঃ, এ ত দেখি-...ছি ব্যাপার মন্দ নয়! শ্বশুরের অর্থে যদি একটা ...কেষ্টবিষ্টু' হইয়া আসিতে পারা যায়, তবে সে ...যোগ ছাড়ে, এমন হস্তিমূর্খ কে আছে?"

প্রকাশ্যে সাহস করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল—...আমি বিলাত যাইব, আপনি কেমন করিয়া ...নিলেন?"

নিমাইবাবু পকেট হইতে টেলিগ্রাম দুইখানি ...হির করিয়া, হাসিতে হাসিতে রামসুন্দরের হাতে ...লেন। রামসুন্দর সে দুইটি আদ্যোপান্ত নিরীক্ষণ ...রিয়া ভাবিল—"আর কিছুই নয়, বাবা কোনও ...র্য্য উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া আমাকে দেখিতে ...ন নাই। অনুসন্ধান করিয়াছেন, কেহ তাঁহাকে ...থ্যা কথা বলিয়া একটু মজা দেখিতেছে। বাল্য-...ল হইতে আমার বিলাত যাইবার ঝোঁক, ইহা ...নি অবগত আছেন, এই জন্য এ কথা সহজেই ...শ্বাস হইয়াছে। যাহা হউক, তিনি নিশ্চয়ই ...মাকে ধরিতে আসিবেন। সুতরাং আর কাল-...ম্ব করা উচিত নহে।" শ্বশুরকে বলিল—"বাবা ...তে রাগ করিবেন, মা কাঁদিবেন, এমন কাজ করা ...আমার উচিত?"

নিমাইবাবু একটু যেন উত্তেজিতস্বরে বলিলেন—...কান্ পিতা কোন্ সন্তানের উপর রাগ না করেন? ...র কান্না ত স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক ধর্ম্মই। তোমার ...া এখানে আসিলে আমি তাঁহাকে ভাল করিয়া ...ইয়া বলিব। বলিব, আমিই তোমাকে ...ঠাইয়াছি, তোমার ইহাতে কোন দোষ নাই। ...ং প্রথমে তুমি অসম্মত ছিলে। আর তাঁহার সহিত ...বালাকে পাঠাইয়া দিব। তোমার মা বধূকে ...ইয়া পুত্রবিচ্ছেদশোকে সান্ত্বনা লাভ করিবেন। ...ন তুমি মনে ভাবিতেছ, এ কাজ গর্হিত নয়, ইহার ...বী ফল সর্ব্বাংশে শুভই হইবে, তখন একটু আধটু ...বিধা ও সেন্‌টিমেন্টালিটির জন্য কাজ হারান ...স্ত বোকামি।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, অল্প হাসির ভূমিকার সহিত বলিলেন—"আর তোমার উপর তোমার সে পিতার অপেক্ষা, আমার অধিকার বেশী—কারণ, আমি হইলাম ফাদারইন্-ল,—আমিই তোমার আইনসঙ্গত পিতা।" এই বলিয়া তিনি হোঃ—ওহ—ওহ করিয়া উচ্চহাস্য করিলেন, এবং নির্ব্বাপিত চুরুটটি পুনর্ব্বার প্রজ্বালিত করিয়া স্বচ্ছন্দমনে সতেজে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

সেই দিন বৈকালে দুই তিন ঘণ্টাকাল রামসুন্দর শ্বশুরের সহিত দোকানে দোকানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পোষাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিল। সন্ধ্যার পর এক পরিচিত সাহেব ব্যারিষ্টারের নিকট নিমাইবাবু তাহাকে লইয়া গেলেন। তাঁহার কাছে বিলাতে বাস করা সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ এবং কয়েকখানি পরিচয়-পত্র পাওয়া গেল। জাহাজে স্থান রাখিবার জন্য বোম্বায়ে টেলিগ্রাফ করা হইল। সেই দিন রাত্রেই তিনটার ট্রেণে রামসুন্দর সাহেব সাজিয়া যাত্রা করিল।

কোনওরূপ বিদ্রোহাশঙ্কায় এই সংবাদ অন্তঃপুরে প্রচারিত হইল না। নিমাইবাবু গৃহিণীকে বড় ভয় করিতেন। মেয়েরা জানিল, রামসুন্দর কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছে। কিন্তু পরদিনই হরিবল্লভ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সকল কথা ফাঁস হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণের জন্য অন্তঃপুরে কোলাহল উত্থিত হইল। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, ইন্দুবালা এই ব্যাপারসম্বন্ধে একটি কথাও বলে নাই।

সুখের বিষয়, হরিবল্লভ বাবুকে ঠাণ্ডা করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। বেহাই তাঁহার পুত্রের জন্য অত টাকা খরচ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, বেহাইয়ের উপর রাগ করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ নিমাই বাবু এবং তাঁহার বন্ধুগণ বৃদ্ধকে ভাল করিয়া বুঝাইলেন, প্রবাসকালে অথবা পথে কোনও বিপদ-সম্ভাবনা নাই, কোনও ভয় নাই, কোনও চিন্তা নাই, কত লোক যাইতেছে।

পূর্ব্বপরামর্শমত সুরবালাকে তাঁহার সঙ্গে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

উপসংহার

আমরা গল্পলেখকেরা বিধাতার বরে অনেক অসাধ্যসাধন করিতে পারি বটে, কিন্তু আমাদেরও ক্ষমতার একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। বিলাত-ফেরত ব্যক্তিগণ আমাদের গল্পের বিষয়ীভূত হইলে,

তাহাদিগকে মিষ্টার ছাড়া অন্য কিছু বলা আমাদের ক্ষমতাসীমার অতীত।

মিষ্টার রামসুন্দর বিলাত হইতে ফিরিয়া এলাহাবাদ হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। দুই বৎসরেই বেশ পশার জমিয়া গিয়াছে। পিতা-মাতা পুত্রের সম্পদে তাহার পূর্ব্বকৃত অপরাধ বিস্মৃত হইয়াছেন। একটা জাঁকাল রকমের প্রায়শ্চিত্ত ক্রিয়ায় সমাজও রামসুন্দরকে মার্জ্জনা করিয়াছে। আপাততঃ মার্জ্জনা করিয়াছে বটে, কিন্তু কন্যার বিবাহের সময় কোনও গোল উঠিবে কি না, বলা যায় না। রামসুন্দর দেশের বাড়ীতে চাবি বন্ধ করিয়া পিতা-মাতাকে মাঝে মাঝে লইয়া আসে কিন্তু এখানে অত্যন্ত গরম বলিয়া তাঁহারা অধিক দি থাকিতে চাহেন না।

এক বেনামী চিঠিই তাঁহার বিলাত যাওয়ার মূল তাহা রামসুন্দর অনেক দিন জানিতে পারিয়াছে কিন্তু কে যে তাহার লেখক, বহু চেষ্টাতেও আবিষ্ক করিতে পারেন নাই। আমাদের পাঠিকাগ প্রতি ইন্দুবালার বিশেষ অনুরোধ, যদি কখনও তাঁহা নিমন্ত্রণ-সমাজে তাহার সুরিদিদির সহিত মিলিত হ তবে যেন কথায় কথায় এটা প্রকাশ করিয়া ফেলেন।

কুড়ানো মেয়ে

প্রথম পরিচ্ছেদ

বেহাই-বাড়ী

অপরাহ্নকাল। শ্রাবণ মাসের ভরা গঙ্গা মতি-গঞ্জের ঘাটের অশ্বত্থমূল লেহন করিয়া বহিতেছে। একখানি জীর্ণকলেবর ভাউলে আসিয়া ঘাটে লাগিল। একটি শীর্ণকায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সাবধানে সন্তর্পণে তীরে অবতরণ করিলেন। মাঝি তাঁহার ব্যাগটি, ছাতাটি, লাঠিখানা নামাইয়া দিল। তিনি সেইগুলি হাতে লইয়া, দাঁড়ী-মাঝির খোরাকির জন্য একটি সিকি বাহির করিয়া দিলেন। মাঝি সিকিটি হাতে করিয়া বলিল—"কর্ত্তা, আমরা পাঁচটি প্রাণী, চার আনায় কি ক'রে পেট ভরবে ?"

"সে কি রে, চার আনা কি অল্প হ'ল ?"

"ঠাকুর, চার সের চাউল কিনিতেই ত চার আনা যাবে। হাঁড়ি আছে, কাঠ আছে, লুণতেল আছে—"

"নে নে—আর দু গণ্ডা পয়সা নে।" বলিয়া বৃদ্ধ অত্যন্ত সাবধানে দুই তিনবার গণিয়া, আটটি পয়সা মাঝির হাতে দিলেন। তবু মাঝি সন্তুষ্ট হইল না। বলিল—"মশাই, পাঁচ পাঁচটা পেট, সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা মেহন্নতের পর—না হয় আট গণ্ডাই পুরোপুরি দিন।"

উভয়পক্ষে কিয়ৎক্ষণ কথা কাটাকাটির পর বৃদ্ধ চারিটা পয়সা ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর চারিদিক চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—"যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কি কর্‌তে এসেছ, বলিস্, আমাদের ঠাকুর-মশাই একটা বিয়ের সম্বন্ধ কর্‌তে এসেছেন।"

তাহার পর বৃদ্ধ ধীরে ধীরে রাস্তায় উঠিলেন। ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করিয়া গন্তব্যস্থান অভিমুখে চলিলেন। দোকানী পশারীরা এই নূতন লোকটির পানে মুহূর্ত্তের জন্য কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আবার স্ব স্ব কার্য্যে মন দিল।

বৃদ্ধের নাম সীতানাথ মুখোপাধ্যায়। নিবাস নবগ্রাম। সকালবেলায় লিখিতে বসিয়াছি, অদৃষ্টে কি আছে, বলিতে পারি না;—নবগ্রামের কেহ আহারের পূর্ব্বে এই বৃদ্ধের নামোচ্চারণ করে না। তাঁহার কৃপণতাখ্যাতি বহুদূর ব্যাপ্ত। মতিগঞ্জে তাঁহার বেহাইবাড়ী। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামের শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অন্নদাচরণের বিবাহ হইয়াছিল। বৎসরখানেক হইবে তাঁহার বধূমাতা সন্তানসম্ভাবনা-বশতঃ পিতৃগৃহে আনীত হইয়াছিলেন। আজ পাঁচ ছয় মাস হইল, একটি কচি মেয়ে রাখিয়া বধূটি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। একদা উৎসব-বেশ পরিধান করিয়া বাদ্যভাণ্ডের সহিত সীতানাথ এই পথে পাল্কী করিয়া বর লইয়া গিয়াছিলেন, আজ সেই সমস্ত অতীত কথা স্মরণ হইতে লাগিল। মনটা, বিশেষ নহে, একটু যেন বিষণ্ণ হইল।

বৈবাহিকের বাটী পৌঁছিতে অধিকক্ষণ লাগিল না। বৈঠকখানা খোলা ছিল, সীতানাথ সেইখানে গিয়া উপবেশন করিলেন। সেই কক্ষের ভিত্তিগাত্রে বসু-ধারার সপ্তরেখা আজিও বিদ্যমান। মনে হইল, পুত্রের বিবাহান্তে এই কক্ষে কুশণ্ডিকা সম্পন্ন হইয়া-ছিল। বিবাহের সমকালে তাঁহার বৈবাহিক হৃষী-কেশের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল। তিন হাজার টাকা খরচ করিয়া তিনি একমাত্র কন্যাটির বিবাহ দিয়াছিলেন। হৃষীকেশ চালানের ব্যবসায় করেন। পাঁচ বৎসর উপর্য্যুপরি লোকসান দিয়া তিনি এখন শুধু নিঃস্ব নহেন, ঋণে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। বসুধারার চিহ্নগুলি যে রহিয়া গিয়াছে, পাঁচ বৎসরের মধ্যে সে কক্ষভিত্তিতে যে একটিবারও চূণ পড়ে নাই, সামান্য হইলেও তাহাও এই অস্বচ্ছলতার একটা নিদর্শন।

এক ছোঁড়া চাকর বাহিরে বেড়া বাঁধিতে বাঁধিতে সীতানাথের প্রতি আড়চক্ষে চাহিতেছিল। বোধ হয় ভাবিতেছিল, বুড়া নিশ্চয়ই তামাক চাহিবে, এবং তামাক সাজিতে গিয়া সেও দুটান টানিয়া লইবে। বেচারী নূতন তামাক খাইতে শিখিয়াছিল, ধূম-পিপাসাটা তখন তাহার অত্যন্ত বলবতী। কিন্তু সীতানাথের দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইবামাত্রই বলিলেন—"ওহে, বাবুকে একবার খবর দাও, নগাঁয়ের সীতেনাথ মুখুয্যে এসেছেন।"

আশাহত বালক এ অনুরোধে বাক্যমাত্র ব্যয় না করিয়া নীরবে আগন্তুকের প্রতি একবার চাহিল, গম্ভীরভাবে কাস্তেখানি বেড়ার গায়ে ঝুলাইল। দড়ির তালটা ধীরে ধীরে গুটাইয়া ভাল জায়গায় রাখিল।

তাহার পর অপ্রসন্নমুখে মন্থরপদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

অনতিবিলম্বে হৃষীকেশ আধময়লা ধুতি পরিয়া, একটা মোটা চাদর গায়ে দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। সীতানাথ দেখিলেন, বৈবাহিকের সে স্থূলবপু নাই, অঙ্গে সে লাবণ্য নাই, চক্ষু কোটরগত। দুইজনে নমস্কারের আদান-প্রদান হইল, কোলাকুলি হইল, কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা হইল। হৃষীকেশের চক্ষু ছলছল, গোটাকত বড় বড় জলবিন্দু গণ্ড বহিয়া তাঁহার গাত্রবস্ত্রে পতিত হইল।

ভৃত্য আসিয়া তামাক দিয়া গেল। দুইজনে অনেকক্ষণ পর্য্যায়ক্রমে ধূমপান করিলেন, কাহারও মুখে কথাটি নাই।

অবশেষে সীতানাথ বলিলেন—"ভাই, যাহা হইবার, তাহা ত হইয়াছে, সে ত আর ফিরিবে না, বৃথা আক্ষেপ করিয়া কি হইবে বল? মেয়েটিকে একবার আন দেখি।"

হৃষীকেশ উঠিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বাহির হইয়া আসিলেন। পশ্চাতে ঝি, তাহার কোলে ফরাসী ছিটের দোলাই জড়ান, মাতৃস্তনবঞ্চিত শীর্ণকায় শিশুকন্যা। সে হাসিতেছে না, কাঁদিতেছে না, নিতান্ত নির্লিপ্তের মত একদিক পানে চাহিয়া আছে।

তাহার পিতামহ তাহার মুখ দেখিবার জন্য নগদ একটি আধুলি বাহির করিয়াছিলেন। কি ভাবিয়া আবার আধুলিটি রাখিয়া একটি টাকা বাহির করিলেন। মুখুয্যে মহাশয় ইহজীবনে এরূপ বদান্যতা ও ত্যাগস্বীকারের পরিচয় আর কখনও দেন নাই—এবার একটু বিশেষ কারণ ছিল। টাকাটি দিয়া নাতিনীর মুখ দেখিলেন।

ঝি টাকাটি হাতে লইয়া অসন্তুষ্টের মত অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। বলা বাহুল্য, মেয়ের আদর এখন সহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামেও প্রবেশ করিয়াছে। কলেজের নব্যবাবু শ্বশুরালয়ে গিয়া গিনি দিয়া প্রথমা কন্যার মুখ দেখিলে, পাড়ার লোকে সেটাকে বাড়াবাড়ি বলিয়া আর হাস্য করে না। সুতরাং টাকাটি ঝির মনে ধরিবে কেন? সে ভাবিল, "মর্ মিন্‌ষে, এত কষ্টের প্রথম মেয়েটি,—আহা, তাতে আবার মা-মরা,—একটু সোনা জুটল না মুখ দেখতে!"

ক্রমে অন্ধকার হইল। মুখোপাধ্যায় হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া সন্ধ্যাবন্দনার জন্য বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। পূজার আসনে বসিবামাত্র শুনিতে পাইলেন, তাঁহার বেহাইন, "ওগো মা আমার কোথায় গেলি গো" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিয়াছেন। মাতৃহৃদয়ের সেই উচ্ছ্বসিত শোকার্ত্ত-রবে সন্ধ্যাদেবী যেন শিহরিয়া উঠিলেন! হৃষীকেশের চক্ষু হইতেও ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সীতানাথ মূঢ়ের মত পূজার আসনে বসিয়া রহিলেন মধ্যে মধ্যে কেবল মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—"হা নারায়ণ, কি করলে?"

কান্না থামিলে, সীতানাথ সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিলেন, তাহার পর জলযোগে বসিলেন। কিন্তু তাঁহার মনের ভিতরটা কে যেন টিপিয়া ধরিয়া থাকিল। যে কাজের জন্য এতখানি গঙ্গাপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে ত এখন পর্য্যন্ত একটি কথাও বলা হইল না। বৈকাল হইতে কতবার বলি বলি করিয়া আর বলিতে পারেন নাই। শেষকালে স্থির করিলেন—'দূর হোক্ গে, কা'ল সকালেই বল্‌ব, রাত্রিটা কোনমতে কাটিয়ে দিই।"

আহারান্তে বৈঠকখানাতেই তাঁহার শয্যা প্রস্তুত হইল। হৃষীকেশ রাত্রির মত বিদায় গ্রহণ করিলেন, পূর্ব্বকথিত ভৃত্য বালক একপার্শ্বে কম্বল পাতিয়া শুইল।

দুশ্চিন্তায় সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। যে কাজের জন্য আসিয়াছেন, তাহা সফল হইবে কি না, এই ভাবিয়া ভাবিয়াই রাত্রি কাটিল। তামাক সাজিতে সাজিতে চাকর ছোঁড়ার প্রাণান্ত হইল। রাত্রি তিনটার সময় যখন সীতানাথ তামাক সাজিবার জন্য আবার তাহাকে জাগাইলেন, তখন সে বলিল, "তামুক আর নেই ঠাকুর, সব ফুরিয়ে গিয়েছে।" বেগতিক দেখিয়া শেষবারে তামাক সাজিবার সময় সে বাকী তামাকটুকু জানালা গলাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কার্য্যোদ্ধার।

সকাল হইলে দুর্গা দুর্গা বলিয়া সীতানাথ গাত্রোত্থান করিলেন। বৈবাহিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ধূমপান করিতে করিতে সীতানাথ স্থির করিলেন, এইবার বলি। মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার সূচনাটা এইরূপ হইল।—

"বেয়াই মশাই—অদৃষ্ট ছাড়া ত আর পথ নেই, আমাদের যা অদৃষ্টে ছিল, তা কে খণ্ডন করবে বল? আমার আর চারটি বউ আছে, কিন্তু ছোট বউমা যেমন ছিলেন, তেমনটি কেউ নয়। আমার এত

—না হয় চর্ম্মপেটিকে বা রুমালে, নয় ত দেশী লোকের কাপড়ের কিংবা চাদরের খুঁটে, ট্যাঁকে এবং অবস্থাবিশেষে কচ্ছে আবদ্ধ আছে, ভাল করিয়া নিশ্বাসও ফেলিতে পারিতেছে না। আমি নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মে কোনও বৃহৎ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, সেই সুকৃতির বলে আমার সুখলাভ হইল। যদি কেহ লোকালয়ে পথে ঘাটে দৈবাৎ পড়িয়াও থাকে, তবে সেও আমার ন্যায় এমনি আরামে আছে বটে, কিন্তু সে তাহার কতক্ষণ? প্রভাত হইতে না হইতেই কোনও উষাচারী পথিক তাহাকে কবলিত করিয়া পকেটে ফেলিবে, আবার যে দুর্দ্দশা, সেই দুর্দ্দশা! আর আমি দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি এইখানে পড়িয়া বিশুদ্ধতম বনবায়ু সেবন করিব, শিশিরে অঙ্গধাবন করিব, পাখীর গান শুনিয়া ঘুমাইয়া পড়িব, মুখে প্রভাতের রৌদ্র আসিয়া লাগিলে জাগিয়া উঠিব। আহা! যদি চলিতে পারিতাম, তবে ঐ স্ফটিকস্বচ্ছ ঝরণার জল একটু পান করিয়া আসিতাম, আর গোটাকত ঐ ফুল তুলিয়া আনিয়া বিছাইয়া শয়ন করিতাম, আর ঐ কি একটা লাল টুকটুকে ফল পাকিয়া রহিয়াছে, উহার রস নিয়া মুখটি একটু রাঙাইয়া লইতাম। বাসনার এইরূপ নিষ্ফল আবেগ প্রতিনিয়ত আমার বক্ষঃপঞ্জরে আঘাত করিত, তথাপি বড় সুখে ছিলাম। কিন্তু প্রতিদিন আমার উপরে ধূলিস্তর জমা হইতে লাগিল। দেখিলাম, ক্রমেই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছি। একটু দুঃখ হইল, কিন্তু কি করিব, উপায় নাই! মাসের পর মাস চলিয়া গেল, আমি সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইয়া গেলাম। আর পাখীর গান শুনিতে পাই না, ফুলের গন্ধ পাই না, নবরৌদ্ররাগে রঞ্জিত প্রভাতগগনের শোভা দেখিতে পাই না, আমি যেন গভীর নিদ্রায় মগ্ন রহিলাম। কতকাল পরে বলিতে পারি না, এক দিন কিঞ্চিৎ শীতলতা অনুভব করিলাম। দেখিলাম, আমার দেহের মৃত্তিকাবরণ সিক্ত হইতেছে; ক্রমে তাহা গলিয়া ধৌত হইয়া গেল; আমার যেন নিদ্রাভঙ্গ হইল; দেখিলাম, পাংশুবর্ণ মেঘে আকাশটা পূরিয়া গিয়াছে, মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে, আমার এমন সুখবোধ হইল যে, সে আর তুমি কি বুঝিবে! তোমরা বৃষ্টির সময় ছাতা, ওয়াটার-প্রুফ ব্যবহার কর, প্রকৃতিদত্ত একটা মহাসুখ হইতে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হইয়া থাক, তোমাদের কথাই স্বতন্ত্র। আমি দেখিলাম, বনের সমস্ত গাছপালা উন্মুখ হইয়া দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে, যেন কতদিনকার তৃষ্ণা আজ সাগ্রহে মিটাইতেছে। আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিক দিতে লাগিল; সেই এক চমৎকার ব্যাপার, একবার করিয়া বিদ্যুৎ চমকে, আর আমি নিশ্বাস বন্ধ করিয়া থাকি—যতক্ষণ মেঘ না ডাকিবে, ততক্ষণ নিশ্বাস ফেলিব না। সে একটা খেলা মাত্র, তাহার কোনও বৈজ্ঞানিক বা আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য ছিল না। ক্রমে জল ছাড়িয়া গেল; পূর্ব্বদিকে রামধনু দেখা দিল, ক্রমে সন্ধ্যায় চারিদিকে অন্ধকার হইয়া আসিল। বর্ষাকাল, প্রায়ই এইরূপ জল হইত; ক্রমে বর্ষা ছাড়িয়া, শরৎ আসিল, হেমন্ত আসিল, আমি আবার ঢাকা পড়িয়া দুরন্ত শীত হইতে আত্মরক্ষা করিলাম। আবার বর্ষাকালে সহসা একদিন বাহির হইলাম। এইরূপ প্রতিবৎসর হইতে লাগিল; কয় বৎসর কাটিয়া গেল, তাহার কোনও হিসাব রাখিতে পারি নাই; একদিন আমার অবস্থার আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটিল।

ডিটেক্‌টিভ-পুলিশের এক দেশীয় কর্ম্মচারী অশ্বারোহণে সেই বনে প্রবেশ করিয়া, যেখানে আমি পড়িয়া ছিলাম, তাহার অতি নিকট দিয়াই যাইতেছিলেন। যেই আমাকে দেখিতে পাওয়া, অমনি অশ্ব হইতে লম্ফদান, এবং বাক্যব্যয়মাত্র না করিয়া আমাকে পকেটে গ্রহণ।

তুমি আমার জীবনচরিত সংক্ষেপে বলিতে বলিয়াছ; সুতরাং কেমন করিয়া আমি পুলিশকর্ম্মচারীর হস্ত হইতে পোষ্ট আফিসে এবং তৎপরদিন সেভিংস-ব্যাঙ্কের টাকার সহিত স্কুলের হেডমাষ্টারের নিকট ও ক্রমে ক্রমে ফল-বিক্রেতা, সাহেবের খানসামা, মৎস্য-বিক্রেতা, আয়কর কর্ম্মচারী, গভর্ণমেণ্ট ট্রেজরি এবং তথা হইতে বহুলোকের হস্ত অতিক্রম করিয়া মির্জ্জাপুরের এক পূজারীর হস্তে আসিয়া পড়িলাম, তাহার সবিস্তার বর্ণনায় প্রয়োজন নাই। পূজারী মহাশয় আমাকে ট্যাঁকে গুঁজিয়া গঙ্গারঘাটে স্নান করিতেছিলেন, কম্পিতস্বরে উচ্চারণভ্রষ্ট সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করিতেছিলেন এবং বিরলকেশ সুমসৃণ মস্তকখানিতে সঘন করসঞ্চালন করিতে করিতে ডুবের পর ডুব দিতেছিলেন। সহসা তাঁহার নীবিবন্ধ শিথিল হইল, আমি তাঁহার ট্যাঁক হইতে স্খলিত হইয়া অতি কোমল মৃত্তিকাশয়ন লাভ করিলাম। স্নানান্তে তীরে উঠিলে তিনি জানিতে পারিলেন, আমি হারাইয়াছি। আবার জলে নামিয়া দুই দণ্ড ধরিয়া ডুব পাড়িয়া অনেক ব্যর্থ অন্বেষণ করিলেন; আমার আসে-পাশে তাঁহার হস্ত আসিয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু আমি যেখানকার সেইখানেই রহিলাম। স্রোতে স্রোতে চুল পরিমাণ সরিয়া সরিয়া সমস্ত দিবরাত্রি যেখানে পড়িয়াছিলাম, সেখান হইতে দুই হস্ত

পরিমিত দূরে গিয়া পড়িলাম। সেখানে মগ্ন-জল, সুতরাং পরদিন স্নানের বেলা কেহই সেখানে আসিল না। আমি জলের ভিতর দিয়া জলতলবিহারী প্রাণিগণের আহার, ক্রীড়া, যুদ্ধ প্রভৃতি সমস্ত উদ্যম দেখিতে লাগিলাম। সে রাজ্য সম্পূর্ণ অরাজক। সবল দুর্ব্বলের প্রতি অবাধে নির্ভয়ে অত্যাচার করে; কেহ তাহার প্রতিবাদ বা প্রতিবিধান করিতে অগ্রসর হয় না। কুম্ভীর, রাজার মত গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না। আর করিবেনই বা কাহার সঙ্গে? কেহ তাঁহার নিকট ঘেঁসিতেই সাহস করে না। মৎস্যগণ খুব আনন্দ করিয়া বেড়াইতেছে। চুনা-পুঁটিরা কিছু চপল-প্রকৃতির, প্রপিতামহ রোহিতের স্কন্ধে, পুচ্ছে উঠিয়া নৃত্য করিতেছে। কর্কটকুল আপন বিবরে বসিয়া দাঁড়া নাড়িতেছে। এইরূপ জলবাসে আমার অনেক মাস অতিবাহিত হইল। জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড গ্রীষ্মে গঙ্গা আপনার জল সরাইয়া সরাইয়া এক দিন আমাকে স্বীয় কুক্ষি হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন, কিন্তু আমার উপর কিয়দংশ কর্দ্দমের আচ্ছাদন রাখিয়া গেলেন, বোধ হয়, আশা ছিল, আবার শ্রাবণ ভাদ্র মাসে সময় ভাল হইলে আমাকে অধিকার করিবেন। কিন্তু তাহা হইল না। একটি প্রৌঢ়া দাসী তীরে বসিয়া কটাহ মাজিতে মাজিতে আঙ্গুল দিয়া মৃত্তিকা সংগ্রহ করিতেছিল, সে আমাকে দৈবধন বলিয়া ললাটে স্পর্শ করিয়া উত্তমরূপে ধৌত করণানন্তর অঞ্চলবদ্ধ করিল।

অনেক রাত্রি হইয়াছে, তোমাকে আব প্রভাতে গ্রামান্তরে রোগী দেখিতে যাইবে, সুতর গল্প শেষ করি। সেই দাসীর হস্ত হইতে ক্রমে আ বহুলোকের হস্ত অতিক্রম [illegible] ভিজিটস্বরূপ কেম করিয়া তোমার হাতে [illegible]য়া পড়িলাম, সে কথ আর কাজ নাই; বিশেষ, উল্লেখযোগ্য ঘটনা তেম কিছুই ঘটে নাই। একবার কেবল এক দুই বৎসরে শিশু কর্ত্তৃক তাহার মাতার অজ্ঞাতে ফুটন্ত ভাতে হাঁড়ির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া বিলক্ষণ বিপদে পড়িয়া ছিলাম; কিন্তু হায় হায়! তাহার পর যে বিপ ঘটিয়াছে, তুলনা করিলে ভাতের হাঁড়ির সেই উত্তাপকে শীতলতাই বলিতে হয়। তুমি যখন গৃহি ণীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটা নূতন মুখনল গড়াইবার জন্য স্বর্ণকার ডাকিয়া খুকীর মলের ভগ্নাংশের সহিত আমাকে অর্পণ করিলে, তখনি আমার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল! তাহার পর সেই সত্বরচিত মৃৎপাত্র হাকরে রাখিয়া বাঁশের চোঙায় ফুৎকার দিতে দিতে যখন আমার সাক্ষাৎ যমরূপী কৈলাস সেকরা আমাকে তাহাতে ফেলিল, তখন উঃ—

আমি বলিলাম—"ভাই! আর কাজ নাই; কিন্তু আমাকে অপরাধী কর কেন? আমার দোষ কি?" মুখনল বলিল,—"তোমার আর দোষ কি? অদৃষ্ট ভিন্ন পথ নাই। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে। আমার জীবনী জনসমাজে প্রচার করিয়া তোমার এই অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিও।"

কাটা মুণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বোগদাদের বাদশাহ হারুণ-অল-রশিদ একজন বনবিখ্যাত নরপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় কশত বৎসর পরে, তাঁহার বংশে আলি মহম্মদ মক এক জন বাদশাহ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি হাসনে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, দেশে মহম্ম-য় ধর্ম্ম আর পূর্ব্বের ন্যায় নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালিত তেছে না। দেশের অনেক লোক প্রতিমাপূজক ইয়া উঠিতেছে, নানাবিধ কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ড়িতেছে। তাহা দেখিয়া বাদশাহ অত্যন্ত দুঃখিত ইলেন এবং স্থির করিলেন, তিনিও স্বীয় পূর্ব্বপুরুষ াতঃস্মরণীয় হারুণ-অল-রশিদের ন্যায় তেব্দিল র্থাৎ ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণ করিবেন এবং ধর্ম্মচ্যুত ক্তিগণের কার্য্যকলাপ অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে পযুক্ত শাস্তি দিবেন। রাজ্যের কোথায় কোন্ ক্তি খাইতে পাইতেছে না, সমস্ত নিজে স্বচক্ষে খিয়া তাহারও প্রতিবিধান করিবেন। ইহা স্থির রিয়া তিনি নানাপ্রকার ছদ্মবেশে প্রতি রজনীতে গরভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কোনও দিন ফকিরের শ, কোনও দিন খাজা অর্থাৎ সওদাগরের বেশ, ানও দিন আমির ওমরাহের বেশ—ফল কথা, াহার ছদ্মবেশ এতই গোপনীয় ছিল যে, কেহই াহাকে চিনিতে পারিত না। কেবল তাঁহার দুই রি জন বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও অনুচর সে বিষয় অবগত লন।

ইতিমধ্যে রাজ্যে প্রবল অসন্তোষ উপস্থিত হইল, মন কি, বিদ্রোহ হয় হয়। তখন বাদশাহ মনে রিলেন, এখন আমার এরূপ সতর্কতা অবলম্বন রা আবশ্যক যে, আমার নিজ বিশ্বস্ত মন্ত্রিগণও ছুই জানিতে না পারে। তাহাদের নিজের মনের বস্থা কিরূপ, তাহারও অনুসন্ধান আবশ্যক।

ছদ্মবেশের পোষাক প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি ন্ন ভিন্ন দরজিকে নিযুক্ত করিতেন। এবার কোনও হাঁকে কিছু না বলিয়া মনসুরি নামক তাঁহার অতি শ্বস্ত গোলামকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন, "সহরে য়া কোনও একজন দরজিকে লইয়া আইস। ভীর রাত্রি হইলে তাহাকে আনিবে। এরূপ সাবধানে আনিবে যে, সে দরজিও যেন না জানিতে পারে যে, সে কোথায় আসিতেছে।"

গোলাম নত হইয়া বলিল—"বেশ আস্তান প্রভুর আদেশ এইক্ষণেই পালন করিব।"

এই বলিয়া মনসুরি বিদায় লইল। সন্ধ্যা হইলে বেজেস্তান অর্থাৎ সহরের যে বাজারে বস্ত্রাদি বিক্রয় হয়, তথায় যাইয়া এক জন সামান্য দরজির অনুসন্ধান করিতে লাগিল। একটি ক্ষুদ্র দুর্গন্ধময় গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া, একটি সামান্য দোকানে গিয়া দেখিল, এক বৃদ্ধ দরজি বসিয়া একটা পুরাতন কোট মেরামত করিতেছে। দরজির দোকানে মৃত্তিকার প্রদীপে আলো জ্বলিতেছে, তাহার চক্ষুতে চশমা লাগানো। দেখিয়া মনসুরি ভাবিল—"এই ঠিক লোক পাই-য়াছি।"

দোকানে উঠিয়া মনসুরি বলিল—"খলিফা সাহেব! সেলাম আলেকুম।"

দরজি তখন নিজকার্য্য ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, "আলেকুম সেলাম, কি চান আপনি?"

মনসুরি কহিল—"আপনার নাম কি?"

"আমার নাম আবদুল্লা, কিন্তু লোকে আমাকে বাবাদল বলিয়া ডাকে।"

"আপনি কি দরজি?"

"হাঁ, আমি দরজির কার্য্যও করি এবং মাছুয়া-বাজারে যে ক্ষুদ্র মসজিদ্ আছে, সেখানে মুয়েজ্জিনের কার্য্যও করিয়া থাকি। আপনার কি হুকুম?"

"বাবাদল সাহেব, একটা পোষাক প্রস্তুত করিতে পারিবে?"

"কেন পারিব না? অবশ্য পারিব।"

"অনেক পয়সা পাইবে।"

"উত্তম কথা।"

মনসুরি তখন বলিল—"কিন্তু একটা কাজ তোমাকে করিতে হইবে। যেখানে তোমাকে পোষাকের মাপ লইতে হইবে, সে অতি গোপনীয় স্থান। আমি রাত্রিতে তোমার চক্ষে রুমাল বাঁধিয়া সেখানে লইয়া যাইব। রাজি আছ?"

দরজি তখন বলিল—"তাই ত! এ যে বড় বিষম কথা। আজকাল যেরূপ দিন পড়িয়াছে, তাহাতে ভয় হয়। আচ্ছা, তবে যদি আমাকে

ভালরূপে বখ্‌শিস্ দাও, আমি সম্মত আছি। বেশী পয়সা পাইলে আমি স্বয়ং ইবলিশ অর্থাৎ সয়তানের জন্যও পোষাক প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি।”

মনসুরি বলিল—“তবে এই লও” বলিয়া দরজির হস্তে দুইটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিল।

একেবারে দুইটি স্বর্ণমুদ্রা গরীব দরজি জীবনেও কোন দিন পায় নাই, মুদ্রা পাইয়া অত্যন্ত খুসী হইয়া বলিল—“কখন্ যাইতে হইবে?”

মনসুরি কহিল—“রাত্রি বারোটার সময় এই দোকানে থাকিও, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।” এই বলিয়া মনসুরি প্রস্থান করিল।

বাবাদল তখন নিজের স্ত্রীকে এই সুসংবাদ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া, দোকান বন্ধ করিয়া গৃহে গেল।

তাহার স্ত্রীর নাম দিলফেরেব। সেও দরজির মতই বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামীর নিকট এই সুসংবাদ শুনিয়া এবং স্বর্ণমুদ্রা দুইটি পাইয়া, অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। সেই রাত্রিতে তাহারা গরম গরম কাবাব কিনিয়া আহার করিল। কিছু আঙ্গুর ও মিষ্টান্নও আনিয়া ভোজন করিল। ভোজনান্তে উত্তম দুই পেয়ালা কাফি প্রস্তুত করিয়া দুই জনে পান করিতে করিতে মনের সুখে গল্প করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রি যখন বারোটা বাজিল, বাবাদল তখন নিজ দোকানে গিয়া দর্শন দিল। মনসুরিও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিনা বাক্যব্যয়ে মনসুরি তখন বাবাদলের চক্ষুতে রুমাল বাঁধিল। তাহার পর পথ দিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া একটি পশ্চাতের দ্বার দিয়া তাহাকে রাজ-বাটীতে প্রবেশ করাইল। সুলতানের একটি গোপনীয় কামরায় লইয়া গিয়া তাহার চক্ষু হইতে রুমাল খুলিয়া দিল।

বাবাদল চক্ষু খুলিলে দেখিল, একটি সুন্দর সুসজ্জিত কামরা, কিন্তু সেখানে একটিমাত্র ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছে। মনসুরি বলিল—“এখানে থাক, আমি এখনই আসিতেছি”—বলিয়া চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে শালের রুমালে জড়ান একটি পদার্থ লইয়া মনসুরি ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “এই দেখ, একটি ফকিরের পোষাক। এখন দেখিয়া বল, কয় দিনে এরূপ একটি পোষাক তৈয়ারি করিতে পারিবে?” বলিয়া মনসুরি প্রস্থান করিল।

দরজি তখন সেই পোষাকটি উত্তমরূপে পরী[illegible] করিতে লাগিল। পরীক্ষাশেষে সেটিকে আব[illegible] শালের রুমালখানিতে জড়াইয়া রাখিয়া দিল; ম[illegible] সুরির প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরে এক জন উন্নতকায় উত্তম পোষা[illegible] পরা লোক আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহা[illegible] দেখিয়া গরীব দরজির প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উ[illegible] কিন্তু তিনি কোন কথা না বলিয়া, শালের রুমা[illegible] বাঁধা সেই বাণ্ডিলটি উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান করিলে[illegible]

বেচারা দরজি ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারি[illegible] না। নীরবে বসিয়া কেবল চিন্তা করিতে লাগিল।

সেই সময় আবার দরজা খুলিল, অন্য একজন ব্যক্তি প্রবেশ করিল। তাহারও হস্তে শালের রুমা[illegible] জড়ানো একটি বাণ্ডিল। প্রবেশ করিয়া সে ব্য[illegible] অত্যন্ত নত হইয়া দরজিকে বারংবার সেলাম করিতে লাগিল। কাছে আসিয়া সেই বাণ্ডিলটি দরজির পদতলে রাখিয়া, মৃত্তিকা চুম্বন পূর্ব্বক সে ব্যক্তি প্রস্থান করিল।

ইহা দেখিয়া দরজি অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিল, “এ সব কি? আমাকে এত সেলাম করেই বা কেন, কোথায় আসিলাম, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, কি বিপদই না জানি হইবে।”

ইতিমধ্যে মনসুরি আবার ফিরিয়া আসিল। বলিল, “তবে বাণ্ডিল উঠাও—বল, কয়দিনে এরূপ পোষাক প্রস্তুত করিতে পারিবে?”

বাবাদল বলিল, “তিন দিনের মধ্যেই প্রস্তুত করিয়া দিব।” বাণ্ডিল উঠাইয়া লইল। মনসুরি দরজির চক্ষে রুমাল বাঁধিয়া তাহাকে বাহির করিয়া লইয়া গেল, এবং নানাপথ ঘুরাইয়া, তাহার দোকানে পৌঁছাইয়া দিল। চক্ষু হইতে রুমাল খুলিয়া বলিল—“তিন দিন পরে আবার আসিব। যদি পোষাকটি প্রস্তুত পাই, তবে আর দুইটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়া পোষাক লইয়া যাইব—” বলিয়া মনসুরি প্রস্থান করিল।

বাবাদল তখন তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিল। দিল-ফেরেব স্বামীর জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। বাবাদলকে দেখিয়া বলিল, “কি হইল?”

বাবাদল বলিল, “নমুনা লইয়া আসিয়াছি, কিছুই না, কেবল একটা সামান্য ফকীরের পোষাক তৈয়ারি করিতে হইবে। তৈয়ারি হইলে আরও দুই মোহর দিবে বলিয়াছে।”

দিলফেরেব বলিল, “কিরূপ নমুনা দেখি?”

দরজি বলিল, “এখন অধিক রাত্রি হইয়াছে, শয়ন করা যাউক। কল্য প্রভাতে দেখাইব।”

...রেব বলিল, "না, এখনই দেখাও। আমার ...তূহল হইতেছে। না দেখিলে রাত্রে আমার ...হইবে না।" এ কথা বলিয়া দিলফেরেব নিজেই ...টি খুলিতে লাগিল। খুলিবামাত্র তাহা হইতে ...রের পোষাক বাহির হইল না, বাহির হইল ...টা কাটা মুণ্ড! টাট্‌কা কাটা একটা মানুষের মুণ্ড ...ল হইতে পড়িয়া ঘরের মেঝেতে গড়াইতে ...গল। বৃদ্ধ দরজি ও তাহার স্ত্রী ভয়ে শিহরিয়া ...ল। মুণ্ড দেখিয়াই বুড়াবুড়ী ভয়ে হস্ত দ্বারা নিজ ... চক্ষু আবৃত করিয়া দাঁড়াইয়া কিয়ৎক্ষণ কাঁপিতে ...গল। তাহার পর চক্ষু খুলিয়া পরস্পরের প্রতি ...স্ময়ে চাহিয়া রহিল

ক্রমে বুড়ীর রাগ হইল। দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া ...কে বলিল, "হতভাগা বুড়া! খুব কাজ ...রিয়াছিস্। এইবার বড় লোক হইবি! রাত ...হইলে পুলিস আসিয়া হাতে দড়ি দিয়া লইয়া ...বে! ফাঁসীকাঠে ঝুলাইয়া দিবে। তখন খুব ...লোক হইবি!"

বুড়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "আল্লা সেল্লা! ...া সেল্লা! তাহার মা জাহান্নমে যাউক, তাহার ... জাহান্নমে যাউক, যে আমার উপর এই মহা ...দ নিক্ষেপ করিয়াছে। যখনই শুনিলাম, চক্ষে ...ল বাঁধিয়া লইয়া যাইবে, তখনই ভাবিয়াছিলাম ...তাহাদের মৎলব ভাল নয়। আল্লা! আল্লা! ...ন কি করি? সে পাজির বাড়ীও চিনিতে ...রব না যে, গিয়া কাটা মুণ্ড ফিরাইয়া দিব। ...ফেরেব! এখন কি করা যায়?

বৃদ্ধা বসিয়া ভাবিতে লাগিল। শেষে বলিল,— ...মন-করিয়াই হউক, এ কাটা মুণ্ডটাকে এখনি ...থাও সরাইতে হইবে। নহিলে প্রভাত হইলেই ...নাশ।"

দরজি বলিল—"প্রভাত হইতে আর দেরী কি? ...ত্রি ত শেষ হইয়া আসিয়াছে। কোথায় এটাকে ...া যায়?"

বৃদ্ধা আবার কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "এক কাজ ...। আমাদের বাড়ীর পাশে যে হাসান রুটিওয়ালা ...াছে, সে ভোরে উঠিয়া রুটি প্রস্তুত করিবে বলিয়া ...ত রাত্রিতে তুন্দুরায় ময়দা ভরিয়া চুল্লীর মুখের ...ছ রাখিয়া দেয়। একটা তুন্দুরাতে এই মুণ্ডটা ...য়া তাহার চুল্লীর কাছে রাখিয়া আইস, সে ...রে উঠিয়া আগুন জ্বালিয়া অন্য তুন্দুরাসহ এটাকেও ...রে ভরিয়া দিবে, তাহা হইলেই মুণ্ডটা অর্দ্ধেক ...য়া যাইবে, আর কেহ চিনিতে পারিবে না।"

বাবাদল বলিল, "বাহবা দিলফেরেব! সুন্দ... উপায় বলিয়াছ। তবে এখনই তাহাই কর।"

বুড়ী তখনই গিয়া হাসান রুটিওলায়ার চুল্লী... মুখের কাছে তুন্দুরায় ভরিয়া মুণ্ডটা রাখিয়া আসিল ... সে ফিরিয়া আসিলে, দরজি উত্তমরূপে গৃহের দরজ... বন্ধ করিয়া দিল। তখন দুই জনে শয্যায় শয়ন করিয়... বলাবলি করিতে লাগিল, "যাহা হউক, এই দামী শালের রুমালখানা ত আমাদের লাভ হইয়া গেল!"

রাত্রি শেষ হইলে হাসান রুটিওয়ালা উঠিয়া নিজ পুত্রকে ডাক দিয়া বলিল, "মামুদ!—ওরে মামুদ... ওঠ। আগুন জ্বাল!"

তখন পিতাপুত্রে বাহির হইয়া আসিল। কাঠ... খড়, শুক্‌না পাতা প্রভৃতি নানা দাহ্য দ্রব্য চুল্লীর ভিতর প্রবেশ করাইয়া অগ্নি দিল।

একটা কুকুর রুটির টুকরা-টাকরা খাইবার জন্য দোকানের নীচে রাস্তায় সর্ব্বদাই বসিয়া থাকিত ... সেই কুকুরটা হঠাৎ বিকট চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। চীৎকার করে আর মধ্যে মধ্যে নাক তুলিয়া যেন কি শুঁকিতে থাকে।

হাসান বলিল, "মামুদ! দেখ ত, কুকুরটা অমন করে কেন?" মামুদ একটা কাঠ লইয়া কুকুরকে তাড়াইতে গেল, কিন্তু কুকুরটা এক লম্ফে দোকানে উঠিয়া একটা তুন্দুরায় টান দিল। হাসান ও মামুদ মহাক্রোধে কুকুরটাকে মারিতে যাইতেছিল, এমন সময় কুকুরের টানাটানিতে তুন্দুরার মুখ খুলিয়া গিয়া কাটামুণ্ড বাহির হইয়া পড়িল।

তাহা দেখিয়া হাসান বলিল, "আল্লা আল্লা! ... কোন্ সয়তানের কার্য্য? কি সর্ব্বনাশ! কে খুন করিয়া এ মাথা এখানে রাখিয়া গেল? বি... সৌভাগ্য যে কুকুরটা বুঝিতে পারিয়াছিল, নহিলে আমাদের চুল্লা অপবিত্র হইয়া যাইত। আল্লা খু... বাঁচাইয়াছেন। এখন এ মুণ্ডটা কি করা যায় ... এটাকে এখানে দেখিলে লোকে ত আমাদিগকে খুনী বলিয়া সন্দেহ করিবে! শেষে কি ফাঁসী যাই না কি?"

মামুদ বলিল, "বাবা! এটা ত সরাইতে হইতেছে। এখন প্রভাত হইতে বিলম্ব নাই, ... করা যায়?"

হাসান বলিল, "আমাদের দোকানের পাশে ... কিওর আলি নাপিতের দোকান আছে, সেখানে এটাকে রাখিয়া আয়। কিওর আলি এখন দোকা... খুলিবে, তাহার এক চক্ষু অন্ধ, সে তোকে দেখিতে পাইবে না, এই বেলা যা।"

ইতিমধ্যে কিওর আলি আসিয়া আপনার দোকান খুলিল। তখনও ভাল আলো হয় নাই। মামুদ আস্তে আস্তে গিয়া দেখিল, কিওর আলি পার্শ্বের ঘরে গিয়া জল গরম করিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। মামুদ তখন একটা বাঁশ মুণ্ডের গলার ভিতর ঢুকাইয়া, সেটাকে একখানা কুর্শীর উপর খাড়া করিয়া দিল। খানকতক তোয়ালিয়া কুর্শীর আশেপাশে জড়াইয়া দিল। এইরূপ রাখিয়া মামুদ আস্তে আস্তে পলায়ন করিল।

জল গরম করিয়া কিওর আলি দোকানে প্রবেশ করিল। একে অন্ধকার, তাহাতে এক চক্ষু নাই, কিওর আলি ভাবিল, কোনও খরিদ্দার মাথা কামাই-বার জন্য আসিয়া বসিয়াছে। তাই সে বলিল, "সেলাম আলেকুম ভাই! আজ যে এত সকালে আসিয়াছ?" এই বলিয়া আপন মনে একটা টিনের পাত্রে একটু গরম জল ঢালিল, সাবান লইল, ক্ষুরখানি চোখাইয়া খরিদ্দারের নিকট আসিয়া, সাবান-জল মাখাইবার জন্য মাথাটায় হাত দিল। মাথা তৎক্ষণাৎ কুর্শী হইতে মেঝেতে পড়িয়া গড়াইতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া নাপিত ভয়ে এক লম্ফে দোকান হইতে রাস্তায় নামিয়া পড়িল। নামিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তখনও রাস্তায় কোন লোক চলাচল করিতেছে না। তখন আবার আস্তে আস্তে দোকানে উঠিয়া, মুণ্ডটা ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। আপন মনে বলিল, "এ যে দেখিতেছি শুধুই মাথা, দেহটা তবে কোথায় গেল?" পরে মুণ্ডটাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আঁ! তুই কোথা হইতে আসিলি? আমাকে ফাঁসাইবার চেষ্টা? আচ্ছা, আচ্ছা, আমার একটামাত্র চক্ষু বলিয়া মনে করিস্ না যে, আমি বড় নিরীহ ব্যক্তি। তোকে উপযুক্ত শাস্তি দিতেছি। আমার দোকানের পাশে ইয়ানাকি নামক গ্রীসদেশীয় একজন কাবাবচি আছে, সে তাহার স্বধর্মাবলম্বী জু কাফেরগণের জন্য কাবাব তৈয়ারী করে। কাবাবের জন্য সে যে সকল মাংস কাটিয়া রাখিয়াছে, তোকে তাহারই মধ্যে ফেলিয়া আসি, কাবাবচি আসিয়া অন্য মাংসের সঙ্গে তোকেও কাটিয়া কুটিয়া কাবাব বানাইয়া ফেলিবে। মরুক কাফের বেটারা মনুষ্যমাংসের কাবাব খাইয়া।"

ইয়ানাকির কাবাবের দোকান ছিল, সরবত প্রভৃতি নানাবিধ পানীয় দ্রব্যও সে বিক্রয় করিত। আর গোপনে বিক্রয় করিত মদ্য। কিওর আলি মাঝে মাঝে গোপনে ইয়ানাকির দোকানে গিয়া মদ্য পান করিয়া আসিত। কাটা মুণ্ডটা তোয়ালে দিয়া জড়াইয়া, পশ্চাতে লইয়া কিওর আলি ইয়ানাকির দোকানে গিয়া উপস্থিত হইল।

ইয়ানাকি বলিল, "আদাব আরজ মিঞা! আজ এত ভোরেই তৃষ্ণা পাইয়াছে নাকি?"

কিওর আলি বলিল, "আদাব আরজ! হুঁ, এখন বেশী নয়, এই এক ছটাক আন্দাজ দোয়াস্তু, একটু বেশী সরবত মিশাইয়া আনিয়া দাও ত, গলাটা বড় শুকাইয়াছে।"

ইয়ানাকি তখন হাসিতে হাসিতে পাশের ঘরে মদ্যমিশ্রিত সরবত প্রস্তুত করিতে প্রবেশ করিল। কিওর আলি এই সুযোগে মাংসের ঝুড়ির ভিতর কাটা মুণ্ডটা লুকাইয়া রাখিল। পরে ইয়ানাকি আসিলে, সরবত পান করিয়া বলিল—"গরমাগরম খানিকটা কাবাব তৈয়ারি করিয়া আমার দোকানে পাঠাইয়া দাও ত, বড় ক্ষুধা হইয়াছে।" এই বলিয়া কাবাবচিকে পয়সা দিয়া কিওর আলি প্রস্থান করিল। মনে ভাবিয়াছিল, কাবাব পাঠাইয়া দিলে, তাহা ফেলিয়া দিলেই চলিবে; ঐ ঝুড়ির মাংস হইতে কাবাব প্রস্তুত করিবে ত? কিছু পয়সা নষ্ট হইল, কিন্তু একটা মহা বিপদ হইতে মুক্ত হইলাম।

এ দিকে কিওর আলি চলিয়া গেলে, ইয়ানাকি তাহার কাবাবের জন্য এক টুকরা মাংস ঝুড়ি হইতে খুঁজিতে লাগিল। মনে মনে বলিল, "তাজা মাংস দিতেছি না। মুসলমানের পক্ষে বাসি মাংসই যথেষ্ট।" এই বলিয়া এক টুকরা বাসি মাংস অন্বেষণ করিতে করিতে কাটা মুণ্ড বাহির হইয়া পড়িল।

ইয়ানাকি তখন আশ্চর্য্য ও ভীত হইয়া বলিল, —"সর্ব্বনাশ! এ কি! এটা কোথা হইতে আসিল? কাহার মুণ্ড? দেখিতেছি মুসলমানের মুণ্ড। বেশ হইয়াছে। এইরূপ সব মুসলমানের মুণ্ড আমি কাটিতে পারি, তবে বড় সুখ হয়। মুসলমানেরা আমাদিগকে কাফের বলিয়া ঘৃণা করে। ইচ্ছা করে, সব মুসলমানের মুণ্ড কাটিয়া কাবাব বানাই।"

কিন্তু পরক্ষণেই ইয়ানাকির মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল। মনে মনে বলিল, "এ ত খুন হইয়াছে দেখিতেছি। কে আমার শত্রু আছে, খুনটা আমার ঘাড়েই চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছে! কিন্তু এখন এ মুণ্ডটা লইয়া কি করি? কোথায় ফেলি?"

ইয়ানাকি চিন্তা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই বলিয়া উঠিল, "ঠিক হইয়াছে। রাজদণ্ডে দণ্ডিত সেই জু-টার মৃতদেহ পথের ধারে পড়িয়া আছে, সেইখানেই এটা রাখিয়া আসি।"

তৎকালে মুসলমানরাজ্যে যদি রাজদণ্ডে কোনও ব্যক্তির মস্তকচ্ছেদ হইত, তবে তাহার দেহ তিন দিন অবধি রাজপথে ফেলিয়া রাখা হইত। উদ্দেশ্য, তাহা দেখিয়া সকলে ভয় পাইবে, কেহ আর সেরূপ গুরুতর অপরাধ করিতে সাহসী হইবে না।

তখন মাত্র প্রভাত হইয়াছে। রাজপথে লোকচলাচল আরম্ভ হয় নাই। ইয়ানাকি সেই কাটা মুণ্ডটা কাপড়ে জড়াইয়া লইয়া কিছু দূরে পতিত সেই জু'র মৃতদেহের নিকটে গেল। সে ব্যক্তির শিরশ্ছেদ হইয়াছিল। সেই দেহের পা দুইটার মধ্যস্থানে কাটা মুণ্ড রাখিয়া পলাইয়া আসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রমে রৌদ্র উঠিল, বেলা বাড়িতে লাগিল। পথে লোক-চলাচল আরম্ভ হইল। যে পথে জু'র মৃতদেহ পড়িয়াছিল, সেই পথে লোক গিয়া দেখিল, অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার, একটা মানুষের দুইটা মাথা, একটা উপরে, একটা পায়ের নিকট।

এই সংবাদ সহরে প্রচার হওয়ামাত্র দলে দলে লোক দেখিতে ছুটিল। ক্রমে তাহাদের সঙ্গে এক জন সিপাহীও আসিয়া উপস্থিত হইল। সে পায়ের নিকট মুণ্ডটা দেখিয়া বলিল, "আল্লা, আল্লা, ইয়া-আল্লা—এ ত কাফেরের মস্তক নয়, এ যে আমাদের সেনাপতি আগা সাহেবের মুণ্ড! কে তাঁহাকে খুন করিল? খুন করিয়া আবার বিধর্ম্মী জু'র পদতলে মুণ্ডটি রাখিয়া গিয়াছে? এত অপমান!" বলিয়া মহাক্রোধে সিপাহী ছুটিয়া গিয়া নিজের দলের সমস্ত সিপাহীকে সংবাদ দিল।

এই আগা সাহেব কিছুদিন হইতে বাদশাহের কোপ-নয়নে পতিত হইয়াছিলেন। বাদশাহ সন্দেহ করিতেন, সেনাপতি ভিতরে ভিতরে তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিয়া বিদ্রোহ-সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাই সৈন্যগণ কেহ কেহ বলিল, "নিশ্চয়ই বাদশাহের হুকুমে আমাদের আগা সাহেবকে হত্যা করা হইয়াছে।" কেহ বা বলিল—"তাহা হইলে বাদশাহ মুণ্ডটা গোপনে নষ্ট করিয়া ফেলিতেন; ওরূপ করিয়া বিধর্ম্মী জু'র পদতলে ফেলিয়া অপমান করিবেন কেন? ইহা নিশ্চয়ই জু-গণের কাজ। মার তাহাদের।"

বলিতে বলিতে সিপাহীগণ ছুটিয়া ঘটনাস্থলে আসিল। আগা সাহেবের মস্তক দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত শোক করিতে লাগিল এবং ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া জু-জাতিকে যেখানে দেখিতে পাইল, সেইখানেই প্রহার করিতে লাগিল। সহরে ভয়ানক শান্তিভঙ্গ উপস্থিত হইল। জু-গণ নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

কিন্তু বাস্তবিক জু-গণ আগা সাহেবকে হত্যা করে নাই। যে রাত্রে বাবাদল সুলতানের নিকট নীত হইয়াছিল, সে রাত্রেই সুলতান এক জন বিশ্বস্ত ভৃত্যকে হুকুম দিয়াছিলেন—"যাও, আগা সাহেবের মাথা কাটিয়া আমায় আনিয়া দাও।"

যে সময় বাবাদল সুলতানের গোপন কামরায় বসিয়াছিল, সেই সময়েই আগা সাহেবের মাথা কাটিয়া সেই বিশ্বস্ত ভৃত্যের ফিরিবার কথা।

এ দিকে, পাছে মনসুরি জানিতে পারে যে, বাদশাহ ছদ্মবেশে এবার নগর ভ্রমণ করিবেন, তাই বাদশাহ মনসুরির চক্ষেও ধূলা দিবার জন্য একটা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। মনসুরি বাবাদলকে ফকীরের বেশ আনিয়া দিয়াছিল। সুতরাং মনসুরি জানিবে, বাদশাহ ফকীরের বেশে রাত্রি-ভ্রমণে যাইবার সংকল্প করিয়াছেন। তাই বাদশাহ স্বয়ং আসিয়া বাবাদলের নিকট হইতে সে শাল-মোড়া বাণ্ডিল উঠাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সেই শালে একটা সওদাগরের বেশ জড়াইয়া বাবাদলকে দিবেন, তাহা হইলে মনসুরিও জানিতে পারিবে না। বাদশাহ বাণ্ডিলটা লইয়া গেলে যে ব্যক্তি প্রবেশ করিয়াছিল, সেই আগা সাহেবের মাথা আনিতে গিয়াছিল; একে সে কামরায় আলোক অতি ক্ষীণ ছিল, তাহাতে বাদশাহের গোপন কামরায় অন্য কাহারও আসিবার সম্ভাবনা নাই, তাই সে বিশ্বস্ত ভৃত্য ভাবিয়াছিল, ইনিই বাদশাহ, বোধ হয়, বাহিরে যাইবেন বলিয়া দরজির ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছেন। তাই সেই বাণ্ডিলটি বাবাদলের পায়ের কাছে রাখিয়া, নত হইয়া সেলাম ও ভূমিচুম্বন করিয়াছিল।

এ দিকে সেই রাত্রে মনসুরি বাবাদলকে লইয়া চলিয়া গেলে পর, বাদশাহ সেই কামরায় সওদাগরের পরিচ্ছদ সহ প্রবেশ করিলেন। দরজি ও মনসুরিকে না দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন।

তখন একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাহাকে আগা সাহেবের মুণ্ড কাটিয়া আনিতে হুকুম দিয়াছিলাম, সে ফিরিয়াছে?"

ভৃত্য উত্তর করিল, "হাঁ প্রভু, সে ফিরিয়াছে।"

বাদশাহ বলিলেন, "তাহাকে ডাকিয়া আন"

সে ব্যক্তি আসিলে বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার্য্য শেষ হইয়াছে?"

ভৃত্য বলিল, "হাঁ। দুনিয়ার মালেক, কার্য্য শেষ করিয়া ত মুণ্ডটা হুজুরের পদপ্রান্তে রাখিয়া গিয়াছি।"

বাদশাহ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কখন্?"

ভৃত্য বলিল, "এই অল্পক্ষণ হইল, প্রভু দরজির ছদ্মবেশ পরিয়া গোপন কামরায় বসিয়াছিলেন, তখন দিয়া গেলাম।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে বাদশাহ সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। ভাবিলেন, একটা মহা ভুল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভৃত্যগণের সম্মুখে কোনও রূপ ব্যস্ততা প্রকাশ করিলেন না।

ক্রমে মনসুরি ফিরিয়া আসিল। তখন বাদশাহ তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। শেষে আজ্ঞা দিলেন, "যাও, এখনি যেখানে পাও, দরজিকে ধরিয়া কাটামুণ্ড ফিরাইয়া আন, নহিলে মহা অনর্থপাত হইবে।"

আজ্ঞা পাইয়া মনসুরি ছুটিল, কিন্তু সে দরজির দোকানই দেখিয়াছিল, তাহার বাড়ী কোথায়, জানিত না। রাত্রিতে বেজেস্তানের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কত লোককে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান [illegible]ইল না। এইরূপে ক্রমে রজনী প্রভাত হইল।

তখন মনসুরি শুনিল, কিছুদূরে ভাঙ্গা গলায় এক ব্যক্তি এক মসজিদ হইতে সত্যধর্ম্মে বিশ্বাসী মুসলমানগণকে প্রাতঃকালীন নামাজ করিতে আহ্বান করিতেছে। শব্দ লক্ষ্য করিয়া মনসুরি সেই দিকে গেল। দেখিল, বাবাদল দুই কানের পশ্চাতে হাত দিয়া হাঁকারিছে—"লা ইলাহাই ল্লাল্লা মোহম্মদর্ রসুলাল্লা।"

মনসুরি তখন তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই বাবাদলের চীৎকার বন্ধ হইয়া গেল। মনসুরিকে লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—"ওহে, তুমি কিরূপ লোক? একজন গরীবের উপর এমন করিয়াই কি অত্যাচার করিতে হয়? খুব পোষাকের নমুনা দিয়েছিলে। কেন, একটা মুণ্ডটা সওগাদ করিবার জন্য কি আর কোনও লোক পাও নাই! পোষাক তৈয়ারি এই রূপেই হয় বটে। তোমার সে প্রভুটি কে বল ত? সে একজন মুসলমানকে হত্যা করিলই বা কি জন্য? তোমার প্রভু নিশ্চয়ই একজন বজ্জাত কাফের, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

মনসুরি ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল,—"বুদ্ধ! সাবধান, তুই কাহাকে গালি দিতেছিস্, জানিস্?"

বৃদ্ধ একটু ভয় পাইয়া বলিল,—"কেন, কে সে?"

মনসুরি বলিল,—"তিনি শাহানশাহ বাদশাহ বোগদাদের অধিপতি।"

ইহা শুনিয়া বাবাদল কাঁপিতে লাগিল; বলি[illegible] —"মাফ্ করুন, মাফ করুন। না জানিয়া আ[illegible] দুনিয়ার মালেক বাদশাহকে গালি দিয়াছি, মা[illegible] করুন।" বলিতে বলিতে নিজের দুই কর্ণ ম[illegible] করিতে করিতে বাবাদল জানু পাতিয়া ভূমিতে বসি[illegible]

মনসুরি জিজ্ঞাসা করিল,—"সে কাটা মুণ্ড কোথা[illegible]"

বৃদ্ধ বলিল—"আমার বাড়ীতে নাই।"

"কোথায় তবে?"

"সেটা এতক্ষণ আগুনের মধ্যে পাক হইতেছে।"

মনসুরি বলিল—"পাক হইতেছে? খাইবি [illegible] কি? কি হইয়াছে? শীঘ্র বল্।"

বৃদ্ধ তখন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সমস্ত বৃত্তা[illegible] বলিল। মনসুরি শুনিয়া বৃদ্ধকে সঙ্গে করিয়া হাসা[illegible] রুটিওয়ালার দোকানে যাইল। অনেক পীড়াপী[illegible] করাতে হাসান স্বীকার করিল, সে তাহা নাপিতে[illegible] দোকানে রাখিয়া আসিয়াছে।

মনসুরি, হাসান ও বাবাদল তিনজনে তখ[illegible] নাপিতের দোকানে গেল। নাপিত প্রথমে ভয়ে কিছু স্বীকার করিল না। অবশেষে সে সকল কথা বলিল।

চারিজনে তখন কাবাবচি ইয়ানাকির দোকা[illegible] উপস্থিত হইল। যে সময় সিপাহীরা সক[illegible] বিধর্ম্মিগণকে প্রহার করিতেছিল, সেই সময়ে ইয়ানাকি প্রাণভয়ে নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়া[illegible] ছিল। সুতরাং ইয়ানাকির দেখা পাওয়া গেল না।

এই সময় মনসুরি রাস্তার কিছু দূরে গোল শুনিয়া[illegible] সেই দিকে গেল। গিয়া দেখিল, আগা সা[illegible]বের কাটা মুণ্ড সেইখানেই পড়িয়া রহিয়াছে।

তখন মনসুরি কালবিলম্ব না করিয়া বাদশাহের নিকট গিয়া সকল কথা বলিল।

বাদশাহ দেখিলেন, সৈন্যগণ ক্ষেপিয়া রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। তখন তিনি হুকুম দিলেন, আগা সাহেবের মুণ্ড আনিয়া মহা সমারোহে তাহার কবর দাও। আগা সাহেবের সিপাহীগণকে পাঁচ পাঁচ মোহর বকশিস্ কর।

মহা সমারোহে আগা সাহেবের মুণ্ড সমাধিস্থ হইল, সিপাহীদের মনোমত এক ব্যক্তিকে বাদশাহ আগার পদে নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর রাজ্যে আবার শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। বাদশাহের হুকুম অনুসারে মনসুরি গিয়া বাবাদল দরজিকে দুই শত স্বর্ণ-মুদ্রা দিয়া আসিল। বুড়া দরজির আর কোনও কষ্ট রহিল না। *

---

* ইংরাজী হইতে গৃহীত।

পত্নী-হারা

চুঁচুড়ায় গঙ্গাতীরে একটি সুন্দর ত্রিতলঅট্টালিকা। তাহার একটি সুসজ্জিত কক্ষে সেই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী শ্রীমতী সুনীতিবালা বসিয়া কবিতা পাঠ করিতেছেন। তাঁহার মুখখানি অতি সুন্দর। চোখে এখনও বালিকাসুলভ চপলতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছে। স্নান সমাপ্ত হইয়াছে; চুল এখনও ভাল শুকায় নাই, তাই সেইগুলি খোলা অবস্থায় পিঠের কাপড়ের উপর পড়িয়া আছে। জানালা দিয়া গঙ্গার বায়ু আসিয়া সেগুলি শুকাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

বেলা ক্রমে বাড়িয়া উঠিল, নয়টা বাজিয়া গেল। কাব্য আর সেই সুন্দরী পাঠিকার মন তেমন বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। বাহির হইতে পদশব্দের আভাসমাত্র কানে আসিলেই তিনি চমকিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। গঙ্গার ঘাটে বিস্তর স্নানার্থীর সমাগম হইয়াছে, সুনীতি মাঝে মাঝে গবাক্ষপথে তাহাদের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

তাঁহার এই মানসিক চঞ্চলতা শীঘ্রই বিদূরিত হইল। একখানি দৈনিক সংবাদপত্র হাতে করিয়া সহাস্যমুখে সুনীতির স্বামী প্রবেশ করিলেন।

সুনীতির স্বামীটি সম্পূর্ণভাবে সুনীতির উপযুক্ত। বিধাতা যোগ্যকে যোগ্যের সহিতই যোজনা করিয়াছেন;—ইহার অপেক্ষা সুবোধচন্দ্রের আর বেশী বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

কবিতাপুস্তকখানি পার্শ্বস্থ টেবিলের উপর ফেলিয়া সুনীতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অত হাসি কেন?"

সুবোধ হাসিয়া বলিলেন—"সহ্য হয় না নাকি?"

"না।"

"কেন?"

"তুমি বাইরে থেকে হাস্‌তে হাস্‌তে এসেছ। তা ত হবে না। আমার কাছে এসে আমাকে দেখে তবে তুমি হাস্‌বে।"

"তুমি কি শুধু ঘরে আছ? তুমি কি বাইরে নেই?"

সুনীতি হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, পরাজয় স্বীকার কর্‌লাম। 'রাজন্! তোমারি আমি অন্তরে বাহিরে।' এখন ব্যাপারখানা কি, বল দেখি শুনি!"

"দেখবে আবার শুনবে?"

"চালাকি রাখ। কাগজে তোমার বয়ের সুখ্যাতি বেরিয়েছে না কি?"

"আমার বউয়ের!"

"কি জ্বালা! তোমার কেতাবের গো মশাই, কেতাবের। তোমার ফুলহারের সুখ্যাতি ক'রে কাগজে কেউ সমালোচনা করেছে বুঝি?"

"যদি বলি তাই!"

"তবে আমি রাগ কর্‌ব।"

"অপরাধ?"

"তোমার বউ যখন তোমার বয়ের সুখ্যাতি করেছে, তখন আর কারু প্রশংসা তোমাকে স্পর্শ কর্‌বে কেন?"

সুবোধ হাসিয়া বলিল—"তবে তা নয়।"

"তবে কি?"

"আন্দাজ কর।"

সুনীতি তাহার সেই হাসি-মাখা চক্ষু দুইটি উল্টাইয়া উল্টাইয়া দুই তিনবার ঢোক গিলিয়া শেষকালে বলিল—"বুঝেছি।"

"কি বল দেখি?"

দুষ্টামির হাসি হাসিয়া সুনীতি বলিল—"বল্‌ব কেন?"

সুবোধ বলিল—"না, তোমায় বল্‌তেই হবে!"

সুনীতি চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল—"ইস্! হুকুম নাকি?"

"নয় ত কি?"

"বটে! জান না 'আমি রাণী, তুমি মোর প্রজা'।"

"তবে তোমার সখীদের ডাক। আমায় ফুলপাশে বেঁধে ফেলুক। দুটো গান শুনে নিই।"—বলিয়া সুবোধ সুর করিয়া আরম্ভ করিল—"যদি আসে তবে কেন যে-এ-এ-তে চায়।"

সুনীতি রাগ করিয়া বলিল—"রঙ্গ রাখ। কি হয়েছে বল।"

সুনীতি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। সুবোধ কুলীটাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

সুবোধকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া গাড়োয়ান হাঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কাঁহা জানে হোগা হুজুর?" সুবোধ মুখ ফিরাইয়া বলিল—"হাতিবাগান—ষ্টার থিয়েটর।"

সুবোধ গিয়া ষ্টেশন-মাষ্টারের সন্ধান করিল, ষ্টেশন-মাষ্টার নাই! কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতেই ষ্টেশন-মাষ্টার আসিল। সে বলিল—"প্যাসেঞ্জারগণের জিনিষপত্র আমি রাখি না, হেড্ পার্শেল্ ক্লার্কের কাছে যান, চারি আনা ফি লাগিবে, রসিদ পাইবেন।"

সুতরাং সুবোধ হেড্ পার্শেল ক্লার্কের সন্ধানে চলিল। অনেক কষ্টে তবে তাঁহাকে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইল। তিনি একটি বাঙ্গালী বাবু——চক্ষু দেখিলে মনে হয়, বিলক্ষণ অহিফেন সেবন করা অভ্যাস আছে।

অত্যন্ত ধীরভাবে সে ব্যক্তি সুবোধের প্রস্তাব শ্রবণ করিল। শেষে বলিল—চারি আনা লাগিবে। এই বলিয়া রসিদের বহি বাহির করিল। পেন্সিলটা খুঁজিতে কিয়ৎক্ষণ গেল! পেন্সিল যদি মিলিল, তবে কার্ব্বণ কাগজ আর পাওয়া যায় না!

এ দেরাজ, সে দেরাজ, এ আলমারি, সে আলমারি বহু অনুসন্ধানেও যখন কার্ব্বণ কাগজ পাওয়া গেল না, তখন সুবোধ বলিল—"মহাশয়, আমার সময় নাই, না হয়, হাতেই লিখিয়া দেন না।"

সুবোধের অঙ্গে ইংরাজ-বেশ ছিল, সুতরাং অনুরোধটা উপেক্ষিত হইল না।

রসিদ লইয়া কুলীকে বিদায় দিয়া, সুবোধ তাড়াতাড়ি গাড়ীর কাছে ছুটিয়া গেল। গিয়া দেখিল, যেখানে সুনীতির গাড়ী ছিল, সেখানে নাই।

মুহূর্ত্তের মধ্যে পৃথিবীখানা বিঘূর্ণিত বলিয়া মনে হইল। কিন্তু সুবোধ তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া ভাবিল, এইখানে কোথাও গাড়ী নিশ্চয়ই সরিয়া গিয়া দাঁড়াইয়াছে। ষ্টেশনের অঙ্গনে তখনও বহুসংখ্যক গাড়ী দণ্ডায়মান। সুবোধ প্রত্যেক গাড়ীর কাছে গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। সেই গাড়ীর নম্বরটা কেন দেখিয়া রাখে নাই, কেন এমন মূর্খতা করিল, এই ভাবিয়া নিজ বুদ্ধিকে অত্যন্ত ধিক্কার দিতে লাগিল।

কিন্তু অনুশোচনার সময় নাই। ক্রমেই অন্ধকার বাড়িতেছে। একে একে গাড়ীগুলিও বাহির হইয়া যাইতেছে। সহসা একটা কথা সুবোধের মনে হইল, যখন গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কোথায় যাইতে হইবে, তখন সে বলিয়াছিল, ষ্টার থিয়েটর। গাড়োয়ান সুনীতিকে লইয়া যদি ষ্টারে উপস্থিত হইয়া থাকে?

এই কথাটা মনে হইবামাত্র সুবোধ একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া ষ্টার থিয়েটরে ছুটিল। গাড়ীতে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, নিশ্চয়ই তাহাই হইয়াছে। সে যখন কুলী সঙ্গে করিয়া ষ্টেশন-মাষ্টারের নিকট বাক্স রাখিতে গেল, তখন ত গাড়োয়ানকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া যায় নাই। মেমসাহেবেরা একাকীও ভ্রমণ করিয়া থাকেন, গাড়োয়ান কোনও সংশয় না করিয়া আপন মনে হাঁকাইয়া গিয়াছে আর কি। সুনীতি কি আর মুখ বাড়াইয়া চীৎকার করিয়া তাহাকে নিষেধ করিতে পারিয়াছে! এই ঘটনায় সে ভয়ে বিস্ময়ে ভ্যাবাগঙ্গারাম হইয়া গাড়ীর ভিতর বসিয়া কাঁপিতেছে—হয় ত কাঁদিতেছে,—নয় ত মূর্চ্ছা গিয়াছে।

ষ্টার থিয়েটরের সম্মুখে গাড়ী পৌঁছিল। মহা সমারোহে চন্দ্রশেখরের অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। জনতা অত্যন্ত অধিক। বহুলোক স্থানাভাবে টিকিট পাইতেছে না, ফিরিয়া যাইতেছে।

সুবোধ লম্ফ দিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিল। দণ্ডায়মান সমস্ত গাড়ীগুলি একে একে অন্বেষণ করিল। কোনও খানিতে সুনীতি নাই। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ হইবার উপক্রম হইল।

ফিরিবার সময় প্রত্যেক গাড়ীর গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুম্ কোই মেমসাহেবকো লায়া?" সকলেই বলিল—"না।" এক জন বলিল—"হাঁ হুজুর লায়া।"

সুবোধের বুকের ভিতরটা ধড়াস করিয়া উঠিল। মনে হইল, এইবার যেন অকূল সমুদ্রে কূল পাইয়াছি। ঘোড়া দুইটা দেখিল, গাড়োয়ানের পানে চাহিল, ঠিক যেন সেই ঘোড়া ও সেই গাড়োয়ান বলিয়াই মনে হইল।

এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এ সমস্ত ঘটিয়া গেল। দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে সুবোধ গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল—"কাঁহাসে লায়া? হাওড়া ষ্টেশনসে?"

"হাঁ হুজুর, হাওড়া ষ্টেশনসে লায়া।"

"হামকো দেখা থা?"

কোচবাক্সে বসিয়া, মুখ ঝুঁকাইয়া সেই অল্পালোকে গাড়োয়ান সুবোধের মুখ নিরীক্ষণ করিল।

য়া চিন্তিয়া বলিল—"হাঁ, হুজুর, আপকো ঠিক একঠো সাহেবকো তো দেখা থা।"

সুবোধ তখন অত্যন্ত অগ্রহের সহিত বলিল—"মেম সাহেব কীধর গিয়া ?"

"মেম সাহেব ভিতর মে তামাসা দেখ রহিহেঁ!"

শুনিয়া সুবোধ ভারি নিরাশ হইল। ভাবিল, তবে এ ত সুনীতি নহে। সুনীতি হইলে সে কখনও গাড়ী ত্যাগ করিয়া টিকিট কিনিয়া থিয়েটরের ভিতর প্রবেশ করিত না। তাহা একান্তই অসম্ভব। তথাপি ভাবিল—একবার দেখা যাউক।

ভিড় ঠেলিয়া সুবোধ থিয়েটরের অঙ্গনের ভিতর প্রবেশ করিল। যে ব্যক্তি টিকিট বিক্রয় করে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"ইংরাজীবেশধারিণী কোনও বঙ্গমহিলা টিকিট ক্রয় করিয়াছেন কি ?"

সে ব্যক্তির নাম ভবচরণ, বলিল, "মহাশয়, কত লোক টিকিট লইয়াছে, এই ভিড়ে কি কাহারও মুখের পানে চাহিয়া দেখিবার অবসর পাইয়াছি! তবে মনে হইতেছে যেন এক জন লইয়াছেন।"

সুবোধ লোকটার হাতে একখানা নোট দিয়া বলিল,—"মহাশয়, একবার বাহিরে আসুন।"

ভবচরণ সসম্ভ্রমে বাহির হইয়া আসিল। ঔৎসুক্যের সহিত বলিল—"কি মহাশয় ?" সুবোধ বলিল—"আমাকে একটু সাহায্য করিতে হইবে। আপনাদের কোনও লোক দিয়া একবার সেই মহিলাটিকে সংবাদ দিতে হইবে। যদি আমার কার্য্য সফল হয়, তবে আর একখানি নোট দিব।"

ভবচরণ হাসিয়া বলিল—"তা মহাশয়, নিশ্চয়ই করিব। এক জন ভদ্রলোকের যদি উপকার করিতে পারি, তবে তা না করিব কেন ? আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনি আসিতেছি।"

বলিয়া ভবচরণ একটু অভূতপূর্ব্ব রকম আচরণ করিল। একটা গোলযোগের ব্যাপার সন্দেহ করিয়া থিয়েটরের কোন ঝিকে ডাকিয়া তাহার দ্বারা তাঁহারে সুবোধের বার্ত্তা না পাঠাইয়া, ইহা নির্ব্বিবাদে হাসিল করা কোন ঝির কর্ম্ম নয় মনে করিয়া, সে পশ্চাৎদিক্ দিয়া থিয়েটরের সাজঘরে উপস্থিত হইল। দেখিল, তাহার পরিচিতা রোহিণী নামে নটী দলনী বেগমের পরিচ্ছদ পরিয়া চেয়ারে বসিয়া তামাক খাইতেছে।

তাহাকে গিয়া চুপি চুপি বলিল—"একটা কাজ করবে ?"

"কি ?"

ভবচরণ সংক্ষেপে ব্যাপারখানা রোহিণীকে বুঝাইয়া দিল। রোহিণী বলিল—"কি দেবে ?"

"একটা ফোর্ ক্রাউন হুইস্কি।"

"আরে রামঃ—গলা জ্বলে। গ্রীণ শীল্।"

"আচ্ছা তাই, এস তবে।"

বেগমের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ না করিয়া বাহিরে যাওয়া চলে না; অথচ ছাড়িলে, আবার পরিতে অনেক কষ্ট ও সময় নষ্ট হইবে; সুতরাং রোহিণী একখানা বিলাতী শালে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া, চটি জুতা পায়ে দিয়া ভবচরণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ভবচরণ সুবোধ বাবুকে দেখাইয়া বলিল—"এঁরি কথা বল্‌ছিলাম।"

সুবোধ কার্ডকেস হইতে নিজের একখানি কার্ড বাহির করিয়া রোহিণীর হাতে দিল। বলিল—"যদি কোনও ইংরাজিবেশধারিণী বঙ্গমহিলাকে ভিতরে দেখেন, তবে এই কার্ড দেখিয়ে অনুগ্রহ ক'রে তাঁকে ডেকে আনবেন।"

রোহিণী সুবোধের পানে চাহিয়া একটু মুচকি হাসি হাসিল। কার্ডখানি লইয়া, হেলিয়া দুলিয়া সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিল।

সুবোধ দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

পাঁচ মিনিট পরে রোহিণী কার্ডখানি হাতে করিয়া নামিয়া আসিয়া বলিল—"ভিতরে 'ইংরাজিবেশধারিণী' আপনার কোনও মহিলা নেই। এক জন আছেন, তিনি আপনার আত্মীয়তা অস্বীকার করলেন।"

সুবোধ কোন কথা না বলিয়া ম্লানমুখে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

রোহিণী তাহার সঙ্গীকে বলিল, "আজ ভাল বিপদে ফেলেছিলে ভাই। একটা গ্রীণ শীলের লোভে প্রাণটা গিয়েছিল আর কি! খুঁজে খুঁজে ইংরাজিবেশধারিণী মহিলার কাছে উপস্থিত হয়ে বল্লাম—'আপনার স্বামী বাইরে অপেক্ষা করছেন, আপনি শীঘ্র আসুন।' ব'লে কার্ড দেখালাম। মাগী কার্ডখানা ছুড়ে আমার গায়ে ফেলে দিলে! চ'টে লাল। আমাকে মারে আর কি!"

"তুমি কোন্ সাহসে বল্লে—তোমার স্বামী বাইরে অপেক্ষা করছেন ? স্বামী কি অন্য কেউ কি ক'রে জানলে ?"

"নিশ্চয় স্বামী। দেখছ না, লোকটা মণিহারা ফণী হয়ে বেড়াচ্ছে। স্বাধীনতাওয়ালা আলোকপ্রাপ্ত লোক। স্ত্রীটি হারিয়ে ব'সে আছেন। অমৃত

বোনকে বল্‌ব এখন, ভারী একটা মজার নতুন প্রহসন হবে।"

সুবোধ অঙ্গনের বাহিরে গিয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া ভাবিল। এমন বিপদে সে ইহজন্মে আর কখন পড়ে নাই। এক একবার মনে হইতে লাগিল—এ সকল কি সত্য, না স্বপ্ন দেখিতেছি! যদি ইহা স্বপ্ন হইয়া যায়, যদি ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দেখি যে, এ সব কিছু নহে, সুনীতি আমার পার্শ্বে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন, তাহা হইলে কি সুখ, কি আনন্দ হয়!—সুবোধের দুইটি চক্ষু জলপূর্ণ হইল। মনে মনে বলিল—সুনীতি, কোথায় তুমি, কি অবস্থায় রহিয়াছ, কোন্ দস্যুহস্তে, কি মহাবিপদে তুমি পতিত হইয়াছ, আমি ত কিছুই জানিতে পারিতেছি না।—হাওড়া ষ্টেশনে প্লাটফর্ম্মে সুনীতির সেই লজ্জারক্তিম মুখখানি কেবলই সুবোধের মনে পড়িতে লাগিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, হায় হায়, আমিই তোমার সর্ব্বনাশ করিলাম!

কিন্তু এমন ভাবে কালক্ষেপ করিয়া কি ফল হইবে! সুবোধ মনে করিল, আর একবার হাওড়ায় গিয়া অনুসন্ধান করি, যদি সে গাড়ীখানা এতক্ষণ ফিরিয়া আসিয়া থাকে। যে গাড়ী সুবোধ হাওড়া হইতে ভাড়া করিয়া আসিয়াছিল, তাহা এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিল। সুবোধ তাহাতে আরোহণ করিয়া হাওড়ায় যাইতে কহিল।

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া সুবোধ দেখিল, অঙ্গন বহু শকটে পরিপূর্ণ। পঞ্জাব ডাকগাড়ী ছাড়িবার সময় উপস্থিত। হতবুদ্ধির মত সকল গাড়ীগুলির কাছে এক একবার দাঁড়াইল, কেমন করিয়া সে গাড়ী চিনিয়া বাহির করিবে!

ডাকগাড়ী ছাড়িয়া গেল। সুবোধ একটা মৎলব স্থির করিয়াছে। ষ্টেশন-মাষ্টারের কাছে গিয়া বলিল—"মহাশয়, আপনার সমস্ত কুলীকে যদি দয়া করিয়া একত্র করেন, তবে অত্যন্ত উপকৃত হই। বৈকালের ট্রেণে যে ব্যক্তি আমার তোরঙ্গ নামাইয়াছিল, তাহাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন।"

ষ্টেশন-মাষ্টার গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন —"মহাশয়, জি-আর-পুলিশকে আবেদন করুন।"

চলিল সুবোধ রেলওয়ে পুলিশের দারোগার সন্ধানে। দারোগা সাহেব মুসলমান, চারপাই পাতিয়া নিদ্রার আয়োজন করিতেছিলেন। তাঁহার সমীপে সুবোধ উপস্থিত হইয়া আপনার "আবেদন" জানাইল।

প্রথমে ত দারোগা সাহেব কথা কানেই তোলেন না। অবস্থা বুঝিয়া, প্রাণের দায়ে, সুবোধ তাঁহাকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণান্ত করিল।

তখন দারোগা সাহেব সতেজে উঠিয়া বসিলেন। রাইটার কনেষ্টবলকে হুকুম দিলেন— "বোলাও সব শালা কুলী লোগকো।"

পুলিশের হাঁকডাকে ষ্টেশন প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। দলে দলে বহু কুলী আসিয়া সুবোধের সম্মুখে দাঁড়াইল। ক্রমে যে ব্যক্তি সুবোধের তোরঙ্গ নামাইয়াছিল, সে উপস্থিত হইল। সুবোধ তাহাকে চিনিল। জিজ্ঞাসা করিল—"বিকালের ট্রেণে নামিয়া, যে গাড়ী আমি ভাড়া করিয়াছিলাম, সে গাড়ীর গাড়োয়ানকে তুমি চেন কি?"

সে ব্যক্তি বলিল—"চিনি বৈ কি হুজুর, তার নাম রহিমবক্স।"

"রহিমবক্সের আড্ডা কোথায় জান?"

"যোড়াসাঁকো।"

"সেখানে আমাকে লইয়া যাইতে পার? ভাল করিয়া বখশিশ দিব।"

বখশিশের নাম শুনিয়া কুলীপুঙ্গব অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া বলিল—"চলুন না হুজুর। এখনি যাইতেছি।"

কুলী সুবোধের সঙ্গে চলিল। পুলিশের সেই রাইটার কনেষ্টবল অর্থাৎ "মুন্সীজি" সুবোধের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তাহার মুখের পানে সহাস্য কটাক্ষপাত করিয়া বলিল—"বাবু সাহেব!"

সুবোধ বলিল—"বকশিশ?"

সে ব্যক্তি গর্ব্বিতভাবে বলিল—"বাবুজি, আমি চাপরাশি না দরোয়ান যে, বখশিশ দিবেন? তবে পাণ খাইবার জন্য যদি কিছু দেন ত আলবৎ লইতে পারি।"

সুবোধের মন তখন অত্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত। টাকার প্রতি মায়া-মমতা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইয়াছিল। ঠন্ করিয়া একটা টাকা ফেলিয়া দিল।

টাকাটা কুড়াইয়া লইয়া মুন্সী বলিল—"বন্দিগি বাবু সাহেব।"

কুলীকে সঙ্গে লইয়া গাড়ী করিয়া সুবোধ যোড়াসাঁকোর এক অন্ধকার গলিতে উপস্থিত হইল। পথে বরাবর শঙ্কা করিতে করিতে আসিয়াছিল, হয় ত গাড়োয়ানের দেখা পাওয়া যাইবে না। কিন্তু সে আশঙ্কা অমূলক হইল। গাড়ী আছে। গাড়োয়ান পার্শ্বে খাটিয়ায় শুইয়া ঘুমাইতেছে।

কুলী তাহাকে জাগাইল—"রহিম—ও রহিম, ওঠ!" রহিম ঘুমের ঘোরে বলিল—"আজ আর আমি ভাড়া যাব না! আজ দাঁও মেরে নিয়েছি।"

শুনিয়া সুবোধের মনটা ঝনাৎ করিয়া উঠিল। ভাবিল, কি অমঙ্গলের কথাই শুনিব না জানি!

কুলী তাহাকে আশ্বাস দিল—"ওঠ, ভাড়া যেতে হবে না। শীঘ্র ওঠ।"

রহিম কোনমতে উঠিল। মুখে ভয়ানক মদের গন্ধ। বিড় বিড় করিয়া কি বকিতে লাগিল, কিছুই বোঝা গেল না। বকিতে বকিতে আবার ধপাস্ করিয়া খাটিয়ায় বসিয়া পড়িল।

কুলী তখন গাড়ীর জ্বলন্ত লণ্ঠনটা খুলিয়া আনিয়া সুবোধের মুখে আলোক ধরিল। জিজ্ঞাসা করিল—"এঁকে চিন্‌তে পারিস্?"

সুবোধকে দেখিবামাত্র গাড়োয়ান উঠিয়া দাঁড়াইল। হাত দুইটি যোড় করিয়া অত্যন্ত করুণস্বরে বলিল—"হুজুর, আপনার মেমসাহেব আমাকে আজ দশ টাকা বখশিশ দিয়েছেন।"

সুবোধ যেন হাতে স্বর্গ পাইল। জিজ্ঞাসা করিল—"আমার মেমসাহেবকে কোথায় রেখে এসেছিস্?"

গাড়োয়ানের মাথার ঠিক ছিল না। একে মদের প্রভাব, তাহার উপর একদমে দশ টাকা লাভ করিয়াছে! কিয়ৎক্ষণ ভাবিল। ভাবিয়া, পূর্ব্ববৎ করুণস্বরে বলিল—

"হুজুর, ভবানীপুর।"

"কোন্ স্থান?"

"চক্কর বেড়িয়া।"

সুবোধের দেহে প্রাণ আসিল। ভবানীপুর চক্রবেড়িয়া সুবোধের ভায়রাভাই অবিনাশচন্দ্রের বাড়ী। সুনীতি নিশ্চয়ই সেখানে গিয়াছেন। আর কোনও ভাবনা নাই। তবু সুবোধ জিজ্ঞাসা করিল—"কত নম্বর?"

"নম্বর ত মনে নাই হুজুর!" বারংবার এই কথা বলিতে বলিতে লোকটা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তাহার কান্না দেখিয়া সুবোধ অত্যন্ত বিস্মিত হইল। কুলীকে জিজ্ঞাসা করিল—"এ কাঁদে কেন?"

কুলী জিজ্ঞাসা করিল—"রহিম! কাঁদিস্ কেন রে? ভয় কি তোর?"

রহিম কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিল—"ভয় আবার কি? বেশী দারু পিলেই আমার কান্না পায়। মনে হয় যেন আমার বিবি ম'রে গেছে।"

শুনিয়া সুবোধ মনে মনে হাসিল। "বিবি'র বিরহে মানুষের অন্তরে যে কি ভাব উপস্থিত হয়, তাহা সে এতক্ষণে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল।

সুবোধ পকেট হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিয়া বলিল—"তোমরা দুজনে এই পাঁচ পাঁচ টাকা বখশিশ নাও।"

পরমুহূর্ত্তেই সুবোধের গাড়ী ভবানীপুর অভিমুখে ধাবিত হইল। রাত্রি তখন এগারোটা। শীতল নৈশ বায়ু তাহার ললাটের ঘর্ম্ম অপনোদন করিয়া দিল। সুবোধ মনে এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব লঘুতা অনুভব করিল। বারংবার অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল—"এ কি মুক্তি—এ কি পরিত্রাণ! কি আনন্দ হৃদয়মাঝারে!"

চক্রবেড়িয়া রোডে অবিনাশচন্দ্রের বাড়ীর সম্মুখে সুবোধের গাড়ী দাঁড়াইল। তাড়াতাড়ি গাড়োয়ানকে বিদায় করিয়া মুক্ত দুয়ারে বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল, একেবারে অবিনাশচন্দ্রের শয়নকক্ষে গিয়া উপস্থিত। কেরোসিনের ল্যাম্প মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। অবিনাশচন্দ্র বিছানায় আড় হইয়া শুইয়া। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সুবোধ রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল—"সুনীতি?"

অবিনাশচন্দ্র হাই তুলিয়া বলিলেন—"সুনীতি কি?"

"সুনীতি এসেছে?"

অবিনাশচন্দ্র আবার হাই তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"কোথা থেকে নেশা ক'রে এলে? বিভুল বকৃচ যে হে!"

সুবোধ হতাশ হইয়া নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

এই সময় তাহার শ্যালিকা সুমতি প্রবেশ করিলেন। সুবোধকে দেখিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি গো সাহেব! চন্দ্রশেখর অভিনয়টা কেমন দেখলে?"

অবিনাশচন্দ্র স্ত্রীকে ভৎর্সনা করিলেন—"আচ্ছা পাগল! পেটে এক মিনিট কথা থাকে না? আমি ভায়াকে একটু চাল্‌কে নিচ্ছিলুম।"

সুবোধ বলিল—"খুব লোক যা হোক্! এ সব বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করে!"

মহা হাসি পড়িয়া গেল। সুমতি ও অবিনাশচন্দ্র উভয়ে মিলিয়া সুনীতির দুর্গতির ইতিহাসটা বিবৃত করিলেন। সুবোধ কুলীর সঙ্গে ষ্টেশন-মাষ্টারের সন্ধানে প্রস্থান করিলেই গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া একেবারে ষ্টার থিয়েটরে হাজির। গাড়ীও ছুটিল, সুনীতিও কান্না আরম্ভ করিয়া দিল। থিয়েটরের সম্মুখে গাড়ী দাঁড় করাইয়া গাড়োয়ান আসিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল। গাড়োয়ানকে দেখিবামাত্র সাহসে ভর করিয়া সুনীতি বলিল—"চল্,

আবার ষ্টেশনে চল্। আমার স্বামীকে ফেলিয়া আসিলি কেন ?" গাড়োয়ান আবার ষ্টেশনে যায়। অনেক খুঁজিয়া সুবোধকে পাইল না। তখন কি ভাগ্যিস্ সুনীতির বুদ্ধি যোগাইল! এখানকার ঠিকানা বলিয়া দিল। দশ টাকা বকশিশ কবুল করিল। আমরা ত মেমসাহেবকে দেখিয়া চিনিতেই পারি না। শেষকালে সুমতি উপসংহার করিলেন। —"আহা মরি কিবে ছিরিই বেরিয়েছিল! সে বেশ আর সে অবস্থা দেখে হাসব কি কাঁদ্‌ব, ভেবে ঠিক কর্‌তে পারিনি। যদি থিয়েটারে বক্সে নিয়ে যাবারই সাধ, তবে অমন কিম্ভূতকিমাকার না সাজিয়ে, পূজোর সময় সখ ক'রে যে নূতন পোষাক তৈরি করিয়েছ, তাই পরালেই ত হ'ত। সে-ও শাড়ী হোক্, কিন্তু এ কালের ছাঁদের, কত সুন্দর! যে সব মেয়েরা বাইরে বেরোন, তাঁরা ত ঐ প'রে বেরোন, তাঁরা ত আর গাউন পর্‌তে যান না! এ বুদ্ধিটুকু তোমার ঘটে জোটেনি ?"

সুবোধ মহা অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"তাই ত!"

বৃত্তান্ত শেষ হইলে সুমতি সুবোধকে ডাকিল—"এখন এস সাহেব মশাই। তোমার বিবির সঙ্গে দেখা কর্‌বে এস। সে ত এসে অবধি জল গেলাসটি অবধি খায় নি, কেঁদে কেঁদে মর্‌ছে! এই এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ল। তাকে উঠাই গে চল। তোমার অবস্থাটা কি হয়েছিল, বল্‌বে এস।"

ভুল-ভাঙ্গা

আজকাল শাশুড়ীকে নিন্দা করা বধূদের একটা ফ্যাসান হইয়াছে। নাটকে, নভেলে পর্য্যন্ত শাশুড়ী বেচারীদের পরিত্রাণ নাই। চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"মূর্খেরে তুষিবে তার মত কদাচারে" —গ্রন্থকারেরা কি এই মহাজন-বাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ করেন? নবীনা পাঠিকাদের তুষ্টিসাধন ব্যতীত বাঙ্গালা বহি বিক্রয় হইবার আর উপায় নাই বুঝি?

আমি শাশুড়ীদের হইয়া ওকালতী করিতে বসিয়াছি, তাই যেন তোমরা পাঁচজনে আমাকে বুড়ী মাগী বলিয়া গালি দিও না। আমার বয়স এখনও কুড়ি পার হয় নাই, সুতরাং কোনও মতেই আমাকে বুড়ী বলিতে পারিবে না।—আমার শাশুড়ীর মত এমন শাশুড়ী কলিকালে হয় না। আমি যাহা করিয়াছিলাম, তাহা যদি তোমরা করিতে, তবে তোমাদের শাশুড়ী—থাক্ আর অপ্রিয় সে কথাটা বলিব না—আমার গল্পটা শাশুড়ীকে শুনাইয়া তাঁহার মত না হয় জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও।

কলিকাতার নিকট বরাহনগরে আমার পিত্রালয়। আমরা দুই বোন্, তিন ভাই। আমিই সবার ছোট, মায়ের কোলের মেয়েটি বলিয়া ছেলেবেলায় মা-বাপের আদর একটু বেশী পরিমাণেই পাইয়াছিলাম। হায়, আমার সে বাবাই বা কোথা গেলেন, আর সে মা-ই বা কোথায় গেলেন! দাদারা এখন ঠাকুর-দেবতাদের আশীর্ব্বাদে চিরজীবী হইয়া বাঁচিয়া থাকুন, তাহা হইলেই সব।

মা-বাপের আদরে সোহাগে আমার শৈশব কাটিতেছিল। যখন আমি ছয় বৎসরের কি সাত বৎসরের হইয়াছি, তখন বাবা আমাকে একখানি প্রথমভাগ আনিয়া দিলেন। আমি সমস্ত দিনে অ আ ক খ সব চিনিয়া ফেলিলাম। যে দেখিল, সে-ই আশ্চর্য্য হইল, যে শুনিল, সে-ই অবিশ্বাস করিল। আমার বুদ্ধি আর স্মরণশক্তি দেখিয়া ছোট দাদা বলিলেন,—"হরি! আমি তোকে পড়াব রে।" বলিয়া রাখি, আমার নাম শ্রীমতী হরি-দাসী দেবী।

দাদার কাছে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। একখানি দুইখানি করিয়া প্রাথমিক বহিগুলি শেষ করিলাম। যখন রামায়ণ, মহাভারত, আরব্যো-পন্যাস পড়িতে লাগিলাম, তখন আমার বয়স নয় বৎসর কি জোর দশ বৎসর।

আমার এই দাদাটির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। গুরুনিন্দা করিতে নাই—কিছু বলিতে চাহি না,—ইনি আমার সর্ব্বনাশের যোগাড় করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমার নিতান্ত জোর কপাল, তাই আমি ভাসিয়া গিয়াও ফিরিতে পারিয়াছি।

আমি তখন খুব ছোট ছিলাম,—লোকের মুখে গল্প শোনা,—দাদা কলিকাতায় কলেজে পড়িতেন, হঠাৎ এক দিন এক জন আসিয়া সংবাদ দিল,—"তোমাদের চিত্তরঞ্জন (দাদার নাম চিত্তরঞ্জন) ব্রহ্মজ্ঞানী হবে,—সমস্ত ঠিক হয়েছে,—এই ১১ই মাঘ তার দীক্ষা।"—এই সংবাদে আমার পিতা-মাতার মাথায় বজ্রপাত হইল। তাঁহারা সকলে হাঁ হাঁ করিয়া কলিকাতায় দাদার বাসায় গিয়া পড়িলেন। কান্নাকাটি করিয়া, আত্মহত্যা করিবার ভয় দেখাইয়া দাদাকে বাড়ীতে আনা হইল। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় তর্কে দাদাকে পরাজিত করিবার জন্য নবদ্বীপ হইতে একযোড়া অধ্যাপক আমদানী করা হইল। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মবিদ্বেষী যত কিছু পুস্তক-পুস্তিকা ছিল, সে সব কলিকাতা হইতে আসিল। ক্রমে দাদা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার অভিলাষ ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্ম হইতে না পাইয়া ক্রমে কর্ণেল অল্‌কটের শিষ্য হইয়া পড়িলেন। দাদা বড় বড় নখ রাখিলেন; বড় বড় চুল রাখিলেন, মাছ-মাংস ছাড়িলেন, আতপ চাউল ধরিলেন;—এমন কি, সন্ধ্যাহ্নিক না করিয়া জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করেন না। যখন দাদা আমার লেখাপড়া শিখাইবার ভার লইলেন, তখন তিনি ঘোর থিয়জফিষ্ট। মনে আছে, বিবাহ করিবার জন্য মা কত সাধ্যসাধনা করিতেন,—দাদা বলিতেন,—"মহাত্মগণের ইচ্ছা নয় যে, আমি বিবাহ ক'রে সংসারজালে জড়ীভূত হয়ে পড়ি।" গ্রামের যুবকদিগের মধ্যে দাদার একটি ভক্ত-সম্প্রদায় ছিল,

তাহারা গোপনে যার তার কাছে বলিয়া বেড়াইত, হিমালয়ের গুহায় শত সহস্র বৎসরবয়স্ক মহাত্মারা আছেন, তাঁহারা দাদাকে মাঝে মাঝে পত্রাদি লিখিয়া থাকেন।

দাদার উপর আমার ভক্তি এত বেশী ছিল যে, তিনি বলিলে আমি মরিতে পর্য্যন্ত পারিতাম। দাদা যখন একান্তে বসিয়া আমাকে পড়াইতেন, তখন মুগ্ধনেত্রে আমি তাঁহার প্রতিভায় সমুজ্জ্বল মুখের পানে চাহিয়া থাকিতাম। এমন দাদার সহোদরা ভগ্নী আমি,—নিজেকে ধন্য মনে করিতাম। দাদা আমাকে উপদেশ দিতেন, বিশ্বজগৎ মায়ারচনা, সংসার কারাগার, আত্মীয়-পরিজনের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা জীবের মুক্তির প্রধানতম অন্তরায়। দাদা নিজের উপদেশবাক্য রামায়ণ-মহাভারত খুলিয়া সপ্রমাণ করিতেন।

যখন আমি এগারো বৎসরে পড়িলাম, তখন দারুণ শোক পাইলাম। ছয় দিনের জ্বর-বিকারে বাবা গেলেন;—দুইটি মাসও পোহাইল না, সতীলক্ষ্মী মা-ও তাঁহার স্বামীর পদানুসরণ করিলেন। দুই মাসের মধ্যে বাপ মা দুই হারানো;—যাহার এমন হইয়াছে, সেই জানে। দাদা না থাকিলে কি সেই বয়সে সে শোক আমি সহ্য করিতে পারিতাম! দাদা এই সময়ে আমাকে গীতা পড়াইতে লাগিলেন। সংস্কৃত জানিতাম না, তবু শ্লোকগুলি মুখস্থ করিতাম। বাঙ্গালা অনুবাদ পড়িতাম। দাদা টীকা-টিপ্পনী করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। শোকদগ্ধ হৃদয়ে গীতার শ্লোকগুলি যেন অমৃতসিঞ্চন করিত।

যখন বারো বৎসরের হইলাম, তখন আমার বিবাহের কথাবার্তা উঠিল। বড় দাদা, মেজ দাদা সপরিবারে বিদেশে থাকিতেন,—তাঁহারা ছোট দাদাকে চিঠির উপর চিঠি দিতে লাগিলেন—হরির বিবাহের বন্দোবস্ত কর, আর বিলম্ব করিও না।

দাদাকে প্রার্থনা জানাইলাম, আমি বিবাহ করিব না; ধর্ম্মালোচনায় কুমারী-জীবন যাপন করিব।

দাদা না-হুঁ-না-হুঁ ভাবে কিছুদিন কাটাইলেন। শেষে যখন বড় দাদারা তাঁহাকে কড়া কড়া চিঠি ঝাড়িতে আরম্ভ করিলেন, তখন দাদা পাত্র সন্ধান করিতে বাহির হইলেন। আমাকে বুঝাইলেন, বিবাহ করিলেই যে ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব নাশ হইয়া যায়, তাহার কিছু মানে নাই। বরং সংসারাশ্রমে থাকিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেই প্রশংসার বিষয়।

দাদা যখন এ কথা বলিলেন, তখন আমি বিশ্বাস করিব না কেন? বলিলাম—আপনার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য।

কয়েকটা সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া একটা স্থির হইল। পাত্র জামালপুর রেলওয়ে অফিসে কর্ম্ম করেন। প্রথম পক্ষের বিবাহ বটে,—কিন্তু একটু বয়স হইয়াছে। বৎসর পঁচিশের কম নহে। তিনি স্বয়ং আমাকে দেখিতে আসিবেন লিখিলেন।

কালো গর্ণেটের কোট পরিয়া, সোনার চেন ঝুলাইয়া, বার্ণিশ করা জুতা পায়ে দিয়া, টেরি কাটিয়া, সুগন্ধি মাখিয়া, রূপা-বাঁধান ছড়ি হাতে করিয়া এক দিন আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। আমাকে দেখিলেন, আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কি লেখাপড়া করি জিজ্ঞাসা করিলেন;—আমার লজ্জাও নাই, সরমও নাই, দ্বিধাও নাই, সঙ্কোচও নাই;—মুখ মাটীর দিকে না নামাইয়া তাঁহার পানে নির্ভীক নেত্রপাত করিয়া স্পষ্ট কথায় চটপট সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলাম।

তিনি চলিয়া গেলে বাড়ীর লোকের কাছে আমাকে ভর্ৎসনা সহিতে হইল। সবাই বলিল—"তোর কি ভয় লজ্জা কিছুই নেই? লেখাপড়া শিখেছিস্ বলেই কি অমন বাহাদুরী না করলেই নয়?" আমি ভাল মন্দ কিছুই বলিলাম না। কিছুদিন পরে সংবাদ আসিল, পাত্র বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছেন। আমরা যাহা দিব, তাহাতেই রাজী। ফল কথা, আমাকে বিবাহ না করিয়া ছাড়িবেন না।

ভাবিলাম, তা না ছাড়ুন। বিবাহ যখন আমাকে করিতেই হইবে, তখন আর কথা কি! রামে মারিলেও মরিব, রাবণে মারিলেও মরিব।

শুভদিনে শুভক্ষণে বিবাহ হইয়া গেল। পরদিন শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিলাম।

শ্রীরামপুরের নিকট আমার শ্বশুরবাড়ী। আমার স্বামী একমাসের ছুটী লইয়া বাড়ী আসিয়াছিলেন। আমি নববধূ,—নববধূর যেরূপ লজ্জা-সরম থাকা আবশ্যক, আমার সেরূপ নাই দেখিয়া কেহ কেহ নিন্দা করিল। শাশুড়ী বলিলেন—"আহা, তা হোক্—ছেলেমানুষ—বুদ্ধি হলেই সব হবে এখন।" আমার সম্বন্ধে কে কি বলিল, কে কি না বলিল, তাহা আমি গ্রাহ্য করিতাম না; নিজের পড়াশুনা লইয়াই থাকিতাম। পড়া-শুনার জন্যও কিছু কিছু বিদ্রূপ সহিতে হইয়াছিল। সপ্তাহকাল ছিলাম। স্বামী আমার মন ভুলাইবার জন্য প্রতি রাত্রেই কিছু-না-কিছু নূতন জিনিস উপহার দিতেন। নিস্পৃহ

ত্রুণং জগৎ। আমি লইতাম—কিন্তু মনে মনে হাসিতাম। আমি বুঝিয়াছিলাম, পৃথিবী অসার, ইহলোকের সুখ-দুঃখ কিছুই সত্য নহে—আমি দুইটা ফুলের তোড়া অথবা দুই শিশি গন্ধ লইয়া কি করিব? তবু লইতাম;—স্বামীর মনে বৃথা কষ্ট দিবার প্রয়োজন কি? স্বামী আমাকে আদরে সোহাগে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। ঠিক ভাল লাগিত না, বলিতে পারি না। জনক-জননীর জীবিতকালে আদরসোহাগ আমার প্রচুর পরিমাণেই ছিল, দুই বৎসর যাবৎ আমি তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলাম। স্বামীর আদর শুষ্কহৃদয়ে নববর্ষার জলবিন্দুর মত বোধ হইত। কিন্তু বড় ভয় করিত। নির্জ্জনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতাম, "হে দয়াময় প্রভু, যেন সংসারের মায়াকুহকে ভুলিয়া না যাই, রক্ষা করিও।" বধূজনোচিত লজ্জার অভাবে অন্যের কাছে নিন্দাভাজন হইতাম বটে, কিন্তু স্বামী তাহাতে সন্তুষ্ট ছিলেন বুঝিতে পারিতাম। একে তিনি একটু বেশী বয়সে বিবাহ করিয়াছেন,—তাহার উপর আবার কাঁচিয়া ছেলেমানুষ সাজিয়া যে কচি খুকীটির লজ্জা ভাঙ্গাইতে হইল না, ইহাতে তিনি আমার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন।

সাতদিন শ্বশুরবাড়ীতে থাকিয়া আমি পিত্রালয়ে ফিরিলাম। স্বামী আমার সঙ্গে "যোড়ে" আসিলেন। বাড়ীর লোকে তাঁহাকে লইয়া কত আমোদ-প্রমোদ করিল। তাঁহার ছুটী ক্রমে ফুরাইয়া আসিল, তিনি দেশে ফিরিলেন। যাত্রা করিবার সময় দেখিলাম, তাঁহার চক্ষু ছলছল করিতেছে। আমাকে বলিয়া গেলেন—"চিঠি লিখো।"

বিবাহের পর প্রায় তিন বৎসরকাল আমি বরাহনগরে রহিলাম। পূজা ও বড়দিনের ছুটীতে স্বামী আসিতেন। আমাকে লইয়া যাইবার জন্য কয়েকবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু একটা না একটা বিঘ্নবশতঃ হয় নাই; একবার সব ঠিকঠাক;—শেষ মুহূর্ত্তে পত্র আসিল, সাহেব তাঁহাকে ছুটী দিল না। আর একবার যাইবার সময় আমার পীড়া উপস্থিত হইল। আরও একবার ঐ রকম কি একটা ব্যাঘাত হয়।

এই তিন বৎসরে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিল। প্রথম দাদার বিবাহ। দ্বিতীয় আমাদের উভয়ের গুরুলাভ।

এই সময়ে দাদা শাস্ত্রচর্চ্চার অবসরে মাঝে মাঝে কলিকাতায় যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, সেখানে একজন গুপ্তবিদ্যায় পারদর্শী পরম জ্ঞানী পুরুষের দর্শন পাইয়াছেন, সেখানে উপদেশার্থে গমন করেন। দাদা যাহাই শিখুন, ভবিষ্যতে এক দিন আমিও তাঁহার সেই বিদ্যার অধিকারিণী হইব, এই আশায় উৎফুল্ল হইতাম। দাদা সেখানে কি শিখিয়াছিলেন, না শিখিয়াছিলেন, সে পরিচয়লাভ আর আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই, কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিলাম, তাঁহার উপদেষ্টা স্বীয় পঞ্চদশবর্ষীয়া ভগ্নীটিকে দাদার গলায় বাঁধিয়া দিলেন;—দাদা বিবাহ করিলেন। আত্মীয়-স্বজন ইহাতে সকলেই সুখী। দাদার বয়স তখন প্রায় ত্রিংশবর্ষ। দাদা বলিলেন—"মহাত্মগণ এতদিনে আমার বিবাহে অনুমতি দিয়াছেন।" যাহা হউক, বিবাহ করিয়া শাস্ত্রচর্চ্চায় দাদার আগ্রহ বাড়িল বই কমিল না। যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে নিত্য নূতন গ্রন্থাদি বোম্বাই ও কাশী হইতে আসিতে লাগিল। আমি ক্রমে উপযুক্ত হইতেছি বিবেচনা করিয়া দাদা আমাকেও যোগের দুই চারিটি জিনিস শিখাইতে লাগিলেন। লেখা-পড়া আমি যত শীঘ্র শিখিয়াছিলাম, এগুলি কিন্তু তত শীঘ্র আয়ত্ত করিতে পারিলাম না। এক দিন দাদা রাগ করিয়া বলিলেন —"তোর কর্ম্ম নয়,—তোর মন চঞ্চল হয়েছে।"

আমার মুখ শুকাইয়া গেল। ধরা পড়িলাম। বাস্তবিকই ইদানীং আমার মনে চাঞ্চল্য আসিয়াছিল। মাঝে মাঝে একখানি হাসিমাথা স্নেহভরা মুখ মনে পড়িয়া দেহমন অবশ করিয়া দিত।

সে দিন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাঁদিলাম আর প্রার্থনা করিলাম—হা জগদীশ, এত শিখিলাম, এত সাধনা করিলাম, আমার সব ব্যর্থ হইবে? ফিরিতে হইবে জানিলে, এ পথে কে পদার্পণ করিত। আমি কি এখন সব ছাড়িয়া, বেশবিন্যাস করিয়া, নাটক পড়িয়া, স্বামীকে প্রণয়-পত্র লিখিয়া দিন কাটাইতে পারিব? বাসুদেব! কুরুক্ষেত্রে তুমি পাণ্ডবদিগকে জয়শ্রী দান করিয়াছিলে, আমার এই মানসক্ষেত্রে আসিয়া বরাভয়মূর্ত্তিতে দর্শন দাও—আমি মোহরূপ দুর্য্যোধনকে সংহার করি। তুমি জগতের স্বামী,—তুমি আমারও স্বামী;—তোমার ভাবনা ছাড়া আর কাহারও ভাবনা আমার মনে যেন প্রবেশ করিতে না পারে।

ইহার পর দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত যোগচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলাম। অজপাসাধন, ষট্‌চক্র, নাদ ও ও মুদ্রার একটা মোটামুটি ধারণা জন্মিল। কিন্তু মনের সেই গুপ্ত চাঞ্চল্য সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে কৃতকার্য্য হইলাম না। সে ভাবনাকে যত বলিতাম —আসিও না, তত সে আসিয়া মনের দুয়ারে মাথা

কুটাকুটি করিত। তথাপি আমি কিছু কিছু শিখিলাম।

এই সময় এক দিন গুপ্তবিদ্যায় পারদর্শী দাদার সেই বন্ধু—আপাততঃ শ্যালক—স্বীয় গুরুদেবের সঙ্গে আসিয়া দর্শন দিলেন। গুরুদেব উন্নত-ললাট, গৌর-বর্ণ, বৃদ্ধ পুরুষ, সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন একটা ব্রহ্মচর্য্যের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে। বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎ বৎসরের কম হইবে না। চক্ষে ও ওষ্ঠাধরে প্রশান্ত হাস্যরেখা দেদীপ্যমান!

তাঁহার সঙ্গে দুই তিন দিন শাস্ত্রালাপ করিয়া দাদা আমাকে বলিলেন,—"হরি, আমরা ইঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করি আয়; সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায় সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত,—এমন গুরুলাভ সকলের অদৃষ্টে ঘটে না।"

উপযুক্ত দিনে আমরা ভাই-বোনে তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিলাম। এত দিন আমি ইষ্টদেবতা-বিহীন ছিলাম; ইষ্টদেবতা পাইয়া এইবার সাধনার সুবিধা হইল। ত্রিসন্ধ্যা ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম। পূজার ধুম দেখে কে! কিছুদিন পরে গুরুদেব কলিকাতায় গেলেন। দাদা তাঁহার সঙ্গে গেলেন। তাঁহার হাতে পায়ে ধরিয়া সম্মত করিয়া বহুব্যয়ে সাহেববাড়ীতে তাঁহার ছবি তোলান হইল। সেই ছবি বহুব্যয়ে বাঁধাইয়া দাদা স্বয়ং একখানি রাখিলেন, আমাকে একখানি দিলেন। পূজাকালে সেখানিকেও রীতিমত পূজা করিতাম। বেশ দিন কাটিতে লাগিল।

আশ্বিন মাসে আমার স্বামী দাদাকে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন—ছুটীতে আসিয়া বিজয়া-দশমীর দিন আমায় লইয়া যাইবেন। শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া কেমন করিয়া পড়াশুনা হইবে, পূজার্চ্চনাই বা কেমন করিয়া হইবে? বড় ভাবনা হইল। যাহা হউক, ইহার জন্য পূর্ব্বাবধিই প্রস্তুত ছিলাম। ভাবনা যাদৃশী যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। তবে আমার বিঘ্নাশঙ্কা কোথায়? নির্দ্দিষ্ট দিনে দাদার চরণে প্রণাম করিয়া অশ্রুহীন চক্ষে স্বামীর সহিত গাড়ীতে উঠিলাম। দাদাকে অনেক করিয়া বলিয়া গেলাম, যদি গুরুদেব আসেন, তবে অবশ্য অবশ্য আমাকে গিয়া লইয়া আসিও।

আমার স্বামী আমাকে লইয়া একেবারে জামালপুরে উপস্থিত হইলেন। শ্বশ্রূদেবী মিষ্ট কথায় আমাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। যে স্থানে আমাদের বাসা, তাহাকে বৈষ্ণপাড়া বলে। জানালা খুলিলে আধ মাইল দূরে পাহাড় দেখা যায়। বৈষ্ণপাড়ার সবই বাঙ্গালী;—শুনিলাম, জামালপুরময় সবই বাঙ্গালী। হিন্দুস্থানীর সংখ্যা জামালপুরে মুষ্টিমেয়। হিন্দুস্থানী যত, [illegible] সব জামালপুরের বাহিরে আশেপাশে পল্লীতে থাকে। জামালপুরে সমস্তই আফিসের বাবু। নয়টা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত জামালপুরশুদ্ধ বাবু আফিসে আবদ্ধ থাকেন, সুতরাং ঐ সময়ের জন্য জামালপুরটা স্ত্রীলোকের রাজ্য হইয়া দাঁড়ায়। মেয়েরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত প্রকাশ্য রাজপথ অতিক্রম করিয়া এবাড়ী ওবাড়ী করিয়া বেড়ায়। প্রয়োজন হইলে দল বাঁধিয়া এপাড়া ওপাড়া করাও চলে। এইটি জামালপুরের স্ত্রীসমাজের বিশেষত্ব। বঙ্গদেশের বাহিরে আর কোথাও স্ত্রীলোকদের এ সুযোগ নাই। অন্যের পক্ষে ইহা যতই সুবিধাজনক হউক, আমার মহা বিপদ হইল। পাড়ার লোকে দলে দলে আমাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। আমার সম্বন্ধে যে সব সমালোচনা হইতে লাগিল, সেগুলা তাহারা আমার অসাক্ষাতে করার শিষ্টাচার পর্য্যন্ত দেখাইল না। আমি অসঙ্কোচে সরলভাবে তাহাদের প্রশ্নের উত্তর করিতাম, প্রতিফলস্বরূপ কেহ আমাকে বেহায়া বলিত, কেহ বলিত দেমাকে, কেহ বলিত আর কিছু। ক্রমে ক্রমে আমার বিরক্তি ধরিয়া গেল। আমার পড়াশুনা, পূজার্চ্চনার অত্যন্ত ব্যাঘাত হইতে লাগিল। তাহারা আসিলেই আমি লেপ-মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িতাম। হাজার ডাকাডাকি করিলেও উত্তর দিতাম না। তাহারা আমার প্রতি চোখা চোখা বাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়া আমার ঘর ছাড়িয়া যাইত। বাড়ী ছাড়িয়া যাইত না, তাহা হইলেও ত বাঁচিতাম। কখনও বারান্দায়, কখনও উঠানে পেয়ারা গাছের ছায়ায় বসিয়া জটলা পাকাইত। তাহারা চলিয়া না গেলে আর আমি বিছানা ছাড়িতাম না। শাশুড়ী মাঝে মাঝে আমাকে বলিতেন—"বাছা, ওরা সব তোমায় দেখতে আসে, তুমি মাথাটা না তুলে বিছানায় প'ড়ে থাক, ওঠ না, কথা কও না, দেখতে কি সেটা ভাল হয়? ভারী সবাই নিন্দে করে।" মাকে আমি কিছু বলিতাম না, ভাবিতাম, ভাল হয় না ত হয় না। নিন্দা করে ত করে। এরূপ অলস নিন্দার ভয়ে কি আমি ভীত হইব? তাহা হইলে আমি ঐ শত-সহস্র সাধারণ স্ত্রীলোকের সাগরে জলবিন্দুর মত মিশাইয়া যাই না কেন? তাহা ছাড়া আরও একটা কারণ ছিল। সমস্ত দিন আমার পূজা ও শাস্ত্রচর্চ্চা কিছুই হইত না;—রাত্রে আমাকে সে সব করিতে হইত। রাত্রি দুইটা তিনটা পর্য্যন্ত জাগিতাম। সুতরাং দিবানিদ্রা ভিন্ন উপায় ছিল না।

প্রতিবেশিনীরা আমার বিরুদ্ধে আমার শাশুড়ীর নিকট নানাপ্রকার অভিযোগ করিয়া আমার বিপক্ষ-আচরণ আরম্ভ করিল। আমি যে তাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধমাত্র রাখিতে স্বীকৃত হইলাম না, ইহাই তাহাদের চক্ষে আমাকে মহা অপরাধে অপরাধিনী করিল। তাহারা যত আমার অনিষ্ট-চেষ্টা করিতে লাগিল, আমি তত তাহাদিগকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিলাম।

নানা কারণে আমি লোকের বিরাগভাজন হইতে লাগিলাম। আমার শাশুড়ীর নিকট তাহারা শুনিয়াছিল যে, আমি সর্ব্বদা পড়াশুনা করি। দুই চারি জন নবীনা, নাটক-নভেলের দুরাশায় আমার সঙ্গে ভাব করিল। এক জন আসিয়া এক দিন বলিল, —"বউ, তোমার কাছে নাকি অনেক ভাল ভাল বই আছে, কি কি বই দেখাও না ভাই।"

আমি মনে মনে হাসিয়া বাক্স হইতে দুই চারিখানি বহি বাহির করিয়া দেখাইলাম। বইগুলি সে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল; বলিল,—"এই বই তুমি পড়?"

আমি বলিলাম—"পড়বার জন্যই ত এনেছি।"

"এ যে শাস্ত্র।"

"শাস্ত্র কি পড়তে নেই?"

"পড় ভাই। আমরা মুখ্যু-সুখ্যু মেয়েমানুষ।"—

হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমি কি পুরুষ-মানুষ নাকি?" বলিয়া বহি তুলিয়া রাখিলাম। ঐ যে একটু হাসিলাম, তাহাতেই বোধ হয় সখী মনে করিলেন, আমি তাঁহাকে অপমান করিলাম। যাহা হউক, তিনি অভিমানে গস্ গস্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

আমার সঙ্গে যাহাদের আলাপ হইত, বারান্তরে দেখা হইলে তাহাদের সকলকে চিনিতে পারিতাম না। কে অত মনে করিয়া রাখে বাবু! ইহাও আমার প্রতি তাহাদের ক্রোধের সঞ্চার করিল। কেহ কেহ আমাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিত—"তা হোক্ বড়মানুষের মেয়ে, তাই ব'লে কি অমনিই করতে হয়? আমি কি ওঁর দ্বারস্থ হ'তে গিয়েছিলাম যে, আমাকে চিন্‌তেই পার্‌লেন না?"

এই সকল ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা আমি আবশ্যক বোধ করিতাম না। তাহারাও তিল তিল করিয়া আমার শাশুড়ীর মন বিরাক্ত করিয়া প্রতিশোধ লইতে লাগিল।

শাশুড়ী আমায় মাঝে মাঝে একটু আধটু ভর্ৎসনা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে সুর উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিল। কিন্তু আমি তাঁহার ভর্ৎসনায় দুঃখিত বা বিরক্ত হইতাম না, বোধ হয়, সেই কারণে তাঁহার ক্রোধও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে চলিল।

নিজমুখে নিজে দোষের কথা বলিতেছি, রাখিয়া ঢাকিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। মনের ভাব যেমনটি হইয়াছিল, তেমনি বলিয়া যাইতেছি। আমার বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া যেন তোমরা ভুল বুঝিও না;—যেন মনে করিও না যে, আমার ভাবখানা—দেখ দেখ আমি কেমন বাহাদুরী করিয়াছিলাম! আমি যাহা করিয়াছিলাম, তাহা অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন মনে হইত, বুঝি ভারী বীরত্ব করিতেছি। আমার শাশুড়ী বালবিধবা। চিরদিন পাঁচটার সংসারে খাটিয়া খাটিয়া পরের মন যোগাইতে যোগাইতে তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল। কেবল ছেলেটিকে মানুষ করিবার জন্যই না? সেই ছেলের বউ আসিল—কত সাধের বউ, তিনি মনে ভারী আশা করিয়াছিলেন, বধূর হাতে সংসারের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন, বসিয়া আপনার হরিনাম করিবেন। বধূ যে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া পূজা করিবে আর গীতা মুখস্থ করিবে, আর সমস্ত দিন লেপমুড়ি দিয়া ঘুমাইবে, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। অনেক দিন হইতে প্রথা আছে, ছেলে বিবাহ করিতে যাইবার সময় মা জিজ্ঞাসা করেন—"বাবা, তুমি কোথায় যাইতেছ?" ছেলে বলে—"মা, আমি তোমার দাসী আনিতে যাইতেছি।"

স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় একালের বধূগণের গুণ-কীর্ত্তন করিবার সময় বলেন যে, ঐ উত্তর পরিবর্ত্তন করিয়া এখন বলা উচিত—"মা, তোমার মুগুর আনিতে যাইতেছি।"—আমার শাশুড়ীর পক্ষে আমি ঠিক মুগুর হই নাই বটে, কিন্তু দাসী যে হই নাই, তাহা নিঃসন্দেহ। বরং তিনিই দাসীর মত আমার সেবা করিতেন। লিখিতে লজ্জা করিতেছে—কত দিন হয় ত দাসী আসে নাই, আমার ছাড়া কাপড় পর্য্যন্ত মাকে কাচিতে হইয়াছে। আমি কি যে ভাবিতাম, কি অহঙ্কারে যে মত্ত থাকিতাম, তাহা বলিতে পারি না! শাশুড়ী যে আমাকে ভর্ৎসনা করিতেন, তাহার জন্য তাঁহার আর দোষ কি? তিনি যতই ভালমানুষ হউন, রক্ত-মাংসের শরীর ত বটে।

শুধু শাশুড়ীকে নহে, স্বামীকেও আমি জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছিলাম। প্রথম প্রথম আমার কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া তিনি হাসিতেন। আমি আসিয়া পূজার জন্য একটা আলাহিদা ঘর দখল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু পাই নাই। অগত্যা

আমার শয়নঘরের একটি কোণে আসন বিছাইয়া আলো জ্বালিয়া পূজা করিতে বসিতাম। গুরুদেবের বাঁধান ছবিখানি পেরেকে টাঙ্গান থাকিত। প্রথম প্রথম একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। রাত্রে আহারান্তে স্বামী নিকটস্থ মেসের বাসায় গল্প করিতে গিয়াছিলেন। আমি যথাসময়ে শয়নগৃহে গিয়া পূজার আসনে বসিলাম। প্রথমে গুরুদেবের ছবি নামাইয়া পূজা করিলাম। তাহার পর চৈতন্য-ভাগবত খুলিয়া বসিলাম। এমন সময় স্বামী আসিলেন। আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলাম—"জুতো পায়ে দিয়ে আমার পুজোর এত কাছে আস কেন?"

"আসিলে কেন" না বলিয়া বলিলাম—"আস কেন?"—যেন পাঁচ দিন আসিয়াছেন!

স্বামী অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"ওঃ"—বলিয়া জুতা ছাড়িয়া আসিলেন।

তোমরা আমার স্পর্দ্ধাখানা দেখিলে? তাঁহার সেই জুতা, তাহা লইয়া পূজা না করিয়া, বলিলাম কি না, জুতা পায়ে দিয়া আমার পূজার অত কাছে আস কেন!

যাহা হউক, জুতা ছাড়িয়া আমার স্বামী একটা কি বিছাইয়া আমার কাছে বসিলেন। আমার হাতখানি ধরিয়া সোহাগস্বরে বলিলেন—"আর লেখাপড়া করতে হবে না—চল।"

আমি বলিলাম—"না না, তুমি শোও গে, আমার এখন অনেক কাজ বাকী আছে।"

"যা বাকী আছে, তা কা'ল হবে। আজ ঢের হয়েছে, চল।"

আমি নীরবে ঘাড় নাড়িলাম।

তখন তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, তবে একটা পাণ এনে দাও।"

আমি বলিলাম—"ঐ টেবিলের উপর ডিপেতে আছে, উঠে নাও না।"

স্বামী বলিলেন—"তুমি দিতে পার না?"

কি করি, উঠিলাম। পাণ আনিয়া হাতে দিতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন—"আমি আপনি হাতে ক'রে খাব না। তুমি খাইয়ে দাও।"

ভাল বিপদ! হাত এঁটো হইয়া গেল। বাম হস্তে করিয়া কোশা হইতে গঙ্গাজল লইয়া হাত ধুইয়া ফেলিলাম। আবার চৈতন্যভাগবতে মন দিলাম। স্বামী বসিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম—"তুমি কতক্ষণ ব'সে থাকবে? আমার অনেক রাত্রি হবে, অফিস থেকে খেটে খুটে এসেছ, যাও, শোও গে।"

তিনি বলিলেন—"একলা আমি শোব না। আমি এইখানে শুই"—এই বলিয়া আমার কোলে মাথা দিয়া সটান্ শুইয়া পড়িলেন।

আমি বহি বন্ধ করিলাম। তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। সে দিনের সে মুখ আমি কখনও ভুলিব না। শরতের আকাশে যেমন মেঘ ও রৌদ্র পরস্পরকে শীকার করিয়া ফিরে, * তাঁহার মুখেও তেমনি অভিমান ও কৌতুক পরস্পরকে শীকার করিয়া ফিরিতেছিল। তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া আমার মনে কেমন একটা দুর্ব্বলতা আসিল, আমি মুখ নত করিয়া——। বুঝিলে? তোমরা হইলে পারিতে? কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাল্যকাল হইতেই আমি লজ্জাসরমের ধার ধারি না।

সেদিনকার মত পূজাপাঠ বন্ধ করিতে হইল। কিন্তু সমস্ত রাত্রি অনুশোচনায় কাটিল; ভাঙ্গা-চোরা ছিন্ন-ভিন্ন কতই স্বপ্ন দেখিলাম; একবার যেন দেখিলাম, গুরুদেব ক্রোধে রক্তনেত্র হইয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। যেন কঠোরস্বরে বলিলেন—"এই তোর নিষ্ঠা?"

পরদিন প্রাতে জাগিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, এবার অবধি মনকে দৃঢ় করিব। এমন করিয়া সংসারের স্নেহ-প্রেমে আকৃষ্ট হইলে চলিবে না। যতটুকু নহিলে নয়, ততটুকু সংসারকে দিব। বাকী সব শাস্ত্রের ও দেবতার।

তাহার পর হইতে স্বামী ডাকিতে আসিলে আর অমন গলিয়া যাইতাম না। প্রায়ই দৃঢ়ভাবে তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতাম। কত দিন নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি উঠিয়া গিয়াছেন, আর আমি গীতার গূঢ়ার্থ বুঝিতে প্রাণপাত করিয়াছি।

ক্রমে ক্রমে তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। আমায় কিন্তু একটি দিনও একটি উচ্চ কথা বলেন নাই। আমার জন্য বন্ধুসমাজেও তাঁহাকে বিদ্রূপ সহিতে হইত কি কম? কেহ বলিত—"ওহে, স্ত্রীকে গুরু ক'রে মন্তোর নাও!" কেহ বলিত—"তোমার ভাবনা কি হে, রোজ একটু একটু ক'রে স্ত্রীর চরণামৃত খেও—শরীর নীরোগ হবে।" কেহ বলিত—"ওহে, অফিসে বেরুবার সময় তোমার পুণ্যবতী স্ত্রীকে প্রণাম ক'রে বেরিও, কাজে ভুলচুক হবে না।"

* দোহাই রবি বাবু! আপনার চুরি করি নাই। আমাদের ছাদ হইতেও এক দিন আমরা এইরূপ দেখিতে পাইয়াছিলাম।

চাই কি হঠাৎ পাঁচজনকে ডিঙ্গিয়ে প্রোমোশনও পেয়ে যেতে পার।"

ছয় মাস আমি শ্বশুরবাড়ীতে রহিলাম, ছয় মাসে শাশুড়ীকে ও স্বামীকে তিক্ত-বিরক্ত করিয়া তুলিলাম। ইদানীং স্বামী দারুণ অভিমানে আর আমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিতেন না। লোকে আমার শাশুড়ীকে বলিতে লাগিল, "ও বউকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, সেখানে গিয়ে ও আপনার পুজো অর্চ্চনা করুক, তুমি ছেলের আবার বিয়ে দাও।" মা প্রথম প্রথম সে কথা কানে তুলিতেন না। কিন্তু আমি পাড়ার যাহাকে তাহাকে বলিতে লাগিলাম, আমার স্বামী স্বচ্ছন্দে পুনর্ব্বার বিবাহ করুন, আমার তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। যথাকালে তাহারা এ কথা আমার শাশুড়ীর কানে তুলিল। তিনি তাঁহার ছেলের শুষ্কমুখ দেখিয়া, পরামর্শদায়িনীদের মতে মত দিলেন। মধ্যে মধ্যে মাতা-পুত্রে নির্জ্জনে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল দেখিলাম। সব বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু কিছুই দুঃখ হইল না। স্বামীকে আমার সাধনার বিঘ্নস্বরূপ মনে হইত। তিনি যেন আমার মূর্ত্তিমান্ প্রলোভন, আমাকে স্বর্গচ্যুত করিবার জন্য সংসার-সুখের নিষিদ্ধ ফল হাতে করিয়া আহ্বান করিতেছেন। ভাবিলাম, করুন না বিবাহ, করিয়া সুখী হউন, আমি দাদার কাছে চলিয়া যাইব। চিরজীবন দুই ভাই-বোনে আপনাদের সাধন ভজন লইয়া থাকিব।

একদিন রবিবারেও ঘরে বসিয়া মাতাপুত্রে কথাবার্ত্তা হইতেছিল, আমি বাহির দিয়া যাইতেছিলাম, হঠাৎ আমার কানে গেল—আমার স্বামী বলিতেছেন, "শেষকালে যদি ও আবার খোরপোষের দাবী করে,—আমার এই ত অবস্থা, কোথা থেকে দু দুটো স্ত্রীকে প্রতিপালন করব?" বলিয়া স্বামী চুপ করিলেন, শাশুড়ীও নীরব হইলেন। এ কথা কি কথাবার্ত্তার উপসংহার, তাহা আমি বুঝিলাম। একটু যেন আনন্দ হইল। ভাবিলাম, স্বামীর যাহা বাধা, তাহা আমি স্বহস্তে ছিন্ন করিব। রীতিমত দলিলে লেখাপড়া করিয়া দিব যে, আমি স্বামী চাহি না, স্বতঃ কিংবা পরতঃ কখনও তাঁহার নিকট ভরণপোষণের দাবী করিব না। স্বামীতে আমার সমস্ত অধিকার আমি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিলাম। তিনি পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া সংসারী হউন।

কালামুখী আমি—আনন্দে গর্ব্বে হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল। পার্থ যখন কুরুক্ষেত্রে বিজয়লাভ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার যেরূপ আনন্দ হইয়াছিল, অনুমান করা যাইতে পারে, আমার সেইরূপ আনন্দ হইল। আমি যেন মোহ-প্রলোভনাদির বিরুদ্ধে মানসিক মহাসংগ্রামে জয়লাভ করিলাম। মনে হইল, যেন আমার গুরুদেব, আমার ইষ্টদেব আমার পানে প্রসন্ন হাস্যমুখে চাহিয়া রহিয়াছেন।

আমার সে দুর্ব্বুদ্ধির কথা আনুপূর্ব্বিক লিখিতে লজ্জা করিতেছে। তোমরা আমায় যদি ক্ষমা কর, তবে এই স্থানটা অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া যাই। যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা কার্য্যে পরিণত করিলাম। দলিলে লেখাপড়া করিয়া দিলাম। টেলিগ্রাফ করিয়া দাদাকে আনাইলাম।

আমার এরূপ আচরণের পর আমার প্রতি আমার স্বামীর মনের ভাব কিরূপ হইল, বল দেখি? —অন্য স্বামী হইলে আর অতঃপর আমার মুখদর্শন করিতেন না; কিন্তু আমার স্বামী আমায় কত বুঝাইলেন—বলিলেন—"হরি! এখনও মতি-পরিবর্ত্তন কর। বড় ভুল করছ।"

আমি তখন ভাবে মত্ত। তাঁহার এই অনন্য-সুলভ সহৃদয় উদারতা আমি হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

যাইবার সময় তিনি বলিয়া দিলেন—"ব'লে রাখছি, যদি কখনও বিপদে পড়, তবে আমাকে সংবাদ দিতে সঙ্কোচ কোরো না।"

দাদার সঙ্গে যাত্রা করিলাম। তাঁহার নিকট কৃত কার্য্যের জন্য যে পরিমাণ প্রশংসা ও উৎসাহ পাইব আশা করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই পাইলাম না। তিনি যেন কিছু অপ্রসন্ন। গাড়ীতে যতক্ষণ দুই জনে ছিলাম, ততক্ষণ তিনি বিমর্ষ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন—"হরি! কাজটা ভাল করলে না!"

শুনিয়া আমার কান্না পাইতে লাগিল। দাদার মুখে এই কথা? কিন্তু কে আমায় এ পথের পথিক করিল? লক্ষকোটি বঙ্গরমণীর জীবনের স্রোত যে পথে প্রবাহিত, আমার জীবনের স্রোত সে পথে বহিতে দিল না কে? তিনি আমার জীবনে হস্তক্ষেপ না করিলে এই ভর্ৎসনার সুযোগ ত পাইতেন না!

আমার চোখে জল দেখিয়া দাদা আমায় সান্ত্বনা করিতে আরম্ভ করিলেন। যে উৎসাহের কথা আশা করিয়াছিলাম, তাহা দিয়া আমাকে সুস্থ করিলেন। ভবিষ্যতে আমরা কোন্ পথে চলিব, কি করিব, কি পড়িব, এই সমস্ত আলোচনার অবতারণা করিয়া আমার প্রাণে মধুবৃষ্টি করিলেন।

বাড়ী আসিয়া রীতিমত পূজার্চ্চনা ও শাস্ত্রচর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দিলাম। প্রথমটা দাদাও খুব উৎসাহ দেখাইলেন, কিন্তু মাঝে মাঝে সে উৎসাহ ক্ষীণ হইয়া আসিত। আমি যেমন সমানে ছুটিতাম, তিনি তেমন পারিতেন না। তিনি যেন খানিক ছুটিতেন, খানিক বসিয়া বিশ্রাম করিতেন। আমার কথা স্বতন্ত্র ;—আমি এত দিন স্বাধীন জীবন-যাপন করিতেছিলাম, আমার স্বামী নাই, কোনও বন্ধন নাই, আমি বন-বিহঙ্গীর মত যেমন দ্রুত উড়িতে-ছিলাম, দাদা তেমন পারিবেন কেন? তাঁহার স্ত্রী তাঁহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া একটু ছুটিয়াই হাঁফাইয়া পড়িতেন। আমি এক দিন সুযোগ দেখিয়া বলিলাম,—"দাদা! তোমার কর্ম্ম নয়, তোমার মন চঞ্চল হয়েছে।"

তোমরা বুঝিতে পারিলে ত, আমি কেমন মজার প্রতিশোধটি লইলাম? দাদাও এক দিন আমাকে ঠিক এই কথা বলিয়াছিলেন। সে দিন আমার সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাটিয়াছিল। দাদার মুখে চক্ষে সে ভাবের লেশমাত্র না দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। যেন ভাবটা, এ আপদ্ চুকিলেই বাঁচি। হায় মহাত্মগণ! কেন তোমরা দাদাকে বিবাহ করিতে অনুমতি দিয়াছিলে?

ছোটবউ শুধু দাদার বিঘ্ন জন্মাইয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, সুযোগ পাইলেই আমারও পথরোধ করিবার চেষ্টা করিতেন। দাদার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাঁহার গতির খর্ব্বতা করিয়াছিলেন, আমাকে নিকটে পাইলেই, যথাস্থানে বসিয়া আমারও পৃষ্ঠে চাবুক হাঁকাইতেন। উপমার খাতিরে কথাটা যেমন লঘুভাবে বলিলাম, তাহা নয়। পরের মুখে অনেক কথা শুনিতে পাইতাম ;—এক দিন স্বকর্ণে শুনিলাম—তাঁহার একটি প্রিয় সখীকে বলিতেছেন—"এমন ত কখনও সাত জন্মেও শুনি নি।"

ছোটবউয়ের সখী বলিলেন—"আমার ত বিশ্বাস হয় না ভাই যে, ও ইচ্ছে ক'রে স্বামী ত্যাগ ক'রে এসেছে। বোধ করি, ওর স্বভাব-চরিত্র দেখে স্বামী দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়ে থাকবে।"

বলা বাহুল্য, আমি এ কথা কানে তুলিলাম না ; কিন্তু এক দিন আরও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অশ্রাব্য কথা শুনিলাম। সে দিন আমার সহনাতীত হইল।

তাহার পর গুরুদেব দর্শন দিলেন। তিনি আমার স্বামিগৃহত্যাগের কথা শুনিয়াছিলেন। বলিলেন—"মা, তুমি যে জীবন নির্ব্বাচন করিলে, তাহা একান্ত কঠিন। এ সমুদ্রে যখন ডুব দিলে, তখন গভীরতর গভীরতম প্রদেশে নামিতে হইবে, নহিলে রত্ন মিলিবে না। শুধু শিকারার্থী হাঙ্গর-কুম্ভীরের দংশনে প্রাণান্ত হইবে। প্রথম অবস্থায় পদে পদে বিপদ্।"

তিনি আমাদের বাড়ীতে রহিলেন, এবং স্বয়ং আমাকে শিখাইবার ভার লইলেন। বলিতে ভুলিয়াছি, কিছু কিছু সংস্কৃত শিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। সমস্ত দিন এত পরিশ্রম করিয়া পড়াশুনা আরম্ভ করিয়া দিলাম যে, কলেজের আসন্ন-পরীক্ষা-ভীত ছেলেরাও তত পারে না। গুরুদেব আমাকে অধ্যাপনা করিতে করিতে আমার তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেন। দাদার কাছে আমার প্রশংসা আর তাঁহার ফুরাইত না।

কিন্তু ছোটবউ আমার উপর বড় উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। আমার অদৃষ্টটা বড় মন্দ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কি কুক্ষণেই জন্মিয়াছিলাম, যেখানেই যাইব, সেইখানেই পরিবারে ঘোর অশান্তির ঝড় বহিবে! দাদা ভালমানুষ, বধূর সঙ্গে পারিয়া উঠিতেন না। বধূ তাঁহাকে কি মন্ত্রে কি ঔষধিতে বশীভূত করিয়াছিল, বলিতে পারি না,—যেন তাঁহার বিবর্ত্ত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। দাদার আচরণ দেখিয়া মনে ভারী ঘৃণা হইত; তাঁহার উপর সেই পূর্ব্বকার ভক্তি আমি কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিলাম না। ক্রমে ক্রমে আমার পড়াশুনা পূজার্চ্চনার বিশেষ ব্যাঘাত হইতে লাগিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে দিবারাত্রি প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—"বিপদের কাণ্ডারী হরি, আমার কি ত্বই কূল যাইবে!"

এক দিন গুরুদেব আমাকে নির্জ্জনে বলিলেন—"দেখ, এখানে তোমার সাধন-ভজনাদির বড়ই বিঘ্ন হইতেছে। এ অবস্থায় সংসারাশ্রমে থাকাও ঠিক নয়। আমি বলি কি, আমার সঙ্গে আমার আশ্রমে চল। জব্বলপুরের নিকট পাহাড়ে নর্ম্মদা নদীর তীরে আমার কুটীর আছে। সেখানে তোমাকে কন্যাবৎ পালন করিব, শিক্ষা-দীক্ষার পরম সুযোগ হইবে।"

আমি সম্মত হইলাম। এক দিন গভীর রাত্রে, ঋষিতুল্য পিতৃতুল্য গুরুদেবের হস্ত-ধারণ করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া গেলাম। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি নাই, গুরুদেবের নিষেধ ছিল। গুরুদেব স্বহস্তে পত্র লিখিয়া সব কথা জানাইয়া শয্যার উপর রাখিয়া গেলেন।

অনেক পথ চলিয়া রাত্রি শেষ হইয়া আসিল।

সে একটা প্রকাণ্ড মাঠ। চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত মনুষ্যাবাস দৃষ্ট হইল না। একটা বিপুলদেহ বটবৃক্ষ ছিল, তাহার মূলে দুই জনে শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলাম। গুরুদেব তাঁহার পোঁটলা হইতে সন্ন্যাসীর উপযোগী গৈরিক বস্ত্রাদি বাহির করিলেন। আমাকে বলিলেন—"বাছা, তুমি এইগুলি পরিধান করিয়া সন্ন্যাসিবেশ ধারণ কর, নহিলে পথে বিপদ্ ঘটিতে পারে।"

বলিয়া তিনি আড়ালে সরিয়া গেলেন। আমি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া সন্ন্যাসী পুরুষ সাজিলাম। পথে পদার্পণ করিয়াই এই ছলনা! মনটা যেন বিমর্ষ হইল; কিন্তু গুরুদেব যখন বলিয়াছেন, তখন আর কথা কি?

গুরুদেব শুষ্ককাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিলেন। তাহাতে আমার পরিত্যক্ত বস্ত্রাদি ভস্মীভূত করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে কাঁচি দিয়া আমার চুলগুলি কাটিয়া ফেলিলাম। গায়ে মাথায় বিভূতি মাখিলাম। সেই বেশে অন্যের কথা দূরে থাকুক, আমার মা যদি আসিয়া আমাকে দেখিতেন, তাহা হইলে তিনিও চিনিতে পারিতেন না।

সমস্ত দিন পথ চলিয়া, সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক স্থানে আসিয়া রেল পাইলাম। রেলে চড়িয়া তৃতীয় দিনে কাশীধামে পৌঁছিলাম।

কাশীতে পাঁচ সাত দিন কাটিল। সমস্ত দিবাভাগ ঠাকুর দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কত আনন্দ! কাশী হইতে প্রয়াগ। প্রয়াগেও কয়েক দিন কাটিল। প্রয়াগ হইতে জব্বলপুরে গমন করিলাম।

জব্বলপুরে নামিয়া গুরুদেবের আশ্রমাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। কি সুন্দর পার্ব্বতীয় দৃশ্য! কোথাও কোথাও জঙ্গল। দুই একটা বন্যজন্তু বাহির হইয়া চকিতের মধ্যে আবার বনে প্রবেশ করিতেছে। আমি তৎপূর্ব্বে আর কখনও পর্ব্বতারোহণ করি নাই। পর্ব্বতারোহণ করিতে অত্যন্ত আনন্দ হইতে লাগিল। কলনাদিনী নৃত্যপরা নর্ম্মদার তীরে গুরুদেবের আশ্রমগৃহ। সম্মুখে পশ্চাতে কয়েকটি মহাবলী শালতরু দণ্ডায়মান। পাথরের গাঁথা তিনটি শ্রীহীন কক্ষ। পাহাড়ীরা আসিয়া গুরুদেবকে ও আমাকে ভূমিস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিল। আমি নীরব রহিলাম, গুরুদেব সস্মিতমুখে আশীর্ব্বচন বিতরণ করিতে লাগিলেন। তাহারা তৃণ সংগ্রহ করিয়া আনিল। দুইটি কক্ষে আমরা শয্যা প্রস্তুত করিলাম। কেহ কেহ বনজাত ফলমূল আনিয়া দিল। এক জনকে পল্লী হইতে তণ্ডুলাদি কিনিয়া আনিতে পাঠান গেল।

কয়েক দিন পড়াশুনা পূজার্চ্চনা বেশ চলিল। চারিদিকে যেন শান্তির রাজ্য; কোলাহল নাই, সংসারের শতপ্রকার বাধাবিঘ্ন কিছুই নাই। সাধন-ভজনের পক্ষে এই উপযুক্ত স্থান বটে। কিন্তু এইবার আমি এই আখ্যায়িকার চরম সঙ্কটস্থানে আসিয়াছি। আমার জীবনের গতি ভিন্ন দিকে কেমন করিয়া ফিরিল, এইবার তাহাই বলিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

এখন মনে হইতেছে বটে, যাহা হইয়াছিল, তাহা ভালই হইয়াছিল, কিন্তু তখন স্বর্গ আর মর্ত্ত্য, রসাতলের মত অন্ধকার ও ভুজঙ্গমসঙ্কুল মনে হইয়াছিল। আমি ফিরিলাম, কিন্তু কি নিষ্ঠুর আঘাত পাইয়া ফিরিলাম! স্মরণ করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আমি কল্পনায় যে পুণ্যময় প্রভাময় স্বর্গরাজ্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, এক দিন মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ধূলায় মিশিয়া গেল। যে গুরুকে দেবতাজ্ঞানে এত দিন পূজা করিলাম, মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার ভিতর হইতে পাপের ক্ষুধাশীর্ণ কঙ্কালমূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িল।

তোমরা স্তম্ভিত হইয়াছ? স্তম্ভিত হইবার কথা বটে। মানুষকে কখনও বিশ্বাস করিও না। যে যত বড় জ্ঞানী, যত বড় ধার্ম্মিক, যত বড় জিতেন্দ্রিয় পুরুষ হউক, বিশ্বাস করিও না। পুরাণে যে মহামহা ঋষি-তপস্বীর পদস্খলনের বর্ণনা আছে, তাহার এক কণিকামাত্র অতিরঞ্জন নহে। যখন আমার পিত্রালয়ে গুরুদেব সমস্ত দিন, সমস্ত সন্ধ্যা ধরিয়া আমার অন্তরে জ্ঞানামৃত সঞ্চার করিতেন, আমি কি জানিতাম যে, আমি ততক্ষণ অজ্ঞাতসারে তাঁহার হৃদয়ে কুবাসনার বিষকীটের সঞ্চার করিতেছি? তিনি যখন আমাকে বলিলেন—"বৎসে, এখানে তোমার সাধন-ভজনাদির ব্যাঘাত হইতেছে, আমার সঙ্গে আমার আশ্রমে চল," তখন যদি তাঁহার অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতাম, তবে সুপ্তিভঙ্গে শয্যাশিয়রে সর্প দেখিলে মানুষ যেমন চমকিয়া উঠে, আমি কি সেইরূপ চমকিত হইতাম না? আমি নিজের জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত নহি, আমার যাহা হইয়াছে, তাহা ভালই হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার অবস্থাটা স্মরণ করিলে চক্ষে জল আসে। সারাজীবনের তপস্যা তিনি আমার পায়ে ঢালিয়া দিলেন! মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, তাঁহার এই দুর্দ্দশার জন্য আমিই আংশিকরূপে দায়ী কি না। আমার কি দোষ? আমি কিসের জন্য দায়ী হইব?

কিন্তু হয় ত আমি তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ অবিচার করিতেছি। গুরু স্বভাবতঃ নীচ বা কুপ্রবৃত্তিশালী নহেন, আমি তাহার শত সহস্র প্রমাণ পাইয়াছি। হয় ত পূর্ব্ব হইতে তাঁহার কোনও দুরভিসন্ধি ছিল না। ঘটনাক্রমে মুহূর্ত্তের প্রলোভনে তিনি হয় ত আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী ব্যবহার হইতেও ইহাই অনুমান করা সঙ্গত। শুনিতে পাই, তিনি সে আশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন। আপনার সন্ন্যাসিবেশকে ভণ্ডামি জ্ঞান করিয়া তাহাও দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। এখন নাকি বাহ্যাড়ম্বরহীন সাধুতার জীবন যাপন করিতে প্রবৃত্ত আছেন।

আর একবার তোমাদের নিকট আমাকে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে হইল। সে ঘটনাও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমি বর্ণনা করিতে পারিব না। শুধু তাহার পরিণাম মাত্র বলি। এক দিন গভীর রাত্রে যে গুরুদেবের হস্ত ধারণ করিয়া পিতৃগৃহ হইতে অপসৃত হইয়াছিলাম, সেই জব্বলপুরের পাহাড়ে আর এক দিন গভীর রাতে—গুরুদেব আর বলিব না—সেই গুরুদানবকে গর্ব্বিত পদাঘাতে ধরাশায়ী করিয়া স্বীয় অমূল্য সতীত্ব-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বামিগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমার ভুল ভাঙ্গিল!

তৃতীয় দিন রাত্রি দুইটার সময় জামালপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। তখনও আমার সঙ্গে সেই পূর্ব্বধৃত সন্ন্যাসী পুরুষের বেশ।

রাত্রি আছে দেখিয়া আমি মোসাফিরখানায় বসিয়া রহিলাম। আকাশ-পাতাল কত কি চিন্তা করিতে লাগিলাম। মনে পড়িল, দুই বৎসর পূর্ব্বে এই জামালপুর ষ্টেশনে দাদার সঙ্গে গাড়ীতে উঠি। তাহার পর হইতে আর স্বামীর কোনও সংবাদ পাই নাই। তিনিও আমার কোনও সংবাদ লন নাই—যদি গোপনে লইয়া থাকেন, তবে আমি জানি না। এত দিন কি আর তিনি বিবাহ করেন নাই? বিবাহ না করিলেও যে আমাকে গ্রহণ করিবেন, তাহার কি সম্ভাবনা আছে? তিনি কি আমার নির্দ্দোষিতায় বিশ্বাস করিবেন? তিনি যদি করেন, তবে আমার শাশুড়ী বিশ্বাস করিবেন কেন? যদি শাশুড়ীও বিশ্বাস করেন, পাঁচ জনে বিশ্বাস করিবে কেন? এই পাঁচ জনের জন্যই ত রামচন্দ্র সতীকুলের আরাধ্যা দেবী সীতাসুন্দরীকে বনবাসে পাঠাইয়াছিলেন। স্বামী যদি বিবাহ করিয়া থাকেন, তবে কি আমি তাঁহার সংসারে দাসী হইয়াও থাকিতে পাইব না? না হয়, আত্মপরিচয় দিব না। আর একবার বনে যাইব। বনে গিয়া এ পোড়ামুখ আগুন দিয়া স্থানে স্থানে পোড়াইয়া দিব। ক্ষত শুষ্ক হইলে আমার মুখ বিকৃত হইবে; কেহ আর চিনিতে পারিবে না। তখন আসিয়া স্বামীর সংসারে দাসী হইব। যদি না রাখেন?—আমি বলিব, "আমি অর্থ চাহি না, শুধু একবেলা দুটি খাইতে দিও। আমি ভিখারিণী, আমায় দয়া কর।" ইহাতেও কি দয়া হইবে না? আমার স্বামীর দয়ার শরীর। আমার শাশুড়ীরও সেইরূপ—আর যদি দেখি বিবাহ করেন নাই? ছদ্মবেশে থাকিয়া কৌশলে মনের ভাব বুঝিতে চেষ্টা করিব। সুযোগ পাইলেই আত্মপ্রকাশ করিব। তাহার পর কপালে যাহা আছে, তাহাই হইবে। দাদার বাড়ী আর ফিরিব না। বউ পোড়ারমুখী বাঁচিয়া থাকিতে নয়। কোনও উপায় না হয়, মা গঙ্গার কোলে আশ্রয় লইব। সে ত আর কেহ রোধ করিতে পারিবে না!

ফর্সা হইল। আমি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া ষ্টেশন ছাড়িলাম। বৈদ্যপাড়ায় সদর রাস্তার ধারেই আমাদের বাড়ী। চিনিয়া চিনিয়া গেলাম। বাড়ীর বাহিরেই দুইটা ঘোড়ানিমের গাছ ছিল, বাড়ী চিনিতে কষ্ট হইল না। কাছাকাছি গিয়া দেখিলাম, সদর দরজা খোলা; একটা হিন্দুস্থানী ছেলে পিতলের ঘড়া মাথায় করিয়া বাহির হইল। পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমার শ্বশ্রূদেবী নামাবলী গায়ে জড়াইয়া, হরিনামের মালা হাতে করিয়া বাহির হইলেন। সে দিন পূর্ণিমা, বুঝিলাম, মা ভোরের গাড়ীতে মুঙ্গেরে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন। গাছের আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইলাম। প্রপদ দর্শনে তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারিলাম না।

মা দৃষ্টিপথের বাহির হইলে, সাহসে ভর করিয়া বাড়ী ঢুকিলাম। শরীর কাঁপিতে লাগিল। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, কই, কোথাও ত নোলকপরা একটি নববধূ দেখিতে পাইলাম না। স্বামী তখন শয্যাত্যাগ করিয়া বাহির হইতেছেন। নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন। হায়, আমার কপালে এতও ছিল! আমি মনে মনে তাঁহার পায়ে সহস্রবার মাথা খুঁড়িলাম।

তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। মাঝে মাঝে কৌতূহলপূর্ণ সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি আমার পানে চাহিতেছিলেন! আমি সাবধানে চাপা গলায় বিকৃত স্বরে কথা কহিতে লাগিলাম। স্ত্রী এখানে নাই কেন, কোথায়? ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া পরিষ্কার উত্তর পাইলাম না, চাপিয়া গেলেন। অন্যান্য কথাবার্ত্তায়

...িলাম, দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নাই। ...র প্রসঙ্গে তাঁহার চক্ষুর কোণে করুণার জলরেখা দেখা দিল ;—বুঝিলাম, এ পোড়ারমুখীকে এখনও ভুলেন নাই। কতবার মনে করিলাম, আত্মপ্রকাশ করি, কিন্তু পারিলাম না। ভাবিলাম, শাশুড়ী আসুন, তাহার পর যাহা হয় হইবে।

স্বামী স্নান করিয়া, পার্শ্বের মেসের বাসায় আহার করিয়া, আফিসের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বেলা দশটার গাড়ীতে মা ফিরিয়া আসিলেন। সন্ন্যাসীর সেবাদি সম্বন্ধে মাকে গোপনে কিছু বলিয়া স্বামী অফিসযাত্রা করিলেন। একে পূর্ণিমা—পুণ্যাহ ;—বাড়ীতে সন্ন্যাসীকে অতিথি লাভ করিয়া মা যেন কৃতার্থ হইয়া গেলেন।

এই সময় দাই চলিয়া গেল। বাড়ী নির্জ্জন হইল। আমি বুঝিলাম, এই শুভ সুযোগ উপস্থিত। বলিলাম, স্নান করিব, তোমাদের একখানা কাপড় দাও।

স্নানান্তে সেই কাপড়খানিকে শাড়ীর মত করিয়া পরিলাম। ঘোমটা দিয়া স্নানের স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। মা নিশ্চয়ই বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে আমার পানে চাহিয়া থাকিবেন—ঘোমটার ভিতর হইতে তাঁহার মুখ আমি দেখি নাই। শুধু পাদুখানি দেখিতে পাইতেছিলাম,—ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিলাম।

মা বলিয়া উঠিলেন—"ও মা, ও মা, ও মা—সন্ন্যাসী না পাগল?" বলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে আমার অবগুণ্ঠন অপসৃত করিলেন। চোখোচোখি হইবামাত্র চিনিয়া ফেলিলেন—রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন—"এ কি! বউমা!!"

কেমন করিয়া তাঁহার পা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সব কথা আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলাম, তাহা আর বিস্তারিত বলিবার প্রয়োজন নাই। প্রথমে বিস্ময়ে তাঁহার মুখে কথা বাহির হইল না। তাহার পর আমার সঙ্গে তিনিও কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন। বুকে টানিয়া লইয়া স্নেহভরে বারংবার আমার মুখচুম্বন করিলেন। শেষে বলিলেন,—"বাছা, ছেলে বাড়ী আসুক, নইলে আমি কিছুই বল্‌তে পারুছি নে।"

বলিলেন, গুরুর সঙ্গে আমার পিতৃগৃহত্যাগের সংবাদমাত্র তাঁহারা পান নাই।—সুতরাং "পাঁচ জন" সম্বন্ধে আর কোনও আশঙ্কা রহিল না। কিন্তু তথাপি বাড়ীতে লোকজন আসিয়া পাছে আমায় দেখিয়া ফেলে, পাছে কিছু সন্দেহ করে, সেই জন্য তিনি আমাকে একটা ঘরে পুরিয়া চাবি বন্ধ করিলেন।

শাশুড়ী ক্ষমা করিলেন ;—স্বামীর সম্বন্ধে এক-প্রকার নিশ্চিন্ত ছিলাম। আর্শি-চিরুণী লইয়া সমস্ত দিন স্বল্লাবশিষ্ট চুলের জটা ছাড়াইলাম। দুইখানা চিরুণী ছিল, দুইখানারই প্রায় সব ক'টা দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল।

সেই পূর্ণিমা রজনীতে স্বামীর সঙ্গে আমার সুখ-সম্মিলন হইল। তোমরা যদি আমাকে ক্ষমা করিতে পারিয়া থাক, তবে এইবার আমার কল্যাণে শাঁখ বাজাইয়া দাও।

দেবী

সে আজ কিঞ্চিদধিক এক শত বৎসরের কথা।

পৌষমাসের দীর্ঘরজনী আর কিছুতেই পোহাইতে চাহে না। উমাপ্রসাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। লেপের ভিতর অনুসন্ধান করিল, স্ত্রী নাই। বিছানা হাতড়াইয়া দেখিল, তাহার ষোড়শী পত্নী একপাশে গুটিসুটি হইয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছে। সরিয়া গিয়া অতি সন্তর্পণে তাহার গায়ে লেপখানি চাপাইয়া দিল। পাশে পায়ের দিকে হাত দিয়া দেখিল, কোথাও ফাঁক রহিয়াছে কি না।

উমাপ্রসাদ বিংশতিবর্ষীয় যুবক। সম্প্রতি সংস্কৃত ছাড়িয়া সখ করিয়া পারস্যভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মা নাই;—পিতা পরম পণ্ডিত, পরম ধার্ম্মিক, নিষ্ঠাবান্, শক্তি-উপাসক, গ্রামের জমিদার, সম্মানের সীমা নাই। অনেকের বিশ্বাস, উমাপ্রসাদের পিতা কালীকিঙ্কর রায় মহাশয় এক জন প্রকৃত সিদ্ধ পুরুষ, আদ্যাশক্তির বিশেষ অনুগৃহীত। গ্রামে আবালবৃদ্ধ তাঁহাকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে।

উমাপ্রসাদ আপনার নবীন জীবনে সম্প্রতি নবপ্রণয়ের মাদকতা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছে বটে, কিন্তু পত্নীর সহিত ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত এই নূতন। স্ত্রীর নাম দয়াময়ী।

স্ত্রীর গাত্র আবৃত করিয়া উমাপ্রসাদ তাহার গণ্ডস্থলে একখানি হাত রাখিল—দেখিল,—সে স্থান শীতে শীতল হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত ধীরে ধীরে পত্নীর মুখচুম্বন করিল।

যেরূপ নিয়মিত তালে দয়াময়ীর নিশ্বাস বহিতেছিল, সহসা তাহার ব্যতিক্রম হইল। উমা জানিল, স্ত্রী জাগিয়াছে। মৃদুস্বরে ডাকিল—"দয়া!"

দয়া বলিল—"কি।" "কি"টা খুব দীর্ঘ করিয়া বলিল।

"তুমি বুঝি জেগে রয়েছ?"

দয়া ঢোক গিলিয়া বলিল—"না, ঘুমুচ্ছিলাম।"

উমাপ্রসাদ আদর করিয়া স্ত্রীকে বুকের কাছে টানিয়া আনিল। বলিল—"ঘুমুচ্ছিলে ত উত্তর দিলে কে?"

দয়া তখন আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া অপ্রতিভ হইল। বলিল—"আগে ঘুমুচ্ছিলাম, এখন জেগে উঠলাম।"

উমাপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিল—"এখন কখন্? ঠিক কোন্ সময়?"—উমা ভারি দুষ্ট।

"কোন্ সময় আবার?—সেই তখন!"

"কখন্?"

"যাও, আমি জানিনে।" বলিয়া দয়া স্বামীর বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইবার বৃথা চেষ্টা করিল।

ঠিক কখন্ জাগিয়াছে, দয়াও কিছুতে বলিবে না, তাহার স্বামীও কিছুতেই ছাড়িবে না। কিয়ৎক্ষণ মান-অভিমানের পর দয়ার পরাজয় হইল। উত্তর দিল, "সেই যখন তুমি"—বলিয়া থামিল।

"আমি কি কর্‌লাম?"

দয়া খুব তাড়াতাড়ি করিয়া বলিল—"সেই যখন তুমি আমার চুমু খেলে,—হ'ল! মা গো মা? কে জান!"

তখনও এক প্রহরের অধিক রাত্রি আছে। দুজনে কত কথা আরম্ভ হইল। অধিকাংশ কথারই না আছে মাথা, না আছে মুণ্ড। হায়, শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের প্রপিতামহগণের তরুণবয়স্ক পিতামাতাগণ, অসার অপদার্থ আমাদেরই মত 'অস্থানি চঞ্চল-মতি-গতি' ছিলেন। অত বড় শাক্ত পরিবারের সন্তান হইয়াও উমাপ্রসাদ সে পর্য্যন্ত এক দিনও স্ত্রীর নিকট মুদ্রাপ্রকরণ বা মাতৃকান্যাসের কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নাই এবং যমনিয়মাদি সম্বন্ধে তাহাকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রাখিয়াছিল।

নানা কথার পর উমাপ্রসাদ বলিল—"দেখ, আমি পশ্চিমে চাকরি কর্‌তে বেরুব।"

দয়া বলিল—"তোমার আবার চাকরি কেন? তোমার কিসের দুঃখ? জমিদারের ছেলে হয়ে কেউ চাকরি করে না কি?"

"আমার এখানে দুঃখ আছে বৈ কি।"

"কি?"

"তুমি যদি আমার দুঃখ বুঝবে, তা হ'লে আর আমার দুঃখ কিসের!"

শুনিয়া দয়া ভারি অপ্রস্তুত হইয়া গেল। ভাবিতে লাগিল, কি দুঃখ?—ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে

পারিল না। একটু দুষ্টামি বুদ্ধি আসিল। বলিল, "তোমার কি দুঃখ? আমি বুঝি মনের মত হইনি?" দয়া জানিত, এ কথা বলিলে উমাপ্রসাদকে আঘাত করা হইবে।

উমাপ্রসাদ প্রিয়ামুখে অজস্র চুম্বনবর্ষণ করিয়া এই আঘাতের প্রতিশোধ লইল। পরে বলিল—"আমার দুঃখ তোমাকে নিয়েই বটে। সমস্ত দিন আমি তোমায় পাইনে। শুধু রাত্তিরটি পেয়ে সাধ মেটে না। বিদেশে চাকরি করতে যাব, সেখানে তোমায় নিয়ে যাব, কেমন দুজনে একলা থাকব, সারাদিন সারারাত!"

"চাকরি করবে ত সারাদিন আমাকে নিয়ে থাকবে কেমন ক'রে। আমাকে ত একলা ফেলে তুমি কাছারি চ'লে যাবে।"

"কাছারি গিয়ে খুব শীগ্‌গির শীগ্‌গির ফিরে আসব।"

দয়া ভাবিয়া দেখিল, তা হইতে পারে বটে। কিন্তু বাধা-বিপত্তি যে অনেক!

"তুমি ত নিয়ে যাবে, সবাই যেতে দেবে কেন?"

"এখান থেকে কি নিয়ে যাব। যখন শুনব, তুমি বাপের বাড়ী রয়েছ, তখন চুপি চুপি এসে তোমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব।"

শুনিয়া দয়া হাসিল। এও কি সম্ভব না কি?

"কত দিন আমরা থাকব সেখানে?"

"অনেক বচ্ছর থাকব।"

দয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছিল, সহসা একটা কথা তার মনে পড়িয়া গেল। বলিল—"খোকাকে ফেলে কি অনেক বচ্ছর আমি বিদেশে থাকতে পারব?"

উমাপ্রসাদ স্ত্রীর গালে গাল রাখিয়া কানের কাছে বলিল—"তত দিন তোমারও একটি খোকা হবে।" কথাটি শুনিয়া দয়ার ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে কর্ণমূল পর্য্যন্ত লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কিন্তু অন্ধকারে তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

উল্লিখিত খোকাটি উমাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর তারাপ্রসাদের একমাত্র সন্তান। স্বয়ং উমাপ্রসাদ এ বাটীর শেষ খোকা। এই পরিবারে খোকা-রাজার সিংহাসন বহুকাল শূন্য ছিল, তাই খোকার বড় আদর; খোকা বাড়ীসুদ্ধ সকলের চক্ষের মণি। খোকার মা হরসুন্দরী,—তাঁর ত আর গরবে মাটীতে পা পড়ে না।

দয়া সহসা বলিল—"আজ এখনো খোকা এল না কেন?"—ভোর রাত্রে রোজ খোকা কাকীমার কাছে আসে। এটি তার নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য। যদিও বাটীতে দাসদাসীর অভাব নাই, তথাপি গৃহকার্য্যের অধিকাংশ দয়া স্বহস্তে করিত। বিশেষতঃ তাহার শ্বশুরের পূজাহ্নিক-সম্পর্কীয় যাহা কিছু কার্য্য, তাহাতে দয়া ছাড়া অপর কাহারও হস্তস্পর্শ করিবার অধিকার ছিল না। সারাদিন এই সমস্ত কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও খোকাকে সে এক মুহূর্ত্তও চক্ষের আড়াল করিত না। কাকীমা গা মুছাইয়া না দিলে খোকা গা মুছে না, কাকীমা কাজল না পরাইয়া দিলে খোকা কাজল পরে না, কাকীমার কোলে ভিন্ন অন্য কোথাও শুইয়া খোকা দুধ খায় না। খোকার বিছানায় তার কাকীমা অনেক রাত্রি অবধি থাকিয়া ঘুম পাড়াইয়া আসে,—ভোর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলেই খোকা কাকীমা বলিয়া কান্না যুড়িয়া দেয়। এই প্রগল্‌ভতা, এই অন্যায় আবদারের জন্য মধ্যে মধ্যে তাহাকে হরসুন্দরীর নিকট হইতে চড়টা চাপড়টা পুরস্কার পাইতে হয়। কিন্তু বলাই বাহুল্য, তাহাতে কান্না না থামিয়া আরও দশগুণ বাড়িয়া উঠে। তখন হরসুন্দরী তাহাকে কোলে করিয়া, ক্রোধে ও নিদ্রাঘোরে টলিতে টলিতে দয়ার শয়নকক্ষের দ্বারে আসিয়া ডাকেন—"ছোট বউ, ও ছোট বউ, এই নে তোর খোকাকে।" বলিয়া দয়ার দুয়ার খুলিবার অপেক্ষা না রাখিয়াই, খোকাকে মাটীতে বসাইয়া প্রস্থান করেন। দয়া প্রায়ই জাগিয়া থাকে, না থাকিলেও খোকার ক্রন্দনে শীঘ্রই জাগিয়া উঠে, ছুটিয়া আসিয়া খোকাকে বুকে করিয়া লইয়া যায়, "কে মেরেছে কে মেরেছে" বলিয়া কত সোহাগ করে। মাথার শিয়রে পাণের ডিবায় কোনও দিন কদমা, কোনও দিন বাতাসা, কোনও দিন নারিকেল-নাড়ু সঞ্চিত থাকিত, তাই খোকা ভক্ষণ করে, তাহার পর নিশ্চিন্ত হইয়া কাকীমার কোলে শুইয়া ঘুমাইয়া যায়। আজ এখনও খোকা আসিল না বলিয়া দয়া কিছু উৎকণ্ঠিত হইল। বলিল—"বাছার অসুখ-বিসুখ করেনি ত?"

উমাপ্রসাদ বলিল—"বোধ হয়, এখনও রাত্রি আছে। দেখি দাঁড়াও।"

উমাপ্রসাদ বিছানা হইতে উঠিয়া জানালা খুলিল। বাহিরে আম ও নারিকেল বৃক্ষবহুল বাগান। তখনও চন্দ্রাস্ত হয় নাই,—কিন্তু অধিক বিলম্বও নাই। দয়া নিঃশব্দে আসিয়া স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইল। বলিল—"রাত আর বেশী কই?"

শীতের হিমবায়ু হু হু করিয়া জানালা-পথে প্রবেশ করিতে লাগিল। তবু দুজনে সেই অল্পালোকে

পরস্পরের পানে চাহিয়া কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকক্ষণ তাহাদের চক্ষু যে উপবাসী ছিল!

দয়া বলিল—"দেখ, আজ আমার মনটা কেমন হয়ে গেছে। খোকা এখনও এল না। কি জানি কেন মনটা এমন হয়ে গেল।"

উমাপ্রসাদ বলিল—"এখনও খোকার আসবার সময় হয়নি। যে দিন ঘুমিয়ে পড়ে, সে দিন ত আসতেও দেরী হয়। তোমার মন সে জন্যে খারাপ হয় নি। কেন হয়েছে, আমি জানি।"

"কেন বল দেখি?"

"বলেছি কি না, আমি পশ্চিমে যাব চাকুরি করতে, তাই তোমার মন খারাপ হয়ে গেছে।"—বলিয়া উমাপ্রসাদ স্ত্রীকে নিজের আরও কাছে টানিয়া লইল।

দয়া একটি ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আমি বুঝতে পারছিনে। মনে হচ্ছে যেন, আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।"

বাহিরে জ্যোৎস্না নিরতিশয় ম্লান। পত্নীর কথা শুনিয়া উমাপ্রসাদের মুখখানিও ম্লান হইয়া গেল।

অনেকক্ষণ দুই জনে দাঁড়াইয়া রহিল। চাঁদ ডুবিয়া গেল। গাছ-পালা অন্ধকারে গা ঢাকা দিল। জানালা বন্ধ করিয়া উভয়ে শয্যায় ফিরিয়া আসিল।

ক্রমে একটা আধটা পাখীর ডাক শোনা গেল। পরস্পরের বক্ষোনিবদ্ধ হইয়া তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল।

ক্রমে জানালার রন্ধ্রপথে প্রভাতের আলোকরশ্মি প্রবেশ করিতে লাগিল। তখনও দুই জনে মন্ত্রাভিভূত।

সহসা বাহির হইতে উমাপ্রসাদের পিতা ডাকিলেন,—"উমা!"

প্রথমে ঘুম ভাঙ্গিল দয়ার। সে গা ঠেলিয়া স্বামীকে জাগাইয়া দিল।

কালীকিঙ্কর আবার ডাকিলেন,—"উমা!" স্বরটা কম্পিত, যেন অস্বরূপ, ইহা যে তাঁহারই কণ্ঠস্বর, তাহা যেন কষ্টে বুঝা গেল।

এত ভোরে পিতা ত কখনও ডাকেন না। আর তাঁহার স্বরই বা এমন হইল কেন?—তবে সত্য সত্যই খোকার কিছু অসুখ-বিসুখ করিয়াছে বুঝি! উমাপ্রসাদ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল।

দেখিল, পিতার পরিধানে রক্তবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র, স্কন্ধে নামাবলী উত্তরীয়, গলে রুদ্রাক্ষমাল্য লম্বমান। এ কি! এত ভোরে তাঁহার পূজার বেশ কেন? অন্য দিন গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া তবে তিনি পূজার বেশ পরিধান করেন। মুহূর্ত্তকালের মধ্যে এই চিন্তা-পরম্পরা উমাপ্রসাদের মস্তকে উদিত হইল।

দ্বার খুলিবামাত্র কালীকিঙ্কর পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা, ছোট বউমা কোথায়?"

স্বর পূর্ব্ববৎ কম্পিত। উমাপ্রসাদ কক্ষের চারিদিকে চাহিল। দয়া শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া কিছুদূরে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

কালীকিঙ্করও সেই দিকে নেত্রপাত করিলেন। বধূকে দেখিতে পাইবামাত্র নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার পদতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন।

উমাপ্রসাদ বিস্ময়ে বাক্যহীন। দয়াময়ী শ্বশুরের এই অদ্ভুতাচরণ দেখিয়া নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রণামান্তে কালীকিঙ্কর বলিলেন,—"মা, আমার জন্ম সার্থক হ'ল। কিন্তু এত দিন কেন বলিস্‌নি মা?"

উমাপ্রসাদ বলিল,—"বাবা—বাবা!"—কালীকিঙ্কর বলিলেন—"বাবা, ইঁহাকে প্রণাম কর।"

উমাপ্রসাদ বলিল—"বাবা! আপনি কি উন্মাদ হয়েছেন?"

"উন্মাদ হইনি বাবা! এত দিন উন্মাদ ছিলাম বটে। আজ আরোগ্যলাভ করেছি, সেও মা'র কৃপায়।"

উমাপ্রসাদ পিতার কথার কিছুই অর্থগ্রহণ করিতে পারিল না। বলিল—"বাবা, আপনি কি বলছেন?"

কালীকিঙ্কর বলিলেন—"বাবা! আমার বড় সৌভাগ্য! যে কুলে জন্মেছি, তা পবিত্র হ'ল। বাল্যকালে কালীমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছি, এত দিন যে সাধনা—যে আরাধনা করলাম, তা নিষ্ফল হয়নি। মা জগন্ময়ী কৃপা ক'রে ছোট বউমার মূর্ত্তিতে আমার গৃহে স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছেন। গত রজনীতে স্বপ্নযোগে আমি এই প্রত্যাদেশ পেয়েছি। আমার জীবন ধন্য হ'ল।"

* * * *

* * * *

দয়াময়ী ছিল মানবী—সহসা দেবীত্বে অভিষিক্ত হইল।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর তিন দিন অতিবাহিত হইয়াছে; এই দিবসত্রয়ে এ সংবাদ বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আশে-পাশের বহু গ্রাম হইতে বহুজন আসিয়া প্রসিদ্ধ শাক্ত-জমিদার কালীকিঙ্কর রায়ের

বাটীতে দয়াময়ী-রূপিণী আদ্যাশক্তিকে দর্শন করিয়া গিয়াছে।

দয়াময়ীর রীতিমত পূজা আরম্ভ হইয়াছে। ধূপ-দীপ জ্বালিয়া, শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাইয়া, ষোড়শোপচারে তাহার পূজা হয়। এ কয়দিন দয়াময়ীর সম্মুখে বহু-সংখ্যক ছাগবলি হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এ তিন দিন দেবতার পূজা পাইয়াও দয়া-ময়ী কেবল কাঁদিতেছে। আহার-নিদ্রা এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছে বলিলেই হয়। এই আকস্মিক অদ্ভুত ঘটনায় তাহাকে এমন অভিভূত বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে যে, সে দুই দিন আগে এ বাটীর বধূ ছিল, শ্বশুর ও ভাসুরের সাক্ষাতে বাহির হইত না, এ সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছে। এখন আর তাহার মুখে অবগুণ্ঠন নাই,—যাহার তাহার পানে শূন্যদৃষ্টিতে পাগলিনীর মত চাহিয়া থাকে। তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মৃদু-ভাবাপন্ন হইয়াছে, রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটি ফুলিয়াছে, কেশবাস সুসংবৃত নহে।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। পূজার ঘরে একটি কোণে ঘৃত-দীপ মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। পুরু কম্বলের বিছানায় রেশমী বস্ত্রের আবরণ, তাহার উপর দয়া-ময়ী শয়ন করিয়া আছে। গায়ে একখানি মোটা শাল। দুয়ার বন্ধ ছিল মাত্র, অর্গলিত ছিল না। অত্যন্ত ধীরে ধীরে উমাপ্রসাদ দুয়ার খুলিতে লাগিল। চোরের মত সন্তর্পণে সে প্রবেশ করিল। দুয়ার বন্ধ করিয়া খিল দিল।

উমাপ্রসাদ দয়াময়ীর বিছানায় আসিয়া বসিল। সে দিন উষাকালের ঘটনার পর স্ত্রীর সহিত এই তাহার প্রথম নিভৃত সাক্ষাৎ।

দয়াময়ী জাগিয়া ছিল, স্বামীকে দেখিয়া উঠিয়া বসিল।

উমাপ্রসাদ বলিল—"দয়া! এ কি হ'ল?"

আঃ—আজ তিন দিনের পর দয়া স্বামীর মুখে একটি স্নেহমাখা কথা শুনিল। এ তিন দিনকাল ভক্তগণের 'মা মা' শব্দে তাহার হৃদয়দেশ মরুভূমির মত শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামীর মুখনিঃসৃত এই আদরের বাণী তাহার প্রাণে যেন অকস্মাৎ সুধাবৃষ্টি করিয়া দিল। দয়া স্বামীর বুকে মুখ লুকাইল।

উমাপ্রসাদ স্ত্রীর গায়ের শাল মোচন করিয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। উচ্ছ্বসিত স্বরে বারং-বার বলিতে লাগিল—"দয়া! এ কি হ'ল—এ কি হ'ল?"

দয়া নির্ব্বাক্।

উমাপ্রসাদও কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল। তার পরে বলিল—"দয়া! তোমার কি মনে হয় যে, এ কথা সত্যি? তুমি আমার দয়া নও, তুমি দেবী?"

এইবার দয়া কথা কহিল,—বলিল—"না, আমি তোমার স্ত্রী ছাড়া আর কিছু নই, আমি তোমার দয়া ছাড়া আর কিছু নই,—আমি দেবী নই—আমি কালী নই।"

এই কথা শুনিয়া উমাপ্রসাদ সাগ্রহে স্ত্রীর মুখচুম্বন করিল। বলিল—"দয়া! তবে চল, আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই। এমন কোনও দূরদেশে গিয়ে থাকব, যেখানে কেউ আর আমাদের সন্ধান পাবে না।"

দয়া বলিল—"তাই চল। কিন্তু কি উপায়ে যাবে?"

উমাপ্রসাদ বলিল—"সে সমস্ত আমি ঠিক কর্‌ব, কিছু সময় যাবে।"

দয়া বলিল—"কবে? কবে? শীগ্‌গির ঠিক কর—নইলে বেশী দিন আমি বাঁচব না। আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে। যদি মৃত্যুও না হয়, তবে আমি পাগল হয়ে যাব।"

উমাপ্রসাদ বলিল—"না দয়া!—তুমি কিছু ভেবো না। দিন সাত তুমি ধৈর্য্য ধ'রে থাক। আজ শনি-বার। আগামী শনিবার রাত্রে তোমার কাছে আস্‌ব আবার—তোমাকে নিয়ে গৃহত্যাগ কর্‌ব। এই সাত দিন তুমি আশায় বুক বেঁধে কাটিয়ে দাও, লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার।"

দয়া বলিল—"আচ্ছা।"

উমাপ্রসাদ বলিল—"এখন তবে যাই, কেউ আবার এসে না পড়ে,"—বলিয়া সে পত্নীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিদায় লইল।

পরদিন প্রভাতে দয়াময়ীর পূজা যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন গ্রামের এক জন অশীতি-বর্ষ-বয়স্ক বৃদ্ধ লাঠিতে ভর করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কোটরান্তর্গত চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। আসিয়াই দয়া-ময়ীকে দেখিয়া গলবস্ত্র হইয়া তাহার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া যুক্তকরে বলিতে লাগিলেন—"মা! আমি চিরকাল তোমার পূজা ক'রে এসেছি। আজ আমার বড় বিপদ্ মা! আজ ভক্তকে রক্ষা কর।"

দয়াময়ী বৃদ্ধের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। পুরোহিত বলিলেন—"কেন দাদা! তোমার কি বিপদ্ হয়েছে?"

বৃদ্ধ বলিলেন—"আমার নাতিটি কয়দিন জ্বর-বিকারে ভুগছিল। আজ সকালে কবরেজ জবাব দিয়ে গেছে। সে না বাঁচলে আমার বংশলোপ হবে,

আমার ভিটেয় সন্ধ্যে দেবার আর কেউ থাকবে না। তাই মা'র কাছে তার প্রাণভিক্ষা চাইতে এসেছি।"

কালীকিঙ্কর চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন, তিনি বৃদ্ধের দুঃখে নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া দয়াময়ীর মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—"মা গো! বুড়োর নাতিটিকে বাঁচিয়ে দিতে হবে মা"—বলিয়া তিনি বৃদ্ধকে বলিলেন —"দাদা! তোমার নাতিকে এনে মা'র পায়ের কাছে ফেলে রাখ, যমের বাবার সাধ্য হবে না এখান থেকে নিয়ে যেতে।"

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ মহা আশ্বস্ত হইলেন। যষ্টিতে ভর দিয়া গৃহাভিমুখে ছুটিলেন।

একদণ্ডকাল পরে বিধবা পুত্রবধূর কোলে নাতিটির সহিত বৃদ্ধ ফিরিয়া আসিলেন। দয়াময়ীর পদতলে বিছানা করিয়া মৃতকল্প শিশুটিকে রাখা হইল। কেবল মাঝে মাঝে চরণামৃতের পাত্র হইতে কুষি করিয়া একটু একটু চরণামৃত লইয়া পুরোহিত তাহার মুখে দিতে লাগিলেন।

শিশুর মাতা বিধবা যুবতী দয়াময়ীর সখী। তাহার ব্যথাকাতর মুখ দেখিয়া দয়াময়ীর হৃদয় ব্যথিত হইল। শিশুটির পানে চাহিয়া দয়াময়ীর চক্ষে অশ্রু ভরিল। একান্তমনে দেবতাকে প্রার্থনা করিতে লাগিল, "হে ঠাকুর, আমি দেবতা হই, কালী হই, মানুষ হই, যেই হই,—এই ছেলেটিকে বাঁচিয়ে দাও ঠাকুর।"

দয়াময়ীর চক্ষে অশ্রু দেখিয়া সকলে বলিয়া উঠিল, —"জয় মা কালী, জয় মা দয়াময়ী, মায়ের দয়া হয়েছে—মায়ের চোখে জল।" কালীকিঙ্কর দ্বিগুণ ভক্তির সহিত চণ্ডীপাঠ করিতে লাগিলেন। বেলা যত বাড়িতে লাগিল, শিশুটির অবস্থা উত্তরোত্তর ততই ভাল হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সকলে মত প্রকাশ করিলেন, আর শিশুর জীবনের কোনও আশঙ্কা নাই, স্বচ্ছন্দে বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

দয়াময়ীর দেবীত্ব আবিষ্কারের সংবাদ যত না শীঘ্র চৌদিক ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাঁহার কৃপায় মুমূর্ষু শিশুর প্রাণরক্ষার সংবাদ সত্বর প্রচারিত হইয়া পড়িল। পরদিন প্রাতেই অপর এক জন আসিয়া দয়াময়ীর চরণে জানাইল যে, তাহার কন্যাটি আজ তিন দিন হইতে প্রসব-যন্ত্রণায় অস্থির,—মেয়ে বুঝি বাঁচে না। কালীকিঙ্কর বলিলেন—"তার জন্যে চিন্তা কি? মা'র চরণামৃত নিয়ে গিয়ে মেয়েকে পান করিয়ে দাও গে। এখনি আরাম হবে।" সে ব্যক্তি গলদশ্রুলোচনে দয়াময়ীর চরণামৃতের পাত্রটি মাথায় বহন করিয়া লইয়া গেল। বেলা এক প্রহর অতীত হইবার পূর্ব্বেই সংবাদ আসিল, মেয়েটি চরণামৃত পান করিবার অব্যবহিত পরেই নিরাপদে রাজপুত্রের মত সুন্দর সুলক্ষণসম্পন্ন পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে।

আজ শনিবার। আজ উমাপ্রসাদ স্ত্রীকে লইয়া গোপনে পলায়ন করিবে। সে সমস্ত আয়োজন করিয়াছে। অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। মুর্শিদাবাদ কিংবা রাজমহল কিংবা বর্দ্ধমান এরূপ কোনও নিকটবর্ত্তী প্রসিদ্ধ স্থানে সে যাইবে না;—যাইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা। নৌকাপথে পশ্চিমে যাইবে। অনেক দূর যাইবে;—কোথায়, এখনও তাহার কিছু স্থিরতা নাই। হয় ভাগলপুর, নয় মুঙ্গের। সেখানে চাকরির চেষ্টা করিবে। পথ-খরচের মত অর্থ তাহার নিকট আছে। তাহার স্ত্রীর গায়ে যাহা অলঙ্কার আছে, তাহা বিক্রয় করিলে কোন্ না দুই বৎসর উভয়ের গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারিবে? দুই বৎসরেও কি তাহার একটা চাকরি যুটিবে না? নিশ্চয় যুটিবে। চেষ্টার অসাধ্য কিছু আছে নাকি?

এইরূপ নানা চিন্তায় উমাপ্রসাদ দিবাভাগ অতিবাহিত করিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। আজ সে দয়াময়ীর আরতি দেখিবে। এক দিনও ত দেখে নাই। যখন শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনিতে চণ্ডীমণ্ডপ ফাটিয়া যায়, পূজা আরম্ভ হয়, তখন উমাপ্রসাদ বাড়ী ছাড়িয়া গ্রামের বাহিরে পলায়ন করে। আজ দয়াময়ীর শেষ আরতি, আজ সে দেখিবে। দেখিবে আর মনে মনে হাসিবে। কল্য প্রভাতে পুরোহিত ঠাকুর যখন সর্ব্বাগ্রে আসিয়া দেখিবেন যে, দেবী অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন, তখন তাঁহার কিরূপ অবস্থা হইবে, তাহাই উমাপ্রসাদ কল্পনা করিতে লাগিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর সমাগত। গৃহস্থ সকলে নিদ্রাগত। চোরের মত উমাপ্রসাদ শয্যাত্যাগ করিল। অন্ধকারে ধীরপদে পূজার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। ধীরে ধীরে দ্বার মোচন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। কোণে সেইরূপ ঘৃতদীপ মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। দয়াময়ীর শয্যায় উমাপ্রসাদ গিয়া বসিল। দয়াময়ী নিদ্রামগ্ন।

প্রথমে উমাপ্রসাদ সস্নেহে দয়াময়ীর মুখচুম্বন করিল। পরে গা ঠেলিয়া তাহাকে জাগাইল। নিদ্রাভঙ্গে দয়াময়ী ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল। উমাপ্রসাদ বলিল—"দয়া—এত ঘুম? ওঠ, চল।"

দয়া বিস্মিতের মত বলিল—"কোথায়?"

"কোথায়?—যাবার সময় তুমি জিজ্ঞাসা করছ কোথায়?—চল, আজ রাত্রে নৌকা ক'রে আমরা পশ্চিমে চ'লে যাই।"

দয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিল। উমাপ্রসাদ বলিল—"ওঠ ওঠ,—পথে গিয়ে ভেবো এখন। সব ঠিকঠাক ক'রে রেখেছি। চল চল।"

এই কথা বলিয়া উমাপ্রসাদ স্ত্রীর হস্তধারণ করিল।

দয়া সহসা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—"তুমি আর ঐভাবে আমাকে স্পর্শ করো না। আমি যে দেবী নই, আমি যে তোমার স্ত্রী, তা আর আমি নিশ্চয় ক'রে বল্‌তে পারিনে।"

কথাটা শুনিয়া উমাপ্রসাদ হাসিয়া উঠিল। স্ত্রীর গলা ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিতে যাইতেছিল; কিন্তু দয়াময়ী সহসা তাহার নিকট হইতে অপসৃত হইয়া দূরে গেল। বলিল—"না না, হয় ত তোমার অকল্যাণ হবে।"

এ কথায় উমাপ্রসাদ যেন বজ্রাহত হইল। বলিল —"দয়া, তুমিও পাগল হলে?"

দয়া বলিল—"তবে এত লোকের রোগ আরাম হ'ল কেন? তা হ'লে কি দেশশুদ্ধ লোক পাগল?"

উমাপ্রসাদ অনেক করিয়া বুঝাইল; অনেক অনুনয় করিল; অনেক কাঁদিল। দয়াময়ীর মুখে কেবল সেই কথা—"না না, তোমার অকল্যাণ হবে। হয় ত আমি তোমার স্ত্রী নই, হয় ত আমি দেবী।"

শেষকালে উমাপ্রসাদ বলিল—"তুমি দেবী হ'লে এমন পাষাণী হ'তে না। এততেও তোমার মন অচল অটল রইল?"

দয়ামরী এবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"ওগো, তুমি আমাকে বুঝতে পারলে না।"

উমাপ্রসাদ দয়াময়ীর শয্যা ত্যাগ করিয়া কিয়ৎক্ষণ ক্ষিপ্তের মত সেই কক্ষে অস্থিরভাবে পদচারণা করিয়া বেড়াইল। পরে হঠাৎ দয়াময়ীর কাছে আসিয়া বলিল —"দয়া, আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়েছিল?"

দয়া বলিল—"তা হয়েছিল বৈ কি!"

"তুমি যদি দেবী, তুমি যদি কালী, আমি ত তা হ'লে মহাদেব, নইলে তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হ'ল কি ক'রে?"

এ কথার দয়া কি উত্তর দিবে? সে চুপ করিয়া রহিল।

উমাপ্রসাদ আবার আরম্ভ করিল—"তুমি যদি আদ্যাশক্তি ভগবতী হও—তবে নরলোকে কার সাধ্য যে তোমাকে বিবাহ করে? আমি যে তোমাকে বিবাহ করেছি, এত দিন যে আমি তোমার স্বামীর আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছি, এতেই ত বোঝা যাচ্ছে যে, আমিও মানুষ নই,—আমিও দেবতা, আমি স্বয়ং মহেশ্বর!"

দয়াময়ী বলিল—"যদি তাই হয়, তবে আমি তোমার স্ত্রী। দেবী হই, মানুষ হই, আমি তোমার স্ত্রী।"

এ কথা শুনিয়া উমাপ্রসাদ যেন হাতে স্বর্গ পাইল। স্ত্রীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। বলিল—"চল তবে আমরা যাই। এখানে যত দিন থাক্‌ব, তত দিন তোমায় আমায় বিচ্ছেদ থাক্‌বে।"

দয়াময়ী বলিল—"তবে চল।"

* * * *

খানিকটা হাঁটিয়া গঙ্গার ধারে পৌঁছিয়া নৌকা চড়িতে হইবে। কিন্তু কিছু চলিয়া দয়া সহসা থামিয়া আবার বলিল, "আমি যাব না।" এবার স্বর অত্যন্ত দৃঢ়। উমাপ্রসাদ আবার অনুনয়ের সাধ্যসাধনার পালা আরম্ভ করিল। কিছুতেই কিছু ফলোদয় হইল না। দয়া বলিল, "আমি যদি দেবী, তুমি আমার স্বামী মহেশ্বর, তবে দুজনেই এখানে থাকি, দুজনেই পূজা গ্রহণ করি, পলাব কেন? এত জনের ভক্তিতে আঘাত দেব কেন? আমি পলাব না,চল ফিরে যাই।"

উমাপ্রসাদ মর্ম্মাহত হইয়া বলিল—"তুমি একা ফিরে যাও, আমি যাব না।"

তাহাই হইল। দয়া একা দেবীত্বে ফিরিয়া গেল। উমাপ্রসাদ সেই নিশীথ-অন্ধকারে মিশাইয়া গেল, পরদিন তাহার আর কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

দয়াময়ীর দেবীত্বে সকলেই বিশ্বাসবান্, কেবল বিশ্বাস করে নাই তাহাদের বড়বধূ হরসুন্দরী—খোকার মা। প্রথম দুই চারি দিন তাই বড় বধূ দয়াময়ীর জুড়াবার ঠাঁই হইয়াছিলেন। প্রথম যখন স্বয়ং দয়াময়ীই বিশ্বাস করিতে চাহে নাই যে, সে দেবী, তখন সে একদিন বড় বধূর কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছিল—"দিদি, আমার এ কি হ'ল?" তিনি বলিয়াছিলেন—"কি করবো বোন্, ঠাকুর পাগল হয়ে গিয়েছেন। বুড়ো বয়সে ওনার ভীমরতি ধরেছে।"

উমাপ্রসাদের নিরুদ্দেশের পর দুই সপ্তাহ গেল। তৃতীয় সপ্তাহে খোকার জ্বর হইল। দিন দিন ছেলে শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

বৈদ্য আসিল, কিন্তু কালীকিঙ্কর তাহাকে চিকিৎসা করিতে দিলেন না। বলিলেন, "আমার বাড়ীতে স্বয়ং মা'র অধিষ্ঠান, কত কত দুঃসাধ্য রোগ মা'র চরণামৃত পান ক'রে ভাল হয়ে গেল, আর আমার বাড়ীতে রোগ হ'লে বৈদ্য এসে চিকিৎসা করবে?"

বড়বধূ নিজ স্বামী তারাপ্রসাদের কাছে কাঁদিয়া পড়িলেন—"ওগো, ছেলেকে বদ্যি দেখাও গো, নইলে আমার ছেলে বাঁচবে না। ও রাক্কুসী ডাইনী আমার ছেলেকে বাঁচাতে পারবে না। ওর কি সাধ্যি!"

তারাপ্রসাদ অত্যন্ত পিতৃভক্ত। পিতার বিশ্বাস, পিতার বিধান, এ সমস্ত তিনি বেদের মত মান্য করেন। তিনি স্ত্রীকে বলিলেন—"খবদ্দার, ও কথা বোলো না, ছেলের অকল্যাণ হবে। মা যা করবেন, তাই হবে।"

কিন্তু বড়বধূর প্রতিদিনকার কাকুতি-মিনতি ও ক্রন্দনে কর্ত্তা এক দিন গলবস্ত্র হইয়া দয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, খোকার যে ব্যারাম হয়েছে, তাতে বৈদ্য দেখাবার কোনও প্রয়োজন আছে কি?"

দয়াময়ী বলিল—"না, আমিই ওকে ভাল ক'রে দেব।"

কালীকিঙ্কর নিশ্চিন্ত হইলেন। তারাপ্রসাদও নিশ্চিন্ত হইলেন।

খোকার মা এক দিন একটি বিশ্বস্ত ঝিকে কবিরাজের কাছে পাঠাইয়া দিলেন—যাহা কিছু রোগের বিবরণ সব বলিয়া দিলেন। ঔষধ চাই। কবিরাজ মহাশয় এ প্রস্তাব শুনিয়া দন্তে জিহ্বা দংশন করিয়া বলিলেন—"মাঠাকরুনকে বলিস্, যখন স্বয়ং শক্তি বলেছেন, তিনিই খোকাকে আরোগ্য ক'রে দেবেন, তখন আমি ওষুধের ব্যবস্থা ক'রে অপরাধী হ'তে পারব না।"

যাহার সঙ্গে দেখা হয়, তাহাকেই খোকার মা কাঁদিয়া বলেন—"ওগো কিছু ওষুধ ব'লে দাও, আমার ছেলে বাঁচে না।" সকলেই বলে—"ও মা, ও কথা বোলো না, তোমার ভাবনা কি? তোমার ঘরে স্বয়ং আদ্যাশক্তি বিরাজ করছেন।"

খোকার ব্যারাম ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। দয়া বলিল, "খোকাকে এনে আমার কোলে দাও।"

খোকাকে কোলে করিয়া দয়া সমস্ত দিন বসিয়া রহিল। খোকা অনেকটা ভাল রহিল। কিন্তু রাত্রে আবার খোকার ব্যারাম বৃদ্ধি হইল।

দয়াময়ী একান্তমনে একান্তপ্রাণে কত করিয়া খোকাকে আশীর্ব্বাদ করিল, খোকার গায়ে হাত বুলাইল, কিন্তু কিছুতেই খোকা বাঁচিল না।

যখন খোকার মৃত্যুসংবাদ বাড়ীতে প্রচারিত হইল, তখন তারাপ্রসাদ অধীর হইয়া ছুটিয়া আসিয়া—দয়াময়ীকে বলিল—"রাক্ষসি, খোকাকে নিলি? কিছুতেই মায়া ত্যাগ করতে পারলি নে?"

খোকার মা প্রথমে শোকে অত্যন্ত বিহ্বল হইল। যখন কতকটা সুস্থ হইল, তখন দয়াময়ীকে যা মুখে আসিল, তাই বলিয়া গালি দিল। বলিল,—"ও দেবী কোথায়? ও ডাইনী। দেবী কখন ছেলে খায়?"

কালীকিঙ্কর ছল-ছল নেত্রে দয়ার পানে চাহিয়া বলিলেন—"মা, খোকাকে ফিরিয়ে দে। এখনও দেহ নষ্ট হয় নি। ফিরিয়ে দে মা, ফিরিয়ে দে।"

দয়াময়ী ঝর্-ঝর্ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে যমরাজাকে উদ্দেশ করিয়া আজ্ঞা করিল, এখনি খোকার আত্মা শরীরে ফিরাইয়া দেওয়া হউক।

তাহাতে যখন হইল না, তখন মিনতি করিল;—আদ্যাশক্তির মিনতিতেও যমরাজা খোকার প্রাণ ফিরাইয়া দিলেন না।

তখন নিজের দেবীত্বে দয়ার অবিশ্বাস জন্মিল।

আজ তাহার পূজা ইত্যাদি প্রায় বন্ধ বলিলেই হয়। সমস্ত দিন কেহ তাহার কাছে আসিল না। দয়া একাকিনী বসিয়া সারাদিন চিন্তা করিল।

সন্ধ্যা হইল। আরতির সময় উপস্থিত। যেমন তেমন করিয়া আরতি হইল।

* * * *

পরদিন কালীকিঙ্কর উঠিয়া পূজার ঘরে গিয়া দেখিলেন, সর্ব্বনাশ!—পরিধেয় বস্ত্র রজ্জুর মত করিয়া পাকাইয়া, কড়িকাঠে লাগাইয়া, দেবী আত্মহত্যা করিয়াছেন।

শ্রীবিলাসের দুর্ব্বুদ্ধি

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীবিলাস বাবুর বিবাহিত জীবন সুখের ছিল কি দুঃখের ছিল, তাহা তিনি ঠিক বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহার স্ত্রী সরোজবাসিনী যে তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসেন, তাহার পরিচয় শ্রীবিলাস শত সহস্রবার পাইয়াছেন। কিন্তু এই ভালবাসার মধুরাশির মধ্যে, মাঝে মাঝে মধুমক্ষিকার দংশনজ্বালা অনুভব করিয়া তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন। আসল কথাটা এই যে, তাঁহার স্ত্রীটি কিছু মুখরা ছিল, আর শ্রীবিলাসও বোধ হয়, একটু অযথা পরিমাণে অভিমানী ছিলেন। তাই মাঝে মাঝে তাঁহাদের দাম্পত্যজীবনের ঐক্যতানবাদনের সুর সহসা কাটিয়া গিয়া আগাগোড়া খাপছাড়া হইয়া যাইত।

পূর্ব্বের কথা এই। শ্রীবিলাসের শ্বশুর হরিগোপাল বাবু—লক্ষ্ণৌয়ের সেই প্রসিদ্ধ হরিগোপাল বাবু। ও অঞ্চলের লোক, কে না তাঁহার নাম শুনিয়াছে; এবং ধনী হউক, দরিদ্র হউক, পরিচিত হউক, অপরিচিত হউক,—কোন্ ভ্রমণকারী বাঙ্গালী তাঁহার বাটীতে অন্ততঃ একটিবারও পাত পাড়ে নাই? তিনি বাসায় রাখিয়া, খাওয়াইয়া, পরাইয়া, কত লোকের যে চাকুরি করিয়া দিয়াছেন, তাহার কি সংখ্যা আছে? আহা, ওদিক্‌কার গরীব লোকে আজিও তাঁহার নাম করিয়া কাঁদিয়া মরে! সে কথা যাউক;—তাঁহাদের মেয়ের বিবাহ দেওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার ছিল! সারা বাঙ্গালা দেশে দুই তিনখানি মাত্র গ্রামে তাঁহাদের "ফেরতা ঘর"—অর্থাৎ যাহাদের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া চলে—ছিল। পাত্র যুটানই মুস্কিল ছিল;—কিন্তু যদি পাত্রও বা মিলিল, তবে হয় সে একটি হস্তিমূর্খ, নয় ত একেবারে নিঃস্ব। একবার তিনি পূজার সময় সপরিবারে কাশীতে আসিয়াছিলেন, সেই সময় পিতৃমাতৃহীন দশ বৎসর-বয়স্ক শ্রীবিলাস তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়া পড়িল। তাহাকে স্বজাতীয় এবং "স্বঘরের" দেখিয়া হরিগোপাল বাবু আগ্রহের সহিত কুড়াইয়া লইলেন; এবং লক্ষ্ণৌয়ে লইয়া গিয়া বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। ছেলেটির সৎস্বভাব ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া তখন হইতেই তাহাকে স্বীয় ভাবী জামাতা বলিয়া স্থির করিয়া রাখিলেন। সেই ভাবেই লালনপালন এবং শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। আঠারো বৎসর বয়সে শ্রীবিলাস প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল; তখন কন্যার বয়ঃক্রম বারো বৎসর হইয়াছে দেখিয়া হরিগোপাল বাবু দুই জনকে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে বাঁধিয়া দিলেন। এই শুভ ঘটনার পর তিনি এক বৎসর-মাত্র জীবিত ছিলেন।

শ্রীবিলাস তখন এফ এ পড়িতেছেন। হঠাৎ তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের বসন্তরোগে মৃত্যু হইল। এই আকস্মিক দৈবদুর্ঘটনায় শ্রীবিলাসের পড়া বন্ধ হইল। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে তাঁহার শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী বলিলেন,—"চল বাছা, আমরা দেশে গিয়ে থাকি। এই যমপুরী লক্ষ্ণৌ সহরে আমি আর এক দিনও টিকিতে পারিব না।"

তাহাই হইল। লক্ষ্ণৌয়ের ত্রিতল বাড়ীটা একপ্রকার সিকি মূল্যেই বিক্রীত হইল। জিনিসপত্র কতক বিক্রীত, কতক বিতরিত এবং অবশিষ্ট গোলেমালে অপহৃত হইল। দিন পনের কুড়ির মধ্যে সমস্ত পরিষ্কার। তখন সেই পরিবার চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীবিলাসের স্ত্রী, হরিগোপাল বাবুর সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন। সরোজবাসিনীর আর দুই ভগ্নী এবং একটি ভ্রাতা ছিল। ভ্রাতাটির নাম সতীশ, সাত আট বৎসর বয়স; সুতরাং শ্রীবিলাসই এখন এ পরিবারের অভিভাবক। দেশে বাস করিতে লাগিলেন। বৎসরখানেক ধরিয়া চতুর্দ্দিক হইতে আত্মীয়-কুটুম্বগণ একে একে আসিয়া বিগত দুর্ঘটনার জন্য সমবেদনা জানাইয়া গেলেন। সকলেই গৃহিণীকে কহিলেন, "জামাইটিকে বসাইয়া রাখা ভাল হইতেছে না। ইহাকে কলিকাতার কলেজে পাঠাইয়া দাও। ঈশ্বরেচ্ছায় তোমাদের ত কোন বিষয়ের অভাব নাই!"—বিধবা এই পরামর্শ যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন। শ্রীবিলাস কলিকাতায় গিয়া এফ এ, বিএ, এবং দুইবার অনুত্তীর্ণ হইবার পর আইনপরীক্ষাতেও

উত্তীর্ণ লইলেন। এইরূপে সাত আট বৎসর অতীত হইল।

শ্রীবিলাসের এখন সাতাশ আটাশ বৎসর বয়স হইয়াছে—কিন্তু এ পর্য্যন্ত সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। স্বামীর উপর সরোজবাসিনীর আরও অসন্তোষের কারণ ছিল যে, তাঁহার এতখানি বয়স হইল, তথাপি তিনি সিকি পয়সাও উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইলেন না। এই সকল কারণে শ্রীবিলাস স্ত্রীর নিকট কিছু অপ্রতিভ হইয়া থাকিতেন। এই সময় তাঁহার আইন পরীক্ষার শেষ ফল বাহির হইল। এখন হইতে নিজেকে আর নিতান্ত অপদার্থ জীব বলিয়া মনে হইত না। সরোজবাসিনী তাঁহার অকৃতিত্ব সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে, আর মৌনভাবে সহ্য না করিয়া একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিতেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে সরোজবাসিনীর সর্ব্বাঙ্গটা জ্বলিয়া যাইত। এইরূপে আরও কয়েক মাস কাটিল।

বঙ্গদেশের দূষিত জলবায়ুর প্রভাবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়রূপ স্টীমহ্যামারের সুদীর্ঘকালব্যাপী ক্রিয়ায় শ্রীবিলাসের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তাই তিনি পরামর্শ করিলেন, পাটনায় গিয়া ওকালতীর ব্যবসা করিবেন। শ্বশ্রূ বলিলেন,—"সেই ভাল, তুমিও সেখানে ওকালতী কর, আর সতীশও স্কুলে পড়ুক।" শুভদিনে দুই জনে পাটনা যাত্রা করিলেন। পাটনার আদালত ইত্যাদি বাঁকীপুরে। সেইখানেই বাসা করা হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। শ্রীবিলাস এখনও ভাল পসার জমাইতে পারেন নাই। কোনও মাসের আয়ে বাসাখরচটার সঙ্কুলান হয়—কোনও মাসে তাহাও হয় না। প্রথম উকীলী পাস করিয়া শ্রীবিলাসের মনে যে আত্মমর্য্যাদার উন্নত ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এখন সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত। সরোজবাসিনী আসিয়াছেন। সতীশ স্কুলে পড়িতেছে। শাশুড়ী ঠাকুরাণী এ পর্য্যন্ত বরাবর শ্রীবিলাসকে টাকা যোগাইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু এখন ভারী অসন্তোষের ভাব। তিনি দেশে প্রায়ই আত্মীয়-প্রতিবেশীদের কাছে স্বীয় মৃত স্বামীর বুদ্ধির দোষ দিয়া বলিতেন,—"দেখ দেখি, এমন জামাই করিয়া গেলেন যে, তাহার টাকা যোগাইতে যোগাইতে আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইতে হইল। খতাইয়া দেখ, যে টাকা খরচ হইয়াছে, ইহার অর্দ্ধেক টাকা বিবাহে ব্যয় করিলে একটা রাজা জামাই পাওয়া যাইতে পারিত। এত টাকা খরচ করিলাম, তবুও জামাইটি মানুষের মত হইল না।"—ইদানীং শ্রীবিলাসও নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত শাশুড়ীর সাহায্য গ্রহণ করিতেছিলেন, কারণ, "গতিরন্যথা" ছিল না।

যখনকার যাহা, ঠিক সেই সময়ে মানুষের যদি তাহা হয়, তবে আর কোনই গোল থাকে না। কিন্তু শতকরা নিরানব্বই জনের অদৃষ্টে তাহা ঘটে না। একে ত শ্রীবিলাসের ত্রিংশ বৎসর বয়স হইলেও সন্তান হইল না;—হিন্দু, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর ঘরে ইহা একটা সামান্য দুর্ভাগ্যের কথা নহে। তাহার উপর উপার্জ্জন আশানুরূপ ত নহেই—প্রয়োজনানুরূপও নহে। এই দুইটি কারণে তাঁহার জীবনটা দুর্ব্বহ বলিয়া মনে হইত। এ সমস্ত বেশ সহ্য হয়, যদি পত্নী অনুকূলা হয়েন। এমন কোন্ সাংসারিক কষ্ট আছে, যাহা দাম্পত্য প্রণয়ের স্নিগ্ধমধুর স্পর্শে নিতান্ত লঘু হইয়া না যায়? কিন্তু শ্রীবিলাসের স্ত্রী প্রণয়বতী হইলেও এই দুইটি ত্রুটি ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

সে দিন রবিবারের সন্ধ্যা। সকাল হইতে বৃষ্টি হইতেছিল। আমাদের উকীলবাবুর বৈঠকখানাঘরে একটিও মক্কেলনামক সেই প্রিয়দর্শন জীব উপস্থিত ছিল না। শ্রীবিলাস এই বর্ষা-প্রদোষে একাকী বসিয়া সুর করিয়া ঋতুসংহারের দ্বিতীয় সর্গ পড়িতেছিলেন। ক্রমে এই স্থানে আসিলেন:—

> শ্রুত্বা ধ্বনিং জলমুচাং ত্বরিতং প্রদোষে
> শয্যাগৃহং গুরুগৃহাৎ প্রবিশন্তি নার্য্যঃ।

এই স্থানটি পড়িয়া তাঁহার মনে দাম্পত্যভাব অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া আসিল। তিনি পুস্তক বন্ধ করিয়া উপন্যাসলোকবাসী নবপ্রণয়ীর ন্যায় ধীরমন্থরগতিতে অন্তঃপুর অভিমুখে চলিলেন। শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেখানে স্ত্রী নাই। দাসী জানাইল, ঠাকুর পলাইয়া গিয়াছে, সেই জন্য 'মা-জী' স্বয়ং রন্ধনশালায় উপস্থিত আছেন। ইহা শুনিয়া শ্রীবিলাস বাহিরে ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন—এমন সময় সরোজবাসিনী প্রবেশ করিলেন। আজ অকস্মাৎ ব্রাহ্মণ ঠাকুরের তিরোভাবে সরোজ যে অন্নপূর্ণা-পদাভিষিক্তা হইয়াছেন, এই মর্ম্মে একটা পরিহাস করিলেন, কিন্তু সরোজবাসিনী মুখমণ্ডলে একটা ঘৃণার ভাব প্রকাশ করিয়া মুখ ফিরাইলেন। শ্রীবিলাস নাকি এই সরোজের সহিত অনেক দিন হইতে ঘর করিতেছেন—এই কারণে তিনি এরূপ

আচরণে কিছুমাত্র বিস্মিত হইলেন না। তখন কাব্যের নায়কভাব বিস্মৃত হইয়া নিতান্ত সাধারণ সাংসারিকজনোচিত প্রশ্ন করিলেন—"আজ আবার বাবাজীর কি হইল?"

সরোজবাসিনী নিরুত্তর। শ্রীবিলাস দাঁড়াইয়াছিলেন, পালঙ্কের উপর বসিয়া বলিতে লাগিলেন—"আর পারাও যায় না। এমন ক'রে তিন দিন অন্তর ঠাকুর পালালে—"

সরোজবাসিনী বাধা দিয়া বলিলেন—"সস্তার ঠাকুর ঐ রকমই হয়ে থাকে। তিন টাকা মাহিনায় কি আর ভাল ঠাকুর হয়?"

শ্রীবিলাস স্ত্রীর এই কয়টি সামান্য কথাতেই নিতান্ত আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। মনে হইল, স্ত্রী এই উক্তিতে তাঁহার অকৃতিত্বের প্রতি লক্ষ্য করিলেন। স্মরণ হইল, সেই বাল্যকালে সরোজবাসিনীর পিতা কি শোচনীয় অবস্থা হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন;—তিনি ত এক প্রকার পথের ভিক্ষুক হইতেই চলিয়াছিলেন। সরোজবাসিনী বাল্যকাল হইতে শ্রীবিলাসকে স্বীয় পিতার অন্নদাস বলিয়াই জানিতেন—এখন সংস্কৃত মন্ত্র বলিয়া বিবাহ হইয়াছে বলিয়াই কি ঘৃণার ভাব তিরোহিত হইবে? তিনি নিঃসংশয়িতভাবে স্থির করিলেন, এই উক্তিতে তাঁহার "শ্রীবিয়ন্ অরিজিনের" প্রতিও বক্রকটাক্ষপাত আছে—অর্থাৎ তাঁহার নজর ছোট, তাই তিনি তিন টাকার রসুয়ে বামুন রাখিয়াছেন। কিন্তু শ্রীবিলাস এই কল্পিত অপমানে সম্পূর্ণভাবে আত্মসংবরণ করিতে সমর্থ হইলেন—ইহা তাঁহার বহুদিনের অভ্যাসের ফল। বলিলেন—

"আজ আর থাক্। বাজার থেকে জলখাবার আনিয়ে নেওয়া যাবে'এখন। তুমি ব'স।"

সরোজবাসিনী যেমন দাঁড়াইয়া ছিলেন, তেমনই রহিলেন। শ্রীবিলাস কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া সরোজের হস্তধারণ করিয়া সাদরে বলিলেন—"চল।" সরোজবাসিনী একটা যন্ত্রণাসূচক উহুহু শব্দ করিয়া হাত টানিয়া লইলেন। শ্রীবিলাস সভয়ে দ্রুত জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে?"

সরোজবাসিনী বলিলেন—"হয়েছে আমার মাথা ও মুণ্ড" (যেন মাথা ও মুণ্ড দুইটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ।)

শ্রীবিলাস হাত টানিয়া দেখিলেন—অনেকটা স্থান পুড়িয়া গিয়াছে। তাহাতে সাদা সাদা ঔষধ লেপিত রহিয়াছে দেখিয়া মনে বড় দুঃখ হইল;—বলিলেন—

"আহাহা, বড় কষ্ট হয়েছে ত! কেন তুমি রান্নাঘরে গেলে? ছিঃ—এমন অসাবধান!"

বেশ চলিতেছিল এবং সম্ভবতঃ নিরাপদে সমস্ত গোলমাল চুকিয়া যাইত; কিন্তু এই শেষের কথাটিই মাটী করিয়া ফেলিল! "এমন অসাবধান!"—সরোজবাসিনী আহতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল। সে চিরকাল ধনী পিতামাতার আদরের মেয়ে ছিল,—তাহাকে কখনও কোন গৃহকার্য্য করিতে হয় নাই। রন্ধনাদি সম্বন্ধে তাহার একেবারেই কোন অভিজ্ঞতা ছিল না সুতরাং সরোজবাসিনী রন্ধনশালায় অসাবধান, এ কথা তাহার পক্ষে কোন দোষেরই নয়। তথাপি তাহার সহ্য হইল না যে, স্বামী তাহাকে অসাবধান বলিয়া তিরস্কার করিবেন। সে ক্রোধ ও ক্রন্দনের মিশ্রিত স্বরে শ্রীবিলাসকে কতকগুলি চোখা চোখা বাক্যবাণ হানিয়া দিল। স্বামী মহাশয়ও নিতান্ত নীরব রহিলেন না। ফল কথা, সে রাত্রে শ্রীবিলাস বৈঠকখানা-গৃহে শয়ন করিলেন। সেই বালক সতীশ অনেক জিদ করিয়া দুই জনকে কিছু খাওয়াইল, নইলে অভুক্ত অবস্থাতেই উভয়ের রাত্রি কাটিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রি কাটিল। প্রভাতে শ্রীবিলাস শাশুড়ী ঠাকুরাণীর নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন, তাহাতে লেখা ছিল—"এক নিকট-আত্মীয়ের বাটীতে বিবাহের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, অতএব সরোজবাসিনীকে পাঠাইয়া দিলে ভাল হয়।" শ্রীবিলাসের আর্থিক অবস্থার উল্লেখ করিয়া ইহাও লেখা ছিল যে—"যত দিন ভালরূপ পসার না হয়, তত দিন সপরিবারে কর্ম্মস্থানে থাকিয়া অনর্থক খরচ বাড়াইয়া প্রয়োজন কি?"—শ্রীবিলাস নিশ্চয়ই স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পাঠাইতেন, যদি এ আর্থিক অসচ্ছলতার কথাটার উল্লেখ না থাকিত। ইহা তীরের মত আসিয়া তাঁহার সম্প্রতি ক্ষতবিক্ষত আত্মাভিমানকে বিদ্ধ করিল। তিনি যথাসময়ে বালক সতীশের হাতে এই পত্রখানি স্ত্রীকে পাঠাইয়া দিলেন। সরোজবাসিনী বলিয়া পাঠাইলেন—"আমি যাইব, সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বল।" শ্রীবিলাস ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর পাঠাইলেন—"এখন কোনমতেই যাওয়া হইতে পারে না।" তাহার প্রত্যুত্তরে আর সরোজবাসিনী কোনও কথা বলিয়া পাঠাইলেন না; পরন্তু জননীর সেই পত্রখানি লইয়া যে অংশে

শ্রীবিলাসের অর্থকষ্টের উল্লেখ ছিল, সেই অংশটি মোটা পেনকলম দিয়া লাল কালীর দাগ করিয়া ফিরিয়া পাঠাইলেন।

শ্রীবিলাস অন্যমনস্কভাবে সে পত্র লইয়া পকেটে ফেলিয়া রাখিলেন,—তখন আর খুলিয়া দেখিলেন না। আহারাদি করিয়া কাছারি চলিয়া গেলেন। কাছারি হইতে প্রায়ই তাঁহাকে খালি পকেটে ফিরিতে হইত সে দিন দৈবাৎ পকেটটা কিছু ভারী করিয়া ফিরিলেন। আসিয়া দেখিলেন, পাখী উড়িয়া গিয়াছে। শুনিলেন, তিনটার প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে সতীশকে লইয়া "মা-জী" প্রস্থান করিয়াছেন।

শ্রীবিলাসের এক জন বৃদ্ধ প্রতিবেশী প্রায়ই তাঁহার বৈঠকখানায় আসিয়া তাম্রকূট সেবা করিতেন। তাঁহাকে তাঁহার বিশেষ অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীবিলাস ও পাড়ার অন্য সকলে ঠাকুরদাদার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ঠাকুরদাদার সংস্কৃতটা কিছু পড়া ছিল;—ইংরাজিও অল্প জানিতেন; এ কালের লোকজন, আচার-ব্যবহার, এ সকলের উপর তিনি হাড়ে চটা ছিলেন। তাঁহার একটা মস্ত বড় ঐতিহাসিক ভ্রম ছিল—তিনি বছর ত্রিশ পঁয়ত্রিশের ভুল করিয়া এ পর্য্যন্ত এই ভারতবর্ষটাকে কোম্পানীর রাজ্য বলিয়াই উল্লেখ করিতেন। এই ঠাকুরদাদা মহাশয়, শ্রীবিলাসের স্ত্রীর পলায়ন-সংবাদ পাইবামাত্র, হেলিতে দুলিতে বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তিনি একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীলোকগণের এই প্রকার যথেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে ওজস্বিনী বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিলেন। দুই চারিটা শাস্ত্রবচন আওড়াইয়া প্রমাণ করিলেন, স্ত্রীলোকেরা এইরূপ প্রবলা ও উচ্ছৃঙ্খলা হইয়া উঠিলে সমাজের আর ভদ্রস্থতা নাই;—এমন কি, কলির শেষ অবস্থা ঘনাইয়া আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রীবিলাসের এখন এই সমস্ত কথা নিরতিশয় যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন —"আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী এমন কিছু জিদ করিয়া লেখেন নাই যে, পাঠাইতেই হইবে—এমন কোনও বিশেষ প্রয়োজন ছিল না; এই দেখুন না পত্রখানা।" বলিয়া পত্রখানা বাহির করিয়া বৃদ্ধের হস্তে দিলেন। পত্র খুলিবামাত্র লাল কালীর মোটা মোটা দাগ উভয়ের চক্ষে পড়িল। ঠাকুরদাদা বলিলেন— "এ কালীর দাগ কে দিলে?"—শ্রীবিলাসের বুঝিতে বাকী রহিল না, দাগ কে দিয়াছে। ক্ষোভে, অপমানে তাঁহার সর্ব্বশরীর সর্পদষ্ট মনুষ্যের মত ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। স্বর বন্ধ হইয়া আসিল। চক্ষু দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল। তিনি আত্মগোপন করিবার জন্য বিপুল চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। ঠাকুরদাদা এতক্ষণ পত্র পাঠ করিতেছিলেন। পাঠ শেষ হইলে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কালীর দাগ কে দিয়াছে হে?" শ্রীবিলাস প্রথম বারে কথা কহিতে পারেন নাই বলিয়া ঠাকুরদাদার প্রশ্নের উত্তর দেন নাই; এবার বলিলেন— "যখন আমি পত্র খুলি, তখন এ দাগ ছিল না। আমার স্ত্রী এ দাগ দিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।" বৃদ্ধ বলিলেন—"দেখিলে একবার! স্ত্রীলোকের স্পর্দ্ধা দেখিলে! স্বামী—যে স্বামী গুরুর গুরু—তাহার এমন করিয়া অপমান! হায় রে কলিকাল! এই বয়সে (ষষ্টি বৎসরের কম ত নহে) কত দেখিলাম, আরও কত দেখিতে হইবে! এমন সয়তানা স্ত্রীলোকের নরকেও স্থান হইবে না। মনুর আইন—

ভর্ত্তারং লঙ্ঘয়েদ্ যা তু স্ত্রী জ্ঞাতিগুণদর্পিতা।
তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ্রাজা সংস্থানে বহুসংস্থিতে॥

অর্থাৎ কি না, যে স্ত্রী আপনাকে ধনিকন্যা বা রূপবতী মনে করিয়া ভর্ত্তারং—নিজ পতিকে লঙ্ঘয়েৎ —অর্থাৎ অপমানিত করে, রাজা তাহাকে বহুসংস্থিতে কি না অনেক লোকের সমক্ষে আনিয়া খণ্ডিতে বলতে কুক্কুর দিয়া খাওয়াইবেন!—কিন্তু এখন মনুর আইন চলে না—এখন হনুর রাজ্য। কিন্তু শ্রীবিলাস, তুমি যদি এই অপমান, এই নারীপদাঘাত সহ্য কর, তবে ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোমাকে। তোমায় ধিক্, তোমার পুরুষত্বে ধিক্, তোমার লেখাপড়ায় ধিক্! তুমি আবার বিবাহ করিয়া ও স্ত্রীকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া তাড়াইয়া দাও।"

শ্রীবিলাস চুপ করিয়া মনের মধ্যে কথাটা তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন।

তাঁহাকে নীরব দেখিয়া ঠাকুরদাদার বক্তৃতার স্রোত পুনরায় খুলিয়া গেল। বলিলেন,—"আজকাল ইংরাজি পড়িয়া লোকে স্ত্রীগুলাকে আদর দিয়া দিয়া —মাথায় চড়াইয়া চড়াইয়াই ত এই সর্ব্বনাশটা করিল। সাহেব বেটাদের মত স্ত্রৈণ জাতি আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই—ইষ্টেশনে দেখিয়াছি—বেটারা বেটীদের মাথায় ছাতা ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে যায়—যেন খানসামা! সেই সাহেবের শিষ্য ত তোমরা! তুমি যদি স্ত্রীর এই অতি গহিত আচরণ ক্ষমা কর— প্রশ্রয় দাও—তবে তাহার দেখাদেখি দশটা ভাল প্রকৃতির স্ত্রীলোকও বিগড়াইয়া যাইবে। আর যদি

তুমি যথার্থ পুরুষ হও—ইহার উপযুক্ত শাস্তিবিধান কর, তবে ভয় পাইয়া দশটা বজ্জাৎ স্ত্রীও শান্ত হইয়া আসিবে। এটা একটা সামাজিক কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে শ্রীবিলাস! কোম্পানী বাহাদুর যে খুনীর ফাঁসী দেন, সে কেন? খুন হইল, কোম্পানীর একটা প্রজা গেল। আর একটা প্রজার প্রাণ বধ করিয়া রাজস্ব কমাইবার প্রয়োজন কি? না—দশ জনে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিবে—বাপ রে, খুন করলে ত ফাঁসী যেতে হয়! সুতরাং তুমি আর ইতস্ততঃ করিও না। এই ১৭ই দিন আছে, বিবাহ করিয়া ফেল। আমি পাত্রী স্থির করিবার ভার লইলাম।"

অবস্থাবিশেষে পড়িয়া মানুষের মন যে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। উনবিংশতি শতাব্দীর এই শেষভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত যুবক শ্রীবিলাস,—মিল, বেকন, কারলাইলের ছাত্র শ্রীবিলাস,—মিল্টন—সেক্সপিয়র—শেলি—মাইকেল—বঙ্কিম—রবীন্দ্রের কাব্যোদ্যানের মধু-রসগ্রাহী শ্রীবিলাস অম্লান-বদনে বলিল,—"আমি বিবাহ করিব!"

পঞ্জিকার মতে শুভদিনে ও শুভক্ষণে এই পরম অশুভকর বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

আশা করি, আমার পাঠকেরা না বলিলেও বুঝিতে পারিবেন যে, কন্যাটি সেই বক্তৃতাকারী ঠাকুরদাদার অতি নিকট-সম্পর্কীয়া।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার পর এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। শ্রীবিলাসের একটু পসার বাড়িয়াছে, কিন্তু মনের শান্তি বহু দূরে নির্ব্বাসিত।

সরোজবাসিনী পিত্রালয়ে। তাহার যে কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা আর লিখিবার প্রয়োজন কি? সে গর্ব্বিতা, মদোদ্ধতা সরোজবাসিনী এখন "ধরার ধূলির চেয়ে নীচে" হইয়া গিয়াছে। লোক-গঞ্জনায় তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। বাড়ীর লোক, পাড়ার লোক, গ্রামের লোক, আত্মীয়-কুটুম্বদের লোক তাহাকে একবাক্যে নিন্দা করিতেছে। দিন নাই, রাত্রি নাই, গ্রামে যেখানে সেখানে সরোজবাসিনীর কথা উঠিলেই অমনি পাঁচজনে বলে —"ছি ছি ছি—এমন বুদ্ধি! আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিল! একটা সামান্য জিদের জন্য চিরজীবনটার দুঃখ কিনিল! গলায় দড়ি!"—ইত্যাদি। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সরোজের মরিবার ইচ্ছা করিত।

এই সময়ে সরোজের মাতা মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে সরোজার হস্ত ধারণ করিয়া তিনি বলিয়া গেলেন—"মা, আমার এই শেষ অনুরোধ। এটি রাখিও। পুরুষ স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন আর গতি নাই। তুমি স্বয়ং বাঁকীপুরে যাইয়া স্বামীর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবে। সতীন হইয়াছে, তার জন্য আর কি করিবে মা? সতীন ত কত লোকের থাকে। আজকালই কমিয়াছে—নহিলে সে কালে সতীনের জ্বালা-ভোগে নাই, এমন কয়টা স্ত্রীলোক ছিল? তুমি পূর্ব্বজন্মে কোনও গুরুতর পাপ করিয়াছিলে, তাহার ফলে এই কষ্ট পাইতেছ। এই জন্মে ভাল করিয়া, ভক্তি করিয়া পতিসেবা কর, পরজন্মে আবার ভাল হইবে; আমি চলিলাম—তুমি পিতৃহীন ছিলে, মাতৃহীনও হইলে। এখন আর কে তোমার আশ্রয় রহিল মা? আমার এ অনুরোধ না রাখিলে পরলোকে আমি শান্তি পাইব না।"

সরোজ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"মা, অত করিয়া বলিতে হইবে না। আমি তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব।"

সরোজের মাতার মৃত্যু হইল। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া যথাসময়ে একরকম করিয়া সম্পন্ন হইল।

* * *

কিছুদিন পরে বাড়ীঘরের বন্দোবস্ত করিয়া, সতীশকে লইয়া সরোজবাসিনী বাঁকীপুর যাত্রা করিলেন। পৌঁছিয়া, একবারে গিয়া শ্রীবিলাসের বাসায় উঠিলেন। শ্রীবিলাস তখন কাছারিতে। চাকর-বাকরেরা, "মা—জী" আসিয়াছেন দেখিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিল। তিনিও তাহাদিগকে যথাযোগ্য কুশল-প্রশ্নাদি করিয়া আপ্যায়িত করিলেন। বাড়ী-ঘরদুয়ারের আর সে শ্রী নাই—দেখিয়া সরোজের চক্ষে জল আসিল। কোথাকার জিনিস কোথায় পড়িয়া আছে, তাহার ঠিকানা নাই। বিছানাগুলার আচ্ছাদন নাই। আলমারী, টেবিল, সিন্দুক, বাক্স ধূলায় বুজিয়া গিয়াছে। দেওয়ালের ছবিগুলায় মাকড়সার জাল! ঘরের কোণে তামাকের গুল-ছাই ছড়ান। উঠানে ঘাস গজাইয়াছে। একদিকটা ত একেবারে জঙ্গল বলিলেই হয়। দাসদাসীরা আপনা হইতে এ সব করে না;—কেহ তাহাদিগকে করিতে বলেও না। সরোজবাসিনী

হইল। আমিও তাম্রকূট-সেবন আরম্ভ করিলাম। তেওয়ারী অপ্রসন্ন কুটিল দৃষ্টিতে ভিখারী সাহেবের পানে চাহিয়া রহিল।

উভয়ে ধূমপান করিতে করিতে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইতে লাগিল। নাম বলিল—"হেন্‌রি।" আমি বলিলাম—"ও ত গেল তোমার ক্রীশ্চান্ নেম্, তোমার সর্‌নেম্ কি?" সে বলিল—"আমার সর্‌নেম্ নাই।" জীবনের ইতিহাস কিছুই বলিতে চাহে না। শুধু বলে—"আমি অতি দরিদ্র, খাইতে পাই না, পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াই।" জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার আর কেহ আছে?" সে বলিল, "আমার মা বাপ কেহই নাই, আমি একটি অনাথ বালক।" বালকই বটে! আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"স্ত্রী, পুত্র, পরিবার?" সে বলিল—"স্ত্রী, পুত্র, পরিবার আমার কেহই নাই।"

আমার মনে একটা মৎলব আসিল। ভাবিলাম, অনেক বাঙ্গালীই ত সাহেব হইয়াছে, একটা সাহেবকে বাঙ্গালী করিয়া দেখিলে হয়। ইহাকে আমার কয়লার খনিতে লইয়া গিয়া কুলীর সর্দ্দার করিব, ভাত-ডাল খাওয়াইব, ধুতি-চাদর পরাইয়া রাখিব। যদি রাজী হয়, তবে এ একটা দর্শনীয় পদার্থ হইবে—ইহাকে কুড়াইয়া লইয়া যাই।

প্রস্তাব করিলাম। হেন্‌রি মহা উৎসাহের সহিত সম্মতি জানাইল। বলিল—"ও ইয়েস্ বাবু, আমি বাঙ্গালী হইব। আমাদের জাতি বাঙ্গালীকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। আমি স্বয়ং বাঙ্গালী হইয়া আমাদের পাপের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত করিব। জগৎকে দেখাইব যে, বাঙ্গালীরা হেয় পদার্থ নহে।"

আমি মনে মনে হাসিলাম। ভাবিলাম, জগতের কর্ণে যদি তোমার বাঙ্গালী হওয়ার সংবাদ পৌঁছে, তবে জগৎ বলিবে, তুমি অন্নদায়ে এ কাজ করিয়াছ। বলিলাম—"তবে চল। সন্ধ্যার সময় গাড়ী কোথাও তোমার কিছু জিনিসপত্র থাকে যদি লইয়া আইস।"

সে বলিল—"বাবু, আমার আর কোথাও কিছু নাই। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের সেখানে ভাল হাভানা পাওয়া যায় ত?"

আমি বলিলাম—"এত খবর রাখি না, বোধ হয়, পাওয়া যায় না।"

হেন্‌রি মুখখানি গম্ভীর করিয়া বলিল—"বাবু, তবে আমার যাওয়া হইল না।"

অদ্ভুত লোক! এ দিকে অন্ন জুটে না, অথচ হাভানা চুরুট চাই। পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে, আশ্রয় দিতে চাহিলাম, অন্নের সংস্থান করিয়া দিতে চাহিলাম, কিন্তু এক হাভানা চুরুটের জন্য সকল ত্যাগ করিতে প্রস্তুত! কিন্তু এই অদ্ভুতত্বের জন্যই তাহাকে সংগ্রহ করিবার নেশা আমার বাড়িয়া উঠিল। বলিলাম, "তুমি যদি চাও ত আমি কলিকাতা হইতে হাভানা আনাইয়া দিতে পারিব। প্রতি সপ্তাহে এক জন করিয়া আমার চাপরাসি কলিকাতায় যায়।"

শুনিয়া হেন্‌রি মহাখুসী। আমাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিল। বলিল—"বাবু, আমার একটি হাভানা তোমাকে খাইয়া দেখিতেই হইবে।" আমি চুরুট বড় একটা খাই না, কিন্তু হেন্‌রি নাছোড়বান্দা, লইলাম একটি। দিব্য জিনিস।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হেন্‌রি খুব কাজের লোক বটে। আমার বাহিরের ঘরে তাহাকে স্থান দিয়াছি। বাঙ্গালী সাজাইয়াছি। বাঙ্গালীর বেশ তাহার অঙ্গে এমন মানায়! সম্প্রতি আমার একটি ইংরাজ বন্ধু আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি হেন্‌রিকে দেখিয়া, হেন্‌রির ইতিহাস শুনিয়া অত্যন্ত আমোদ পাইয়াছেন। তাহার একখানি ফটোগ্রাফ তুলিয়া "ষ্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিন"এর "কিউরিয়সিটি কলম"-এর জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। নিম্নে লিখিয়া দিয়াছেন—"বাঙ্গালী পরিচ্ছদে ইংরাজ।" হেন্‌রির একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও লিখিয়া দিয়াছেন। ছবিটি ষ্ট্র্যাণ্ডে প্রকাশিত হইলে অনেক সাহেব বাঙ্গালী-পরিচ্ছদের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতে পারেন। খাইয়া-দাইয়া এখন হেন্‌রির চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বাস্তবিক সেই তেজোদীপ্ত ইংরাজ মূর্ত্তি বাঙ্গালীর পরিচ্ছদে এক অভিনব অপূর্ব্ব দৃশ্য! কুলীগুলা তাহার এমনি বশীভূত হইয়াছে! আমাকে যদি দিনে দুইবার সেলাম করে ত তাহাকে দশবার করে!

শুধু হেন্‌রি আমার কুলী খাটাইয়া নিরস্ত নহে;—আমার বড় মেয়ে গিরিবালাকে ইংরাজী পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে।—মেয়েটাও হেন্‌রির এমন নেওটো হইয়াছে! এই মাসখানেকের মধ্যেই তাহাকে এক রকম চলনসই বাঙ্গালা শিখাইয়া লইয়াছে। তাহাকে সে বলিত, হেন্‌রি কাকা। প্রথম দিন শুনিয়া ত আমার হাড় জ্বলিয়া গেল। গিরিকে (গৃহিণীর

সাক্ষাতে) বলিলাম, "কাকা কি রে রাক্ষুসি? ও তোর বাবার চেয়ে বয়সে ছোট নাকি? জ্যেঠা বল্; নয় ত মামা বল্!" তাহার পর হইতে গিরি তাহাকে হেন্‌রি দাদা বলিয়া ডাকিত।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে গিরিবালা জ্বরে পড়িল। দুই তিন দিন সকালবেলা জলে ভিজিয়া ফুল তুলি-য়াছিল। আমি ভোরে চা খাইয়া আফিসে চলিয়া যাইতাম। আমার স্ত্রীর কথা সে গ্রাহ্য করিত না। এই অত্যাচারের ফলস্বরূপ তাহার সর্দ্দিজ্বরের মত হইল। প্রথমে আমরা ততটা খেয়াল করি নাই; অমন জ্বর ত ছেলেপিলের মাঝে মাঝে হইয়াই থাকে, দুইটা উপবাস দিলেই সারিয়া যাইবে।

পাঁচ ছয় দিনে জ্বরটা বিকারে দাঁড়াইল। অবস্থা উত্তরোত্তর সঙ্কটাপন্ন হইতে লাগিল। প্রথমে আমাদের কলিয়ারির নেটিভ্ ডাক্তারবাবুটি চিকিৎসা করিতেছিলেন, কিন্তু ক্রমে লক্ষণ ভাল নয় দেখিয়া রাণীগঞ্জ হইতে এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জেন্‌কে প্রত্যহ একবার করিয়া আনাইবার বন্দোবস্ত করিলাম।

হেন্‌রি তাহার ছাত্রীর মাথার শিয়রে বসিয়া খুব সেবাটা করিতে লাগিল। আমরা বাপ-মায়ে যা সেবা না করিলাম, তা সে হেন্‌রি করিল। তাহার আহারনিদ্রা বন্ধ হইল বলিলেই হয়। ঔষধ-পথ্যাদির সম্বন্ধে আমাদের তিলমাত্র ত্রুটি হইলে হেন্‌রি রাগিয়া অনর্থপাত করিত।

মাঝে এক দিন এমন অবস্থা হইল যে, বুঝি রাত্রি আর কাটে না। আমার স্ত্রী ত মেয়ের রোগশয্যা ছাড়িয়া ও ঘরের মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমারও হাত-পা অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। রাণীগঞ্জের ডাক্তার বাবুটি অন্য দিন সন্ধ্যার গাড়ীতে ফিরিয়া যাইতেন, সে দিন আর যাইতে পারেন নাই। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। যখন রাত্রি দুইটা হইবে, তখন ডাক্তার বাবু নূতন একটা ঔষধ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। যখন যে ঔষধ দেওয়া হইত, হেন্‌রি সাবধানতার সহিত সমস্ত দেখিত। প্রশ্ন করিয়া করিয়া ডাক্তারকে বিরক্ত করিয়া তুলিত। এবার বলিল, "Now, I wont allow that"—অর্থাৎ ও ঔষধ আমি দিতে দিব না। ডাক্তার চটিয়া গেলেন। বলিলেন—"মহাশয়, এ ব্যক্তি এমন করিয়া বাধা দেয় কেন?"

হেন্‌রি লোকটা এ দিকে ভাল, কিন্তু মাঝে মাঝে ভারী খামখেয়ালি করে। অন্য সময় তাহাতে বরং আমোদ পাইয়াছি, কিন্তু এখন ভারী বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল।

হেন্‌রি ডাক্তারকে ষ্টুপিড্ ফুল বলিয়া গালি দিল। আমাকে বলিল—"এ কিছু জানে না, ইহাকে তাড়াইয়া দাও। এখনি রোগীকে মারিয়া ফেলিয়াছিল আর কি।" ডাক্তার বলিলেন—"যদি অমন করিয়া আমার চিকিৎসা-কার্য্যে বাধা দিবে, তবে আমি চিকিৎসা ত্যাগ করিয়া যাইব।" বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

এই ব্যাপারে আমাদের স্ত্রী-পুরুষের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। হেন্‌রিকে বলিলাম—"কর কি? তুমি চিকিৎসার কি জান? ডাক্তার যা ভাল বোঝেন, তাই করুন, তার পর আমাদের অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে।"

হেন্‌রি বলিল—"অদৃষ্ট আবার কি? জানিয়া শুনিয়া এ ঔষধ এখন খাওয়াইলে নিশ্চিত মৃত্যু। আধ ঘণ্টার মধ্যে গা হিম হইয়া নাড়ী ছাড়িয়া যাইবে।"

ডাক্তার বাবু হেন্‌রিকে বলিলেন—"তুমি ত ভারী পণ্ডিত দেখিতেছি! কেন, নাড়ী ছাড়িয়া যাইবে কেন?"

আমি বলিলাম—"হেন্‌রি, ডাক্তার বাবু যাহা বলিতেছেন, তাহাই আমার ঠিক বলিয়া মনে হইতেছে। তুমি কোনও আশঙ্কা করিও না।"

শেষকালে হেন্‌রি ডাক্তারকে বলিল,—"আচ্ছা, তবে তোমার ঔষধই দাও। কিন্তু যদি আমার মেয়ে মরিয়া যায়, তাহা হইলে তোমাকে তাহার হত্যাকারী বলিয়া পুলিসে দিব। আর তুমি যে ঔষধ দিতেছ, তাহার একটা তালিকা করিয়া নাম দস্তখত করিয়া রাখ।"

এই বলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে হেন্‌রি প্রেসক্রপসন্‌খানা লিখিয়া ফেলিল। ডাক্তারকে বলিল,—"সহি কর।"

ডাক্তার বাবু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম, ইহাদের বিবাদের মধ্যে পড়িয়া আমার মেয়ের প্রাণ যায়। আমি ডাক্তার বাবুর হাতটি ধরিয়া বলিলাম—"মহাশয়! ওটা পাগল, ওর কথা শুনিবেন না। আপনি যে ঔষধ ইচ্ছা, তাহাই দিন।" প্রেসক্রপসন্‌খানা হেন্‌রির হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া আমি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।

ঔষধ দেওয়া হইল। হেন্‌রি রোষকষায়িত-লোচনে বলিল—"ঈশ্বর তোমাকে মার্জ্জনা করুন।" ডাক্তারের কাছে একটা উৎকৃষ্ট থার্ম্মমিটার ছিল, অর্দ্ধ-মিনিট রাখিলেই কার্য্য সম্পন্ন হয়, পাঁচ মিনিট অন্তর তাপ লওয়া হইতে লাগিল। হু হু করিয়া টেম্পারেচার নামিতেছে।

ডাক্তারের মুখ শুকাইয়া গেল। মেয়ের হাত-পা শীতল হইয়া আসিতেছে দেখিয়া আমার স্ত্রী কাঁদিয়া উঠিলেন। ডাক্তার উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

হেনরি মহা উত্তেজিত হইয়া বলিল—"দেখ, মেয়েকে মারিয়া ফেলিল। আমি উহাকে হত্যা করিব!" এই বলিয়া সে ক্ষিপ্তের মত ডাক্তারের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে চাহিল। তাহাকে ধরিয়া রাখা ভার। ডাক্তার বাবু এ ব্যাপার দেখেন নাই দেখিলে তাঁহার বাঙ্গালীপ্রাণ আর তাঁহাকে চিকিৎসা-ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতে দিত কি না সন্দেহ। আমি হেনরিকে বলিলাম,—"দেখ, তুমি যখন এতই জান, তবে এখনও যদি কিছু প্রতীকার থাকে ত কর।" আমার স্ত্রী বলিলেন—"হেনরি, এ মেয়েকে তুমি যদি বাঁচাতে পার, তবে এ মেয়ে তোমাকে দিলাম।"

হেনরি বলিল—"এ মেয়ে আমাকে দিলে?"

আমার স্ত্রী বলিলেন—"দিলাম।"

হেনরির মুখ আনন্দপূর্ণ হইল। সেই বিপদের সময় তাহার ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। লোকটা পাগল নাকি?

হেনরি বলিল—"ঈশ্বর সাক্ষী, এ মেয়ে যদি বাঁচাতে পারি, তবে এ মেয়ে আমার?"

আমার স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"হাঁ। হেনরি, এ মেয়েকে যদি বাঁচাতে পার ত এ মেয়ে তোমার।"

হেনরি বলিল—"আচ্ছা, তবে একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।" বলিয়া ডাক্তারের ঔষধের বাক্সটা কাছে টানিয়া লইল। ক্ষিপ্র হস্তে একটা ঔষধ প্রস্তুত করিল। খানিকটা গিরির মুখে ঢালিয়া দিল, কিন্তু কে গিলিবে? ঔষধ ঠোঁটের কোণ দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

দেখিয়া হেনরি সূচের মত কি একটা যন্ত্র বাহির করিল। তাহা ঔষধে সিক্ত করিয়া গিরির দেহের স্থানে স্থানে বিদ্ধ করিয়া দিল।

পাঁচ মিনিট পরে শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি পাইল। দশ মিনিট, পনের মিনিট, আধ ঘণ্টা; তখন আবার গিরিবালার পূর্ণ জ্বর! হেনরি আহ্লাদে আটখানা। বলিল—"ঈশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ; এ যাত্রা ইহাকে বাঁচাইতে পারিলাম।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরের কৃপায়, হেনরির চিকিৎসা গুণে, গিরিবালা আরোগ্য লাভ করিয়াছে। সপ্তাহের পর পথ্য লাভ করিল। হেনরি সর্ব্বদা তাহার কাছে কাছে থাকে, কুলীর সর্দ্দারি করা সে একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে।

দিন দিন কিন্তু হেনরির পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু আজ দুই দিন তাহার হাভানা ফুরাইয়াছে, কলিকাতায় চাপরাসি পাঠাইল না। হেনরির হাভানা ফুরাইলে নির[illegible] দিনের দুই চারি দিন পূর্ব্বেও চাপরাসিকে এখন [illegible]তায় পাঠান হয়। হেনরি সদাই অন্যমন, কি ভা[illegible] মুখখানি ম্লান করিয়া থাকে। কেবল গিরিবালা কাছে আসিলেই যেন তাহার মনের অন্ধকার দূর হয়, মুখে হাসি ফুটে।

এক দিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"হেনরি, তোমার কি হইয়াছে বল ত, তুমি সর্ব্বদা ভাব কি?"

হেনরি বলিল—"বাবু, আমি আমার ভূতজীবনের ইতিহাস ভাবি। একটু একটু করিয়া আমার সব মনে পড়িতেছে। আমি মাঝে মাঝে পাগল হইয়া যাই, আবার ভাল হই। এবার আমার ভাল হইবার সময় আসিয়াছে।"

ভারী বিস্মিত হইলাম। হেনরি পাগল! কই, পাগলের কোনও লক্ষণ ত দেখি নাই। [illegible] কথাটা নিতান্ত অবিশ্বাসযোগ্য মনে হইল। [illegible] আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি, হেনরির কথাবার্ত্তা নিতান্ত পথে কুড়ানো ভিখারীর মত নহে। তা ছাড়া, গিরিবালার রোগের সময় চিকিৎসাশাস্ত্রে সে ত অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিল। এ হয় ত কোথাও একটা বড় গোছের ডাক্তার ছিল, এখন পাগল হইয়া গিয়াছে। হেনরিকে নানারূপ প্রশ্ন করিলাম। সে স্বয়ং স্বেচ্ছায় যাহা বলিয়াছিল, তার বেশী আর একটি কথাও তাহার মুখ হইতে বাহির করিতে পারিলাম না।

এই সময়ে গিরিবালা আসিয়া হেনরিকে ডাকিল। হেনরি বালকের মত প্রফুল্ল ও সন্তুষ্ট হইয়া গিরিবালার সঙ্গে চলিয়া গেল।

আমি ভাবিলাম, পাগলই বটে! নহিলে এত সত্বর উহার ভাব পরিবর্ত্তন হয় কেন? সহজ মানুষ বিমর্ষ হইলে, প্রফুল্লতা লাভ করিতে কিছু সময় লাগে। পাগলের সে সময়টুকুর আবশ্যক হয় না।

কিয়দ্দিন পরে আমি কলিয়ারির আফিসে বসিয়া

[দে]খিতেছি, সন্ধ্যা হইবার আর বিলম্ব নাই, দ্বারোয়ান একখানি কার্ড আনিয়া আমার হাতে দিল। পূর্ব্বে উল্লিখিত আমার সেই ইংরাজ বন্ধু মরিসন্ আসিয়াছেন,—সেই যিনি বাঙ্গালী পরিচ্ছদে হেন্‌রির ফটোগ্রাফ তুলিয়াছিলেন। আমি স্বয়ং উঠিয়া গিয়া সমাদর করিয়া বন্ধুকে লইয়া আসিলাম। অভিবাদন ও প্রথম শিষ্টাচার-বচনাদির পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার সে ইংরাজ-বাঙ্গালী কুলীর সর্দ্দারটি আছে ত?"

"আছে বৈ কি? কেন বলুন দেখি?"

"তাহা হইলে আপনি ভারী বিপদে পড়িয়াছেন।" এই বলিয়া মরিসন্ মুখখানি অতিশয় গম্ভীর করিলেন।

আমি একটু শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেন কেন, ব্যাপার কি?"

"ব্যাপার গুরুতর। হেন্‌রি একজন ফেরারী আসামী। ও লণ্ডনের নিকট একটা জেলে আবদ্ধ ছিল। দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যার অপরাধে অপরাধী। উহার প্রাণদণ্ড হইত। জেল ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে। তাহাকে আশ্রয় দিয়া আপনি আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইয়াছেন।"

আমি চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। নিজের জন্য নহে, হেন্‌রির জন্য। হেন্‌রিকে আমরা ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি। হেন্‌রি এমন ভাল, উহার ভূত-জীবন নরশোণিতে কলঙ্কিত? দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত? উহার প্রাণদণ্ড হইবে? হেন্‌রি যে আমাদের পরমাত্মীয়ের মত! হেন্‌রি যে আমার প্রাণাধিকা কন্যার জীবনদাতা! উহার ফাঁসী হইবে?

বন্ধু বলিলেন—"এখন কি উপায় ভাবিতেছেন? এই বেলা পুলিস ডাকিয়া উহাকে ধরাইয়া দিন, তাহা হইলে প্রমাণ করা সহজ হইবে যে, আপনি যে উহাকে আশ্রয় দিয়াছেন, তাহা না জানিয়া।"

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম—"হেন্‌রিকে আমি ধরাইয়া দিব? বরং উহাকে এখনি গিয়া সাবধান করিয়া দিব।"

মরিসন্ পা দুটা খুব ফাঁক করিয়া দিয়া, চেয়ারের পৃষ্ঠে এলাইয়া পড়িয়া, যেন ভারী নিরাশ হইয়া বলিলেন—"বাবু, আপনি একজন সুশিক্ষিত পদস্থ ব্যক্তি হইয়া এমন কথা বলিতেছেন? আইনের কবল হইতে তাহার ন্যায্য শীকারকে কাড়িয়া লইবেন? সকলেই যদি আপনার মত এইরূপ ভাবাপন্ন হয়, তবে ত এই সুবিপুল সুখময় জনসমাজস্বরূপ অট্টালিকা দুই দিনে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া যায়!"

আমি ভারী দমিয়া গেলাম; কথাটা ঠিক বটে। কিন্তু আমি কোন্ ধর্ম্ম বা কোন্ নীতি অনুসারে আমার কন্যার প্রাণদাতার প্রাণদণ্ডে সহায়তা করিব?

মরিসনকে বলিলাম—"হেন্‌রি যদি প্রকৃতই অপরাধী হয়, তাহা হইলে সে রাজদণ্ডের উপযুক্ত সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি স্বয়ং আয়োজন করিয়া উহাকে ধরাইয়া দিতে একান্ত অক্ষম।"

মরিসন্ বলিলেন—"আপনি ত বলিয়াছেন যে, উহাকে সাবধান করিয়া দিবেন এবং যাহাতে সে ধৃত না হয়, সে চেষ্টা করিবেন।"

আমি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলাম—"কৈ, তাহা ত আমি বলি নাই। উহাকে সাবধান করিয়া দিব বলিয়াছিলাম বটে; কিন্তু যাহাতে সে ধৃত না হয়, সে চেষ্টা করিব, এমন কথা কখন্ বলিলাম?" মরিসন্ ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই আবার বলিলাম —"যদিও ধর্ম্মতঃ আমার তাহাই করা উচিত বটে।"

বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন?" আমি, গিরিবালার রোগ এবং হেন্‌রি কেমন করিয়া তাহার জীবনরক্ষা করিয়াছে, তাহার সমস্ত ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক বলিলাম।

শুনিয়া তিনি কিয়ৎকাল মৌন হইয়া রহিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কিন্তু এ সকল সংবাদ আপনি পাইলেন কোথা বলুন দেখি?"

তিনি বলিলেন—"মনে আছে, হেন্‌রি যখন প্রথম আসিয়াছিল, তখন আমি তাহার বাঙ্গালী পরিচ্ছদ দেখিয়া অত্যন্ত হাসি এবং তাহার ফটোগ্রাফ তুলিয়া লই?"

"মনে আছে।"

"সেই ফটোগ্রাফ আমি লণ্ডনে 'ট্রাণ্ড ম্যাগাজিনে' পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। উহা ঐ পত্রের কিউরিয়সিটির ভিতর মুদ্রিত হইয়াছে। সেই ছবি দেখিয়া লণ্ডন-পুলিস হেন্‌রিকে চিনিতে পারিয়াছে। হেন্‌রিকে ধৃত করিবার জন্য কলিকাতার পুলিস কমিশনারকে তাহারা অনুরোধ করিয়াছে। পুলিস কমিশনার আমার কাছে হেন্‌রির ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন।"

"আপনি ঠিকানা বলিয়াছেন?"

"কি করিব, আইন অনুসারে আমি বলিতে বাধ্য।"

শুনিয়া আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম। হেন্‌রিকে বাঁচাইবার আশা ছাড়িয়া দিতে হইল। আহা! বুড়া বয়সে বেচারির অদৃষ্টে এই লেখা ছিল? আর,

আমার চোখের সম্মুখে তাহাকে হাত-কড়ি লাগাইয়া ধরিয়া লইয়া যাইবে, তাহাই বা কি করিয়া সহ্য করি! আমি কি তাহার জন্য কিছুই করিবার অধিকারী নহি? আমিই ত তাহার মৃত্যুর কারণ হইলাম। কেন আমি বাহাদুরী করিয়া তাহাকে বাঙ্গালীর কাপড় পরাইলাম। তাহা না করিলে ত ষ্ট্র্যাণ্ডে তাহার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইবার অবসর হইত না! আমি যদি আমার প্রাণাধিকা দুহিতার জীবনদাতার প্রাণরক্ষার জন্য সচেষ্ট হই, তবে কি তাহা অন্যায়—অধর্ম্ম হইবে? আইনের চক্ষে আমি দোষী হইলেও, হে ঈশ্বর, তোমার চক্ষেও কি তাহা পাপ বলিয়া পরিগণিত হইবে? পরোপকার কি সকল সময়েই সকল অবস্থাতেই ধর্ম্ম নহে?

আমি মনে মনে এই সকল চিন্তা করিতেছি,—হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম। আমার বন্ধু হা হা করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। ভারী বিরক্ত হইলাম। মানুষ না পিশাচ? এই কি হাসিবার সময়? বিরক্তভাবে তাঁহার মুখপানে চাহিলাম।

তিনি বলিলেন—"আপনি দেখিতেছি অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন। তবে আর আপনাকে কষ্ট দিব না। হেনরি আপনার এবং আমার মতই সাধু সজ্জন ব্যক্তি, এবং উহার নাম শুধু হেনরি নহে—সার্ হেনরি রবিন্সন্!"

আমি ত অবাক্! সার্ হেনরি রবিন্সন্ কি আবার? আমার বন্ধু উন্মাদ হইয়াছেন না কি? বলিলাম—"কি বলিতেছেন আপনি?"

"বলিতেছি এই কথা যে, আপনার ঐ কুলীর সর্দ্দারটি এক দিন হাউস অব কমন্সে বক্তৃতা করিয়া স্বদেশবাসীকে মুগ্ধ করিয়াছেন।"

আমার মনে হইল, এ সকল প্রসঙ্গ এমনি অসম্ভব যে, হয় ত আমি জাগিয়া নাই, স্বপ্ন দেখিতেছি মাত্র। বন্ধু আমার মুখের ভাব দর্শনে সমস্তই বোধ হয় বুঝিতে পারিলেন। আমার হাতে একখানি বড় লেফাফা দিলেন। তাঁহারই স্বনামীয় পত্রে বিলাতী ডাকে আসিয়াছিল, শীল-মোহর করা রেজেষ্টী করা ছিল। চিঠি বাহির করিয়া আলোকের কাছে ধরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

পত্রখানি ষ্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিনের কার্য্যালয় হইতে আসিয়াছে। নিম্নে তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইল;—

"মহাশয়,

আপনার প্রেরিত '*বাঙ্গালী পরিচ্ছদে ইংরাজ*' ফটোগ্রাফ্‌খানি আমরা সাদরে ষ্ট্র্যাণ্ডম্যাগাজিনের কিউরিয়সিটি পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিলাম। ইহার মূল্যস্বরূপ একখানি চেক্ পাঠাইলাম, প্রাপ্তিস্বীকার করিলে বাধিত হইব।

আপনি এই ফটোগ্রাফ্‌খানি পাঠাইয়া শুধু আমাদের পাঠকের আমোদের আয়োজন করেন নাই, পরন্তু বেচারি 'হেন্‌রির' বড়ই উপকার করিয়াছেন। উঁহার পূরা নাম সার্ হেনরি রবিন্সন্ অদ্য প্রাতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।

সার্ হেন্‌রি লণ্ডন সমাজের এক জন গণ্য-মান্য লোক। উন্মাদ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি দুইবার পার্লামেণ্টের মেম্বর নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রেও তিনি এক জন পারদর্শী ব্যক্তি। গত দশ বৎসর হইতে তিনি এইরূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মাঝে মাঝে পাগল হইয়া যান;—গৃহ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যান, কেহ সন্ধান পায় না। তাঁহার পাগলামির লক্ষণ এই যে, তিনি নিজেকে দরিদ্র ভিক্ষুক মনে করেন এবং পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান। আত্মীয়-স্বজনেরা অন্বেষণ করিয়া আবার তাঁহাকে ধরিয়া আনেন; সব সময়ে যে অন্বেষণে কৃতকার্য্য হন, তাহা নহে। একবার পাগল হইলে ছয় মাস, আট মাস বা এক বৎসর ব্যাধিগ্রস্ত থাকেন। যেবার ধৃত না হন, সেবার আরোগ্যলাভ করিলে নিজেই আবার গৃহে ফিরিয়া আসেন। যত দিন ভাল থাকেন, তত দিন উঁহার প্রধান কাজ, নিজের জমিদারীভুক্ত দীন-দুঃখী প্রজাদের রোগ হইলে চিকিৎসা করিয়া বেড়ানো।

গত বৎসর শীত-ঋতুতে ইনি রোগমুক্ত হইয়া বন্ধুগণের সহিত ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে যান। তথায় পৌঁছিবার মাস দুই পরে বন্ধুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্দ্ধান করেন। তাহার পর হইতে বেচারি সার্ হেন্‌রির জন্য অনেক বিফল অনুসন্ধান হইয়াছে। ষ্ট্র্যাণ্ডে তাঁহার ছবি না বাহির হইলে আরও কত দিন যে এরূপ অনুসন্ধান হইত, তাহার স্থিরতা নাই। শুধু ছবি হইতে আমার বন্ধু তাঁহার খুল্লতাতকে হয় ত নাও চিনিতে পারিতেন, কিন্তু আপনি যে তাঁহার হাভানা সিগারের প্রতি একান্ত আনুরক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহাকে সনাক্ত করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া সার হেনরির বর্ত্তমান ঠিকানা আমাদিগকে জানান, তবে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া আসিবার বন্দোবস্ত করিবেন।

(স্বাক্ষর)"

পত্রখানি পাঠ করিয়া বন্ধুকে প্রত্যর্পণ করিলাম। বলিলাম—"এমন ব্যাপার!"

মরিসন্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, আপনি এ দিন সার্ হেন্‌রির আচার-ব্যবহারে, কথাবার্ত্তায় কোনরূপে তাঁহার পরিচয়ে সন্দিহান হইয়াছিলেন?"

হেন্‌রি সে দিন আমাকে তাহার ভূতজীবন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিল, তাহাই মরিসন্‌কে বলিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন—"সুসংবাদ বটে। সার্ হেন্‌রি তবে আরোগ্যের পথে আসিয়াছেন।"

আমি অনেকক্ষণ নীরব রহিলাম। শেষে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি তাঁহাদিগকে হেন্‌রির—অর্থাৎ সার্ হেন্‌রির—ঠিকানা জানাইয়াছেন?"

"না। জানাইব বলিয়াই ত সংবাদ লইতে আসিয়াছি যে, এখনও এখানে তিনি আছেন কি না।"

"তবে সংবাদ দিন। আহা, বেচারা কত কষ্টই পাইয়াছে!"

"তা আর নয়? অত বড়মানুষ হইয়া পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান! কেমন করিয়া উঁহার দিন গুজরাণ হইত, কে জানে?"

"দিন গুজরাণ শুধু নহে, হাভানা সিগার কোথা হইতে আসিত? পাগল সব ভুলিত,—পরিবার, পরিজন, বিষয়, পদমর্য্যাদা,—কিছুই মনে থাকিত না; কেবল হাভানা সিগারটি ভুলিতে পারিত না। মৌতাত এমনি জিনিস!"

মরিসন্ বিদায় গ্রহণ করিতে চাহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"সার হেন্‌রিকে কখন্, কি ভাবে এ কথা জানাইবেন?"

আমি বলিলাম—"অবসর বুঝিয়া এক সময়ে কথা পাড়িব।"

বন্ধু সাবধান করিয়া দিলেন—"দেখিবেন, হঠাৎ না হয়! তাহা হইলে হয় ত বিপরীত ফল হইবে। একটু যা আরোগ্যের লক্ষণ দেখা গিয়াছে, তাহা অন্তর্হিত না হইয়া যায়।"

আমি বলিলাম—"সে সাবধানতা অবশ্য গ্রহণীয়। আপনার ষ্ট্র্যাণ্ডখানা আর চিঠিখানা দিয়া যান।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতে হেন্‌রির সঙ্গে দেখা হইলে প্রথমে তাহাকে ষ্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিনে তাহার প্রতিমূর্ত্তি দেখাইলাম। ছবি দেখিয়া এবং ছবির নিম্নস্থ বিবরণ পড়িয়া সে মৌন হইয়া রহিল।

সমস্ত দিন আর সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম না। অপরাহ্নে তাহার সহিত আম-বাগানে পদচারণা করিতেছিলাম। খোকার অসুখ করিয়াছে বলিয়া গিরিবালা বেচারি বেড়াইতে আসিতে পায় নাই। ষ্ট্র্যাণ্ডের কথা তুলিলাম। এ কথা সে কথার পর সহসা জিজ্ঞাসা করিলাম—"ষ্ট্র্যাণ্ডের সম্পাদকের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?"

হেন্‌রি বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে বলিল—"আছে। কেন?"

আমি একটুকু ইতস্ততঃ করিয়া হেন্‌রির হাতে ষ্ট্র্যাণ্ড্-সম্পাদকের পত্রখানি দিলাম। তখনও যথেষ্ট দিবালোক ছিল। হেন্‌রি পত্রখানি হাতে করিয়া এ পিঠ ও পিঠ দেখিতে লাগিল। মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"এ কার পত্র?"

"ষ্ট্র্যাণ্ড্-সম্পাদকের পত্র।"

"না। এ কাহার নামে আসিয়াছে? মরিসন্ কে?"

"সেই যে আমার সেই বন্ধু, যিনি তোমার ফোটো তুলিয়াছিলেন, তাঁহার নাম মরিসন্। পড় না।"

হেন্‌রি পত্রখানি পড়িল। আমি তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। যতক্ষণ পত্র পড়িতেছিল, ততক্ষণ তাহার স্বচ্ছ সুন্দর বার্দ্ধক্য-রেখাঙ্কিত মুখে কত রকমের ভাব খেলিয়া গেল!

পত্র পড়িয়া হেন্‌রি মুখখানি ম্লান করিয়া রহিল। আমি বলিলাম—"সার হেন্‌রি!"

হেন্‌রি যেন চমকিয়া উঠিল। বুঝিলাম, এখনও হেন্‌রি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিতে পারে নাই। পত্রে পড়িল, আমরা তাহার প্রকৃত পরিচয় অবগত হইয়াছি, অথচ তাহার প্রকৃত নামে ডাকাতে সে চমকিল।

হেন্‌রি বলিল—"কি?"

আমি বলিলাম—"আমাদিগকে মাপ কর।"

"কেন?"

"তোমার প্রকৃত পরিচয় অবগত ছিলাম না; আতিথ্যের কত ত্রুটি হইয়াছে! কত কষ্ট পাইয়াছ! আমাদের এই অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর।"

হেন্‌রি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—"আমার সঙ্গে তোমরা যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, তাহাতে তোমাদের আশ্চর্য্য সহৃদয়তা, অমায়িকতা ও পরদুঃখকাতরতা প্রকাশ পাইয়াছে। আমি যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, তোমাদের উপকার বিস্মৃত হইব না।"

"আমি আর তোমার কি উপকার করিয়াছি হেন্‌রি? তুমিই বরং আমার মেয়ের প্রাণ বাঁচাইয়াছ!"

হেন্‌রির মুখে এতক্ষণে একটু হাসি দেখা দিল। গিরিবালার প্রসঙ্গমাত্রেই সে আনন্দিত হইত। বলিল—"আমি যদি তোমার মেয়েকে বাঁচাইয়া থাকি, তুমিও ত আমাকে তাহার জন্য যথেষ্ট মূল্য দিয়াছ।"

আমি মনে করিলাম, হেন্‌রি আতিথ্যের উল্লেখ করিতেছে। বলিলাম—"আমি আর তোমায় কি দিয়াছি? আমি যৎসামান্য যাহা তোমার জন্য করিয়াছি, তুমি আমার কর্ম্মে সহায়তা করিয়া তাহার ঋণ শোধ করিয়াছ।"

হেন্‌রি আবার হাসিল;—"না না, তাহার অপেক্ষা তুমি আমাকে ঢের বেশী মূল্যবান্ জিনিস দিয়াছ।"

"কি?"

"কেন, গিরিবালাকে আমায় দিয়াছ। হাসিলে যে! কেন? ভারী অসম্ভব নাকি? তুমি ত ব্রাহ্ম, তোমার ত জাতিচ্যুতির ভয় নাই। গিরিবালাকে আমি বিলাতে লইয়া গিয়া উহাকে সেখানে কোনও প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিব, উহাকে মানুষ করিব, লেখাপড়া শিখাইব, তাহার পর হয় ত কোনও সম্ভ্রান্তবংশীয় সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত লণ্ডনপ্রবাসী বঙ্গীয় যুবকের সহিত উহার বিবাহ দিব।"

আমি বলিলাম—"না সাহেব! সে কি হয়? আমি ছাড়িলেও, আমার স্ত্রী ছাড়িবেন কেন?"

হেন্‌রি ভ্রূকুটি বিস্তার করিয়া বলিল—"বেশ! মনে নাই? তিনি ত গিরিবালাকে আমায় দান করিয়াছেন।"

* * * *

সার্ হেন্‌রি এখন বিলাতে। সম্পূর্ণ আরোগ্য-লাভ করিয়াছেন। উল্লিখিত কথাবার্ত্তার এক মাস পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। প্রায় প্রতি মেলেই চিঠি পাই।

গিরিবালাকে লইয়া যাইবার জন্য হেন্‌রি মহা হাঙ্গাম করিয়াছিল। তাহার পাগলামী প্রায় অন্তর্হিত হইলেও, এই বিষয়ে তাহার আগ্রহ প্রশমিত হয় নাই। এক একবার বুঝিত, অন্যায় আব্দার করিতেছে, কিন্তু তবু আত্মসংবরণ করিতে পারিত না। শেষকালটা আমি মত করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার স্ত্রী কিছুতেই সম্মতি দিলেন না। তাঁহাকে আমি কত বুঝাইলাম, তাঁহার শপথ স্মরণ করাইলাম, কিছুতেই তিনি শুনিলেন না। এইবার গিরিবালাকে বেথুন ইস্কুলে পাঠাইয়া দিব ভাবিতেছি, নহিলে মেয়েটা মূর্খ হইবে যে। গিরির মা যেরূপ কন্যাগতপ্রাণ, মেয়ের সঙ্গে যাইতে না চাহিলে হয়। তা, গেলে মন্দ হয় না। তাঁহার বিদ্যার দৌড়—থাক্, আর ঘরের কথা বেশী প্রকাশ করিব না।

বিষবৃক্ষের ফল

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলিকাতা বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটে একটি দ্বিতল অট্টালিকা। বাড়ীটি অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, দুর্গন্ধবিহীন। প্রবেশ করিলেই তাহাকে "মেসের বাসা" বলিয়া ভ্রম জন্মে না। সিঁড়িগুলি প্রশস্ত,—জলে কাদায় পিচ্ছিল নহে, অন্ধকার নহে। উপরের কক্ষগুলির কোনটিতে একাধিক শয্যা নাই এবং সেগুলি টেবিল, চেয়ার, পুস্তকাধার, কাচের আলমারী প্রভৃতিতে সুসজ্জিত। ভিত্তিগাত্র দুই চারিখানি করিয়া সুরুচিসঙ্গত নয়নাকর্ষক চিত্রে অলঙ্কৃত। গৃহটির সর্ব্বত্রই আরাম ও স্বচ্ছলতার একটা ভাব বিদ্যমান।

এটি কিন্তু মেসের বাসা না হইলেও পুরুষের বাসা বটে। নোনাদীঘির জমিদার বিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশের দুইটি যুবক এ বাটীতে থাকিয়া লেখাপড়া করে। দুই জনের এক জন কার্য্যোপলক্ষে বাটী গিয়াছে। যে আছে, তাহার নাম চারু, বি-এ ক্লাসে অধ্যয়ন করে। বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর মুখশ্রী স্ত্রীলোকের মত কোমল, ঢল ঢল ভাবাপন্ন, চক্ষু দুইটি সরলতামাখা, দেখিলেই তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে।

আজ জন্মাষ্টমীর ছুটী। কলেজ বন্ধ। আহারান্তে চারু একখানি উপন্যাস হস্তে শয্যাগ্রহণ করিয়া দিবা-নিদ্রার আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় তাহার দুজন বন্ধু বিপিন ও নগেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। বিপিন ও নগেন্দ্র চারুর সমবয়স্ক। ইহারা বি-এ পাস করিয়া আইন পড়িতেছে। নগেন্দ্র মহা ধনীর সন্তান, বিপিন মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক। ইহারা চারুর ন্যায় সুকোমল নহে। ক্রিকেটে, ফুটবলে খুব নাম; বাল্যকাল হইতে জিম্ন্যাষ্টিক-পরায়ণ! রাস্তার এক একটি গুণ্ডা বলিলেই হয়। নগেন্দ্র ত দুইবার পাহারাওয়ালাকে প্রহার করিয়া পুলিসকোর্টে জরিমানা দিয়াছে।

চারুকে দেখিয়াই দুই জনে যুগপৎ বলিয়া উঠিল—"কি চারু, শ্বশুরবাড়ী যাওনি?"

চারু শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে কি না, এই বিষয় লইয়া নগেন্দ্র ও বিপিন পথে মহা তর্ক-বিতর্ক করিতে করিতে আসিয়াছিল। প্রথমে তাহারা হাসিতে হাসিতে সেই সকল গল্প করিল। তাহার পর নানা কথা আসিয়া পড়িল। কথাবার্তার স্রোত মন্দা হইলে চারু নগেন্দ্রকে গাহিতে অনুরোধ করিল। নগেন্দ্রের পিতা ওস্তাদ রাখিয়া বাল্যকালে কয়েক বৎসর তাহাকে গীতবাদ্য শিখাইয়াছিলেন—সে দিব্য গাহিতে পারিত। বলিল—

"কি গাইব?"

"আজ জন্মাষ্টমী—একটা কৃষ্ণবিষয় গাও।"

নগেন্দ্র রাগিয়া বলিল—"দেখ, তোমার ভণ্ডামি-গুলো আমি দু'চক্ষে দেখতে পারিনে। নোনাদীঘির বাঁড়ুয্যেরা যে পরম বৈষ্ণব, তা আমি জানি। কিন্তু তুমি হতভাগা যে আমাদের চেয়েও যবন, ম্লেচ্ছভাবাপন্ন, তাও বিলক্ষণ জানি। তোমার কৃষ্ণভক্তির ভাণ আমার অসহ্য।"

বিপিন হাসিয়া বলিল—"অত চট কেন হে? সে দিন তোমাদের বাড়ীতে শ্যামবাজারের নাট্য-সমিতি বিষবৃক্ষের যে অভিনয় করেছিল, তাতে হরিদাসীর গানটি কেমন হয়েছিল বল দেখি?—সেইটি গাও না,—আমার ত ভারী চমৎকার লেগেছিল ভাই।"

চারু বলিল—"খবরদার, অশ্লীল গান-টান আমাদের বাড়ীতে গেও না—আমরা কৃষ্ণ-প্রেমী লোক।"

হাসিয়া নগেন গুন্ গুন্ করিয়া সুর ধরিল; বিপিনকে জিজ্ঞাসা করিল—"গোড়াটা কি হে?"

"শ্রীমুখপঙ্কজ—"

নগেন্দ্র গাহিল—

শ্রীমুখপঙ্কজ দেখব ব'লে হে
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চরণতলে
ইত্যাদি।

সুর ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিতে লাগিল। চারু ও বিপিন একে একে যোগ দিল। গান খুব জমিয়া গেল। স্তব্ধ মধ্যাহ্ন। নিম্নে পথচারী লোকজন ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া শুনিয়া লইল। একবার—দুইবার—তিনবার গাহিয়া গান শেষ হইল। ক্ষণকাল

বিশ্রামের পর নগেন্দ্র আবার গুণ্ গুণ্ করিয়া ধরিল—

মানের দায়ে তুই মানিনী,
তাই সেজেছি বিদেশিনী।

—গানটার নেশা যেন আর কিছুতেই ছুটিতেছে না।

বিপিন হাসিয়া বলিল—"নগেন, তোর বউ মান করেছে নাকি রে? মান মান ক'রে অত ক্ষেপলি কেন তুই?"

নগেন গান বন্ধ করিয়া বলিল—"আমার বউ ত এখানে নেই। আমার শালার বিয়ের সময় গেছে, এখনও আসেনি।"

"চিঠিতেও ত মান হয়।"

"কি জানি ভাই, মান হয়েছে কি না, এক হপ্তা কিন্তু চিঠি পাইনি।"

"তবে যাও, বৈষ্ণবী সেজে গিয়ে মান ভাঙ্গিয়ে এস গে। বেশ গলাটি আছে, গান শোনাবে; যখন পুরস্কার দেবার সময় হবে, তখন বলবে, 'দেহি তব মান-রতন দেহ মোয়।' যথারীতি 'গদগদ' হয়ে বলবে, হেসে ফেলো না যেন।"

চারু গম্ভীর হইয়া বলিল—"আর ভাই! ইংরিজি শিক্ষার জ্বালায় মান-টান সব দেশ থেকে উঠে গেল।"

এই উৎকট মন্তব্যটা শুনিয়া নগেন ও বিপিন চমকিয়া উঠিল। বলিল—"কি রকম—কি রকম?"

চারু বলিল—"ইংরিজি প'ড়ে লোকে যে রকম স্ত্রীবৎসল হয়ে উঠছে—চব্বিশ ঘণ্টা স্ত্রীর 'শ্রীচরণের ছুঁচো' হয়ে প'ড়ে থাকলে সে বেচারি মান করবার অবসর পাবে কখন্ বল?"

বিপিন ও নগেন চারুর এই গবেষণায় বিস্মিত হইয়া পড়িল। বিপিন বলিল—"ব্রাভো চারু!—মনোজগতে তোমার এই আবিষ্কার, জড়জগতে কলম্বসীয় আবিষ্কারের চেয়ে একটুও কম নয়।"

নগেন বলিল—"বাঃ চারু! তুই দুদিন বিয়ে ক'রে প্রেমশাস্ত্রে এমন পরিপক্ক হয়ে উঠলি? আমি দু বছরে যে এত তত্ত্ব পাইনি!"

বর্দ্ধিত উৎসাহে চারু বলিল—"মানটা প্রণয়ে অপরাধের দণ্ডস্বরূপ। অপরাধ আবার যে সে অপরাধ নয়—সন্দেহ হওয়া চাই যে, প্রণয়পাত্র অবিশ্বাসী—"

বাধা দিয়া নগেন্দ্র বলিল—"না চারু! তোমার থিওরী ভারী ঘেলো হয়ে পড়ল। তুমি প্রেমতত্ত্বের কিছু জান না,—তুমি নিরেট মুখ্যু ষ্টুপিড ফুল। তুমি ক'বার শ্বশুরবাড়ী গিয়েছ?"

"এই ত সে দিন গিয়েছিলাম। বল ত আবার যাই।"

"যাও, আজই যাও। বরং আমরা সঙ্গে যাই।"

বিপিন বলিল—"তীর্থের পাণ্ডা হয়ে না কি? বাস্তবিক চারু! তোর বউকে এখনও দেখাতে পারলিনে। এই বেলা দেখা, এখনও ক'নে আছে। এর পর ধেড়ে মাগী হয়ে উঠলে কি আর দেখাতে পারবি, না দেখাতে পাবি?"

চারু বলিল—"কেন? জান ত আমি অবরোধ-প্রথার পক্ষপাতী নই। আমি কোন দিন আমার স্ত্রীকে এ বাড়ীতে নিয়ে এসে তোমাদের সকলকে ডিনারে নেমন্তন্ন করব; তাঁর সঙ্গে তোমাদের আলাপ করিয়ে দেব।"

নগেন্দ্র বলিল—"দেখ, ও সব বাজে কথা রেখে দাও। তোমার স্ত্রীকে আমরা দেখতে চাই—এবং অবিলম্বে। চল তোমার শ্বশুরবাড়ী।"

"চল"—বলিয়া চারু ঝটিতি উঠিয়া দাঁড়াইল। চাদর লইয়া ছাতা লইয়া যাইবার ভাণ করিল।

নগেন বলিল—"ও সব চালাকি নয়। সখি আমি একটা মৎলব ঠাউরেছি। ভারী নূতন আর ভারী সাহসিক।"

বিপিন ও চারু বিস্মিত হইয়া নগেন্দ্রনাথের মুখপানে চাহিল।

নগেন্দ্র বলিল—"দেখ চারু, তুমি শ্বশুরবাড়ীতে দু'তিনবার মাত্র গিয়েছ। এক দিনের বেশী কখনও ছিলে না। বাস্তবজীবনে একবার বিষবৃক্ষের অভিনয় করা যাক্ এস। আমরা তিন জনে বৈষ্ণবী সেজে তোমার শ্বশুরবাড়ীতে গোটা দুই গান শুনিয়ে আসি চল।"

চারু ও বিপিন হাসিল। কারণ, এ প্রস্তাবটা কার্য্যে পরিণত করা নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া মনে হইল। নগেন্দ্রকে তাহারা সে কথা বলিল।

শুনিয়া নগেন্দ্রের মুখ হইতে তর্কযুক্তির বৈদ্যুতি প্রবাহিত হইল। ফলতঃ অনতিবিলম্বে চারু ও বিপিনকে তাহার সহিত একমত হইতে হইল।

তাহাদের মন উল্লাসে নাচিয়া উঠিল, উৎসাহে মাতিয়া উঠিল। কি সুন্দর! কি চমৎকার! কি মজা! বাস্তবিক ইহা এমন একটা জিনিস—যাহার জন্য অনেক বিপদের সম্মুখীন হওয়া যাইতে পারে। ভবিষ্যতে গল্প করিবার কত বড় একটা উপাদান হইবে!

এই বিষয়ে বহুক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা হইল। বারুদের স্তূপে আগুন লাগিবামাত্র তাহা যেমন

অগ্নিময় হইয়া উঠে, এই নবীন বন্ধুত্রয়ের কল্পনাও তেমনি অগ্নিময়ী হইয়া উঠিল।

চারু বলিল—"আমরা বৈষ্ণবীর সাজ-পোষাক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সেটার বিষয় কি ভাবছ?"

নগেন্দ্র বলিল—"কেন, আমাদের করুণাময় রয়েছে। সে সাজিয়ে দেবে এখন। সাজ-পোষাকও সব তার আছে।"

"করুণাময় আবার কে?"

"করুণাময়,—আমাদের করুণাময় হে। শ্যাম-বাজার নাট্যসমিতির ড্রেসিং মাষ্টার। ও সব বিষয়ে সে এক জন খুব পাকা লোক।"

"আর, গোটাকতক বৈষ্ণবীর গান শিখে অভ্যাস ক'রে নিতে হবে, শ্রীমুখপঙ্কজটা ত আর সেখানে দেখিয়ে চলবে না!"

"নিশ্চয় না। সন্দেহ করবে যে। বিষবৃক্ষ আর কোন্ মেয়ে পড়েনি?"

পরামর্শ সমস্ত ঠিক্ হইলে বিপিন বলিল—"সব যেন হ'ল, কিন্তু চারুর বউকে কে চিনিয়ে দেবে?"

নগেন্দ্র বলিল—"তার জন্যে ভাবনা কি? কথায় কথায় আমি সে সব বের ক'রে নেব।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার দুই দিন পরে, বেলা বারোটার সময় চাঁদপাল ঘাট হইতে নবীনা বৈষ্ণবীত্রয়ের নৌকা ছাড়িল।

করুণাময়ের বাহাদুরী আছে বটে। তিন জনকে সে চমৎকার ছদ্মবেশে সাজাইয়াছে। মুখ-মণ্ডল হইতে গুম্ফশ্মশ্রুর চিহ্নমাত্র তিরোহিত। চুলেরই বা কি বাহার! কে বলিবে, তাহা কৃত্রিম! ছদ্মবেশে সাজাইতে করুণাময় বিশিষ্ট প্রতিভান্বিত।

আন্দুলমৌরি গ্রামে চারুর শ্বশুরালয়। দিবসে চারিবার ষ্টীমার ছাড়ে। ষ্টীমারে এক ঘণ্টার পথ, নৌকায় যাইলে দুই তিন ঘণ্টা লাগে। প্রথমে ষ্টীমারে যাইবার পরামর্শ হইয়াছিল। কিন্তু ষ্টীমারে সহস্রলোকের নয়নপথবর্ত্তী হওয়াটা যুক্তিযুক্ত ও নিরাপদ মনে হইল না। তাই যাতায়াতের জন্য একখানি নৌকা ভাড়া করা হইয়াছে।

নৌকাও ছাড়িল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইতে আরম্ভ হইল। বিপিন বলিল—"বিধাতার কি বিচিত্র লীলা! বিষবৃক্ষ—গোড়া থেকেই বিষবৃক্ষ! আকাশে মেঘের ঘটাখানা দেখ একবার। ওহে নগেন্দ্র, তোমার সূর্য্যমুখী কি ব'লে দিয়েছেন?"

নগেন্দ্র বলিল—"ভার্য্যা সূর্য্যমুখী ব'লে দিয়েছেন, মেঘ উঠলে—ঝড়ের সম্ভাবনা দেখলে নৌকা ঘাটে লাগাতে। মাথার দিব্যি দিয়ে দিয়েছেন। তা, আন্দুলের ঘাটে নৌকা বেঁধে একবার কুন্দনন্দিনীদের বাড়ীতে যাওয়া যাবে এখন।"

চারু কৃত্রিম ক্রোধের সহিত বলিল—"দূর হতভাগা!"

আকাশে মেঘ, গঙ্গাবক্ষে স্নিগ্ধ সমীর-সঞ্চার। দেহ দোদুল্যমান, মন পুলকপূর্ণ। তিন জনে নৌকার মুখের কাছে বসিয়া ক্ষেপণীর তালে তালে গান আরম্ভ করিল। এই গানগুলা তাহারা দুই তিন দিন ধরিয়া ক্রমাগত অভ্যাস করিতেছে। পরীক্ষার অব্যবহিতকাল পূর্ব্বে হলে প্রবেশ করিবার সময়, বালকেরা যেমন বহিগুলা একেবারে শেষবার উল্টাইয়া লয়, সেইরূপ আর কি।

বর্ব্বর মাঝিগুলা দাঁড় টানিতে টানিতে সহাস্য নেত্রে উহাদের পানে কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। বোধ হয়, তাহারা ভাবিতেছিল, এমন আরোহী বহু-ভাগ্যে মিলে। বিপিন তাহাদের একটা ধমক দিয়া বলিল—"কি দেখছিস্ হাঁ ক'রে?"

গানে গল্পে তিন ঘণ্টার পথ অতিবাহিত হইল। মেঘ মেঘই রহিল, বৃষ্টি হইল না, ঝড়ও উঠিল না। লাভের মধ্যে রৌদ্রক্লেশ নিবারিত হইল।

রাজগঞ্জের ঘাটে নৌকা ভিড়িবামাত্র, বৈষ্ণবী তিন জন এক এক লম্ফে নিম্নে অবতরণ করিল। সুন্দরী স্ত্রীলোকের এইরূপ চপলতা ও তৎপরতা দেখিয়া সমস্ত লোক অবাক হইয়া উহাদের পানে চাহিয়া রহিল। দুই চারিটা কুরসিকতার বাক্যও বৈষ্ণবীদের কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিল। বিপিন হাসিল, নগেন রাগিল, চারুর কপাল ঘামিয়া উঠিল। রাজগঞ্জের হাট হইতে আন্দুলে চারুর শ্বশুরালয় এক ক্রোশ পথ। চারু বলিল—"একটু ধীরে সুস্থে যাওয়া যাক্ চল। চারটের কমে আমার শ্বশুর ডিস্পেন্সারিতে যান না।"

চারুর শ্বশুর আন্দুলের প্রসিদ্ধ ডাক্তার রমণী-মোহন বাবু। বেশ হাতযশ, খুব পসার-প্রতিপত্তি। বেলা এগারোটা বারোটার সময় তিনি "কল্" হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্নানাহার করেন। তাহার পর একটু বিশ্রাম করিয়া আবার বৈকালে চারিটার সময় বাহির হন। বাজারে তাঁহার ডিস্পেন্সারি আছে, তাহারই তত্ত্বাবধান করিতে যান। আবার সন্ধ্যা

সাতটা সাড়ে সাতটার সময় বাড়ী আসেন। চারুর এ সমস্ত জানা ছিল। গৃহসন্ধানী ভিন্ন অপর কেহ কি চুরি করিতে যাইতে সাহস পায়?

তিন বন্ধু অত্যন্ত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। পাকা রাস্তা হইতে নামিয়া বনপথ। সঙ্কীর্ণ পথ, দুই ধারে বন। এই বনের দৃশ্য কলিকাতাবাসী যুবকগণের পিপাসিত চক্ষুতে বড়ই ভাল লাগিল। কখনও গাছের পাতা ছিঁড়িয়া বটানি বিদ্যার আলোচনা করে, কখনও কোনও পচা শৈবালময় পুষ্করিণীর তীরে দাঁড়াইয়া বঙ্গদেশের ম্যালেরিয়ার কারণ আবিষ্কার করে, কখনও একটা ভাঙ্গা শিবমন্দিরের সোপানে বসিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদের ন্যায় গাম্ভীর্য্যের সহিত তাহার বয়স নির্ণয় করে, আর কখনও বা একটা বনের ফল তুলিয়া দংশন করিয়া দেখে, তাহা আহারযোগ্য কি না। একবার একটা হেলে সাপ বাহির হইয়া কিল্‌বিল্ করিতে করিতে তাহাদের পায়ের অতি নিকট দিয়া চলিয়া গেল। সাপ দেখিবামাত্র তাহারা আঁৎকাইয়া সাত হাত পিছু হটিয়া গেল এবং ওজস্বিনী ভাষায় সর্পজাতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা ও মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল।

এই সময় হঠাৎ বৃষ্টি আসিল। কোথায় আশ্রয়? চারিদিকে বন। দূরে কেবল একটা ভগ্ন জীর্ণ মন্দির রহিয়াছে। চারু ও বিপিন বলিল —"এই তেঁতুল গাছটার তলায় দাঁড়াই এস। কোথায় ও মন্দিরে যাবে, সাপ আছে না কি আছে!"

নগেন বলিল—"যদি বেশী আসে" বলিয়া সে মন্দির লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। চারু ও বিপিন বৃক্ষতলেই দাঁড়াইয়া রহিল। মন্দিরে পৌঁছিয়া নগেন্দ্র দেখিল, ভিতরে কোন দেবমূর্ত্তি নাই, কেবল একটা ছাগল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এক জন দরোয়ানবেশী ষণ্ডামার্ক খোট্টা, সেও ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া প্রবেশ করিল।

নগেন্দ্রকে দেখিয়াই সে ব্যক্তি ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। নগেন্দ্র নিতান্ত আমোদ বোধ করিল। তাহাকে স্ত্রীজনোচিত কোমলতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কে গা?"

"আমার নাম নাথু মণ্ডল। আমি রাজাদের বাড়ীর দরোয়ান।"

এই সময় অন্ধকার করিয়া জলটা খুব জোরে আসিল। সে ব্যক্তি নগেনের কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। একগাল হাসিয়া বলিল—"বোষ্টমী দিদি, তুমি বড় খপসুরত।" নগেন্দ্র সরিয়া দাঁড়াইল এবং বিরক্তির সহিত অন্যদিকে চাহিল। সহসা লোকটা নগেন্দ্রের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে নগেন্দ্রের বজ্রমুষ্টি প্রচণ্ডবেগে তাহার নাসিকায় পতিত হইল। এই অতর্কিত আঘাতে সে ঠিকরাইয়া দেওয়ালের উপর পড়িল। তাহার নাসিকা দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত বহিল।

স্ত্রীলোকের নিকট এ প্রকার মার খাইয়া সে ব্যক্তি প্রথমটা হতভম্ব হইয়া পড়িল। কয়েক মুহূর্ত্ত অতীত হইলে তাহার রসিকতা দারুণ রোষে পরিণত হইল।

চক্ষু পাকাইয়া দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া সে বলিল—"মেয়েমানুষ হয়ে আমার সঙ্গে লড়্‌বি হারামজাদি? আমি তোকে খুন ক'রে এইখানে পুতে ফেল্‌ব।"

বলিয়া সে নগেন্দ্রকে আক্রমণ করিল। নগেন্দ্র দুর্ব্বৃত্তটার উপর শিক্ষিত হস্তে ঘুসির উপর ঘুসি চালাইতে লাগিল। ক্রমে রসিক-চূড়ামণি জখম হইয়া পড়িলেন। তখন নগেন্দ্র তাহাকে মন্দিরের কোণে ঠাসিয়া, বিপুল বলের সহিত বাম হস্তে তাহার বক্ষ এবং দক্ষিণ হস্তে তাহার গলা চাপিয়া ধরিল। সে ব্যক্তি যাতনায় কাতর হইয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল।

জলটা ছাড়িয়া যাওয়াতে এই সময়ে চারু ও বিপিন আসিয়া পৌঁছিল। ব্যাপার দেখিয়া তাহারা নিমিষের মধ্যে সমস্তই বুঝিতে পারিল। বলিল—"নগেন, কল্লি কি? শেষে কীচক-বধ? ছাড়্ ছাড়্, ম'রে যাবে বেটা।"

কীচক দেখিল, এক জন দ্রৌপদী ছিল, তিন জন হইল—আতঙ্কে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিল—"ছেড়ে দে মায়ি! দোহাই মায়ি! তোদের পায়ে পড়ি মায়ি!"

নগেন্দ্র বলিল—"আর কখনো করবি এমন কাজ?"

"না মায়ি! আর কখনো করব না মায়ি।"

নগেন্দ্র তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"বেটা নাকে খৎ দে। একহাত মেপে।"

প্রাণের দায়ে নাথু মণ্ডল যথাদিষ্ট কার্য্য করিল।

তাহার পর নগেন্দ্র তাহাকে ধরিয়া ধাক্কা দিয়া পথে নামাইয়া দিল। সে ব্যক্তি খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে কাতরাইতে কাতরাইতে অদৃশ্য হইল।

তিন জনে তখন মন্দিরে দাঁড়াইয়া মহা হাসি! নগেন্দ্র গাত্রের ধূলা ঝাড়িয়া বস্ত্রাদি সুসংবৃত করিয়া লইল। চারিটা বাজিয়া গিয়াছে, গন্তব্য পথাভিমুখে সকলে অগ্রসর হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপরাহ্ণকাল। চারুর শ্বশুরবাড়ীতে রান্নাঘরের রকে বসিয়া বড় বধূ একখানি আধুনিক উপন্যাস পাঠে ব্যাপৃতা আছেন। গৃহিণী (চারুর শ্বশ্রূ) এবং একপাল মেয়ে তাহা শ্রবণতৎপর।

গৃহিণী বলিলেন—"বউমা, আর না, বেলা গেল, আজ বই বন্ধ কর।"

নবীনারা বলিল—"তাও কি হয়? আগে সুবালার সঙ্গে শরৎকুমারের বিয়েটা হোক্।"

গৃহিণী বলিলেন—"তবে তোমরা বিয়ে দাও বাছা, আমি উঠি।"

এই সময়ে সদর দরজার বাহিরে শব্দ শ্রুত হইল "জয় রাধে!"

বড়বউ তাঁহার ছোট মেয়ে সুশীলাকে বলিলেন—"দেখ ত, দেখ ত, কে?"

সুশীলা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। সদর দরজাকে আড়াল করিয়া একটুখানি ইষ্টকের প্রাচীর। সুশীলা প্রাচীরের সীমান্তে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া বাহিরে দেখিল, পরক্ষণেই পুলকহাস্যের সহিত চীৎকার করিয়া বলিল—

"ও মা—বোষ্টুমী মা—গান গাইতে এসেছে মা।"

তাহার মা শ্বশ্রূর প্রতি চাহিলেন। তিনি সম্মতিসূচক শিরশ্চালনা করিলেন। বড়বউ মেয়েকে ইসারা করিয়া বলিলেন—"ডাক্ ডাক্।"

সুশীলা বৈষ্ণবীগণকে লইয়া আসিল।

বৈষ্ণবীগণের বেশবিন্যাস, ধরণধারণ ও উজ্জ্বল প্রদীপ্ত চক্ষু দেখিয়া রমণীমণ্ডলীর মনে একটা সম্ভ্রমের ভাব উদয় হইল। অরক্ষিত অভুক্ত প্রভুবিহীন দেশী বিড়ালের সঙ্গে সযত্নপালিত শুভ্রকান্তি আদরের বিলাতী বিড়ালের যে প্রকার বিভিন্নতা, সচরাচর দৃষ্ট বৈষ্ণবী ভিক্ষুকের সঙ্গে ইহাদের সেই প্রকার বিভিন্নতা অনুভূত হইল।

বৈষ্ণবীরা বারান্দায় উঠিয়া দাঁড়াইল। কোথায় বসিবে? ভূমিতে বসিতে তাহারা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া গৃহিণী এক জনকে বলিলেন—"একখানা কম্বল এনে দে।"

বৈষ্ণবীরা কম্বলের উপর উপবেশন করিল। চারু মুক্ত করিয়া দুই জনের পশ্চাতে একটু আড়ালে বসিল।

নগেন্দ্র খঞ্জনীতে একটু আওয়াজ দিল। জিজ্ঞাসা করিল—"কি শুনবেন?"

কেহ "গোবিন্দ অধিকারী," কেহ "গোপাল উড়ে," কেহ "দাশু রায়" ফরমাস করিল না। হায়! এখনকার মেয়েরা এ সকলের আস্বাদন কি জানিবে? গৃহিণী বাল্যকালে এ সকল শুনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনিও কুসঙ্গে পড়িয়া তৎসমুদয় বিসর্জ্জন দিয়া বসিয়া আছেন। তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, কিয়ৎক্ষণপূর্ব্বেই এই সভায় রামায়ণ কিংবা মহাভারতের পরিবর্ত্তে প্রণয়প্রাণ উপন্যাস পাঠ চলিতেছিল। রামায়ণ-মহাভারতাদির অপেক্ষা আধুনিক নভেলই গৃহিণীর বিশেষ রুচিকর লাগিত। যদিও তিনি তাহা মুখে কখনও স্বীকার করিতেন না, তথাপি তাঁহার কন্যারা, পুত্রবধূরা ইহা জানিত। তাই তাহারা তাঁহার মৌখিক অনিচ্ছার বিরুদ্ধে আব্দার করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিত। তিনি সারাক্ষণ আগ্রহের সহিত কাণ খাড়া করিয়া সমস্ত শুনিতেন। কিন্তু শেষ হইলে বলিতেন—"কি সব বাবু! ঠাকুরদেবতাদের কথা নয়, কিছু নয়!"

যাহা হউক, সকলে পরামর্শ করিয়া বলিল—"আমরা আর কি বলব বাছা! তোমাদের যা ভাল আছে, তাই গাও।"

নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"কৃষ্ণবিষয়?"

গৃহিণী বলিলেন—"বেশ, কৃষ্ণবিষয় গাও।"

নগেন্দ্র গান আরম্ভ করিল, তাহার পর বিপিন যোগ দিল। সুর যখন উচ্চে উঠিল, তখন পশ্চাৎ হইতে চারু সাবধানে নিজ কণ্ঠ মিলাইল। গানটি জ্ঞানদাসের একটি পদ। শ্রোত্রীগণ তাহার সকল কথা বুঝিতে পারিল না। কিন্তু জ্ঞানদাসের সুমধুর পদবিন্যাস এবং সুকণ্ঠ গায়কগণের মিলিত উচ্ছ্বসিত সুস্বরলহরীতে সকলে একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িল। দুইবার, তিনবার গাহিয়া তবে গান শেষ হইল।

এই সময় ঝম্ ঝম্ করিয়া আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বড়বধূ বলিলেন—"কি বাছা, তোমাদের হিন্দীমিন্দী আমরা সকল কথা বুঝতে পারিনে। এইবার একটা বাঙ্গালা গাও। একটা থিয়েটরের গান গাও না। আজকাল ত কত বোষ্টমী এসে থিয়েটরের গান গায়—নন্দবিদায়, তবে গিয়ে প্রভাসমিলন, আরও সব কত কি।"

নগেন্দ্র বলিল—"আচ্ছা, একটা আধুনিক গান গাই তবে শুনুন।" এই বলিয়া আরম্ভ করিল—

বঁধুয়া, অসময়ে কেন হে প্রকাশ?
সকলি যে স্বপ্ন ব'লে হতেছে বিশ্বাস!
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে, সেথায় ত সোহাগ মিলে,
এরি মধ্যে মিটিল কি প্রণয়েরি আশ?
এখনো ত নিশি শেষে ওঠেনিক শুক-তারা,
এখনো ত রাধিকার শুকায়নিক অশ্রুধারা!
সেথাকার কুঞ্জগৃহে, পুষ্প ঝ'রে গেল কি হে?
চকোর হে সেই চন্দ্রমুখে ফুরায়েছে কি?

দুইবার উপর্য্যুপরি গলা ছাড়িয়া গাহিয়া বৈষ্ণবীরা যেন কিঞ্চিৎ শ্রান্ত হইয়া পড়িল। গৃহিণী ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তোমরা একটু জিরিয়ে নাও বাছা,—চেঁচিয়ে ভারী মেহন্নত হয়।"

গান বন্ধ করিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। নগেন্দ্র বলিল—"মা ঠাক্‌রুণ, আপনি ভাগ্যবতী, তার সমস্ত লক্ষণ আপনাতে দেখতে পাচ্চি।"

কয়েক জন নবীনা ইহা শুনিয়াই বলিয়া উঠিল—"হাঁগা, তোমরা কি সামুদ্রিক জান?"

"জানি, কিন্তু হাত দেখতে পারিনে; মুখ, চক্ষু, চুল, কণ্ঠস্বর থেকে কিছু কিছু অনুমান করতে পারি।—তা গিন্নীমা, আপনার ছেলে-মেয়ে কটি?"

"বাছা, আমার দুটি ছেলে আর তিনটি মেয়ে। এই বড় বউমা; ছোট বউমা বাপের বাড়ী আছেন, বড় মেয়ে মেঝ মেয়ে শ্বশুরবাড়ীতে, এইটি ছোট মেয়ে—এর এই সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে!" এই বলিয়া গৃহিণী চারুর স্ত্রী কুমুদিনীকে দেখাইয়া দিলেন।

বন্ধুত্রয়ের চোখে চোখে বিদ্যুৎবার্ত্তার আদান-প্রদান হইয়া গেল। চারু উভয়ের প্রতি চোখ রাঙাইয়া যেন বলিল—"কি ছেলেমানষি কর? শেষকালে কি ধরা পড়বে?"

আর একটা গান হইতেই প্রায় সন্ধ্যা হইয়া পড়িল, বৈষ্ণবীরা বিদায় চাহিল।

বড়বধূ তাঁহার শ্বশ্রূদেবীর কানে কানে গোপনে কি বলিলেন।

গৃহিণী বৈষ্ণবীদিগকে বলিলেন—"তোমরা বাছা আজ নেই বা ফিরে গেলে। রাত্তিরে এখানে থাক; সিধেপত্তর দিই, রাঁধ বাড় খাও দাও। কা'ল সকালে যেও এখন।"

কি সর্ব্বনাশ! তাহারা রন্ধন করিতে জানে না কি? আর বাড়াবাড়ি করিলে ধরা পড়িবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সুতরাং তাহারা সম্মত হইল না।

এক জন প্রতিবেশিনী—সম্পর্কে গৃহিণীর নাতবৌ—তিনি বলিলেন—"তোমার যে অন্যায়, দিদি! এই কাঁচা বয়সে ওরা কি আপন আপন বোষ্টম ছেড়ে থাক্‌তে পারে?"

রমণী-সভায় হাসির ফোয়ারা ছুটিল। বৈষ্ণবীরাও পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া হাসিল।

নগেন বলিল—"তা যা বল বাছা, রাত্তিরে বড় [illegible]ত পারবো না।"

যথাবিধি পুরস্কৃত হইয়া, বৈষ্ণবীরা বাহিরে আসিয়া দেখিল, এক জন কনেষ্টবল দরজার কাছে প্রহরায় নিযুক্ত। ইহাদিগকে দেখিবামাত্র সে হাঁকিল—"জমাদার সাহেব! আসামী নিকলি!"

তিন জনে সবিস্ময়ে বৈঠকখানার বারান্দার পানে চাহিল। দেখিল,—পুলিসের জমাদার সদর্পে আসিয়া বসিয়া আছে।

জমাদার সাহেব হুকুম দিলেন—"গিরেফ্‌তার করো।"

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে একটা উচ্চহাস্যধ্বনি শ্রুত হইল। হাস্যকারী আর কেহ নয়, সেই দরোয়ান নাথু মণ্ডল। নিরাপদ ব্যবধানে দাঁড়াইয়া সে নগেন্দ্রকে বলিল—"কি গো বোষ্টমী দিদি! কুস্তি লড়বি?"

* * * *
* * * *

রাত্রি দশটার সময় চারু তাহার শ্বশুরবাড়ীর একটি শয়নকক্ষে চেয়ারে বসিয়া রহিয়াছে। তাহার কাছে দাঁড়াইয়া তাহার শ[illegible]—পূর্ব্বকথিত বড়বউ। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"ছি ছি ছি—এ কি বুদ্ধি চারু? তোমার [illegible] বন্ধুকে এনে কি ব'লে তুমি আমাদের বাড়ী[illegible] মেয়েকে দেখিয়ে দিলে? আর তোমার বন্ধুরাই বা কি রকম লোক? কি রকম তাদের আক্কেল? সাহসও ধন্যি! ভদ্রলোকের বাড়ীর ভিতর কি ক'[illegible] বা ঢুক্‌লো? একটু লজ্জা, একটু আ[illegible] নেই?"

চারু বলিল—"আর বউদিদি, যা হবার, তা হয়ে গেছে। কিন্তু দোহাই আপনাদের, পায়ে পড়ি, এ কথা যেন বাইরে প্রকাশ করবেন না। তা হ'লে কিন্তু আর কখনো এমুখো হ'তে পারবো না।"

বড়বধূ একটু অভয়হাস্য হাসিলেন। বলিলেন—"আচ্ছা, বাবা যদি থানায় গিয়ে তোমাদের ছাড়িয়ে না আনতেন, তা হ'লে কি দশা হ'ত তোমাদের?"

চারু বলিল—"সমস্ত রাত্তির আজ হাজতে পচতে হ'ত। তার পর কা'ল সকালে যা হয় হ'ত। কিন্তু ভাগ্যিস্ ব্যাপারখানা কি, দেখবার জন্যে বাবা থানায় গিয়েছিলেন!"

"বাবা তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে যান নি। বাড়ী এসেই শুন্‌লেন যে, এই রকম হয়েছিল! তখন তাঁর মনে নানা রকম সন্দেহ, নানা রকম আশঙ্কা উপস্থিত হ'ল। তাই তিনি থানায় ছুটে দেখতে গিয়েছিলেন।"

"বাবার কিন্তু আশ্চর্য্য চক্ষু! আপনারা এতগুলো মেয়েতে আমায় চিনতে পারেন নি দিনের বেলায়, আর তিনি রাত্তিরে কেমন আমায় চিনে ফেল্লেন!"

বড়বধূ হাত নাড়িয়া বলিলেন—"আমরা চিন্‌বো কোত্থেকে; তুমি যে আড়ালে বসেছিলে মশাই! আর একটিও কি কথা কয়েছিলে?—তা হলেও না হয়, চেনা সম্ভব হ'ত—গলার স্বর শুনে। বাবাও তোমার স্বর শুনেই চিন্‌তে পেরেছেন বল্লেন।"

"বাবার কিন্তু খুব উপস্থিত বুদ্ধি। আমাকে চিনে কোন রকম বিস্ময় প্রকাশ করলেন না;—কিছু নয়। ধীরে ধীরে শান্তভাবে দারোগাকে বল্লেন—'সাহেব! যে রকম শুনেছি, তাতে ত দরোয়ানটারই সম্পূর্ণ দোষ! মারের কথা কি বল্‌ছ, ও রকম অবস্থায় পড়লে খুন পর্য্যন্ত করেছে, এমন কত শোনা যায়। তা এরা ফকিরুণী, ভিক্ষা ক'রে খায়, এদের ছেড়ে দাও! নাথু মণ্ডলকে আমি পাঁচটা টাকা বক্‌শিস্ দিচ্ছি—ও মোকদ্দমা তুলে নিক্।' আমি ত লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে বাবার সঙ্গে সঙ্গে এলাম। নগেন বিপিন যে অন্ধকারে কোথায় স'রে পড়ল, কে জানে!"

"বাবাকে সব কথা বুঝিয়ে বল্‌তে তিনি কি বল্লেন?"

"হাস্‌লেন। পাছে আমি অপ্রতিভ হই, তার জন্যে কত রকম কথা ব'লে আমায় সান্ত্বনা করলেন। কিন্তু তাঁর প্রতি কথায় আমার মাথা কাটা যেতে লাগল।"

বড়বধূ ঘড়ির পানে চাহিলেন। বলিলেন—"কা'ল আবার সব গল্প হবে ভাই, আজ অনেক রাত্তির হ'ল—কুমিকে নিয়ে আসি।"

চারু বলিল—"কা'ল আমি থাক্‌বো বুঝি? ভোরে উঠে অন্ধকারে চম্পট্।"

বড়বধূ কৃত্রিম রোষের সহিত বলিলেন—"খবরদার চারু—অমন কাজটি কোরো না—তা হ'লে পাড়াসুদ্ধ ঢাক পিটিয়ে দেব, খবরের কাগজে পর্য্যন্ত তুলিয়ে দেব।"

চারু আতঙ্কে শিহরিয়া বলিল—"না না, মাফ করুন, মাফ করুন, বিনা অনুমতিতে আমি যাব না।"

"এই সুবুদ্ধির কথা বলেছ। যাই, কুমিকে তুলে আনি।" এই বলিয়া বউদিদি প্রস্থান করিলেন।

চারু বসিয়া একখানা পুস্তক উল্টাইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বাহিরে ঝুম্ ঝুম্ করিয়া মলের শব্দ উঠিল। চারুর বক্ষশোণিতও সেই তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল।

দুয়ারের কাছে আসিয়া মলের শব্দ থামিয়া গেল। বড়বধূর স্বর শুনা গেল, রাগিয়া বলিতেছেন—"দাঁড়ালি কেন লা পোড়ারমুখি? সঙ অর কি! দিনে দিনে কচি খুকী হচ্ছেন! দেখে আর বাঁচিনে!" এই বলিয়া তিনি কুমুদিনীকে ঠেলিয়া ঘরে ঢুকাইয়া দিলেন। বেচারি পড়িতে পড়িতে সাম্‌লাইয়া গেল।

শাহজাদা ও ফকীরকন্যার

প্রণয়-কাহিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

পারস্যদেশে প্রাচীনকালে এক মহা প্রতাপশালী বাদশাহ ছিলেন। তাঁহার একটিমাত্র পুত্র জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল। বাদশাহের এক জন কনিষ্ঠ ভ্রাতাও ছিল। আসন্নকাল উপস্থিত হইলে বাদশাহ নিজ ভ্রাতাকে শয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া কহিলেন—"ভ্রাতঃ, আমি ত চলিলাম। আমার পুত্রটি অতি শিশু। যত দিন পর্য্যন্ত সে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত না হয়, তত দিন তাহার স্থানে তুমিই রাজ্য কর। আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় পূর্ব্বপুরুষগণের মুখ যাহাতে উজ্জ্বল হয়, এইরূপ দয়া-ধর্ম্ম সহকারে প্রজাপালন করিতে থাক। আর আমার পুত্রটি শাস্ত্রপাঠ, অস্ত্রশিক্ষা, ব্যায়ামাদি বিষয় প্রভৃতি রাজোচিত সমস্ত বিদ্যায় যাহাতে পারদর্শী হইতে পারে, তাহার জন্যও তুমি সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিবে। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, নিজ কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া, উহাকে রাজ্যভার সমর্পণ করিবে।"—ইত্যাদি প্রকার কহিয়া, আত্মীয়-স্বজনগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর ও মোহম্মদের পদে মন সমর্পণ করিয়া, তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ছোট ভাই বাদশাহ হইলেন, শাহজাদা যুবরাজ-পদে অভিষিক্ত হইলেন। নূতন বাদশাহ পরম সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। যুবরাজের শিক্ষা-দীক্ষার বন্দোবস্ত হইল, কিন্তু বাদশাহ হুকুম করিলেন—"যুবরাজ সর্ব্বদা অন্তঃপুরেই থাকিবেন, বাহিরে আসিতে পাইবেন না।"

শাহজাদা দিন দিন শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলার ন্যায় বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। বিচক্ষণ মৌলভীগণের যত্নে নানা শাস্ত্রে ও নানা ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। ক্রমে তাঁহার যৌবনাবস্থা উপনীত হইল। তখন তিনি মাঝে মাঝে মনোমধ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন, পিতৃব্য-কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইবে, এই সমগ্র রাজ্যের আমি অধীশ্বর হইব, পরম সুখে কালহরণ করিতে পারিব। কিন্তু পিতৃব্য যুবরাজের বিবাহ বা রাজ্যাভিষেকের কোন প্রসঙ্গই উত্থাপন করিলেন না। পরলোকগত বাদশাহের একটি অতিবিশ্বস্ত হিন্দুস্থানবাসী ভৃত্য ছিল, তাহার নাম মুবারক। সে সর্ব্বদা রাজপুত্রের নিকট অবস্থিতি করিত এবং তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিত। এক দিন রাজপুত্র মুবারকের নিকট অশ্রুপূর্ণ নয়নে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—"দেখ, এক জন রাজভৃত্য আমাকে অত্যন্ত অপমান করিয়াছে।" ইহা শুনিয়া মুবারক অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া নানাপ্রকারে রাজপুত্রকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। অবশেষে তাঁহাকে লইয়া রাজ-সমীপে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বলিল। বাদশাহ দোষী ভৃত্যের সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া রাজপুত্রকে মিষ্ট কথায় অনেক সান্ত্বনা দিলেন। আরও বলিলেন—"শীঘ্রই তোমার বিবাহ দিব।" মুবারক শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। বলিল—"প্রভু, তবে আর বিলম্ব কেন? নজুমী পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া দিন স্থির করিতে আজ্ঞা হয়।" বাদশাহ বলিলেন—"আমি কল্যই জ্যোতিষী পণ্ডিতগণকে আনাইয়া এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিব।"

অতঃপর এক জন বিশ্বস্ত রাজ-ভৃত্য গিয়া পণ্ডিতগণকে কহিল—"দেখ, বাদশাহ কল্য প্রকাশ্য-সভায় তোমাদিগকে যুবরাজের শুভ বিবাহের জন্য দিন স্থির করিতে বলিবেন। তোমরা বলিবে যে, এখন এক বৎসর বিবাহের দিন নাই। এইরূপ বলিলেই বাদশাহ সন্তুষ্ট হইবেন, নতুবা তোমাদের বিপদ।"

পরদিন যথাসময়ে প্রকাশ্য-দরবারে পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইলেন। মুবারকও রাজপুত্রকে সঙ্গে লইয়া সভায় আসিয়া বসিল। প্রশ্নমত পণ্ডিতগণ কহিলেন—"শাহানশাহ, আমরা গণনা করিয়া দেখিতেছি, এখন এক বৎসরকাল বিবাহের কোনও শুভদিন নাই।" ইহা শুনিয়া কপটী বাদশাহ মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করিলেন। মুবারককে বলিলেন—"শুনিলে ত মুবারক, এখন এক বৎসর দিন নাই। কি করা যাইবে, এখন এক বৎসর অপেক্ষা করিতেই হইল। তুমি যুবরাজকে অন্তঃপুরে

লইয়া যাও, যুবরাজ এখন মন দিয়া লেখা-পড়া করুন। এক বৎসর পরে বিবাহ দিয়া তাঁহার পৈতৃক গদী তাঁহাকে ছাড়িয়া দিব। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

ইহা শুনিয়া সভাস্থ সকল আমীর-ওমরাহগণ ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। বর্ত্তমান বাদশাহের প্রতি কেহই সন্তুষ্ট ছিল না। সকলেরই আন্তরিক ইচ্ছা, যুবরাজ পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পিতার ন্যায় রাজ্যপালন করেন। বাদশাহ সকলের এই মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিলেন না।

এইরূপে কিছুদিন যায়। এক দিন মুবারক অশ্রুপূর্ণ নেত্রে যুবরাজের নিকট উপস্থিত হইল। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া যুবরাজ অত্যন্ত শঙ্কান্বিত হইয়া কহিলেন—"মুবারক দাদা, কাঁদিতেছ কেন? কি হইয়াছে, আমায় বল; তোমার কোনও অমঙ্গল হয় নাই ত? তোমাকে কেহ কি অপমান করিয়াছে? কি হইয়াছে, আমায় খুলিয়া বল।"

মুবারক কহিল—"যুবরাজ, তোমায় সে দিন বাদশাহের নিকট লইয়া গিয়াছিলাম, তাহাতে মহা বিপদের সূচনা হইয়াছে। হায় হায়, যদি পূর্ব্বে জানিতাম, তাহা হইলে এমন কার্য্য করিতাম না।"

যুবরাজ শঙ্কাকুল হইয়া কহিলেন—"কেন মুবারক, কি বিপদ হইয়াছে?"

মুবারক বলিল—"সে দিন তোমাকে রাজসভায় দেখিয়া, আমীর, ওমরাহ, রাজকর্ম্মচারী, সৈন্যগণ, সাধারণ প্রজাবর্গ,—সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছে। বৎসরান্তে তুমি রাজা হইবে শুনিয়া সকলেই পুলকিত। সকলেই বলিতেছে—আহা, আমাদের স্বর্গগত বাদশাহ পরম দয়াবান্ ধার্ম্মিক প্রজাবৎসল নৃপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র রাজ-সিংহাসন পাইলে আবার রাজ্যের সেইরূপ সুখ-সম্পদ হইবে। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তোমার পিতৃব্য রোষে ও হিংসায় জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'মুবারক, তুমি যদি কোনও মতে যুবরাজকে মারিয়া ফেলিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিব।' শুনিয়া আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। কিন্তু মনোভাব প্রকাশ করিলে সমূহ বিপদ, সেই কারণে কপটতাপূর্ব্বক বলিলাম—'বাদশাহ, ইহা আর শক্ত কথা কি—আমি অনায়াসেই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া দিব। তবে উপায় স্থির করিতে কিছু সময় লাগিবে।' বাদশাহ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বিদায় দিয়াছেন।"

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া যুবরাজ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া মুবারকের পদে লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"মুবারক দাদা, কিরূপে আমার প্রাণ বাঁচিবে?"

মুবারক বলিল—"ভয় কি, ঈশ্বর আছেন। আমি কোনও উপায় করিব। তুমি কাতর হইও না।"

নানাপ্রকারে যুবরাজকে সান্ত্বনা দিয়া মুবারক কহিল—"আমার সহিত এস, তোমাকে একটি গুপ্ত বিষয় দেখাইব।"

বিস্মিত হইয়া রাজপুত্র মুবারকের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। যেখানে স্বর্গীয় বাদশাহ সর্ব্বদা উপবেশন করিতেন, সে মহাল এখন বন্ধ ছিল। সেই মহালে উপস্থিত হইয়া, মুবারক ভিতরে প্রবেশ করিল। স্বর্গীয় বাদশাহ যে কুর্শীখানিতে উপবেশন করিতেন, সেই রত্নাসনখানিকে মুবারক বহু সম্মানে সেলাম করিল। তৎপরে, সেই কুর্শীর দক্ষিণ দিকে মেঝের একটি তক্তা ধরিয়া টান দিল। টান দিবামাত্র সেখানি সরিয়া গেল এবং নিম্নে ভূগর্ভে সোপানাবলী নামিয়া গিয়াছে দেখা গেল। যুবরাজ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"এ কি মুবারক?" মুবারক বলিল—"ইহা তোমার পিতার গুপ্ত গৃহ। আমার সঙ্গে নামিয়া আইস।" বলিয়া মুবারক সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল, যুবরাজও পশ্চাৎ পশ্চাৎ নামিলেন।

ভিতরে গিয়া রাজপুত্র দেখিলেন, চারিদিকে চারিটা কামরা আছে। প্রত্যেক কামরায় দশটি করিয়া কলসী, সোনার শিকলে বাঁধা, কড়িকাঠ হইতে ঝুলিতেছে। প্রত্যেক কলসীর মুখে একটি করিয়া সোনার ইট রাখা আছে। উনচল্লিশটি কলসীতে, সোনার ইটের উপর একটি করিয়া কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত বানরমূর্ত্তি বসানো আছে, কেবল একটিতে নাই। যে কলসীতে বানর নাই, তাহার মুখ খুলিয়া শাহজাদা দেখিলেন, সেটি মোহরে পরিপূর্ণ। অন্য কলসীগুলি শূন্য। এই সমস্ত দেখিয়া যুবরাজ বিস্ময়ে মুবারককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দাদা, এ সব কি?"

মুবারক বলিল—"জিনিদৈত্যগণের রাজা মালেক সাদেক তোমার পিতার এক জন পরম বন্ধু ছিলেন। প্রতি বৎসর এক দিন করিয়া তিনি তোমার পিতার সহিত আমোদ-প্রমোদ করিতে আসিতেন। এই ভূগর্ভ-স্থিত কক্ষগুলিতে তাঁহারা আমোদ-প্রমোদ করিতেন।

যাইবার সময় তোমার পিতা, মালেক সাদেককে এক কলসী মোহর উপহার দিতেন, মালেক সাদেক তোমার পিতাকে একটি করিয়া ভৌতিক প্রস্তর-নির্ম্মিত বানর দিয়া যাইতেন। এই বানরের আশ্চর্য্য গুণ এই যে, যদি কোনও ব্যক্তি এইরূপ চল্লিশটি বানর পায়, তবে পৃথিবীতে আর তাহার কিছুই অসাধ্য থাকে না। উনচল্লিশ বৎসর মালেক সাদেক যাতায়াত করিয়াছিলেন,—এই উনচল্লিশ ঘড়া মোহর তাঁহাকে উপহার দেওয়া হইয়াছিল। তিনিও উনচল্লিশটি বানর দিয়াছেন। পরবৎসর আসিলে তাঁহাকে দিবার জন্য এক ঘড়া মোহর ঐখানে রাখা আছে। ইতিমধ্যে তোমার পিতার মৃত্যু হইল। নহিলে চল্লিশটি বানর পূর্ণ হইত, এবং ক্ষমতায় তোমার পিতা পৃথিবীতে অদ্বিতীয় হইতেন। কিন্তু একটি কম বলিয়া এ সকল বানরের দ্বারায় কোন কার্য্যই হইবে না।"

রাজকুমার কহিলেন—"তবে ত সকলই ব্যর্থ হইল।"

মুবারক বলিল—"ব্যর্থ বৈ কি। আমি মনে করিতেছি—এখানে যখন তোমার এখন মহা বিপদ, তখন এখান হইতে তোমার পলায়ন করাই শ্রেয়স্কর। মালেক সাদেকের নিকট গিয়া, তোমাকে দেখাইয়া, তাঁহাকে সকল কথাই বলি। তোমার পিতার প্রতি পূর্ব্ববন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া তিনি তোমার সহায় হইতে পারেন। তোমাকে সকল বিপদ হইতে তিনি রক্ষা করিতে পারেন। এক কলসী মোহর যাহা রাখা আছে, লইয়া গিয়া তাঁহাকে উপহার দেওয়া যাইবে। যদি শেষ বানরটি তিনি তোমায় দেন, তবে তোমার তুল্য নরপতি ধরাধামে কেহ থাকিবে না।"

শাহজাদা বলিলেন—"কিরূপে আমরা পলায়ন করিব?"

মুবারক বলিল—"তাহার জন্য কোনও চিন্তা নাই। সে উপায়ও আমি স্থির করিয়াছি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই কথোপকথনের কয়েক দিন পরে, মুবারক এক দিন রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল—"প্রভু, আপনি যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার একটি উপায় আমি স্থির করিয়াছি।"

বাদশাহ প্রীত হইয়া কহিলেন—"কি উপায় স্থির করিয়াছ?"

মুবারক বলিল—"যুবরাজকে যদি এখানে হত্যা করা যায়, তাহা হইলে লোকের মধ্যে ক্রমে জানাজানি হইবার সম্ভাবনা। তাহাতে আপনার বিলক্ষণ অপযশ আছে। তাহা অপেক্ষা দেশভ্রমণের ছলে তাঁহাকে দূরদেশে লইয়া গিয়া হত্যা করাই নিরাপদ। ফিরিয়া আসিয়া রটনা করিয়া দিব যে, তিনি কোনও মারাত্মক রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ইহাতে প্রজাবর্গের এবং অপর কাহারও কোনও সন্দেহের কারণ থাকিবে না।"

এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া বাদশাহ বলিলেন—"মুবারক, তুমি যথার্থই বলিয়াছ। যাও, যুবরাজকে লইয়া গিয়া, কোনও দূরদেশে কার্য্য শেষ কর। তাহা হইলে আমি নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যভোগ করিতে পারিব এবং তোমাকেও পুরস্কারস্বরূপ প্রভূত ধনসম্পদ প্রদান করিব।"

মুবারক দূরদেশে যাইবার ব্যয় এবং নিজ পুরস্কারের অর্দ্ধাংশ পঞ্চাশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা লইয়া, বাদশাহকে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। সঙ্গে সৈন্য সামন্ত বা ভৃত্যাদি কেহই যাইবে না। মুবারক বাজার হইতে মালেক সাদেকের জন্য বিবিধ বহুমূল্য উপহারাদি ক্রয় করিল। ভূগর্ভস্থ সেই এক কলসী মোহর উঠাইয়া লইয়া, শুভদিন দেখিয়া, যুবরাজ সহ যাত্রা করিল। দুই জনে দুইটি উৎকৃষ্ট অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া, ক্রমাগত চল্লিশ দিন গমন করিল।

সে দিন চলিতে চলিতে ক্রমে রাত্রি হইল, অন্ধকার হইয়া আসিল। রাত্রি এক প্রহর হইলে মুবারক বলিল—"খোদাতালাকে ধন্যবাদ, এত দিনের পর আমরা জিনি দৈত্যের দেশে পৌছিয়াছি।"

শাহজাদা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কৈ?"

মুবারক বলিল—"এই যে,—এত আলো জ্বলিতেছে, এত লোকজন যাতায়াত করিতেছে, বাদ্য বাজিতেছে, পথ, বাগান, ঘরবাড়ী, ইহাই জিনিদৈত্যপতি মালেক সাদেকের রাজধানী।"

রাজপুত্র বলিলেন—"মুবারক দাদা! আমার সহিত কৌতুক কর কেন? ইহা ত জঙ্গল এবং কেবলই অন্ধকার।"

মুবারক তখন ঈষৎ হাসিয়া, নিজ পকেট হইতে একটি ডিবিয়া বাহির করিল। ইহার ভিতর আশ্চর্য্য সুলেমানী সুর্ম্মা ছিল। অল্প লইয়া রাজপুত্রের দুই চক্ষুতে লাগাইয়া দিল।

সুর্মা চক্ষে লাগাইবামাত্র শাহজাদা দেখিলেন, চতুর্দিক্ আলোকপূর্ণ। বিস্তৃত রাজপথ। স্থানে স্থানে চন্দন জ্বলিতেছে। অনেক ঘরবাড়ী, লোকজন, কোন কোনও গৃহের উপরতলায় নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতেছে। বাজারে বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয় হইতেছে। এই সকল দেখিয়া শাহজাদার মন বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মুবারককে দেখিয়া অনেকেই চিনিতে পারিল এবং বন্ধুতাসূচক কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

সে রাত্রি একটি বন্ধু-গৃহে মুবারক অবস্থিতি করিয়া পরদিন প্রাতে মালেক সাদেকের দরবারে রাজপুত্রকে লইয়া উপস্থিত হইল।

দৈত্যপতির রাজসভা স্বর্ণ, রৌপ্য ও বিবিধ মণি-মুক্তা দ্বারায় খচিত। স্থানে স্থানে চাঁদনী দরী এবং মখমলের আসন বিস্তৃত রহিয়াছে। বহু পণ্ডিত, গুণী, আমীর-ওমরাহ, উজীর ও ফকীর বসিয়া আছে। অঙ্গ-রক্ষক সিপাহীগণ সশস্ত্র হইয়া দণ্ডায়মান। মণিময় সিংহাসনের উপর, হীরকের মুকুট পরিয়া, মোতির হার গলায় দিয়া মালেক সাদেক বসিয়া আছেন। মুবারক রাজপুত্রসহ নিকটে গিয়া সেলাম করিল। মালেক সাদেক দেখিবামাত্র তাহাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন—"কি মুবারক! তুমি কবে আসিলে?"

মুবারক নত হইয়া বলিল—"শাহানশাহ! এ দাস পারস্যরাজ্য হইতে গত রাত্রিতে পৌছিয়াছে।"

মালেক সাদেক কহিলেন—"বেশ। তোমার সহিত এই যুবকটি কে?"

মুবারক উত্তর করিল—"মহারাজ! ইঁহাকে চিনিতে পারিলেন না? আপনি চিনিবেনই বা কি করিয়া, অতি বাল্যকালে ইঁহাকে দেখিয়াছিলেন কি না। আপনার বন্ধু পারস্যের বাদশাহের ইনি পুত্র।"

অতঃপর মুবারক এই কয়েক বৎসরের ঘটনা সমস্তই আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিল। এক কলসী মোহরও তাঁহাকে উপহার দিল। শেষে বলিল—"রাজপুত্রের বড়ই বিপদ। এ বিপদে আপনি রক্ষা না করিলে আর কে করিবে? আপনি যদি কৃপা করিয়া শেষ বানরটি দেন, তাহা হইলে ইঁহার আর কোনই কষ্ট থাকে না। আপনার বন্ধুর রাজ্য ও বংশ সমস্তই বজায় থাকে।"

সকল কথা শুনিয়া মালেক সাদেক বলিলেন—"আচ্ছা, সে উত্তম কথা। এ যখন এতদূর আসিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, তখন অবশ্যই আমি ইঁহাকে রক্ষা করিব। কিন্তু উঁহাকে একটু পরীক্ষা করিতে চাই। আমার একটি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিতে হইবে।"

ইহা শুনিয়া রাজপুত্র করযোড়ে কহিলেন—"যাহা হুকুম হয়, এ অধীন তাহা যথাসাধ্য পালন করিবে।"

মালেক সাদেক বলিলেন—"কার্য্যটি বড়ই কঠিন। পারিবে কি? যদি কার্য্যটি করিতে পার, তবে তোমার পিতাকে আমি যে পরিমাণ অনুগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহার অধিক অনুগ্রহ তোমাকে করিব। যাহা চাহিবে, তাহাই দিব। কিন্তু যদি কার্য্যনাশ কর, তাহা হইলে আমার হস্তে তোমার বিপদের সীমা থাকিবে না।"

রাজপুত্র বলিলেন—"কার্য্যটি যদি আমার শক্তির মধ্যে হয়, তবে অবশ্যই তাহা আমি প্রাণপণে সম্পন্ন করিব। কার্য্যটি কি?"

ইহা শুনিয়া মালেক সাদেক নিজ বস্ত্রমধ্য হইতে একখানি চিত্র বাহির করিলেন। রাজপুত্রের হস্তে দিয়া বলিলেন—"এই মনুষ্যকন্যার সন্ধান করিয়া যদি তাহাকে আমার কাছে আনিতে পার, তবে আমি তোমার সহিত চিরদিনের জন্য মিত্রতাপাশে বদ্ধ থাকিব। আর যদি না আনিতে পার, কিংবা কোন-রূপ অন্যায় কর, তবে তুমি অত্যন্ত বিপদে পতিত হইবে। দেখ, এখনও সময় আছে। যদি কার্য্যটি সুসম্পন্ন করিতে পার, তবেই ভার গ্রহণ কর। নতুবা এখনও নিবৃত্ত হও।"

রাজপুত্র দেখিলেন, ছবিখানি ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া একটি পরমা সুন্দরী রমণীর মূর্ত্তি। বলিলেন—"প্রভু! কেন পারিব না? আমি এই রমণীকে পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া অন্বেষণ করিব এবং যে প্রকারে পারি, আপনার নিকট আনিয়া দিব।"

ইহা শুনিয়া মালেক সাদেক অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন। ছবিখানি দিয়া, বিবিধ ধনরত্ন ও পরিচ্ছদ উপহার দিয়া, রাজকুমারকে বিদায় দিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মালেক সাদেকের নিকট বিদায় লইয়া, শাহজাদা ও মুবারক সেই মনুষ্যকন্যার উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে ও জঙ্গলে জঙ্গলে বহু অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও সেই মনুষ্যকন্যার সংবাদ পাইলেন না। এইরূপে সাতটি বৎসর অতীত হইয়া গেল।

এক দিন এইরূপ অনুসন্ধান-কার্য্যে ইস্তাম্বুল সহরে বেড়াইতে বেড়াইতে অপরাহ্নসময়ে শাহজাদা দেখিলেন, এক জন ছিন্নবসন কৃশকায় বৃদ্ধ ফকীর রাজপথে

ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। ফকীর অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া ভিক্ষা চাহিতেছে; কিন্তু কেহই তাহাকে একটি পয়সাও দিতেছে না। যাহার দ্বারে যাইতেছে, সেই দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেছে। দেখিয়া শাহজাদার অন্তঃকরণে বড়ই দয়া হইল। তিনি পকেট হইতে একটি মোহর বাহির করিয়া ফকীরকে দিলেন। ফকীর বলিল—"হে দাতা! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। তুমি বোধ হয় পথিক, এ সহরের অধিবাসী নহ।"

বৃদ্ধ এইরূপে রাজপুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিল। কিছু দূরে একটি দোকানে গিয়া, মোহর ভাঙ্গাইয়া, স্ত্রীলোকের উপযুক্ত একটি সুন্দর রেশমী বস্ত্র খরিদ করিল। বাকী টাকায় খাদ্যদ্রব্যাদি কিনিয়া, আবার চলিতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া রাজপুত্র কিছু বিস্মিত হইলেন। স্বীয় সহচরকে কহিলেন—"মুবারক! এ ব্যক্তি ফকীর, তবে স্ত্রীলোকের উপযোগী রেশমী বস্ত্র ক্রয় করে কেন?"

মুবারক বলিল—"কি জানি, তাহা ত বলিতে পারি না। বোধ হয়, উহার গৃহে স্ত্রী-কন্যা কেহ আছে। তোমার যদি এতই কৌতূহল হইয়া থাকে, চল না, উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাই, তাহা হইলেই জানিতে পারিব।"

মুবারক সহ শাহজাদা ফকীরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। ফকীর ক্রমে নগরসীমা ছাড়িয়া বাহিরে গেল। সেখানে রাজপুত্র দেখিলেন, বড় বড় অট্টালিকা-গৃহাদির ভগ্নস্তূপ পড়িয়া রহিয়াছে। বাগান ছিল অনুমানে বুঝা গেল, এখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। জলের ফোয়ারা ছিল, তাহা ভগ্ন। দেখিয়া রাজপুত্র মনে করিলেন, বোধ হয়, পূর্ব্বে এখানে কোনও রাজা বা ধনবান্ ব্যক্তির বসতি ছিল, এখনও তাহারই চিহ্ন বিদ্যমান। বৃদ্ধ লাঠিতে ভর করিয়া সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যবর্ত্তী একটি সামান্য মৃত্তিকাময় কুটীরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"বেটী! কোথা আছিস্?" কুটীর হইতে উত্তর আসিল—"বাবা! আসিয়াছ? আজ এত শীঘ্র ফিরিলে কেন? মঙ্গল ত?" বৃদ্ধ বলিলেন—"বেটী! আজ ঈশ্বর করুণা করিয়া একটি যুবা পথিককে আমার সাহায্যার্থ পাঠাইয়াছিলেন। সে আমাকে একটি মোহর দিয়াছে। তাই আজ অনেক দিনের পর তোর জন্য একটি রেশমী বস্ত্র কিনিয়া আনিয়াছি। মাংস, ঘৃত, মশলা, চাউল প্রভৃতিও কিনিয়া আনিয়াছি। পাক কর, অনেক দিনের পর আজ সুস্বাদু খাদ্য আমাদের মুখে উঠিবে। এই নে।"

ইহা শুনিয়া বৃদ্ধের কন্যা প্রফুল্লমুখে বাহিরে আসিল। রাজপুত্র তাহাকে দেখিবামাত্রই বুঝিলেন, এ আর কেহ নয়, যাহার সন্ধানে আজ সাত বৎসরকাল দেশে দেশে বনে জঙ্গলে বেড়াইতেছিলাম, তসবীর-অঙ্কিত এই সেই যুবতী। দেখিয়া রাজপুত্র নতজানু হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। মুবারকও বলিল—"হাঁ, এই সেই মনুষ্যকন্যা বটে।" তাহার অভিনব যৌবন, আশ্চর্য্য রূপ যেন সেই স্থানকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। রাজপুত্র মনে মনে ভাবিলেন, আমি সাত বৎসর ধরিয়া সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিলাম, কিন্তু এমন সৌন্দর্য্য কখনও চক্ষুগোচর করি নাই।

রাজপুত্র তখন উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"হে ফকীর! দুই জন পথিককে একটু বিশ্রামের স্থান দিবেন কি?" ফকীর তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই চিনিতে পারিলেন এবং মহা সমাদরে আহ্বান করিয়া গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন। বসাইয়া রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার মত দয়াবান্ লোকের আগমনে আজ আমার কুটীর পবিত্র হইল। বৎস! তুমি কে এবং কি জন্যই বা দেশভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছ?"

রাজপুত্র কহিলেন—"আমি পারস্যদেশের যুবরাজ। ঘটনাক্রমে একখানি ছবি আমার হস্তগত হয়। সেই ছবিখানিতে একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতীর মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। সেই যুবতীর দর্শনলালসায় আমি সাত বৎসরকাল দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছি। এত দিন পরে সেই যুবতীর সন্ধান পাইয়াছি। তিনি আর কেহই নহেন, আপনার কন্যা।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ দণ্ডায়মান হইয়া রাজপুত্রের সংবর্দ্ধনা করিলেন। বলিলেন—"না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি। আপনার পদগৌরব অবগত ছিলাম না। অতএব ক্ষমা করিবেন।" অতঃপর বসিয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, বৃদ্ধ বলিলেন—"হায়, আমি কি হতভাগ্য! আপনার মত এমন সুপাত্রের হস্তে যদি আমি কন্যা সমর্পণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে ধন্য হইতাম; কিন্তু তাহার উপায় নাই। আমার কন্যা বড়ই বিপন্না। কাহারও সাধ্য নাই যে, উহাকে বিবাহ করে।"

ইহা শুনিয়া রাজপুত্র বলিলেন—"কেন ফকীর সাহেব, এ কন্যা বিপন্না বলিতেছেন কেন? কেহ ইহাকে বিবাহ করিতেই বা পারিবে না কেন?"

কন্যাটি এই সময় খাদ্য পাক করিবার জন্য রন্ধনশালায় গেল। বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—

"আমার ইতিহাস শুনিবেন ? সে অনেক কথা। আমি পূর্ব্বে এই সহরের এক জন বিশিষ্ট রহীস্ ও ধনী ব্যক্তি ছিলাম। এই যে সকল ভগ্নস্তূপ দেখিতেছেন, এইখানেই এক সময়ে আমার প্রাসাদ শোভা পাইত। আমরা বহুপুরুষ ধরিয়া এইখানে বসবাস করিয়াছি। ঈশ্বর আমাকে কেবলমাত্র এই কন্যাসন্তানটি দিয়াছিলেন। কন্যা বড় হইলে, ইহার সৌন্দর্য্য, সুকুমারতা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি গুণাবলী এতই প্রসিদ্ধিলাভ করিল যে, দেশ-বিদেশের বড় বড় লোকগণ ইহাকে বিবাহ করিবার জন্য আমাকে প্রস্তাব করিতে লাগিল। একমাত্র কন্যা, বিবাহ দিলেই পরের ঘরে চলিয়া যাইবে, এই কারণে আমি স্নেহাধিক্যবশতঃ বিলম্ব করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে এই নগরের রাজপুত্র, এক দিন ইহাকে দৈবাং দেখিয়া, আত্মহারা হইয়া পড়িল। সে প্রণয়বিহ্বল হইয়া আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিল, বাতুলের মত হইল, ক্রমে তাহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। বাদশাহ এই কথা জানিতে পারিয়া এক দিন রাজবাটীতে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। অনেক প্রকারে আমাকে বুঝাইয়া, নিজ পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন। আমি রাজাজ্ঞা অমান্য করিতে সাহসী হইলাম না। আরও ভাবিলাম, কন্যার বিবাহ ত এক দিন না এক দিন কাহারও সঙ্গে দিতেই হইবে, তবে যদি শাহজাদাকে জামাতা পাওয়া যায়, তাহার অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে ? সুতরাং সম্মত হইলাম। উভয় পক্ষে মহাঘটা করিয়া বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। ক্রমে শুভদিন উপস্থিত হইল, বিবাহ হইয়া গেল।

"বিবাহ-শেষে, মহাসমারোহে, বর-কন্যাকে শয্যাগৃহে লইয়া যাওয়া হইল। নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত করিয়া বরকন্যার মনোরঞ্জন করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি অধিক হইলে তাহারা বিদায় লইল, বাদশাহজাদা শয়নগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। প্রাসাদের সর্ব্বত্র নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ, সঙ্গীত, নৃত্যাদি চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বর-কন্যার শয্যাকক্ষ হইতে এক অতি ভয়ঙ্কর শব্দ শুনা গেল। যেন একত্র শত শত কামান গর্জ্জন করিতেছে। যেন শত শত বজ্রপাত একত্র সংঘটিত হইতেছে। রাজ-প্রাসাদের সর্ব্বত্র নৃত্যগীত বন্ধ হইল। রাজপরিবারের নিমন্ত্রিত অভ্যাগতবৃন্দ, দাস দাসী, সকলেই মহাত্রাসে নবদম্পতীর শয়নকক্ষের দিকে ছুটিল। অনেক ডাকাডাকি, কেহই দ্বার খুলে না। অবশেষে বাদশাহের আজ্ঞায় দ্বার সবলে ভগ্ন করিয়া ফেলা হইল। সকলে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখে, সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। বাদশাহজাদার মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্যুত, রক্তে শয্যা ভাসিয়া যাইতেছে। আমার কন্যা মূর্চ্ছিত অবস্থায় পতিত। কেহ কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সে কক্ষে কোনওরূপ অস্ত্রও ছিল না। অনেক কষ্টে দাসীগণ আমার কন্যার মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইল। বাদশাহ পুত্রশোকে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

"পরদিন শোক কতকটা প্রশমতা প্রাপ্ত হইলে বাদশাহ ক্রোধে আদেশ করিলেন—'এই কন্যা অতিশয় মন্দভাগিনী, সত্বর ইহার মস্তক কাটিয়া ফেল।' আজ্ঞা পাইয়া, দাসদাসীগণ, সৈন্য-সামন্ত ডাকিয়া, আমার কন্যাকে বধ করিবার আয়োজন করিল। রাজবাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বধ্যভূমি নির্ম্মিত হইল। সশস্ত্র সৈন্যগণ চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বাদশাহ ও রাজকর্ম্মচারী সকলে উপস্থিত হইলেন। আমার কন্যাকে বধ করিবার জন্য জল্লাদ যখন প্রস্তুত হইতেছে, তখন সহসা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ঝড় আসিল, অজস্র-পরিমাণ প্রস্তরবৃষ্টি হইতে লাগিল। বাদশাহ ও সৈন্য-সামন্ত প্রভৃতি প্রস্তরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া কে কোথায় পলায়ন করিল, ঠিকানা নাই। কেবল আমার কন্যার গায়ে একখানি প্রস্তরও লাগিল না।

"ক্রমে প্রস্তরপাত বন্ধ হইল, শব্দ থামিয়া গেল, মেঘ অপসৃত হইল, তখন বাদশাহ বলিলেন,—'এই কন্যা ভূতগ্রস্ত, নহিলে এমন ভৌতিক কাণ্ড হইবে কেন ? ইহাকে কিছু আর বলিও না। ইহাকে রাজবাটী হইতে তাড়াইয়া দাও এবং ইহার পিতাকে বধ করিয়া, ইহাদের ঘর-বাড়ী ভাঙ্গিয়া, সমস্ত ধন-সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লও।'

"আজ্ঞা পাইবামাত্র রাজভৃত্যগণ আসিয়া আমার গৃহাদি সমস্ত ভগ্ন করিল, আমার দ্রব্যাদি লুঠিয়া লইল। আমার কন্যা রাজবাটী হইতে তাড়িত হইয়া একবস্ত্রে আসিয়া আমার নিকট দাঁড়াইল। ক্রমে রাজসৈন্যগণ আমাকে হত্যা করিবার জন্য আমাকে জল্লাদের হস্তে দিল। এমন সময় পুনরায় আকাশ হইতে ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শুনা গেল, অন্ধকার হইয়া প্রস্তরবৃষ্টি হইতে লাগিল। সৈন্যগণ কেহ মরিল, কাহারও মস্তক, হস্ত, পদ ভগ্ন হইল। তাহারা ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। আমার এবং কন্যার গায়ে কোনও প্রস্তর লাগিল না।

"সেই অবধি ভীত হইয়া বাদশাহ আমার প্রতি আর কোনওরূপ অত্যাচার করেন না। তবে

আমার ধনসম্পত্তি সমস্ত যাওয়াতে আমি পথের ভিক্ষুক হইয়া পড়িয়াছি। সামান্য একটু কুটীর বাঁধিয়া কন্যাসহ কোনও মতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বৃদ্ধ মৌন হইয়া রহিলেন। রাজপুত্র ব্যাপার সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। ইহা মালেক সাদেকেরই কীর্ত্তি। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন এরূপ হইল, আপনার কন্যাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি?"

বৃদ্ধ কহিলেন—"জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কন্যা বিশেষ কিছু বলিতে পারিল না। কেবল বলিল—'যখন আমাদের শয়নকক্ষ হইতে নর্ত্তকীগণ বিদায় গ্রহণ করিল, তখন শাহজাদা উঠিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি পালঙ্কে শয়ন করিলাম। শাহজাদা পালঙ্কের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র কোথা হইতে এক ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইল। শূন্য হইতে যেন এক মণিময় সিংহাসন নামিয়া আসিল। তাহার উপর এক রূপবান্ যুবাপুরুষ রাজবেশে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার হস্তে উলঙ্গ তরবারি। চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ। তরবারির এক আঘাতে শাহজাদার মস্তক কাটিয়া ফেলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। আমি ভয়ে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলাম, আর কিছুই জানি না।'—আমার বোধ হইল, কোনও ভৌতিক কাণ্ড হইবে। সেই অবধি ভূতের ভয়ে বাদশাহ বহু প্রকার তাবিজাদি ধারণ করিয়াছেন, এবং সহরের সর্ব্বত্র মৌলানাগণ ইস্মি আজম ও কোরাণ পাঠ করিতেছে।"

বৃদ্ধ আবার মৌনাবলম্বন করিলেন। রাজপুত্র ও মুবারক সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজপুত্র বাসস্থানে ফিরিয়া, আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন। মুবারক তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল—"শাহজাদা, এত দিনে অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, অথচ তোমার মন এমন বিষণ্ণ কেন?"

রাজপুত্র কহিলেন—"মুবারক, সেই রূপসী-রত্নকে দেখিয়া আমার মনে হরিষে বিষাদ উৎপন্ন হইয়াছে।"

মুবারক বলিল—"কেন রাজকুমার, বিষাদ কিসের?"

শাহজাদা বলিলেন—"মুবারক, তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, আমার মনের দুঃখ কি বুঝিবে? আমি যে দিন হইতে ঐ কন্যার ছবি দেখিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমার মন প্রেম-অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে। এত দিন পরে যদি তাহার দেখা পাইলাম, তাহাকে লাভ করিতে পারিব না।"

মুবারক শুনিয়া বলিল—"সর্ব্বনাশ! এমন চিন্তা মনেও স্থান দিও না। মালেক সাদেকের প্রণয়িনীকে তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া দিবার উপায় চিন্তা কর, অন্যরূপ কামনা পরিত্যাগ কর। এ দেশের বাদশাহজাদার কি দশা হইয়াছে, তাহা ত তুমি স্বকর্ণে শুনিলে।"

রাজপুত্র বলিলেন—"শুনিলাম বলিয়াই ত এ বিষাদ।"

মুবারক তখন ফকীর-কন্যাকে কি উপায়ে লইয়া গিয়া মালেক সাদেকের হস্তে অর্পণ করা যাইতে পারে, তাহার পরামর্শই করিতে লাগিল। অবশেষে স্থির হইল, ফকীরকে বলিয়া কহিয়া, বুঝাইয়া, বিবাহ করিবার ছল করিয়া শাহজাদা ঐ কন্যাকে লইয়া গিয়া মালেক সাদেকের সমীপে অর্পণ করিবেন।

সে রাত্রি শাহজাদা নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। সেই সুন্দরীর চন্দ্রমুখ যতই তাঁহার মনে পড়ে, ততই অন্তরে প্রেমাগ্নি জ্বলিয়া উঠে। কোনও ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। রাজপুত্র স্নান করিয়া, বেশবিন্যাস করিয়া, বাজারে গিয়া বিবিধ প্রকার শুষ্ক ও হরিদ্বর্ণ মেওয়া, ফল, মাংস ও অন্যান্য সুস্বাদু খাদ্য ও পেয়, বিবিধ প্রকার বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি উপহারদ্রব্য ক্রয় করিয়া, মুবারকসহ ফকীরের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। ফকীর মহা সমাদরে তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিয়া বসাইলেন। কিয়ৎক্ষণ বাক্যালাপের পর রাজপুত্র বলিলেন—"মহাশয়, আমি গত রজনীতে অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিয়াছি, আপনার নিকট আপনার কন্যার হস্ত প্রার্থনা করিব। আমার যেরূপ মানসিক অবস্থা, তাহাতে আপনার কন্যাকে লাভ করিতে না পারিলে আমার জীবনে সুখ নাই। আপনি মৃত্যুশঙ্কার কথা বলিয়াছেন, আমি ভাবিয়া দেখিলাম, সুখহীন জীবনভার বহন করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।"

এ কথা শুনিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—"বৎস, ও কথা বলিও না। জীবন অপেক্ষা প্রিয়তর পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। এই আশঙ্কাটি যদি না থাকিত, আমি এখনি তোমাকে আপন কন্যা সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতাম। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া কেমন করিয়া আমি তোমার মৃত্যুর কারণ হইব?"

রাজপুত্র অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। এইরূপে এক মাস

কাটিয়া গেল। রাজপুত্র প্রত্যহই নানা উপহার-দ্রব্যাদি লইয়া ফকীরের আলয়ে আসিতেন, এবং দিবসের অধিকাংশ ভাগ সেই স্থানেই অতিবাহিত করিতেন। প্রত্যহই অনেক প্রকারে বৃদ্ধকে বুঝাইতেন, কিন্তু কিছুতেই বৃদ্ধের মত করিতে পারিলেন না। বৃদ্ধ কেবলই বলিতেন, তোমাকে কন্যাদান করিয়া, তোমার বধের ভাগী আমি হইতে পারিব না।

একমাস পরে হঠাৎ এক দিন বৃদ্ধ পীড়িত হইয়া পড়িলেন। রাজকুমার ও মুবারক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদা হকিমের কাছে রোগের ব্যবস্থা জানাইতে লাগিলেন, ঔষধাদি আনিয়া বৃদ্ধকে সেবন করাইতে লাগিলেন। রাজকুমার নিজ হস্তে রোগীর পথ্য প্রস্তুত করিয়া বৃদ্ধকে খাওয়াইতেন। ফল কথা, বৃদ্ধের সেবা-শুশ্রূষার কোনও ত্রুটি হইল না; কিন্তু বৃদ্ধ কিছুতেই বাঁচিলেন না।

তাঁহার মৃত্যুর পরে মুসলমান-ধর্ম্ম অনুসারে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্ম শাহজাদা সম্পন্ন করিলেন। সর্ব্বদা কন্যার নিকটে থাকিয়া তাহাকে প্রবোধ দিতেন। এইরূপে আরও মাসখানেক কাটিল।

মুবারক এক দিন জনান্তিকে রাজকুমারকে বলিল—"আর এখানে বৃথা সময় নষ্ট করিয়া ফল কি? চল, এবার ফকীরকন্যাকে লইয়া মালেক সাদেকের নিকট সমর্পণ করি।"

রাজপুত্র ইহা শুনিয়া মৌন হইয়া রহিলেন। অন্তরে বাসনা বড়ই প্রবল, অথচ মৃত্যুভয়ও কাটাইয়া উঠিতে পারেন না।

মুবারক সে দিন ফকীরকন্যাকে বলিল—"বেটী, আমরা বিদেশী লোক, এখন ত আমাদের বাড়ী যাইতে হইবে। তুমি কি করিবে মনে করিয়াছ?"

ফকীরকন্যা বলিল—"মহাশয়, আমার আর এখানে কে আছে? আমি একা স্ত্রীলোক, এখানে থাকিবই বা কি করিব? আমার কি উপায় হইবে?"

মুবারক বলিল—"এখানে একা থাকা যদি তোমার অনভিপ্রেত হয়, তবে আমাদের সঙ্গে আমাদের দেশে চল। তাহার পর কোন একটা বন্দোবস্ত করা যাইবে।"

ফকীরকন্যা সম্মত হইল। মুবারক পাল্কী ও বাহক সংগ্রহ করিয়া, ফকীরকন্যা ও রাজপুত্রকে লইয়া, মালেক সাদেকের রাজ্য অভিমুখে যাত্রা করিল।

বহুদিনের পথ। নানা বন, উপবন, পর্ব্বত ও নদী অতিক্রম করিয়া ইহারা যাইতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে কোনও সুন্দর স্থান প্রাপ্ত হইলে দুই এক দিন সেখানে থাকিয়া বিশ্রাম করিতেন। কুমারীর নিয়ত সাহচর্য্যে রাজপুত্রের মনে প্রণয়-বহ্নি প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দুই জনে বিশ্রাম-স্থান হইতে অনেক দূর অবধি বেড়াইতে যাইতেন। কোথাও একটি সুন্দর বনপুষ্প দেখিলে, রাজপুত্র তাহা যত্নে তুলিয়া, ফকীরকন্যার কেশদামে পরাইয়া দিতেন। এইরূপে কয়েক মাস কাটিল। কিন্তু মালেক সাদেকের ভয়ে শাহজাদা কোনও দিন ফকীরকন্যার নিকট স্বীয়-প্রণয় ব্যক্ত করিতে সাহসী হইতেন না।

এক দিন মুবারক নির্জ্জনে রাজপুত্রকে অনেক ভর্ৎসনা করিল। ইহার মনোভাব জানিতে মুবারকের বাকী ছিল না। মুবারক বলিল—"রাজকুমার, তোমাকে পূর্ব্বাবধিই সাবধান করিয়া দিয়াছি, এ বাসনা মনে স্থান দিও না। মালেক সাদেকের প্রণয়িনীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কতদূর বিপজ্জনক, তাহা কি তুমি অবগত নও? শেষে কি প্রাণটা খোয়াইবে?"

রাজপুত্র কহিলেন—"তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যথার্থ বটে মুবারক। কিন্তু আমি যে কিছুতেই হৃদয়বেগ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। ফকীরকন্যাকে বিবাহ করিলে মালেক সাদেকের হস্তে আমার মৃত্যু, আর প্রণয়বাঞ্ছা পূর্ণ না হইলেও আমার অবধারিত মৃত্যু। এখন আমি কি করিব?"

মুবারক যুবরাজের মুখে এরূপ কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইল। বলিল—"ধৈর্য্য ধরিয়া থাক। হয় ত মালেক সাদেকের নিকট কন্যাকে উপস্থিত করিলে, তিনি প্রীত হইয়া কন্যা তোমাকেই দান করিবেন। তাহাতে তোমার প্রাণরক্ষা রাজ্যরক্ষা সকল দিকই বজায় থাকিবে।"

যুবরাজ বিষণ্ণ মনে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহারা একটি নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। স্থানটি সুন্দর দেখিয়া, কিছুদিন বিশ্রামের জন্য তাঁহারা সেইখানেই ছাউনি ফেলিলেন। তখন বসন্তকাল বিরাজ করিতেছে। নদীতীরে সহস্র সহস্র বন্য গোলাপ ফুটিয়া বায়ুকে আতর-গন্ধে পরিপ্লাবিত করিয়াছে। বুলবুল পক্ষীর গান শুনিলে বৃদ্ধেরও মনে তরুণ-ভাব উপস্থিত হয়। এক দিন যুবরাজ ও ফকীরকন্যা নদীসৈকতে বেড়াইতে বেড়াইতে শ্রান্ত

হইয়া একটি গোলাপের ঝাড়ের নিকট তৃণাস্তরণে উপবেশন করিলেন। সে দিন কথায় কথায় শাহজাদা নিজ প্রণয় ব্যক্ত করিলেন। কিরূপ উন্মাদন আসিয়া উপস্থিত হইল, কিছুতেই নিজেকে সে দিন সংযত করিতে পারিলেন না। রাজকুমারের প্রণয়-কথা শুনিয়া কুমারীর গণ্ডযুগল, নিকটস্থ ঝাড়ের গোলাপের পাপড়ির মতই লাল হইয়া গেল। যুবরাজের বারংবার প্রশ্নে কুমারীও স্বীকার করিলেন, যে দিন হইতে তিনি পিতৃগৃহে যুবরাজকে দেখিয়াছেন, সেই দিন হইতেই তাঁহাকে নিজ হৃদয়-মন সমর্পণ করিয়াছেন। এই প্রথম প্রণয় ব্যক্ত করিতে সেই অসামান্য সুন্দরীর মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। রাজপুত্র আত্মহারা হইয়া স্বীয় প্রিয়তমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাহার গোলাপী অধর চুম্বন করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু কুমারী বলিলেন—"না প্রাণাধিক, আত্মসংবরণ কর, আমি তোমার মৃত্যুর কারণ হইতে পারিব না।" যুবক বলিলেন—"তোমার অধর-চুম্বনের মূল্যস্বরূপ যদি আমার প্রাণ দিতে হয়, আমি তাহাতেও কাতর নহি।" কুমারী ঈষৎ হাস্য করিয়া, গোলাপের ঝাড় হইতে একটি ফুল ছিঁড়িয়া, তাহা চুম্বন করিয়া যুবকের কোলে ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন—"ঐ ফুলে আমার চুম্বন আছে, উঠাইয়া লও।"

যুবক সাগ্রহে ফুলটি উঠাইয়া লইয়া বারংবার তাহা চুম্বন করিতে লাগিলেন। এমন সময় হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। শত বজ্রনির্ঘোষের শব্দ শ্রুত হইল।

যুবরাজ বুঝিলেন, তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত। ফকীরকন্যাও বুঝিলেন, এইবার সর্ব্বনাশ হইল। তিনি ভয়ে যুবরাজের কণ্ঠলগ্ন হইলেন।

মুহূর্ত্ত পরে মালেক সাদেক আসিয়া সেখানে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ, দন্তে দন্ত ঘর্ষিত হইয়া বিকট শব্দ উত্থিত হইতেছে। তাহা দেখিয়া ফকীরকন্যার মূর্চ্ছা উপস্থিত হইল।

মালেক সাদেক শাহজাদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"বিশ্বাসঘাতী যুবক! তোর উত্তর কি?"

শাহজাদা বলিলেন—"কিসের উত্তর?"

মালেক সাদেক বলিলেন—"এই কন্যার প্রতি তুই কেন প্রেমাভিলাষ করিয়াছিস্?"

শাহজাদা কহিলেন—"দৈত্যপতি, এ প্রশ্নের কোনই উত্তর নাই। আমি উঁহাকে ভালবাসিয়াছি বলিয়াই ভালবাসিয়াছি।"

মালেক সাদেক বলিলেন—"মনে ভালবাসিয়াছিস্, কিন্তু মুখে প্রকাশ করিলি কেন?"

যুবরাজ উত্তর করিলেন—"যদি জানিতাম, আপনি যেরূপ এই কন্যার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, তিনিও সেইরূপ আপনার প্রতি অনুরক্ত, তবে আমি কখনই তাঁহার কাছে আমার প্রণয় ব্যক্ত করিতাম না। কিন্তু তিনি যখন আমাকেই হৃদয়-মন সমর্পণ করিয়াছেন, ইহা বুঝিলাম, তখন প্রণয় ব্যক্ত না করিব কেন?"

দৈত্যপতি বলিলেন—"আমার ক্রোধের ভয় করিস্ না? প্রাণের মায়া নাই?"

শাহজাদা বলিলেন—"দৈত্যরাজ, মৃত্যু হইতে প্রেম বলবান্। প্রেম কি কখনও মৃত্যুভয় করে? ইচ্ছা হয়, আমাকে বধ করুন, তথাপি আমি আমার প্রিয়তমার নিকট প্রণয় ব্যক্ত করিয়াছি এবং তাঁহার প্রেমও যে প্রাপ্ত হইয়াছি, এইজন্য মৃত্যুর পর নরকে যাইলেও আমার আত্মা স্বর্গসুখ অনুভব করিবে।"

ধীরে ধীরে আকাশ পরিষ্কার হইল। পুনশ্চ দিবার তরুণালোক দেখা দিল। অল্পে অল্পে দৈত্যপতির মুখমণ্ডলে ক্রোধের পরিবর্ত্তে প্রসন্নতার চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল। তিনি সহাস্যমুখে বলিলেন—"যুবা—উঠ। আমি তোমায় পরীক্ষা করিতেছিলাম মাত্র। আমি দৈত্যবংশোদ্ভব, তাহাতে বৃদ্ধ হইয়াছি। মনুষ্যকন্যায় আমার কোনই প্রয়োজন নাই। [illegible] নদী হইতে শীতল জল আনিয়া তোমার [illegible] চেতনা সম্পাদন কর। তাহার পর [illegible] খুলিয়া বলিব।"

এ কথা শুনিয়া, শাহজাদা, মহা আশ্বস্ত হইয়া নদী হইতে জল আনিয়া, সযত্নে স্বীয় প্রণয়িনীর চেতনাসম্পাদন করিলেন। যুবতী একটু সুস্থ হইলে, মালেক সাদেক বলিতে লাগিলেন—"যখন তুমি অতি শিশু, তখন এক দিন তোমার পিতা এবং আমি উভয়ে ছদ্মবেশে ইস্তাম্বুল সহরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে এই কন্যাকে দেখি। ইনিও তখন অতি শিশু। তোমার পিতা ইঁহার সৌন্দর্য্যদর্শনে মোহিত হইয়া বলিয়াছিলেন, আমার পুত্র যদি বাঁচে, তবে এই কন্যার সহিত বিবাহ দিব। ইস্তাম্বুলের শাহজাদা যখন ইঁহাকে বিবাহ করিল, তখন সেই কারণেই আমি তাহাকে হত্যা করিয়াছিলাম। পরে তোমার পিতার মৃত্যুর পর, অনেক বৎসর ধরিয়া আর ও কথা আমার স্মরণ ছিল না। তোমাকে আসিতে দেখিয়া আবার আমার স্মরণ হইল, তোমার বীরত্ব ও

বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করিবার জন্য কন্যাকে অন্বেষণ করিবার ভার তোমাকেই দিয়াছিলাম। বৎস,—তোমার ক্লেশকর পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। আমি ইতি-মধ্যেই তোমার নিষ্ঠুর পাপাত্মা পিতৃব্যকে তোমার রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছি। তোমার পিতৃসিংহাসন তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। শীঘ্রই তোমাকে পারস্য-রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া, এই কন্যার সহিত তোমার বিবাহ দিব।"

মহা সমারোহে যুবরাজের অভিষেক ও উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। বিবাহের পর, নবীন বাদশাহ রাজ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিকে ডাকাইয়া নিজ জীবনের ইতিহাস বলিয়া, একখানি কাব্য রচনা করিতে আজ্ঞা দিলেন। সেই কাব্যের শীর্ষদেশে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইল :—

"মৃত্যু হইতে প্রেম বলবান্।"

পরিশিষ্ট

বঙ্কিম বাবুর কাজির বিচার

প্রথম পরিচ্ছেদ

বঙ্কিম বাবু যখন বারাসত মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, সেই সময়ের কথা বলিতেছি।

শ্রাবণ মাস—ঘোর বর্ষা—বড় দুর্দ্দিন। রহিয়া রহিয়া মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। আকাশ একই প্রকার পাংশুবর্ণ মেঘে সমাচ্ছন্ন। চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার, যেন কুজ্ঝটিকায় পরিবৃত। খাল, বিল, নদী, পুষ্করিণী সমস্ত জলে পরিপূর্ণ। কোথাও কোথাও পথস্থিত সেতুর পার্শ্ব ভাঙ্গিয়া গিয়া, তাহার মধ্য দিয়া জলস্রোত বহিয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বদিক্ হইতে প্রবলবেগে বায়ু বহিয়া সেই দুর্দ্দিনের ভীষণতা বৃদ্ধি করিতেছে। এমন সময়ে রহিমগঞ্জের হরনাথ ভট্টাচার্য্য বসিরহাট হইতে বারাসত যাইবার পথাবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। পথিক দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠকায়—নগ্নপদ, স্কন্ধে উত্তরীয়, গোলপত্রের ছত্র মাথায় দিয়া সেই কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছিল রাজপথ বাহিয়া দ্রুতবেগে বারাসতাভিমুখে পদচালনা করিতেছেন। তাঁহার মূর্ত্তি গম্ভীর, ললাট চিন্তাক্লিষ্ট। কলিকাতায় তাঁহার একমাত্র পুত্র কলেজের ছাত্র—সে সাংঘাতিক পীড়িত হইয়াছে বলিয়া, টেলিগ্রাম আসিয়াছে। তাই ব্রাহ্মণ সেই দুর্দ্দিনেও দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া কলিকাতা যাইতেছেন। নতুবা এরূপ নিদারুণ বর্ষায় ও ঘোরঝঞ্ঝাবাতে পথে বাহির হয় কাহার সাধ্য!

ক্রমশঃ সন্ধ্যাগত দেখিয়া হরনাথ গতির বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তখনও বরাসতে রেল হয় নাই। সুতরাং সেই রাত্রি সেই স্থানেই কাটাইতে হইবে। বারাসতে কেহ পরিচিত নাই—দিনের আলো থাকিতে থাকিতে রাত্রি-যাপনের জন্য কোনও স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনি কোনমতেই বারাসতে পৌছিতে পারিলেন না।

একে কৃষ্ণপক্ষীয় রজনী—তাহাতে চতুর্দ্দিক্ মেঘাচ্ছন্ন—ব্রাহ্মণ আর পথ দেখিতে পান না। অতি কষ্টে বাজারে পৌছিয়া বাসার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন দোকানদারই স্থান দিতে স্বাকৃত হইল না। অনেকেই বলিল—"আমরা দোকান বন্ধ করিয়া বাড়ীতে শয়ন করি।" অবশিষ্ট, এই দারুণ বর্ষায় স্থানাভাব বলিয়া আপত্তি করিল। তখন অগত্যা তিনি গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভদ্রপল্লীতে অতিথি হইয়া রাত্রিযাপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ এ বাড়ী সে বাড়ী করিয়া বেড়াইলেন—সকলেই বলে, 'স্থান হইবে না।' অবশেষে একটি ভদ্রলোকের চণ্ডীমণ্ডপে প্রদীপ জ্বলিতেছে দেখিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর কর্ত্তা বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছেন। হরনাথ কাতরস্বরে তাঁহাকে স্বীয় নাম-ধাম ও বিপন্ন অবস্থা অবগত করাইয়া, সেই রাত্রির জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। গৃহস্বামী শুনিবামাত্র যথেষ্ট সমাদরের সহিত ব্রাহ্মণকে অভ্যর্থনা করিলেন।

গৃহস্বামীও ব্রাহ্মণ—তিনি অতিথিকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গিয়া, তাঁহার জন্য সন্ধ্যাহ্নিক ও জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিতে বলিলেন।

আহারের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত কথোপকথনে অতিবাহিত হইল। হরনাথ কহিলেন—"মশায়! কি আশ্চর্য্য কথা, এখনো হিন্দুধর্ম্ম রয়েছে—এক জন বিপন্ন ব্রাহ্মণকে এ দুর্দ্দিনে কেউ একটু আশ্রয় দিতে স্বীকার কর্‌লে না! ভাগ্যে মশায় ছিলেন, নইলে আমার দশা আজ কি হ'ত?"

গৃহস্বামী হাসিয়া বলিলেন—"তার কারণ আছে মশায়—বিশেষ কারণ আছে।" হরনাথ কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বলুন দেখি ব্যাপারখানা?"

গৃহস্বামী বলিলেন—"আজ কদিন হ'ল, বারাসতে এক জন চোর, অতিথি সেজে এসে এক ভদ্রলোকের সর্ব্বস্বটা নিয়ে গেছে। তাই কেউ আজ আপনাকে আশ্রয় দিতে স্বীকার হয় নি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আহ্নিক ও জলযোগাদি শেষ করিয়া হরনাথ অত্যন্ত আরাম অনুভব করিলেন। আহারান্তে চণ্ডীমণ্ডপেই তাঁহার জন্য শয্যা প্রস্তুত হইল। তিনি শয়ন করিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই নিদ্রাকর্ষণ হয় না। একে বিদেশ—তাহাতে ব্যাধিক্লিষ্ট পুত্রমুখ স্মরণ করিয়া কেমন এক ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় মন বড়ই উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল। একবার তন্দ্রা আসিতেছে, আবার জাগিয়া উঠিতেছেন। ভাবিতেছেন, কিরূপে রাত্রিটা কাটিয়া যাইবে। এই ভাবে দুই তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হইবার পর, তাঁহার বোধ হইল, যেন বাহিরে খস্‌ খস্‌ করিয়া কি একটা শব্দ হইতেছে। চণ্ডীমণ্ডপের প্রাঙ্গণের দিকে চাহিয়া রহিলেন —বোধ হইল, যেন অঙ্গন পার হইয়া ধীর-পদক্ষেপে কেহ অন্তঃপুরাভিমুখে চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন—"কে এ? চোর নহে ত? যদি তাহা হয়, তবে ত গৃহস্বামীর সর্ব্বনাশ করিবে!"

একবার মনে করিলেন—গোলমাল করিয়া কাজ নাই, চুপচাপ পড়িয়া থাকি, শেষে চোরের হাতে পড়িয়া কি প্রাণটা খোয়াইব? কিন্তু কর্ত্তব্যবুদ্ধি কিছুতেই তাঁহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দিল না। ভাবিলেন—আহা, যে ব্রাহ্মণ আমায় আজ অসময়ে আশ্রয় দিল, বিপদে বন্ধুর মত কায করিল, আমি তাহার কোনও প্রত্যুপকার করিতে পারিব না? সকলকে জাগাই—গোলমাল করি।

তখন তিনি উঠিয়া, কোমর বাঁধিয়া বহিরঙ্গনে দাঁড়াইয়া "চোর চোর" বলিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিলেন। অমনি মুহূর্ত্তমধ্যে চোরটা একটা বাক্স কক্ষে করিয়া বাহির হইয়া আসিল এবং বিদ্যুদ্‌-বেগে তাঁহার সম্মুখ দিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল। হরনাথের শরীরে বিলক্ষণ বল ছিল, তিনি ব্যাঘ্রের ন্যায় এক লম্ফ দিয়া চোরকে ধরিয়া ফেলিলেন। চোর প্রথমে অত্যন্ত বলপ্রয়োগ করিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল। যখন দেখিল, তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই, তখন বাক্স ফেলিয়া হরনাথকে জড়াইয়া ধরিয়া সেও "চোর, চোর," করিয়া চেঁচাইতে আরম্ভ করিল। দুই জনের যুগপৎ চীৎকারে, গৃহস্বামী জাগরিত হইয়া আলো লইয়া বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন যে, আগন্তুক ব্রাহ্মণ ও সরকারী পরিচ্ছদ-পরিহিত জোয়ান আলি কনষ্টেবল, পরস্পরকে সবলে ধরিয়া রাখিয়া উভয়ে "চোর, চোর" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক জন প্রতিবেশীও লণ্ঠন জ্বালিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহস্বামী অতিথির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "এ কি!"

ব্রাহ্মণ বলিল—"মশাই—"

জোয়ান আলি মহা চীৎকার করিয়া বাধা দিয়া বলিল—"চোপরাও হারামজাদ শুয়ারকা বাচ্চা! মশাই, আমি পথে পাহারা দিচ্ছিলাম, দেখি, এ লোকটা একটা বাক্স বগলে ক'রে এখানে এসে দাঁড়াল। আমি হাঁকলাম, কোন্ হায় রে?—কথাই কয় না! মনে ভারি সন্দেহ হ'ল, এসে ধরলাম একে। আমাকে বলে, 'কনেষ্টবল বাবা, ছেড়ে দাও, তোমাকে অৰ্দ্ধেক ভাগ দেব'।" এই বলিয়া সে ব্রাহ্মণের গণ্ডে এক চপেটাঘাত করিল।

কনেষ্টবলের পক্ষ হইতে প্রবল বাধা সত্ত্বেও হরনাথও ক্রমে ক্রমে সমস্ত ইতিহাস ব্যক্ত করিলেন। ক্রমে পুলিসের লোকজন আসিয়া উভয়কে থানায় লইয়া গেল। গৃহস্বামী ও প্রতিবেশীরা সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

* * * *
* * * *

এই মোকর্দ্দমার বিচারভার বঙ্কিম বাবুর উপর পতিত হয়। বঙ্কিম বাবু হরনাথ ও কনষ্টেবল জোয়ান আলির এজাহার লইয়া বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেলেন। কে দোষী, কে নির্দ্দোষ, স্থির করা অসাধ্য মনে হইল। কনষ্টেবল বলিল,—"আমি পাহারা দিতেছিলাম, পথিক কোমর বাঁধিয়া, বাক্স লইয়া পলায়ন করিতেছিল, তাহাকে গেরেপ্তার করাতে সে 'চোর' বলিয়া আমার উপর দোষ ফেলিতেছে।" হরনাথ যাহা যথার্থ ঘটিয়াছিল, তাহাই বলিল।

কনষ্টেবলের পক্ষ হইতে পুলিস ভালরূপ তদ্বির করিতে লাগিল। তাহার পক্ষ হইতে কয়েকজন সাফাইয়ের সাক্ষী দেওয়া হইল, তাহারা উহার সচ্চরিত্রতার বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রয়োগ করিতে লাগিল। অতিরিক্ত প্রমাণ প্রয়োজন বোধ করিয়া, বঙ্কিম বাবু সেই সময়ে সেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত কয়েক জন ভদ্রলোকের সাক্ষ্যও গ্রহণ করিলেন। উভয় পক্ষের সাক্ষীকে ক্রস্, রিক্রস্ এবং প্রয়োজন হইলে রি-রি-ক্রস্ পরীক্ষা পর্য্যন্ত করিলেন। এক জন প্রবীণ এম-এ বি-এল উকীল কনষ্টেবলের পক্ষসমর্থন করিয়া, তর্জ্জনীর দ্বারা কপালের ঘর্ম্ম মুছিতে মুছিতে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। কিন্তু বিদেশী দরিদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষ সমর্থন করিবার কেহ নাই—তিনি

কেবল গলদশ্রুলোচনে, যুক্ত-করে ঊর্দ্ধমুখে মনে মনে অকূলের কাণ্ডারী বিপদভঞ্জন দীনবন্ধু মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু তাঁহার বৈঠকখানায় একাকী বসিয়া আছেন। আলবোলার নলটি মুখে দিয়া অনন্যচিত্ত হইয়া সেই মোকদ্দমার বিষয় চিন্তা করিতেছেন। কয়েক দিন হইতে তাঁহার ভুবনবিজয়ী মহালেখনী উপেক্ষিত। আজকাল করিয়া দুই সপ্তাহ মোকদ্দমার রায় মুলতবী রাখিয়াছেন। আর বিলম্ব করিলে চলে না—কল্য নিশ্চয় রায় প্রকাশ করিতে হইবে। সকল দিক্ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার বেশ ধারণা জন্মিয়াছে যে, হরনাথ নির্দ্দোষ—কিন্তু স্পষ্ট প্রমাণাভাবে ধারণা-অনুযায়ী কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। তাই তিনি আজ গভীর চিন্তায় মগ্ন। তাঁহার মুখশ্রী গম্ভীর, বদনমণ্ডল চিন্তাপূর্ণ, বাগ্দেবীর লীলাভূমি বিবিধ জ্ঞানের আধার সেই প্রশস্ত ললাট আজ একটা মোকদ্দমার জন্য মুহুর্মুহু কুঞ্চিত হইতেছে। যে প্রশস্ত বক্ষঃস্থলে সার্ব্বজনিক প্রেম, স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি ও মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে সতত পুণ্যোৎসাহ বিরাজমান, তাহা আজ সংশয়-বিষে জর্জ্জরিত। সে প্রতিভাপরিপূর্ণ উজ্জ্বল নয়নযুগল আজ নিষ্পন্দ, পলকশূন্য। ক্রমশঃ তাঁহার মুখমণ্ডল অধিকতর গম্ভীর হইতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য! আয়েষা, দুর্গেশনন্দিনী, ভ্রমরাদির জনয়িতা; বীরেন্দ্রসিংহ, জগৎসিংহ, প্রতাপাদির সৃজনকারী; গুরুশিষ্য-সংবাদের অদ্বিতীয় গুরু; বঙ্গীয় উপন্যাস-ক্ষেত্রের মহারথ; সাহিত্য-পোতের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিবিরহিত কর্ণধার, তাঁহার মস্তিষ্ক আজ এ কি-চিন্তা-তরঙ্গে আন্দোলিত? শুভ্র জ্যোতির্ম্ময়ী, শ্বেতাঙ্গিনী, কমলাসনা, সুরনর-বন্দিতা দেবী ভারতীর লীলাক্ষেত্র সেই মস্তিষ্কের কার্য্যপ্রণালী আমার ন্যায় ক্ষুদ্র শক্তির সাধ্য কি যে বর্ণনা করে! তাহা অনুভব করা আমার ক্ষমতার অতীত।

অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া সহসা মেঘোন্মুক্ত শশধরের ন্যায় তাঁহার মুখশ্রী প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিলেন, নিকটে কেহ নাই। আলবোলা টানিয়া দেখিলেন—আগুন নিভিয়া গিয়াছে। ভৃত্যকে ডাকিলেন—"হরি!"

হরি আসিলে বলিলেন—"দেখ, ব্রজকে শীঘ্র একবার ডেকে নিয়ে আয়। যদি বাড়ীতে না থাকে—তাদের থিয়েটরের রিহার্শেল থেকে ডেকে আনবি, বুঝেছিস্?"

ব্রজলাল কাছারীর এক জন আমলা, বিশ্বাসী ও সৎসাহসী যুবাপুরুষ। বিশেষতঃ সাহিত্যানুরাগী বলিয়া বঙ্কিম বাবুর বড় প্রিয় ছিল।

ব্রজ আসিলে বঙ্কিম বাবু বলিলেন—"হাঁ হে, তুমি সে দিন তোমাদের অপেরাতে কি সেজেছিলে? সেনাপতি বুঝি? যুদ্ধ করতে করতে ম'রে গেলে, গেরুয়া কাপড়ের মালকোঁচা মারা মাথায় লালবনাত পাগড়ী বাঁধা কয়জন লোক এসে আসর থেকে তোমাকে মৃত অবস্থায় তুলে নিয়ে গেল, তোমার সে অভিনয় ঠিক স্বাভাবিক হয়েছিল। কাল প্রাতঃকালে একবার এসো ত, ঐ সম্বন্ধে আরও কিছু বল্‌বার আছে।" ব্রজলাল আসিতে স্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অদ্য পলিকের মোকদ্দমার রায় দিবার দিন। বঙ্কিম বাবু কিছু সকাল সকাল আসিয়া এজলাসে জমকাইয়া বসিলেন। দলে দলে দর্শকমণ্ডলী আসিয়া আদালত-গৃহ পরিপূর্ণ করিতেছে। স্কুলের ছেলেরা স্কুল পলাইয়া, অনেকে স্কুলে না গিয়া ক্রমাগত ভিড় ও গোলমাল করিতেছে। আলিপুর সদর আদালত হইতে কয়েক জন উকীল ও আমলা এই [illegible] মোকদ্দমার বিচার দেখিতে আসিয়াছেন। ক্রমশঃ লোকের জনতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া মহা হৈ-চৈ বাধিয়া গেল। চারি পাঁচ জন কন্‌ষ্টেবল জনতা স্থির রাখিতে পারিতেছে না। তদ্দর্শনে হাকিমের মুখশ্রী মাঝে মাঝে বিরক্তিব্যঞ্জক হইতেছে। দুই পার্শ্বে দুই জন আসামী করযোড়ে দণ্ডায়মান—একদিকে হরনাথ, অন্যদিকে কন্‌ষ্টেবল জোহান আলি। কি হয়, কি হয়, ভাবিয়া সমাগত দর্শকমণ্ডলী সকলেই উদগ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

এমন সময়ে সেই গভীর লোকারণ্য ভেদ করিয়া এক জন পেয়াদা আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে হাকিমকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হুজুর, ব্রজবাবুকে খুন ক'রেছে।"

বঙ্কিম বাবু। (আশ্চর্য্য হইয়া) বলিস্ কি রে? কোথায়?

পেয়াদা। ধর্ম্মাবতার! গ্রামের বাহিরে বসিরহাট যাইবার রাস্তায় পোলের নীচে তাহার

মৃতদেহ পড়িয়া আছে। স্থানে স্থানে আঘাত-চিহ্ন—বস্ত্রে রক্তের দাগ। হুজুর অনুমতি করেন ত পুলিসকে বলিয়া লাস চালান দেওয়া যায়।

বঙ্কিম বাবু। পুলিসে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে, কিরূপ অবস্থায় আছে, একবার দেখা আবশ্যক। শীঘ্র এইখানে সে লাস আনিতে হইবে।

পেয়াদা। খোদাবন্দ, এত শীঘ্র আনাইবার লোক কোথায় পাইব? ডোমেদের ডাকিয়া যোগাড় করিতে বিস্তর বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা।

বঙ্কিম বাবু। (একটু চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, এই চোর দুটাকে লইয়া যা—ইহারা বহিয়া লইয়া আসিবে। আর দারোগা সাহেবকে বলিয়া দে, সঙ্গে গিয়া কেহ যেন গোলমাল না করে।

সুতরাং পেয়াদা চোর দুই জনকে সঙ্গে করিয়া কাছারীর চৌকীদারের নিকট হইতে (তাহার বিস্তর আপত্তি সত্ত্বেও) খাটিয়া লইয়া, ব্রজলালের মৃতদেহ আনিতে গেল।

মৃতদেহ খাটিয়ার উপর তুলিয়া, চাদর ঢাকা দিয়া স্কন্ধের উপরে তুলিলে—তাহাদিগকে সাবধানে ধীরে ধীরে আনিতে আজ্ঞা দিয়া, পেয়াদা দ্রুতপদে অনেক আগে আগে আসিতে লাগিল। বিচারক তাহাকে এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণ হরনাথ, মৃতদেহ বহন করিয়া অনেক পথ অগ্রসর হইয়াই কাঁদিয়া ফেলিলেন। একে পুত্রের সাংঘাতিক পীড়া শ্রবণে কলিকাতা যাইতেছিলেন, আজ দুই সপ্তাহের অধিক হইল, তাহার অবস্থা কিছুই অবগত নহেন, তাহার উপর চৌর্য্যাপরাধে ধৃত হইয়া প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতেছেন। হাজতে থাকিয়া অনশনে, অর্দ্ধাশনে, অনিদ্রায় শরীর জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর আজ অস্পৃশ্য যবনের সহিত মৃতদেহবাহীর কার্য্যও করিতে হইল! দুঃখে, কষ্টে মনস্তাপে উৎকল্প হইয়া হরনাথ জোয়ান আলিকে সম্বোধন করিয়া ক্ষোভে কহিলেন,—

"ভাই, তোমাকে ধ'রে আমি কি দুষ্কর্ম্মই না করেছি! আমার মান গেল, সম্ভ্রম গেল, জাত গেল, শারীরিক কষ্টে প্রাণ যাবার যো হয়েছে, আরও কপালে কি আছে জানিনে।"

কনষ্টেবল চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, নিকটে কেহ নাই। তখন মুখ ও নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"কেমন বামুন, যেমন আমায় ধ'রে-ছিলি, তেমনি জব্দ! তুই বড় নেমকহারাম কি না, এখন দেখ মজা! আমরা পুলিসের লোক—আমাদের কিছুই হবে না—তোকেই জেলে প'চে মরতে হবে।"

ব্রাহ্মণ। তাই ত ভাই, বড়ই দুষ্কর্ম্ম করেছি তোমাকে না ধ'রলেও ত সবাই আমাকেই সকালবেলা চোর ব'লে সন্দেহ করত। এখন ত আর কোন উপায় নেই—কি করি? কি ক'রে অব্যাহতি পাই?

কনষ্টেবল। এখন আর উপায় কি?—উপায় শ্রীঘর। তখন উপায় ছিল—আমি চুরি ক'রে চ'লে গেলে, তুইও জোরে জোরে পলাতে পারতিস্, তোকে লোকে সন্দেহ করত, কিন্তু ধরতে পারত না।

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে লোকালয়ে আসিলে কনষ্টেবল নিস্তব্ধ হইল, সুতরাং ব্রাহ্মণও নীরব হইলেন।

ব্রজলালের বস্ত্রাবৃত দেহ খাটিয়া সমেত কাছারীর বৃহৎ হলের মধ্যে নীত হইল। সেই লোকারণ্য নির্ব্বাক নিস্পন্দ, যেন কাহারও নিশ্বাস পর্য্যন্ত পড়িতেছে না। বিদেশী ব্রাহ্মণ-পথিকের মোকর্দ্দমা দেখিতে আসিয়া এ আবার কোন্ অচিন্তিতপূর্ব্ব রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের অবতারণা! সেই লোকারণ্যমধ্যে কয়েকজন ব্রজলালের বন্ধু উপস্থিত ছিল। তাহাদের মুখে বিষম বিষাদচ্ছায়া ব্যাপ্ত হইল। এজলাসের সম্মুখস্থিত উকীল-মোক্তারগণের স্থান পরিষ্কৃত করিয়া ব্রজলালের খাটিয়া নামান হইল। বঙ্কিম বাবু চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সহসা সেই "পরলোকগত" ব্রজলাল আচ্ছাদিত বস্ত্রাবরণ উত্তোলন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নিকটে কয়জন বৃদ্ধ উকীল-মোক্তার দাঁড়াইয়া ছিল—তাহারা ব্রজলালের মৃতদেহ প্রেতগ্রস্ত হইয়াছে ভাবিয়া মুখ-ব্যাদান পূর্ব্বক পশ্চাৎ ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল। ব্রজলাল উঠিয়া দাঁড়াইয়া কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া একেবারে সাক্ষ্যমঞ্চে আরোহণ করিল এবং বঙ্কিম বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"ধর্ম্মাবতার! বিদেশী ব্রাহ্মণের কোন দোষ নাই—সে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। কনষ্টেবল আপন মুখে সমস্ত দোষ স্বীকার করিয়াছে। আমি বরাবর উহাদের কথোপকথন শুনিতে শুনিতে আসিয়াছি।" এই বলিয়া পথিমধ্যে যাহা শুনিয়াছিল, সমস্ত যথাযথ বর্ণন করিল।

তখন সকলে বুঝিল, সেই রহস্যময় বিষম সমস্যার সমাধান করিবার জন্যই বঙ্কিম বাবু এই অদৃষ্টপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব, অত্যাশ্চর্য্য মৃতদেহের অভিনয় দ্বারা যথার্থ সাক্ষ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

সত্যপরায়ণ ব্রজলালের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া বঙ্কিম বাবু সেই সহায়সম্পত্তিহীন বিদেশী ব্রাহ্মণ চরনাথকে বেকসুর খালাস এবং উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিপরিবৃত উকীল-মোক্তার-সমাশ্রিত কন্‌ষ্টেবল জোয়ান আলিকে কঠোর পরিশ্রমের সহিত দুই বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ করিলেন। তখন দর্শকমণ্ডলী বঙ্কিম বাবুর সূচিমুখী বুদ্ধির ও অতুলনীয় উদ্ভাবনীশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে আদালত-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। এই ঘটনায় বারসত হইতে আলিপুর পর্য্যন্ত "ধন্য ধন্য" প্রশংসায় প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল।

দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর

নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামের জমিদার পরলোকগত শ্রীযুক্ত শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে চন্দ্রমোহন নামক একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বালক পাকশালার সহকারিরূপে নিযুক্ত ছিল। ছেলেটি বড় চালাক, চতুর ও মিষ্টভাষী বলিয়া বাটীর সকলেই তাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। সে মুহুরীদের সাধ্যসাধনা করিয়া দুই চারিখানি বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিয়া ফেলিয়াছিল। অতঃপর তাহার মনে গ্রন্থকার হইবার উচ্চাভিলাষ জাগিতে লাগিল। খানকতক কাগজ সংগ্রহ করিয়া চন্দ্রমোহন পুস্তকাকারের একখানি দিব্য খাতা সিলাই করিল। ভিতরে প্রথম পাতায় ধরিয়া ধরিয়া বড় বড় করিয়া অ আ লিখিল। পরের পাতায় আর একটু ছোট ছোট করিয়া ক খ লিখিল; তাহার পর কর, খল না লিখিয়া দুই অক্ষরে ঐরূপ অন্য অন্য কথা—কল, খগ,—ইত্যাদি লিখিল; এইরূপে বদলাইয়া সদলাইয়া অর্থযুক্ত ও অর্থবিহীন, অসংযুক্তবর্ণ শব্দরাশি স্থানে স্থানে সন্নিবদ্ধ করিল। পাড়ার ছেলেগুলার নাম করিয়া, কে ছুরিতে পা কাটিয়া ফেলিয়াছে, কাহার পড়িবার বই নাই, কে পাঠশালায় যায়, কে যায় না, কে তিন দিনে নূতন বহি কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে, কে-ই বা তাহা যত্ন করিয়া পড়িয়া শেষে ছোট ভাইয়ের কাজে লাগাইয়া দেয়, কে বাড়ীতে আসিয়া নানারূপ উৎপাত করে, কে "লক্ষ্মী" হইয়া পড়াশুনা করে—ইত্যাদি সমসাময়িক ইতিহাসে পাঠের পর পাঠ পূর্ণ করিয়া ফেলিল। পুস্তকের শেষে ১ হইতে ৯ পর্য্যন্ত অঙ্ক এবং উপরে প্রত্যেকের নাম, তাহারও ত্রুটি হইল না। এইরূপে প্রথম ভাগ রচনা শেষ হইল। মলাটের উপর স্বীয় চিত্রবিদ্যার অপূর্ব্ব নমুনা রাখিয়া বর্ডার প্রস্তুত করিল। তাহার পর যথাস্থানে লিখিল—"বর্ণ-পরিচয় প্রথমভাগ—চন্দ্রমোহন বিদ্যাসাগর প্রণীত।" বুঝি তাহার ধারণা ছিল, প্রথম ভাগ লিখিতে পারিলেই বিদ্যাসাগর উপাধি গ্রহণের অধিকার জন্মে! এক দিন একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"প্রথম ভাগে ঐ যে গোপালের, রাখালের কথা লেখা আছে, ও সব কি সত্যি?" সে বলিল—"সত্যি না আরো কিছু! ও সব বানানো।" সেই অবধি সে মনে মনে করিত, আমার প্রথম ভাগে সমস্তই সত্যকথা রহিল, তবে আমার খানিই ভাল।

একদিন কেমন করিয়া এই গ্রন্থকার-বালকের প্রথম উদ্যমখানি কর্ত্তাদের চোখে পড়িল। তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া হাসিয়াই আকুল হইলেন। বাটীর সকলে একত্র হইয়া এই অপূর্ব্ব প্রথম ভাগ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সকলেই বলিলেন,—"বাঃ চন্দোর! তুই রাতারাতি যে বিদ্যেসাগর হয়ে গেলি রে!" সকলে পরামর্শ করিলেন, এবার অবধি ইহাকে বিদ্যাসাগর নাম দেওয়া যাক্। প্রথমে যুবকেরা তাহাকে অবিশ্রান্তভাবে বিদ্যাসাগর বলিতে লাগিল; পরে বালকেরাও তাহাই ধরিল; ক্রমে কর্ত্তারা, মহিলারা ধরিলেন। অবশেষে কর্ম্মচারিবর্গ, দাসদাসী, পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই চন্দ্রমোহনকে বিদ্যাসাগর বলিতে লাগিল। পাঁচ সাত বৎসর পরে, তাহার পূর্ব্বনামের চিহ্নমাত্রও সে গ্রামে রহিল না; নবজাত বালক-বালিকারা সে পুরাতন নামের কোন সংবাদই পাইল না। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে শিবদাস বাবু একবার সপরিবারে কলিকাতায় আসিলেন। এখন "বিদ্যেসাগর" তাঁহার প্রধান পাচক, সেও সঙ্গে আসিল।

প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত শিবদাস বাবুর সম্প্রীতি ছিল। কলিকাতায় আসার কিয়দ্দিন পরেই শিবদাস বাবুর সাদর আহ্বানে তাঁহার আবাসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শুভাগমন হইল। কর্ত্তা গোপনে সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন—আজ আসল বিদ্যাসাগর আসিয়াছেন, খবরদার, কেহ যেন আজ চন্দ্রকে বিদ্যাসাগর বলিয়া ডাকিও না। গৃহিণী ঠাকুরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রতম ভৃত্য বালকটাকে পর্য্যন্ত শিবদাস বাবু স্বয়ং বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিলেন। সকলে বিশেষ চেষ্টা করিয়া কিছুক্ষণ চন্দ্রমোহনকে চন্দ্রমোহন বলিয়াই ডাকিল; কিন্তু শেষে আর রাখিতে পারা গেল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় মাঝে মাঝে, এ ঘর ও ঘর সে ঘর হইতে "বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর" শব্দ শ্রবণ করিয়া চমকিয়া উঠেন, তাহার অব্যবহিত

পরেই শব্দ আসে, "চুপ চুপ চুপ।" আবার শুনিতে পান—"ও বিদ্যেসাগর! ডালে নুণ হয়নি কেন?" "ও বিদ্যেসাগর! হাত চালিয়ে নাও না, হাঁ ক'রে কি দেখছ!" "ও বিদ্যেসাগর! পায়সটায় যে ধোঁয়ার গন্ধ বেরিয়েছে"—আবার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ আসে—"চুপ চুপ চুপ।" বিদ্যাসাগর মহাশয় ত কিছুই ঠিক করিতে পারেন না। লজ্জায় কাহাকেও জিজ্ঞাসাও করিতে পারেন না। অবশেষে এই মহা-পুরুষেরও লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিল। অতিমাত্র কৌতূহলী হইয়া তিনি স্মিত-মুখে শিবদাস বাবুকে ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করিলেন। শিবদাস বাবু হাসিতে হাসিতে পূর্ব্বের ইতিহাস সবিস্তারে নিবেদন করিলেন—শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ও প্রচুর হাস্য করিতে লাগিলেন।

আহারাদি শেষ হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় সে ত্রস্ত সঙ্কুচিত পাচক ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া আনি আপনার সম্মুখে বসাইলেন। বলিলেন—"তা বে হয়েছে, তুমিও বিদ্যেসাগর, আমিও বিদ্যেসাগর, আ অবধি তুমি আমার মিতে হ'লে।" সেই পাচ ব্রাহ্মণের সহিত প্রতিবেশী বন্ধুর মত তিনি আলা করিতে লাগিলেন—তাহার ঘরের সংবাদ লইলেন তাহার সুখ-দুঃখের কাহিনী অবগত হইলেন। চন্দ্র মোহনকে লইয়া গিয়া ছাপাখানায় তিনি একটি চাকরি করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাকে লেখাপড় শিখাইবারও বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্য দেবী চন্দ্রমোহনের প্রতি সুপ্রসন্না ছিলেন না—সে সেখানে থাকিতে পারে নাই।

বউ-চুরি

প্রথম পরিচ্ছেদ

যে সময়ে নব্য-বঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার একটা ধুম পড়িয়া গিয়াছিল, সেই সময়ের কথা বলিতেছি।

মহামায়া বর্দ্ধমান জেলার একটি সুনিবিড় পল্লী-গ্রাম। সুনিবিড় অর্থাৎ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে কুড়ি মাইল এবং পোষ্ট আফিস হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রামের মধ্যভাগে দেবী মহামায়ার একটি বিগ্রহ স্থাপিত আছে—সেই হইতে ইহার নামোৎপত্তি।

এই ক্ষুদ্র গ্রামটির একটি ক্ষুদ্র জমিদার আছেন, তাঁহার নাম বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার মধ্যম পুত্র অনাথশরণ বি-এ পরীক্ষা দিয়া কয়েক দিন হইল বাড়ী আসিয়াছে। ছেলেটির বয়স বাইশ বৎসর হইবে, বেশে পারিপাট্য আছে, চেহারাটি মন্দ নহে। কিন্তু পিতা তাহার উপরে কয়েকটি কারণে অত্যন্ত চটা। প্রথমতঃ, সে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিয়া থাকে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, গৃহে ষোড়শী স্ত্রী রহিয়াছে, কিন্তু সে তাহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করে না। তাহার কারণ কি জান? সে বলে, যাহাকে আমি ভালবাসিয়া বিবাহ করি নাই, সে আমার স্ত্রী নহে, ভগ্নী। যদি জিজ্ঞাসা কর, উহাকে বিবাহ করিলে কেন? সে বলিবে, যখন বিবাহ করিয়াছিলাম, তখন আমার এ সমস্ত মতামত ছিল না। বালিকার দশা কি হইবে জিজ্ঞাসা করিলে বলে, আমরা উভয়েই ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইব, তাহার পর ব্রাহ্মবিবাহের যে নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইতেছে, সেই আইন অনুসারে আমাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিব; ও তখন ভালবাসিয়া যাহাকে ইচ্ছা স্বামিত্বে বরণ করিতে পারিবে।

বিবাহের পর কলিকাতায় গিয়া অনাথশরণের একটি প্রাণের বন্ধু জুটিয়াছিল—তাহার নাম হেমন্তকুমার সিংহ। সে দীক্ষিত ব্রাহ্ম; তাহার সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রপাতের অল্পকাল পরেই অনাথের মনে ধারণা জন্মিল যে, সে হেমন্তকুমারের দূরসম্পর্কীয়া ভগ্নী নগেন্দ্রবালাকে ভালবাসে। মনের এই চপলতায় প্রথমে অনাথ অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু হেমন্তকুমার তাহাকে সান্ত্বনা দিল। সে বলিল, ভালবাসা একটি ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ, কোনও অবস্থাতেই তাহাতে পাপ স্পর্শিতে পারে না। বিশেষতঃ হেমন্তকুমারের প্রবল বিশ্বাস, প্রেম-সম্পর্ক-বিহীন পূর্ব্বরাগ-বর্জ্জিত বিবাহ বিবাহই নয়! অনাথ মন্দাকিনীকে ভালবাসিয়া বিবাহ করে নাই, সুতরাং সে তাহার স্ত্রী নহে, ভগ্নী, এই অদ্ভুত মত হেমন্তই অনাথের মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইয়াছে। নগেন্দ্রবালাও যে অনাথের প্রতি প্রণয়শালিনী, ইহাও দুই বন্ধু অনুমান করিয়া লইল। এই বিবাহ হইলেই যথার্থ আদর্শ বিবাহ হয়, ইহাই হেমন্তকুমারের মত। কিন্তু অনাথের তথাকথিত স্ত্রী বর্ত্তমানে তাহা অসম্ভব। নগেন্দ্রবালার প্রতি প্রণয় ব্যক্ত করিবার অধিকার পর্য্যন্ত অনাথের নাই। হেমন্ত প্রায়ই বলিত—প্রাণে প্রাণে যোগ, আত্মায় আত্মায় মিলন, ইহাই ভালবাসার চরম সফলতা,—বিবাহ নাই হইল। কিন্তু নূতন ব্রাহ্মবিবাহ আইন হইবার কথা উঠা পর্য্যন্ত তাহারা অন্যরূপ পরামর্শ করিয়াছে।

মধ্যাহ্নকাল বিগতপ্রায়। জ্যৈষ্ঠমাসের আম-পাকানো রৌদ্র বাহিরে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। অনাথ-শরণ বহির্ব্বাটীর কক্ষে ডেস্কের সম্মুখে চেয়ারে উপবিষ্ট। এই কক্ষটি তাহার নিজস্ব। এইখানেই রাত্রে শয়ন করে। ভিত্তিগাত্রে কয়েকখানি বিলাতী ছবির সঙ্গে একটি একতারা টাঙ্গানো, প্রভাতে ও সায়াহ্নে এইটি বাজাইয়া সে ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়া থাকে। গৃহসজ্জার মধ্যে একটি ক্লক, একটি আলমারী, একটি আলনা এবং শয়নের খাট ছাড়া আর কিছুই নাই।

ডেস্কের ভিতর হইতে অনাথ হেমন্তকুমারের এক-খানি সদ্য-প্রাপ্ত চিঠি বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহার যেখানে যেখানে নগেন্দ্রবালার নাম ছিল, সেখানে সেখানে চুম্বন করিল। চিঠি রাখিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, কি যেন ধ্যান করিতে লাগিল। ঠং ঠং করিয়া ঘড়িতে দুইটা বাজিয়া গেল।

অনাথ তখন ধীরে ধীরে চক্ষু খুলিয়া, পত্রখানি খামে বন্ধ করিল। এক টুকরা কাগজ লইয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিল :—

"আজ রাত্রি বারোটার পর সকলে নিদ্রি... তুমি একবার আমার ঘরে আসিও।"

লিখিয়া, কাগজখা... পা... ছোট করিল। পূর্ব্বকথিত ... ন ডেস্কে বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখে, অঙ্গন জনশূন্য। প্রথম কক্ষে, তাহার বউদিদি কয়েকজন সখীকে লইয়া তাস খেলিতেছে। দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, পালঙ্কের উপর জননী নিদ্রামগ্না। কুলুঙ্গীর কাছে তাহার বালক ভ্রাতুষ্পুত্রটি দাঁড়াইয়া চুরি করিয়া কুল-আচার ভক্ষণ করিতেছে। কাকাকে দেখিয়া সে অপ্রতিভ হইয়া হাঁসিয়া ফেলিল। কাকা তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন। তৃতীয়টি পূজার ঘর; নারায়ণশিলা আছেন; মূর্ত্তি-বিদ্বেষবশতঃ ইদানীং অনাথশরণ এই কক্ষে প্রবেশ করিত না। বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিল, তাহার স্ত্রী মন্দাকিনী মেঝের উপর বঁটি পাতিয়া তেঁতুল কাটিতেছে। দক্ষিণ হস্তের কাছে কলার পাতার উপর কতকটা কাটা তেঁতুল; বঁটির নিম্নে একরাশি কাঁই-বিচী ছড়ান। মন্দাকিনীর ওষ্ঠাধর তাম্বুলরাগরঞ্জিত; কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম; অঞ্চলাগ্র গলায় জড়ানো। মন্দা আপন মনে হেঁট হইয়া তেঁতুল কাটিতেছিল, স্বামীকে দেখিতে পায় নাই। অনাথ প্রায় এক মিনিটকাল বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। বিবাহের পর এই সে প্রথম মন্দাকে ভাল করিয়া দেখিতেছে!

উঠানে আমগাছের শাখা হইতে একটা পাকা আম বাতাসে পড়িয়া গেল। সেই শব্দে মন্দা চমকিয়া বাহিরের পানে চাহিল;—দেখিল, বারান্দায় স্বামী দাঁড়াইয়া। তৎক্ষণাৎ সে বঁটি ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। আধহাত পরিমাণ ঘোমটা টানিয়া জানালার কাছে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার অঞ্চলবদ্ধ চাবিগুলি ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল।

অনাথ মৃদুপদক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করিল। মন্দা-কিনীর পা লক্ষ্য করিয়া পাকানো কাগজখানি ছুড়িয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে মন্দা কাগজখানি কুড়াইয়া লইল। প্রথমতঃ দুয়ারটা বন্ধ করিয়া দিল। জানালার কাছে আসিয়া কাগজখানি খুলিয়া পাঠ করিল। তাহার পর বাহিরে চাহিল। একটা আমগাছে কাচা পাকা অসংখ্য আম ধরিয়া রহিয়াছে; তাহার ভিতরে বসিয়া কোকিল ডাকিতেছে। অনেক দূরে ঘুঘু ডাকি-তেছে। আবার কাগজখানি পড়িল;—আবার আমগাছ পানে চাহিল। গাছের ফাঁকে ...কাশ দেখা যাইতেছে। মন্দা কাগজখানি বুকে চাপিয়া ধরিল। গলবস্ত্র হইয়া নারায়ণ-শিলার সম্মুখে উপুড় হইয়া পড়িয়া প্রণাম করিতে লাগিল। উঠিয়া আবার জানালার কাছে গিয়া কাগজখানি পাঠ করিল।

আজ তাহার জীবনের কি দিন! বিবাহের পর এই প্রথম স্বামী তাহাকে সম্ভাষণ করিলেন। অর-গায়ে মন্দার বিবাহ হইয়াছিল; ফুলশয্যা হইতে যে তিন দিন শ্বশুরবাড়ীতে ছিল, স্বামী সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তখন সে তেরো বৎসরের। ...মধ্যে এক-বার আসিয়া কয়েক মাস ছিল, তখন অনাথের নূতন "মতান্ধি" হইয়াছে। পরিজনবর্গের বহু ...ক্রন্দন সত্ত্বেও অনাথ অন্তঃপুরে শয়ন করে নাই। এবার রাগ করিয়া তাহাকে কেহ বাটীর ভিতর আনিবার চেষ্টা করে নাই। অনাথের মাতা প্রতিদিনই নবীনা-গণকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিতেন। কেহ কর্ণপাত করিত না। এত দিনে স্বামীর কি মনে পড়িয়াছে? মন্দার এ জীবনটা কি তবে বিফল হইবে না? তাহার আত্মীয়গণের, সখীদের, স্বামীর ভালবাসার কথা, সোহাগের কথা শুনিয়া শুনিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইত। মনে হইত, কি পাপ সে করিয়াছে—যাহার জন্য ঈশ্বর তাহাকে এমন শাস্তি দিতেছেন! এইবার কি সে সব দুঃখ তবে দূর হইবে?

হঠাৎ মন্দাকিনীর চিন্তাস্রোত বাধাপ্রাপ্ত ...। অর্গলিত দুয়ারে বাহির হইতে কে গুম্ গুম্ ...য়া কিল্ মারিতেছে।

ব্যস্ত হইয়া মন্দাকিনী দুয়ার খুলিয়া দিল। তাহার ছোট ননদ হরিমতি। হরিমতি বালবিধবা। আজ পাঁচ বৎসর হইল, তাহার এ দশা ঘটিয়াছে। হরিমতি মন্দার অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়; তবু দুই জনে খুব ভাব। দুই জনে দুই জনের সকল সুখ-দুঃখের ভাগী।

মন্দাকে দেখিয়া হরিমতি চমকিয়া বলিল, "তোর কি হয়েছে লা?" মন্দা ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"হবে আবার কি?"

"দোর বন্ধ ক'রে কি করছিলি?"

মন্দা চুপ করিয়া রহিল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া হরিমতির ভারী সন্দেহ হইল। সে মন্দার গলাটি জড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে বল্‌বিনে ভাই?"

"বল্‌ব।"

"কখন্ বল্‌বি?"

"রাত্তিরে।"

"না, এখনি বল্।"

মন্দাও বলিবে না, হরিমতিও ছাড়িবে না। শেষে মন্দা বলিল।

শুনিয়া হরিমতি প্রথমটা চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর অল্প অল্প হাসিতে লাগিল।

মন্দা জিজ্ঞাসা করিল—"হাস্‌ছিস্ কেন ভাই?"

হরিমতি বলিল—"হাস্‌ছি তোর বরটির রকম দেখে। আমি যা ভেবেছিলাম, তাই। এবার এসে অবধি ছোড়্‌দার উসখুস্ ক'রে বেড়ান হচ্চে। বলেওছিলাম বড় বউদিদিকে।"

"কি বলেছিলি?"

"বলেছিলাম, ওগো, এবার হয় ত ছোড়্‌দার মন হয়েছে। এবার তোমরা চেষ্টা কর দেখি, এবার হয় ত ঘরে আস্‌বেন। তা বউদিদি বল্লেন—মন হয়েছে ত আসুক না। আমি কি বারণ করেছি নাকি? আমি বল্লাম—এতদিন আসেন নি, এখন আপনা থেকে কি আস্‌তে পারেন? লজ্জা করে হয় ত। তিনি বল্লেন—সেবার অমন ক'রে আমাদের অপমান করলে, আবার আমি সাধতে যাব? আমি তেমন মেয়ে নই। যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল। দুই মাস[illegible]। এখন ছুটী আছে। ভুগুক, জব্দ হোক।"

মন্দা বলিল—"আমি কিন্তু ভাই যেতে পার্‌ব না।"

"কেন?"

"সে আমার ভারী লজ্জা কর্‌বে।"

হরিমতি হাত নাড়িয়া বলিল—"ওলো দেখিস্! ঢিপুকুটি কি না; বরের কাছে যেতে লজ্জা করবে! কতক্ষণে যাবি, ঘণ্টা গুণছিস্, তাই বল্। শেষে আর ন্যাকামো কর্‌তে হবে না।"

মন্দা বলিল—"না ভাই, ঠাট্টা রাখ। আমার ভয় হচ্চে।"

"প্রথম দিনটা ভয় হ'তে পারে। তা একদিন বই ত নয়।"

"রোজ রোজ আমি যাব বুঝি? তা হ'লে একদিন ধরা পড়তে হবে না?"

"ধরা না পড়লে আর উপায় কি ভাই? একদিন লজ্জা ত ভাঙ্গতেই হবে।"

"তার চেয়ে তুই বরং বউদিদিকে বল্ গে আর একবার। তিনি যা হয় কর্‌বেন।"

"আচ্ছা, তা বল্‌ব; কিন্তু আজকের দিনটা চুরি ক'রেই তোদের দেখা হোক। দেখিস্, চুরির কাঁচা পেয়ারাটা আমটার মতন চুরির সব জিনিসই বড় মিষ্টি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছে[illegible]

"[illegible] ঘুমলি ভাই?"

রা[illegible] মন্দাকিনীকে ডাকিল। মন্দাকিনী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল—"বারোটা হয়েছে?"

"বারোটা ছেড়ে এই একটা বাজল ছোড়্‌দার ঘড়িতে।"

"তুমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলে?"

"নাঃ—আমার চোখে আর কি ঘুম আছে? যত ঘুম তোর। যার বিয়ে তার হুঁস নেই, পাড়া-পড়শীর ঘুম নেই।"

এই কথা বলিয়া হরিমতি প্রদীপ জ্বালিল। আনলা হইতে একখানা ধোয়া দেশী শাড়ী পাড়িয়া বলিল—"নে, এইখানা পর্।" মন্দা বলিল—"না ভাই,—আর অত্তে কাজ নেই।" হরিমতি বলিল—"দূর ছুঁড়ি, এই ময়লা কাপড় প'রে কি যায়?" বলিয়া মন্দার আঁচল ধরিয়া টান দিল। তখন মন্দা হরিমতির আদেশ পালন করিতে পথ পাইল না।

কাপড় পরা হইলে হরিমতি বলিল—"বল্, এগিয়ে দিয়ে আস্‌তে হবে না কি?" মন্দাকিনী একটা প্রচলিত দেশীয় ঠাট্টা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সামলাইয়া লইল। কারণ, এ সময়ে হরিমতিকে রাগানো সুবুদ্ধির কর্ম্ম হইবে না। সুতরাং বলিল—"নইলে আমি বউ মানুষ একা যাব না কি?"

দুই জনে দুয়ার খুলিয়া বারান্দায় বাহির হইল। নিস্তব্ধ জ্যোৎস্না রাত্রি। মন্দাকিনীর পায়ে মল ছিল, ঝম্ ঝম্ করিতে লাগিল। হরিমতি সে শব্দে চমকিয়া বলিল—"আ মরণ! মল চারগাছা খুলিসনি? ভাবে ভোর হয়েছিস্ যে!"

মন্দাকিনী মল খুলিয়া বালিসের নীচে রাখিয়া আসিল। তার পর দুই জনে বৈঠকখানা অভিমুখে চলিল। কাছাকাছি পর্য্যন্ত গিয়া হরিমতি মন্দাকিনীর কানে কানে বলিয়া দিল—"দোর ভেজিয়ে রাখব; আস্তে আস্তে সাবধানে আসিস এখন।" বলিয়া সে ফিরিয়া গেল।

মন্দা ধীরে ধীরে সিঁড়ি চারিটি ভাঙ্গিয়া স্বামীর ঘরের বারান্দায় উঠিল। দুয়ারের ফাঁক দিয়া দেখিল, আলো জ্বলিতেছে। প্রবেশ করিতে তাহার অত্যন্ত ভয় হইতে লাগিল। বুকটি দুড় দুড় করিতে লাগিল। পা আর উঠে না। শেষে সাহসে ভর করিয়া দুয়ারটি নিঃশব্দে খুলিয়া প্রবেশ করিল।

দেখিল, মাথার শিয়রে বাতি জ্বালিয়া স্বামী নিদ্রা যাইতেছেন।

পিছু ফিরিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া মন্দাকিনী খিল দিল। বাতিটা নিবাইয়া দিল—দ্বারে জ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়াছিল, এখন তাহা যেন হাসিয়া উঠিল। স্বামীর বিছানায়, স্বামীর মুখে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। মন্দা দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ সেই সুপ্ত মুখখানি দেখিল; ভাবিল—ইনি আমার স্বামী! আমার স্বামী বড় সুন্দর।

এইরূপে এক মিনিট অতিবাহিত হইল। মন্দা মনে মনে বলিল—"বেশ মানুষ ত। লোককে ডেকে এখন নিজে দিব্য ক'রে নিদ্রা যাচ্ছে।"

কি করিবে, কিয়ৎক্ষণ ভাবিল। শেষে স্থির করিল, কখনও ত পদসেবা করিতে পাই নাই; এই প্রথম সুযোগ ছাড়ি কেন?

তখন সে সন্তর্পণে স্বামীর পদতলে উপবেশন করিয়া পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। আরামে অনাথশরণের নিদ্রা গভীরতর হইল। জানালা দিয়া মিঠা মিঠা দক্ষিণা বাতাস আসিতেছে। এই ভাবে কিয়ৎকাল—প্রায় আধ ঘণ্টা—কাটিলে, মন্দা স্বামীর পায়ের কাছে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

দুইটা বাজিবামাত্র অনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল। চেতনপ্রাপ্তির প্রথম কয়েক মুহূর্ত অনুভব করিল, তাহার মন যেন কিসের প্রতীক্ষায় ব্যাপৃত রহিয়াছে। ক্রমে স্মরণ হইল, আজ মন্দাকিনীকে আসিতে বলিয়াছে। যতক্ষণ জাগিয়াছিল, তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। যখন সাড়ে বারোটা হইয়া গেল, তখন মন্দাকিনী আসিবে না বুঝিয়া শয়ন করিয়াছে। এই ভাবিতে ভাবিতে পার্শ্ব-পরিবর্তন করিল। অমনি তাহার পা মন্দাকিনীর গায়ে ঠেকিল। কোমল স্পর্শে অনাথ বিস্মিত হইয়া উঠিয়া বসিল। দেখিল, মন্দাকিনী ঘুমাইতেছে। জ্যোৎস্না তখন সরিয়া গিয়াছে, মন্দাকিনীর মুখখানির উপর পড়িয়াছে। সেই আলোকে অনাথ সুপ্তিমগ্না নবযৌবনা পত্নীকে দেখিতে লাগিল। বড় সুন্দর বলিয়া মনে হইল। ঠোঁট দুখান এক একবার কাঁপিয়া উঠিতেছে; মন্দা বুঝি তখনও স্বপ্ন দেখিতেছিল।

স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া অনাথ ভাবিতে লাগিল, এ বড় সুন্দর ত! এ যেন নগেন্দ্রবালার চেয়েও সুন্দর। দুইতিন মিনিট এই ভাবে কাটিলে অনাথ সহসা মুখ ফেরাইয়া লইল; চক্ষু বুজিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল,—"হে ঈশ্বর, আমার হৃদয়ে বল দাও।"

চন্দ্রালোক হৃদয়ে দুর্বলতা আনয়ন করে ভাবিয়া, অনাথ তাড়াতাড়ি বাতিটা জ্বালিয়া ফেলিল। কেরোসিনের তীব্র আলোকে মনে হইল, বুঝি স্বপ্নজড়িমা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মন্দাকিনীর গায়ে হাত দিয়া তাহাকে জাগাইল।

মন্দা উঠিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। কাপড়চোপড়গুলা কিছুতেই যেন আর বাগ মানে না; অনেক চেষ্টার পর, রীতিমত ঘোমটা দিয়া, অনাথের পানে একবার আড়চোখে চাহিয়া, মুখ নত করিয়া বসিল।

অনাথ ডাকিল—"মন্দাকিনি!"

মন্দা নিমেষমাত্র ঘোমটার ভিতর হইতে অনাথের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া আবার চক্ষু নামাইল।

"মন্দাকিনি, আজ তোমায় কেন ডেকেছি জান?"

মন্দা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সে জানে না।

অনাথ বলিল—"তবে শোন। আমার সঙ্গে তোমায় কল্‌কাতায় যেতে হবে। যাবে?"

মন্দা উত্তর করিল না। অনাথ বলিল—"যাবে কি?"

অতি মৃদুস্বরে মন্দা বলিল—"আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে, সেইখানে যাব।"

"আমার বাপ-মার অমতে অজান্তে। যেতে পারবে?"

মন্দা কোন উত্তর করে না। অনাথ বলিল—"কথা কও। এখন লজ্জার সময় নয়। যেতে পারবে? বল।"

মন্দা বলিল—"মা-বাপের অজান্তে কেন? তাঁদের অনুমতি নাও না, এখন ত সকলেই বিদেশে স্ত্রী নিয়ে যাচ্ছে।"

"সে প্রস্তাব আমি হারু কাকাকে দিয়ে করিয়েছিলাম। বাবার মত নেই। বলেছেন—ওর এখন মতি-গতির স্থিরতা কি? নিজে যে চুলোয় ইচ্ছে হয়, সেই চুলোয় যাক্। বাড়ীর বউটাকে যে জুতো-মোজা পরিয়ে ব্রাহ্মসমাজে নিয়ে যাবে, সে আমি বেঁচে থাকতে দেখতে পারব না।"

"তুমি আমায় ব্রাহ্মসমাজে নিয়ে যাবে সত্যি কি?"

"আমরা দুজনে পবিত্র ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হব।"

মন্দাকিনী প্রমাদ গণিল; স্বামী কি রহস্য করিতেছেন? বলিল—"আমি ঠাকুর-দেবতা মানি, আমি কি ক'রে ব্রহ্মজ্ঞানী হব?"

অনাথ রীতিমত গাম্ভীর্যের সহিত বলিল—"ও সকল বিশ্বাস তোমায় পরিত্যাগ করতে হবে। ও

ব ভুল। আমি কি ক'রে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস রি?"

"তুমি লেখা-পড়া শিখেছ। আমার কি বুদ্ধি াছে?"

"তোমাকেও লেখা-পড়া শেখাব। কল্‌কাতায় িয়ে সমস্ত বন্দোবস্ত ক'রে দেব। মেয়েদের স্কুলে ্তি ক'রে দেব।"

মন্দাকিনী ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"লেখাপড়া যদি খতে হয়, তবে আমি তোমার কাছে শিখব। ড়ো বয়সে আমি স্কুলে যেতে পারব না।"

অনাথ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল— ুমি ভুল বুঝছ, আমরা দুজনে একত্র এক বাড়ীতে াকব না ত।"

মন্দাকিনী বিস্মিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"তবে ামি কোথায় থাকব?"

"সেই স্কুলেই; সেইখানে মেয়েরা পড়ে, থাকে, তিমত সকল বন্দোবস্ত আছে।"

মন্দা স্থিরস্বরে বলিল—"তবে আমি যাব না।"

অনাথ দেখিল, যেখানে রোগ, সেখানে কিৎসা হইতেছে না। সকল কথা খুলিয়া বলা বশ্যক। বলিল—"কেন আমি এত দিন তোমার ঙ্গ দেখা-সাক্ষাৎ করিনি, তুমি কিছু শুনেছ?"

মন্দা বলিল—"শুনেছি, কিন্তু ভাল বুঝতে রিনি।"

"তবে বুঝিয়ে বলি শোন। প্রথমতঃ, আমাদের াহ ভালবাসার ফল নয়। দ্বিতীয়তঃ তার অনুষ্ঠা- ি পৌত্তলিক মত অনুসারে হয়েছে। এই দুটি রণে, আমার মতে আমাদের বিবাহ অসিদ্ধ। রাং তুমি আমার স্ত্রী নও, বোনের মত। লে?"

"না!"

"তবে আর একটা কথা খুব স্পষ্ট ক'রে বলি, ন। আমি তোমায় ভালবাসিনে।"

মন্দা বলিল—"তা ত দেখতেই পাচ্চি।"

"আমি আর একজনকে ভালবাসি।"

"তবে আমায় কল্‌কাতায় নিয়ে গিয়ে কি করবে?"

"দেখ মন্দা, আমি তোমায় ভাল না বেসে বিয়ে িচি, তাই তোমার প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করা ছে। তার উপর তোমার বাকী জীবনটা নিষ্ফল র দিয়ে আর সর্ব্বনাশ করব না। আমরা নই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করলে আমাদের বিবাহ-বন্ধন করা যাবে। তখন তুমি স্বাধীন হবে, যাকে বিবাহ কোরো। এই জন্যে কল্‌কাতায় গেলে আমাদের একত্র বাস অসম্ভব। সব কথা বুঝতে পারলে?"

মন্দাকিনী বেশী করিয়া ঘোমটা দিল, কোনও উত্তর করিল না, প্রশ্ন করিল না, কাঠের পুতুলের মত বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অনাথ জানিতে পারিল, মন্দা কাঁদিতেছে।

ইহাতে অনাথ মনে ক্লেশ অনুভব করিল। ইচ্ছা করিল, মন্দার মুখের আবরণ খুলিয়া তাহার চক্ষু দুইটি মুছাইয়া দেয়; কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণ কর্ত্তব্যজ্ঞান তাহাকে বাধা দিল। এই রাত্রে, নির্জ্জন গৃহে, যুবতী স্ত্রীলোকের অঙ্গস্পর্শ করা নীতিসঙ্গত বলিয়া মনে হইল না। সুতরাং শুধু বলিল—"মন্দা, কাঁদ কেন? আমি তোমার মঙ্গলের জন্যই ত বলছি।"

কিন্তু মন্দাকিনী কিছুই বলিল না, তাহার ক্রন্দনও থামিল না।

অনাথ ডাকিল—"মন্দা!"—এবার স্বর অন্যরূপ; এ যেন আদরের স্বর। এ স্বর শুনিয়া মন্দা বেশী কাঁদিতে লাগিল।

অনাথ বিস্মিত হইয়া ভাবিল—এ কথায় মন্দার এত দুঃখ? এত ক্লেশ? একটা ভাবী পরিত্রাণের আনন্দ সে অনুভব করিল না? আমি ভালবাসি না—ভালবাসিতে পারি না,—তাহা জানে। এ বন্ধন ছিন্ন হইলে জীবনের সুখময় পথে চলিবার অবসর পাইবে। তথাপি এ প্রস্তাবে এত দুঃখ কেন? তবে কি আমায় ভালবাসে?

এই সময় ঘড়িতে টং টং করিয়া তিনটা বাজিল। মন্দা উঠিয়া বলিল—"আমি যাই।"

অনাথ মন্দাকে স্পর্শ করিল। তাহার হাত-খানি ধরিল,—ধরিয়া বলিল—"তোমার মনের কথা আমায় খুলে বল মন্দা।"

মন্দা কম্পিতস্বরে উত্তর করিল—"আমার এখন মাথার ঠিক নেই।"

"তবে কা'ল এস। আসবে?"

"দেখব।"

"দেখব না মন্দা, কা'ল নিশ্চয় এস" অনাথের কণ্ঠস্বরে একটা আগ্রহ ধ্বনিত হইল। মন্দা বলিল —"আচ্ছা।" বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন যখন অনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন অনেক বেলা হইয়াছে। প্রথমেই মন্দাকিনীর অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দুটি ছবির মত তাহার মনে উদয় হইল।

অনাথ উঠিয়া বসিল। দেখিল, চুলে পরিবার একটি সোনার কাঁটা বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছে। সেটি তাড়াতাড়ি বাক্সের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল।

প্রাতে সে প্রতিদিন সঙ্গীত ও উপাসনা করিয়া থাকে। কখনও বাদ যায় না। আজ আর তাহা হইয়া উঠিল না। আজ তাহার মনটা বড় উদ্‌ভ্রান্ত।

গ্রামের বাহিরে নদীতীরে গিয়া অনাথ পদচারণা করিতে লাগিল। কিয়ৎপরে দেখিতে পাইল, বাটীর একজন ভৃত্য মাখন সর্দ্দার ছুটিতে ছুটিতে তাহার অভিমুখে আসিতেছে।

হঠাৎ অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার মন চমকিয়া উঠিল। কি হইয়াছে? ও কি আমাকে ডাকিতে আসিতেছে? মন্দাকিনীর কিছু হয় নাই ত? অথবা সে কিছু করিয়া বসে নাই ত?

মাখন সর্দ্দার নিকটস্থ হইলে অনাথ দেখিল, সে কাঁদিতেছে।

দ্রুতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি রে মাখান? কি হয়েছে?"

মাখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আর দাদা ঠাকুর, সর্ব্বনাশ হয়েছে। রোজা ডাক্‌তে যাচ্ছি। কাটি যা!"

কাটি যা অর্থে সর্পাঘাত। অনাথ ভাবিল, মন্দাকিনীকে সর্পে দংশন করিয়াছে। মাখন ততক্ষণ অনেক দূরে। কাহার এরূপ হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করা হইল না।

তখনই অনাথ বাড়ী ফিরিল। প্রথমে সহজ পদবিক্ষেপ আরম্ভ করিয়াছিল, ক্রমে গতির বৃদ্ধি করিল; পরে দৌড়িতে লাগিল।

সদর দরজায় বাড়ীতে আসিতে একটু ঘুরিতে হয়। বাগানের দুয়ার দিয়া প্রবেশ করিল। বাগানে বাগানে বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া কিয়দ্দূরে গাছের আড়ালে হরিমতি ও মন্দাকিনীকে দেখিতে পাইল। তাহারা পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যাইতেছে। উভয়েরই মাথার কাপড় খোলা। মন্দাকিনীর মুখখানি বিষণ্ণতা-মাখা, হরিমতির চক্ষু দুইটি কৌতূহলপূর্ণ। প্রথমে হরিমতিরা অনাথকে দেখিতে পায় নাই, কাছাকাছি আসিয়া দেখিতে পাইল। মন্দাকিনী ত্রস্ত হইয়া ঘোমটা দিল। হরিমতি অনাথের প্রতি যেন গোপনে হাস্য করিতেছে, যেন তাহার চক্ষু দুইটি দাদাকে বলিতেছে—"আমি সব জানি গো সব জানি।" অনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "হরি, কাকে সাপে কামড়েছে?" হরিমতি বিস্মিত হইয়া বলিল—"সাপে কামড়েছে? [illegible], কাকে, তা ত জানিনে।"

অনাথ বৈঠকখানায় গিয়া শুনিল, মাখন সর্দ্দারের স্ত্রীকে সর্পদংশন করিয়াছে। তখন সে মাখনের বাড়ীর অভিমুখে চলিল। সেখানে গিয়া দেখিল, অনেক লোক জমিয়াছে, রোজাগণ উচ্চস্বরে মন্ত্র পড়িতেছে; কিন্তু স্ত্রীলোকটি কিছুতেই বাঁচিল না। মাখন যখন রোজা লইয়া আসিল, তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। তাই দেখিয়া মাখনের যে কান্না! পাঁচ বৎসরের বালকের মত ভূমিতে লুটাইয়া সে কাঁদিতে লাগিল। অনেকে সেই শোকাবহ দৃশ্য সহ্য করিতে পারিল না, হায় হায় করিতে করিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল। অনাথও চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাড়ী ফিরিল। অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিল, একজন কৃষকের অশিক্ষিত অমার্জ্জিত হৃদয়ে এত ভালবাসা? ইচ্ছা করিল, হেমন্তকুমারকে আনিয়া একবার এ দৃশ্য দেখায়। সে সর্ব্বদা বলিয়া থাকে, পূর্ব্বরাগবর্জ্জিত, মন্ত্রপড়া বিবাহে ভালবাসা কিছুতেই জন্মিতে পারে না, তাহা একেবারেই অসম্ভব।

বাড়ী পৌছিয়া দেখিল, হেমন্তকুমারের একখানি পত্র আসিয়াছে।

সত্যমেব জয়তে।

কলিকাতা।
১৭ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার।

প্রিয় ভ্রাতঃ,

গত কল্য তোমাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছি, তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে; অদ্য একটা সুসংবাদ আছে। কান্তপুরের রাজা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীরঞ্জন রায় বাহাদুর তাঁহার পুত্রের জন্য একটি শিক্ষক অন্বেষণ করিতেছিলেন, বৈকালে দুই ঘণ্টা পড়াইতে হইবে। বেতন পঞ্চাশ টাকা। আমি ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। তোমায় তিনি ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিলে অত্যন্ত সুখী হইবেন; কিন্তু তাহা হইলে তোমায় এক সপ্তাহের মধ্যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএব তুমি পত্র পাঠমাত্র পূর্ব্বপরামর্শমত শ্রীমতী মন্দাকিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া চলিয়া আইস। তোমার উত্তর পাইলেই আমি মহিলাবিদ্যালয়ে তাঁহার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিব।

আমার সহিত দেখা হইলেই নগেন্দ্রবালা তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেন। তোমার প্রতি তাঁহার প্রেম যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগ্নী মন্দাকিনীকে লইয়া আসা সম্বন্ধে তুমি কিছুমাত্র

বৃথা বা শঙ্কা করিও না। যদি বাধা প্রাপ্ত হও ত স্মরণ করিও, পৃথিবীতে অধিকাংশ শুভকার্য্য-সম্পাদনেই বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল; ঈশা খৃষ্টীয় প্রিয় ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। সর্ব্বমঙ্গলবিধাতা তোমার সহায় হউন।

ভবদীয়
শ্রীহেমন্তকুমার সিংহ।

অনাথ হেমন্তকুমারের পত্রের কোনও উত্তর দিল না। মন্দাকিনীর অশ্রুমাখা মুখখানি কেবল তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সে যে সম্মত নয়! সে যে ভারী দুঃখিত! কি করিয়া তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবে?

অদ্য প্রভাতে মাখন সর্দ্দারের ব্যাপার দেখিয়া তাহার মত ও বিশ্বাসে একটু আঘাত লাগিয়াছে। যদি মন্দাকিনী তাহাকে ভালবাসে, তাই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিবার প্রস্তাবে সে অত দুঃখাতুর! বিবাহের পূর্ব্বে প্রণয়সঞ্চার না হইলে, পরে যে তাহা হইবেই না, তাহার স্থিরতা-সম্বন্ধে অনাথের মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।

সন্ধ্যাবেলায় তাহার বালক ভ্রাতুষ্পুত্রটি আসিয়া তাহার হাতে একটি খাম দিয়া সবেগে পলায়ন করিল। খাম আটা দিয়া বন্ধ, ভিতরে চিঠি রহিয়াছে, অথচ খামে শিরোনামা নাই। অনাথ খামখানি ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিয়া পড়িল, তাহাতে লেখা আছে :—

প্রিয়তমেষু,

তুমি আমায় যেখানে লইয়া যাইবে, যাইতে প্রস্তুত আছি। যে দিন যে সময়ে বলিবে, আমি তোমার অনুগামিনী হইব। আজ রাত্রে সাক্ষাৎ করিতে পারিব না।

চরণাশ্রিতা দাসী
শ্রীমতী মন্দাকিনী দেবী।

এই পত্র পাইয়া অনাথ ভারী বিস্মিত হইল। যাইতে প্রস্তুত? বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিতে আর দুঃখ নাই?

কয় পংক্তি অনাথ বারংবার পাঠ করিল। যদি দুঃখ নাই, তবে ভালবাসে না। অথচ লিখিয়াছে "প্রিয়তমেষু"—"চরণাশ্রিতা দাসী"—ইহার অর্থ কি? ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে স্থির করিল, ওগুলা বাঁধি গৎ, উহার বিশেষ কোনও অর্থ নাই। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে তাহার মনে ব্যথা বাজিয়াছিল।

কিন্তু তাহা ক্ষণিক মাত্র। মনকে সে দুই তাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে তোমাকে ভালবাসে না বাসে, তাহাতে তোমার কি? মন বলিল—নাঃ—তাহার জন্য আমার কিছুমাত্র মাথাব্যথা নাই। নগেন্দ্রবালার মানসী প্রতিমাকে সে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বুকে চাপিয়া ধরিল। ভাবিল, আর একদিন বিলম্ব করা হইবে না। কল্যই মন্দাকিনীকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিতে হইবে। রাত্রি একটার সময় বাহির হইবে। দুই ক্রোশ দূরে রতনপুর গ্রাম; সে অবধি পদব্রজে যাইবে। সেখান হইতে গরুর গাড়ী করিয়া ষ্টেশনে যাইবে। তারকেশ্বর দিয়া যাইলে আট ক্রোশ, পাণ্ডুয়া দিয়া যাইলে এগার ক্রোশ; পাণ্ডুয়া দিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ। গ্রামের লোকজনের সঙ্গে দেখা হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। একটু দূর হইবে, বিলম্ব হইবে, তা আর কি হইবে? সারা রাত্রি তাহার নিদ্রা হইল না। ভবিষ্যৎসম্বন্ধে নানা প্রকার কাল্পনিক আয়োজনে তাহার মস্তিষ্ক অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে উঠিয়াই মন্দাকিনীকে লিখিল :—

প্রিয় ভগ্নি,

আজ রাত্রি একটার সময় যাত্রা করিতে হইবে। ঐ সময় আমার ঘরে আসিও। জিনিসপত্রের মধ্যে দ্বিতীয় একখানি বস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই লইও না।

শ্রীঅনাথশরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাত্রি একটার সময় স্ত্রীকে চুরি করিয়া অনাথ পলায়ন করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দুই দিন পরে বেলা বারোটার সময় যখন পাণ্ডুয়ার বাজারে অনাথশরণ গো-শকট হইতে মন্দাকিনীর সহিত অবতরণ করিল, তখন রৌদ্র অত্যন্ত প্রচণ্ডভাব ধারণ করিয়াছে। দুই জনেই স্বেদাক্ত-কলেবর। গাড়ীভাড়া চুকাইয়া দিয়া অনাথ একটা দোকানে উঠিল। দোকানী অভ্যর্থনা করিয়া মাদুর বিছাইয়া তাহাকে বসাইল। একটা ঝি আসিয়া মন্দাকিনীকে আড়ালে স্ত্রীলোকদের বসিবার স্থানে লইয়া গেল।

সেই ঘরের পশ্চাতেই বারান্দা। বারান্দার নিম্নেই একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। জল বড় নির্ম্মল, মন্দাকিনীর শরীর বড় উত্তপ্ত; পিপাসায় কণ্ঠাগতপ্রাণ। ঝিকে বাজার করিতে পাঠাইয়া মন্দাকিনী স্নান করিতে নামিল; তখন সে যথেষ্ট বিশ্রাম করে নাই; গায়ের ঘাম পর্য্যন্ত মরে নাই। যতক্ষণ ঝি ফিরিল

না, ততক্ষণ—আধঘণ্টা হইবে,—মন্দা জলে পড়িয়া রহিল। ঝি আসিলে, উঠিয়া মাথা গা মুছিয়া রান্না চড়াইয়া দিল।

এই অত্যাচারের প্রতিফল পাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। রন্ধন সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই মন্দা প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইল।

অনাথ স্নান করিয়া জল খাইয়া ষ্টেশনে গিয়াছিল গাড়ীর খবর লইতে এবং হেমন্তকুমারকে টেলিগ্রাম পাঠাইতে। ফিরিয়া আসিয়া দেখে, এই ব্যাপার। মন্দার গায়ে হাত দিল, গা একেবারে পুড়িয়া যাইতেছে। চক্ষু দুইটি জবার মত লালবর্ণ। শীতে ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে! সঙ্গে না আছে বিছানা-বালিস, না আছে বাহুল্য বস্ত্র। মন্দা কিসেই বা শয়ন করে, কি বা গায়ে দেয়? অনাথ বলিল—"একটু অপেক্ষা কর, আমি একখানি কম্বল চেয়ে এনে বিছানা ক'রে দিচ্ছি।"

মন্দাকিনী বলিল—"তুমি আগে খেতে ব'স। তোমাকে ভাত বেড়ে দিই, তার পর শোব এখন।"

অনাথ বলিল—"পাগল! এখন ভাত বাড়তে হবে না। তোমার এমন অসুখ, আমি কি খেতে পারি?"

মন্দা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"আমার অসুখ, তা কি? তা ব'লে তুমি উপবাসী থাকবে? দুদিনের কষ্টে তোমার মুখ শুকিয়ে আধখানি হয়ে গেছে।"

অনাথ দোকানীর নিকট চাহিয়া একখানা বালাপোষ আর দুই তিনখানা কম্বল লইয়া আসিল। সেইগুলি দিয়া বিছানা করিয়া মন্দাকে বলিল—"শোবে এস!" মন্দা বলিল—"ও কি কথা? তুমি না খেলে আমি শোব না।"

অনাথ শুনিল না,—মন্দাকিনীকে শয়ন করাইল। বিছানায় শুইয়া মন্দাকিনী দুই তিন বার বলিল—"ভাত বেড়ে নিয়ে খাও তুমি আপনি। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে খেতে কষ্ট হবে।" কিন্তু আর বেশীক্ষণ জিদ করিবার শক্তি তাহার রহিল না; অল্পে অল্পে জ্বরঘোরে অচেতন হইয়া পড়িল।

* * *

তিন দিন পরে যখন মন্দাকিনীর জ্ঞানসঞ্চার হইল, তখন সে চক্ষু মেলিয়া দেখিল, বিছানার কাছে স্বামী বসিয়া।

অনাথ জিজ্ঞাসা করিল—"মন্দা, কেমন আছ?"

মন্দা বলিল—"ভাল আছি। তুমি ভাত খেয়েছ?" বলিতে বলিতে আশেপাশে দৃষ্টি করিয়া দেখিল, সে দোকান নহে, এ গৃহ: পালঙ্কের উপর শয়ন করিয়া রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল—"এ কি! আমি এ কোথায় রয়েছি?"

অনাথ বলিল—"মন্দা, তোমাকে যে আর কথা কইতে শুনব, তা ভাবিনি। তিন দিন কেটে গেছে এ এখানকার জমিদারের বাড়ী।"

মন্দা বলিল—"তিন দিন!"

"হাঁ মন্দা, তিন দিন তুমি অচেতন হয়ে ছিলে এখন যদি বাঁচাতে পারি, তবেই সব সার্থক।"

মন্দা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে বলিল—"তোমায় একটা কথা বলব।"

অনাথ বলিল—"কি মন্দা?"

"আমাকে বাঁচিও না।"

এ কথা শুনিয়া অনাথের চক্ষু দিয়া জল আসিতে লাগিল। বলিল—"ছি মন্দা, ও কথা বলতে আছে! তুমি ভাল হবে, তুমি বাঁচবে।"

মন্দার ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল। জলভরা চোখ দুইটি অনাথের পানে ফিরাইয়া বলিল—"কি হবে আমার বেঁচে? আমায় যেতে দাও।"

অনাথ বলিল—"না মন্দা, তোমাকে আমি যেতে দেব না।"

"কি করবে আমায় নিয়ে?"

"আমি তোমায় ভালবাসব।"

রোগিণীর দুর্ব্বল মস্তিষ্ক চিন্তার ভার আর সহিতে পারিল না। চক্ষু মুদিয়া মন্দা ঘুমাইয়া পড়িল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার বাবু আসিলেন। অনাথ সহাস্যমুখে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল,—"দুপুর বেলাকার ওষুধটায় বেশ ফল হয়েছে। জ্ঞান হয়েছে এই কিছুক্ষণ আগে কথাবার্ত্তা কয়েছেন।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন—"তবে আর ভাবনা নেই এ জ্বরটুকু দুদিনে সারিয়ে দেব; কিন্তু আপনি যে মারা গেলেন। এ তিন দিন ত এক রকম না খেয়ে আপনি ঠায় ব'সে আছেন। আপনার মত পত্নীপ্রেমিক স্বামী আমি খুব কম দেখেছি।"

অনাথ মনে মনে বলিল—"খুব কমই বটে।" প্রকাশ্যে বলিল—"আমার স্ত্রী, আমি স্বভাবতঃই করব; কিন্তু আপনি যে সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন, তার তুলনা নেই।"

প্রবীণ ডাক্তার আত্মপ্রশংসায় সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন—"আমি বেশী কি করেছি? আমি যা করেছি সেই ত আমার পেশা, জীবিকা।"

"আপনি যদি বাবুদের ব'লে এ বাগানবাড়ী খুলিয়া না দিতেন, তা হ'লে দোকানের সেই সেঁৎসেঁতে

...তে কম্বলের উপর শুয়ে আমার স্ত্রী কদিন ...তেন ?”

ডাক্তার বাবু কথা উল্টাইয়া, অন্য কথা পাড়ি-ন। তাহার পর ঔষধপথ্যাদির সম্বন্ধে উপদেশ ...য়া প্রস্থান করিলেন।

সে দিন রাত্রি দশটায় মন্দার জ্বর মগ্ন হইল। ...সারারাত্রি সুনিদ্রা উপভোগ করিল। তাহার ...র্শ্বে অনাথও কয়দিনের পর খুব ঘুমাইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রভাতে যখন ডাক্তার বাবু আসিলেন, তখন ...ন্দাকিনী তাঁহাকে দেখিয়া মাথায় কাপড় দিল। ...র ছাড়িয়াছে শুনিয়া ডাক্তার বাবু অত্যন্ত আনন্দ ...কাশ করিলেন। বলিলেন, আর কিছুমাত্র ভয় ...ই। এখন ইঁহাকে খুব প্রফুল্ল রাখা প্রয়োজন।

ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলে, অনাথ মন্দাকে নিয়-...ত ঔষধ-পথ্যাদি সেবন করাইল। তাহার পর দুই ...নে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল।

মন্দা বলিল—“এ কদিন কি খেলে ?”

“ডাক্তার বাবুদের বাড়ী থেকে খাবার আসত।”

“তবে চেহারা এমন হয়ে গেল কেন ? একে-...রে শুকিয়ে যে আধখানি হয়ে গেছ। আমিই ...মার যত কষ্টের মূল। আমার জন্য কেন এত ...লে ?”

অনাথ মৃদু হাসিয়া বলিল, “যদি আমার ব্যারাম ..., তা হ’লে তুমি আমার জন্যে কর না ?”

মন্দা বিছানার দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিল “আর ব্যারামের প্রার্থনায় কাজ নেই।”

অনাথ মন্দার একখানি হাত ধরিয়া আদর করিয়া ...ল—“প্রার্থনা নাই করলাম, হ’লে কর কি না ?”

“করি না ত কি ?”

“কেন ?”

অশ্রুবদ্ধ কণ্ঠে মন্দা বলিল—“তুমি যে আমার ...মী।”

অনাথ মন্দার হাতখানি চাপিয়া বলিল—“তুমি আমার স্ত্রী।”

মন্দা সস্মিত মুখে জিজ্ঞাসা করিল—“কবে ...ক ?”

“যে দিন তোমায় ভালবেসেছি।”

মন্দাকিনী কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। শেষে ...—“তুমি না ব্রাহ্ম ? তুমি না মিছে কথা বল ...!”

অনাথ বলিল—“আমি ব্রাহ্ম, আমি মিছে কথা বলিনে, আমি তোমায় ভালবাসি ”

“তবে সে দিন বল্লে ‘ভালবাসব’ ?”

অনাথ নিরুত্তর। বলিল—“তুমি ত আমায় ভালবাস না।”

“কিসে জান্‌লে ?”

“তুমি ত আমাদের বিবাহবন্ধন ছিন্ন হ’তে দিতে সম্মত হয়েছিলে ! তাই ত কলকাতায় যাচ্ছিলে।”

মন্দা হাসিয়া বলিল—“তা বুঝি ?”

“কি তবে ?”

“আমি বুঝি আস্‌তে চেয়েছিলুম ? ঠাকুরঝি ত আমাকে পাঠালে।”

“তাঁর ভারী ইচ্ছে, তোমার আর একটি বি... হয়।”

“হ্যাঁ,—পাত্রও ঠিক ক’রে দিয়েছিল।”

“কে ?”

“যমরাজা।”

অনাথ হাসিতে লাগিল। মন্দা বলিল—“ঠাকুর ঝিই বলেছিল, তোকে যেমন দাদা বাড়ী থেকে চু... ক’রে নিয়ে যাচ্চে, তুই তেমনি পথে তার ম... ডাকাতি করবি। না যদি পারিস্, তবে—”

অনাথ বাধা দিয়া বলিল—“তবে ঐ বিয়ের বন্দো... বস্ত ? তা ডাকাতিই করেছ বটে ! এ দিকে অ... বিয়ের যোগাড়যন্ত্রটিও বেশ ক’রে তুলেছিলে।”

মন্দা বলিল—“কিন্তু সে ভালবাসার বিয়ে হচ্ছি... না ! তাই ব্যাঘাত হ’ল। ঠিক কখন্ আমি ডাকাতিটে করেছি, শুনতে পাইনে ?”

“সে সব পরে বলব।”

“কখন্ করেছি, সেইটে বল।”

“কখন্ ? যে দিন প্রথম আমার বিছানার পা... তলায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিলে, তখন আরম্ভ করেছ আর কি তার পর সারাপথে।”

চাণক্য পণ্ডিত বুধগণের প্রতি উপদেশ দিয়াছেন ঘৃতকুম্ভসমা নারী এবং তপ্তাঙ্গারসম পুরুষকে একত্রে স্থাপন করিবে না, করিলে বিপদ ঘটিতে পারে। সেই নর-নারী যদি স্বামী স্ত্রী হয় এবং তাহাদে... বয়স যদি তরুণ হয়, তাহা হইলে কি আর রক্ষা আছে ?

মন্দা অল্প হাসিতে হাসিতে বলিল—“পথে কে... তবে আত্মসমর্পণ করনি ?”

অনাথ কিছু না বলিয়া স্ত্রীর মুখের পানে চাহি... রহিল।

মন্দা মৃদুস্বরে বলিল—“নগেন্দ্রবালা ? আমা...

স্বামীকে নগেন্দ্রবালা নেবে, নগেন্দ্রবালার বড় সাধ্যি! চল একবার কলকাতায়, তাকে আমি দেখব!"

অনাথ বলিল—"কলকাতায় ত যাব না। পশ্চিম যাব, তোমার শরীর সারাতে।"

মন্দা এ কথা যেন কানে তুলিল না। জিজ্ঞাসা করিল—"সত্যি সে তোমায় ভালবাসে? তা হ'লে তার ত ভারী দুঃখ হবে।"

"সে আমায় ভালবাসে কি না, সেই জানে আর ঈশ্বর জানেন!"

"বলেনি? জিজ্ঞাসা করনি?"

"তার সঙ্গে কখনও এ কথা হয়নি।"

—"তুমি ভালবসিতে, তা সে জানে?"

"কি ক'রে জানবে?"

মন্দা অভিমানভরে বলিল—"সে না জানুক, তুমি ত বাসতে!"

অনাথ বলিল—"কৈ আর বাস্‌তাম? তা হ'লে তুমি এত শীঘ্র এত সম্পূর্ণভাবে আমাকে জয় করলে কি ক'রে? এই ঘটনায় প্রমাণ হয়ে গেল, আমি যথার্থ ভালবাস্‌তাম না। শুধু চোখের ভালবাসা ছিল, অন্তরে প্রবেশ করেনি। তার বিদ্যা, তার বুদ্ধি, তার আচার-ব্যবহারের সৌন্দর্য্য, এই সমস্ত আমাকে মুগ্ধ ক'রে ফেলেছিল।"

দুই দিন পরে মন্দা পথ্য পাইল। ভুইটি দিন দুই জনে বাগানবাড়ীতে বড়ই আনন্দে যাপন করিল।

আজ সন্ধ্যায় ডাক্তার বাবুদের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইয়া, কল্য প্রভাতের গাড়ীতে তাহারা মুঙ্গের যাত্রা করিবে। সমস্ত ঠিকঠাক।

সন্ধ্যার পর ডাক্তার বাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া অনাথ হেমন্তকুমারের নিকট হইতে এই পত্র পাইল—

ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্।

কলিকাতা।
২৫শে জ্যৈষ্ঠ। মঙ্গলবার।

প্রিয় ভ্রাতঃ,

ভগ্নী মন্দাকিনীর অসুস্থতার সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। ঈশ্বর শীঘ্র তাহার আরোগ্যবিধান করুন।

আজ তোমায় একটি দারুণ দুঃসংবাদ দিব, প্রস্তুত হও। তুমি বলিয়াছিলে, তোমার দৃঢ় বিশ্বাস, নগেন্দ্রবালা তোমাকে ভালবাসেন। আমারও বিশ্বাস, তাহাই ছিল; কিন্তু কল্য সন্ধ্যাকালে আমার সে ধারণা চূর্ণ হইয়াছে। শুনিলাম, শরতের সঙ্গে নগেন্দ্রবালার বিবাহ স্থির। আরও শুনিলাম, দুই বৎসর হইতে তাহারা প্রণয়ে আবদ্ধ। সুতরাং নগেন্দ্রবালার ব্যবহারে তুমি যে অনুমান করিয়াছিলে, তোমার প্রতি তিনি প্রণয়বতী, তাহা তোমার ভ্রান্তি মাত্র।

এখন তুমি কি করিবে? এ দুঃসহ শোক কেমন করিয়া বহন করিবে?

তোমার আর একটা ভুল হইয়াছে। হিন্দুমতে যে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, নূতন ব্রাহ্মবিবাহ আইনের সঙ্গে তাহার কোনও সম্পর্ক নাই; সুতরাং তোমরা উভয়ে ব্রাহ্ম হইলেও সে সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার পথ বন্ধ।

তুমি কি কলিকাতায় আসিবে? চারি পাঁচ দিনের মধ্যেও যদি ভগ্নী আরোগ্য লাভ করেন, এখানে আসিতে পার, তাহা হইলেও পূর্ব্বকথিত রাজবাড়ীর সেই কার্য্যটি হস্তান্তরিত হইবে না; কিন্তু আমার পরামর্শ, ভগ্নীকে গৃহে পাঠাইয়া দিয়া তুমি কিয়দ্দিন হিমালয়ের কোন নিভৃত প্রদেশে গমন করত তপস্যা ও উপাসনার দ্বারায় চিত্ত স্থির ও আত্মশান্তি-বিধান করিবে।

ভবদীয়
শ্রীহেমন্তকুমার সিংহ।

রাত্রি নয়টার পর ডাক্তার বাবুর বাড়ী হইতে ফিরিয়া অনাথ স্ত্রীকে পত্রখানি দেখাইল। মন্দা পড়িয়া হাসিয়া বলিল—"তবে আর নগেন্দ্রবালার উপর আমার রাগ নাই। মুঙ্গেরে না গিয়ে কলকাতাতেই চল, নগেন্দ্রবালার বিয়েটা দেখতে হবে।"

অনাথ বলিল—"তাই চল। মুঙ্গের যাবার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল, আমায় ভুলে যেতে নগেন্দ্রবালাকে অবসর দেওয়া।"

শুনিয়া মন্দাকিনী ভারী অভিমানের ভান করিল। বলিল—"তাই তখন মনের কথা খুলে বল্লেই হ'ত! বলা হ'ল, তোমার শরীর সারাবার জন্যে পশ্চিম যাচ্ছি!"

বাহিরে অন্ধকার বকুল গাছে একটা কোকিল বসিয়াছিল, সে হয় ত মানবের ভাষা বুঝিতে পারে। বুঝি মন্দাকিনীর এ ছলনাময় মানকথা শুনিয়া সে ভারী আমোদ পাইল, তাই মুহুর্মুহু ঝঙ্কার দিতে আরম্ভ করিল। অনাথ স্ত্রীকে বক্ষের নিকটে টানিয়া লইয়া মুখচুম্বন করিয়া বলিল—"না গো, না, —তা নয়।"

প্রিয়তম

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রিয়তমার সঙ্গে তরঙ্গিণীর সম্বন্ধটা একটু অদ্ভুত রকমের—তাহাকে ঠিক সখ্যত্ব বলা যাইতে পারে না। তাহারা পরস্পরের প্রতি প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর মত আচরণ করিত। তাহাতে আদর, সোহাগ ও মান-অভিমানের প্রাচুর্য্য থাকিত। দেখা হইলে দুই জনে নিভৃত স্থানে গিয়া উপবেশন করিত; কোনও তৃতীয় ব্যক্তির সাক্ষাতে তাহাদের মুখে কথা ফুটিত না। তরঙ্গিণী কত দিন প্রিয়তমার গলাটি ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে—"প্রিয়, ভাই, তুই আমাকে বেশী ভালবাসিস্, না তোর বরকে?" প্রিয়তমা বলিয়াছে—"তোকে।" একদিন প্রিয়তমা তাহার স্বামীর প্রতি অধিক অনুরাগ ব্যক্ত করিয়াছিল, সে দিন আর তরঙ্গিণী অন্ন-জল মুখে তুলিল না। কত করিয়া তবে প্রিয়তমা সখীর মান ভাঙ্গাইল। সেই অবধি প্রিয়তমা কপটতাচরণ আরম্ভ করিয়াছে।

তরঙ্গিণী সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী। তাহার পরিধানে কালাপেড়ে দেশীয় সূক্ষ্ম বসন এবং হাতে সোনার চুড়ী আছে বটে, কিন্তু সীমন্তে সিন্দুর নাই। আট বৎসর বয়সে বিবাহিত হইয়া নয় বৎসর বয়সে সে বিধবা হইয়াছে।

তরঙ্গিণী যখন প্রথম শ্বশুরগৃহবাসে আসে, তখন তাহার সঙ্গিনীর মধ্যে ছিলেন শুধু শাশুড়ী ও দিদি-শাশুড়ী। প্রিয়তমা তাহাদের প্রতিবেশিনী, কিন্তু তাহার সাহচর্য্যলাভ প্রথমেই হয় নাই, সেও তখন নিজ শ্বশুরালয়ে গিয়াছিল। প্রিয়তমা ফিরিয়া আসিলে প্রথম সাক্ষাতেই তরঙ্গিণী তাহাকে ভালবাসিল।

বিধবা বালিকা তাহার ক্ষুধিত হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা সখীর প্রতি অর্পণ করিল। তাহাকে সে কখনও ডাকিত প্রিয় বলিয়া, কখনও বলিত প্রিয়তম। চিঠিতেও তাহাকে প্রিয়তম বলিয়া সম্বোধন করিত। প্রতি সন্ধ্যায় নিজ নিজ ছাদে উঠিয়া পরস্পরের সহিত দেখা হইত, তাহা ছাড়া তরঙ্গিণী প্রতিদিন প্রিয়কে চিঠি পাঠাইত। তরঙ্গিণীর শ্বশুরালয়, কিন্তু প্রিয়তমার পিত্রালয়। প্রিয়তমা মনে করিলেই তরঙ্গিণীর কাছে আসিতে পারিত; প্রকাশ্য রাজপথ অতিক্রম করিতে হইত না। খিড়কী খুলিয়া পুকুরের ধার দিয়া বাগানের ভিতর দিয়া তরঙ্গিণীদের খিড়কী দরজায় উপস্থিত হইবার সুযোগ ছিল। পথ উভয়ের সমান, কিন্তু তরঙ্গিণীর শাশুড়ী তাহাকে কোথাও যাইতে আসিতে দিতে ভালবাসিতেন না। তাহাতে কিছু ক্ষতি ছিল না; তরঙ্গিণীদের বাড়ীটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও নির্জ্জন হওয়াতে এইখানেই দুই সখীর বিশ্রম্ভালাপের, আমোদ-প্রমোদের সুবিধা হইত।

তরঙ্গিণীর ভালবাসার অত্যাচার প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—কিন্তু প্রিয়তমা সে সমস্ত সকরুণ সহিষ্ণুতার সহিত সহ্য করিতে থাকিল, সে ভাবিত, আমার স্বামী আছে, ভালবাসার পাত্র আছে; আহা, তরঙ্গিণীর যে কেহ নাই, কিছু নাই! তাই সব সময় মনে না আসিলেও মুখে তাহাকে আদর করিত।

প্রিয়তমা তরঙ্গিণীকে সচরাচর বলিত তরী; কখনও বলিত তরণী, কখনও বলিত সাধের তরণী। একবার শ্বশুরবাড়ীতে থাকিতে থিয়েটরে "মৃণালিনী"র অভিনয় দেখিয়াছিল, সে অবধি মাঝে মাঝে সে তরঙ্গিণীর গলাটি ধরিয়া হাসিতে হাসিতে গান করে—

সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।

প্রিয়তমা শুধু তরঙ্গিণীকে আদর করিয়াই নিষ্কৃতি পাইত না। তরঙ্গিণী যেমন কথায় কথায় তাহার উপর অভিমান করিত, প্রিয়তমাকেও সেইরূপ করিতে হইত। যদি কোনও দিন রাগ না করিত, তাহা হইলে তরঙ্গিণী বলিত—"তোমার ত ব'য়ে গেল, তুমি কি আমাকে ভালবাস যে রাগ করবে?" প্রথম প্রথম এই মৌখিক মান-অভিমান প্রিয়তমার নিকট অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হইত, কিন্তু ক্রমে সমস্ত বেশ অভ্যস্ত হইয়া গেল। নিতান্ত কর্ত্তব্য পালন করিতেছি বলিয়া আর মনে হইত না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে একটি নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া তরঙ্গিণী আপনার মনে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিল।

"দারুণ মানেরি ভরে করেছি তার অপমান।
কোথায় সে গেল সখি, আন তারে ডেকে আন।"

তরঙ্গিণীর কণ্ঠবিনিঃসৃত মৃদুতান ভ্রমর-গুঞ্জনের মত শুনাইতেছিল। আজ প্রভাতে যখন প্রিয়তমা তরঙ্গিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, তখন তরঙ্গিণী রাগে তাহার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহে নাই।—প্রিয়তমা কাঁদ কাঁদ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। অন্যদিন তাহারা দিনে দশবার করিয়া নিজ নিজ ছাদে উঠিয়া পরস্পরকে দর্শন করে; আজ সারাদিন তরঙ্গিণী প্রায় ছাদেই যাপন করিয়াছে, তথাপি একটিবারও প্রিয়তমার দেখা পায় নাই। নিরাশ হইয়া তরঙ্গিণী এইমাত্র ছাদ হইতে নামিয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যা হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। তরঙ্গিণী একবার ভাবিল, প্রিয়কে একখানা চিঠি লিখি। কিন্তু আজ প্রভাতে তাহার অভিমানের কারণ, পূর্ব্বদিনে লিখিত পত্রখানির উত্তর না পাওয়া। সুতরাং চিঠি লিখিতে তরঙ্গিণী ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অথচ সকালবেলার আচরণটা নিতান্তই রূঢ় হইয়াছে। কিন্তু প্রিয়তমারও কি যথেষ্ট দোষ নাই? প্রিয়তমার স্বামী আসিয়াছে সত্য; তাই বলিয়া কি সে একটিবার ছাদে আসিবার অবসর পায় না? আর তরঙ্গিণী যে রাগ করিল, তা কাহার দোষ? প্রিয়তমারই ত দোষ! কেন সে নিয়মিত সময়ে পত্রোত্তর দেয় নাই? স্বামী কি তার হাত বাঁধিয়া রাখিয়াছিল? না, কলম ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল? না, কালী ফেলিয়া দিয়াছিল?

ক্রমে অন্ধকার হইল। দাসী আসিয়া টেবিলের উপর একটি জলন্ত বাতি রাখিয়া গেল। তরঙ্গিণী টেবিলের সম্মুখে বসিয়া, বাক্সটি খুলিয়া চিঠি লিখিবার সরঞ্জাম বাহির করিল। একখানি সুন্দর রঙীন কাগজ লইয়া চিঠি লিখিল। তরঙ্গিণী উত্তম লেখা-পড়া জানিত, বিধবা হওয়া অবধি ছয় বৎসর কাল সে পিত্রালয়ে ছিল। তাহার দাদা তাহাকে সযত্নে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, জ্ঞানচর্চ্চা করিবার অবসর পাইলে দুঃখিনী ভগিনী-টির আজন্মবৈধব্য তবু কিয়ৎপরিমাণে সহনীয় হইবে।

চিঠিখানি শেষ করিয়া তরঙ্গিণী সেখানিকে খামের মধ্যে পূরিল। শিরোনামা লিখিবার পূর্ব্বে আর একবার ভাবিল, চিঠি পাঠাইবে কি না। এ কি পায়ে ধরিয়া মানভিক্ষা করা হইতেছে না?

এই সময় তরঙ্গিণীর মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করিতে আরম্ভ করিল। হিষ্টিরিয়ার পূর্ব্বলক্ষণ। পনেরো বৎসর বয়স হইতে মাঝে মাঝে তাহার হিষ্টিরিয়া হইতেছে। বেশী অধ্যয়ন অথবা বেশী চিন্তা করিলে, কিংবা বেশীক্ষণ মন খারাপ করিয়া থাকিলে, এই রোগ তাহাকে আক্রমণ করিত। আজ ত সারা দিনটা সে মন খারাপ করিয়া আছে। ডাক্তারেরা পরামর্শ দিয়াছিল, রোগ আসন্ন জানিতে পারিলে শীতল জল পান করিবে এবং মুখে চক্ষে জলের ঝাপটা দিবে। ঘরের কোণে জল রাখা ছিল, তরঙ্গিণী জল পান করিয়া, মুখে চোখে জল দিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিল। কিন্তু আক্রমণ রোধ করিতে পারিল না। চেয়ারে বসিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িল। হাত-পা ছুড়িতে লাগিল। ক্রমে চেয়ার সুদ্ধ সশব্দে মেঝেতে পড়িয়া গেল।

তরঙ্গিণীর এই ব্যাধি আছে বলিয়া, বাড়ীর লোক সর্ব্বদা সতর্ক থাকিত। পাশের ঘরে এক দাসী ছিল, সে শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া আসিল। ব্যাপার দেখিয়া তৎক্ষণাৎ নিম্নে সংবাদ দিল।

গত কল্য তরঙ্গিণীর খুড়শ্বশুর হৃদয়ন[illegible] বাবু স্ত্রীপুত্র লইয়া বাটী আসিয়াছেন, পুত্র সু[illegible]ের শুভ উপনয়ন।

তরঙ্গিণীর শাশুড়ী তখন মাকে [illegible] পাল্কী করিয়া সুধীরের উপনয়নে পাড়ার মেয়েদের নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইয়াছেন। বাড়ী ছিলেন, শুধু নবাগতা ছোটকাকী। তিনি ছুটিয়া আসিলেন; তাঁহার এক বোনের হিষ্টিরিয়া আছে, মূর্চ্ছাভঙ্গ করিবার নিয়মাদি সব তাঁহার জানা ছিল। ঝির সাহায্যে তরঙ্গিণীকে উঠাইয়া পালঙ্কের উপর শয়ন করাইলেন এবং চেতনা-সম্পাদনের জন্য সচেষ্ট হইলেন। হঠাৎ নিকটস্থ টেবিলের উপর রঙ্গীন খামখানির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। দক্ষিণ হস্তে তরঙ্গিণীকে পাখা করিতে করিতে, বাম হস্তে খামখানি তুলিয়া লইলেন। অঙ্গুলির সাহায্যে চিঠিখানি বাহির করিয়া খামখানি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিলেন। চিঠির ভাঁজ খুলিয়া আলোক ধরিয়া পড়িলেন—প্রিয়তম।

তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। হাত-পা অবশ হইয়া আসিল। নিশ্বাস জোরে বহিতে লাগিল। ঝিকে বলিলেন—"তুই বাতাস কর, আমি শীগ্‌গির

আস্‌ছি।" বলিয়া পাখা ফেলিয়া গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইয়া গেলেন।

ইঁহার স্বামী হৃদয়নাথ মীরাটের প্রধান ডাক্তার। বিলক্ষণ উপার্জ্জন করেন। লোকটি পরম হিন্দু। এক সময়ে নাকি গোমাংসও ইঁহার উদরস্থ হইয়াছিল, কিন্তু সে সব ভূত কথা। আপাততঃ তাঁহার মস্তকে একটি প্রকাণ্ড "শিখা" দোদুল্যমান। স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত বিরোধী। ইঁহার প্রথমা পত্নী পরলোকগতা, সুধীর সেই প্রথমার গর্ভজাত। এই দ্বিতীয় সংসারটি এখনও কোন সন্তান-সন্ততি সংসারে আনিতে কৃতকার্য্য হন নাই। আর বড় আশাও নাই। কারণ, ইঁহার বয়ঃক্রম এখন পঞ্চবিংশতি বর্ষ হইয়াছে।

হৃদয়নাথ একটি ঘরে একাকী বসিয়া কি লিখিতেছিলেন, সহসা তাঁহার পত্নীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার স্ত্রী, চিঠিখানি তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন—"পড়।"

হৃদয়নাথ চশমা-আঁটা চক্ষু দুইটি স্ত্রীর পানে ফিরাইয়া বলিলেন—"ব্যাপারখানা কি?"

"দেখ না প'ড়ে।"

"কে লিখেছে?"

"যেই লিখুক—দেখ না।"

হৃদয়নাথ চিঠিখানি অনুচ্চস্বরে পাঠ করিলেন :—

প্রিয়তম,

তুমি এমন নিষ্ঠুর! এই তুমি আমায় ভালবাস? আমি যদি রাগ করি, তাহা হইলে কি তুমি সে অভিমান ভাঙ্গাইবে না? ফেলিয়া চলিয়া যাইবে? কা'ল সকালে আমি তোমাকে যে চিঠি লিখিয়াছিলাম, তার জবাব দাও নাই কেন? তাই ত আমি রাগ করিয়াছিলাম, তাই ত তোমার সঙ্গে দেখা হইলে ভাল করিয়া কথা কহিলাম না। আমি কেন রাগ করিয়াছিলাম, তাহা কি তুমি জানিতে না? যদি না জানিতে, তবে জিজ্ঞাসা করিলেও ত পারিতে। তুমি চলিয়া গেলে পর আমার ভারী কষ্ট হইল। আজ প্রায় সারাদিন আমি আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া ছাদে কাটাইলাম, তুমি তোমাদের ছাদে আসিলে না কেন? শেষে আমি মান খোয়াইয়া তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়াছি। তুমি যদি আমার বেদনা বুঝিবে না, তবে কে বুঝিবে প্রিয়তম? তোমার সাধের তরণী বুঝি পুরাণো হইয়াছে, তাই এ অনাদর?

তোমারই।

চিঠি পড়িয়া হৃদয়নাথ বলিলেন—"এ কার চিঠি?"

"কার আবার, মেঝ বউয়ের।"

"আমাদের মেঝ বউমার?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমাদের মেঝ বউমার। সর্ব্বনাশী শেষে এই কর্‌লে! কুলে কালী দিলে! এ ত আমি তখনি জানি। যার কপাল পুড়েছে, তার আবার কালাপেড়ে কাপড় পরা কেন? গয়না পরা কেন? পাণ খাওয়া কেন?"

স্ত্রীর বক্তৃতা-স্রোতে হৃদয়নাথ বাধা দিয়া বলিলেন—"দেখ, তুমি ঠিক জান, এ তাঁরই হস্তাক্ষর?"

"তোমার কথাটি শুনে গা জ্ব'লে যায়! এ আবার নতুন ক'রে জান্‌তে হবে না কি? আজ চার বচ্ছর ধ'রে যে কালামুখী আমায় চিঠি লিখছে।"

"তা হ'লে এখন কি হয়?"

"কি হয়, ঝাঁটা মেরে বাড়ী থেকে বিদায় ক'রে দাও। কাশীতে পাঠিয়ে দাও।"

"লোকে শুনবে না?"

"শুন্‌তে কি কারু বাকী থাক্‌বে? তুমি কার মুখে সরা চাপা দেবে?"

হৃদয়নাথ স্ত্রীর হস্তে পত্রখানি প্রত্যর্পণ করিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন—"দেখ, বোধ হয়, তা নয়; এমনটাই কি হ'তে পারে?"

"না, তা কি আর হ'তে পারে? তুমি যেমন ভালমানুষটি, সবাইকে নিজের স্ত্রীর মত সতীলক্ষ্মী মনে কর।"

হৃদয়নাথের ওষ্ঠপ্রান্তে মুহূর্ত্তের জন্য একটু মৃদুহাস্য খেলিয়া গেল। বলিলেন—"দেখ, আমার ত সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না যে, বউমা পাপে ডুবেছেন। আর যদি, তুমি যা বলছ, তাই হয়, তা' হ'লে এখনও হয় ত উনি ধর্ম্মচ্যুত হন নি, হবার উপক্রম হয়েছে মাত্র।"

"উপক্রম হয়েছে মাত্র বৈ কি! তুমি ভেবেছ, শুধু চিঠিপত্র চলছে?"

"আমার ত তাই মনে হয়।"

"যেমন তোমার বুদ্ধি, তার উপযুক্ত কথাই বলেছ। কেন, চিঠিতে ত স্পষ্ট লেখাই রয়েছে!"

"কি লেখা রয়েছে?"

"তবে কি পড়লে চিঠি? তুমি ত নিজে পড়েছ, আমি শুধু শুনেছি। চিঠিতে ত লেখাই রয়েছে, 'তোমার সঙ্গে যখন দেখা হ'ল, তখন ভাল ক'রে কথা কইলুম না।' শুধু কি চিঠিই চলেছে? দেখাশুনো হয়েছে, সব চলেছে।"

এই সময় ঝি আসিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে সংবাদ দিল—"ছোট মা, শীগ্‌গির এস গো, মেঝ বউমা বড্ড কি রকম করছেন।"

ছোট গিন্নী ঝির সহিত চলিয়া গেলেন। হৃদয়নাথ একাকী বসিয়া নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইঁহার প্রকৃতিটি কিছু শীতল। মনোবৃত্তিগুলি সহসা উত্তেজিত হয় না; কোনও একটা বিষয়ে সহসা বিশ্বাস-স্থাপন করেন না; কিন্তু যে প্রকারে হউক, একবার তিনি জাগ্রত হইলে, কোনও বিষয়কে সত্য বলিয়া স্থির করিলে, আর কিছুতেই তাহা হইতে স্খলিত হন না। ভ্রাতুষ্পুত্রবধূর সম্বন্ধে তিনি অনেক চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আজন্ম-বিধবা, সংসারের শত প্রকার প্রলোভন অতিক্রম করিয়া স্বীয় ব্রহ্মচর্য্যব্রত অক্ষুণ্ণ রাখা তাহার পক্ষে একান্ত কঠিন বটে। তাহাতে আবার তরঙ্গিণী লেখা-পড়া জানে। স্ত্রীশিক্ষার বিপক্ষে যে সমস্ত তর্ক উত্থাপিত হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে একটি এই যে, স্ত্রীলোক লিপিলিখনক্ষমা হইলে সমাজে অপবিত্র প্রণয়ের প্রসারবৃদ্ধি হইবে। হৃদয়নাথ স্বচক্ষে ইহার প্রমাণ দেখিয়া অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে তাঁহার মনকে তরঙ্গিণীর বিরুদ্ধে প্রতি মুহূর্ত্তে বিষাক্ত করিতে লাগিল। ভাবিলেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ইহা বলা উচিত কি না। না বলিলেও ত প্রতীকারের কোন সম্ভাবনা নাই। এখানে তরঙ্গিণীকে রাখা আর কোনও মতে চলিতে পারে না। আজিও জানাজানি হয় নাই; কিন্তু ব্যাপার যেরূপ গড়াইয়াছে, তাহার ত আর অধিক বিলম্ব নাই। তখন যে সমাজে মুখ দেখান দুষ্কর হইবে। পুত্রকন্যাগণের বিবাহ দেওয়াই কঠিন হইবে। উহাকে স্থানান্তরে পাঠাইলেই বা ফল কি? যেখানে যাইবে, সেইখানেই মরিবে।

যখন রাত্রি আটটা বাজিল, তখন বড় গৃহিণী ও তাঁহার জননী ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বধূগত-প্রাণা। তরঙ্গিণীর মূর্চ্ছার সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ উপরে গেলেন। গিয়া দেখেন, তখনও মূর্চ্ছাভঙ্গ হয় নাই। ঝি ও ছোটগিন্নী তাহার শুশ্রূষা করিতেছে।

এমন ত কখনও হয় না, এতক্ষণ ত মূর্চ্ছা কখনও থাকে না। এ কি সর্ব্বনাশ হইল!

কখন্ মূর্চ্ছা হইয়াছিল, তাহার পর হইতে কি কি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, সমস্ত খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করিয়া গৃহিণী বলিলেন—"ভারী অন্যায় হয়েছে!" ছোট গিন্নীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "এতক্ষণ ধরিয়া একা ঝির হাতে রোগীকে সমর্পণ করিয়া যাওয়া ভাল হয় নাই।" ঝি [illegible], "বাছা, আমার গায়ে কি ক্ষ্যামতা [illegible]? আমি কি একলা ওনাকে ধ'রে রাখতে পারি? হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে গড়িয়ে খাট থেকে দুম্ ক'রে প'ড়ে গেলেন, সেই অবধি মুখে একটু একটু রক্ত উঠছে।"

ক্রমে কর্ত্তা বাড়ী আসিয়া সকল কথা শুনিলেন। শুনিয়া বলিলেন—"হৃদয়, তুমি এতক্ষণ কি করছ?—যাও যাও, কিছু বিহিত কর। ক্রমেই যে কেস খারাপ হয়ে যাচ্ছে।"

হৃদয়নাথ অনিচ্ছুকের মত রোগিণীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরীক্ষার পর বলিলেন, পড়িয়া গিয়া হৃৎপিণ্ডস্থ রক্তকোষে আঘাত লাগিয়াছে।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তরঙ্গিণীর চি[illegible]সা ও শুশ্রূষা চলিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রিয়তমার স্বামীর নাম অনঙ্গমোহন। গ্রীষ্মাবকাশে কলেজ বন্ধ হওয়ায় সে কা[illegible] প্রভাতে শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে। তরঙ্গিণীর সহি[ত প্রি]য়তমার সখীত্ব সংবাদ সে পত্রেই পাইয়াছিল। মিলনের প্রথমরাত্রে তাহারা পরস্পরকে ল[ইয়া] বিভোর, তরঙ্গিণীর কথা কহিবার অবসর পায় নাই। পরদিন রাত্রি দশটার সময় প্রিয়তমা স্বামীর নিকট আসিল। প্রথম কথাবার্ত্তার পরই অনঙ্গ বলিল—"তোমার তরঙ্গিণীর চিঠিপত্র দেখাও না।"

প্রিয়তম বলিল—"সে কি দেখাতে পারি? সে যে বারণ ক'রে দিয়েছে কারুকে দেখাতে।"

অনঙ্গ বলিল—"আমি বুঝি কারুর মধ্যে গণ্য হলাম! আমাকে দেখাতে হবে।"

প্রিয় বলিল—"তবে তরীকে জিজ্ঞাসা করি আগে।

"সে যদি হুকুম না দেয়?"

"না দেয় ত কেমন ক'রে দেখাব?"

অনঙ্গ রাগ করিল। বলিল—"না দেখাও না দেখাবে। আমি তোমার পর, সেই তোমার আপনার।"

প্রিয়তমা এ কথায় প্রতিবাদ না করিয়া নীরব হইয়া রহিল।

পরদিন গিয়া সে তরঙ্গিণীকে সব কথা বলিল।

তরঙ্গিণী বলিল—"না ভাই, লক্ষ্মীটি আমার, তোর পায়ে পড়ি, চিঠি তাঁকে দেখাসনে।"

সে রাত্রে অনঙ্গমোহন স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল—"হুকুম পেলে?"

প্রিয় বলিল—"না, সে ত কিছুতেই রাজি হয় না।"

ইহাতে তাহার স্বামী ভারী অভিমান করিল। আজকালকার দিনে লিখিতে লজ্জা হয়—আমাদের স্ত্রীবৎসল যুবা নায়কটি বালকের মত অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

প্রিয়তমা তখন বাক্স হইতে চিঠির বাণ্ডিল বাহির করিয়া আনিয়া স্বামীর হাতে দিয়া বলিল—"ওগো, দেখ গো দেখ। অত দুঃখুতে কাজ নেই।"

অনঙ্গ চিঠির বাণ্ডিল দূরে ফেলিয়া দিল। বলিল—"যাও, আমি দেখতে চাইনে।"

এই অপমানে প্রিয়তমা মর্ম্মাহতা হইল। মেঝের উপর বসিয়া চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ তাহাকে তদবস্থ থাকিতে দেখিয়া অনঙ্গের রাগ ভাঙ্গিল। স্ত্রীর কাছে গিয়া বলিল,—"ওগো, কাঁদতে হবে না।"

ইহাতে প্রিয়তমা আরও বেশী কাঁদিতে লাগিল। অনঙ্গ তখন নানা প্রকারে স্ত্রীকে আদর করিয়া সান্ত্বনা করিয়া তাহাকে সুস্থ করিল। চিঠির বাণ্ডিলটি কুড়াইয়া আনিয়া, প্রথম চিঠিখানির প্রতি চক্ষু রাখিয়া বলিল, "তরঙ্গিণীর ত হাতের লেখাটি বেশ, না?"

"খাসা লেখা, ঠিক পুরুষমানুষের মত!"

"আচ্ছা, তুমি দু চারখানি ভাল চিঠি বেছে দাও, আমি পড়ি।"

প্রিয়তমা একখানি নির্ব্বাচন করিয়া বলিল—"এইখানা পড়।"

অনঙ্গ যতক্ষণ সেখানি পড়িতে লাগিল, প্রিয়তমা ততক্ষণ আরও খান কয়েক চিঠি বাছিয়া বাছিয়া স্বামীর হাতে দিল। অনঙ্গ সবগুলি একে একে প'ড়িয়া মুখখানি বিমর্ষ করিয়া রহিল। প্রিয়তমা জিজ্ঞাসা করিল—"ভাবছ কি?"

অনঙ্গ বলিল—"দেখ, তুমি আর তোমার সখীর সঙ্গে ভাব রাখতে পাবে না।"

"কেন?"

"না। এ যে রকম চিঠি, তাতে যদি আমি সব না জানতাম ত মনে করতাম প্রণয়ের চিঠি।"

"কেন, সখীতে সখীতে প্রণয় কি দোষের?"

"দোষের কি না, সে বিচারে কাজ নেই। আমি ছাড়া আর কাউকে তুমি ভালবাসতে পাবে না। কোনও সখীকে এতদূর ভালবাসলে আমার প্রাপ্য ভালবাসায় কম প'ড়ে যাবে।"

প্রিয়তমা হাসিয়া বলিল—"তুমি পাগল নাকি?"

"হাসির কথা নয়, আমার প্রাণটা কেমন করছে এ সব চিঠি প'ড়ে। সখীতে সখীতে এ রকম চিঠি লেখালেখি করে, কস্মিন্‌কালে আমি স্বপ্নেও জানতাম না।"

"সে যে নিত্যি আমায় চিঠি লেখে, তাকে জবাব না দিলে সে আবার রাগ করবে।"

"তা করে করবে।"

"তার আবার যে অভিমান! কথায় কথায় অভিমান করে। কা'ল আমাকে একখানা চিঠি লিখেছিল; অবসর পাইনি ব'লে তার জবাব দিতে পারিনি; রোজ সন্ধ্যেবেলা ছাদে উঠি, দুজনে দেখা হয়। কা'ল সন্ধ্যেবেলা আর সে ছাদে পর্য্যন্ত উঠল না। সকালবেলা আজ কাউকে না ব'লে ক'য়ে তাদের ওখানে গিয়েছিলাম; আমার সঙ্গে কথাই কইলে না, এত রাগ। আমি বল্লাম—'ভাই, কেন রাগ করিস্—জানিস ত, অবসর পাইনে।' বল্লে, 'জানি গো জানি, তোমার স্বামী এসেছেন। তাই তুমি অবসর পাও না। আমরা বিধবা মানুষ, আমাদের সদাই অবসর।'—কথাটা শুনতে আমার এমন খারাপ লাগল; আমি চ'লে এলাম। আমিও আজ ছাদে যাইনি, প্রতিশোধ নিচ্ছি। কেন, আমি কি রাগ করতে জানিনে?"

* * * *

ভোর রাত্রে এই দম্পতী সবেমাত্র জাগিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়াছিল। প্রিয়তমার মা দুয়ারের কাছে আসিয়া ডাকিলেন—"পিরি!"

প্রিয়তমা উঠিয়া গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। মা বলিলেন—"শোন, একটা কথা বলি।"

মা'র কণ্ঠস্বরে ও ভাবভঙ্গিতে প্রিয়তমা শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি মা? কি হয়েছে?"

মা তাহাকে বারান্দায় লইয়া গিয়া বলিলেন—"তরীর বড় ব্যামো। তাদের ঝি তোকে ডাকতে এসেছে।"

প্রিয়তমা রুদ্ধশ্বাসে বলিল—"কি ব্যামো মা? কৈ ঝি?"

"ও-ঘরে ব'সে রয়েছে। আয়, তোকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে।"

মাতা-কন্যাতে একটি ঘরে প্রবেশ করিল

তরঙ্গিণীদের ঝি দাঁড়াইয়া ছিল। প্রিয়তমাকে দেখিয়া সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"দিদিমণি, মেজবউ বুঝি আর বাঁচে না। তোমাকে দেখতে চাইছে। যখনি জ্ঞান হচ্চে, তখনি শুধু তোমার নাম ক'রে ডাকছে। চল শীগ্‌গির।"

এ সংবাদ শ্রবণে প্রিয়তমার হস্ত-পদ ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। জননীর অনুমতি লইয়া ঝির সহিত সে তরঙ্গিণীর কাছে চলিল।

যখন তরঙ্গিণীর বাটীর খিড়কী দরজায় পৌঁছিল, তখন ক্রন্দনের রোল তাহাদের কর্ণে গেল। ঝি বলিল—"যাঃ, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে গো! হায় হায় হায়!"

প্রিয়তমা সেখান হইতেই ফিরিল। ঝির কাঁধে ভর দিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক মাস পরে হৃদয়নাথ বাটীর সকলকে লইয়া মীরাট যাত্রা করিলেন। বাড়ীতে রহিলেন কেবল তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং তাঁহার শাশুড়ী।

জ্যৈষ্ঠ মাস, মীরাটে দারুণ গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। সূর্য্যদেব রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমস্ত দিন অগ্নিবর্ষণ করেন। সহরে রাজপথে লোকচলাচল দশটা বাজিলেই কমিতে আরম্ভ হয়। দ্বিপ্রহরে সমস্ত দোকানপাট বন্ধ; রাজপথ লোকশূন্য, নীরব শ্মশানের ন্যায় মনে হয়। অফিস আদালত ইত্যাদি সমস্ত প্রভাতে। সেই আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে পথে মানুষ বাহির হয়।

একটি অন্ধকারপ্রায় ঘরে, দিবা দ্বিপ্রহরের সময়, হৃদয় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বাড়ীতে যতগুলি ঘর আছে, সর্ব্বাপেক্ষা এইটিই শীতল, তাই মধ্যাহ্নকালে পরিবারস্থ সকলেই এইখানে আশ্রয় গ্রহণ করে। দুয়ার ও জানালা খস্‌খসের পরদা দিয়া রুদ্ধ। ঘরের ভিতরেই বসিয়া এক ছোঁড়া চাকর পাখা টানিতেছিল। দূরে ছোটবধূ ছেলেপিলেকে লইয়া ঘুম পাড়াইতেছিলেন। বড়বধূ ধোয়া শানের মেঝেতে একটি বালিস মাথায় দিয়া শুইয়া দেবরের সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন। ক্রমে তরঙ্গিণীর কথা উঠিল। বড়বধূ দুঃখ করিয়া বলিলেন—"আহা, বাছা যে এমন ক'রে দাগা দিয়ে যাবে, তা আমি কখনও ভাবিনি।"

হৃদয়নাথ বলিলেন—"বড়বউ, তার জন্য আর দুঃখ ক'রে কি হবে? যা হবার, তা হয়েছে। তিনি বেঁচে থাকলেও সুখ হ'ত না।"

বড়বধূ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"কেন এ কথা বল্‌ছ ঠাকুরপো?"

"অনেক দিন থেকে একটা কথা বল্‌ব বল্‌ব মনে করি, কিন্তু বল্‌তে পারিনে বড়বউ। তিনি গিয়েছেন, সে ভালই হয়েছে।"

বড়বধূ কৌতুহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি কথা ঠাকুরপো? কি হয়েছিল?"

হৃদয়নাথ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—"আর কি বল্‌ব মাথামুণ্ডু। তাঁর স্বভাব-চরিত্র খারাপ হয়েছিল।"

এ কথা শুনিয়া বড়বধূ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বলিলেন—"ও কি কথা ঠাকুরপো! অমন কথা বোলো না। তিনি আমার সতীলক্ষ্মী ছিলেন।"

হৃদয়নাথ দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিলেন—"বড়বউ—আমি স্বচক্ষে তাঁর হাতের চিঠি দেখেছি।"

"কি চিঠি?"

"সে আর কি বল্‌ব?"

"কাকে লেখা?"

"কে আমাদের এমন সর্ব্বনাশ করেছে, তা ঈশ্বরই জানেন।"

বড়বধূ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"ঠাকুরপো, ভুল করেছ। তা হতেই পারে না।"

হৃদয়নাথ পূর্ব্ববৎ বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন—"চিঠি যে আমার কাছে রয়েছে বড়বউ।"

"কৈ দেখি।"

হৃদয়নাথ ধীরে ধীরে উঠিয়া বাক্স খুলিয়া চিঠি বাহির করিলেন। বড়বধূ তাঁহার হাত হইতে চিঠিখানি লইয়া জানালার কাছে গেলেন। খস্‌খসের পর্দ্দা ফাঁক করিয়া আলোকে চিঠিখানি এক মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র দেখিলেন। তাহার পর শয্যায় আসিয়া, চিঠিখানি হৃদয়নাথকে প্রত্যর্পণ করিলেন। বলিলেন—"তবু ভাল। দেহে প্রাণ এল।"

হৃদয়নাথ পরম বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কেন?"

বড়বউ ধীরে ধীরে বলিলেন—"ও ত তার সখী প্রিয়তমাকে লেখা। সেই ও বাড়ীর চাটুয্যেদের পিরি, তার সঙ্গে ভারী ভাব ছিল কি না। রোজ দুজনে চিঠি লেখালেখি করত। আহা, পিরী ছুঁড়ী শ্বশুরবাড়ী যাবার দিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, কেঁদে আর বাঁচে না।"

হৃদয়নাথের কপাল ঘামিয়া উঠিল। নিশ্বাস

জোরে বহিতে লাগিল। বলিলেন—"তবে চিঠির উপরে 'প্রিয়তম' লেখা রয়েছে কেন?"

"ঐ বলেই ত সে ডাকত! পিরী ওকে বলত তরণী, সে পিরীকে বলত প্রিয়তম।"

হৃদয়নাথের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। আলোকাভাবে কেহ তাঁহার মুখের বিবর্ণতা লক্ষ্য করিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া যেন আপনা-আপনি বলিলেন—"হায় রে, এ কথা যদি আগে জানতাম!" বড়বধূ তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"আগে জানলে কি হ'ত ঠাকুরপো? তা হ'লে তাকে ধ'রে রাখতে পারতে? তাই কি তার চিকিৎসায় তেমন মনোযোগ করনি?"

হৃদয়নাথের মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। বড়বধূ বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"তবে কি চেষ্টা করলে তাকে বাঁচাতে পারতে?"

হৃদয়নাথ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"বড়বউ, যার নিয়তি উঠেছে, মানুষের চেষ্টায় কি তাকে বাঁচান যায়? অদৃষ্টলিখন খণ্ডন করা কি মানুষের সাধ্য?"

বড়বধূর মন এ উত্তরে সন্তোষ মানিল না। আজিও নির্জ্জনে তরঙ্গিণীকে চিন্তা করিতে করিতে নানা কথা ভাবেন।

ছদ্মনাম

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রেসের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করিয়া ছুটীর পূর্ব্বেই পূজার "বঙ্গপ্রভা" বাহির করিয়া ফেলিলাম। ডেস্প্যাচ সম্বন্ধে কার্য্যাধ্যক্ষকে উপদেশ দিতেছি, হ্যাটকোট পরিয়া সিগারেট মুখে করিয়া সতীশ আসিয়া উপস্থিত। বলিল—"দার্জ্জিলিঙ চল।"

সতীশ আমার বাল্যবন্ধু। আমরা এক ক্লাসে পড়িতাম, একত্র বসিতাম, একত্র বেড়াইতাম—পণ্ডিত মহাশয় আমাদিগকে বলিতেন, কানাই বলাই।

এন্ট্রান্স পাশ করিয়া দুই জনে কলিকাতায় কলেজে আসিলাম—তখন হইতে আমাদের দুই জনের জীবনের আদর্শ বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সতীশ সর্ব্ববিষয়ে সাহেব হইয়া উঠিতে লাগিল;—আমি আমার মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগশালী হইলাম। আমি বাঙ্গালা পড়ি, বাঙ্গালা লিখি বলিয়া সতীশ আমাকে বিদ্রূপ করিত; সতীশের সাহেবিয়ানাকে আমি সুযোগ পাইলেই গালি দিতাম।

তার পর সতীশ বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিল,—সাহেবিয়ানার যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিল।

আমরা বাল্যকালে যেরূপ এক-প্রাণ এক-আত্মা ছিলাম, এখন আর সেরূপ নাই। সতীশের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সতীশ আমাকে হয় ত তাহার সকল মনের কথা আর বলে না। তথাপি আমরা পরস্পরের পরম বন্ধুই আছি।—সতীশ বলিল—"দার্জ্জিলিঙ চল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কবে যাচ্ছ?"

সে বলিল—"আজ।"

আমি বলিলাম—"পাগল! আজ সময় কোথা?"

সতীশ ঘড়ি খুলিয়া, দন্তে চুরোটিকা দংশন করিয়া বলিল—"মোটে দশটা বেজেছে। চারটের সময় ট্রেণ। ছ ঘণ্টা। তিনশো ষাট মিনিট। রাশি রাশি সময়।"

আমি বলিলাম—"সাহেব! অনুগ্রহ ক'রে যদি বাঙ্গালাই বল্‌ছ, তবে খাঁটি বাঙ্গালাটাই ব... ইংরেজি থেকে তর্জ্জমা ক'রে বোলো না। 'রাশি রাশি সময়' কি রকম হ'ল?"

সতীশ অধীর হইয়া বলিল—"হ্যাং ইওর বাঙ্গালা। যাবে কি না বল।"

আমি বলিলাম—"ভাই! তুমি সাহেব হয়েছ,—তোমরা যত চট্‌পট্‌ কাজ কর্‌তে পার, আমরা কাল আদমি কি তা পারি? স্নান কর্‌তে খেতে বারোটা বেজে যাবে। তার পর একটু বিশ্রাম—"

সতীশ বলিল—"ননসেন্স! ওসব ওজর রেখে দাও।"

আমি বলিলাম—"তা দার্জ্জিলিঙ যদি যাইবার ইচ্ছে, তবে দু'দিন আগে বল্লে না কেন?"

"আজ সকালে মাত্র দার্জ্জিলিঙ থেকে ডাক্তার সেনের নিমন্ত্রণ পেলাম।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম—"কি! ডাক্তার সেন দার্জ্জিলিঙে? সপরিবারে? সকন্যা?"

সতীশ বলিল—"অবশ্য।"—বলিয়া এক... হাসিতে লাগিল।

ডাক্তার সেনের বিদুষী কন্যা নির্ম্মলা আমার বন্ধুরত্নের মনোহরণ করিয়াছেন, ইহা সর্ব্বজনবিদিত সত্য।

আমি বলিলাম—"কি ভয়ানক। চারটে পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌তে হবে? তার আগে গাড়ী নেই?"

সতীশ অভিনেতার মত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"না।"

আমি গান ধরিলাম—

"এমনে কেমনে রব, না হেরে তাহায় রে,—
গণিযে নিমেষ পল, দিন না ফুরায় রে!"

যদিও নিজে কখনও রমণীর প্রেমে পড়ি নাই, তথাপি ব্যাপারটা জানা আছে। সতীশকে একদিন দেরী করিতে বলাও যা, আর ব্যাঘ্রকে অহিংসাধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টাও তাহাই। সুতরাং যাইব স্থির করিলাম। জিনিসপত্র গুছাইয়া চারিটার গাড়ীতে দুইজনে যাত্রা করা গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দার্জ্জিলিঙ ষ্টেশনে গাড়ী থামিবার পূর্ব্বেই কিছু দূর হইতে দেখা গেল, ডাক্তার সেন পুত্রকন্যা লইয়া প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া আছেন। বাঙ্গালীর মেয়েকে জুতা-মোজা পরিয়া প্রকাশ্যভাবে প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, আমার পিত্ত জ্বলিয়া গেল। ব্রাহ্ম-মহিলা আমি এ জীবনে অনেক দেখিয়াছি, দুই এক-জনের সঙ্গে পরিচয়ও আছে, এরূপ আচরণ কিছুই নূতন নহে, তথাপি সতীশের ভাবী বধূ, ভাবী শ্বশ্রূ বলিয়াই নূতন করিয়া আঘাতটা লাগিল। আমি স্ত্রী-শিক্ষার খুব পক্ষপাতী, কিন্তু স্ত্রীস্বাধীনতা জিনিসটা চক্ষে দেখিতে পারি না। আমার কাগজে সম্প্রতি এ বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছি। ভবিষ্যতে আরও লিখিবার উপকরণ তখনই মাথার ভিতর গজাইতে লাগিল। খুব কড়া-কড়া চোখা-চোখা বাক্যাবলী মস্তিষ্কের ভিতর শ্রেণীবদ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু অল্প-ক্ষণেই তাহাদের ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতে হইল।

গাড়ী হইতে নামিয়াই সতীশ আমাকে সকলের কাছে "ইন্‌ট্রোডিয়ুস্" করিয়া দিল। এরূপ অবস্থায় কি করা উচিত, না জানা থাকায়, আমি থতমত খাইয়া কোনও কথা বলিতে না পারিয়া মূঢ়ের মত দন্তবিকাশ করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। সতীশ-টার লজ্জাসরম কিছুই নাই, নির্ম্মলার ভাইকে লগেজের সন্ধানে প্রেরণ করিয়া, নির্ম্মলার সঙ্গ জোঁকের মত ধরিয়া রহিল।

নির্ম্মলা একটু পরেই আমার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া হাস্যমুখে আমায় বলিল—"মন্মথ বাবু, আমি আপনার কাগজের একজন নিয়মিত পাঠিকা।"—আরও যেন কি বলিতে যাইতেছিল, বলিল না।

নির্ম্মলার মা বলিলেন—"পূজোর 'বঙ্গপ্রভা' কবে বেরোবে মন্মথ বাবু?"

আমি বলিলাম—"পূজোর বঙ্গপ্রভা? সে ত বেরিয়ে গেছে।"

মিসেস্ সেন কন্যার প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"পেয়েছিস্?"

নির্ম্মলা বলিল—"কৈ না।"

আমি বলিলাম—"না না, মাফ করবেন। এখনও আপনাদের পাবার সময় হয়নি। এই কা'ল মোটে বেরিয়েছে। বিস্তর গ্রাহক, মফস্বলে সব ডেস্প্যাচ এক দিনে হয়ে ওঠে না কি না।"

নির্ম্মলা বলিল—"ওঃ—আমার বঙ্গপ্রভা প্রথমে ঢাকায় যাবে, তার পর ঠিকানা কেটে এখানে আসবে, তবে আমি পাব! আপনার কাছে এক-খানা নেই মন্মথ বাবু?"

বঙ্গপ্রভার প্রতি নির্ম্মলার টান দেখিয়া আমার সম্পাদক-প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিল। ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—"হ্যাঁ, আছে বৈ কি। আপনাকে কালই এক কপি পাঠিয়ে দেব।"

নির্ম্মলা বলিল—"বেশী কষ্ট করবেন না, সুবিধে-মত পাঠিয়ে দেবেন।"

নির্ম্মলার মা বলিলেন—"মন্মথ বাবু, কা'ল বিকেলে আমাদের বাড়ী চায়ে আপনার নিমন্ত্রণ রইল, আসবেন।"—বলিয়া সস্মিত অভিবাদনান্তর তাঁহারা চলিয়া গেলেন। আমি স্যানিটেরিয়ম্ অভি-মুখে যাত্রা করিলাম।

ভাবিলাম, শিক্ষা ও সংসর্গের এমনই গুণ, বাঙ্গালীর মেয়েও কথাবার্ত্তায় এমন নিঃসঙ্কোচ হইতে পারে।

রাত্রে বিছানায় ক্লান্তদেহ রাখিয়া সমাজতত্ত্বের অনেক কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। এই যে নূতন শিক্ষার সঙ্গে নূতন আচার ব্যবহার আমরা ইউরোপ হইতে আমদানী করিতেছি, ইহার ভাবী ফল কিরূপ দাঁড়াইবে?—চিন্তা অধিকদূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া চা পান করিতে করিতে পূর্ব্বদিনের ঘটনাগুলি আলোচনা করিতে লাগিলাম। সমাজে স্ত্রীপুরুষের অবাধ মেলামেশা আমি সামাজিক নীতির পক্ষে নিরাপদ মনে করি না। তাই ভাবি-লাম, চায়ের নিমন্ত্রণে যাইব না; নিজের বিশ্বাসবিরুদ্ধ কাজ করিব কেন? "বঙ্গপ্রভা"-খানা চাকর দিয়া পাঠাইয়া দিলেও চলিবে। আর হয় ত সতীশও এখ-নই আসিবে, তাহার হাতে পাঠাইয়া দিলেও চলিতে পারে।

কিন্তু সতীশটা এমনই গর্দ্দভ,—আসিল না। বোধ হয়, নির্ম্মলাকে ছাড়িয়া আসিতে পারিল না। মনে মনে উহাদের প্রেমলীলা কল্পনা করিয়া কৌতুক অনু-ভব করিতে লাগিলাম।

আহারাদির পর মনে হইল, চায়ের নিমন্ত্রণ যদি রক্ষা না করি, তাহা হইলে ঠিক ভদ্রতা হয় না। নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করিয়াছি, তখন রক্ষা করিতে আমি বাধ্য। যদি বিশ্বাসবিরুদ্ধই হইল, তবে সেই সময়েই আমার উচিত ছিল,—নিমন্ত্রণ কাটাইয়া

দেওয়া। আজিকার মত যাই। ভবিষ্যতে সাবধান হওয়া যাইবে—আর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেছি না।

বৈকালে যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। বেশবিন্যাস একটু যত্নপূর্ব্বকই করিলাম। নিজেকে বুঝাইলাম, শুধু পুরুষ-সমাজে বিচরণ করিতে হইলে বেশভূষার তারতম্যে আসিয়া যায় না—কিন্তু রমণী-সমাজে একটু পারিপাট্য অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য।

দার্জ্জিলিঙে আমি বহুবার আসিয়াছি—পথ-ঘাট আমার সর্ব্বত্র পরিচিত। যখন বাড়ীর কাছে পৌঁছিলাম, তখন চারিটা বাজিতে দশ মিনিট বাকী আছে—নিমন্ত্রণ চারিটার সময়। ভাবিলাম, ইহারা ইংরাজি ধরণের লোক, যথাসময়ের পূর্ব্বে যাইলে হয় ত বা বর্ব্বর মনে করিবে; তাই বাহিরে এদিক্ ওদিক্ একটু বেড়াইয়া, ঠিক চারিটার সময় কার্ড পাঠাইয়া দিলাম।

সকলে আদর অভ্যর্থনা করিয়া আমাকে বসাইলেন। নির্ম্মলাকে আজ ভারী সুন্দর দেখাইতেছিল। ষ্টেশনে যখন দেখিয়াছিলাম, তখন তাহার গায়ে ইংরাজি কেপ, পায়ে ইংরাজি জুতা,—দেখিতে আমার মোটে ভাল লাগে নাই। এখন দেখিলাম, পায়ে লাল মখমলের দেশী জুতা, নারাঙ্গি রঙের তাফ্তা শাড়ীখানি নব্য প্রথায় পরা, মাথায় মাথা-ভরা চুলের এলো খোঁপা এবং খোঁপায় একটি পীতবর্ণের পাহাড়ী গোলাপ। নির্ম্মলা খুব সুন্দরী বটে!

সতীশকে প্রথমে দেখিতে পাইলাম না। তাহাকে নির্জ্জনে পাইলে নির্ম্মলার লাল মখমলের জুতার উপর "রাঙ্গা পা দুখানি" বলিয়া কেমন রসিকতা করিব, তাহা মনে মনে সাধিয়া রাখিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে সতীশ আসিল। চা পান ও নানাবিধ কথাবার্ত্তা হইলে পর সকলে মিলিয়া বেড়াইতে যাইবার পরামর্শ হইল।

ঘণ্টাখানেক ভ্রমণের পর যখন বিদায় লইলাম, তখন মিসেস্ সেন বলিলেন—"মন্মথবাবু, কা'ল যদি আবার চায়ের সময় আসেন, তবে একত্র বেড়াতে যাওয়া যায়।"

মনে হইল, এইবার সময় হইয়াছে, এই বেলা নিমন্ত্রণ স্পষ্ট করিয়া অস্বীকার করি। সেই সঙ্গে অস্বীকার করিবার প্রকৃত কারণটাও খুলিয়া বলিব কি? তাহার ভিতর সমাজনীতি-ঘটিত কত বড় একটা উচ্চতত্ত্ব ও আদর্শ নিহিত রহিয়াছে, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিবার এই অবসর গ্রহণ করা উচিত নয় কি? কিন্তু আবার ভাবিলাম, নিম[illegible] কৈ? "যদি আসেন"—ইহাকে কি নিমন্ত্রণ ব[illegible] যাইতে পারে? এইরূপ মানসিক তর্কে ব্যস্ত থাক[illegible] কোনও উত্তর দিয়া উঠিতে পারিলাম না; এ দি[illegible] ইহারাও নমস্কার করিয়া বিদায় লইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতে বেলা দশটার সময় সতী[illegible] আসিয়া উপস্থিত। নির্ম্মলাকে ছাড়িয়া কেম[illegible] করিয়া আসিল, জিজ্ঞাসা করায় বলিল—"তোমা[illegible] সেই হতভাগা কাগজ বঙ্গদর্শন না বঙ্গপ্রভা কি দি[illegible] এসেছ, সকাল থেকে তাই নিয়ে ব্যস্ত। আ[illegible] রাগ ক'রে চ'লে এলাম।"

শুনিয়া আমার মনটা ভারী খুসী হইল সাহিত্যের প্রতি নির্ম্মলার এত অনুরাগ! নির্ম্মলা যদি বাঙ্গালা লেখেন, তবে সংশোধন করিয়া বঙ্গপ্রভায় ছাপাই।

নির্ম্মলার অনেক গল্প সতীশ করিল; এই দুইটি নব প্রণয়ীর সুখে আমারও মনটা তারুণ্যপূর্ণ হইয়া উঠিল।

সতীশ বলিল—"এখন যাই। কেমন ঘর পেয়েছ, দেখতে এসেছিলাম। চায়ের সময় দেখা হবে। আস্ছ ত?"

আমি বলিলাম—"চায়ে? আজ আর না। মিসেস্ সেন ত আমায় নিমন্ত্রণ করেন নি।"

সতীশ বলিল—"করেছেন বৈ কি। আমি নিজে শুনেছি।"

"কোথা করেছেন? শুধু বলেছিলেন, 'আসেন যদি'।"

"বিলক্ষণ! ঐ নিমন্ত্রণ হ'ল। তবে কি তোমার দরজায় এসে গলায় বস্ত্র দিয়ে যথাশাস্ত্র নিমন্ত্রণ ক'রে যেতে হবে না কি? আচ্ছা সেকেলে তুমি ত হে!"

আমি বলিলাম—"বল কি? কিন্তু আমি ত আজ যেতে পারছিনে। না গেলে কি ভয়ানক অভদ্রতা হবে? কি জানি, তোমাদের সব বিলিতি এটিকেট্-ফেটিকেট জানি-টানিনে ভাই।"

সতীশ গম্ভীরভাবে বলিল—"ভয়ানক অভদ্রতা হবে।"

শুনিয়া আমি নিজের প্রতি ভারী বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। সেই সময় মিসেস্ সেনকে অন্ততঃ এইটুকু বলিলেই হইত, 'না, কা'ল আর আস্তে

পারব না, একটু কাজ আছে'—তা না করিয়া, এটা রীতিমত নিমন্ত্রণ হইল কি না, সেই তর্কে ব্যস্ত রহিলাম ; এখন এই অবস্থা।

সতীশ হাসিয়া বলিল—"না না, 'ভয়ানক অভদ্রতা' হবে না, অত চিন্তিত হয়ো না। শুধু আবার দেখা হ'লে ক্ষমা প্রার্থনা করলেই চলবে। কিন্তু আসবে না কেন ? না না—এস।"

প্রকৃত কারণ সতীশকে একা বলিতে ততদূর উৎসাহ হইল না। আমি বলিলাম—"ওহে, আজ একটু বিশেষ—"

সতীশ বলিল—"বিশেষ কাজ কা'ল হবে, আজ ত এস। অন্ততঃ আসতে চেষ্টা কোরো !"—বলিয়া সে অন্তর্দ্ধান করিল।

আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম—"যাই বল, যাই কও, আর আমি যাচ্ছিনে।"

কিন্তু সময় যত অগ্রসর হইতে লাগিল, বড় একা অনুভব করিতে লাগিলাম। পূজার 'বঙ্গপ্রভা'-খানা নির্ম্মলার কেমন লাগিল, জানিবার জন্য একটু ঔৎসুক্যও জন্মিল। বিশেষতঃ আমার স্বলিখিত সেই "নারী-জীবনের আদর্শ" প্রবন্ধটা সম্বন্ধে।—নির্ম্মলার শ্রেণীর আজিকালিকার আলোকপ্রাপ্তা নারীগণের জন্যই সে প্রবন্ধ লিখিয়াছি কি না। সে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নির্ম্মলার মতামত কিরূপ হইল, তাহা জানা আবশ্যক।—সুতরাং যাওয়াই স্থির করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গিয়া দেখিলাম, ড্রইং-রুমে কেহ নাই। কিয়ৎক্ষণ বসিয়া আছি, নির্ম্মলা আসিলেন, হাস্যমুখে নমস্কার করিয়া বলিলেন—"কি সৌভাগ্য ! আপনার আশা ত আমরা ছেড়ে দিয়েছিলাম। বাবা, মা, সতীশবাবু বাগান দেখতে গিয়েছেন্। সতীশবাবু বল্লেন, আপনি আজ আর আসবেন না—ভারী ব্যস্ত আছেন। কোন নূতন লেখায় বুঝি ?"

আমি বলিলাম—"হ্যাঁ, না—একটু কাজ ছিল, তাই ভাবলাম—"

নির্ম্মলা বলিল,—"আচ্ছা, বঙ্গপ্রভায় রোজ ক'লম্ ক'রে আপনার সময় যায় ?"

"আমার সমস্ত সময়ই প্রায় বঙ্গপ্রভায় যায়। আমি ত বঙ্গপ্রভা নিয়েই আছি।"

"বেশ আছেন। আমারও ইচ্ছা করে, আমিও ঐ রকম সাহিত্যচর্চ্চা নিয়ে দিনরাত থাকি, কিন্তু আপনার কাছে এ মত ব্যক্ত করা বোধ হয় খুব দুঃসাহসের কাজ !"

"কেন ?"

"আপনি নারীজীবনের আদর্শ প্রবন্ধে যে মত এনেছেন—আপনার মতে, স্ত্রীলোকের প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্র গৃহ, নিজের প্রতি সম্পূর্ণ অমনোযোগী হয়ে পরসেবাই যথার্থ নারীধর্ম্ম।"

"আপনি তা হ'লে প্রবন্ধটা পড়েছেন ?"

"পড়েছি বই কি ; সব প'ড়ে ফেলেছি। কা'ল রাত্রে বিছানায় শুয়ে পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভেঙ্গে দেখি, মোমবাতিটা শেষ অবধি পুড়ে দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে, ঘরে ভয়ানক আলো হয়েছে, দেখে প্রথমটা এমন ভয় হয়েছিল !"

আমি বলিলাম—"ওঃ—ভাগ্যে কিছু ধ'রে-ট'রে যায় নি।"

স্মিতমুখে নির্ম্মলা বলিলেন—"আপনার বঙ্গপ্রভা পড়তে গিয়ে যদি আমার মশারিতে আগুন ধ'রে যেত, আমি পুড়ে যেতাম, তবে এই দুর্ঘটনা কাগজে কাগজে ছাপা হ'লে আপনার বঙ্গপ্রভার খুব একচোট বিজ্ঞাপন হয়ে যেত।"

ইহার উত্তরে প্রথমটা আমার কথা যোগাইল না—শুধু একটা উপমা মাথার ভিতর ঘুরিতে লাগিল। যে মোমবাতির জ্বলার কথা বলিতেছেন, এই সুশিক্ষিতা নারী তাহারই মত কি সুকোমল, অথচ তাহারই শিখার মত কি দীপ্তিমতী ? আমি একটু অর্থশূন্য হাসি হাসিলাম, শেষে বলিলাম—"বাঙ্গালা সাহিত্যে আপনার এত ভক্তি, বাঙ্গালা লেখেন না কেন ?"

"আমি লিখলে কে পড়বে ? প্রথমতঃ কে ছাপাবে ?"

আমার খুব সন্দেহ হইল, নির্ম্মলা গোপনে গোপনে লিখিয়া থাকেন। কিন্তু স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইল না।

সম্পাদকীয় প্রসঙ্গে ছোট গল্পের কথা উঠিল। আমি বলিলাম—প্রতিমাসে একটা করিয়া ছোট গল্প দেওয়ার যে রীতি হইয়াছে, তাহাতে সময়ে সময়ে ভাল গল্পাভাবে সম্পাদককে মুস্কিলে পড়িতে হয়।"

নির্ম্মলা বলিলেন—"আমার একটি বন্ধু ছোট গল্প লেখেন। আমার কাছে একটা রয়েছে। আপনি দেখবেন ?"

এ বিপদের সম্ভাবনা জানিলে ছোট গল্পের প্রসঙ্গই উত্থাপন করিতাম না। সম্পাদকীয় কর্ত্ত-

টানিতে টানিতে শিক্ষানবীশের অনেক গল্প আমাদিগকে পড়িতে হয়। কিন্তু এ এক মাস আমি ছুটী লইয়া পাহাড়ে বেড়াইতে আসিয়াছি।—তথাপি নিরুপায়। সুতরাং নির্ম্মলাকে বলিলাম—"তা দেবেন, দেখব।"

"দেখে আপনার যথার্থ মতামত আমায় বল্‌তে হবে।"

"তা বল্‌ব।"

"আমার বন্ধু ব'লে কিছু রেখে ঢেকে বলবেন না?"

"আপনি যদি যথার্থ মতই শোন্‌বার জন্যে উৎসুক হন, তা হ'লে আমি যথার্থ মতই বল্‌ব।"

নির্ম্মলা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গেলেন। কয়েক মিনিট পরে রুল-টানা ফুলস্ক্যাপে হাফ মার্জ্জিনে সুন্দর সাবধান হস্তাক্ষরে লেখা, লাল রেশমে কোণ গাঁথা একটি পাণ্ডুলিপি আনিয়া আমার হাতে দিলেন।

প্রথম পৃষ্ঠায় চক্ষু রাখিয়া আমি বলিলাম—"নূতন লেখক?"

নির্ম্মলা বলিলেন—"হ্যাঁ, কি ক'রে জান্‌লেন?"

"নূতন লেখকেরা প্রায়ই বেশ ধ'রে ধ'রে যত্ন ক'রে পাণ্ডুলিপি লিখে থাকেন। পুরোনো লেখকের হস্তাক্ষর প্রায়ই অস্পষ্ট হয়।"

এই কথা বলিয়া, সম্পাদকীয় অভ্যাসবশতঃ শেষ পৃষ্ঠা উল্টাইয়া নাম খুঁজিলাম। নাম নাই। শেষ পৃষ্ঠায় চোখ বুলাইয়া দেখিলাম, নায়ক বা নায়িকা বিষপান করিয়াছে কি না। নূতন লেখকের নায়ক-নায়িকা শেষটায় প্রায়ই বাঁচে না। দেখিলাম, নায়কনায়িকা বাঁচিয়াই আছে—অনেকটা ভরসা হইল।

সন্দেহ হইল, এ লেখা হয় ত বা নির্ম্মলার নিজের। অনেক লাজুক লেখক, প্রথম প্রথম অন্যকে নিজের লেখা দেখাইবার সময়, বন্ধুর লেখা বলিয়া থাকেন।

নির্ম্মলাকে বলিলাম—"আজ আমি বাসায় গিয়ে এ লেখা পড়ব, কা'ল এসে আপনাকে মতামত বলব।"

লেখা নির্ম্মলার হওয়ারই বিশেষ সম্ভাবনা। মতামত কিরূপ ভাষায় প্রকাশ করিব, তাহা আগে হইতেই জানা আছে। বন্ধুত্বের স্থলে নূতন লেখকের লেখার সমালোচনা শতসহস্রবার করিতে হইয়াছে। বাঁধি গৎ আছে,—সেইগুলি গুছাইয়া বলা মাত্র। "স্থানে স্থানে বেশ হৃদয়গ্রাহী"—"চর্চ্চা রাখিলে ক্রমে একজন ভাল লেখক হইতে পারেন"—ইত্যাদি।

ক্রমে সকলে ফিরিয়া আসিলেন। চা-পানাদি পর বাড়ীতে বসিয়াই গল্প চলিতে লাগিল—বেড়াইতে যাওয়া আর হইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাড়ী গিয়া গল্প পড়িলাম। দেখিলাম, খুব ভুল করিয়াছি। প্রথমতঃ নূতন লেখকের রচনা নহে হাত বেশ পাকা—ভাষা তেজস্বী অথচ সংযত দ্বিতীয়তঃ নির্ম্মলার লেখা নহে। এতকাল বৃথা সম্পাদকতা করিতেছি না। কাহার লেখা, তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। গৌরীকান্ত রায়ের লেখা সাক্ষাৎ আলাপ নাই—শুনিয়াছি, ঢাকার ঐ দিকেই কোথায় থাকেন। লেখা তাঁহার অনেক পড়িয়াছি তিনি নব্য লেখকগণের মধ্যে এক জন প্রধান। তবে লেখার অনেক দোষও আছে—সে সব অল্পবয়সের দোষ। ক্রমে শোধরাইয়া যাইবে।

পরদিন নির্ম্মলার কাছে গিয়া, লেখকটির সুখ্যাতি করিলাম। দুই এক স্থলে দোষও দেখাইলাম—কিন্তু প্রশংসার ভাগই বেশী দিলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"লেখকের বয়স কি অল্প?"

নির্ম্মলা বলিলেন—"হ্যাঁ,—আমার চেয়ে কিছু বড়।"

"আপনার খুব বন্ধু বুঝি?"

"হ্যাঁ, আমার এক জন বিশেষ বন্ধু।"

কথাটা শুনিতে আমার ভাল লাগিল না। এক জন যুবতী কন্যার এক জন যুবক 'বিশেষ বন্ধু' থাকিবে কেন?

জিজ্ঞাসা করিলাম—"এঁর লেখা দুই একটা আমরা পেতে পারিনে?"

নির্ম্মলা বলিলেন—"কেন, আপনার খুব লোভ হচ্চে নাকি?"

"তা হচ্চে।"

"আচ্ছা, তা হ'লে আপনাকে একটা দেওয়াতে চেষ্টা করব। কিন্তু এটা নয়।"

"আপনার কাছে কি তাঁর অনেক লেখা আছে?"

"তাঁর অনেক লেখাই আমার কাছে আছে। তিনি নূতন লেখা শেষ হওয়া মাত্র আমাকে পাঠিয়ে দেন।"

আমি মনে মনে ভাবিলাম, গতিক ভাল নয়। এত অন্তরঙ্গতা! বলিলাম—"আপনি তা হ'লে তাঁর প্রধানা পাঠিকা?"

"অন্ততঃ প্রথমা বটে। আমিই বোধ হয় তাঁর লেখার সব চেয়ে বেশী ভক্ত।"

আমি বলিলাম—"তাঁর নামটা শুনতে পাইনে ?"

নির্ম্মলা একটু ভাবিলেন। শেষে বলিলেন—"গৌরীকান্ত রায়।" বলিতে তাঁহার কপোলদেশ কিঞ্চিৎ রক্তাভ হইল।

সতীশের জন্য আমার দুঃখ হইল।

তাহার পর, গৌরীকান্তের প্রকাশিত লেখার সম্বন্ধে আমরা কথা কহিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম, তাঁহার নব প্রকাশিত "নন্দরাণী" উপন্যাস আমরা সমালোচনার্থ পাইয়াছি।

ইহার পর দুই তিন দিন নির্ম্মলার সঙ্গে গৌরীকান্ত রায়ের লেখার বিষয় অনেক সমালোচনা করিলাম। নির্ম্মলা গৌরীকান্তকে একেবারে পূজা করেন বলিলেই হয়। লোকটার উপর আমার কেমন একটা বিজাতীয় ক্রোধ জন্মিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সতীশ এখনও সেন-দম্পতীর নিকট নির্ম্মলার পাণি-প্রার্থনা করে নাই। করিলে মঞ্জুর হইবারই সম্ভাবনা। আমার ত দৃঢ় বিশ্বাস, সতীশ যেরূপ ডাক্তার সেনের জামাতৃপদাকাঙ্ক্ষী, ডাক্তার সেনও সেইরূপ সতীশের শ্বশুরত্বের জন্য সমুৎসুক। এ কয়দিনের ভাবগতি দেখিয়া ইহাই স্পষ্ট অনুমান হয়।

কিন্তু ঐ গৌরীকান্ত-বিভ্রাট আমায় দুশ্চিন্তান্বিত করিয়াছে। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে "পরম বন্ধুত্ব" আমি মোটেই বুঝিতে পারি না।

এখন ব্যাপারটা এইরূপ দাঁড়াইতেছে। সতীশ ও নির্ম্মলার বিবাহ হইল। নির্ম্মলা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগশালিনী। সতীশ বাঙ্গালা সাহিত্যের নামে জলিয়া যায়। এ দিকে গৌরীকান্ত এক জন প্রতিভাশালী লেখক, সে পৃথিবীর সমস্ত নারীজাতির মধ্যে বাছিয়া নির্ম্মলাকেই তাহার সাহিত্য-সঙ্গিনী করিয়া লইয়াছে। আর, নির্ম্মলার মনও গৌরীকান্তের প্রতি একটা ভাবাবেগে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ইহা একটা অজ্ঞাত বীজস্বরূপ;—ইহা হইতে ভবিষ্যতে কি জাতীয় তরু উদ্গত হইতে পারে, তাহা কে জানে ?

আমি ইহা হইতে দিব না। আমি আমার বন্ধুর দাম্পত্যজীবন নিষ্কণ্টক করিব। নির্ম্মলা গৌরীকান্তের পূজার জন্য নিজের মনের মধ্যে যে ভক্তিমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সে মন্দির আমি সমালোচনার বজ্র দিয়া ভস্মীভূত করিব। দেখাই গৌরীকান্ত অপেক্ষাও প্রতিভাবান্ লেখক নব্যবঙ্গে আছে। আমি গৌরীকান্তের ভাষার ভুল ধরিব, ব্যাকরণের ভুল ধরিব, নূতন পুরাতন পাশ্চাত্য সাহিত্য তন্ন তন্ন করিয়া ঘাঁটিয়া, গৌরীকান্তের কোন ভাবের সাদৃশ্য আছে, আবিষ্কার করিব; পাশাপাশি দুই স্থান উদ্ধৃত করিয়া গৌরীকান্তকে চোর বলিয়া জগৎসমক্ষে ঘোষণা করিব। এইরূপ প্রতিনিয়ত অধ্যবসায়ে নির্ম্মলার মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিব যে, তাহার পূজার দেবতা মাটীর পুতুল মাত্র, ভিতরে শুধু খড়। সতীশকে, নির্ম্মলাকে রক্ষা করিব, সে আত্মরক্ষারই সমান। ঘরের টাকা দিয়া এত দিন বঙ্গপ্রভা চালাইয়া আসিয়াছি। আমার সমালোচনার রাজদণ্ড ছোট বড় সমস্ত লেখকেরই বিভীষিকা। এবার সে দণ্ডের সাহায্যে বন্ধুকৃত্য সাধন করিয়া লইব। একবার মনে সন্দেহ হইল, তাহাতে সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে না ত ? কিন্তু অনুকূল যুক্তি উদ্ভাবন করিয়া মনকে সহজেই আঁখি ঠারিলাম।

এইরূপ স্থির করিয়া, প্রথমতঃ "নন্দরাণী" খানার একটা ভয়ঙ্কর তীব্র সমালোচনা লিখিলাম। কার্ত্তিক মাসের কাগজের জন্য সমালোচনা কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলাম। যথাসময়ে অর্ডার প্রুফ আসিল। অর্ডারে স্থানে স্থানে সমালোচনা আরও তীব্র করিয়া দিলাম।

সে দিন বৈকালে সতীশ আসিল। আমার টেবিলে "নন্দরাণী" দেখিয়া বহিখানা উঠাইয়া লইল। আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—"উঁহু উঁহু, ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, এটা বাঙ্গালা বই।"

সতীশ বলিল—"এই বইখানা নিয়ে ক'দিন থেকে এমনই মেতে আছ যে, একহপ্তা আমাদের ওদিকে যাওনি। যখনই আসি, তখনই দেখি, এই বইখানা নিয়ে লিখছ, তাই এটা কেড়ে নিতে এসেছি।"

আমি বলিলাম—"বইখানা সমালোচনা করছিলাম। এখন কেড়ে নিতে পার, শেষ হয়ে গেছে।"

"সমালোচনা শেষ হয়ে গেছে ?"

"হ্যাঁ—এই কতক্ষণ অর্ডার প্রুফ ডাকে দিয়েছি।"

সতীশ বাঙ্গালা সাহিত্যের খবর লইতেছে দেখিয়া ভাবিলাম, হইল কি !

সতীশ আমার মুখপানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

বলিলাম—"ব্যাপার কি হে ?"

সতীশ বলিল—"...

গোপন কথা তোমায় বলি। শুধু 'নন্দরাণীর' সমালোচনা তোমার কাগজে বেরুবার অপেক্ষায় ছিলাম।"

আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"নন্দরাণীর সমালোচনা? নন্দরাণীর সমালোচনার সহিত তোমার জীবনের গোপন কথার যোগ কোথায়?"

সতীশ বলিল—"বিশেষ যোগ আছে। আমিই গৌরীকান্ত রায়।"

আমি আকাশ হইতে পড়িলাম। বলিলাম—"তুমি!"

"আমি। দেখছ না—সতী মানে গৌরী, আর ঈশ মানে কান্ত।"

আমি বলিলাম—"তুমি!" বলিবার সঙ্গে সঙ্গে চাকরকে ডাকিবার জন্য ঘণ্টা বাজাইলাম। চাকর আসিলে টেলিগ্রাম করিবার কাগজ আনিতে হুকুম দিলাম।

সতীশ বলিল—বিলাতে থাকিতে ব্রিটিশ মিউজিয়মে বসিয়া সমস্ত ভাল বাঙ্গালা বহি মনোযোগের সহিত সে পাঠ করিয়াছিল। পরে লেখা অভ্যাস করিয়াছে। তাহার প্রথম উপন্যাস 'নন্দরাণীর' সমালোচনা বঙ্গপ্রভায় বাহির হওয়া অবধি অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার কারণ, আগে জানিলে পাছে আমি তাহাকে অন্যায় প্রশংসায় বাড়াইয়া তুলি।

চাকর টেলিগ্রামের ফর্ম্ম আনিল। ম্যানেজারকে সংবাদ পাঠাইলাম—নন্দরাণী সমালোচনা অর্ডার প্রুফ্ ডাকে দিয়াছি,—কিন্তু যেন ছাপা না হয়। তাহার স্থানে অন্য একটা প্রবন্ধ দিতে বলিয়া দিলাম।

কলির মেয়ে

প্রথম পরিচ্ছেদ

চৈত্রের দিবা অবসিত-প্রায়। গোপাল সরকারের বৈঠকখানায় বসিয়া বিজয় মিত্র পাশা খেলিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রটি ছুটিয়া আসিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল—"বাবা, শীগ্‌গির এস, টেলিগেরাপ এসেছে।"

টেলিগ্রামের নাম শুনিয়া বৈঠকখানা-সুদ্ধ লোক চমকিয়া উঠিল। পল্লীগ্রামে টেলিগ্রাম সর্ব্বদা আসে না,—যাহা আসে, তাহা প্রায়ই দুঃসংবাদ, বিপদের সংবাদ।

বিজয় মিত্র খেলা ফেলিয়া ভিজা গামছায় কপালের ঘাম মুছিয়া, চটিজুতা পায়ে দিয়া ত্বরিতপদে বাড়ী আসিলেন। দূর ষ্টেশন হইতে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর টেলিগ্রাফ পেয়াদা আসিয়াছে। সদর দরজার বারান্দায় বৃহৎ লাঠি লইয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া আছে। অসংখ্য কুতূহলী বালক-বালিকা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া।

বিজয় মিত্র রসিদে নাম সহি করিয়া দিয়া, কম্পিত-হস্তে টেলিগ্রাম খুলিলেন। পাঠমাত্রে তাঁহার মুখে আনন্দের জ্যোতি দেখা দিল। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পত্নী উৎকণ্ঠিতভাবে প্রতীক্ষা করিতেছেন। বলিলেন—"ভাল খবর।"

"কি?"

"বিনু বাড়ী আসছে।"

"বিনু? কোথা থেকে? কবে আসবে?"

"তা লেখেনি। মোকামা থেকে তার করেছে, কা'ল এসে পৌঁছবে বোধ করি।"

বিজয়হরি ও বিনোদবিহারী দুই ভাই—সহোদর। বিনোদ যখন ছোট, তখন ইহারা পিতৃমাতৃহীন হয়। বিজয়হরির স্ত্রীই বিনোদকে মানুষ করিয়াছিলেন।

বিনোদ বড় হইলে সে ভারী দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল। এই সূত্রে দাদার সঙ্গে প্রায়ই তাহার বচসা হইত। এক দিন ক্রোধান্ধ হইয়া বিজয়হরি বিনোদকে জুতার দ্বারা প্রহার করিয়াছিলেন। সেই দিন বিনোদ পলায়ন করিল। এক দিন দুই দিন করিয়া এক সপ্তাহ গেল, বিনোদ ফিরিল না। তখন বিজয়হরি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করিলেন। দশ টাকা পুরস্কার পর্য্যন্ত ঘোষণা করিলেন,—তথাপি বিনোদের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। দেখিতে দেখিতে মাস কাটিল, বৎসর কাটিল, এইরূপে তিনটি বৎসর কাটিয়াছে। বিনোদ নিরুদ্দেশ হওয়ায় আত্মীয়-বন্ধু-সমাজে বিজয়হরি লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারেন না,—আজ সহসা সংবাদ আসিল, সেই ভাই বাড়ী আসিতেছে।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা উঠানের তুলসীগাছ সওয়া-পাঁচ আনার হরিলুট পাইয়া গেল। গ্রামময় এ সংবাদ রটিত হইল। বন্ধুবান্ধব উৎসুকচিত্তে বিনোদের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

পরদিন অপরাহ্নকালে বিনোদের গাড়ী গ্রামে প্রবেশ করিল। বিনোদ গাড়ী হইতে নামিল। হাতে একটি সবুজ বনাতের ঘেরাটোপযুক্ত ক্যাশবাক্স। গাড়োয়ান এবং বাটীর ভৃত্য মিলিয়া জিনিসপত্র নামাইল।

বিনোদ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দাদা ও বউদিদিকে প্রণাম করিল। ছেলেপিলেকে কোলে করিয়া আদর করিয়া অনর্থ করিল। বউদিদিকে ঘরের মধ্যে ডাকিয়া, ক্যাশবাক্সটি হাতে দিয়া চুপি চুপি বলিল—"এটি খুব সাবধানে তোমার আয়রণচেষ্টে রেখে দাও বউদিদি।"

বউদিদি দেখিলেন, বাক্সটি বিলক্ষণ ভারী।—খুসী হইয়া সিন্দুকে বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন—

"এত দিন কোথা ছিলে ঠাকুরপো?"

"ছিলাম মোতিহারিতে।"

"এত দিনে মনে পড়ল?"

"চাকরি ফেলে কি ক'রে আসি বউদিদি?"

"কত টাকা মাইনে হয়েছে?"

"একশো কুড়ি টাকা।"

"বিয়ে করেছ?"

"বিয়ে? বিয়ে ক'রে কি হবে?"

বউদিদি হাসিয়া কি একটা ঠাট্টা করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় বিজয় বাবু আসিয়া বলিলেন—

"সারাদিন খাওয়া হয়নি, যাও, ঝঁা ক'রে রান্না চড়িয়ে দাও গে, গল্প পরে কোরো এখন।"

জলযোগাদি করিতে সন্ধ্যা হইল। ক্রমে লোকজন আসিয়া বৈঠকখানা ছাইয়া ফেলিল। দুই ভ্রাতা গিয়া সমবেত বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে উপবেশন করিলেন। গুরুসম্পর্কীয়গণকে প্রণাম করিতে করিতে বিনোদের স্কন্ধে বেদনা ধরিয়া গেল। কেহ কেহ বলিল—"এত দিন বাড়ী আস্‌বার নাম নেই, আমরা ভাবি হ'ল কি? ছোকরা গেল কোথায়? ছেলে বাহাদুর বটে। আজকালকার বাজারে, একশো কুড়ি টাকার চাকরি বাগানো সাধারণ কথা।"

গ্রামের অন্যান্য হতভাগ্য যুবক, যাহারা বি-এ পাশ করিয়া কলিকাতা কন্‌ট্রোলার জেনারলের আপিসে ত্রিশ টাকার কেরাণীগিরির জন্য উমেদারী করিতেছিল, এম-এ পাশ করিয়া যাহারা পঞ্চাশ টাকা বেতনের মাষ্টারী জুটাইতে পারিতেছিল না, তাহাদের অনেকেরই কথা উঠিল। বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"সকলই অদৃষ্টে করে রে ভাই, ও বি-এ পাশ কর্‌লেও হয় না, মহা-বি-এ-পাশ করলেও হয় না।"

অনেকে বলিল—"তা বটেই ত—তার আর ভুল কি!"—নব্য গোছের এক জন বলিল—"অদৃষ্ট ত বটেই,—তার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিও চাই।"

অন্য একজন মন্তব্য করিল—"বিনোদ বুদ্ধিমান্‌, আমরা বরাবরই ব'লে এসেছি।" সরকার মহাশয় এ মতের পোষকতা করিয়া বলিলেন—"ছেলেবেলায় একটু দুর্দ্দান্ত ছিল—তা অমন অনেকে থাকে,—একটু বয়স হ'লেই সেরে যায়। তা হোক্‌, চাকরিটি এখন ভালয় ভালয় বজায় থাকুক—ক্রমে বেতনবৃদ্ধি হোক, পদবৃদ্ধি হোক, এই আমাদের আশীর্ব্বাদ।"

বিজয় ভ্রাতার পানে সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"সেই আশীর্ব্বাদ করুন সরকার মহাশয়।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতে দাদার বালক-বালিকাদিগকে লইয়া বারান্দায় বসিয়া বিনোদ বলিল—"তোদের জন্যে কি নিয়ে এসেছি, তা এখনো দেখিস্‌নি বুঝি?"

"কি কাকা?" "কি এনেছ কাকা?" ইত্যাকার প্রশ্নে বিনোদকে তাহারা ছাঁকিয়া ধরিল। বিনোদ উঠিয়া তোরঙ্গ খুলিয়া, কাহাকেও একটা রবারের বান্দর, কাহাকেও একটা লাল বল, কাহাকেও একটা মেম-পুতুল বিতরণ করিল। তাহা লইয়া বালক-বালিকাগণ মহা লম্ফঝম্প আরম্ভ করিয়া দিল। হাস্যমুখী বউদিদির পানে চাহিয়া বিনোদ বলিল,"তোমার জন্য কি এনেছি, জিজ্ঞাসা কর্‌লে না বউ দিদি?"

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন—"কি এনেছ ভাই?"

"কি বল দিকিন?"

"কি জানি।"

"কি পেলে খুসী হও?"

"কি পেলে খুসী হই? দাঁড়াও, দেখি। বাঁদর নয়, সে ত ঘরেই রয়েছে—"

বিনোদ কৃত্রিম কোপসহকারে বলিল—"অ্যাঁ! আমার দাদাকে বাঁদর বলছ বউদিদি?"

বউদিদি বলিলেন—"এই দেখ, কারু কি নাম করেছি, নিজেরা ধরা দিলে আমি আর কি করব?"

বিনোদ বলিল—"মেম পুতুলও বোধ হয় চাও না, সে ত নিজেই রয়েছ।"

বউদিদি বলিলেন—"না, মোমের মেম-পুতুল চাইনে বটে। একটি সত্যিকার জেয়ান্ত মেম-পুতুল যদি বিয়ে ক'রে এনে দিতে ভাই, তা হ'লে খুব খুসী হতাম।"

"যা এনেছি, তা দেখলে আরও খুসী হবে। এই জন্যেই ত এতদিন বাড়ী আসিনি—টাকা জমাচ্ছিলাম। আমার ক্যাশবাক্সটা বের কর দিকিন বউদিদি।"

বউদিদি সিন্দুক খুলিয়া, সবুজ বনাত-ঢাকা ক্যাশবাক্সটি বাহির করিলেন। বিনোদ চাবি খুঁজিতে লাগিল। এ পকেট, সে পকেট, এ জামা, সে জামা কোথাও চাবি পাওয়া গেল না। শেষে তোরঙ্গ দুইটা খুলিয়া উলট-পালট করিল, কোথাও চাবি নাই।

মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া বলিল—"নিশ্চয় [illegible]বি গাড়ীতে ফেলে এসেছি।"—বলিয়া বিনোদ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। বউদিদি সান্ত্বনা করিয়া বলিল—"চাবি হারিয়েছে, তার আর ভাবনা কি ঠাকুরপো? মাল ত হারাও নি,—বাক্স ত ঘরেই আছে, চাবি হবে এখন। না হয় বাক্স ভাঙতে হবে, এর বেশী আর কি হবে?"

বিনোদ একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল—"আমার যে হাত-খরচের টাকা অবধি বাইরে নেই বউদিদি!"

বউদিদি বলিলেন—"তা তোমার যখন দরকার হবে, আমার কাছে নিও এখন।"

"কলকাতায় গিয়ে বাক্স না খোলালে আর উপায় নেই। এত সাধ ক'রে তোমার জন্যে গহনা গড়িয়ে ছুনিয়ে এলাম, দেখাতে পেলেম না, এই দুখ।"

বউদিদি বলিলেন—"না, দুঃখ কোরো না। দুদিন রই না হয় দেখব। কি এনেছ বলই না—কানে নি।"

"দশ ভরি দিয়ে তোমার জন্তে একজোড়া ব্রেস-টে গড়িয়ে এনেছি।"

বউদিদি খুব আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। বিনোদ মে সুস্থ হইল। তখন বলিল—"বউদি, চা তৈরী রুতে পার? সকালে চা খাওয়াটা ভারী অভ্যাস য়ে গেছে।"—শুনিয়া বউদিদির মন সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া ঠল। ঠাকুরপোর এতদূর সৌখীন চালচলন ইয়াছে। কিন্তু কিছু অপ্রতিভও হইলেন, বলিলেন –"সে পাট ত আমাদের নেই ভাই।"

বিনোদ বলিল—"চা আমার কাছে আছে, শুধু রম জল, দুধ আর চিনি পেলেই হয়।"

এই কথা শ্রবণমাত্র বালক-বালিকাগণ—"ও কাকা, আমি চা খাব" "ও কাকা, আমায় চা দিও" লিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল।

উপযুক্ত পাত্রাভাবে একটা ঘটী করিয়া চায়ের জল গরম হইয়া আসিল। তাহারই মধ্যে একমুঠা চা ফেলিয়া, মুখে পাথরবাটি চাপা দেওয়া হইল। বালক-বালিকাগণ কেহ বাটি, কেহ গেলাস, কেহ বা পাণের ডিবার একটা খোল লইয়া বসিয়া গেল। চা সিদ্ধ হইলে, সেই ঘটীতেই দুধ ও চিনি ফেলিয়া দেওয়া হইল। ঘটীর মুখে গামছা দিয়া ছাঁকিয়া, বউদিদি সকলকে চা পরিবেশন করিলেন। চা বালক-বালিকাগণের উদরস্থ যত হউক না হউক, ঘরের মেঝেতে ঢেউ খেলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিকটস্থ গ্রামের জমিদার অতুল ঘোষ মহাশয়ের এক চতুর্দ্দশবর্ষীয়া অবিবাহিতা কন্যা আছে। স্বজাতীয়, সদ্বংশজাত, কৃতী, অবিবাহিত একটি নব্য যুবক বিনোদ-বিহারী গ্রামে উপস্থিত। অতঃপর ঘটনাস্রোত কোন্ দিকে প্রবাহিত হওয়া সম্ভাবনা?

সেই দিন অপরাহ্ণেই ঘোষজ মহাশয় বিজয় মিত্রের নিকট লোক পাঠাইয়া প্রস্তাব করিলেন। মিত্র বলিয়া পাঠাইলেন—"তা যদি হয়, তার বাড়া আর সুখ কি? বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করি, বিনোদ কি বলে দেখি।"

"বাড়ীতে" বলিলেন—"মেয়েটি চোখে দেখা—কিছু নিন্দের নয়। দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে যদি কৃপণতা না করে, আমাদের মান রাখে, তা হ'লে আর বাধা কি, এই বৈশাখ মাসেই হয়ে যাক।"

মেয়ে হাজারবার দেখা থাকিলেও, বিবাহের সম্বন্ধ হইলে একবার ঘটা করিয়া মেয়ে দেখিতে যাইতে হয়; সুতরাং শুভক্ষণে বন্ধু-বান্ধব লইয়া বিজয় মিত্র মেয়ে দেখিতে গেলেন। ঘোষজ মহাশয় অনেক বিনয় প্রকাশ করিয়া সকলকে অভ্যর্থনা করিলেন; কিন্তু টাকার বেলায় হাজারের বেশী আর উঠিতে চাহিলেন না।

বরপক্ষীয়েরা এ প্রকার অযৌক্তিকতায় হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। বলিল—"এট্রান্স পাস করা ছেলে, এল-এ পড়ছে, তারই ত হাজার টাকা বাঁধা। তার কি ক্ষমতা বলুন? যদি চাকরির চেষ্টা করে ত পনেরো টাকা মাইনে জুটলে খুব সৌভাগ্য।"

কন্যাপক্ষীয়গণ বলিল,—"আহা, সে যে আলাদা কথা! সে যে পড়ছে! জলের মাছ—কত বড় হবে, তার ত ঠিকানা নেই। চাই কি একদিন সে হাই-কোর্টের জজও হ'তে পারে। আর যে কর্ম্মে ঢুকেছে, তার উন্নতি অনেকটা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে কি না, এটা ত স্বীকার করেন?"

ইত্যাদি প্রকার বাদপ্রতিবাদে ঘোষজা মহাশয় দুই হাজারে উঠিলেন। ইঁহারা বলিলেন—"হাজার নগদ। হাজার গহনা, দানসামগ্রী ও অন্যান্য বাবদ হাজার, এই তিন হাজার নইলে আমরা পেরে উঠব না।"

ঘোষজ মহাশয় বলিলেন—পরে বিবেচনা করিয়া যেরূপ হয় বলিয়া পাঠাইবেন।

"উত্তম কথা।"—বলিয়া বরপক্ষীয়গণ শেষবার ধূমপান করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন সংবাদ আসিল, অনেক কষ্টে মারিয়া কাটিয়া ঘোষজ মহাশয় আড়াই হাজার পর্য্যন্ত উঠিবেন। ইহাতে যদি হয়, উত্তম,—নচেৎ অগত্যা তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে হইবে।

বিজয় মিত্র বলিয়া পাঠাইলেন—টাকা অতি তুচ্ছ পদার্থ, কুটুম্বসুখই বেশী প্রার্থনীয়। ঘোষজ মহাশয়ের সহিত কুটুম্বিতার লোভে তিনি আড়াই হাজারেই সম্মত। এখন দিন স্থির হইতে পারে।

বিনোদকে রাজি করিতে কোনও কষ্ট হইল না, কিন্তু হাজার টাকার গহনা শুনিয়া সে ভারী খুঁৎখুঁৎ করিতে লাগিল। "হাজার টাকায় কি গহনা হবে বউদিদি? এই তোমার জন্তে ব্রেসলেট্ গড়ালাম, দুশো পঁচাত্তর টাকা পোনে তেরো আনা লাগল। হাজার টাকায় কখানা গহনা হবে?"

বউদিদি বলিলেন—"হাজারে কি আর

গা-সাজানো গহনা হয় ভাই?—নইলে নয় খানকতক, তাই হবে। তার পরে, বেঁচে বর্ত্তে থাক, রোজগার কর, কত গহনা দিবে দিও না।"

বিনোদ কিয়ৎক্ষণ ভাবিল। বলিল—"দেখ বউদিদি, এক কাজ করলে হয় না? ওদের বল, যেন গহনা না দিয়ে গহনার ঐ হাজার টাকা ধ'রে দেয়। ওতে আর এক হাজার আমরা মিলিয়ে, দু হাজার টাকায় পছন্দমত গহনা আমরা তৈরি করাই। কলিকাতায় ত যেতেই হবে বাক্সটা খোলাবার জন্যে।"

বউদিদি কিয়ৎক্ষণ কপালে হাত দিয়া ভাবিয়া বলিলেন—"এ পরামর্শ মন্দ নয়। তাই বলা যাক্, মেয়ে ফিরিয়ে পাঠাবার সময় আমরা গা সাজিয়ে ফিরে পাঠাব।"

"কলকাতায় গিয়ে গহনা গড়িয়ে আনতে কত দিন লাগবে বল দিকিন বউদিদি?"

"কত দিন আর? নেবুতলায় অবলাদিদিদের বাড়ী যাবে, বাড়ীতে স্যাকরা ডাকিয়ে, ব'সে থেকে সাত দিনে গহনা তৈরি ক'রে নেবে। ওরা ত যখন গহনা গড়ায়, ঐ রকম করেই গড়ায়!"

বিনোদ বলিল—"ঘোষেরা রাজি হবে ত?"

বউদিদি বলিলেন—"ইঃ, রাজি হবে না ত কি?"

বউদিদি গিয়া স্বামীর সহিত এ বিষয়ে কথা কহিলেন। বিজয় মিত্র বলিলেন—"রাজি না হবার ত কোন কারণ দেখিনে।" কিন্তু সব দেখিয়া শুনিয়া তামাক খাইতে খাইতে বৃদ্ধ ভাবিলেন—"ভায়ার আমার বড় চাকরি হয়েছে কি না, মেজাজটা ভারী বেড়ে গেছে।"

অতুল ঘোষ রাজি হইলেন। একেবারে স্বর্ণশূন্য করিয়া মেয়েকে বিবাহের আসরে নামাইতে পারিলেন না, অত্যাবশ্যকীয় দুই চারিখানা গহনা দিতেই হইল। অথচ হাজার টাকাও দিতে হইল। শেষে সেই তিন হাজারেই দাঁড়াইল। সমারোহ করিয়া বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। কন্যার নাম শরৎকুমারী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিনোদের বউদিদি নববধূর মাতাকে বলিলেন, গহনা গড়াইতে একটু সময় লাগিবে, সুতরাং বধূকে দুই সপ্তাহের কম ফিরিয়া দিতে পারিবেন না। মাতা বলিলেন—"তা বেশ, এই ত কাছেই, মাঝে দুই এক দিন পাল্কী পাঠিয়ে দেব, এক বেলার জন্যে পাঠিয়ে দিও এখন, তা হ'লেই হবে।" সমীপস্থ এক জন নবীনা বলিল—"ওগো, এখন আর আগেকার মত মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী এসে কাঁদেকাটে না। দু দিনে স্বামী চিনে নেয়।"

বিবাহের পর সপ্তাহ অতীত হইল, তথাপি বিনোদ কলিকাতা যাইবার নাম করে না। ঠাট্টার সম্পর্কীয় লোকেরা চোখ টেপাটেপি করিল—বলিল, "গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।" বউদিদি আসিয়া বলিলেন—"ঠাকুরপো, আর গহনা গড়াতে না দেওয়া ভাল দেখাচ্ছে না ভাই। বউয়ের পিসীর সঙ্গে কা'ল ও পাড়ায় দেখা হ'ল, জিজ্ঞাসা করলে, শরতের গহনা গড়িয়ে এসেছে?"

বিনোদ বলিল—"আমায় তাড়াতে চাও বউদিদি? খুব সুহৃদ্ ত!"

বউদিদি বলিলেন—"বুঝি ভাই, সব বুঝি। এক কাজ কর, যাতে দুকূল থাকে। ভোরের বেলা উঠে কলকাতায় যাও। সারাদিন সেখানে থেকে, সোনা কিনে, স্যাকরা ডাকিয়ে মাপ দিয়ে, অবলাদিদিদের উপর ভার দিয়ে এস। সন্ধ্যের গাড়ীতে চ'লে এস, রাত বারোটার সময় পৌঁছবে এখন। আমি তোমার শোবার ঘরে খাবার সাজিয়ে রেখে দেব।"

বিনোদ বলিল—"তোমার কি বুদ্ধি বউদিদি!"

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন—"এখনই আমরা বুড়োগুড়ো হয়েছি বটে, কিন্তু আমাদেরও এক দিন ছিল কি না ভাই! এখনও বেশ মনে পড়ে"—

বউদিদি আরও যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন, সামলাইয়া লইলেন।

বিনোদ বলিল—"বল বল, কি বলছিলে বউদিদি।"

বউদিদি—"না, এমন কিছু নয়।"—বলিয়া একটু সলজ্জ হাসি হাসিলেন।

বিনোদ চাপিয়া ধরিল। না শুনিয়া কিছুতেই ছাড়িবে না। না বলিলে আড়ি করিবে।

বউদিদি তখন বলিলেন—"ঐ যে বল্লাম, শোবার ঘরে খাবার সাজিয়ে রাখার কথা, ঐ থেকে একটা পুরাণো কথা মনে পড়ল। কারুকে না বল ত বলি।"

বিনোদ বলিল—"কারুকে বলব না।"

বউদিদি বলিলেন—"আমাদের তখন নতুন নতুন বিয়ে হয়েছিল। তোমার দাদা হুগলী গিয়েছিলেন আদালতে সাক্ষী দিতে। অনেক রাত্তে ফেরবার কথা ছিল। শোবার ঘরে তাঁর খাবার ঢেকে রাখা হয়েছিল। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তোমার

দাদা এসে, আমাকে উঠিয়ে, আমাকে শুদ্ধ সেই পাতে একসঙ্গে খেতে বাধ্য করলেন।"

বিনোদ শুনিয়া ভারী আমোদ অনুভব করিল। বলিল—"আমার দাদার এত বুদ্ধি! আমি ভাবি, উনি চিরকালই বুঝি চশমা চোখে দিয়ে কালিকা-পুরাণ পড়েন।"

স্থির হইল, আগামী কল্য ভোর রাত্রে বিনোদ কলিকাতা যাত্রা করিবে।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল—আহারাদি হইল, শয়নের সময় উপস্থিত হইল। খোলা জানালার কাছে পালঙ্ক টানিয়া নববধূর সহিত বিনোদ শয়ন করিল। বাহিরে বাগান, দিব্য জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, মিষ্ট বাতাস বহিতেছে।

বিনোদ অন্য দিনের অপেক্ষা আজ নীরব শরৎকুমারী বলিল—"কি ভাব্ছ?"

বিনোদ বলিল—"অনেক দুঃখের কথা।"

কি দুঃখ, শুনিবার জন্য এই চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বিনোদ বলিল—"আমি যদি বলি, তা হ'লে তুমি আর আমাকে ভক্তি করবে না।"

শরৎ বলিল—"স্বামীকে নাকি আবার কেউ কখনও ভক্তি না করে?"

বিনোদ বধূর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। দুই চারি গুচ্ছ স্খলিত কুন্তল তাহার কপালে লুটাইতেছিল। তাহার চক্ষু দিয়া সরলতা উছলিয়া পড়িতেছিল।

বিনোদ বলিল—"আমি মহা পাষণ্ড। আমি তোমাদের সবাইকে ঠকিয়েছি।"

বালিকা নীরবে বিনোদের পানে চাহিয়া রহিল। বিনোদ বলিতে লাগিল—"আমি মোতিহারিতে চাকরিও করিনে, আমার একশো কুড়ি টাকা মাইনেও নয়।"

শরৎ বিস্মিত হইয়া বলিল—"তবে কোথায় চাকরি কর?"

"কোথাও করিনে। এলাহাবাদে রেল আফিসে চাকরি করতাম, সে চাকরি গেছে। আর কোনও উপায় না দেখে, বিয়ে ক'রে কিছু টাকা সংগ্রহ করব ব'লে এ ফন্দি ক'রে এসেছি। জানতাম, বড় চাকরি শুনলে বিয়ে হ'তে এক দণ্ডও দেরী হবে না। তার পর টাকা-কড়ি সব নিয়ে পালিয়ে যেতাম।"

কিছু পূর্ব্বে অগাধ সরলতায় ও প্রগাঢ় বিশ্বাসে বালিকা বলিয়াছিল—"স্বামীকে নাকি আবার কেউ কখনও ভক্তি না করে"—কিন্তু সন্ধ্যাগমে দিবালোক যেমন দেখিতে দেখিতে কোথায় দ্রুতপদে মিলাইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, স্বামীর প্রকৃত পরিচয়ে তার স্বামি-ভক্তিও কোথায় অন্তর্হিত হইতে লাগিল, বালিকা ঠিকানা পাইল না। একটা দারুণ আঘাতের বেদনায় নীরব হইয়া রহিল।

বিনোদ বধূর স্কন্ধে হাত দিয়া আবার বলিল—"বিয়ের আগে যখন বলেছিলাম, কলকাতায় গিয়ে গহনা গড়তে দেব, তখন এই মৎলবেই বলেছিলাম। গহনা গড়াতে যাবার নাম ক'রে এতদিন কোন্‌কালে পালিয়ে যেতাম। তুমিই সব মাটী ক'রে দিয়েছ।"

শরৎ চট করিয়া স্বামীর হস্তস্পর্শ হইতে স্কন্ধ সরাইয়া লইয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল। বলিল—"আমি কি করেছি?"

"তুমি সোনার শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলেছ—তোমায় ফেলে যেতে পারিনে। অথচ থাকতেও পারিনে। থাকলে আজ বাদে কা'ল সব প্রকাশ হয়ে যাবে। লজ্জায় আর মুখ দেখাতে পারব না।"

ক্রোধে, ঘৃণায়, লজ্জায় বালিকার ক্ষুদ্র বুক ভরিয়া গিয়াছিল। তবু জিজ্ঞাসা করিল—"পালিয়ে কোথা যেতে?"

"কয়লার খনিতে যেতাম, এখনও তাই যাব—সেখানে কন্‌ট্রাক্টের কাজ করব—খুব খাটুনি, কিন্তু খুব লাভ।"

শরৎ সহসা বলিল—"আমি সঙ্গে যাব।"

বিনোদও শয্যায় উঠিয়া বসিল। আহ্লাদে বলিল—"তুমি যাবে শরৎ? পারবে?"

"পারব। তুমি কি ভেবেছ, তুমি চ'লে গেলে আমি এখানে ব'সে লোকের বাক্যযন্ত্রণা সইব? দেশশুদ্ধ টী টী প'ড়ে যাবে—যার মুখে যা আসবে, সে তাই বলবে, আর আমি ব'সে ব'সে শুনব?"

বিনোদের আনন্দ ম্লান হইল। শরতের পলায়ন তবে আত্মসমর্পণ নহে—আত্মরক্ষা মাত্র।

একটু পরে বলিল—"তবে দুজনে পালাই এস।"

"কখন্?"

"পরশু ভোরে আমার কলকাতা যাবার কথা। শোবার আগে হাত-বাক্সে টাকা গুছিয়ে এই ঘরে এনে রেখে দেব। রাত একটা কি দুটোর সময় উঠে আমরা পালাব। কয়লার খনির কাছে একটা ছোট বাড়ী নিয়ে থাকব দুজনে। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতবাস। জীবন নতুন ক'রে আরম্ভ করব।"

বালিকা নববধূর মনে রাগের ও দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কি ভাব দ্বন্দ্ব করিতেছিল। মনের দুয়ারে একটা কথা বারবার ধাক্কা দিতেছিল,—"তুমিই সব মাটী ক'রে দিয়েছ।" ভাবিতে মিষ্ট

লাগিতেছিল, তাহারই জন্য তাহার স্বামী পলায়ন করিতে পারে নাই—তাহাকে ফেলিয়া যাইতে পারে নাই। কাঁটাবনের মধ্যে যেন এই একটি মিষ্ট ফল। সেই সুখটুকু মনের মধ্যে ওলটপালট করিতে করিতে সে রাত্রি সে ঘুমাইয়া পড়িল।

তার পরদিন ভোরে বউদিদি বিনোদকে জাগাইতে আসিয়া দেখেন—কেহ নাই। শয্যায় তাঁহার স্বামীর নামে এই পত্র পড়িয়া রহিয়াছে :—

"শ্রীচরণেষু—দাদা, আমি বউকে লইয়া পশ্চিম চলিলাম। আমি আপনাদের সকলকে ঠকাইয়াছি। আমি মোতিহারিতে চাকরি করি না। এলাহাবাদ রেল-আফিসে একটি সামান্য চাকরি করিতাম, মদ খাইয়া সেটি হারাইয়াছি। তখন নিরুপায় হইয়া জুয়াচুরি করিয়া বিবাহ করাই স্থির করিলাম। অনুসন্ধানে পাছে ধরা পড়ি, তাই ডিরেক্টারি খুঁজিয়া দেখিলাম, আমার নামের কেহ কোথাও ভাল চাকরি করে কি না। দেখিলাম, মোতিহারিতে একজন বিনোদবিহারী মিত্র ভাল চাকরি করে। তাহার বেতনের পরিমাণ মুখস্থ করিয়া বাড়ী আসিয়া বিবাহ করিলাম।

"আমার এক পয়সাও নাই, আমার ক্যাশ-বাক্সে শুধু ভাঙ্গা কাচ বোঝাই করা আছে। বউদিদির ব্রেসলেট্‌ও এখনও তৈরি হয় নাই। আমার বিবাহে যে হাজার টাকা পণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতেই তাঁহার জন্য ব্রেসলেট্‌ গড়াইয়া দিবেন। গহনার হাজার টাকা সম্বল করিয়া, ব্যবসায় করা স্থির করিয়াছি। যদি কোনও দিন নিজের স্বভাব ও অবস্থা সংশোধন করিতে পারি, তবে আবার দেখা দিব। আপাততঃ প্রণামান্তে বিদায়।

সেবকাধম

শ্রীবিনোদবিহারী মিত্র।"

পত্র পড়িয়া বউদিদি স্তম্ভিত হইলেন। সত্য কথা বলিতে গেলে ঠাকুরপোর উপর ততটা রাগ হইল না ; কিন্তু নিরপরাধা বৌয়ের স্বামিসঙ্গগ্রহণেই যেন বেশী খট্‌কা লাগিল। মন আপনা হইতেই বলিতে লাগিল, কলি! ঘোর কলি!

সচ্চরিত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

যে বুধবারে গেজেটে খবর বাহির হইল, সুরেন্দ্রনাথ সম্মানের সহিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার পরের বুধবারেই ভাগলপুর হইতে তাহার কাকার মৃত্যুসংবাদ আসিল।

সুরেন্দ্রনাথ বাল্যকালেই পিতৃহীন হয়। তাহাকে ও তাহার দুই দাদাকে এই কাকাই ভাগলপুরে রাখিয়া মানুষ করিয়াছিলেন, লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন;—সুতরাং কাকার মৃত্যুতে সুরেন্দ্র দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হইল।

কাকা ভাগলপুরে একজন বড় উকীল ছিলেন। সুরেনের দাদারা ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখে নাই—তাহাদের তিনি সামান্য চাকুরি জুটাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, আইন পাশ করিয়া সুরেন ওকালতী করে;—সুরেনও নিজের জীবনের গতি ঐ পথেই আঁকিয়া রাখিয়াছিল। হঠাৎ দেখিল, আইন পড়ার খরচা যোগাইবার আর কেহ নাই।

সুরেনের মাকে সকলে পরামর্শ দিলেন—"ছেলের বিয়ে দাও—শ্বশুর পড়ার খরচা যোগাবে।" কিন্তু সুরেন বলিল—"কৃতী না হয়ে বিয়ে করব না।"

আইন পড়িয়া উকীল হইবার মৎলবও সুরেন ছাড়িতে পারিল না। মাকে বলিল—"কল্‌কাতায় যাই, ছেলে পড়িয়ে কিছু উপার্জ্জন করব, তাইতে আমার বাসা-খরচ চ'লে যাবে।"

বিধবা মাতার সামান্য পুঁজি ভাঙ্গিয়া কয়েকটি টাকা লইয়া সুরেন্দ্র কলিকাতায় উপনীত হইল। কলেজে নাম লেখাইল। কয়েক দিনের চেষ্টায়, দশ টাকা বেতনের একটি প্রাইভেট্ টিউসনিও জুটিল; আর দশটি টাকা জুটিলেই কোনও রকমে বাসা-খরচের সংস্থানটা হইয়া যায়।

কিন্তু এই দশটি টাকা জুটিতে বড় বিলম্ব হইতে লাগিল। বাড়ী হইতে টাকা যাহা আনিয়াছিল, তাহা ফুরাইল। সুরেন্দ্র মহা চিন্তিত হইয়া উঠিল।

শ্রাবণ মাস, কয়েকদিন বৃষ্টি বন্ধ হইয়া অত্যন্ত রৌদ্র পড়িয়াছে। সন্ধ্যার পর আহারান্তে সুরেন তাহাদের বাসার ছাদে উঠিয়া পদচারণা করিতে লাগিল,—আর ভাবিতে লাগিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘড়িতে ক্রমে নয়টা বাজিল, দশটা বাজিয়া গেল। ছাদের অন্যত্র বাসার অন্যান্য যুবকেরাও পদচারণা করিতেছে। কেহ সিগারেট খাইতেছে, কেহ গল্প করিতেছে, কেহ বা গুন্ গুন্ করিয়া থিয়েটারের গান গাহিতেছে।

হঠাৎ নিম্নে সুরেন্দ্র একটা কণ্ঠ শুনিতে পাইল—"সুরেনবাবু হ্যায়?"

সরময়্ চাকর বাসন মাজিতেছিল, সে উত্তর দিল—"বাবু ছাদমে আছে, দেখা হোবে।" বঙ্গভাষায় আলাপ করা সরমনের উচ্চাভিলাষ; কেহ তাহাকে হিন্দীতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেও সে বাঙ্গালাতেই উত্তর দিত।

আগন্তুক তখন খট্ খট্ করিয়া সিঁড়ি উঠিতে লাগিল। সুরেন্দ্র উৎসুক হইয়া প্রতীক্ষায় রহিল।

"কে ও—রজনী দাদা যে!"

"সুরেন, ভাল আছিস্?"

রজনী দাদা সুরেনেরই গ্রামের লোক। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ বৎসর। কন্‌ট্র্যাক্‌টারী ব্যবসায় করেন। অনেক টাকা উপার্জ্জন।

হ্যারিসন্ রোড্ হইতে বিদ্যুতের আলোক আসিতেছিল,—সে আলোকে সুরেন্দ্র দেখিল, রজনীর পায়ে রেশমী মোজা চিক্‌চিক্ করিতেছে—তদুপরি পম্প্‌শু। গায়ে রেশমী পাঞ্জাবীর উপর জরির পাড় দেওয়া কোঁচান চাদর। চুল হইতে সেন্টের ও মুখ হইতে মদের গন্ধ আসিতেছে।

"সুরেন, ভাল আছিস?"

"ভাল আছি। হঠাৎ যে রজনী দাদা? খবর কি?"

রজনী বলিল—"একটা কথা আছে, এখানে বল্‌ব? তোর ঘরে চল্ না।"

সুরেন স্বর নামাইয়া বলিল—"ঘরেও ত লোক আছে।"

রজনী বলিল—"তবে আয়, আমার সঙ্গে আয়। পথে বল্‌ব। যে চট্ ক'রে জামা প'রে একটা চাদর নে।"

এই বলিয়া রজনী চুরুট বাহির করিয়া দেশালাই জ্বালিল। সুরেন নামিয়া গেল।

পাঁচ মিনিট পরে দুই জনে রাস্তায় নামিল। দরজার কাছে একখানা ঠিকা গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, উঠিয়া রজনী বলিল—"আয়।"

সুরেন উৎসুক হইয়া বলিল—"কোথায় নিয়ে যাচ্চ আমায়? কি বল্‌বে, এইখানেই বল না।"

গ্রামে রজনীর সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে বিশেষ সুখ্যাতি নাই। সুরেনের মা তাহাকে কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে বারংবার করিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, যেন "রোজোটার" সঙ্গে মিশিয়া বিগড়াইয়া না যায়। সেই কথা সুরেনের মনে পড়িতে লাগিল।

রজনী বলিল—"আমি যাচ্চি থিয়েটারে। এখানে দাঁড়িয়ে বল্লে আমার দেরী হয়ে যাবে। পথে বল্‌ব। এইটুকু আর হেঁটে আস্‌তে পার্‌বি নে? ভারী নবাব হয়েছিস্ যে দেখছি! আয় আয়।"

সুরেন্দ্র উঠিল। রজনী গাড়োয়ানকে হুকুম দিল— "বিডন ষ্ট্রিট্।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গাড়ী চলিলে সুরেন জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপারখানা কি?"

"তোর জন্যে একটা প্রাইভেট টিউশন ঠিক করেছি।"

সুরেন খুসী হইয়া বলিল—"কোথায়? কত?"

"মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটে। পঁচিশ টাকা।"

সুরেন শুনিয়া মহা খুসী। বলিল—"পঁচিশ টাকা! বল কি রজনী দাদা! কখন্?"

"বিকেলে দু'ঘণ্টা।"

"কি পড়াতে হবে?"

"এক ঘণ্টা বাঙ্গালা, একঘণ্টা ইংরেজী।"

হঠাৎ সুরেনের মনে হইল, যখন অত বেশী টাকা, তখন বোধ হয় একাধিক ছাত্র; সুতরাং জিজ্ঞাসা করিল "ক'টি ছেলে?"

রজনী বলিল—"একটিও না।" বলিয়া জোরে চুরুট টানিতে লাগিল।

সুরেন বলিল—"ছেলে একটিও না!' তার মানে কি?"

"ছেলে একটিও না। মেয়ে একটি!"

"মেয়ে? কত বড় মেয়ে?"

রজনী হাসিয়া বলিল—"তোর সে খোঁজে কাজ কি? তুই যাবি, পড়াবি। বয়স যতই হোক না।"

সুরেন অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

রজনী তখন উদারভাবে বলিল—"বয়স পনের বছর।"

সুরেন বয়স শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ব্রাহ্ম?"

"না।"

"ক্রিশ্চান্?"

"না।"

"তবে কি? হিন্দু নাকি?"

"তাই।"

"হিন্দু! অত বড় মেয়ে, পড়বে? কার মেয়ে, বাপের নাম কি?"

রজনী হাসিয়া বলিল—""খোদা জানে। মা'র নাম জিজ্ঞাসা করিস্ ত বল্‌তে পারি।"

সুরেন উত্তরোত্তর অধিক আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি?"

"মা'র নাম আমোদিনী, বেঙ্গল থিয়েটারের আমোদিনী। নাম শুনেছিস্?"

কিন্তু এ সংবাদে সুরেনের সমস্ত উৎসাহ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"শুনেছি!"

রজনী বলিল—"কি বলিস্?"

সুরেন্দ্র দৃঢ়ভাবে বলিল—"আমার দ্বারা হবে না।"

রজনী জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?"

সুরেন্দ্র উত্তেজিতভাবে বলিল—"বেশ্যার মেয়েকে পড়াব? কখনই না।"

রজনী বলিল—"অতি গর্দ্দভ তুই! কেন, আপত্তিটা কি শুনি?"

সুরেন বলিল—"আপত্তি অনেক।"

"কি? এ উপার্জ্জন অনেষ্ট নয়?"

"অনেষ্ট হবে না কেন?"

"তবে? নিজে পাছে প্রলোভনে প'ড়ে যাস্?"

সুরেন গর্ব্বিতভাবে বলিল—"সে ভয় করিনে।"

"তবে? কি আপত্তি বল্।"

"বেশ্যার মেয়েকে পড়াব? লোকে শুন্‌লে বল্‌বে কি?"

রজনী একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিল। বলিল—"অতি গর্দ্দভ তুই! বি-এ পাস ক'রে এমন কথাটা বল্লি? লোকে কি বল্‌বে না বলবে, সেই ভয়েই জড়সড়?"

সুরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল, রজনী বলিল—"শোন্। ও আপত্তি কোনও কাজের নয়। আর লোকের

জানবার দরকারই বা কি? পড়াতে যাচ্ছিস্ না পড়াতে যাচ্ছিস্। কাকে পড়াতে যাচ্ছিস্, কোথায় পড়াতে যাচ্ছিস্, এত খবর লোকের কাছে দেবার দরকার কি? তবে হ্যাঁ, যদি বুঝিস্ নিজের মনে যথেষ্ট বল্ নেই—চরিত্র ঠিক রাখতে পারবিনে—তা হ'লে অবিশ্যি নেওয়া উচিত নয়। সেইটে বেশ ক'রে বুঝে দেখ নিজের মনে।"

নিজের চরিত্রের বলের প্রতি সুরেনের অগাধ বিশ্বাস ছিল। এ কথায় তাহার আত্মাভিমান আঘাতপ্রাপ্ত হইল। সগর্ব্বে বলিল—"সে জন্যে ভেব না।"

রজনী বলিল—"তবে নে। টাকা নিয়ে কথা রে ভাই! যে টাকা দেবে, তার কাজ করব। অমনি ত আর টাকা নিচ্ছিনে।"

সুরেন ভাবিয়া বলিল—"বাড়ীর লোক যদি শোনে ত কি বলবে?"

রজনী বলিল—"অতি গর্দ্দভ তুই! বাড়ীর লোক জানবে কি ক'রে? এ কল্‌কাতা সহর সমুদ্দুর। কে কার খবর রাখে—তুইও যেমন!"

গাড়ী এই সময়ে থিয়েটারে পৌঁছিল। রজনী বলিল,"তা হ'লে, কি বলিস্? আজ আমোদিনীর সঙ্গে দেখা হবে আমার,—কি বলব?"

সুরেন একবার মনে করিল বলি—"না।" আবার ভাবিল,—"এত তাড়াতাড়ি কি,—না হয় দু'দিন পরেই বলব।" বলিল—"রজনীদা, ভেবে তোমায় দুই একদিন পরে বলব।"—বলিয়া বিদায় লইল।

রজনী বলিল—"আচ্ছা, তা যে রকম হয় আমায় বলিস্; কিন্তু ঐ কথা রে ভাই। যদি বুঝিস্ নিজে ঠিক থাক্‌তে পারবি,—নিজের মনে এক চুল এদিক্ ওদিক্ হবে না,—তবেই নিস্। আমরা ত ব'য়ে গেছিই। তোরা এখন ছেলেমানুষ আছিস্,—গোড়া থেকে সাবধান হওয়া ভাল।"—বলিয়া রজনী থিয়েটারে প্রবেশ করিল,—সুরেনও ধীরপদে ভাবিতে ভাবিতে বাসায় আসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সে রাত্রি সুরেনের ভাল নিদ্রা হইল না। অনেক ভাবিল। পরদিনও সারাদিন ভাবিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, যদি কাজটা অস্বীকার করি, তবে রজনী দাদা ভাবিবে, নিজের চরিত্রবলের প্রতি যথেষ্ট বিশ্বাস নাই বলিয়াই অঙ্গীকার হইল না। এই ভাবের সহিত—অর্থকৃচ্ছ্রতাও মনে প্রবলরূপে আধিপত্য করিতে লাগিল। পঁচিশ টাকা। দশ টাকা আর পঁচিশ টাকা—পঁয়ত্রিশ টাকা। যদি মাসে কুড়ি টাকা করিয়া খরচ করি, তাহা হইলে পনেরো টাকা করিয়া জমিবে। তিন বৎসর যদি পনেরো টাকা করিয়া জমে, তাহা হইলে পাঁচশত টাকারও উপর হাতে হইবে; ওকালতী পাস করিলে, তাহা লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারিব।

আবার ভাবিল, তিন বৎসর ধরিয়া যদি আমি ঐ বেশ্যার মেয়েটাকে পড়াই, তাহা হইলে কি জানাজানি হইতে বাকী থাকিবে! ছি ছি ছি—সে বড় কেলেঙ্কারি হইবে।

অবশেষে স্থির করিল, এক কাজ করা যাউক। এখন কাযটা লই। এ দিকে অন্য প্রাইভেট টিউসন জুটাইবার জন্য চেষ্টাও করিতে থাকি। আর একটা সুবিধামত জুটিলেই ওটা ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে। রজনী দাদা যাহা বলিয়াছে, ঠিকই বটে,—পরিশ্রম করিব, টাকা লইব,—কিরূপ লোকের টাকা, অত আমার হিসাব করিবার দরকার কি?

জানাজানির ভয়টা যখনই মনে উদিত হইতে লাগিল, তখনই কিন্তু তার উৎসাহ ভারী কমিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তাহারও ঔষধ রজনী দিয়া গিয়াছে। "কলকাতা সহর সমুদ্দুর,—কে কার খবর রাখে!"

ভাবিয়া চিন্তিয়া রজনী দাদাকে চিঠি লিখিতে বসিল। চিঠি শেষ করিয়া, খামে ভরিয়া, সুরেন্দ্রনাথ ভাবিল,—কাগজে কলমে এর সাক্ষী-সাবুদ রাখি কেন? যাই, মুখেই গিয়া রজনী দাদাকে বলিয়া আসি।

চিঠি ছিঁড়িয়া, আগুন জ্বালিয়া পোড়াইয়া ফেলিল। বাহির হইয়া বউবাজারে রজনী দাদার বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে রজনী পাশা খেলিতেছে ও মদ খাইতেছে।

সুরেন খানিক বসিয়া খেলা দেখিল। একটা বাজি শেষ হইলে রজনী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি রে, খবর কি?"

সুরেন বলিল—"খবর ভাল। একটা কথা বলতে এসেছিলাম।"

রজনী বলিল—"ওঃ, আচ্ছা, দাঁড়া।"—বলিয়া তাহার গেলাসের যবটুকু নিঃশেষ করিয়া বলিল—"আয়।"

দুই জনে একাকী হইলে রজনী বলিল—"কি ঠিক করলি?"

সুরেন বলিল—"কেরলাম ঠিক ..."

রজনী বলিল—"তা বেশ; কিন্তু খুব সাবধান রে ভাই! ধরি মাছ না ছুঁই পানি, বুঝেছিস্ ত? তোকে জানি ছেলেবেলা থেকে, তুই অতি সৎ ছোকরা, তাই সাহস ক'রে তোকে এ কাজে যেতে দিচ্চি। আমি আমোদিনীকে গর্ব্ব ক'রে বলেছি যে, তুই অতি সচ্চরিত্র, কোনও রকম খেলাপ হবে না।"

সুরেন বলিল—"কেন রজনী দাদা; সচ্চরিত্রতা নিয়ে এত মারামারি কেন এ সব-লোকের?"

রজনী বলিল—"আঃ—এইটুকু বুঝতে পারলিনে, বি-এ পাস করেছিস্! অতি গর্দ্দভ তুই। কেন, বলি শোন্। আমোদিনী একজন মস্ত একট্রেস্! ওর ইচ্ছে, ওর মেয়েও একদিন একটা মস্ত একট্রেস্ হয়। সেই জন্যে ভাল রকম লেখাপড়া শেখাচ্চে। ওরা প্রথম প্রথম মেয়ে পড়াবার জন্যে বুড়োগোছ পণ্ডিত টণ্ডিত রাখত, কিন্তু বুড়ো হ'লে হবে কি,—বুড়োদের প্রাণে আবার বেশী সখ। পড়ায় না,—খালি ইয়ার্কি দেয়। কেউ কেউ মেয়ে নিয়ে চম্পটও দিয়েছে। তাই ওরা এখন ভাল লোক চায়। কলেজের সচ্চরিত্র দেখে লোক রাখলে কোনও ভয় থাকে না—এই জন্যে আর কি,—বুঝেছিস?"

সুরেন বলিল—"ওঃ—তা বটে।" ভাবিতে তাহার মনে বেশ একটু গর্ব্ব হইতে লাগিল যে, সে একজন কলেজের ভাল সচ্চরিত্র শ্রেণীর লোক,—নিজে যাহারা পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন, তাহারাও এ বিশুদ্ধতার মূল্য বুঝে।

রজনী বলিল—"তবে ঠিকানা দিচ্চি। কা'ল কি পরশু একদিন যাস্—গিয়ে সব ঠিকঠাক্ ক'রে নিস্।"

সুরেন বলিল "না রজনী দাদা, আমি একলা যেতে পারব না।"

"কেন? মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট চিনিস্ নে?"

"তা চিনি, কিন্তু একলা আমি যেতে পারব না রজনী দাদা।"

"অতি গর্দ্দভ তুই! আচ্ছা, আসিস্ কা'ল বিকেলে, নিয়ে যাব এখন সঙ্গে ক'রে।"

পরদিন রজনী সুরেনকে লইয়া গিয়া সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া দিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুরেনের ছাত্রীর নাম নলিনী। পড়ে মেঘনাদ বধ, সীতার বনবাস, আর রয়্যাল্ রীডার নম্বর থ্রি। মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতী। আর এমন শান্ত ও শিষ্ট—যেন গৃহস্থঘরের মেয়ে। ইংরাজী কি পড়ে, জিজ্ঞাসা করায় প্রথমতঃ নলিনী বলিয়াছিল, "রয়্যাল্ রীডার নম্বর থার্ড।" সুরেন সংশোধন করিয়া দিল, "নম্বর থ্রি বলিবে, থার্ড হয় না।" তখনই বিনীতভাবে "নম্বর থ্রি" বলিয়া নিজেকে বালিকা সংশোধন করিল।

শনিবার অবধি নিয়মিতভাবে সুরেন তাহাকে পড়াইল। তাহার মা আসিয়া মাঝে মাঝে পড়া শুনিয়া যাইত।

রবিবারে ছুটি—রবিবারে আর পড়াইতে যাইতে হইবে না। সুরেন মনে মনে বলিল—"আঃ, বাঁচা গেল, আজ আর বেরুতে হবে না।" যতটা খুসি হইবার কথা, মন কিন্তু ততটা খুসি হইতে রাজি হইল না। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, মেয়েটি পরমা সুন্দরী।

পরের সপ্তাহে, পাঠের মাঝে মাঝে সুরেন একটু আধটু গল্প করিল। ভাগলপুরের গল্প, আরও নানা দেশের গল্প, নানা বিষয়ের গল্প। গল্পের আধিক্যবশতঃ এক একদিন পড়ার কামাই হইয়া যাইত; সে অপব্যয়টুকু পুরাইয়া দিবার জন্য সেদিন সুরেন দুই ঘণ্টার একটু অতিরিক্তও থাকিত।

দ্বিতীয় সপ্তাহান্তে যে রবিবার আসিল, সেটা নিতান্তই নীরস মনে হইতে লাগিল। সে দিন নলিনীর কথা ভাবিতে ভাবিতে সে মনে করিল—আহা! মেয়েটির অদৃষ্টে কি আছে? এখনও অনাঘ্রাত কুসুমের মত নির্ম্মল, বিধাতার স্বহস্তনির্ম্মিত একটি শুভ্র আত্মা। এও কি পাপে পঙ্কিল হইবে—ইহাই ধ্রুব বিধান? ইহার বিশুদ্ধতা রক্ষার কোন উপায় নাই?

সে রাত্রে সুরেন স্বপ্ন দেখিল, যেন নদীর ধারে শালবন, সেই শালবনে, যেন নলিনীর সঙ্গে বেড়াইতেছে।

পরদিন পড়াইতে পড়াইতে স্বপ্নের গল্পটি নলিনীকে সুরেন বলিল।

নলিনী বলিল—"কি ক'রে স্বপ্ন দেখে বলুন দেখি?"

সুরেন বলিল—"এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, দিনের বেলায় আমরা যা চিন্তা করি, রাত্রে তাই স্বপ্ন দেখি।"

নলিনী বলিল—"না, তা নয়। আমাদের আত্মা আছে কি না। একজনকার আত্মা যদি আর একজনকার আত্মার কাছে যায়, তা হ'লে দুজনেই স্বপ্ন দেখে। কিন্তু খুব ভোরে শুধু একজনের মনে থাকে, একজন ভুলে যায়।"

সুরেন বলিল—"বাঃ, বেশ ত!"

মাষ্টার বাবু আসিলে কি রোজ টেবিলের উপর

কয়েক খিলি পাণ রাখিয়া যাইত। একদিন সুরেন বলিল—"আজকের পাণটা খুব ভাল হয়েছে অন্য দিনের চেয়ে।"

নলিনী বালিকাসুলভ গর্ব্বে বলিল—"ভাল হয়েছে আজ?—আমি সেজেছি আজ মাষ্টার মশায়!"

সুরেন বলিল—"বটে! তুমি এমন পাণ সাজতে পার? আমাদের বাসায় যে পাণ সাজে, রাম রাম!"

পরদিন পাঠান্তে বিদায় লইবার সময় নলিনী সুরেনকে বলিল—"আপনাদের বাসায় পাণ ভাল হয় না বল্‌ছিলেন, গোটাকতক পাণ তৈরি করেছি, নিয়ে যাবেন?"

সুরেন পাণ লইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল—"ভারী লক্ষ্মী তুমি।"

নলিনীকে তাহার মাতা একটু স্বতন্ত্র রকমে পালন করিয়াছিল। তথাপি সুরেনের কাছে নলিনী যে জগতের সংবাদ পাইত, সে জগৎ, নলিনীর কাছে সম্পূর্ণ নূতন, তাহার জগৎ, যে জগৎ আবাল্য তাহাকে ঘিরিয়া আছে, সে জগতে এ জগতে কত প্রভেদ! সুরেন তাহার মা'র গল্প, কাকীমার গল্প, কাকার মেয়েদের বিবাহের গল্প যখন করিত, কি একটা অনির্দ্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষায় নলিনীর হৃদয় ভরিয়া উঠিত। সুরেনের জগতের সংবাদ নলিনীর কাছে পিপাসার শীতল জলের মত লাগিত। সুরেনের প্রতি নলিনী একটা অপূর্ব্ব আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিল।

নলিনীর কণ্ঠস্বরের মধুরতায়, যৌবনের নবীনতায় অন্তরের সরসতায় সুরেনও যেন একটা নূতন গৎ আবিষ্কার করিল। কিছু দিনে সে নিজের নসিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল; কিন্তু কোনও তীকার-চেষ্টা করিল না। বুঝিল, মন তাহার শের অতীত হইয়া গিয়াছে।

ক্রমে ক্রমে সুরেনের মনের অবস্থা এমন হইল , নলিনীকে তাহার মন্দসংসর্গ হইতে উদ্ধার করাই তাহার মানব-জন্মের সফলতা জ্ঞান করিল। মের নির্দ্দেশে কর্ত্তব্যের পথ অতি সরল বোধ ল। নলিনীর কাছে মনোভাব ব্যক্ত করিতেও বিলম্ব ল না। তাহাকে শ্রদ্ধায়, আশায় ও সুখে পুলক-ম্পিত ও উচ্ছ্বসিত করিয়া বলিল—"আমি তোমার মী, তোমায় না পেলে আমি সুখী হব না। মায় না পেলে তুমিও সুখী হবে না। তোমাকে মার ধর্ম্ম-পত্নী করব, লোকের কথার জন্যে ভয় ব না। পৃথিবী কি যথেষ্ট বৃহৎ নয়? আমরা ন কোথাও যাব, যেখানে লোকগঞ্জনা আমাদের সরণ করতে পারবে না। কি খাব? পরিশ্রম করব;—আবশ্যক হয়, দুজনে পরিশ্রম করব। দুবেলা না জোটে, একবেলা খেয়ে থাকব। তাতেও আমরা সুখে থাকব।—"

অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। ঝি আলো আনিল। সুরেনের সম্মুখে নলিনীর অনুবাদের খাতা ছিল, তাহা সংশোধনের জন্য দক্ষিণহস্তে সে কলম ধরিয়াছিল; কিন্তু তাহার বামহস্ত নলিনীর হস্তে সংযুক্ত ছিল। যখন ঝির পদধ্বনি শুনা গেল, তখন দুইজনেই ত্রস্ত হইয়া হাত সরাইয়া লইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইহার পর চারিটি সপ্তাহ সুরেন ও নলিনী পরস্পরের নেশায় ভরপূর মাতিয়া রহিল।

সোমবার বৈকালে পড়াতে গিয়া সুরেন শুনিল, নলিনী নাই,—সে তাহার মাসীর বাড়ী গিয়াছে। আমোদিনী আসিয়া বলিল—নলিনী এখন মাসকতক সেখানে থাকিবে, কলিকাতার জলবায়ু তাহার সহ্য হইতেছিল না। আবার যখন আসিবে, যদি প্রয়োজন হয়, তবে আবার আমোদিনী সুরেন্দ্রকে সংবাদ পাঠাইবে। বলিয়া সুরেনের প্রাপ্য আমোদিনী চুকাইয়া দিল।

সুরেন চলিয়া গেল, কিন্তু বাসায় গেল না। গড়ের মাঠে গিয়া একটি নিভৃত স্থান খুঁজিয়া, ঘাসের উপর বসিয়া রহিল।

ভাবিতে লাগিল—এ কি হইল! বিনা মেঘে এ বজ্রাঘাত কেন? শনিবারে যখন নলিনীর কাছে বিদায় লইয়াছে, তখন নলিনী কিছুই জানিত না, জানিলে অবশ্যই সুরেনকে বলিত। সহসা এ কি হইল!

গিয়াছে, তাহাও দুই চারি দিনের জন্য নয়। কয় মাস থাকিবে, তাহারও অবধি স্থিরতা নাই। কলিকাতার জলবায়ু সহ্য হইতেছিল না। বাজে কথা। আজ দুই মাস প্রতিদিন তাহাকে দেখিতেছে, একদিনও ত সেরূপ মনে হয় নাই।

অন্ধকার হইল; আকাশে নক্ষত্র, অদূরে গ্যাস্ জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি হইল।

নলিনী একদিন তাহাকে বলিয়াছিল, তাহার সম্মুখে অনেক বিপদ্। সুরেনের এমন মনে হইতে লাগিল, সেই কথার সঙ্গে এ ঘটনার কোথাও সংযোগ আছে। হয় ত তাহার মাতা তাহার উপর কোনও জুলুম করিতেছে। নলিনী এখন কি অবস্থায় কোথায় আছে, মনে করিতে সুরেনের চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

এই এক মাসের কত ঘটনা, কত সুখ, কত হাসি কত মিষ্ট কথা মনে পড়িতে লাগিল। কত স্বপ্ন দেখা —সেই স্বপ্নের জাগ্রৎ অনুকরণ, কত মানাভিমান মনে পড়িতে লাগিল। যত মনে পড়ে, তত যেন বুক ফাটিয়া যায়।

আর দেখা হইবে না।

ক্রমে ঘাসের উপর সুরেন শয়ন করিল। রাত্রি দশটা অবধি বালকের মত কাঁদিল। দশটা বাজিলে, উঠিয়া ধীরে ধীরে বাসায় আসিল।

সপ্তাহ কাটিল; সপ্তাহ পরে শোক অনেকটা লঘু হইল। তখন মনে হইল—"উঃ, খুব বাঁচিয়া গিয়াছি।"

"কোথায় ভাসিয়া যাইতেছিলাম!"

"কি সর্ব্বনাশটাই হইতে বসিয়াছিল!"

"কি মোহেই পড়িয়াছিলাম! ভগবান্ এ জাল কাটিয়া দিলেন—এ পরম সৌভাগ্য। নিজে কাটিতে পারিতাম না।"

"কোথায় গিয়া দাঁড়াইতাম, কে জানে! যদি শুনিতাম, তাহার মাতা তাহার প্রতি অত্যাচার করিতেছে, তাহা হইলে হয় ত তাহাকে লইয়া তখনই কোথাও চলিয়া যাইতাম। তাহা হইলে জন্মের মত যাইতাম আর কি। এ জীবনে সে ভাঙ্গা আর যোড়া লাগিত না।"

দুই সপ্তাহ পরে সুরেন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল।

পূজার ছুটির আর দুই সপ্তাহ বাকী। বিকালবেলা সুরেন বাসার ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে বঙ্কিম বাবুর "ধর্ম্মতত্ত্ব" পড়িতেছিল, ঝি আসিয়া তাহার হাতে একখানি চিঠি দিল। শিরোনামা দেখিয়া সুরেনের বুক কাঁপিয়া উঠিল,—নলিনীর হস্তাক্ষর।

চিঠির ছাপ দেখিল—ভবানীপুর।

চিঠি খুলিল। তাহা এইরূপ—

"৩৪।১ নং নীলমণি বসুর গলি,
ভবানীপুর।

প্রিয়তম,

আজ একমাস তোমায় দেখি নাই, কিন্তু বাঁচিয়া আছি। বড় কষ্টে আছি। বেশী লিখিবার সময় নাই। এখানে আমি অত্যন্ত কড়া পাহারায় আছি। যে বৃদ্ধা আমার রক্ষয়িত্রী, তাহার কন্যা আসিয়াছে। আমি তাহার সহিত ভাব করিয়া, তাহারই সাহায্যে এ পত্র ডাকে দিবার আয়োজন করিয়াছি।

যে দিন তোমার সঙ্গে শেষ দেখা, সে দিন সন্ধ্যাবেলা মা আমার প্রতি ভারী অত্যাচার করে। আমি অনেক কাঁদি। মা [illegible]য়া তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে,—আমি স্বীকার করি যে, আমি তোমায় ভালবাসি। মা বলিল—তুমি ভিক্ষুক, নিজে খাইতে পাও না ইত্যাদি। যদিও বা আমায় বিবাহ কর, লোকগঞ্জনায় অপমানে অস্থির হইয়া দুই দিন বাদেই আমাকে পরিত্যাগ করিবে। আরও বলিল, আমি আর তোমায় দেখিতে পাইব না, তোমায় ভুলিতে হইবে। পরদিন প্রাতে আমায় এইখানে আনিয়া রাখিয়া গেল।

আমি এ একমাস অনেক ভাবিয়াছি। তোমার সঙ্গে যে আমার চিরবিচ্ছেদ হইল, এ কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার মনে স্থান পায় নাই। একদিন আমাদের মিলন হইবে, এ আশা এক মুহূর্ত্তের তরে আমি ত্যাগ করিতে পারি নাই।

আমাদের মিলন হইলে তোমার অবস্থা কি হইবে, তাহাও আমি ভাবিয়াছি। লোকে তোমায় কি বলিবে, তাহা মনে করিতে আমার বুক ফাটিয়া যায়। আমার একার সুখের জন্য হইলে আমি তোমার জীবনের পথ হইতে সরিয়া যাইতাম। কিন্তু হে আমার স্বামি, আমায় না পাইলে তুমিও সুখী হইবে না, এ বিশ্বাস তুমিই আমার মনে জাগাইয়াছ। তোমার সুখের ও আমার সুখের জন্য, আমাদের মিলনই আমি আকাঙ্ক্ষা করি।

আমার এ পত্রের উত্তর তুমি ডাকে দিও না। কা'ল সন্ধ্যাবেলা চিঠি হাতে করিয়া আসিও। ভবানীপুরে যে পদ্মপুকুর আছে, তাহার উত্তর-পশ্চিম কোণে দাঁড়াইয়া থাকিও। একজন স্ত্রীলোক তোমার নাম করিয়া ডাকিবে, তাহার হাতে পত্র দিও, তাহা হইলে আমি পাইব।

তোমারই নলিনী।

পুঃ—ঠিক সাতটার সময় আসিও।"

পত্র পড়িয়া সুরেন নীচে নামিয়া গেল। ঝিকে ডাকিয়া দুই আনার জলখাবার আনিতে দিল। নিজের জিনিষপত্র গুছাইতে আরম্ভ করিল। বাসার লোককে বলিল—"বাড়ী হ'তে এইমাত্র চিঠি পেলাম, মা'র ভারী ব্যারাম, এখনি আমায় রওনা হ'তে হবে।"

জলখাবার আসিলে চাকরকে বলিল—"সবুমন, একখানা গাড়ী ডাক, জল্‌দি।" গাড়ী আসিলে জিনিষপত্র লইয়া হাওড়ায় গেল। রাত্রি এগারটার সময় বাড়ী পৌঁছিল।

মাকে বলিল—"কলকাতায় ভারী কলেরা হচ্ছিল, তাই পালিয়ে এলাম।"

বলবান্ জামাতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

নলিনীবাবু আলীপুরের পোষ্টমাষ্টার। বেলা অবসানপ্রায়। আপিসে নলিনীবাবু ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। আশ্বিন মাস,—সম্মুখে পূজা,—নলিনীবাবু ছুটির দরখাস্ত করিয়াছেন, এখনও কিন্তু হেড আপিস হইতে কোনও হুকুম আসিল না। যদি আজ পাঁচটার মধ্যেও হুকুম আসে, তবে আজই মেলে এলাহাবাদ রওনা হইবেন। এলাহাবাদে তাঁহার শ্বশুরালয়। নলিনীবাবু এই প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাইবেন। জিনিষ কিনিয়া, বাক্স-তোরঙ্গ সাজাইয়া, প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু এখনও ছুটির হুকুম আসিল না। বেলা চারিটা বাজিল। হঠাৎ টং টং করিয়া টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। বড় আশা করিয়া নলিনীবাবু টেলিফোনের নল মুখে দিয়া বলিলেন—"Yes."

কিন্তু হায়, ছুটির হুকুম আসিল না। একটা মণিঅর্ডার সম্বন্ধে কি গোলমাল ঘটিয়াছিল, তাহারই সংক্রান্ত একটা প্রশ্ন।

নলিনী হতাশ হইয়া আবার চেয়ারে আসিয়া উপবেশন করিলেন। দুই একটা টুকী-টাকী কার্য্যের পর পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। পত্রখানি তাঁহার স্ত্রীর লেখা। ইতিপূর্ব্বেই সেখানি বহুবার পাঠ করা হইয়াছিল, আবার পড়িলেন—

(একটি পাখীর ছবি)

নিম্নে সোনার জলে মুদ্রিত—

"যাও পাখী যেথা মম আছে প্রাণপতি"

প্রিয়তম,

তোমার সুধামাখা পত্রখানি পাইয়া মনপ্রাণ শীতল হইল। নাথ, এতদিনের পর কি দীর্ঘ বিরহের অবসান হইবে? তোমার চাঁদমুখখানি দেখিবার জন্তে আমার চিত্তচকোর উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। আজ দুইবৎসর আমাদের বিবাহ হইয়াছে এখনও একদিনের তরে পতিসেবা করিতে পারিলাম না। ছুটি হইলে শীঘ্র চলিয়া আসিও। দুঃখিনী আশাপথ চাহিয়া রহিল। দিনাজপুর হইতে মেজদি আসিয়া পৌছিয়াছেন। কতদিনে তোমার ছুটি হইবে? পঞ্চমীর দিন যাত্রা করিতে পারিবে কি? আজ তবে আসি। মনে রেখ, ভুল না।

তোমারই

সরোজিনী।

নলিনীবাবু পত্রখানি উলটিয়া পালটিয়া পাঠ করিলেন। শেষে পুনর্ব্বার তাহা পকেটে রাখিয়া দিলেন।

পাঁচটা বাজিতে আর অধিক বিলম্ব নাই। আজও ছুটির কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। নলিনীবাবু একটি মৃদু রকমের দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার কার্য্যে মন দিতে চেষ্টা করিলেন। যাহা হউক, আজ চতুর্থী মাত্র। যদি আগামী কল্যও ছুটি আসে, তবুও পঞ্চমীর দিন যাত্রা করিতে সমর্থ হইবেন।

পাঁচটা বাজিতে আর দুই এক মিনিট বাকী আছে, তখন আবার টেলিফোনের কল ঝঙ্কার করিয়া উঠিল। আবার নলিনীবাবু নল মুখে দিয়া বলিলেন—"Yes."

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছুটি!—ছুটি!—ছুটি!—নলিনীবাবু দুই সপ্তাহের বিদায় পাইয়াছেন। ডেপুটি পোষ্টমাষ্টারকে চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া আজই রাত্রে নলিনীবাবু রওনা হইতে পারিবেন।

সরোজিনীর পত্রে প্রকাশ, 'দিনাজপুরের মেজদি' আসিয়াছেন। ইঁহার আসিবার কথা পূর্ব্বেই নলিনীবাবু অবগত ছিলেন, এবং সে জন্যই বিশেষতঃ, এবার এলাহাবাদ যাইবার জন্ত তাঁহার এত অধিক আগ্রহ। 'দিনাজপুরের মেজদির' উপর তাঁহার বিলক্ষণ রাগ আছে,—তাই তাঁহার সহিত এখন একবার সাক্ষাতের জন্ত তিনি বড় ব্যস্ত; কিন্তু সে ব্যাপারটি কি, বুঝাইতে হইলে, মেজদির একটু পরিচয় এবং নলিনীর বিবাহ-বাসরের ইতিহাস বিবৃত করা আবশ্যক।

মেজদির স্বামী মহা সাহেব লোক,—তিনি দিনাজপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। মেজদির নামটি উল্লেখ করিলেই সকলে তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন। শ্রীমতী কুঞ্জবালা দেবীর স্বাক্ষরিত ওজস্বিনী স্বদেশী কবিতাগুলি বর্ত্তমান সময়ের মাসিক পত্রাদিতে কে না পাঠ করিয়াছেন? সৌভাগ্য বশতঃ কলার সাহেব বাঙ্গালা জানেন না, জানিলে এতদিন কুঞ্জবালার স্বামীর চাকুরিটি লইয়া টানাটানি হইত।

কুঞ্জবালা বিদুষী, সুতরাং বলাই বাহুল্য, তাঁহার রসনাটি ক্ষুরধার। তিনি ইংরাজীতে শিক্ষিতা, সুতরাং তাঁহার 'আইডিয়াল' সর্ব্ববিষয়ে সাধারণ বঙ্গললনা হইতে বিভিন্ন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, একবার তাঁহার এক দেবর এক শিশি সুগন্ধি কিনিয়া আনিয়াছিল। দেখিয়া কুঞ্জবালা জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ও কার জন্যে এনেছিস্?"

"নিজে মাখব!"

"দূর—ও জিনিষ ত কেবল স্ত্রীলোকে আর বাবুতে মাখে,—পুরুষমানুষ কখন সুগন্ধি ব্যবহার করে?"

বালক দেবরটি, বউদিদির তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বুঝিতে না পারিয়া ভালমানুষের মত বলিয়াছিল—"কেন! বাবুরা কি পুরুষ নয়?"

নলিনীবাবুর যখন বিবাহ হয়, তখন তাঁহার মূর্ত্তিটি দিব্য গোলগাল নন্দদুলালি ধরণের ছিল। গাল দুইটি টেবো টেবো, হাত দুইটি নবনীতোপম, প্রকোষ্ঠদেশের কোমল অস্থিগুলি কোমলতর মাংসে সম্পূর্ণভাবে প্রচ্ছন্ন। শ্লীলতার অনুমোদিত না হইলেও, বিবাহ-বাসরে কুঞ্জবালা নলিনীর দেহখানির প্রতি বিদ্রূপের তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রবাবুর কাব্য কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন :—

> নলিনীর মত "চেহারা" তাহার
> নলিনী যাহার নাম,
> কোমল কোমল কোমল অতি
> যেমন কোমল নাম।
> যেমন কোমল, তেমনি "বিকল",
> তেমনি "আলস্য" ধাম,
> নলিনীর মত "চেহারা" তাহার
> নলিনী যাহার নাম।

একটি শ্লেষবাক্য মনুষ্যকে যেমন সচেতন করে, শতটি উপদেশবচনেও সেরূপ হয় না। সেই শ্লেষবাক্য যদি সুন্দরী-মুখনিঃসৃত হয় এবং সেই সুন্দরী যদি সম্পর্কে শ্যালিকা হন, তাহা হইলে একটি শ্লেষবাক্যের ফল শতগুণ সাংঘাতিক হইয়া উঠে।

বিবাহের পর নলিনীবাবু কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ও সপরিবারে কর্ম্মস্থান এলাহাবাদে চলিয়া গেলেন। কিন্তু বিদুষী শ্যালিকার ব্যঙ্গ নলিনী কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিলেন না।

একদা সন্ধ্যায় পোষ্ট অফিস হইতে বাসায় ফিরিয়া, ঈজি চেয়ারে পড়িয়া, নলিনীবাবু ধূমপান করিতেছিলেন, এমন সময় সহসা তাঁহার মনে একটা মৎলবের উদয় হইল। কেন, তিনি ত চেষ্টা করিলেই এ কলঙ্ক মোচন করিতে পারেন,—শরীর পুরুষোচিত দৃঢ় করিতে পারেন। পরদিন বাজার হইতে তিনি স্যাণ্ডোর ডাম্বেলাদি ক্রয় করিয়া আনিয়া, বাড়ীতে রীতিমত ব্যায়াম অভ্যাস করিতে যত্নবান্ হইলেন। নিজ দৈনিক খাদ্যতালিকা হইতে মিষ্ট, দুগ্ধ, ঘৃত ও তণ্ডুল যথাসম্ভব কাটিয়া দিয়া, তত্তৎস্থানে রুটি, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি যোজনা করিলেন। প্রথম প্রথম পাঁচ সাত মিনিটের অধিক ব্যায়াম করিতে পারিতেন না, ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। অভ্যাসের গুণে ক্রমে প্রভাতে ও সকাল সন্ধ্যায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল ধরিয়া নিয়মিতভাবে ব্যায়াম করিতে লাগিলেন।

এক বৎসর এইরূপ করিয়া তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিলক্ষণ দৃঢ় হইল। তখন স্বীয় মূর্ত্তি আরও অধিক মাত্রায় পরুষ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি দাড়ি কামানো বন্ধ করিয়া দিলেন। দুই একটি শিকারী বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া মধ্যে মধ্যে পল্লীগ্রামে গিয়া হংস, বন্য শূকরাদি শীকার করিতেও অভ্যাস করিতে লাগিলেন।

এইরূপে করিয়া দুই বৎসর কাটিয়াছে। এখন আর সে নলিনী নাই। এখন তাঁহার কপোলদেশ বসাশূন্য, চিবুকাগ্রভাগ শ্মশ্রুপ্রাপ্ত, হস্তপদাদি অস্থিবহুল হইয়াছে; ফলতঃ তিনি নামের এখন সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছেন। এমন সময় একবার কুঞ্জবালার সহিত সাক্ষাৎ আকাঙ্ক্ষিত। হায়, নামটাও যদি পরিবর্ত্তন করিবার উপায় থাকিত! নলিনীবাবু মনে করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র জন্মিলে তাহার নাম রাখিবেন—খুব একটা ভীষণ রকমের—কি নাম রাখিবেন, এখনও স্থির করিতে পারেন নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন বেলা দুইটার সময়, নলিনীবাবু এলাহাবাদ ষ্টেশনে অবতরণ করিলেন তাঁহার পরিধানে পায়জামা ও লম্বা পাঞ্জাবী কোট, মস্তকে পাগড়ী। হাতে একটি বৃহদাকার যষ্টি দেখা যাইতেছিল। জিনিষ-পত্রের সঙ্গে একটি বন্দুকের বাক্স। ইচ্ছা ছিল, ছুটিতে কিঞ্চিৎ শীকারও করিয়া যাইবেন।

ষ্টেশনে নামিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—কৈ, কেহ ত তাঁহাকে লইতে আসে নাই। গত কল্য যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তিনি যে শ্বশুর মহাশয়ের নামে চারি আনার টেলিগ্রাম একটি পাঠাইয়াছিলেন, তাহা পৌঁছে নাই কি ?

কুলী ডাকিয়া, জিনিষপত্র লইয়া, নলিনীবাবু ষ্টেশনের বাহিরে গেলেন। একজন গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহেন্দ্র বাবু উকীলকা বাসা জান্তা ?"

গাড়োয়ান উত্তর করিল—"হাঁ বাবু—আইয়ে।"

"চলো"—বলিয়া নলিনী গাড়ীতে আরোহণ করিলেন।

এলাহাবাদে নলিনীবাবু পূর্ব্বে কখনও আসেন নাই ; এমন কি, এই তিনি প্রথম বঙ্গদেশের বাহিরে পদার্পণ করিয়াছেন। পশ্চিমের সহরের নূতন দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তিনি চলিলেন।

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে গাড়ী একটি বৃহৎ কম্পাউণ্ডযুক্ত বাড়ীতে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই বহির্ব্বাটী, বারান্দায় একটি নয় দশ বৎসরের বালিকা খেলা করিতেছিল। বারান্দার নিম্নে, বামে একটা কূপ ; সেখানে বসিয়া একজন পশ্চিমা ভৃত্য সজোরে একটা কটাহ মাজিতেছিল।

গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া, সেই ভৃত্যকে সম্বোধন করিয়া নলিনীবাবু বলিলেন—

"এই মহেন্দ্রবাবু উকীলের বাড়ী ?"

"হাঁ বাবু।"

"বাবু আছেন ?"

"না। তিনি কিদার বাবু উকীলের বাড়ী পাশা খেলতে গিয়েছেন।"

"আচ্ছা—ভিতরে খবর দাও,—বল জামাই বাবু এসেছেন।"

এই কথা শুনিবামাত্র, যে মেয়েটি বারান্দায় খেলা করিতেছিল, সে ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া গগন বিদীর্ণ করিয়া বলিল,—"ওগো, তোমাদের জামাই বাবু এসেছেন।"

ভৃত্যটির নাম রামশরণ। সে এই কথা শুনিয়া এক মুখ হাসিয়া বলিল—"আরে! জামাই বাবু ?" বলিয়া সে চটপট হাত ধুইয়া ফেলিয়া, নলিনীকে একটি দীর্ঘ সেলাম করিল।

তাহার পর রামশরণ জিনিষপত্র গাড়ী হইতে নামাইয়া ফেলিল। এ দিকে বাড়ীর ভিতর হইতে নানা আকারের বালক-বালিকাগণ আসিয়া উঁকি মারিয়া জামাই দেখিতে লাগিল।

রামশরণ নলিনীবাবুকে বৈঠকখানার ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল। বলিল—"বাবু, চান করা হোবে কি ?"

নলিনী বলিল—"হাঁ—স্নান করব। তুমি গোসলখানায় জল দাও।"

এই সময় একজন বাঙ্গালী ঝি আসিয়া নলিনীকে প্রণাম করিয়া বলিল—"ভাল ছিলেন ত ?"

"হাঁ ভাল ছিলাম। তোমরা কেমন ছিলে ?"

হাসিয়া ঝি বলিল—"যেমন রেখেছেন। আজ ছ'মাস আমি এ বাড়ীতে চাকরী করছি, দিদিমণিকে রোজ জিজ্ঞাসা করি, জামাইবাবু কবে আসবেন গো, জামাইবাবু কবে আসবেন গো ? দিদিমণি বলেন, এই, ছুটি হলেই আস্‌বেন। তা এতদিনে মনে পড়ল, সেও ভাল। আপনি চান ক'রে ফেলুন। মা ঠাকরুণ জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কি জল-টল খাবেন, না ভাত চড়িয়ে দেওয়া হবে ?"

নলিনী মোগলসরাই ষ্টেশনে, কেল্‌নারের কল্যাণে, প্রাতরাশ সমাধা করিয়া আসিয়াছিলেন ; বলিলেন—"এখন ভাত চড়াতে হবে না, জলটল কিছু খাব এখন।"

ঝি বলিল—"আচ্ছা, তবে চান ক'রে ফেলুন। পরে আপনাকে একটি নতুন জিনিষ দেখাব। আমার বখশিসের জন্যে কি গহনা-টহনা এনেছেন বের্ ক'রে রাখুন।"—বলিয়া ঝি নলিনীর প্রতি রমণীজন-সুলভ কটাক্ষপাত করিয়া, মৃদু হাস্য করিল।

রামশরণ বলিল—"তু বখশিস্ লিবি, আমি বুঝি বখশিস্ লেব না ?"

নলিনী ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেবল গম্ভীরভাবে ঘাড়টি নাড়িতে লাগিল।

স্নানান্তে ফিরিয়া আসিয়া নলিনী দেখিল, কতকগুলি বালক-বালিকা তাহার বন্দুকের বাক্স খুলিয়া বন্দুকটি বাহির করিয়াছে। সকলে মিলিয়া তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি যোড়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

তাহাদের হাত হইতে বন্দুকটি লইয়া নলিনী সাবধানে স্থানান্তরে রাখিয়া দিল। এমন সময় পূর্ব্বকথিত ঝি আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার

কোলে একটি অল্প কয়েক মাস বয়স্ক শিশু। তাহার মুখখানি সদ্য পরিষ্কৃত, চক্ষু-যুগল এইমাত্র কজ্জলিত, মাথার চুলগুলি সাবধানে কে বুরুশ করিয়া দিয়াছে।

ঝি শিশুটিকে হাতে করিয়া নাচাইয়া বলিল—"দেখ জামাই বাবু, দেখ, কেমন সোনার চাঁদ হয়েছে। যেন রাজপুত্তুরটি। নাও—একবার কোলে কর।"

নলিনী কখনই ছোট শিশু পছন্দ করিত না। তথাপি ভদ্রতার খাতিরে বলিল—"বাঃ—বেশ ছেলেটি ত!"—বলিয়া কোলে লইল।

ঝি বলিল—"বেশ ছেলেটি বল্লেই হয় না, এখন কি দিয়ে মুখ দেখবে দেখ।"

নলিনী পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া শিশুর বদ্ধমুষ্টির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল।

কলিকাতার ঝি তদ্দর্শনে গায়ে হাত দিয়া বলিল, "ও মা, ও মা, ও কি! লোকে বলবে কি গো! রূপো দিয়ে সোনার চাঁদের মুখ দেখা!"

সমবেত বালক-বালিকাগণ খিলখিল করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল। অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া, আর কোনও কথা খুঁজিয়া না পাইয়া, নলিনী বলিল, "সোনা ত আনি নি।" মনে মনে স্বীয় পত্নীর উপরও রাগ হইল। তাহার কি উচিত ছিল না, পত্রে নলিনীকে লেখা যে, অমুকের সন্তান হইয়াছে, তাহার মুখ দেখিবার জন্য একটা গিনি আনিও?

ঝি বলিল—"সে কথা শোনে কে? তা হ'লে আজই সেকরা ডেকে সোনার গহণার ফরমাস দাও। ছেলের বাপ হলেই হয় না।"

নলিনীর বুদ্ধিশুদ্ধি ইতিপূর্ব্বেই যথেষ্ট গোলমাল হইয়া গিয়াছিল; শেষের এই কথা শুনিয়া সে একেবারে দিশেহারা হইয়া পড়িল। "ছেলের বাপ হলেই হয় না" ইহার অর্থ কি? তবে নলিনাই কি ছেলের বাপ না কি?

শিশুকে ঝির কোলে ফিরিয়া দিয়া সভয়ে নলিনী জিজ্ঞাসা করিল,—"ছেলেটি কবে হ'ল?"

ঝি পুনর্ব্বার গালে হাত দিয়া বলিল—"অবাক্ করলে যে! তোমার ছেলে কবে হ'ল, তুমি জান না, পাড়ার লোককে জিজ্ঞাসা করছ?"

যে দুইটি বালক-বালিকা উহারই মধ্যে একটু বয়ঃপ্রাপ্ত ছিল, তাহারা ঝির এই ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। ক্ষুদ্রতর বালক-বালিকাগণ তাহাদের দেখাদেখি উচ্চতর হাস্য করিয়া মেঝেতে লুটোপুটি করিতে লাগিল।

সদ্যঃজাত নলিনীর ললাট তখন ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে, মনের বিস্ময় মনে চাপিয়া রাখিবার প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। এ গূঢ় রহস্য ভেদ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

এই সময়ে একটি বালিকা আসিয়া, নলিনীর হাতে একটি গেলাস দিয়া বলিল—"জামাইবাবু! একটু সরবত খাও।"

নলিনী গেলাসে মুখ দিয়া দেখিল, জলটা লবণাক্ত। গেলাস নামাইয়া রাখিল। তখন হঠাৎ তাহার মনে হইল, তাহার প্রতি এই পিতৃত্ব আরোপটাও, জামাই ঠাট্টারই একটা অংশ হইবে। এই মীমাংসায় উপনীত হইয়া, নলিনীর মন একটু শান্ত হইল। তাহার কুঞ্চিত ভ্রূযুগল আবার সমতা প্রাপ্ত হইল।

সেই বৈঠকখানার একটা কোণে, একটা কবাট খুলিবার শব্দ হইল। কবাটের সম্মুখস্থিত পর্দ্দা অপসৃত করিয়া রামশরণ ভৃত্য বলিল—"বাবু, আসুন—জল খাওয়া দেওয়া হয়েছে।"

নলিনী চাহিয়া দেখিল, অন্দরমহলের একটি কক্ষ দৃশ্যমান। উঠিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। কক্ষের মধ্যস্থলে সুন্দর কার্পেটের আসন পাতা রহিয়াছে। তাহার সম্মুখে রূপার রেকাবী, বাটি, গেলাসে ভরা নানাবিধ খাদ্য ও পানীয়। নলিনী ধীরে ধীরে আসনখানির উপর উপবেশন করিয়া জলযোগে মন দিল।

এমন সময় কক্ষান্তর হইতে মলের ঝুম্‌ঝুম্ শব্দ উত্থিত হইল। একটি ক্ষুদ্র বালিকা দ্বারপথে মুখ দিয়া বলিল—"মেজদি আসছেন।"

নলিনী বুঝিল, কুঞ্জবালা আসিতেছেন। নিজ দক্ষিণ হস্তের আস্তিন সে ভাল করিয়া গুটাইয়া লইল, কুঞ্জবালা আসিয়া দেখুন, তাহার হাতের কব্জী এখন আর সুগোল নহে, মাংসল নহে, পরন্তু তাহা সুপুষ্ট অস্থি ও শিরায় সমাকীর্ণ।

মলের শব্দ নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল।

"কি ভাই, এত দিনে মনে পড়ল?"—বলিতে বলিতে যুবতী আসিয়া কক্ষমধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন।

কিন্তু তাহা এক মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র। চারিচক্ষে মিলিত হইলেই, সেই মহিলা একহাত ঘোমটা টানিয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

নলিনী দেখিল, তিনি কুঞ্জবালা নহেন!

পার্শ্বের কক্ষ হইতে দুই তিনটি রমণীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর নলিনীর কর্ণে আসিল—

"কি লো, পালিয়ে এলি যে?"

"ও মা, ও যে অন্য লোক।"

"অন্য লোক কি লো! আমাদের শরৎ নয়?"

"না, শরৎ হবে কেন?"

"কে তবে?"

"আমি জানি?"

"এ কি কাণ্ড? জুয়াচোর না কি?"

"যে রকম চোয়াড়ে চেহারা, আশ্চর্য্য নয়।"

"ও মা, এ কি কাণ্ড! কে এল?"

একজন বালকের কণ্ঠস্বরে শুনা গেল—"একটা বন্দুক নিয়ে এসেছে।"

"অ্যাঁ—ও মা, কি সর্ব্বনাশ হ'ল গো! ওরে রামশরণা—রামশরণা!—কোথা গেলি, যা, শীগগির বাবুকে খবর দে।"—রমণীগণের দ্রুত পদধ্বনি শ্রুত হইল। তাহার পর নলিনী আর কিছু শুনিতে পাইল না।

এই সময়ের মধ্যে, অদূরস্থিত একটি পুস্তকের আলমারির প্রতি নলিনীর দৃষ্টি পড়িয়াছিল। সারি সারি বাঁধান ল-রিপোর্ট; প্রত্যেকখানির নিম্নে সোণার জলে নাম লেখা—এম্, এন্, ঘোষ।

তখন সমস্ত ব্যাপার নলিনী দিনের আলোকের মত স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। তাহার শ্বশুরের নাম মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি মহেন্দ্রনাথ ঘোষ। তবে ভ্রমক্রমে সে অন্য লোকের শ্বশুরবাড়ীতে চড়াও করিয়াছে।

নলিনী তখন মনে মনে হাস্য করিতে করিতে, নিশ্চিন্তমনে, একে একে জলখাবারের বাটিগুলি খালি করিয়া ফেলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এ দিকে রামশরণ ভৃত্য ঊর্দ্ধশ্বাসে বাবুকে খবর দিতে ছুটিল। কেদার বাবু উকীলের বাসায়, ছুটির সময়, প্রায়ই পাশা খেলার আড্ডা জমিয়া থাকে। অদ্য এখানে বড় মহেন্দ্রবাবু, ছোট মহেন্দ্রবাবু (নলিনীর আসল শ্বশুর) এবং অন্যান্য অনেকগুলি উকীল সমবেত হইয়াছেন।

পাশা খেলা চলিতেছিল, এমন সময় ঝড়ের মত আসিয়া রামশরণ সেখানে প্রবেশ করিল। নিজ প্রভুকে দেখিয়া বলিল—"বাবু—বাবু—জল্‌দি বাড়ী আসুন—"

তাহার মুখ-চক্ষু দেখিয়া, ভীত হইয়া, মহেন্দ্র ঘোষ বলিলেন—"কেন রে—কারু অসুখ-বিসুখ?"

"বাড়ীমে একঠো ডাকু এসেছে।"

সকলেই উৎসুক হইয়া উঠিলেন। মহেন্দ্র ঘোষ বলিলেন—"ডাকু? দিনের বেলায় ডাকু?"

রামশরণ বলিল—"ডাকু হোবে কি জুয়োচোর হোবে, কি পাগল আদ্‌মি হোবে, কিছু ঠিকানা নাই। সে বলে কি হামি বাবুর দামাদ আছি।"

ইহা শুনিয়া অন্য সকলে হাস্য করিলেন। কিন্তু মহেন্দ্র ঘোষ উত্তেজিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কখন্ এল? কি কর্‌ছে?"

"এই তিন বাজে এসেছে। একঠো লাঠি এনেছে, একঠো বন্দুক এনেছে—অন্দরমে গিয়ে জল উল খেয়েছে। মাইজি লোককো বড়া ডর হয়েছে।"

"বন্দুক এনেছে? লাঠি এনেছে?—হতভাগা পাজি শূয়ার—তুই বাড়ী ছেড়ে এলি কার জিম্মায়?—" বলিয়া ক্ষিপ্তের মত মহেন্দ্রবাবু বাহির হইলেন। গাড়ী প্রস্তুত ছিল। লম্ফ দিয়া গাড়ীতে উঠিয়া হাঁকিলেন—"জোরসে হাঁকাও।"

কয়েকজন উকীল সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়াছিলেন। কেহ বলিলেন—"বোধ হয় পাগল হবে।" কেহ বলিলেন—"না, পাগল হ'লে বন্দুক আন্‌বে কেন? কোন বদ্‌মায়েস গুণ্ডা হবে।" ছোট মহেন্দ্রবাবু (নলিনীর শ্বশুর) বলিয়া দিলেন, "পাগলই হোক, গুণ্ডাই হোক, ধ'রে পুলিশে হাওলাত ক'রে দিও।"

গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিল,—বাড়ীতে পৌছিলে, গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—"কই, কোথায়?"

এমন সময় নলিনী কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহস্বামীকে অভিবাদন করিয়া বলিল—"আপনি মহেন্দ্রবাবু? আপনার কাছে আমার একটা ক্ষমা-প্রার্থনা কর্‌বার আছে।"

নলিনীর ভাবভঙ্গী দেখিয়া ও কথাবার্ত্তায় মহেন্দ্র বাবু একটু থতমত খাইয়া গেলেন। বাড়ী পৌছিয়াই যেরূপ প্রহারের বন্দোবস্ত করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহাতে বাধা পড়িয়া গেল।

মহেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে আপনি?"

"আমার নাম নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়। আমি মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা। মহেন্দ্র বাবু উকীলের বাড়ী গাড়োয়ানকে বলেছিলাম, সে আমাকে এখানে এনে ফেলেছে! আমি আমার ভুল এই অল্পক্ষণমাত্র জান্‌তে পেরেছি। এতক্ষণ চ'লে যেতাম। আপনাকে আন্‌তে লোক গিয়েছে,—আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা ক'রে তবে যাব, এইজন্যে অপেক্ষা কর্‌ছি।"

এই কথা শুনিয়া মহেন্দ্র ঘোষের রাগ জল হইয়া গেল। তিনি নলিনীর হাতখানি নিজ হস্তে ধারণ করিয়া হো-হো শব্দে অনেকক্ষণ হাস্য করিলেন।

শেষে বলিলেন—"মহিমের জামাই তুমি! বেশ বেশ! দেখ, এখানে দুজন মহেন্দ্রবাবু উকীল থাকাতে, মক্কেল নিয়ে মাঝে মাঝে গোলমাল হয় বটে। হয় ত মফঃস্বল থেকে কোনও উকীল, আমার কাছে এক মোকর্দ্দমা পাঠিয়ে দিলে, মক্কেল কাগজ নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হ'ল তোমার শ্বশুরবাড়ীতে। কিন্তু জামাই নিয়ে গোলমাল এই প্রথম।"—বলিয়া মহেন্দ্র ঘোষ অপরিমিত হাস্য করিতে লাগিলেন।

তাহার পর নলিনীকে লইয়া বৈঠকখানায় বসাইলেন। কিঞ্চিৎ গল্প-গুজবের পর, নলিনীর জন্য একটি ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। নলিনী তখন বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজ শ্বশুরালয়-অভিমুখে যাত্রা করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এ দিকে কেদারবাবু উকীলের বাড়ীতে সে অপরাহ্নে পাশা খেলা আর ভাল জমিল না। মহেন্দ্র ঘোষ প্রস্থান করিলে, সেই সভায় অনেকে অনেক আশ্চর্য্য জুয়াচুরির গল্প করিলেন। অনেক পাগলের গল্পও হইল। ক্রমে সভাভঙ্গ হইল। উকীলগণ একে একে নিজ আলয়ে ফিরিয়া গেলেন।

মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী শাগঞ্জ মহল্লায়। তিনি বাড়ী ফিরিয়া, চা ও তাওয়াদার তামাক হুকুম করিলেন। আপিসকক্ষে ঈজি চেয়ারে বসিয়া চা-পান করিতে লাগিলেন। ভৃত্য একটি বৃহদাকার ছিলিম আলবোলায় চড়াইয়া, গুলের আগুনে মৃদু মৃদু পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

চা-পান শেষ হইলে, মহেন্দ্রবাবু আলবোলার নলটি মুখে করিয়া আরামে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে কাটিলে পর, একটি ভাড়াটিয়া গাড়ী কম্পাউণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিল। উকীলের বাড়ী কত লোক আসে যায়, মহেন্দ্রবাবু কিছুই ব্যস্ত হইলেন না, কিন্তু চক্ষু উন্মীলন করিয়া রহিলেন।

বাহির হইতে শব্দ শুনিলেন, একটি অপরিচিত কণ্ঠস্বর বলিতেছে—"এই মহেন্দ্রবাবুর বাড়ী?"

"হাঁ বাবু!"

"খবর দাও, বল, বাবুর দামাদ এসেছেন।"

এই 'দামাদ' শুনিয়াই মহেন্দ্রবাবু কেদারা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। জানালার পর্দ্দা তুলিয়া দেখিলেন—বৃহৎ যষ্টিহস্তে যণ্ডামার্ক আকারের একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে, গাড়োয়ান গাড়ীর ভিতর হইতে একটা বন্দুকের বাক্স বাহির করিতেছে।

দেখিয়াই মহেন্দ্রবাবু হাঁকিলেন—"কোই হ্যায় রে?" বলিতে বলিতে বাহিরে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন।

তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া বেচারা নলিনী একটু থতমত খাইয়া গেল। মহেন্দ্রবাবু দাঁতমুখ খিঁচাইয়া সপ্তমে বলিলেন—"পাজি বেটা, জুয়াচোর—ভাগো হিঁয়াসে। আভি ভাগো। ঘুরে ফিরে শেষে আমার বাড়ীতে এসেছ? শ্বশুর পাতাবার আর লোক পেলে না! বেটা বদমায়েস গুণ্ডা!"

ইতিমধ্যে অনেকগুলি ভৃত্য দরোয়ান আসিয়া পড়িয়াছিল। মহেন্দ্রবাবু হুকুম দিলেন—"মারকে নিকাল দেও। গর্দ্দান পাকড়কে নিকাল দেও।"

ভৃত্যগণ নলিনীকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিল। তাহা দেখিয়া নলিনী তাহার বৃহৎ যষ্টি মস্তকোপরি ঘূর্ণিত করিয়া বলিল—"খবরদার! হাম্ চলা যাতা হ্যায়। লেকেন যো হামকো ছুঁয়েগা, উস্‌কা হাড্ডি হাম্ চুর চুর কর ডালেঙ্গে!"

নলিনীর মূর্ত্তি ও লাঠি দেখিয়া ভৃত্যগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নলিনী মহেন্দ্রবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"আপনি ভুল করছেন। আমি আপনার জামাই নলিনী।"

এ কথা শুনিয়া মহেন্দ্রবাবু অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন—"বেটা জুয়াচোর! তুমি শ্বশুর চেন, আর আমি জামাই চিনিনে? আমার জামায়ের এ রকম গুণ্ডার মত চেহারা?—ভাগো হিঁয়াসে—নিকালো হিঁয়াসে।—নয় ত আভি পুলিশমে ভেজেঙ্গে"—

নলিনী আর দ্বিরুক্তি করিল না। গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া গাড়োয়ানকে বলিল—"চলো ষ্টেশন।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গোলমাল থামিলে, তাওয়াদার তামাকটা শেষ করিয়া মহেন্দ্রবাবু বাড়ীর মধ্যে গেলেন।

তাঁহার গৃহিণী তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিলেন—"মদ খেয়েছ না কি? জামাইকে তাড়ালে?"

মহেন্দ্রবাবু গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"জামাই কাকে বল? সে একটা জুয়াচোর!"

"জুয়াচোর কিসে জানলে?"

তখন মহেন্দ্রবাবু, পাশা খেলিবার কালে কেদারবাবুর বাসায় যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, সবই বলিলেন।

শুনিয়া গৃহিণী বলিলেন—"বেশ ত, কিন্তু তাতেই প্রমাণ হয়ে গেল যে, সে জুয়াচোর? দুজনেরই এক নাম,—বাড়ী ভুল ক'রে সেখানে গিয়ে ওঠাই কি আশ্চর্য্য?"

স্ত্রীর মুখে এ যুক্তি শুনিয়া মহেন্দ্রবাবু একটু দমিয়া গেলেন। লাঠি ও বন্দুক দেখিয়াই হঠাৎ তিনি দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন,—এ সকল কথার ভালরূপ বিচার করিয়া দেখিবার অবসর পান নাই।

একটু ভাবিয়া মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—"সে যদি হ'ত—তা হ'লে খবর দিয়ে আস্ত—আমরা ষ্টেশনে তাকে আন্তে যেতাম। কথা নেই, বার্ত্তা নেই, হঠাৎ কখনও জামাই প্রথমবার শ্বশুরবাড়ী এসে উপস্থিত হয়? সেটা জুয়াচোর—জুয়াচোর।"

"কেন আসবার কথা থাক্‌বে না—আস্‌বার কথা ত রয়েছে। পূজোর আগেই আস্‌বে, আমরা ত জানি,—তবে ঠিক কবে আস্‌বে, সে খবর ছিল না বটে।"

পিতার এই বিপদ দেখিয়া, কুঞ্জবালা বলিলেন—"ওগো, সে নলিনী নয়—আমি তাকে দেখেছি।"

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—"তুই দেখেছিস্ না কি? বল্ ত!—বল্ ত! কোথা থেকে দেখলি?"

"যখন ঐ গোলমালটা হ'ল, আমি দোতলায় উঠে জানালা দিয়ে দেখলাম। নলিনী আমাদের ননীর পুতুল। এ ত দেখলাম, একটা কাটখোট্টা জোয়ান।"

মহেন্দ্রবাবু অত্যন্ত আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন—"ঠিক বলেছিস্। আমি ত সে কথা তার মুখের উপরেই ব'লে দিয়েছি। আমি আমার জামাই চিনিনে? তার কি অমন কাশীর গুণ্ডার মত চেহারা? তার দিব্যি নধর বাবু-বাবু চেহারাটি। বিয়ের সময় একবার মাত্র দেখেছি বটে—তা ব'লে এমনিই কি ভুল হয়?"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল—"বাবু, টেলিগেরাপ এসেছে।"

টেলিগ্রাম পড়িয়া মহেন্দ্রবাবুর মুখ শুকাইয়া গেল। ইহা সেই নলিনীর প্রেরিত শতকল্যাকার চারি আনা মূল্যের টেলিগ্রাম।

গৃহিণী বলিলেন—"খবর কি?"

নিতান্ত অপরাধীর মত, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—"এই ত টেলিগ্রাম এসেছে। সে তবে জামাই-ই বটে।"

গৃহিণী বলিলেন—"তবে এখন কেরাখ কি উপায় হয়?"

"যাই নিজে গিয়ে দেখি। যাবার সময় গাড়োয়ানকে বলেছিল ষ্টেশনে চল। এখন ত কলকাতা যাবার কোনও গাড়ী নেই। বোধ হয়, ষ্টেশনে গিয়ে ব'সে আছে। যাই, গিয়ে বাবু বাছা ব'লে ফিরিয়ে আনি।"

* * * *

বাড়ীর লোক মনে করিয়াছিল, নলিনী এই ব্যাপার লইয়া শালী-শালাজকে ঠাট্টা করিয়া গায়ের ঝাল মিটাইবে। কিন্তু নলিনী ফিরিয়া আসিয়া একদিনের জন্যও সে কথা উত্থাপন করে নাই। যে ভুল হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য তাহার শ্বশুরবাড়ীর সকলেই লজ্জিত, অনুতপ্ত—তাহাই নলিনীর পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল। একদিন অন্য প্রসঙ্গে মহেন্দ্র ঘোষ উকীলের কথা উঠিলে সে বলিয়াছিল—"যা হোক্, পরের শ্বশুর বাড়ীতে উঠে যে আদর-যত্ন পেয়েছিলাম,—অনেকে সে রকম নিজের শ্বশুরবাড়ীতে পায় না।"

—

গহনার বাক্স

প্রথম পরিচ্ছেদ

ছিন্ন পুরাতন কালো সার্জ্জের চাপকানের উপর পাকানো দড়ির মত চাদর ঝুলাইয়া, একজন প্রৌঢ়-বয়স্ক [illegible]লোক শীতসন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে আলিপুর হইতে [illegible] খিদিরপুরের রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছেন। লোকটির বয়স ৪০ পার হইয়াছে; রংটি ফর্সা, গোঁফগুলি বড় বড়, দাড়ি কামানো, দেহখানি কৃশ ও দুর্ব্বল, চক্ষু দুইটি কোটরগত। ধীরে ধীরে পথ চলিতেছেন—যেন বড় ক্লান্ত, বড় পরিশ্রান্ত। ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া ট্রাম ছুটিয়া আসিতেছে, বাবুটি পথ ছাড়িয়া দিতেছেন। দুর্ব্বৃত্ত মোটর গাড়ী, গভীর গর্জ্জনে পশ্চাদ্দিক্ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু বাবুটির পরমায়ু থাকায় সে চেষ্টায় বিফল হইয়া, প্রচুর ধূলায় তাঁহার মলিন বেশ মলিনতর করিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে।

বাবুটি খিদিরপুর গির্জ্জার কাছাকাছি আসিতেই পথপার্শ্বস্থ গ্যাসলণ্ঠন প্রজ্বলিত হইল। পুলের সম্মুখে চৌরাস্তায় পৌঁছিতেই খবরের কাগজের খোট্টা ফিরিওয়ালা তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল—"নায়েক—বাবু নায়েক। পাঁচকৌড়ি বাবু গাঁজা খেয়ে ভারী গালাগালি দিয়েচে। আজকার বাসুমতী—বিষমকাণ্ড হ'ল বাবু বাসুমতী"—ইত্যাদি। তাহাদের প্রতি নীরব উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, মোড় ঘুরিয়া পদ্মপুকুরের রাস্তা ধরিয়া পাঁচ সাত মিনিট পরেই বাবুটি একখানি ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ীর সম্মুখীন হইলেন। দ্বারপার্শ্বে জীর্ণ বিবর্ণ কাষ্ঠফলকে লিখিত রহিয়াছে, "শ্রীসতীশচন্দ্র বসু এম-এ বি-এল, উকীল জজকোর্ট আলিপুর।"

হাঁ—ইনিই সতীশচন্দ্র বসু,—এবং আকার-প্রকার দেখিলে হঠাৎ বিশ্বাস হওয়া কঠিন হইলেও, ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ বি-এল উপাধি-ধারী। আজ দীর্ঘ পঞ্চদশ বর্ষ আলিপুরে ওকালতি করিতেছেন, তথাপি ছয়টি মাত্র পয়সা বাঁচাইবার জন্য ট্রামে না আসিয়া, সারাদিন আদালতে হত্যা দিয়া ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হইয়াও,সেই দেড়মাইল পথ পদব্রজেই আসিয়াছেন,—এবং নিত্য আসিয়া থাকেন। ছয়টি পয়সা অর্দ্ধসের চাউলের দাম, দুইবেলা তাহাতে একজনের আহার হয়; জমিলে, মাসান্তে একজোড়া বস্ত্র কেনা চলে;—ছয়টি পয়সা সতীশ বাবুর ফেলিয়া দিবার জিনিষ নহে।

ঝি আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। প্রবেশ করিয়াই দুই পাশে দুইটি বৈঠকখানা;—একটি সতীশ বাবুর আফিস, অপরটি তাঁহার পুত্র বিমলকুমারের পড়িবার ঘর; বন্ধুবান্ধব আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিলে এই ঘরে শয়নের ব্যবস্থাও আছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া ক্ষুদ্র একটি প্রাঙ্গণ—তাহার তিন পাশে বারান্দা। একটি বারান্দার কোণে সিঁড়ি—তাহার মুখে একটি কেরোসিনের ঢিবরী জ্বলিতেছে। সতীশ বাবু সিঁড়ি উঠিয়া শয়নঘরে প্রবেশ করিলেন। একটি ক্ষুদ্র টেবিলের উপর বহি কাগজ ছড়ান, মাঝখানে একটি ল্যাম্প জ্বলিতেছে। সমস্তটা কাঠের একখানি চেয়ার তাহার সম্মুখে।

রামটহল রামটহল বলিয়া সতীশ বাবু ভৃত্যকে ডাকিলেন, কিন্তু সাড়া পাইলেন না। চেয়ারে বসিয়া জুতার ফিতা খুলিতে আরম্ভ করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার পত্নী সরমা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বর্ত্তমান যুগের "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য" ও "নারী-অধিকার" তত্ত্বে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা থাকায়, সরমা স্বামীর জুতা খুলিয়া লইলেন, চটিজুতা পরাইয়া দিলেন। সতীশ তখন উঠিয়া চাপকানের পকেট হইতে অদ্যকার উপার্জ্জন চারিটি টাকা বাহির করিয়া স্ত্রীর হস্তে দিয়া, চাপকান কামিজ ও গেঞ্জি একে একে পরিত্যাগ করিলেন। সরমা টাকা চারিটি টেবিলের উপর রাখিয়া; স্বামি-পরিত্যক্ত বস্ত্রগুলি আলনায় ঝুলাইয়া তাঁহার ধুতিখানি আনিয়া দিলেন। টাকা চারিটি বাক্সে বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন, "তুমি হাত মুখ ধুয়ে ফেল, আমি জলখাবার নিয়ে আসি।"

সতীশ বলিলেন, "মনোরমা কোথা?"—মনোরমা তাঁহার কন্যার নাম।

"রান্নাঘরে রুটি বেলছে।"

"বিমল?"

র দোষেও, ইংরেজের জল খায়। [illegible] ক'রবার, [illegible] হবে। [illegible] বাবুর, আর [illegible] দিয়ে [illegible] বিবি। তোর [illegible] ভুলভালা? এ কি [illegible] ফিরে কার চ'লে যাবে? [illegible]"

নির্মল বলিল, "ঠিক ত।"

শচীন বলিল, "বাবা,-বড় [illegible] পেলাম। কিন্তু হঠাৎ যদি নাম জিজ্ঞাসা ক'রে বসে?"

ক্ষিতীশ বলিল, "পাগল! সে কি একটা অজ-মুক [illegible] মেয়ে ভূত যে, নাম ধাম 'ব্যাকন' সব জিজ্ঞাসা করবে?—সে একজন এম-এ বি-এল!"

আরও কিছুক্ষণ তর্ক-বিতর্কের পর শচীন রাজী হইল। গুজগোজ করিয়া বেলা তিনটার সময় বাহির হইয়া তিনবন্ধু ট্রামযোগে ধর্ম্মতলায় গেল। তথা হইতে বাতাবাজের ভাড়া করিয়া একখানি রবার দেওয়া ফেটন গাড়ী লইয়া, বেলা চারিটার সময় সতীশ বাবুর বাড়ী পৌঁছিল।

সতীশ বাবু প্রস্তুত হইয়া আফিস-ঘরে বসিয়া ছিলেন, গাড়ী দাঁড়াইবামাত্র বাহিরে আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া যুবকত্রয়কে নামাইয়া লইলেন। বিমল সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সে ছুটিয়া উপরে খবর দিতে গেল।

ইহাদিগকে লইয়া সতীশ বাবু আপিস-ঘরে প্রবেশ করিলেন। একটি টেবিলের ধারে একখানি মাত্র চেয়ার। পাশে লম্বা চৌড়া তক্তপোষের উপর জাজিম বিছানো—তাহার উপর গুটিকয়েক তাকিয়া বালিস। সতীশ বাবু নিজে সেই তক্তপোষের উপর বসিয়া, যুবকগণকেও তথায় বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। বিমলও আসিয়া পিতার নিকট বসিল।

বর্ত্তমানকালে বরপণ-প্রথা সম্বন্ধে সতীশ বাবু আলোচনা উত্থাপন করিলেন। দেখিলেন, যুবকগণের অভিমত যে, এ প্রথা একান্ত অভদ্র, নৃশংস ও বর্ব্বরোচিত। সতীশ বাবু কাহারও নাম জানিতে চাহিলেন না বটে, তবে কে কি পড়ে এবং কোথায় থাকে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। বয়েস কত আই, কোন্ কোন্ পরীক্ষা কোন্ ডিভিজনে সে পাশ করিয়াছে, তাহার স্বাস্থ্য কেমন—এ সকল সংবাদও লইলেন।

কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সতীশ বাবু বলিলেন, "আপনারা একটু বসুন—আমি আসছি।"—বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

নির্মলকে [illegible] ক্ষিতীশ বলিল, "[illegible] নয়?"

নির্মল বলিল, "[illegible] মেয়েরা যে [illegible] মনে হয়, [illegible] হতে পারে?"

শচীন [illegible] বলিল, "মনোরমার কথা বলছ, কোন্‌টি কি [illegible]?"

নির্মল বলিল, "দেখি, তোমার ভাগ্যে কি রকম কবিতা যোটে।"

কয়েক মিনিট পরে ঝুমঝুম অলঙ্কারের আওয়াজ আসিল। যুবকত্রয় মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে পরস্পরের পানে চাহিল। সতীশ বাবু কন্যা লইয়া প্রবেশ করিলেন।

মনোরমা একখানি কচি-পাতা রঙের রঙের শাড়ী পরিয়াছে, গায়ে সেই রঙের একটি রেশমী জ্যাকেট, হাতে চারিগাছি করিয়া আটগাছি হয়তন-'চিড়িতন চুড়ি, মাথায় একটি পালিশপাত চিরুণী ও তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি প্রজাপতি-কাঁটা। টেবিলের কাছে যে একখানিমাত্র চেয়ার ছিল, কন্যাকে সতীশ বাবু তাহাতেই বসাইয়া বলিলেন, "এইটি আমার মেয়ে।"—মেয়ে নতনেত্রে চেয়ারে বসিয়া, যুবকগণকে একটি নমস্কার করিল।

ক্ষিতীশ ও নির্মল উভয়েই আশা করিতেছে, অপর জন মেয়েটির সঙ্গে কথা কহিবে। নির্মলকে বাঙ্-বিমূঢ় দেখিয়া শেষে ক্ষিতীশচন্দ্রই বলিল, "তোমার নামটি কি?"

মেয়েটি চক্ষু না তুলিয়াই বলিল, "মনোরমা।"

"কি পড়?"

"এখন গ্রিমস্ ফেয়ারি টেলস্ পড়ছি।"

যুবকগণ মনে ভাবিতেছিল, বালিকা 'আখ্যান-মঞ্জরী,' 'চারুপাঠ'—বড় জোর 'সীতার বনবাস' অথবা 'মেঘনাদবধ' পড়ে বলিবে। সুতরাং পুস্তকের নামে ও উচ্চারণের বিশুদ্ধতায় তাহারা একটু চমকিত হইল; খুসীও হইল। নির্মল এইবার কথা কহিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোন্ স্কুলে পড়?"

"স্কুলে পড়ি না, বাবার কাছে পড়ি।"

"বাঙ্গালা কতদূর পড়েছ?"

সতীশ বাবু বলিলেন, "বাঙ্গালা সমস্ত ভাল ভাল বই-ই ও পড়েছে।"

নির্মল মনোরমার দিকে চাহিয়া বলিল, "রবি-বাবুর কাব্য পড়েছ?"

"পড়েছি।"

"কোনও কবিতা মুখস্থ বলতে পার?"

মনোরমা অবনত মুখে [illegible] করিল। তাহার

পিতা বলিলেন, "[illegible] ... [illegible] সুন্দর। বল [illegible] ... [illegible]।"

মনোরমা [illegible] ... [illegible] বলিতে লাগিল—

একদা [illegible] ... [illegible]
[illegible] গাহিছে পাখী

হইতে আরম্ভ করিয়া, শেষ পর্য্যন্ত আবৃত্তি করিয়া নীরব হইল।

ক্ষিতীশ বলিল, "বাঃ—সুন্দর। লেখাপড়া ত বেশ ভালই দেখছি। আচ্ছা, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। রান্নাবান্না কিছু শেখা হয়েছে কি?"

মনোরমা মস্তকসঙ্কেতে জানাইল যে, তাহাও হইয়াছে।

সতীশ বাবু বলিলেন, "সে বিষয়েও আমার মেয়ের খুঁত পাবেন না। ঘরের কাজকর্ম, রান্নাবান্না—সবই মা আমার শিখে নিয়েছেন। দু'দিন বামুন পালালে বাজারের খাবার আনাতে হবে না—মোটামুটি ডাল-ভাত-তরকারী রেঁধে বাড়ীর সবাইকে খাইয়ে দিতে পারবেন।"

ক্ষিতীশ বলিল, "বেশ বেশ। এইটি শুনে সব চেয়ে খুসী হলাম সতীশ বাবু। নির্ম্মল, তুমি রাগ কোরো না ভাই, রবি ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করতে পারার চেয়ে, অসময়ে বাড়ীর লোকের উপবাস নিবারণ করতে পারা অল্প বাহাদুরী নয়।"

এ কথা শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন।

সতীশ বাবু বলিলেন, "তা ঠিক। আর কিছু যদি জিজ্ঞাসা করতে চান, তাও করুন।"

ক্ষিতীশ বলিল, "না, আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে হবে না। দেখে শুনে আমরা খুবই খুসী হয়েছি সতীশ বাবু, আর এখন এঁকে কষ্ট দেব না।"

"আচ্ছা, একটু বসুন তবে।"—বলিয়া সতীশ বাবু কন্যা লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সতীশ বাবু অদৃশ্য হইবামাত্র ক্ষিতীশ শচীনকে এক ঠেলা দিয়া বলিল, "কি রে, পছন্দ হ'ল?"

শচীন বলিল, "তোমাদের কি মত, তাই আগে শুনি।"

ক্ষিতীশ বলিল, "আমার ত ভালই লাগল।"

নির্ম্মল ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "মেয়েটি সুন্দরী, তবে পরী বলা যায় না।"

শচীন বলিল, "আমার বেশ লাগলো। পরী-টরীতে আমার দরকার নেই ভাই।"

[illegible] ... [illegible] আর কিছু বলে [illegible] ... [illegible]

[illegible] ... [illegible] নিজে [illegible] ... [illegible]

[illegible] ... [illegible] এ কথা ত আমার [illegible] ... [illegible] দুজন বড় না [illegible] ... [illegible] কোথা যাবে? [illegible] শালী কি আগাগোড়া খুঁজতে হয়। সকলের চাইতে বড় ফৌজী, এ দেশে তা বটে। রূপে, গুণে, সকলেই তেমন কোন খুঁৎ নেই। তা, এবে তুমি বিয়ে করতে পার শচীন।"

শচীন বলিল, "ঠিক ত ভাই। কপালে যার যা লেখে না যায়, সেইটি তোমরা দেখো দাদা।"

সরমা স্বামীকে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বুঝলে? পছন্দ হ'ল? কি কি সব জিজ্ঞাসা-টিজ্ঞাসা করলে?"

সতীশ বাবু হাসিয়া বলিলেন, "খুবই জেরা করেছে—যেন এক একটি কৌঁসুলি ব'সে গেছেন! কেবল একটি ছেলে ছিল, নিতান্ত ভালমানুষ। আর দুটো—ডেঁপো। পছন্দ ত হয়েছে বলেই বোধ হ'ল। জলটল খাবার ঠিক আছে ত?"

"আছে; পাশের ঘরে সব সাজিয়ে রেখেছি। নিয়ে এস তাদের।"

জলযোগান্তে, গাড়ীতে উঠিবার সময় ক্ষিতীশ বলিল, "সতীশ বাবু, এক মিনিট একটা কথা আছে; একটু এই দিকে আসুন।"

সতীশ বাবু বলিলেন, "রাস্তায় কেন? ঘরেই আসুন তা হ'লে—ওঁরা গাড়ীতে বসুন একটু।"

বৈঠকখানা-ঘরে আসিয়া ক্ষিতীশ চুপি চুপি বলিল, "মেয়ে, বরের পছন্দ হয়েছে।"

সতীশ বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "হয়েছে? কি ক'রে জানলেন?"

ক্ষিতীশ হাসিয়া বলিল, "ঐ যিনি চুপচাপ ব'সে ছিলেন, তিনিই বর। ওঁর বাপের ঠিকানা এই নিন, তাঁকে আপনি চিঠি লিখুন। তবে, আমরা যে ঘটকী পাঠিয়েছিলাম, দেখতে এসেছি, এ সব কথা-গুলো কাইণ্ডলি গোপন রাখবেন। আপনি যেন কারু কাছে খবর পেয়েছেন যে, অমুক বাবুর একটী বিয়ের যুগ্যি ছেলে আছে, সে কলকাতায় পড়ে, এই খবর পেয়েই যেন আপনি লিখেছেন—বুঝলেন?"

সতীশ বাবু বলিলেন, "আচ্ছা বাবাজী, তাই হ'বে—চিঠি আমি কালই লিখব—আর, এ সব কথা প্রকাশও করবো না। কিন্তু [illegible] বাবু যদি [illegible]

টাকা হেঁকে বসেন, তা হ'লে কি হবে? আমি ওকালতী করি বটে, কিন্তু অবস্থা ত দেখতেই পাচ্ছ বাবাজী—কোনও রকমে দিন গুজরান করি। বেশী টাকা আমি কোথা পাব?"

ক্ষিতীশ বলিল, "সে জন্যে আপনি ভাববেন না। সে ঠিক ক'রে নেওয়া যাবে এখন। শচীনের বাপ মহেন্দ্র বাবুকে আমি ছেলেবেলা থেকে দেখছি কি না;—একজন উঁচুদরের লোক তিনি; লোভটোভ খুব কম। এ বিয়ে যাতে হয়, সে আমরা করবো—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। [illegible] আর [illegible] ক'রে কি হবে—[illegible] মেয়েকে [illegible] পছন্দ হয়েছে।"

"আচ্ছা, কালই আমি চিঠি লিখব।"—বলিয়া সতীশ বাবু বাহিরে আসিয়া ক্ষিতীশকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। "নিতান্ত ভালমানুষ" ছেলেটির প্রতি পূর্ব্বে তিনি ততটা নজর করেন নাই—এইবার উত্তমরূপে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। সতীশ বাবুর তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিজের প্রতি স্থাপিত জানিয়া বিব্রত হইয়া শচীন্দ্র মাথা হেঁট করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কালবিলম্ব না করিয়া সেই রাত্রেই সতীশ বাবু বরের পিতাকে পত্র লিখিতে বসিলেন। শচীনকে তাঁহারও ভারী পছন্দ হইয়াছে; ছেলেটি যেমন শিষ্ট শান্ত, দেখিতেও তেমনি সুশ্রী স্বাস্থ্যবান্। সরমা বলিতে লাগিলেন, "এমন পাত্রটি মনোর ভাগ্যে কি হবে?"

চতুর্থ দিনে মুঙ্গের হইতে পত্রোত্তর আসিল। সবজজ মহেন্দ্র ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"এই মাঘ মাসেই শচীন বাবাজীবনের বিবাহ দেওয়া আমার সহধর্ম্মিণীর বিশেষ ইচ্ছা,—কারণ, আগামী বৎসর বাবাজীবনের একজামিনের তাড়া আছে এবং একজামিন শেষ হইলে তাহার জোড়া বৎসর পড়িবে। কিন্তু প্রথমে মেয়েটি দেখা আবশ্যক। দুই এক জন বন্ধু সমভিব্যাহারে গিয়া আপনার কন্যাটিকে দেখিয়া আসিবার জন্য বাবাজীবনকে অদ্য পত্র লিখিলাম। মেয়েটি যদি পছন্দ হয় এবং অন্যান্য বিষয়ও যদি মনঃপূত হয়, তবে মাঘ মাসেই বিবাহ হইতে পারিবে।"

পত্র পড়িয়া সরমা হাসিয়া বলিলেন, "বাবাজীবন [illegible] না হতেই বামাহ্ণ সেরে ব'সে আছেন, তা [illegible] নেই। অন্যান্য বিষয়টা কি?"

সতীশ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ঐ অন্যান্য বিষয় নিয়েই ত বড় [illegible]! ওর মানে, 'দরে যদি পটে'—এই আর কি।"

পত্র লিখিয়া, রবিবারে শচীন ও ক্ষিতীশকে সতীশ বাবু নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তাহারা আসিলে চিঠি দেখাইলেন।

ক্ষিতীশ বলিল, "মেয়েটিকে আর একবার তা হ'লে দেখান। দেখে, এইখানে বসেই আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।"

সতীশ বাবু অন্দরে গেলেন। গৃহিণী আপত্তি করিতে লাগিলেন, "এই [illegible], এখনও চুল [illegible] নি, বাঁধা হয়নি—[illegible] কি ক'রে?"

সতীশ ফিরিয়া আসিয়া [illegible] বলিলেন, "তোমরা খাওয়া-দাওয়া কর, একটু বিশ্রাম ক'রে নাও, ও-বেলা দেখো এখন।"

ক্ষিতীশ বলিল, "আজ্ঞে, সে কি হয়? এক ঘণ্টার বেশী ত আমরা থাকতে পারবো না। কেন, এখন দেখাতে বাধা কি?"

সতীশ বাবু উঁহুঁ-আঁই করিয়া অবশেষে বাধা কি, তাহা প্রকাশ করিলেন।

শুনিয়া ক্ষিতীশ হাসিয়া উঠিল। বলিল, "নেই বা চুল বাঁধা হ'ল—তাতে হয়েছে কি?—হাহাহা! খোলা চুলে দেখলামই বা। আপনিও যেমন। ও সব ফর্ম্মালিটি আমরা মানি-টানিনে। নিয়ে আসুন, নিয়ে আসুন—জষ্ট অ্যাজ শি ইজ। আসল কথা কি জানেন সতীশ বাবু, জেঠামশায়কে এই যে চিঠি লিখব 'আসিলাম, দেখিলাম'—এ কথাগুলো মিথ্যা না হয়ে যায়।"

সতীশ বাবু মনে মনে বলিলেন, "জ্যেঠ-তাত!"—প্রকাশ্যে বলিলেন, "আচ্ছা বসুন, নিয়ে আসি।"

সতীশ বাবু বাহির হইবামাত্র ক্ষিতীশ তাহার বন্ধুকে ঠেলিয়া বলিল, "আর একবার দেখবার জন্য মরছিলি যে—কেমন ফাঁকি দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি তোকে! [illegible], সন্দেশ খাইয়ো যে।"

মেয়ে দেখা হইল। আহারের পর সেইখানে বসিয়াই ক্ষিতীশ মুঙ্গেরে পত্র লিখিয়া, বন্ধুকে বিদায় গ্রহণ করিল।

চতুর্থ দিনে আবার মুঙ্গের হইতে পত্র আসিল। সবজজ বাবু লিখিয়াছেন, মেয়ে পছন্দ হইয়াছে, এখন অন্যান্য বিষয় স্থির হওয়া আবশ্যক। সতীশ বাবু যদি আগামী শনিবারের ট্রেনে রওনা হইয়া মুঙ্গেরে একবার পদধূলি দেন, তবে রবিবারে সে সব

করিলেন। গিয়া দেখিলেন, হেমন্ত দাদার মনটা কিছু ভার-ভার। জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা আমার টাকাটা ঠিক আছে ত?"

হেমন্ত বাবু বলিলেন, "ঠিক আর আছে কৈ?— আমার হাতে ত নেই, থাকলে কোন কথাই ছিল না। রোজগারপত্রও বড়ই মন্দা প'ড়ে গেছে—বছর বছর খরচ যেমন বাড়ছে, আয়ও তেমনি তেমনি কমছে। কাযকর্ম্ম ভয়ানক ডল্। তার উপর আবার উকীলের সংখ্যা বর্দ্ধমানে এত বর্দ্ধমান যে, রাস্তায় একটা লাঠি মারলে তিনটে উকীল ম'রে যায়। রাস্তায় বেরিয়ে দেখ—উকীল থাকে না, এমন দশখানা বাড়ী উপরো-পরি পাবে না। একধার থেকে তক্তা ঝুলছে— শ্রীঅমুকচন্দ্র অমুক, উকীল জজকোর্ট। মফঃস্বল বারের সে দিন আর নেই রে ভাই। এখন পেট চলা দুষ্কর— তার উপর গাড়ী-ঘোড়া কিনে আরও বিপন্ন হয়েছি। আমি ত আমি—গিয়ে দেখ গে, বড় বড় নামজাদা সব উকীল, বার-লাইব্রেরীতে ব'সে হাই তুলছেন আর তামুক ফুঁকছেন।"

এই বক্তৃতা শুনিয়া সতীশচন্দ্রের বুক দমিয়া গেল। দাদা বিশ হাজার টাকা জমাইয়াছেন, এ কথা দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি শুনিয়াছিলেন। সুতরাং টাকা নাই, ইহা একটা অছিলা মাত্র। টাকা যথেষ্টই আছে; দিবার যদি ইচ্ছা না থাকে, তবে সে স্বতন্ত্র কথা। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তবে দাদা, আমার উপায় কি হবে? বারো বছরের মেয়ে গলায় বেঁধে কি আমি ডুববো?"

হেমন্ত বলিলেন, "দুই এক জন বন্ধুকে ব'লে রেখেছি, টাকা তাঁদের কাছে ধার পেলেও পাওয়া যেতে পারে। কতকটা সেই ভরসাতেই তোমাকে আসতে বলেছিলাম। বিকালে দেখব একবার। এখন বেলা হ'ল, স্নান-টান ক'রে নেও ভায়া।"

বেলা সাড়ে তিনটার সময় গাড়ী যোতাইয়া হেমন্ত বাবু বাহির হইলেন। যে সকল হাকিম ছুটিতে কোথাও যান নাই, বর্দ্ধমানেই আছেন, তাঁহাদের বাসায় গিয়া, নানা খোসগল্প ও চাটুবাক্যে তাঁহাদের সন্তোষবিধান করিয়া সন্ধ্যাকালে বাড়ী ফিরিলেন। সতীশ তীর্থের কাকের মত আশায় বুক বাঁধিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। হেমন্ত মুখখানি [illegible] বিষণ্ণ করিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "কোথাও সুবিধে হ'ল না। তারা বলে, হ্যাঁ, আগে থেকে বলেছিলাম বটে, কিন্তু বড়ই এখন টানাটানি, মাস [illegible] পরে বরং হ'তে পারে।—চেষ্টা ত করলাম, কি করি বল ভায়া। আমি বলি কি, কলকাতাতেই বরং আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখ গে।"

রাত্রি নয়টা সাতাশ মিনিটের প্যাসেঞ্জারে সতীশ বাবুর কলিকাতায় ফিরিবার কথা। [illegible] একটা দিন থাকিবার জন্য হেমন্ত বাবু অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সতীশবাবু তাহাতে সম্মত হইলেন না। আহারের জন্য আসনে বসিলেন মাত্র; খান দুই লুচি খাইয়াই তাঁহার ক্ষুধা ফুরাইয়া গেল। সতীশের পুত্রকন্যার জন্য হেমন্ত বাবু এক হাঁড়ি সীতাভোগ এবং এক হাঁড়ি মিহিদানা আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাই লইয়া নয়টার পূর্ব্বেই হেমন্ত বাবুর গাড়ীতে তিনি ষ্টেশনে রওয়ানা হইলেন। আকাশে মেঘ করিয়াছে, বাতাস বহিতেছে —শীতটাও আজ কন্‌কনে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ট্রেণ ছাড়িল। মধ্যম শ্রেণীর একখানি বেঞ্চির কোণে বসিয়া, জুতা খুলিয়া, পা তুলিয়া, পায়ে শাল ঢাকা দিয়া সতীশ বাবু চিন্তা করিতে লাগিলেন। বড় আশা করিয়াই তিনি হেমন্ত দাদার নিকট আসিয়াছিলেন। সেই আশা ভঙ্গ হওয়ায় তাঁহার বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল। মনোরমা জন্মিয়া অবধি তাঁহার সাধ ছিল, একটি সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র অবস্থাপন্ন পাত্রে তাহাকে অর্পণ করিবেন। সে সাধ আর পূর্ণ হইল না; এ বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। হাজার দেড়েক টাকায় হয়, এমন একটি পাত্রের সন্ধান করিতে হইবে। সে পাত্র যে কেমন হইবে, তাহা মনোরমার [illegible] জানেন। বাড়ী ফিরিলেই এই [illegible] যখন তাঁহার স্ত্রী শুনিবে, তখন তাহার মুখখানি কেমন হইয়া যাইবে, ভাবিতে ভাবিতে সতীশ বাবুর চোখের কোণে জল আসিল। সেই যে সে সুপাত্রটির জন্য নিজের সর্ব্বস্ব খোয়াইতেও প্রস্তুত হইয়াছিল,—কিন্তু এমনই অদৃষ্টের বিড়ম্বনা, তাহাতেও কোন ফল হইল না।

নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া ট্রেণ ছুটিয়াছে— হাওড়ায় পৌঁছিতে রাত্রি পৌনে একটা। আরোহিগণ যাহারা শয়নের স্থান পাইয়াছে, তাহারা ঘুমাইতেছে, বাকী লোক বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে। শীতের জন্য কামরার সমস্ত জানালাগুলি বন্ধ। কোন একটা ষ্টেশনে সতীশ বাবুর বেঞ্চিটা খালি হইয়া গেল। [illegible]

শুইয়া পড়িলেন। শুইয়া শুইয়া নিজের অবস্থা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রমে অল্পে অল্পে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন দেখিলেন, গাড়ী হাওড়া ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া আছে—অপর সকলে নামিয়া গিয়াছে। উঠিয়া ব্যাগ ও ছড়িটি হাতে করিয়া ধীরে ধীরে তিনি নামিলেন। সীতাভোগ ও মিহিদানার হাঁড়ি দুইটা, কুলীর হাতে দিয়া প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করিয়া, ঠিকা গাড়ী দাঁড়াইবার স্থানে গিয়া দেখিলেন, দুইখানি গাড়ী মাত্র দাঁড়াইয়া আছে। অনেক দরদস্তুরের পর, দেড়টাকায় একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

বাড়ী পৌঁছিতে দুইটা বাজিল বৈঠকখানায় ভৃত্য রামটহল শুইয়া থাকে, ডাকাডাকিতে সে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সতীশ বাবু বলিলেন, "গাড়ীর মধ্যে দুটো হাঁড়ি আছে, আর ছড়িটা—নিয়ে আয়। আর এই নে, ভাড়া দিস্।"—বলিয়া তিনি আপিস-ঘরে প্রবেশ করিয়া বাতি জ্বালিলেন—কি প্রয়োজন ছিল।

আপিসঘরের কাজটুকু সারিয়া ব্যাগ হস্তে সতীশ বাবু উপরে উঠিয়া গেলেন। নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সরমা দাঁড়াইয়া আছে—টেবিলের উপর আলো জ্বলিতেছে।

সরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পেলে?"

সতীশ বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "পেলাম ঐ যে সীতাভোগ আর মিহিদানা।"—বলিয়া তিনি মেঝের উপর রক্ষিত হাঁড়ি দুইটি দেখাইয়া দিলেন।

"টাকা?"

"টাকা পাইনি।"

সরমা হাসিয়া বলিলেন, "যাও যাও, ঠাট্টা করতে হবে না। টাকা পেয়েছ। এই যে বাক্সতে টাকা। —বলা হচ্ছে পাইনি!"—বলিয়া সরমা টেবিলের উপর একটি বাক্স দেখাইলেন।

সতীশ দেখিলেন, নূতন, বনাতের খেরাটোপ ঢাকা একটি বৃহৎ ক্যাশবাক্স। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কার বাক্স?"

সরমা বলিলেন, "যাও যাও, ন্যাকামি রাখ। নিজে নিয়ে এলেন, আবার জিজ্ঞাসা করছেন কার বাক্স? —সব টাকা পেয়েছ ত?"

সতীশ বাক্সটির খেরাটোপ মুক্ত করিয়া বলিলেন, "আমি কখন্ এ বাক্স নিয়ে এলাম? পাগল না কি!"

সরমা ইহাতে বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "তুমি আন নি কি বলছ গো? এই ত এক্ষুনি রামটহল তোমার ছড়ি, হাঁড়ি দুটো আর এই বাক্স রেখে গেল।"

সতীশ বলিলেন, "রামটহল এসে রেখে গেল? কোথায় পেলে সে? আমি এ বাক্স ত কখনও চক্ষেও দেখিনি। ডাক দিকিন রামটহলকে। আচ্ছা, আমিই ডাকছি।"—বলিয়া তিনি বাহিরে গিয়া ডাকিতে লাগিলেন—"রামটহল—এ রামটহল!"

রামটহল আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গাড়ী থেকে তুই কি কি নামিয়েছিস রে?"

রামটহল বলিল, "হাঁড়ি দুটো, ছড়ি, আর এই বাক্স। নীচে হাঁড়ি দুটো ছিল। উপরে, ঘোড়ার দিকে সেই বস্‌বার জায়গায় এই বাক্স ছিল। আমি ত লণ্ঠন নিয়ে বেশ ক'রে ভিতরে দেখেছি বাবু, আর ত কিছু ছিল না।"

সতীশ বলিলেন, "আচ্ছা যা।"

রামটহল চলিয়া গেল স্বামি-স্ত্রী পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। সতীশ বাবু বাক্সটি তুলিয়া দেখিলেন, উহা বিলক্ষণ ভারী—ভিতরে ঝম্‌ঝম্ করিতেছে। বলিলেন, "এ নিশ্চয় কেউ ঐ ঘোড়ার গাড়ীতে ফেলে গিয়েছিল, কোচম্যানও জান্‌তে পারে নি। এখন উপায়?"

সরমা নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে একবার স্বামীর মুখপানে, একবার বাক্সপানে চাহিতে লাগিলেন।

সতীশ বলিলেন, "কার বাক্স জানাই বা যাবে কি ক'রে? খুল্‌তে পারলে বরং কিছু সন্ধান পাওয়া যেত। কোনও চিঠিপত্র কাগজ-টাগজ যদি ভিতরে থাকে।"

"কি ক'রে খুলবে?"

"খুলব কি, না পুলিসে গিয়ে জমা দিয়ে আসব?"

সরমা বলিলেন, "পুলিসে জমা দিয়ে কি হবে? তারা কি আর, যার জিনিস তাকে খুঁজতে যাবে? মাঝে থেকে নিজেরাই গাপ ক'রে ফেলবে। অত টাকা মিছামিছি পুলিসের পেটে যায় কেন?"

"তা ঠিক, পুলিসের পেটেই বা যায় কেন? চাবির রিংটা দাও দেখি"—বলিতে বলিতে সতীশ বাবু দ্বার বন্ধ করিলেন।

সরমা আঁচল হইতে চাবির গোছা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "আমাদের চাবি দিয়ে খুলবে কি?"

"দেখাই যাক না। কোনো দামী বিলাতি বাক্স এ নয়—সাধারণ জিনিষ।"—বলিয়া সতীশ বাবু স্ত্রীর হস্ত হইতে চাবিগুলি লইয়া, একটা বাছিয়া কলে লাগাইতে চেষ্টা করিলেন। চেষ্টা লাগিল না। আর

একটা, আর একটা; তৃতীয় চাবিতে কল খুলিয়া গেল।

কম্পিত হস্তে সতীশ বাবু বাক্স খুলিলেন।

উপরের ডালায় কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কার সেই ক্ষীণ বাতির আলোকেও ঝকঝক করিয়া উঠিল। ডালাটি নামাইয়া দেখিলেন, বাক্সের খোলটিও নানাবিধ স্বর্ণাভরণে পরিপূর্ণ। হার, বালা, চুড়ি, কাঁটা, চিরুণী, বিছা, নথ, সেট, নেকলেস, ব্রেসলেট, টায়রা প্রভৃতি—নানাবিধ অলঙ্কার। কোন কোন রকম দুই তিনটা করিয়া। দেখিয়া সরমার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল।

সতীশ বাবু একে একে অলঙ্কারগুলি বাক্স হইতে বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন। আঁতি-পাতি করিয়া খুঁজিলেন, কোথাও প্রকৃত অধিকারীর নামগন্ধও নাই। তখন তিনি বাম হস্তে কপাল টিপিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

সরমা গহনাগুলি একটি একটি করিয়া তুলিয়া আলোকে ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন—হাতে নাড়িয়া নাড়িয়া কোন্‌টি কত ভরির, তাহা অনুমান করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "আহা, কার গয়না! হায় হায়!—এ কি অল্প গয়না! চার পাঁচ হাজার টাকার কম ত নয়! ওগো দেখ, একছড়া গিনি-গাঁথা হার। এ সব কি বাঙ্গালীর? না মাড়ো-য়ারীর? বাঙ্গালীর মেয়ে গিনিগাঁথা হার পরে নাকি?"

পাঁচ মিনিট এইরূপে কাটিলে সতীশ বাবু বলিলেন, "আমায় এক গ্লাস জল দাও ত।"

সরমা তখন বাক্স বন্ধ করিয়া, স্বামীকে এক গ্লাস জল আনিয়া দিলেন। তিনি জল পান করিলে তাঁহার হাত হইতে গ্লাস লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তুমি বর্দ্ধমানে যখন শুনলে যে, টাকা পাওয়া যাবে না, তখন তুমি কি করলে?"

"কি আর করব? ষ্টেশনে এসে ট্রেণে উঠলাম।"

"তোমার মনে কি হচ্ছিল তখন?"

"কন্যাদায় থেকে কি ক'রে যে উদ্ধার হয়, তাই ভাবতে লাগলাম; আর নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগলাম।"

"আর কিছু ভেবেছিলে?"

"আর কি?"

"ভগবানকে ভেবেছিলে?"

"হাঁ—ভেবেছিলাম বৈ কি।"

সরমা তখন [illegible] স্বরে বলিলেন, "[illegible] [illegible] নেই। এ কার বাক্স নয়—কেউ [illegible] রাখেনি। তোমার মেয়ের বিয়ের জন্যে ভগবান্‌ই তোমাকে এ দিয়েছেন।"

সরমার কথার স্বরে সতীশ বাবুর মনে হইল, কাব্যরচনা হিসাবে এ কথা যে বলিতেছে না—নিজের মনের সম্পূর্ণ [illegible] বিশ্বাসের কথাই ব্যক্ত করিতেছে। স্ত্রীর এই [illegible] সরল বিশ্বাসে সতীশের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

সরমা বলিলেন, "কেন, তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না?"

সতীশ একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, সে কথা ভেবে চিন্তে পরে দেখা যাবে। বাক্স এখন তুলে রেখে দাও। রাত প্রায় শেষ হয়ে এল যে। এখন শোয়া যাক এস।"

সরমা আলমারি খুলিয়া বাক্সটি অনেকগুলি কাপড়ের অন্তরালে লুকাইয়া রাখিয়া, আলমারি বন্ধ করিলেন।

সে রাত্রি স্বামি-স্ত্রী কেহই মুহূর্ত্তের জন্যও চোখের পাতা বুজিতে পারিলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরদিন সতীশ বাবুর আর অন্য চিন্তা রহিল না। গহনার বাক্সটি সম্বন্ধে কি করিবেন, ইহাই ভাবিতে ভাবিতে দিন শেষ হইয়া গেল।

রাত্রে আহারাদির পর, পুত্রকন্যাকে শয়ন করাইয়া সরমা স্বামীর নিকট আসিয়া বলিলেন, "তা, তুমি অত ভাবছ কেন? ভেবে ভেবে যে একটা ব্যারাম জন্মে যাবে!"

সতীশ বলিলেন, "ভাবছি কি আর সাধে? এমন প্রলোভনে যে ঈশ্বর আমায় কেন ফেল্লেন, তা বুঝতে পারছিনে।"

সরমা বলিলেন, "ঐ দেখ, ঈশ্বর মানবে, অথচ তাঁর দয়া মানবে না!—ঈশ্বর তোমার [illegible] তোমাকে ও গহনার বাক্স [illegible] তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না কেন?"

সে রাত্রেও কিছুই মীমাংসা হইল না। পরদিন প্রাতে উঠিয়া বিকালে সতীশ বাবু দোকান হইতে কয়েকখানি ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্র কিনিয়া আনিতে বলিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সংবাদপত্রে কোথাও [illegible] [illegible] বিজ্ঞাপন দেয় নাই।

আর [illegible] [illegible] সতীশ বাবু

সংবাদপত্র অন্বেষণে ব্যাপৃত রহিলেন, কেহই গহনার বাক্স হারাণোর বিজ্ঞাপন দিল না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "অতগুলো টাকার গহনা হারালো, অথচ এ তিন চারিদিনে কেউ টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত কর্‌লে না। তবে, সরমা যা বল্‌ছে, তাই কি সত্যি না কি?"

বেলা নয়টার সময় আফিসঘরে বসিয়া গালে হাত দিয়া সতীশ বাবু খবরের কাগজ দেখিতেছিলেন, এমন সময় ক্ষিতীশ আসিয়া উপস্থিত। সে ইঁহাকে দেখিবামাত্র বলিল, "এ কি মশায়, আপনার চেহারা এমন হয়ে গেছে কেন? অসুখ-বিসুখ কিছু হয়েছিল না কি?"

সতীশ বাবু ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "না, অসুখ হয়নি। ব'স। বল, খবর কি?"

"জ্যেঠামশায় এসেছেন।"

"কবে এলেন?"

"এই তিন চার দিন হ'ল। বৌবাজারে রয়েছেন, সেইখানে তাঁর জন্যে বাড়ী ভাড়া করেছি কি না। তিনিই আমায় পাঠালেন। বল্লেন, সতীশ বাবুর সঙ্গে একবার দেখা হ'লে ভাল হ'ত। আপনার মেয়েকে তিনি একদিন এসে দেখতে চান।"

"কবে?"

"সাহেবদের নববর্ষের ডালি সংগ্রহ কর্‌তে তিনি এখন ব্যস্ত রয়েছেন। ১লা জানুয়ারির পর যে দিন আপনার সুবিধে হবে, সেই দিনই তিনি মেয়ে দেখতে আস্‌বেন। আপনি যদি ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে যান, তবে সে দিনটাও অম্‌নি স্থির ক'রে আস্‌বেন।"

সতীশ বাবু রাস্তার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া, সকল মেয়ে ক্ষিতীশের পানে ফিরিয়া বলিলেন, "বাবাজী, এ বিবাহ হবে না।"

ক্ষিতীশ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "কেন?"

"মহেন্দ্র বাবু যা চেয়েছেন, তা দেওয়া আমার সাধ্য হবে না।"

"কেন? এমন বেশী কিছু ত তিনি চান নি।"

সতীশ বাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, "ছেলের গুণের তুলনায়, আজকালকার বাজারে, তিনি যা চেয়েছেন, তা খুবই অল্প বটে,—কিন্তু সেই অল্পই আমার সাধ্যের বাহিরে।"

ক্ষিতীশ বলিল, "ব্যাপার কি?"

সতীশ বাবু [illegible]

[illegible] ক্ষিতীশ বলিল, "[illegible]

[illegible] হ'ল মশায়! [illegible] বল্‌ছেন হবে না?"

সতীশ বলিলেন, "কি করি বল বাবাজী! [illegible] অবস্থার দাস। এক জায়গায় কিছু টাকা পাবার আশা ছিল, সেই আশার উপর নির্ভর করেই সম্বন্ধটি করেছিলাম। কিন্তু সেখানে নিরাশ হ'তে হয়েছে।"

"তা হ'লে জ্যেঠামশায়কে গিয়ে কি বল্‌ব?"

"বোলো, তিনি মহৎ, আমি গরীব, তিনি যেন আমার অপরাধ না নেন। তিনি যা চেয়েছিলেন, তা নিতান্ত সঙ্গত হলেও, আমার ক্ষমতায় কুলিয়ে উঠলো না, তাই বাধ্য হয়ে আমাকে নিরস্ত হ'তে হ'ল। তিনি অন্য পাত্রীর সন্ধান করুন।"

ক্ষিতীশ অনেকক্ষণ বিষণ্ণমুখে মাটীর দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। শেষে বলিল, "আচ্ছা সতীশ বাবু, আপনি কত দিতে পারেন?"

সতীশ বলিলেন, "সে কথায় আর ফল কি বাবাজী? মহেন্দ্র বাবু মুখেরে আমায় বলেছিলেন, আমি এই যে দর দিলাম, এর একটি পয়সা কমে হবে না।"

ক্ষিতীশ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ভারী দুঃখের বিষয়।"

সতীশ বলিলেন, "হ্যাঁ বাবাজী। দুঃখ আমারই। মহেন্দ্র বাবুকে তুমি বুঝিয়ে বোলো, আমি যেটা যতদূর যা কর্‌বার তা করেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই ঐ পরিমাণ টাকা সংগ্রহ ক'রে উঠতে পার্‌লাম না।"

ক্ষিতীশ বলিল, "তার চেয়ে, সকল কথা খুলে আপনি তাঁর নামে একখানা চিঠি লিখে দিন না কেন? সেই চিঠি তাঁকে আমি দেব।"

"ঠিক বলেছ। একটু ব'স তা হ'লে।"—বলিয়া সতীশ বাবু উঠিয়া টেবিলের নিকট গিয়া বসিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন।

ক্ষিতীশকে বিদায় দিয়া সতীশ বাবু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। স্ত্রীকে নিভৃতে ডাকিয়া কম্পিত স্বরে কহিলেন, "আমি মনস্থির ক'রে ফেলেছি, সরমা।"

সরমা শঙ্কিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। সতীশ বলিলেন, "প্রলোভনকে আমি জয় করেছি। সরমা, তোমার স্বামী গরীব, কিন্তু চোর নয়। আমি এইমাত্র বিবাহ [illegible] বাবুকে চিঠি লিখে দিলে [illegible]

[illegible]

সরমা বলিলেন, "[illegible] না করে?"

"বাক্স আছে তোমাদের ঘরে?"

"আছে।"

"কালো রঙের ক্যাশ বাক্স, ডালাটার চারিধারে সোনালী ঝাঁঝি কাটা, সবুজ বনাতের ঘেরা-টোপ দেওয়া?"

"হ্যাঁ।"

হস্তসঙ্কেতে দেখাইয়া বলিলেন, "এই—এতখানি বাক্সটা হবে?"

"হ্যাঁ।"

শুনিয়া তাঁহার মুখটি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিলেন, "আঃ—বাঁচালে। আমারই বাক্স। আমিই বাক্স হারিয়েছি। হারিয়ে অবধি আমার মন এমন খারাপ ভাই—কাউকে বলিনি, আমার স্বামীকেও নয়। ভয়ে মরি! মুখে ভাত যায় না, জল যায় না। তিনি ভারী কেপ্পণ আর ভারী রাগী কি না—শুনলে অনর্থ করবেন। এক আধ টাকার নয়, পাঁচ হাজার টাকার গহনা, সোজা কথা! একেই ত তিনি আমায় যখন তখন বলেন উড়নচণ্ডী! তার উপর যে খোওয়া গেল, এই ভয়। আজ সকালেই কাগজে আমি এই বিজ্ঞাপন দেখেছি। দেখে, বোনঝির বাড়ী যাবার নাম ক'রে এখানে ছুটে এসেছি।—আমার বাক্স তবে আমায় দাও।"

সরমা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "তিনি বাড়ী না এলে—"

"কখন্ আস্‌বেন?"

"সন্ধ্যার সময়।"

মহিলাটি চিন্তিত হইয়া বলিলেন, "তবেই ত মুস্কিল! ততক্ষণ কি থাক্‌তে পারব? না—পারব না। আমার বোনঝির বাড়ী আমায় আন্‌তে তারা যদি দারোয়ান-টরোয়ান পাঠায়, তা হলেই চিত্তির আর কি!"

সরমা বলিলেন, "কাল একবার আপনি আস্‌তে পারবেন না?"

মহিলাটি একটু ভাবিয়া বলিলেন, "তা পারবো না কেন? পারবো।"

"তা হ'লে দয়া ক'রে, আপনার বাক্স কবে কোথায় কেমন ক'রে হারালো, আর, তাতে কোন্ কোন্ গহনা ছিল, আমায় ব'লে যান; তিনি এলে তাঁকে আমি বলব।"

মহিলাটি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন, "আচ্ছা, সব বলি, তা হ'লে শোন। আমরা থাকি পশ্চিমের একটা সহরে। নামটা নাই বা শুনলে! আমার স্বামী সেখানকার হাকিম। ডেপুটি কি মুন্সেফ কি [illegible] সেটা আর নাই বল্লাম। আমার মেজ ছেলে, সে এখানে কলেজে পড়ে। একজন উকীল—কোথাকার উকীল সেটা আর নাই বল্লাম—তার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল। বেচারী গরীব—গিয়েছিল দু—আমাদের বাড়ী। কর্ত্তা দর যা হাঁকলেন, তাই শুনেই তার চক্ষু চড়কগাছ! সে মেয়েকে দেখে আমার ছেলের নাকি ভারী পছন্দ হয়েছিল, তাই কর্ত্তাকে আমি অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে, দেড় হাজার টাকার গহনা, দানসামগ্রী, বরাভরণ পাঁচশো টাকার, নগদ পাঁচশো টাকা—এই আড়াই হাজারে রাজি করলাম। বাবুটিও স্বীকার হলেন। কর্ত্তা এক মাসের ছুটি নিলেন, কল্‌কাতায় বাড়ী ভাড়া হ'ল, আমরা সবাই কল্‌কাতায় আস্‌ছি। ডাক-গাড়ীতে রিজার্ভ পাওয়া গেল না, প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে রিজার্ভ হ'ল। সেই ভোরবেলা গাড়ী চ'ড়েছিলাম, সারাদিন গেল, রাত একটার সময় হাওড়ায় এসে পৌছলাম। গহনার বাক্সটি আমার হাতে, কর্ত্তার হাতে তাঁর [illegible], কুলীদের মাথায় জিনিষপত্র দিয়ে—"

সরমা এই সময় বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে? কোন্ দিন আপনারা হাওড়ায় এসে পৌছলেন, মনে আছে?"

মহিলাটি বলিলেন, "ঐ যে দিন কাছারী বন্ধ হ'ল, তার পরদিন বোধ; বড়দিনের আগের দিন আর কি। কুলীদের মাথায় জিনিষপত্র দিয়ে, ঠিকে গাড়ী, যেখানে দাঁড়িয়ে থাকে, সেখানে এলাম। কেউ হাঁকে দু'টাকা, কেউ হাঁকে [illegible], কেউ চায় দেড় টাকা—তা কর্ত্তা বল্লেন, এক টাকার এক পয়সা বেশী দিচ্ছিনে—যাবি ত চল্। শেষে পাঁচসিকের একখানা গাড়ী ঠিক হ'ল। জিনিষপত্র কুলীরা গাড়ীর ছাদে তুলতে লাগল, আমি গহনার বাক্সটি গাড়ীর ভিতর রাখলাম। বিষম ভারী—হাত [illegible] গিয়েছিল। উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় আর এক গাড়োয়ান এসে বল্লে, আমায় আঠারো আনা দেবেন বাবু। কর্ত্তা বল্লেন—আঠারো আনায় যাবি? তবে চল্ তোর গাড়ীতেই যাই। গাড়োয়ানে গাড়োয়ানে লেগে গেল বিষম ঝগড়া—এই মারে ত এই মারে। দেখে ত আমি ভয়ে মরি—[illegible]! —কর্ত্তা বল্লেন—চলো কুলীলোগ, মাল উতারো—কেয়া দেখতা? —আমার হাত ধ'রে বল্লেন—এস। তাঁর সঙ্গে গেলাম; এমনি অদৃষ্ট, গহনার বাক্সটি যে সেই

কথা। তুমি যেন কিছু 'কিন্তু' কোর না ভাই। তোমার স্বামীকে বোলো, কালই যেন আমাদের ওখানে গিয়ে একেবারে পাকাপাকি বিয়ের দিনস্থির ক'রে আসেন। কিন্তু ভাই, একটা কথা বলি—সাবধান সাবধান—আমি যে এই নোট দিয়ে যাচ্ছি, কাগে কোকিলেও যেন টের না পায়। আমার স্বামী শুনলে অনর্থ করবেন, একেবারে খেপে যাবেন। একেই ত আমায় যখন তখন বলেন উড়নচণ্ডী! হ্যাঁ ভাই, আমি উড়নচণ্ডী?"—বলিয়া মনোরমার হাতে তিনি নোটের গোছা দিলেন।

"মা! আপনি লক্ষ্মী—আপনি কমলা"—বলিয়া মনোরমা সজল-নয়নে সবজজ-গৃহিণীর পদধূলি লইলেন।

রমাসুন্দরী

(উপন্যাস)

তৃতীয় সংস্করণ হইতে

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত

প্রথম সংস্করণের

ভূমিকা

এই উপন্যাসখানি ১৩০৯ সালের “ভারতী” পত্রিকায় “সুন্দরী” নামে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৩১০ সাল হইতে নামটি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া “রমাসুন্দরী” রাখিয়াছিলাম। ঐ বৎসর আশ্বিন সংখ্যায় ইহা “ভারতী”তে সমাপ্ত হইয়াছিল।

“সার্ব্বভৌমিক” নামক একাদশ পরিচ্ছেদে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা তখন বড় দুঃখেই লিখিয়াছিলাম। স্বদেশী আন্দোলনের কৃপায় বাঙ্গালী এখন সার্ব্বভৌমিক মহিমা বুঝিয়াছেন, ইহাতে আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। ইতি।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

মুখনলটি তর্জ্জনী ও মধ্যমার সাহায্যে কান্তিচন্দ্র ওষ্ঠের কাছে ধরিয়া আছেন। কিয়দ্দূরে দিল্লীর কায-করা রৌপ্যনির্ম্মিত গুড়গুড়ি রহিয়াছে, তাহার নল দুইটি জরির পোষাক-পরা। সুচিত্রিত কাশ্মীর কলিকার উপর ঝুমকাদার জরির সরপোষ, তাহার উর্দ্ধরন্ধ্র পথে অল্প অল্প ধূমোদ্গত হইতেছে।

ভিতরে বাহিরে কোথাও মনুষ্যকণ্ঠ নাই। শুধু পাখা টানার অবিরাম নিদ্রালু শব্দ, ঘড়ির টিক্ টিক্ ধ্বনি এবং গুড়গুড়ির অস্ফুট কাকলী যেন কক্ষবায়ুতে আলস্য ঢালিয়া দিতেছে। কচিৎ বা 'দূর-বন হইতে একটি ঘুঘুর করুণতান খোলা জানালা দিয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে।

গুড়গুড়ির শব্দ ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। ক্রমে থামিয়া গেল। তাহার পরিবর্ত্তে বাবুর একটু নাসিকাধ্বনির উপক্রম হইল। মুখনলটি সেই সুযোগে বাবুর হাত হইতে মুক্তি লইয়া বিছানায় পড়িয়া গেল। তাহারও ইচ্ছা, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম উপভোগ করে। কিন্তু ঠিক সেই সময় ঘড়িটা বাজিতে আরম্ভ করিল; প্রথমে—কুর্-র্ র্—তার পরেই রিনি টিনি ঝিন্‌ঝিন্—বিনি টিনি ঝিন্ ঝিন্। পার্ব্বত্য সুইট্‌জার্ল্যাণ্ডের কোন গ্রামে একদিন এই সুর ঘড়ির প্রাণের মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছিল, সজল বঙ্গদেশের প্রকোষ্ঠে প্রতি দণ্ডে দণ্ডে একবার করিয়া তাহারই স্মৃতি প্রবাসী ঘড়িকে মুখর করিয়া তুলে।—টং টং টং টং করিয়া শেষ হইল। কান্তিচন্দ্র সেই শব্দে জাগিয়া উঠিলেন; চক্ষু মেলিয়া উঠিয়া বসিলেন। নলটি মুখে তুলিয়া লইয়া ঘড়ির পানে নেত্রপাত করিলেন; দেখিলেন, চারিটা বাজিয়াছে। তখন হাঁকিলেন—"কোই হ্যায় ?"

হরিচরণ কৈবর্ত্ত বাহির হইতে উত্তর করিল—"ধর্ম্মাবতার!" বলিয়া পাখার দড়ি রাখিয়া, সন্তর্পণে দুয়ারটি ঠেলিয়া নতমস্তকে ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল।

কান্তিচন্দ্র তাহার পানে না চাহিয়াই বলিলেন—

"বাইরে কে আছে ?"

"হুজুর, ভোলা বাগ্দী আছে।"

"রামসিংকে তলব কর্।"

"যে আজ্ঞে ধর্ম্মাবতার!"—বলিয়া হরিচরণ বাহির হইয়া গেল। ভোলাকে হুকুম করিয়া আবার পাখা টানিতে বসিল।

কান্তিচন্দ্র তখন বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেন। নগ্ন-পদে কক্ষমধ্যে ইতস্ততঃ একটু পদচারণা করিতে লাগিলেন। একটা জানলার কাছে দাঁড়াইয়া বাহিরে নারিকেলপত্রের মৃদুকম্পন একটু দেখিতে লাগিলেন। নারিকেল-শাখায় একটা চিল বসিয়াছিল, সে কান্তিচন্দ্রের খরদৃষ্টি তাহারই প্রতি নিবদ্ধ মনে করিয়া, ভীতভাবে চীৎকার করিয়া উড়িয়া গেল।

রামসিং আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। দীর্ঘাকৃতি পশ্চিমা পুরুষ,—রামসিং কখনও বা প্রহরীর কার্য্য করিত, কখনও বাবুর দেহরক্ষকের সম্মানিত পদ পূর্ণ করিত।

রামসিংকে দেখিয়া কান্তিচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"ছোটবাবু কোথা ?"

রামসিং বলিল—"ধর্ম্মাবতার, ছোট বাবু দুটার সময় নৌকা নিয়ে শীকার করতে বেরিয়েছেন।"

"সঙ্গে বরকন্দাজ কে কে গিয়েছে ?"

"হুজুর, গোলাম আলি, ফৌজদার সিং, আর ভগবান্ তেওয়ারি গিয়েছে।"

"হুঁ"—বলিয়া কান্তিচন্দ্র দুই এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিতে লাগিলেন। রামসিং হুকুমের প্রত্যাশায় নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

অল্পক্ষণ পরে বাবু বলিলেন—"রায়জিকে তলব কর।"

"যো হুকুম হুজুর"—বলিয়া রামসিং প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৈবাহিক।

কান্তিচন্দ্র জুতা পরিয়া তয়খানা হইতে বাহির হইলেন। হরিচরণ তাঁহার মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পথিমধ্যে মাঝে মাঝে অধীনজন-গণের সহিত সাক্ষাৎ হইতে লাগিল; তাহারা সকলে প্রণাম করিয়া সসম্ভ্রমে পার্শ্বে দাঁড়াইল।

বাবু বৈঠকখানায় আসিয়া পৌছিলেন। দালানের এক কোণে পরিবারস্থ দুইটি বালিকা বসিয়া খেলা করিতেছিল; কান্তিচন্দ্রকে দেখিবামাত্র তাহারা খেলা বন্ধ করিয়া দিল। উঠিয়া পা টিপিয়া ত্রস্তভাবে পলাইয়া গেল।

কান্তিচন্দ্র মন্থরপদে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিলেন। খানসামা পাণ ও তামাক দিয়া গেল। বাবু উপবেশন করিয়া একটা পাণ মুখে পুরিয়া, রায়জীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রায়জী ওরফে সীতানাথ রায় বাবুর বাল্যসখা। [illegible] তাঁহার [illegible] বড়,—এই দুর

বিশালাক্ষী রাজ্যের সদস্যবরী। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ; চক্রান্ত-বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত। আপাততঃ একটা বিশেষ পরামর্শেই তাঁহাকে বাবুর প্রয়োজন।

কান্তিচন্দ্র, তাঁহার একমাত্র পুত্র ও বংশধরের মতিগতির জন্য চিন্তিত। ভাবিতেছেন, কলিকাতায় রাখিয়া ইংরাজ মাষ্টার নিযুক্ত করাটা ভুল হইয়াছিল। ইংরাজি সংসর্গে মিশিয়া তার মেজাজ ইংরাজি হইয়া উঠিয়াছে। শীকারের বাতিকটার জন্য ভাবেন না। শীকারের নেশাটা তাঁহাদের বংশে বংশাবলীক্রমে নামিয়া আসিতেছে। তিনি কখনও ও বিষয়ে বড় একটা মাতেন নাই। নহিলে তাঁহার ঠাকুর, খুড়ারাও খুব শীকারপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার 'মধ্যম খুল্লতাত ত অল্পবয়সে কতবার ভাগ্যে ভাগ্যে বাঘের মুখ হইতে বাঁচিয়া আসিয়াছেন, গল্প শুনা গিয়াছে। ওটা তিনি ধরেন না। তবে আজকাল যে দিনকাল পড়িয়াছে, কোন্ দিন শুনিবেন, ছেলে ব্রাহ্ম হইয়াছে না খৃষ্টানই হইয়া গেছে।

কান্তিচন্দ্রের দুর্ভাবনা-স্রোতে বাধা দিয়া সীতানাথ রায়ের শুভাগমন হইল। যে লোকটি আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার আকার খর্ব্ব, দেহখানি স্থূল, বর্ণটি ঘোর কৃষ্ণ, মুখমণ্ডল কেশলেশহীন, মস্তকের সম্মুখভাগও তদ্রূপ। রায়জীর চরণযুগল একটি ছোট, একটি বড়, সুতরাং একটু খোঁড়াইয়া চলিয়া থাকেন। সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে, কথোপকথনে সাধু ভাষাই অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। গৃহে প্রবেশ করিয়াই স্বীয় আগমনসংবাদস্বরূপ বলিলেন —"আঃ—গ্রীষ্মটা আজ কি প্রচণ্ডভাবই ধারণ করেছে!"

কান্তিচন্দ্র অন্যদিকে মুখ করিয়া ছিলেন। ফিরিয়া সীতা রায়ের প্রতি মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন—"সে কথায় আর কাব কি! আহারের পর একটু বিশ্রামের চেষ্টা করা গেল,—তা নিদ্রা আদৌ এল না।"

সীতা রায় বলিলেন—"চেষ্টা আমিও করেছিলাম। আমিও কৃতকার্য্য হ'তে পারিনি। যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।"—বলিয়া হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন। হাসি থামার সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন—"আজ অসময়ে স্মরণ করেছ যে দাদা?"

কান্তিচন্দ্র বলিলেন—"বোসো, অনেক কথা আছে।" সীতা রায় উপবেশন করিলেন।

বাবু বলিলেন—"সূর্য্যপুরের সেই সম্বন্ধটার কথা ভাবছিলাম।"

সীতা রায় সম্মুখস্থিত পানের ডিবা হইতে একটা পান লইয়া, আঙুলে ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিলেন—"কি স্থির করলে?"

"স্থির এখনও কিছু করিনি। ভাবছি, কি জবাব দিই।"

"আমার পরামর্শ যদি চাও,—তবে স্থির ক'রে ফেল। হরিহর চাটুর্য্যের ঐ এক মেয়ে। অগাধ সম্পত্তি। আখেরে তোমারই ঘরে আসবে।"

কান্তিচন্দ্রেরও তাহাই বিশ্বাস। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার ঘরে আসবে কি করে? হরিহর চাটুর্য্যে কি পোষ্যপুত্র নেবে না?"

সীতা রায় বলিলেন—"সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পার। সে আমি বেশ ভাল রকমই সন্ধান নিয়েছি। পোষ্যপুত্র নেবে না। হরিহর চাটুর্য্যে হিন্দুকলেজের ছাত্র ছিল। মেজাজটা ইংরিজি। বলে, আমার যা বিষয় আছে, আমার মেয়ে-জামাই ভোগ করবে, পরের ছেলেকে এনে দিতে যাব কেন?"

কান্তিচন্দ্র বলিলেন—"হ্যাঁ, সে কথা আমিও শুনেছি, কিন্তু যা দিতে চাচ্ছে, তাতে কেমন ক'রে রাজি হই? আমাকে যদি সুন্দরবনে ওর জমিদারীর অংশটা পণস্বরূপ লেখাপড়া ক'রে দেয়, তা হ'লে এখনি ওখানে ছেলের বিয়ে দিতে পারি।"

সীতানাথ একটু ভাবিয়া বলিলেন—"তা যা বলেছ, তা ঠিক বটে। কিন্তু একটা কথা হচ্ছে, বেশী টানাটানিতে আবার ছিঁড়ে না যায়। সুন্দরবনের ও জমিদারী আজ না হয় কা'ল তোমারই হবে।"

কান্তিচন্দ্র উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"কা'ল নয়, আমি আজই চাই। আমার জমিদারীর পাশেই ঐ জমিদারী। ঐটার উপরই আমার বেশী লক্ষ্য। নইলে টাকা বা গহনা পাঁচ হাজারই দিক আর দশ হাজারই দিক, আমি গ্রাহ্য করিনে। ঐটিকে আমি জলের মাছ রাখতে চাইনে, ডাঙ্গায় তুলতে চাই।"

"একদিন ত উঠবেই।"

"কে বল্লে একদিন উঠবেই? মানলাম না হয় পোষ্যপুত্র নেবে না। মানলাম, ওর স্ত্রীর আর সন্তান হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তা ছাড়াও কি আর কিছু আশঙ্কা নেই? আর কিছু দেখছ না কি?"

সীতানাথ বিলক্ষণ দেখিতেছিলেন। কিন্তু বাবুর অপেক্ষা নিজেকে ধীশক্তিশালী না দেখাইয়া মধ্যে মধ্যে তোষামোদ করা তাঁহার উদ্দেশ্য। সুতরাং বলিলেন—"কৈ, না। আর ত কিছু দেখছিনে।"

বাবু বলিলেন—"দেখছ না? আচ্ছা, হরিহর চাটুর্য্যের বয়স কত?"

"যুবা বয়স,—তোমাদেরই মত বয়স হবে বোধ করি।"

"তার স্ত্রীর যদি আজ মৃত্যু হয়, তবে কা'ল সে বিবাহ করবে না ?"

সীতানাথ তখন মুখে একটা বিস্ময়দীপ্ত ভাব আনিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"তা বটে, তা বটে। ওটা আমার মনেই হয় নি।"

কান্তিচন্দ্র ঠকিলেন। এই মিথ্যা চাতুরীতে ভুলিলেন। একটু গর্ব্বিতভাবে দ্রুত ধূমপান করিতে লাগিলেন। সীতানাথ একটু পরে বলিলেন,—"তা যদি বল, তবে আমি স্বয়ং সূর্য্যপুরে গিয়ে কথা কই।"

কান্তিচন্দ্র বলিলেন—"বেশ ত। ঘটকালি কর,—দু হাজার টাকা দক্ষিণা পাবে।" বলিয়া হাস্য করিলেন।

সীতা রায় মনে মনে হিসাব করিতে লাগিলেন—"দু হাজার,—আর ও পক্ষ থেকেই কোন্ দু হাজার নয়। চার হাজার।"

কান্তিচন্দ্র আর একটা পাণ মুখে দিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, সূর্য্যপুরের ওঁরা কি রকম কুলীন ? আমাদের সঙ্গে ত আগে কখনও ক্রিয়াকর্ম্ম হয় নি।"

সীতানাথ বলিলেন—"সূর্য্যপুরের ওঁরা লক্ষ্মীপাশার কুলীন আর কি। ওঁদের আদিবাস হ'ল গিয়ে তোমার লক্ষ্মীপাশায় কি না। লক্ষ্মীপাশার কুলীনদের ইতিহাস জান ত ?"

"ওঁরা রামানন্দ চক্রবর্ত্তীর সন্তান না ?"

"হ্যাঁ। রামানন্দ চক্রবর্ত্তী বাকরগঞ্জ জেলার সরমঙ্গল গ্রাম থেকে বাস তুলে আসেন। নিজের কুলমর্য্যাদা বাঁচাবার জন্যে একরকম পালিয়েই আসেন বল্‌তে গেলে। তার পর লক্ষ্মীপাশার নিকটবর্ত্তী হয়ে,—কি গ্রামটা হে ?"—বলিয়া সীতানাথ মাথা নীচু করিয়া চক্ষু বুজিয়া মুখ সিট্‌কাইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বামহস্তের তর্জ্জনীটি সন্তোধৃত মদ্‌গুর মৎস্যের মত নড়িতে লাগিল। মনে পড়িবামাত্র বলিলেন—"হ্যাঁ। ধোপাদহ। ধোপাদহে এসে তিনি অনেক অনুরোধে মজুমদারের মেয়েকে বিবাহ করেন। মজুমদারের মেয়ের পাণিগ্রহণ ক'রে কুলগর্ব্ব কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হ'ল বটে, কিন্তু তবুও মরাহাতী লাখ টাকা সে ভাই, বুঝলে কি না। সেই থেকে লক্ষ্মীপাশার কুলীনদের উৎপত্তি আর কি ; তা সে বিষয়ে সূর্য্যপুরের চাটুর্য্যেদের কেউ হটাতে পারবে না।"

কান্তিচন্দ্র একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন, বলিলেন—"হুঁ। নতুন বিয়েটা দুই এক মাসের মধ্যেই দেব স্থির করেছি। বয়স হয়ে উঠল, আর বিলম্ব করা ঠিক নয়।"

সীতানাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তা পৌত্রমুখ দেখবার ইচ্ছে হয়েছে—ছেলের বিয়ে দাও। বয়স হ'ল বোলো না। কুড়ি বছর বয়স আর বয়স কি! বালক বৈ ত নয়।"

গুড়গুড়ির নলটি মুখ হইতে খুলিয়া, সীতানাথের হাতে দিয়া কান্তিচন্দ্র বলিলেন—"না না, তা নয়। দুই এক বিষয়ে আমার একটু ভাবনা হয়েছে। ছোঁড়ার ভাবসাব কেমন ইংরাজি-গোছ হয়েছে দেখছ না ?"

সীতানাথ বলিলেন—"তার জন্যে চিন্তা কোরো না, তাতে কোনও আশঙ্কার কারণ নাই। এখন বয়স-দোষে প্রকৃতিটা একটু উচ্ছৃঙ্খল। ও বয়সে নিজের কথা ভেবে দেখ না।"—বলিয়া কান্তিচন্দ্রের প্রতি একটু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া সীতানাথ মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন।

কান্তিচন্দ্র বলিলেন—"আমার পরামর্শ কি জান ? ওকে কলকাতায় পাঠাব না। লেখাপড়া যা শিখেছে, কাযচলা মত যথেষ্ট শিখেছে। ইংরাজি বলতে পারে—সে দিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ওর সঙ্গে কথা কয়ে কত খুসী। আমায় বল্লে—'বাবু, তোমার ছেলে ইংরিজি কয় যেন ইংরাজের মতন।' এখন ওকে ঘরে রেখে জমিদারী সংক্রান্ত কাযকর্ম একটু একটু শিক্ষা দেওয়ার অভিপ্রায় আমার। তাই একটি ডাগর মেয়ে খুঁজছি

সীতানাথ বলিলেন—"তাই ত! বাবাজীবনের জন্যে ফাঁদ পাতছ দেখছি সাংঘাতিক রকমের। তা, যে রকম ইংরিজি ভাবাপন্ন হয়েছে বল্‌ছ, বিয়ে কর্‌তে রাজি হবে ত ? আজকালকার ছেলেরা নাকি শুনতে পাই, স্বেচ্ছামত বিবাহাদি কর্‌তে চায়।"

কান্তিচন্দ্র একটু অবজ্ঞাপূর্ণ মৃদু হাস্য করিলেন। বলিলেন—"কান্তি বাঁড়ুয্যের অভিপ্রায়মত কায হ'ল না—এ কথা শুনেছ কখনও ?" বলিয়া দাবাবড়ের বাক্স টানিয়া লইয়া, ইঙ্গিতে সীতানাথকেও নিজ সৈন্য রচনা করিতে আদেশ করিয়া খেলিতে বসিলেন।

কান্তি বাঁড়ুয্যে মনে করিলেন না যে, এ ক্ষেত্রে যাহার প্রতিকূলতার আশঙ্কা রহিয়াছে, সে কান্তি বাঁড়ুয্যেরই ছেলে। পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি হইলেই তবে আগুন উঠে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাতাপুত্র।

কান্তিচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীর নাম শ্রীমতী কমলা দেবী। তাঁহার পিতা ৺নিধিরাম ভট্টাচার্য্য অতি ধনবান্ ব্যক্তি ছিলেন। দশ বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার উইলের বলে কমলা দেবী পৈতৃক বিষয় হইতে যাবজ্জীবনের জন্য মাসিক দুই শত টাকা করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেছেন। পিতার পরলোক-প্রাপ্তির পর কমলা দেবীর ভ্রাতারা বিষয় লইয়া পরস্পরের মধ্যে মহা গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছিল, সে সময় যদি কান্তিচন্দ্র মধ্যে পড়িয়া বিচক্ষণতার সহিত সমস্ত মিটমাট করিয়া না দিতেন, তাহা হইলে বিষয় এত দিন ছারখার হইয়া যাইত, তাহার সন্দেহ নাই।

কমলা দেবীর বয়ঃক্রম এখন চত্বারিংশৎ বর্ষ। পূর্ব্বে সুন্দরী বলিয়া তাঁহার বেশ খ্যাতি ছিল। সকলে বলিত,—কমলা ত সাক্ষাৎ কমলা, নাম সার্থক হইয়াছে। সে সৌন্দর্য্যের চিহ্ন এখনও তাঁহার অবয়বে বিদ্যমান;—এখনও যদি তিনি স্থূল হইতে নিরস্ত হইয়া কিঞ্চিৎ ক্ষীণ হইতে মনোযোগী হন, তবে এখনও কিছু বৎসরের জন্য তাঁহার সৌন্দর্য্যখ্যাতি অটুট থাকে। তাঁহার চক্ষুর বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। সে বৃহৎ টানা চক্ষু এখন অপেক্ষাকৃত ছোট হইয়া পড়িয়াছে, অলঙ্কারগুলি অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া গড়াইতে হইয়াছে।

বিবাহের বৎসরখানেক পরে কমলা দেবীর একটি কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সেটি তিন বৎসরের হইয়া মারা যায়। তাহার পর পাঁচ বৎসর আর সন্ততি হইল না। পরিবারস্থা প্রবীণারা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অনেক সাধুসন্ন্যাসীর ঔষধ ধারণ করিয়া, দেবদেবীকে পূজা মানিয়া, নবগোপাল হইল। সেই জন্য নবগোপালের অপরিমিত আদর। নবগোপালের পর আর দুইটি কন্যা হইয়াছে,—তাহাদিগকে মানুষ করিতেছেন কমলা দেবীর বিধবা ননদ;—স্বয়ং তিনি নবগোপালকে লইয়াই ব্যস্ত।

বেলা নয়টা বাজিয়াছে। পূজার দালানে কমলা দেবী পূজা করিতে বসিয়াছেন। আসলে ইহা একটি কক্ষ, কিন্তু ইহার নাম হইয়া গিয়াছে 'পূজার দালান।' এটি অন্তঃপুরস্থিত নিভৃত পূজার স্থান। গৃহদেবতা এখানে থাকেন না; তাঁহার মন্দির অন্তঃপুরের বাহিরে। বেতনভুক্ পূজারী মহাশয়েরা সেখানে মহা আড়ম্বরের সহিত তাঁহার প্রাত্যহিক পূজা ও আরতি প্রভৃতি সম্পন্ন করিয়া থাকেন। দালান না হইলেও কক্ষটি প্রশস্ত। কান্তিচন্দ্রের ধনবত্তার স্বর্ণচ্ছটা এ কক্ষেও বিকীর্ণ। মেঝেটি শ্বেত ও কৃষ্ণ মর্ম্মর-প্রস্তরে বাঁধা। কক্ষটির অধিকাংশ স্থলই খালি। পূজার আয়োজন একটি কোণে। মেহাগ্নিকাষ্ঠের গাত্রে হস্তিদন্তের কাজ করা একখানি বৃহৎ চৌকি। তাহার উপর রৌপ্যনির্ম্মিত একটি সিংহাসনের মধ্যস্থল কিংখাবে আবৃত, তাহার উপর রাম-সীতার স্বর্ণমূর্ত্তি। তাঁহাদের পৃষ্ঠদেশে ছোট দুইটি কিংখাবের উপাধান, তাহার ঝালর মুক্তামণ্ডিত। সিংহাসনের নিম্নে, চৌকিটির আশে-পাশে আরও নানাবিধ পূজাসংক্রান্ত দ্রব্যাদি সাজান। দুইটি শঙ্খ,—একটি ছোট, একটি বড়, কয়েকখণ্ড শ্বেত ও রক্ত চন্দনকাষ্ঠ, দুই দিকে চামর,—ইত্যাদি। এক স্থানে উপর্য্যুপরি কয়েকখানি পুস্তক রহিয়াছে। সিন্দুরে ও চন্দনে সেগুলির বহির্ভাগ প্রায় আবৃত বলিলেই হয়। কয়েকখণ্ড "হিন্দুসৎকর্ম্মমালা," একখানি "বিশুদ্ধ নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি," একখানি "গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা" একখানি "শিশুবোধক।" পাঠকের কৌতূহল হইতে পারে, এ বিজ্ঞ সভায় "শিশুবোধক" তাহার ধারাপাত শুভঙ্করী ও চাণক্যশ্লোক লইয়া কি করিতেছে! কি করিতেছে, তাহা বলিতেছি! এই শিশুবোধকে "বন্দমাতা সুরধুনি, পুরাণে মহিমা শুনি" ইত্যাদি যে গঙ্গাস্তোত্রটি আছে, তাহা অন্য কোন পুস্তকে পাওয়া যায় না; তাই শিশুবোধক ওখানে স্থান পাইয়াছে।

একখানি মসৃণ মৃগচর্ম্মের উপর কমলাদেবী আসীনা। সম্মুখে গঙ্গাজলভরা কোষাকুষি—দুইটি চন্দনপাত্র, একখানি বৃহৎ রূপার থালায় রাশীকৃত ফুল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেকাবিতে বিবিধ নৈবেদ্য উপকরণ। মধুভরা একটি মধুপর্কের বাটি। একটি সোনার প্রদীপে ঘৃত-সিক্ত পলিতাটি মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। ধূপ ও ধূনার ধূম অল্প অল্প উদ্গত হইতেছে। কক্ষটি সৌগন্ধে আমোদিত;—চাঁপাফুলের গন্ধটাই সকল গন্ধকে অতিক্রম করিয়া আত্মবিস্তার করিয়াছে।

কমলাদেবীর পরিধানে একখানি গরদের শাড়ী। তাহার লাল পাড় তাঁহার গলা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ভিজা চুলগুলি পিঠে কাপড়ের উপর পড়িয়া রহিয়াছে, চুলের প্রান্তভাগে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থি বাঁধা, কারণ, একেবারে খোলা চুলে পূজাদি করিতে নাই। তাঁহার গলায় চিক, উপর হাতে জসম ও নীচের হাতে চুড়ি। অপর কোনও অলঙ্কার এখন দেখা যাইতেছে না।

অধিকাংশ পূজাই কমলাদেবীর শেষ হইয়াছে—এখনও শিবপূজা বাকী। আর মুক্তি আদ্যাস্তোত্র,

নবগ্রহের প্রণাম এবং শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর-শত নামও বাকী। শিবপূজার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় কক্ষান্তর হইতে তাঁহার পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন।

"মা—মা!"

মা বলিলেন—"কেন বাবা?"

"মা, তুমি কোথায়?"

"এই যে বাবা, পুজোর দালানে রয়েছি।"

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে নবগোপাল মুক্ত দ্বারপথে উপস্থিত হইল। কক্ষমধ্যে পদক্ষেপ করিবামাত্র আবার ত্রস্তভাবে বাহির হইয়া গেল, পাদুকা মোচন করিয়া নগ্নপদে প্রবেশ করিল।

নবগোপালের বয়স বিংশতি বর্ষ। সুন্দর সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ। চুলগুলি একটু বড়—অযত্নের সহিত মস্তকে বিন্যস্ত। তাহার বক্ষোদেশ এখন নগ্ন, সুক্ষ্ম শুভ্র যজ্ঞোপবীতটি গৌরবর্ণ দেহের উপর বেশ মানাইতেছে। চক্ষু দুইটি পুলকোজ্জ্বল। সে আসিয়া একখানা আসন টানিয়া লইয়া মা'র কাছটিতে উপবেশন করিল। বসিয়াই বলিল—"মা, তোমায় ছুঁই?"

মা বলিলেন—"না, ছুঁস্‌নে। তোর বাসি কাপড়। আমার সব পুজো শেষ হয় নি।"

সে বলিল—"না, তোমায় ছুঁয়ে দিই।" বলিয়া দুইটি হস্ত প্রসারণ করিয়া জননীর অঙ্গের অতি নিকটে লইয়া গেল।

কমলাদেবী আসনে সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন—"ফের, দুষ্টুমি করিস কেন? যদি ছুঁতে হয়, ত যা, চেলির কাপড় প'রে আয়।"

নবগোপাল বলিল—"আচ্ছা।" বলিয়া উঠিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরেই একখানি ময়ূরকণ্ঠী চেলি পরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। আসনে বসিয়া বলিল—"এইবার তবে ছুঁই?"

মা বলিলেন—"দাঁড়া, দাঁড়া, গঙ্গাজলে হাতটা ধুয়ে ফেল্‌ আগে, কিসের হাত, তার ঠিকানা নেই।"

নবগোপাল হাত পাতিল। মা কুষিতে করিয়া একটু গঙ্গাজল লইয়া তাহার হাতে দিলেন। একটু জল অঙ্গুলিতে লইয়া তাহার সর্বাঙ্গে ছিটাইয়া দিলেন, শীতল গঙ্গাজল গাত্রে পড়ায় নবগোপাল শিহরিয়া উঠিল। মা বলিলেন—"বল্‌ গঙ্গা গঙ্গা গঙ্গা।"

নবগোপাল বলিল—"গঙ্গা গঙ্গা।"

"তিনবার বল্‌—গঙ্গা গঙ্গা গঙ্গা।"

নবগোপাল বলিল—"গঙ্গা গঙ্গা গঙ্গা।" বলিবার সঙ্গে সঙ্গে দুই হস্ত দিয়া জননীর গাত্র স্পর্শ করিল।

কমলাদেবী স্নেহভরে তাঁহার কপালে হাত দিলেন। চুলগুলি ঠিক করিয়া দিতে দিতে বলিলেন—"সন্ধ্যে করাটা কি একেবারে ছেড়ে দিলি?"

নবগোপাল বলিল—"যিনি 'সকাল' করেছেন, তিনি 'সন্ধ্যে' করবেন, আমি 'সন্ধ্যে' করবার কে মা?"

মা বলিলেন—"আহা, ম'রে যাই! খালি বচন শিখেছিস বৈ ত নয়! যখন নতুন নতুন পৈতে হ'ল, তখন ছেলের সন্ধ্যে করার ঘটা দেখে কে! শুধু সন্ধ্যে! নারায়ণপুজো, শিবপুজো—কত কি। এক বছর যেতে না যেতেই সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল।"

নবগোপাল মাথা নাড়িয়া বলিল—"এক বছর করেছি, আবার কি মা?"

"এক বছর করলেই হ'ল বুঝি! ব্রাহ্মণের ছেলেকে রোজ সন্ধ্যে করতে হয়।"

নবগোপাল বলিল—"দেখ মা, রোজ রোজ সন্ধ্যে করার এখন আর কোনও অর্থ নেই। সেকালে যখন লেখার সৃষ্টি হয়নি—বেদ, পুরাণ, মন্ত্র, তন্ত্র ব্রাহ্মণের মুখে মুখে বাস করত, তখন মুনি-ঋষিরা রোজ রোজ সন্ধ্যা বন্দনা আবৃত্তি করতেন, তার একমাত্র কারণ, পাছে ভুলে যান। এখন ছাপার বই হয়েছে—ছাপায় সন্ধ্যে আগাগোড়া লেখা রয়েছে, ভুলে গেলে কোনও ক্ষতি নেই, এখন রোজ দুবেলা সন্ধ্যা করা বৃথা সময় নষ্ট।"

মা বলিলেন—"যা যা, মিছে বকিস্‌নে। ভারী জ্যাঠা হয়েছিস্‌! নিয়মিত সন্ধ্যে আহ্নিক করলে শরীর ভাল থাকে তা জানিস্‌?"

শুনিয়া নবগোপাল হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল,—"মা, শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, ধনির ভিমির গর্ভে, এ বিশালাক্ষী গ্রামেও এসে পৌঁচেছে? আমি ভাবতাম, বুঝি সহর অঞ্চলেই এর প্রাদুর্ভাব।"

মা বলিলেন—"ধর্ম্ম-কর্ম্মে যার মতি থাকে, নিষ্ঠা থাকে, তার স্বাস্থ্য ভাল থাকে; তার আবার সহর পাড়াগাঁ কি? শাস্ত্র সব জায়গাতেই শাস্ত্র।"

জানালা দিয়া একটু একটু বাতাস বহিতেছিল। সেই বাতাসে কক্ষমধ্যস্থিত বেলোয়ারি ঝাড়টি একটু একটু দুলিতেছিল। পরকলগুলি পরস্পরে ঠেকিয়া টুনটুন্‌ মৃদু শব্দ উত্থিত হইতেছিল। নবগোপাল সেই দোদুল্যমান ঝাড়ের পানে একটু দৃষ্টি করিয়া বলিল—"আচ্ছা মা, ইস্কুলের পণ্ডিত হারু চক্রবর্ত্তী কি খুব নিষ্ঠা?"

মা উত্তেজিতভাবে বলিলেন—"নিষ্ঠা নয়? তিন

বেলা সন্ধ্যে আহ্নিক না ক'রে ব্রাহ্মণ জলগ্রহণ করেন না।"

মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া, ঈষৎ হাসিতে হাসিতে নবগোপাল বলিল—"আচ্ছা,—তবে কেন ওঁর মাসে একবার ক'রে কম্প দিয়ে জ্বর হয় ?"

মা বলিলেন—"জ্বর হয়,—ম্যালেরিয়া জ্বর, তা কি করবে মানুষ ?"

নবগোপাল আদালতে গিয়া উকীলগণের জেরা শুনিয়াছিল। কৃত্রিম রোষ সহকারে সজোরে আসন চাপড়াইয়া বলিল—"ম্যালেরিয়া জ্বর কি ডেঙ্গো জ্বর, তা নিয়ে ত কথা হচ্চে না! জ্বর হয় কেন? দুবেলা সন্ধ্যে আহ্নিক করলে যদি স্বাস্থ্য ভাল থাকে বলছ, তবে হারাধন চক্রবর্ত্তীর মাসে একবার ক'রে জ্বর হয় কেন ?"

কমলাদেবী নীরবে চন্দন ঘষিতে লাগিলেন।

"জবাব দাও না মা,—জ্বর হয় কেন ?"

মা রাগিয়া বলিলেন—"জ্বর হয় কেন, যা হারু চক্রবর্ত্তীকে জিজ্ঞাসা কর গে।"

নবগোপাল তখন বিজয়ীর মত মস্তক সঞ্চালন করিতে লাগিল। একটু পরে বলিল—"আচ্ছা মা, আমার জ্বর হয় ?"

মা চন্দন ঘষিতে ঘষিতে বলিলেন—"যা যা, বেশী চালাকি করতে হবে নাক। ভারি শক্ত শরীর কি না! ঢেলা মারলে প'ড়ে যান, তালপাতার সেপাই!"

নবগোপাল বলিল—"মা, পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে সত্যের অপলাপ কোরো না। এই পশু জঙ্গলে দুটো বুনো শুয়োর মেরে এসেছি।"

মা বলিলেন—"বড় কায করেছিস্।"

"আমি সন্ধ্যে করি ? আহ্নিক করি ?—দেখ, প্রমাণ হয়ে গেল, সন্ধ্যে আহ্নিক করলেই জ্বর-টর হয়,—না করলেই শরীর থাকে ভাল। ঠকে গেলে মা, ঠকে গেলে।"

মা বলিলেন—"যা যা।" জোরে জোরে চন্দন ঘষিতে আরম্ভ করিলেন।

নবগোপাল দেখিল, মা একটু চটিয়াছেন। বলিল—"আচ্ছা মা, জবাব ত দিতে পারলে না? আমি যদি হতাম, তবে কি জবাব দিতাম, জান ?"

"কি জবাব দিতিস্ ?"

"আমি হ'লে বলতাম—লোকে যে দুঃখ পায় কিংবা সুখভোগ করে, তা সব সময় কি নিজের কর্ম্মফল অনুসারে করে? তা নয়। অনেকে বাবাপের পুণ্যে ত'রে যায়, আবার অনেক পুণ্যাত্মা লোক বাপ-মার পাপে ঘন ঘন জ্বরাক্রান্ত হয়ে কুইনিন খেয়ে মরে।"

কমলাদেবী পুত্রের তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেখিয়া খুসী হইলেন। বলিলেন—"আমি ত আর তোর মত কলেজে মাইনে দিয়ে লেখাপড়া শিখিনি!" বলিয়া কমলাদেবী পুত্রের পানে চাহিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অদ্ভুত আবদার।

এতক্ষণে কমলাদেবীর শিবপূজার আয়োজন শেষ হইল। তিনি এবার পূজায় মনোনিবেশ করিলেন। নবগোপাল বসিয়া পূজা দেখিতে লাগিল, এবং ধুনাচিতে ক্রমাগত ধুনা নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

মা শিবের ধ্যান আরম্ভ করিয়া বলিলেন—"ধ্যায়েনিত্যং মহেশং—"

নবগোপাল বলিল—"উঁহু। ধ্যায়েনিত্যং নয়, —ধ্যায়েন্নিত্যং, ধ্যায়েৎ ছিল নিত্যং ধ্যায়েন্নিত্যং।"

মা বলিলেন—"ধ্যায়েন্নিত্যং ?—আচ্ছা। ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রবতনাশং"—

নবগোপাল বলিল—"ও গো, না, না, 'বতনাশং' নয়, চারুচন্দ্রাবতংসং অর্থাৎ চারুচন্দ্র হয়েছে অবতংস কি না অলঙ্কার যাঁর!"

"বতংসং? আচ্ছা। চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নকল্প জলং ঘং"—

নবগোপাল হাসিয়া উঠিল বলিল—"বিলকুল ভুল বলছ। জলং ঘং কি আবার? হা হা!"

"কি তবে ?"

"রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং,—তাঁর অঙ্গ কি রকম উজ্জ্বল ?—না রত্নকল্প—কি না রত্নের মত।"

"কি বল্লি ?"

"রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং।"

মা বলিলেন—"অত আমার উচ্চারণ হয় না বাছা! আমরা মেয়েমানুষ, অত কি জানি? যা চিরকাল ব'লে আসছি, তাই বলব, দিক করিস্ নে।"

নবগোপাল যখন বাড়ীতে থাকে, তখন মাঝে মাঝে মা'র পূজার সময় কাছে আসিয়া এইরূপ বসে; স্তবস্তোত্রাদির আবৃত্তিকালে মা'র সংস্কৃতে ভুল ধরা তাহার এ সময় একটা প্রধান আমোদ। মা রাগ করেন দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ নিবৃত্ত রহিল, আবার দুই একটা স্থান সংশোধন না করিয়াও থাকিতে পারিল না। কমলাদেবী মুখে যাহাই বলুন, তাঁহার

মাতৃহৃদয় পুত্রের অসামান্ত পাণ্ডিত্য দর্শনে স্ফীত হইয়া উঠিল।

মা'র পূজা ও স্তবাদি শেষ হইতে নবগোপাল বলিল—"দেখ মা, আমায় কিছু টাকা দিতে পার ?"

"কেন, কি করবি টাকা ?"

"পাখী পুষব। পাখী পোষার ভারী ইচ্ছে।"

পূজার দ্রব্যগুলি সম্মুখ হইতে সরাইতে সরাইতে কমলা দেবী বলিলেন—"তা নিস্। ক টাকা চাই ?"

"তা এখন জানিনে। যত টাকা লাগে, তত টাকা তুমি দেবে ত ?"

"পাখী পুষতে আর কত টাকাই লাগবে ? না হয় দশ টাকা, না হয় কুড়ি টাকা। তা নিস্ এখন।"

"আচ্ছা—তিন সত্যি কর। দেবে—দেবে দেবে ?"

মা হাসিয়া বলিলেন—"কথায় কথায় তিন সত্যি কর,—বলছি দেব—আবার তিন সত্যি করব কি জন্তে ?"

তখন নবগোপাল গাত্র ঝাড়িয়া উচ্চ হইয়া বসিল। বলিল—"মা, বলেছ দেব,—শেষে আর বলতে পারবে না যে, না, দেব না। আমি কি রকম পাখী পুষব, জান ! ভেবেছ, বোধ হয় দুটো কি চারটে টিয়া কি চন্দনা পাখী পুষব, সাধারণ শিকের খাঁচায় ক'রে ?"

"তা নয় ত কি ?"

"তা হ'লে দশ টাকাতেই হয়ে যেত। তা নয় মা, তা নয়। আমার মৎলব শোন যদি ত একেবারে অবাক্ হয়ে যাবে।"

এই সময় একজন ঝি আসিয়া বলিল—দাদা বাবু, আপনার জল-খাবার দেওয়া হয়েছে।" বলিয়া ঝি প্রস্থান করিল।

কমলাদেবী বলিলেন—"কি মৎলব, বল্ না শুনি।"

নবগোপাল আরম্ভ করিল—"আমি, দুটো চারটে নয়, অনেক পাখী পুষব। আর, তাদের সাধারণ খাঁচায় পুরে ঝুলিয়ে রাখব না। খাঁচায় পাখীদের ভারী কষ্ট হয়। প্রথমতঃ উড়তে পায় না, পাখা বদ্ধ হয়ে যায়, পাখীদের একটা যা প্রধান আমোদ, তাই থেকে বঞ্চিত থাকে। দ্বিতীয়তঃ একটা খাঁচায় একটা পাখী রাখা ভারী অন্যায়। একলাটি থাকে—ভারী কষ্ট হয়। সেই জন্তে মনে করেছি, বড় বড় খাঁচায় একরকমের অনেকগুলো পাখী রাখব। খাঁচা এত বড় হবে যে, পাখীরা স্বচ্ছন্দে তার মধ্যে উড়ে উড়ে বেড়াতে পারবে। এক একটা খাঁচা অন্ততঃ এই ঘরের মত বড় হবে।"

মা বলিলেন—"দূর পাগল ! ঘরের মত খাঁচা হয় ? এমন ত কখন শুনিও নি। এত বড় খাঁচা টাঙ্গাবি কোথা ?"

"টাঙ্গাব কোথায়, সে তখন দেখতে পাবে। তার মধ্যে সব গাছপালা থাকবে। বেশী উঁচু গাছ নয়। ভাল ভাল সব ফলের গাছ থাকবে, পাখীরা কতকটা মনে করতে পারবে যে, স্বাধীনভাবেই রয়েছি।"

"তার মধ্যে দু চারটে নদী থাকবে না ? পাখী জল খাবে কিসে ?"—বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন।

নবগোপাল বলিল—"মা, তুমি হেস না। যখন সব হবে, তখন দেখতে পাবে। খাঁচা কি রকম হবে, বলি শোন। তারের জাল আর কি। বাগানে যেখানে ফলের গাছ আছে, এমন একটা জায়গা দেখে, সেই তারের জাল ঘিরে ঘিরে খাঁচা তৈরি করব। বুঝতে পারলে ? খাঁচার মেঝেটা হবে মাটী। চারিদিকে খুঁটি পুঁতে পুঁতে তারের জাল দিয়ে ঘিরব। ছাদও হবে তারের জালের। রৌদ্র বৃষ্টি সব অবাধে আসতে পারবে। এই রকম এক একটা ঘরে এক এক জাতীয় পাখী থাকবে।"

মা বলিলেন—"দূর পাগল। চিড়িয়াখানা করবি না কি ? অত টাকা কোথা পাব ? কুড়ি টাকা কি বড় জোর ত্রিশ টাকা দিতে পারি। তাতেই যা হয়, তাই করিস্।"

ত্রিশ টাকায় কখন হয় ? ত্রিশ টাকায় যদি হ'ত, তা হ'লে তোমার কাছে চাইতে আসব কেন ? হাজার টাকার কমে হবে না।"

মা বলিলেন—"ও মা ! হাজার টাকা খরচ ক'রে কেউ পাখী পোষে, তা ত কখন শুনিও নি। সে হবে টবে না।"

নবগোপাল বলিল—"বাঃ, সে আমি শুনব না। তুমি বলেছ, তোমায় দিতে হবে।"

মা বলিলেন,—"যখন বলেছিলাম, তখন কি জানি যে, এত কারখানা করবি ? পাখী পোষে মানুষ—দুটো খাঁচায় ক'রে দুটো পাখী পোষে, তাই জানি। তোর আজগুবি ফন্দি, তা আমি কি ক'রে জানব ?"

নবগোপাল রাগ করিতে লাগিল। বাল্যকাল হইতে আদর দিয়া দিয়া কমলা দেবী তাহার পরকালটি নষ্ট করিয়াছেন। সে যখন যাহা আবদার করিয়াছে, তখন তাহাই পূর্ণ করিয়াছেন। কমলা দেবী ধনবানের কন্যা, ধনবানের গৃহিণী, অকাতরে

অর্থব্যয় করিয়া পুত্রের সমস্ত খেয়াল পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। এখন সে শুনিবে কেন?

নবগোপালের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। তখন তাহার মাতা একটু নরম হইয়া বলিলেন—"আচ্ছা, এক কায কর না, তা হ'লে ত বেশ হবে। তোমার খাঁচা আরও খানিক বড় কর। তারের জালের না হয়ে, আকাশ তার ছাদ হোক। তার দেওয়াল হোক হাওয়ার। বাগানে যে সব পাখী রয়েছে—টিয়া, শালিক, দোয়েল, উকু, কোকিল, বউ-কথাকও—মনে কর না কেন, সব পাখীই তোমার।" —বলিয়া মা পুত্রের চিবুকে স্নেহে অঙ্গুলি স্পর্শ করিলেন।

নবগোপালের দৃষ্টি অবনত। সে উত্তর করিল না। এই কথায় তাহার চক্ষু হইতে টস্ টস্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

মা তখন বলিলেন—"ও মা, ও মা,—দেখ একবার। চোখের জল ফেলতে লাগলি, পাগল ছেলে? এমন অবুঝ তুই!"—বলিয়া আদর করিয়া চোখের জল মুছাইয়া দিলেন।

শেষে রফা হইল পাঁচশত টাকায়।

তখন আবার নবগোপালের মুখে হাসি ফিরিয়া আসিল। উৎসাহ সহকারে বলিল—"দেখ মা,—আমি যে পাখী পুষব, তাদের যাবজ্জীবনের জন্যে যে আবদ্ধ রাখব, তা ভেব না। তাদের ছানা হবে, ছানারা বড় হ'লে বুড়ো পাখীদের ছেড়ে দেব।"

মা বলিলেন—"বুড়ো পাখী ছানা ফেলে কি যেতে চাইবে? আমাকে কেউ যদি বলে, তোকে ফেলে কোথাও যেতে, আমি কি যেতে পারি?"

নবগোপাল স্নেহভরে মা'র মুখের পানে দৃষ্টিপাত করিল। মা'র মুখখানি করুণায় অভিষিক্ত।

ঝি তখন আবার আসিয়া বলিল—"দাদা বাবু, আপনার জল-খাবার অনেকক্ষণ দিয়েছে—শুকিয়ে যাচ্ছে।" বলিয়া সে প্রস্থান করিতেছিল।

নবগোপাল বলিল—"মা'রও জলখাবার আমার ঘরে দিতে বল।"

ঝি গৃহিণীর মুখপানে চাহিল। গৃহিণী সম্মতি-সূচক শিরশ্চালনা করিলেন। ঝি চলিয়া গেল।

নবগোপাল বলিল—"তবে টাকা দিও, কালই কলকাতায় যাব, পাখী জাল সব কিনতে।" বলিল, রেলে যাইবে না, নৌকা করিয়া যাইবে। পাখী কিনিয়া খুঁটি কিনিয়া, লোহার জাল কিনিয়া, নৌকা বোঝাই করিয়া বাড়ী আসিবে;—রেলে অত পাখী প্রভৃতি আনিবার সুবিধা হইবে না।

জননী বলিলেন—"আচ্ছা, সব হবে এখন, চল বাবা, জল খাবে চল।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নায়িকার পরিচয়

বিশালাক্ষী হইতে পাঁচ ক্রোশ উত্তরে, পিয়ালী নদীরই উপর আর একখানি গ্রাম। গ্রামটির নাম মহেশপুর। নামটি যেরূপ জমকালো, গ্রামটি সেরূপ নহে। আসলে গ্রামই নহে, কয়েকখানি মাত্র গৃহের সমষ্টি, তাহাও দূর-দূরান্তে অবস্থিত।

ঐ যে বনের মধ্যে একটি জীর্ণ গৃহ দেখা যাইতেছে, উহা গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের বাসভবন। গদাধর, কান্তিচন্দ্রের প্রতিযোগী জমিদার সোনাপুরের বাবুদের তরফে চাকরি করেন। নদীর উভয় তীরবর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামের তিনি গোমস্তা। গ্রামগুলির প্রজাদের নিকট খাজনা আদায় করিবার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত। খাজনা আদায় করিয়া মাঝে মাঝে সোনাপুরে কাছারীতে গিয়া সদর নায়েবকে হিসাব বুঝাইয়া দিয়া আসিয়া থাকেন।

গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের একটি কুলগত মহৎ দোষ আছে। সেই কারণে আজ দশ বৎসর-কাল স্ত্রীবিয়োগ হওয়া সত্ত্বেও দার-পরিগ্রহ করিতে পারেন নাই। তাঁহার যুবাবয়স্ক পুত্র আছে, পশ্চিমে চাকরি করে, এ পর্যন্ত তাহারও বিবাহ দিয়া উঠিতে পারেন নাই। দুইটি কন্যা আছে—একটির নাম রমাসুন্দরী, অপরটির নাম রাজলক্ষ্মী। রমার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর অতীতপ্রায়, কিন্তু এখনও বিবাহ হয় নাই। এত বড় কন্যার বিবাহ হইতেছে না, এজন্য গদাধর বিশেষ দুশ্চিন্তান্বিত, কিন্তু উপায় কি? এই কন্যা দুইটি ছাড়া গৃহে আছেন তাঁহার বিধবা দিদি, তিনি চক্ষে ভাল দেখিতে পান না, কানেও ভাল শুনিতে পান না, তথাপি আন্দাজি আন্দাজি সংসারের সকল কাযকর্ম্মগুলি করেন। আর আছে লছমী নামে একটি হিন্দুস্থানী ধাত্রী। এই ধাত্রীর ইতিহাস কিছু কৌতুকাবহ। তাহার জন্ম রাজপুতকুলে। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তাহার পিতা বলবন্ত সিংহ বিদ্রোহের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ধনে প্রাণে বিনষ্ট হন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের বংশ এখনও প্রতাপগড়ের রাণা, কিন্তু তাঁহার স্ববংশের বালক-বালিকারা কেহ ভিক্ষা, কেহ দাস্যবৃত্তি করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। গদাধর চট্টোপাধ্যায় পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে যখন একবার কর্ম্মোপলক্ষে

কাশীতে সপরিবারে ছয় মাস অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই সময় লছমী তাঁহার পরিজনভুক্তা হইয়াছিল। গদাধরের পুত্র ও কন্যাদ্বয়ের নিতান্ত শৈশবে মাতৃবিয়োগ হওয়ার পর হইতে লছমীই তাহাদের মাতৃস্থানীয়া হইয়া নিজের আদর্শ অনুসারে মানুষ করিয়াছে।

যে মেয়েটির নাম রমাসুন্দরী, সেটি ভারী সুন্দরী। কিন্তু সুন্দরী হইলে কি হয়, তাহার ধাত্রীর শিক্ষা-বৈগুণ্যেই হউক, বা জন্মনক্ষত্রফলেই হউক, মেয়েটি ভারী দুর্দান্ত। ভাগ্যে তাহার পিতার জঙ্গলে বাস, নচেৎ সমাজে তাঁহার মাথা তুলিবার ক্ষমতা থাকিত না। রমা বন্যবিড়ালীর মত বৃক্ষারোহণ করিয়া থাকে। স্নান করিতে গিয়া পিয়ালী নদীটিকে একেবারে তোলপাড় করিয়া আসে। ছিপ লইয়া পুকুরে মাছ ধরে—এমন কি, তীর-ধনুক পর্য্যন্ত ছুড়িতে জানে। রমা লছমীর প্রাণ। ছেলেবেলা হইতে লছমী তাহাকে সাধ করিয়া আপনার মেয়ের মত করিয়া কোঁচা দিয়া কাপড় পরানো অভ্যাস করিয়াছে, এখন পর্য্যন্ত রমা প্রায় তাহাই পরে। লছমীর নিজ হস্তের সেলাই করা সূক্ষ্ম কারুকার্য্যসম্পন্ন 'কাঁচুলী' সর্ব্বদাই তাহার অঙ্গশোভা করে। রাজলক্ষ্মীরও বেশভূষা দিদিরই অনুরূপ, কিন্তু তাহার প্রকৃতিটা দিদির মত অত ক্ষত্রিয়াণীসুলভ নহে।

লছমী যখন দ্বিপ্রহরে রমা, রাজলক্ষ্মী ও নিকটবর্ত্তী দুই এক ঘরের মেয়েদের জড় করিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গালায় স্বদেশীয় রূপকথা বলে, সিপাহী-বিদ্রোহের কথা বলে—সেই বীররক্তধারিণী রাজপুত-রমণীর মুখে বীররসাত্মক গল্প শুনিতে শুনিতে রমার প্রাণ কি একটা উত্তেজনায় উদ্দীপিত হইয়া উঠে। যুদ্ধাদির বর্ণনা শুনিতে পাইলে রমা আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যায়। প্রতিবেশী বৃদ্ধ পুরোহিত মহাশয়ের স্ত্রী, বাড়ীতে দ্বিপ্রহরে প্রায়ই মহাভারত পাঠ করেন। রমা সেখানে গিয়া স্থির-নিশ্চল হইয়া বসিয়া তাহা শুনে। যে সকল অংশ তাহার ভাল লাগে, সেই সকল অংশ পুনঃপুনঃ শুনিবার জন্যই তাহার বিষম আবদার। পুরোহিতপত্নীও আহ্লাদের সহিত তাহার আবদার পূরণ করিয়া থাকেন। এইরূপে শুনিয়া শুনিয়া মহাভারতের অনেক স্থান রমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছে।

শরনিক্ষেপ বিদ্যায় লছমীই রমার শিক্ষয়িত্রী। প্রথমে শুধু গাছে চিহ্ন করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিত। একদিন একটি পাখী মারিল। পাখী যখন আর্ত্তস্বর ক্রন্দন করিয়া, ধড়ফড় করিয়া নিস্পন্দ হইল, তখন রমা তীরধনুক ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া আহত পাখীকে কোলে তুলিয়া তাহার গায়ে জলসিঞ্চন করিয়া, নিজ অঞ্চলে তাহা মুছিয়া তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু পাখী বাঁচিল না। সেই পর্য্যন্ত তীর-ধনুক উঠাইয়া রাখিয়াছে, আর স্পর্শ করে না। অন্য কোন ছেলেমেয়ে লইতে গেলেও বলে, "খবরদার, ছুঁস্‌নে"—কিন্তু তাহার নিজেরই মনে অনেক সময় ছুড়িবার প্রলোভন জাগিয়া উঠে।

পুষ্করিণীর তীরে একটি আম্রবন। দ্বিপ্রহরের রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। এটি প্রধানতঃ আমের বাগান হইলেও অন্যান্য গাছও রহিয়াছে;—খর্জ্জুর, নারিকেল, বাতাবী লেবুর গাছ প্রভৃতি। নারিকেলের প্রায় প্রত্যেক গাছটিতে গাছভরা সবুজ ডাব। খেজুর-গাছে খেজুরগুলিও প্রায়ই সবুজ, এক একটা পীতবর্ণ ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আম সবই সবুজ—এখনও পাক ধরিতে বিলম্ব আছে। গদাধরের গৃহের খিড়কী দরজা খুলিয়া কয়েকটি ছেলেমেয়ে বাহির হইয়া আসিল। অগ্রে অগ্রে রমা, তাহার হাতে একটি আম পাড়িবার 'আঁকশী,' পশ্চাদ্বর্ত্তী বালক-বালিকাগণের কাহারও হাতে ধামা, কাহারও হাতে ডালা, কাহারও হাতে বড় পাত্র। বাড়ীতে কাসুন্দী তৈয়ার হইবে, তাই ইহারা আম পাড়িতে আসিয়াছে।

রমা একটা বড় গাছের তলায় আসিয়া, আঁকশীটা মাটিতে ফেলিয়া, অঞ্চলের বস্ত্র দিয়া নিজ কটিদেশ দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করিল। তাহার পর আম পাড়িতে প্রবৃত্ত হইল। কখন বা একটা ফলবহুল শাখায় আঁকশী আটকাইয়া দিয়া জোরে নাড়া দিতে থাকে, কখনও বা এক থোলো আমের উপরিভাগে লাগাইয়া থোলো-সুদ্ধ পাড়িয়া আনে। ধুপধাপ করিয়া চতুর্দ্দিকে আম্র-বৃষ্টি হইতে লাগিল। সকলে মহা উৎসাহে ছুটিয়া ছুটিয়া আম কুড়াইয়া জমা করিতে লাগিল। একবার একটা বড় আম একটি ছোট বালিকার পিঠে সজোরে পড়িয়া গেল। আঘাত পাইয়া মেয়েটি কাঁদিয়া উঠিল—অপর সকলে হাসিতে লাগিল। রমা অবজ্ঞাভরে তাহাকে বলিল—"একটা আম পড়েছে পিঠে, তার জন্যে অত কান্না!"

সে বলিল—"নিজের পিঠে প'ড়ত যদি ত বুঝতে পারতে!"

রমা তৎক্ষণাৎ বলিল—"আচ্ছা, আমি হেঁট হচ্ছি। দেখ্ তোরা কেউ আমার পিঠে একটা আম!" বলিয়া সেই সুন্দরী, ধনুকের মত বঙ্কিম হইয়া দাঁড়াইল। সকলে পরে পরে আঁকশী লইয়া তাহার পিঠে আম ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই

কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। আম আশেপাশে পড়িতে লাগিল, রমার পিঠে একটাও পড়িল না।

এইরূপে এক গাছ হইতে অন্য গাছে মেয়েরা আম পাড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। ধামা, ধুচুনি, ডালা সব পূর্ণ হইয়া উঠিল। আম পাড়াও চলিতেছে—এ দিকে ভক্ষণেরও বিরাম নাই। আঁচলের মধ্যে এক একটা আম লইয়া, কাপড়সুদ্ধ সজোরে গাছের গুঁড়িতে আছাড় মারিয়া আমকে চূর্ণ করা হইতেছে। তাহার পর কসি বাহির করিয়া ফেলিয়া লবণ-সহযোগে চর্ব্বণ। ক্রমে দাঁত টকিয়া আসিল, গা শিহরিয়া উঠিতে লাগিল, তথাপি বিরাম নাই।

যে মেয়েটির পৃষ্ঠে এববার আম পড়িয়াছিল, তাহাকেই এবার কাঠপিঁপড়ায় কামড়াইয়া দিল। সে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। রমা গিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, অবশেষে মেয়েটি কাঁদিতে কাঁদিতে পলাইয়া গেল।

এই সময় মাথার উপর পক্ষীর কলরব শুনা গেল। সকলে মুখ তুলিয়া দেখিল, দুইটা বড় বড় সবুজবর্ণ পাখী উড়িয়া বেড়াইতেছে। এ বনে অনেক পাখী আছে, সে সকল পাখীই এ বালক-বালিকাদের পরিচিত, কিন্তু এরূপ পাখী ইহারা কখনও দেখে নাই। একজন বলিল—"কি পাখী ভাই?" কেহ বলিল—"টিয়ে।" অপর কেহ বলিল—"দূর, টিয়ে কখনও অত বড় হয়? আর ঠোঁট কখনও ও রকম মোটা হয়?"—রমা বলিল—"এ পাখী এ বনের নয়, বনুতে হবে।" বলিয়া ছুটিয়া বাড়ী গিয়া পাখীধরা জাল লইয়া আসিল।

পাখী দুইটি তখন একটি বৃক্ষের শাখায় বসিয়াছে। জাল কাঁধের উপর ফেলিয়া রমা বৃক্ষে আরোহণ করিল। যে ডালে পাখী বসিয়াছিল, তাহার নিকটবর্ত্তী একটা ডালে আস্তে আস্তে গিয়া জাল ছুড়িয়া পাখীর উপর ফেলিল। একটা পাখী উড়িয়া পলাইল, কিন্তু অন্যটা জালে বদ্ধ হইয়া রহিল। ঝটপট করিতে করিতে পাখী জালসুদ্ধ ভূমিতে পড়িয়া গেল।

পাখী পড়িতে দেখিয়া কয়েকটি বালিকা সেই দিকে ধাবিত হইল, কিন্তু বৃক্ষ হইতে রমা আজ্ঞা করিল—"খবরদার, কেউ হাত দিস্‌নে—উড়ে গেলে মজা দেখাব।" বালিকারা ত্রস্তভাবে সরিয়া দাঁড়াইল। রমা তখন নিম্নদিকের একটা শাখা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল। শাখাটি রমাকে লইয়া ঊর্দ্ধে ও নিম্নে নাচিতে লাগিল। ইচ্ছাপূর্ব্বক খানিকক্ষণ এইরূপ নাচিতে নাচিতে রমা গম্ভীর স্বরে "জয় মা কালী" বলিয়া লম্ফ দিয়া ভূতলে অবতরণ করিল। নামিয়াই একটা ধামার আম খালি করিয়া তাহা উপুড় করিয়া, কৌশলে পাখীটাকে জাল হইতে ধামার মধ্যে প্রবেশ করাইল। জাল মুক্ত হইবামাত্র সেটি লইয়া রমা দ্বিতীয় পাখীর সন্ধানে ধাবিত [illegible] কিন্তু বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে আরোহণ ক[illegible] তাহাকে ধরিতে কৃতকার্য্য হইল না। পাখী ক্রমাগত এ গাছ হইতে ও গাছে উড়িয়া বসিতে লাগিল। ক্রমে রমা শ্রান্ত হইয়া পড়িল। অনুচর ও সহচরীগণকে আদেশ করিল—"তোরা যা, কোন্‌ গাছে বসে, সন্ধান রাখ, আমি বাড়ী থেকে খাঁচা এনে এ পাখীকে রেখে আস্‌ছি।" তাহারা পাখীর সন্ধানে চলিয়া গেল। রমাও বাড়ী হইতে একটা পুরাতন লোহার খাঁচা আনিয়া উপস্থিত করিল। এখন ধামার ভিতর হইতে কি করিয়া পাখীকে খাঁচায় প্রবেশ করাইবে, সেই সমস্যা। জালের মধ্য হইতে ধামার নীচে পাখী ত সহজেই ঢুকিয়াছিল, কিন্তু ধামার ভিতর হইতে বাহির করিতে গিয়া উড়িয়া না পলায়। ভাবিয়া চিন্তিয়া রমা শেষে এক উপায় অবলম্বন করিল। ধামার এক দিকটা ফাঁক করিয়া দিয়া, চারিদিকে থাবড়া মারিতে লাগিল। তাহাতে পাখীটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, হঠাৎ একবার ফাঁক দিয়া তাহার লেজ বাহির হইয়া পড়িল। রমা তৎক্ষণাৎ পা দিয়া সে লেজ চাপিয়া ধরিয়া, ধামা খুলিয়া ফেলিল। হাতে করিয়া পাখীকে ধরিয়া খাঁচায় পুরিতে গেল, কিন্তু অত্যাচারিত পাখী ক্যাঁক করিয়া তাহার একটি অঙ্গুলিতে কামড়াইয়া দিল। খাঁচায় পাখী ঢুকিল বটে, কিন্তু রমার অঙ্গুলি দিয়া দরদর করিয়া রক্তপাত হইতে লাগিল।

খাঁচার দুয়ার বন্ধ করিয়া রমা পুষ্করিণীর তীরে ছুটিল। ক্ষত অঙ্গুলটা কিছুক্ষণ জলে ডুবাইয়া রাখিল। রক্তপাত একটু বন্ধ হইলে, অঞ্চল হইতে একটু কাপড় ছিঁড়িয়া, সিক্ত করিয়া অঙ্গুলিতে জড়াইল। তবু তখনও ভারী জ্বালা করিতেছে।

বৃক্ষতলে ফিরিয়া, রমা পাখীর উপর ক্রোধবর্ষণ করিবার অবসর পাইল। আমপাড়া আংসীটা লইয়া খাঁচার উপর ও আশে পাশে দমাদম প্রহার করিতে লাগিল ও বলিতে লাগিল—"হতভাগা নচ্ছিহাড়া পাখী। আর কামড়াবি? আর কামড়াবি? আর কামড়াবি?" তাহার ক্রোধদীপ্ত মুখখানি এমন নিরুপম উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাহার ভঙ্গীটি এমন চিত্রবৎ হইল, তাহা নিজে সে কিছুই উপলব্ধি করিল না বটে, কিন্তু সেখানে কোন দ্রষ্টা থাকিলে বিমোহিত হইত।

ক্রোধ কতকটা শান্ত হইলে পর, রমা ভাবিল, এইবার বাড়ীতে খাঁচাটা রাখিয়া, অন্ত পাখীটার সন্ধানে যাওয়া আবশুক। এই ভাবিয়া খাঁচাটা হাতে উঠাইয়া লইল। পশ্চাৎ ফিরিতেই দেখিল, একটি উজ্জল উন্নতকায় সুন্দর যুবা পুরুষ দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাস্ত করিতেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রথম দর্শন।

যুবা রমার হস্তস্থিত খাঁচার প্রতি চাহিয়া বলিল—"এ পাখী আমার, আমায় দাও।" "জয় মা কালী" বলিয়া গাছ হইতে লাফাইয়া পড়া অবধি সকল ব্যাপারই এ দূর হইতে দেখিয়াছে।

সহবৎশিক্ষাবিহীনা রমা তার দিকে অবহেলাভরে তাকাইয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"তোমার পাখী? তুমি কে? পাখীর গায়ে তোমার নাম লেখা আছে?"

একটি যুবতী কন্তার মুখে নবগোপাল এতাদৃশ নিঃসঙ্কোচ ভাষা শ্রবণ করিয়া পরম আমোদ বোধ করিল। সে ভাব মনে গোপন করিয়া বলিল—"আমারই পাখী। আমি নৌকা থেকে আসছি। এক নৌকা পাখী নিয়ে যাচ্ছিলাম, একটা খাঁচা খোলা পেয়ে হঠাৎ গোটাকতক চন্দনা উড়ে পালিয়েছে, তাই খুঁজতে এসেছি।"

রমা একটু স্বর নামাইয়া বলিল—"এ—ক নৌ—কো পাখী?"

"এক নৌকো পাখী।

"কি পাখী গা? সবই এই রকম চন্দনা?"

নবগোপাল বালিকার ভাবপরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া, প্রলোভিত করিবার মত স্বরে বলিল—"এক নৌকা পাখী! শুধু চন্দনা কেন হবে? ছোট, বড়, কাল, সবুজ, লাল,—কত রং-বিরঙের পাখী।"

রমা বলিল—"তুমি কি পাখীর ব্যবসা কর?"

নবগোপাল একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"হাঁ।"

"তোমার নৌকা কোথায় আছে? আমাকে তোমার পাখী দেখাবে?"

নবগোপাল ঘাটের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল—"ঐ ঘাটে আমার নৌকো বাঁধা আছে। যদি পাখী দেখবে ত সঙ্গে চল।"

রমা উল্লাসিত হইয়া বলিল, "আচ্ছা, একটু দাঁড়াও। খাঁচাটা বাড়ীতে রেখে আসি।" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

নবগোপাল দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, এমন অপরূপ মেয়ে সে ত কখনও দেখে নাই। ধরণধারণ ভাবসাব বালিকার মত, অথচ দেখতে নবযৌবনশালিনীর মত, কথা কহে বাঙ্গালীর মত, অথচ পরিধান পশ্চিমবাসিনীর মত। ভাবিল, মেয়েটি কে, সন্ধান লইতে হইতেছে। এত বড় মেয়ে, বিবাহই বা হয় নাই কেন? কপালে ত সিন্দুর নাই।

রমা আসিল। এখন আর তার মল্লবেশ নহে, হাত ও মুখের ধূলাও ধুইয়া আসিয়াছে। নবগোপালের মুখপানে চাহিয়া বলিল—"চল।"

দুই জনে চলিল। এখানটা যদিও ঠিক সুন্দর বন নহে, তথাপি খুব জঙ্গল। বৃক্ষাদি অনেক। এক এক স্থানে মাথার উপর আকাশ পর্য্যন্ত দেখা যায় না। অধিকাংশ বৃক্ষেই লতা জড়াইয়া উঠিয়াছে। সে লতায় নানা বর্ণের ফুল ফুটিয়াছে। পদতলের মৃত্তিকা এখন শুষ্ক, বৈশাখের উত্তাপে শুকাইয়া উঠিয়াছে, নহিলে বৎসরের অধিকাংশ সময় কর্দ্দমাক্ত থাকে। পথে দুই জনে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। প্রশ্ন করিয়া করিয়া নবগোপাল রমার অনেক সংবাদ বাহির করিয়া লইল। কিন্তু সে যে পক্ষিব্যবসায়ী নহে, এটা রমার কাছে ফাঁস করিল না।

এইরূপে তাহারা নদীতীরে পৌঁছিল। নৌকা বাঁধা রহিয়াছে। নৌকার ছাদের উপর একটি মঞ্চের মত নির্ম্মিত। সেই মঞ্চ ও ছাদের মাঝখানে পাখীর অনেকগুলি খাঁচা। এক এক জাতীয় পাখী এক এক খাঁচায় বদ্ধ আছে। কোনও খাঁচায় দশ বারটা পাখী, কোনওটাতে বা আরও অধিক। রমাকে লইয়া নবগোপাল এক একটি করিয়া খাঁচাগুলি দেখাইতে লাগিল। রমার যে আনন্দ! পক্ষীর সম্বন্ধে নবগোপালকে সে সহস্র প্রশ্ন করিতে লাগিল। দেখা শেষ হইলে, নবগোপাল তাহাকে বলিল—"চল, তোমায় বাড়ী রেখে আসি।" ছাদ হইতে নামিয়া, নৌকা হইতে নামিবার পূর্ব্বে, রমা নৌকার ভিতর দৃষ্টি করিল। দেখিল, একটি বন্দুক টাঙ্গানো রহিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল—"ও কার বন্দুক?"

নবগোপাল বলিল—"আমার বন্দুক।"

"তুমি বন্দুক ছুড়তে জান?"

"জানি বৈ কি।"

"একবার ছুড়ে দেখাও না।"

"বেশ"—বলিয়া নবগোপাল বন্দুক, বারুদ প্রভৃতি বাহির করিয়া আনিল। বলিল—"এখানে ছুড়লে আমার পাখী ভয় পাবে ; চল পথে গিয়ে ছুড়ব।"

দুইজনে নৌকা হইতে অবতরণ করিল। রমা বলিল—"মা'র কখনও বন্দুক ছুড়িনি।" ভারী বিনয়পূর্ণ কতাখাস স্বর।

নবগোপাল সোৎসাহে বলিল—"তুমি বন্দুক ছুড়বে ?"

"আমি ত জানিনে কি ক'রে ছুড়তে হয়।"

"আমি তোমায় শিখিয়ে দেব"—বলিয়া নবগোপাল বলিল—"আমি আগে ছুড়ি দেখ। এই রকম ক'রে হাতের তলায় ধর্‌তে হয়, এই রকম ক'রে টোটা পরাতে হয়। তার পর, এই রকম ক'রে—নিশানা ক'রে,—এই রকম ক'রে ঘোড়া টেনে দিতে হয়।" এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক আওয়াজ হইয়া গেল,—মুখ দিয়া অজস্র ধুম বাহির হইয়া পড়িল।

রমা বলিল—"এইবার আমি ছুড়ব—দাও।" বলিয়া নবগোপালের হাত হইতে বন্দুক লইল। প্রথমে নিজে সে টোটা ভরিতে পারিল না। নবগোপাল ভরিয়া দিল। ছুড়িবার জন্ত বন্দুকের পশ্চাদ্ভাগ বক্ষের উপরে রাখিয়া রমা প্রস্তুত হইল।

নবগোপাল বলিল—"ও রকম নয়, ও রকম নয়। বুকের উপর ধর্‌তে নেই—আওয়াজ হ'লে বন্দুক পিছু হটে—মানুষকে ফেলে দেয়। এই রকম ক'রে পাঁজরের পাশে হাতের তলায় ধর্‌তে হয়।"

যথাশিক্ষামত বন্দুক ধরিয়া রমা ঘোড়া টানিয়া দিল। বন্দুক অগ্নি উদ্গিরণ করিয়া পুনশ্চ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তখন রমার খুসী দেখে কে ! বলিল—"আবার একবার ছুড়ব।"

রমার সাহস ও সখে নবগোপালের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না।

অতঃপর দুই জনে গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিল। এতক্ষণে এই বন্দুকবান্ পুরুষের প্রতি রমার ভারী ভক্তি হইল। এবার একবার ভাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি কি জন্তু শীকার কর ?"

নবগোপাল বলিল—"আমি হরিণ, বুনো শুয়োর, পাখী অনেক মেরেছি।"

পাখী মারার কথাটা শুনিতে রমার হৃদয়ে একটুখানি ব্যথা লাগিল ; বলিল—"বাঘ কখনও মেরেছ ?"

"বাঘ একবার মেরেছি একটা।"

"কি ক'রে মারলে বল না !"—বলিয়া আগ্রহাতিশয্যে সে দাঁড়াইয়া পড়িল। নবগোপাল তাহার মুখখানির পানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিল,—দুইটি সরল চক্ষু কৌতূহলাবিষ্ট। বলিল—"কি ক'রে বাঘ মেরেছি, শুন্‌বে ?"

পূর্ব্বমত আগ্রহে রমা বলিল—"বল।"

নবগোপাল বলিল—"আমি একবার নৌকো ক'রে নদীর মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। অন্ধকার হয়ে এসেছিল। জলে ছব্ ছব্ ক'রে শব্দ শুন্‌তে পেলাম। মাঝিরা বল্লে, বাবু, একটা বাঘ আস্‌ছে। আমি অম্‌নি বন্দুক তুলে গুলী কর্‌লাম। গুলী তাকে লাগল কি না জানিনে, বাঘটা কিন্তু ফিরে তীরের দিকে যেতে লাগল। আমি মাঝিদের বল্লাম, বাঘের পিছু পিছু নৌকা নিয়ে যেতে। বাঘ যেই তীরে উঠল, অমনি আবার গুলী কর্‌লাম। বাঘটা ভয়ানক শব্দ ক'রে উঁচু হয়ে লাফিয়ে উঠল। তার পর প'ড়ে ম'রে গেল।"

এই শীকারের কাহিনী শুনিয়া রমা কিয়ৎক্ষণ বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে নবগোপালের মুখপানে চাহিয়া রহিল। একটু পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"আমি যদি শীকার কর্‌তে পার্‌তাম !"

নবগোপাল প্রথমাবধি এ বালিকার চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিস্ময়ের পর নূতন বিস্ময়ে আপ্লুত হইতেছিল। বৃক্ষশাখা ধরিয়া "জয় মা কালী" বলিয়া লম্ফপ্রদান হইতে আরম্ভ করিয়া বন্দুক ছোড়া অবধি ইহার সকল কার্য্যকলাপই এমন অসক্তসাধারণ যে, যখন বালিকা শীকার করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিল, তখন আর তাহার কিছুমাত্র অসঙ্গত বোধ হইল না। নবগোপাল বলিল—"যাবে তুমি একদিন আমার সঙ্গে শীকার কর্‌তে রমা ?"

রমার চক্ষে কৃতজ্ঞতা উছলিয়া উঠিল। সে বলিল—"আমায় নিয়ে যাবে ?"

নবগোপাল বলিল—"যাব। কবে যাবে বল ?"

"যবে তুমি যাবে।"

"পশু ?"

"বেশ। তবে সেই কথা রইল, ভুলো না।"

এতক্ষণে ইহারা বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়াছিল। রমা বলিল—"তুমি ভুলো না।"—বলিয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। নবগোপাল নির্নিমেষনেত্রে বালিকার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার বিস্ময় তাহাকে এমনি অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল যে, প্রস্তাবিত কার্য্যের সম্ভাবনীয়তা বা যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই তাহার মনকে উদিত হইল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ষড়যন্ত্র।

সন্ধ্যাকাল, উঠানে পট্‌পট্‌ করিয়া বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়িতেছে, রায়-গৃহিণী ভাণ্ডারঘরের বারান্দায় কম্বল-আসন পাতিয়া বসিয়া মালা জপ করিতেছেন। ভাণ্ডারঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে, তারই আলো খোলা দুয়ার জানালাপথে আসিয়া বারান্দায় পড়িতেছে, সেই আলোকে রায়-গৃহিণীকে দেখা যাইতেছে মাত্র, —ভাল করিয়া দেখা যাইতেছে না। তাঁহার অনতিদূরে থাবা পাতিয়া একটি কালো বিড়াল বসিয়া আছে, অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে সম্ভবতঃ চিন্তা করিতেছে; রায়-গৃহিণী ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন। আলো অধিক থাকিলে দেখা যাইত, তাঁহার ওষ্ঠযুগল ধর ধর নড়িতেছে মাত্র, স্বর সূক্ষ্ম ও অস্ফুট—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।"

দূরে পদশব্দ শুনা গেল, গৃহিণী কান পাতিয়া রহিলেন। শব্দ নিকটে আসিতে লাগিল; তিনি জানিতে পারিলেন, তাঁহার পুত্রের পদশব্দ। সীতানাথ সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া বারান্দায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মা বলিলেন—"সিতু ?"

"আমি।"

"ভিজে এলে ?"

"না, ভিজব কেন, ছাতা সঙ্গে ছিল।"

"কাপড় ভেজেনি ত ?"

সীতানাথ বসনের প্রান্তভাগে স্থানে স্থানে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া পরীক্ষা করিলেন। শেষে বলিলেন—"দু চার ফোঁটা প'ড়ে থাকতে পারে, বেশী ভেজেনি।"

মা'র মন—তাহাতে প্রত্যয় হইল না। বলিলেন—"কাছে স'রে এস, দেখি।"

সীতানাথ নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। মাতা তাঁহার বস্ত্রে হাত দিয়া বলিলেন—"ভেজেনি ?—বেশ ভিজেছে! যাও, কাপড় ছেড়ে ফেল শীগ্‌গির ক'রে!"

সীতানাথ মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে অগ্রসর হইলেন। নিজের ঘরে গিয়া, ভৃত্যকে তামাক সাজিতে আদেশ করিলেন। মেঝেতে বিছানা পাতা ছিল, বস্ত্র পরিবর্ত্তনানন্তর তাহার উপর বসিয়া ধূমপানে মনোযোগী হইলেন।

রায়-গৃহিণী হরিনামের ঝুলিটি ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে সেই কক্ষে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার আকৃতি দীর্ঘ, স্ত্রীলোকের পক্ষে একটু অধিক দীর্ঘ। সংপ্রতি তীর্থদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, ৺প্রয়াগধামে মস্তক-মুণ্ডন করিয়াছিলেন, সেই জন্য এখন তাঁহার চুল, সাধারণ পুরুষমানুষের মত। তাঁহার মুখ ও অবয়বে স্ত্রীজাতিসুলভ কোমলতারও যেন অভাব, সেই জন্য কক্ষস্থিত কেরোসিনের বাতির আলোকে তাঁহাকে একটি স্ত্রীবেশী পুরুষের মত দেখাইতেছিল। তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছে, কিন্তু এ বয়সে অন্যান্য হিন্দুবিধবার মত ইনিও বেশ "শক্ত" আছেন।

কক্ষে তখন আর কেহ নাই। রায়-গৃহিণী কোনও অনাবশ্যক ভূমিকা না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি জন্যে আজ তোকে পাঠিয়েছিল কাদি ?"

"একটা পরামর্শ করবার জন্যে।"

"কিসের পরামর্শ ?"

"ছেলের বিয়ে।"

"নবুর বিয়ে ? মন হয়েছে ? তবে যে, শুনে-ছিলাম, ছেলে বি-এ পাশ না করলে বিয়ে দেবে না ?"

"হ্যাঁ, তাই আগে বলত বটে—এখন মত বদলে গেছে। ছেলেকে আর পড়াবার ইচ্ছে নেই।"

রায়-গৃহিণী গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"বটে! তা কি পরামর্শ হ'ল ? কোথাও থেকে সম্বন্ধ-টম্বন্ধ এসেছে না কি ?"

সীতানাথ ভাবিয়া ভাবিয়া, চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন—"না সম্বন্ধ—ঠিক—নয়। একটা আভাস মাত্র।"

"কোথা ?"

"সূর্য্যপুর। সূর্য্যপুরের জমিদার হরিহর চাটুয্যের মেয়ের সঙ্গে।"

"বটে!" বলিয়া গৃহিণী নিস্তব্ধ রহিলেন। তাঁহার মুখভাব অত্যন্ত অপ্রসন্ন। সীতানাথ ধূমপান করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে জননী বলিলেন—"তোমার কি মত ?"

"আমার মত ? আমার মতে কি এসে যাবে ?"

"এসে যাবে না ?"—রায়-গৃহিণীর স্বর কিঞ্চিৎ যেন উত্তেজিত। "এসে যাবে না ত তোমার কাছে পরামর্শ নেবার কি আবশ্যক ছিল ? কার মত নিতে কাদি বাড়ুয্যে এত বড়লো হ'ল ?"

সীতানাথ উত্তর করিলেন—"আমার মতামত কি ? আমায় ডেকে হবে সূর্য্যপুর, কথাবার্ত্তা কইতে।"

শুনিয়া রায়-গৃহিণীর মুখ হইতে অপ্রসন্নতার ভাবটা তিরোহিত হইতে লাগিল। বলিলেন—"তবু ভাল।"

পুত্র বলিলেন—"তবু কি ভাল?"

"কান্তি যে একেবারে বন্দোবস্ত ক'রে ফেলেনি, তোমার উপর ভার দিয়েছে, সেই ভাল।"

"কেন, তাতে কি হবে? তোমার মতলবটা কি?"

একটা কথা আছে, ছেলের মনের ভাব মা'র কাছে কখনও অবিদিত থাকে না। তাহা সত্য বটে; কিন্তু ছেলে যদি শিশু ও নির্ব্বোধ না হয়, তবে মা'র মনোভাবও ছেলের কাছে অধিকক্ষণ ঢাকা থাকে না।

"মৎলব কি? আমার ইচ্ছে, তোমার মেয়ের সঙ্গে নবগোপালের বিয়ে হয়।" রায়-গৃহিণীর স্বর দৃঢ়।

সীতানাথ হাসিতে হাসিতে হু হু করিয়া ধূম-নিঃসরণ করিলেন। বলিলেন—"পাগল হয়েছ মা? সে অসম্ভব।"

"কেন অসম্ভব? এটা কি এমন বড় কথা হ'ল?"

"খুবই বড় কথা। আমি কি দিয়ে হাতীর বাচ্চা কিনব? আমার কি আছে?"

"তবে আর তোমাদের ভাব কিসের? বন্ধুত্ব কিসের? অনেক দিন থেকে আমার মনে এটা আছে। তোমার মেয়েও ছোট, আর শুনেছিলাম না কি বি-এ না পাস করলে কান্তি বাঁড়ুয্যে ছেলের বিয়ে দেবে না, তাই এতদিন চুপ ক'রে ছিলাম।"

সীতানাথ মনে মনে ভাবিলেন, "বন্ধু বল্লে কি হয়? এ কি প্রণয়ের বন্ধুতা? এ স্বার্থের বন্ধুতা। আমি যতক্ষণ কান্তির কাযে লাগব, ততক্ষণ আমি কান্তির বন্ধু। আবার কান্তি যতক্ষণ আমার স্বার্থের সুবিধে ক'রে দিতে পারবে, ততক্ষণ সে আমার বন্ধু।—বন্ধুত্ব!" মাকে শুধু বলিলেন—"সে আশা ছেড়ে দাও মা।"

মা বলিলেন—"আশা আমি সহজে ছাড়িনে। কেন? তোমার মাথায় এত বুদ্ধি খেলে, আর এইটে ক'রে তুলতে পারবে না?"

সীতানাথ বলিলেন—"মা, এ কথা কি আমিই ভাবিনি? সে আমিও ভেবেছি। কিন্তু সে আকাশ-কুসুম মাত্র। কান্তির খাঁই যদি শোন। সে চায়, হরিহর চাটুয্যে তার জমিদারীর সুন্দরবনের সমস্ত অংশটা জামাইয়ের নামে লেখাপড়া ক'রে দিক।"

এই কথা শ্রবণমাত্র রায়-গৃহিণীর মুখ প্রফুল্লতার ধারণ করিল। সীতানাথ বলিলেন—"মা, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? তোমার আসনটা এনে দিই।"

মা বলিলেন—"থাক্ থাক্—আমি এই মাটিতেই বসছি।" বলিয়া মেঝের উপর রায়-গৃহিণী উপবেশন করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বলিলেন—"কবে তোমায় যেতে হবে?"

"এই পাঁচ সাত দশ দিনের মধ্যে।"

রায়-গৃহিণীর মুখমণ্ডলে প্রফুল্লতার দীপ্তি ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বলিলেন—"তা বেশ।"

রায়-গৃহিণী বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, বাহিরে অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু দেখা যাইতেছে না। উঠিয়া দুয়ারটা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিলেন। তাহার পর স্বর নামাইয়া বলিলেন—"তা হ'লে ভাল হয়েছে। তুমি এক কায কর। যে ক'দিন আছ, ক্রমাগত কান্তিকে জপাও, যেন সুন্দরবনের ঐ সমস্ত জমিদারীর এক পয়সা কমে কোন মতেই ছেলের বিয়ে দিতে রাজি না হয়। আমি হরিহর চাটুয্যেকে জানি। সে এমন বোকা নয় যে, অমনি দাঁ ক'রে অত বড় একটা বিষয় হাতছাড়া ক'রে দেবে।"

"তুমি ত জান না, হরিহর চাটুয্যের ঐ একমাত্র মেয়ে। ছেলেপিলে নেই—হবার লক্ষণও নয়। রাজি ত হ'তেও পারে?"

রুক্ষস্বরে গৃহিণী বলিলেন—"যদি রাজি হয়, তবে তুমি যাচ্ছ কি ঘাস কাটতে? এমন ভাবে কথা কইবে, যাতে সে কোন মতে রাজি না হয়। আসল কথা এই যে, এ সম্বন্ধটা তোমার ভেঙ্গে আসতে হবে। এইটুকু বুদ্ধি খেলাতে পারবে না?"—বলিয়া গৃহিণী বদ্ধ দুয়ারের পানে সসংশয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

সীতানাথ নিস্তব্ধভাবে ধূমপান করিতে লাগিলেন। জননীর ওষ্ঠ ততক্ষণ নড়িতে লাগিল। ঝুলির মধ্যে মালা খড় খড় করিতে লাগিল। মৃদু মৃদু শব্দ হইতে লাগিল—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।"

সীতানাথ শেষকালে বলিলেন—এইটুকু বুদ্ধি খেলাতে পারি, এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দেওয়া কিছুই আশ্চর্য্য কথা নয়; কিন্তু তা হ'লেই যে আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারব, তারও ত স্থিরতা নেই। মাঝে থেকে এটা ঘটাতে পারলে যা পেতাম, তাও যাবে; —কথামালার কুকুর ও প্রতিবিম্বের দশা হবে।"

"কি পেতে?"

"কান্তি ত বলেছে, দু'হাজার দেবে ঘটকালি। ওদের কাছে থেকেও কোন্ দু হাজার না আদায় করতে পারব। এই চার হাজার ত এক বছর বাঁধা রয়েছে বলতে গেলে। যদি ভাবি, তবে যার আশায় ভাবব, তার কিছুই নিশ্চয়তা নেই।"

মা স্থির স্বরে বলিলেন—"তা হোক। অত কাছে নজর কোরো না, দূরে নজর কর। তাব দিখিনি, যদি কার্য্যসিদ্ধি হয়, তবে সে কত সুখের কথা হবে! তোমার মেয়ে রাজরাণী হবে। সোনায় হীরেয় গা ঢেকে যাবে। দু'হাজার চার হাজার টাকার মায়া কোরো না। চেষ্টা ক'রে দেখ, চেষ্টায় কি না হয়? তুফান উঠবে ভেবেই নৌকা ডুবিও না।"

মানুষ নিজে যেটা অত্যন্ত অসম্ভব জানে মনে মনে স্থান দিতে পারে না, কেহ যদি জোরের সহিত ঠিক সেই জিনিষটাই প্রস্তাব করিয়া বলে, "কেন হইবে না?" তাহা হইলে প্রথমটা চমকিয়া উঠে। যদি সে প্রস্তাবটা স্বীয় স্বার্থের একান্ত অনুকূল হয়, তবে অনুকূল যুক্তিগুলিই তাহার মনে মৌমাছির মত ভীড় করিয়া আসিতে থাকে। ক্রমে তাহার বিশ্বাসের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। সীতানাথেরও তাহাই হইতে লাগিল। তখন তিনি কহিলেন—"আচ্ছা মা, যা বলছ, তা ভেবে দেখব।"

সারারাত্রি সীতানাথের নিদ্রা বা অন্য চিন্তা রহিল না। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া মাতাকে সেই ভাণ্ডার-ঘরের বারান্দায় উপবিষ্ট ও মালাজপে নিযুক্ত দেখিলেন। জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি মস্তকে লইয়া বলিলেন, "মা, তোমার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য।" কেবল এইরূপ বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সীতানাথের মাতৃভক্তির নদীতে প্রবল জোয়ার আসে। মাতা কোনও বাক্যনিঃসরণ না করিয়া, আশীর্ব্বাদস্বরূপ শুধু তাঁহার হরিনামের মালাটি পুত্রের মস্তকে স্পর্শ করাইলেন। তাহার পর হইতেই তাঁহার মালাজপের স্বরটা যেন একটু উত্তেজনা প্রাপ্ত হইল। তাঁহার ওষ্ঠ ঘন কম্পিত হইতে লাগিল—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

যাত্রার আয়োজন।

এক সপ্তাহ অতীত হইয়াছে।

আজ সীতানাথ শ্বশুরপুর যাত্রা করিবেন। আজ রায়-গৃহিণী অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়াছেন এবং বউ-ঝিকে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করিয়া তাহাদের ঘুম ভাঙ্গাইয়াছেন। সূর্য্যপুর যাইতে হইলে রেলপথে কোনও সুবিধা নাই, নদীপথেও নাই, সমস্ত পথ পাল্কীতে যাইতে হইবে। আহারাদি সমাপন করিয়া যত সকালে যাত্রা করা যায়, ততই ভাল—বউঝিগণ তাহার উদ্যোগে ব্যস্ত হইলেন। পাল্কীর জন্য আটজন বাহক স্থির হইয়া আছে; তাহারা বলিয়াছিল, অত সকালে তাহাদের ভাত হইয়া উঠিবে না—সুতরাং তাহাদের জন্যও রন্ধন এইখানে হইবে। গোশালার নিকট নারিকেল গাছের নিয়ে মাটী খুঁড়িয়া বেহারাদের ভাত ও ডাল রাঁধিবার জন্য প্রকাণ্ড উনান কাটা হইয়াছে। সহরের পাঠকগণকে হয় ত বলা আবশ্যক যে, এই আট জন দুলিয়া, অন্ততঃ চব্বিশ জন "বাবুর" উপযুক্ত অন্নব্যঞ্জনাদি ধ্বংস করিতে সুসমর্থ।

গৃহিণী আজ সমস্ত বাড়ীময় কলের পুতুলের মতন ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার হস্তে সেই হরিনামের মালা, কিন্তু ঝুলিটি আজ নূতন। এটি তিনি বৃন্দাবন হইতে খরিদ করিয়া আনিয়াছিলেন, ওটি পোষাকী ঝুলি, বিশেষ বিশেষ দিনে ব্যবহার করিয়া থাকেন মাত্র। ঝুলিটি লাল বনাতে নির্ম্মিত। তাহার গাত্র চিত্রযুক্ত—পীতবর্ণ রেশমের সূত্রে কৃষ্ণ ও রাধিকার মূর্ত্তি অঙ্কিত। কৃষ্ণ বাঁশী বাজাইতেছেন, শ্রীরাধিকার মুখভাব দেখিলে আর যাহাই মনে হউক, বাঁশীর গানটা যে বিশেষভাবে উপভোগ করিতেছেন, এ সন্দেহ হয় না। শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণভাগে আর একটা কি পদার্থ অঙ্কিত রহিয়াছে, হঠাৎ দেখিলে জানোয়ার বলিয়া মনে হয়, কিন্তু আসলে উহা একটি কদম্বতরু।

গৃহিণী বউঝিগণকে স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিয়া সংপ্রতি মাখনা বা মাখন সর্দ্দারের অন্বেষণে ব্যস্ত। ঘটের উপর স্থাপনা করিবার জন্য একটা আম্রশাখা প্রয়োজন, তা সে বেটা আজি দিন বুঝিয়া কোথায় যে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। সকলকে তিনি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"মাখনাকে দেখেছিস্?" কেহ বলে না যে দেখিয়াছি। বালক-বালিকাগণ দূরের নানাস্থানে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া দিল। শেষে পাঁচু নামক একটি আট বৎসরের বালক হাঁকাইতে হাঁকাইতে আসিয়া

বলিল—"দিদিমা—দিদিমা—মাখনা ঐ—ছাদে—চিলে কোঠার উপর মাদুর পেতে শুয়ে ঘুমুচ্ছে।"

শুনিয়া গৃহিণী জলিয়া উঠিলেন। বাড়ীর তামাম লোক উঠিয়াছে, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এক প্রহর বেলা হইতে চলিল, সে নবাবপুত্রের আর নিদ্রাভঙ্গ হয় না। বলিলেন—"হতভাগা হারামজাদা! আমার পিত্রে কেউ একঘটি জল ঢেলে দেয়, তবে জব্দ হয়।" পাঁচুকে বলিলেন—"যা দিদিমণি পেঁচো, দিদিমণির মাখনাকে ডেকে নিয়ায়। বল, দিদিমা ভারী রাগ করছেন।"

পাঁচু কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কিন্তু পথে যাইতে যাইতে ভাবিল, একটা মজা করিতে হইতেছে। ভাবিয়া, একটা ঘটীর সন্ধান করিয়া, এক ঘটী জল লইল। সেই ঘটী দুই হাতে ধরিয়া, সিঁড়িতে জল ফেলিতে ফেলিতে ছাদে গিয়া উপস্থিত হইল। নারিকেল গাছের পাতা কাঁপাইয়া ঝির ঝির করিয়া বাতাস বহিতেছে। মাখন নিশ্চিন্ত হইয়া দিব্য নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছে। পাঁচু তাহার কর্ণরন্ধ্রের অনতিদূরে ঘটী ধরিয়া উপুড় করিয়া দিল।

মাখন তড়াক্ করিয়া উঠিয়া পড়িল। উঠিয়াই ঠাস্ ঠাস্ করিয়া পাঁচুর গণ্ডদেশে কয়েকটা চড় কসাইয়া দিল। পাঁচু ক্রোধে মাখনের প্রতি ঘটিটা ছুড়িয়া দিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে সিঁড়িতে নামিয়া গেল। তাহার মাতা সীতানাথের ভগিনী—রান্নাঘরে বসিয়া ডাল বাছিতেছিলেন। "ওগো মাগো—মেরে ফেলেছে গো" শব্দে পাঁচু তাঁহার গায়ে গিয়া পড়িল। পাত্রস্থিত সমস্ত ডাল ঘরময় ছড়াইয়া গেল।

মা'র নাম বিনোদিনী, ইঁনি সীতানাথের বিধবা ভগিনী। বিনোদিনী বিস্মিত হইয়া "কেন বাবা, কি হয়েছে বাবা?" প্রভৃতি বাক্যে পুত্রের অশ্রু মুছাইতে লাগিলেন। পাঁচু বলিল, দিদিমার হুকুমে সে ছাদে মাখন সর্দ্দারকে জাগাইতে গিয়াছিল, এই অপরাধে, মাখন তাহাকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিয়াছে।

এই শুনিয়া ক্রোধে অভিমানে বিনোদিনী উঠিয়া পড়িলেন। পুত্রকে কোলে লইয়া গৃহিণীর উদ্দেশে ধাবিত হইলেন। গৃহিণী তখন নারিকেলতলায় বেহারাদের ভাত রাঁধা তদারক করিতেছিলেন, ছোটবউ রাঁধিতেছিলেন। বিনোদিনী গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মাখনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন এবং পুত্রের গণ্ডস্থলের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন।

গৃহিণী বলিলেন—"হাঁ! এত বড় আস্পর্দ্ধা! ছেলের গায়ে হাত তোলা! বড় বাড় বেড়েছে! দিচ্ছি দূর ক'রে তাড়িয়ে আজ।—আহক ড্যাকরা, দেখাচ্ছি।"—এই বলিয়া দৌহিত্রের সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, তিনা কাকটির মত মাখন ধীরে ধীরে আসিতেছে। পাঁচুর ক্রন্দন তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল এবং সে মাতামহীর অঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া ভবিষ্যতের আশা অন্তরে পোষণ করিল।

মাখন কাছে আসিলে সকলে দেখিল, তাহার হাতে একটা ঘটী, মুখ ফুলিয়াছে, ওষ্ঠ দিয়া রক্তপাত হইতেছে। সে আসিয়াই বলিল—"মা ঠাকরুণ, আমার মাইনে চুকিয়ে দাও, আমি চল্লাম।"

সে সকল বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল। ঘটীর আঘাতে তাহার ওষ্ঠ কাটিয়া গিয়াছে।

শুনিয়া গৃহিণী বলিলেন—"এমন বদমাইস ছেলেও ত কোথাও দেখিনি!—তা তুই বুড়ো মিন্‌ষে, কচি ছেলের গায় হাত তুল্লি কি ব'লে? মেরেছিস্—গালে একেবারে পাঁচ পাঁচটা আঙুলের দাগ ব'সে গেছে!"

মাখন বলিল—"আমার মাইনে দাও।" বলিয়া গোঁজ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পুত্রের যাত্রার সময় এইরূপ একটা গণ্ডগোল দেখিয়া গৃহিণী অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। কিন্তু কাষ আগে, মাখন এখনি চলিয়া গেলে আর ডাল ভাজিয়া আনে কে; সুতরাং যথাসাধ্য তাহার সান্ত্বনা করিলেন। পাঁচুকে প্রহার করায় মাখনও একটু অপ্রতিভ হইয়াছিল, সুতরাং সে সান্ত্বনা মানিল। গৃহিণী তখন তাহাকে আম্রশাখা আনিতে আদেশ দিয়া কার্য্যান্তরে গেলেন।

রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া বড়বউ মাছ ভাজিতেছিলেন, নিকটে পাঁচুর দিদি হরিদাসী বসিয়া কুটনা কুটিতেছিল। হরিদাসীর নিকটে গিয়া মালা হাতে করিয়া গৃহিণী দাঁড়াইলেন। তাহার কুটনার প্রতি নজর করিয়া বলিলেন—"বলি হ্যাঁগা হরিদাসী, এই কি তোমার কাযের ছিরি?"

"কেন দিদিমা?"

"এ কি কুটনো কুটছ, না খেলা করছ?"

"কেন, কি হয়েছে?"

"মাছের ঝোলের আলু কুটছ, তা কি অমন ছুমো ছুমো করেই কুটতে হয়? সিদ্ধ হ'তে দু দণ্ড লেগে যাবে যে!"

হরিদাসী অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"বড় হয়েছে? আচ্ছা, তা ছোট ক'রে কুটছি।"

অতঃপর গৃহিণী গিয়া পুত্রের মুখ তাকাইলেন।

তাঁহাকে সত্বর স্নানাদি করিতে উপদেশ দিলেন। বলিলেন—"তাত হ'ল ব'লে, বেরে বুর্গা ব'সে বেরিয়ে পড়—রোদ্দুর বেড়ে উঠেছে।"

রান্নাঘরে ফিরিয়া আসিয়া হরিদাসীর আঙুর পানে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"হরিদাসী—তুমি যে অবাক্ করলে বাছা!"

"কেন দিদিমা?"

"ছোট ছোট ক'রে কুটতে বলেছি ব'লে কি অমনি একেবারে কুচি কুচি করতে হয়। ব'লে যে গলে যাবে, খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

হরিদাসী বিরক্তির সহিত বলিল—"চৌচির করছিলাম, তাতে বল্লে ডুমো ডুমো হচ্ছে। আট চির করছি, তাতে বলছ কুচি কুচি হচ্ছে। তবে কি রকম ক'রে কুটব?"

হরিদাসীর বিরক্তি দেখিয়া গৃহিণী তাহাকে উঠিতে বলিলেন। হরিদাসী বলিল—"আচ্ছা বাবু, আর একটু বড় করছি না হয়।"

গৃহিণী বলিলেন—"ওঠ ওঠ।"

হরিদাসী তথাপি ওঠে না।

আজ প্রাতঃকাল হইতে গৃহিণীর মেজাজটা বড়ই বিগড়িয়া রহিয়াছে। ঝাঁকিয়া বলিলেন—"বল্লে কথা শোন না কেন? বলছি পাঁচশোবার ক'রে 'ওঠ'। গ্রাহ্যই নেই। এমন একগুঁয়ে মানুষও ত দেখিনি।"

হরিদাসী তখন বঁটি ছাড়িয়া উঠিল। গৃহিণী মালার থলিটি কুলুঙ্গিতে রাখিয়া কুটনা কুটিতে বসিলেন; কিন্তু তাঁহাকে বেশী দূর অগ্রসর হইতে হইল না। এ প্রকার কার্য্যাদি হইতে তিনি বহুদিন যাবৎ অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, অভ্যাস ছিল না। বঁটিতে আঙুল কাটিয়া ফেলিলেন।

বধূ প্রভৃতিরা সমবেদনা জানাইয়া তাঁহার ক্ষত ভিজে ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া দিল। হরিদাসীর রাজ্য হরিদাসীকে ছাড়িয়া দিয়া মালা লইয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

পূজার ঘরের বারান্দায় গিয়া দেখিলেন, একটা আমের ডাল রহিয়াছে। মাখনও সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। ডালটি হাতে লইয়া নিরীক্ষণ করিয়া তীব্র দৃষ্টিতে মাখনের প্রতি চাহিলেন। বলিলেন—"মাখনা—"

"কি মাঠাকরুণ?"

"মাইনে নিস্? না বেগার খাটিস্?"

মাখনের মেজাজটাও আজ বড় মধুর ছিল না। বিরক্তভাবে সে বলিল—"কেন? কি হয়েছে?"

"একটা আমের ডাল ভেঙে আনতে বল্লাম—তা এই কি ডালের ছিরি?"

"কেন, কি হয়েছে আমের ডালে?"

"কি হয়েছে আমের ডালে? চোখের মাথা খেয়েছিস্? দেখতে পাচ্ছিস্ নে? কতকালকার শুক্‌নো পাতা, পোকায় খেয়েছে—এই ডালে কখনও ঘট হয়? গাছে উঠিস্‌নি, নীচে থেকে হাত বাড়িয়ে পেড়েছিস্ বুঝি?"

মাখন বলিল—"গাছে উঠতে হবে কেন? নীচে থেকেই কত ডাল নাগাল পাওয়া যায়।"

"হুঁ—আমি তা আগেই বুঝতে পেরেছি ডালের চেহারা দেখে। যা, আর একটা ভাল দেখে ডাল নিয়ে আয়, গাছের মগডালে উঠে। বেশ কচি কচি পাতা দেখে।"

মাখন বলিতে যাইতেছিল—"কেন মাঠাকরুণ, দেবতা ডাল খাবে না কি?" কিন্তু সামলাইয়া লইয়া বলিল—"আচ্ছা, নীচে থেকেই আর একটা ভাল দেখে পেড়ে আন্‌ছি। গাছে আর উঠতে পারব না।"

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন—"কেন? গাছে উঠতে পারবিনে কেন? সোনার অঙ্গে ব্যথা লাগবে? এত নবাব হয়েছিস্?"

"নবাব হয়েছি কে বল্‌ছে? কা'ল বৃষ্টি হয়ে গেছে, গাছের ডালে পিছল, শেষে কি চাক্‌রী করতে এসে গাছ থেকে প'ড়ে প্রাণটা খোয়াব?"

গৃহিণী বলিলেন—"আহাহা! দেখিস্! পিছল হয়েছে ব'লে বিশ্বে আর ত কেউ মাটিতে পা দিচ্ছে না! সবাই বিছানার গদীর উপর পা তুলে ব'সে আছে!"

রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে মাখন চলিয়া গেল।

একটু এদিক্ ওদিক্ করিয়া গৃহিণী ভাবিলেন, রান্নাঘরে গিয়া বধূদিগকে এইবারে একটু শাসন করিয়া আসিবেন। উঠানে তাড়াতাড়ি যাইতে যাইতে পিছলে দড়াম করিয়া পড়িয়া গেলেন। পড়িয়া উহু উহু শব্দ করিয়া উঠিলেন। বৌ-ঝিরা কার্য্য ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল। মাখন বাগানে গাছের উপর হইতে উঠান দেখিতে পাইতেছিল, এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া, পাতার মধ্যে বসিয়া, মুখে কাপড় দিয়া সে খুব খানিক হাসিয়া লইল।

নবম পরিচ্ছেদ

সিদ্ধিদাতা গণেশ।

বধূরা, কন্যারা চতুর্দ্দিক্ হইতে, কেহ রান্না ফেলিয়া, কেহ কুটনা রাখিয়া, কেহ বাটনা ছাড়িয়া, কেহ বা স্তন্যপানরত শিশুকে ভূমিতে নামাইয়া ছুটিয়া আসিল

"কি ক'রে প'ড়ে গেলে?" "আহা, কোন্‌খানটায় লেগেছে!" "বেশী লাগেনি ত?"—ইত্যাকার প্রশ্ন যুগপৎ বর্ষিত হইতে লাগিল। গৃহিণী কাহারও কোন প্রশ্নে কর্ণপাত না করিয়া, বড়বধূর পানে চাহিয়া বলিলেন—"বড়বৌমা, রান্নাঘরে শিকল দিয়ে আসনি বোধ হয়? বেড়ালে সব খেয়ে ফেলবে!" বড়বধূ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, কোন চিন্তা নাই, তিনি শিকল উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া আসিয়াছেন।

মেজবধূ তখন শ্বশ্রূর হস্ত ধারণ করিয়া ভূমি হইতে তাঁহাকে উঠাইলেন। তাঁহার বস্ত্র কর্দ্দমাক্ত। স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। কাপড় ছাড়াইবার জন্ম মেজবউ তাঁহাকে শয়নঘরে লইয়া যাইতে লাগিলেন। গৃহিণী এক-একবার বেদনাব্যঞ্জক উহু উহু শব্দ করিতে করিতে, মেজবধূর স্কন্ধে হাত রাখিয়া, খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিতে লাগিলেন। বারান্দায় উঠিয়া বলিলেন—"একবারে চান ক'রে ফেলি। একটু তেল দিয়ে আয় কেউ।"

শুনিবামাত্র একজন ছুটিয়া গিয়া, একটা বাটি করিয়া খানিকটা সরিষার তৈল গরম করিয়া আনিল। মেজবউ সেই তৈল শ্বশ্রূদেবীর গাত্রে, বিশেষতঃ বেদনার স্থানে, উত্তমরূপে মালিশ করিয়া দিতে লাগিলেন। বধূ বলিলেন—"মা, আর ঘাটে গিয়ে কায নেই, বাড়ীতেই তোলাজলে স্নান ক'রে ফেল।" কিন্তু গৃহিণী সম্মত হইলেন না। তখন মেজবউ তাঁহাকে হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া খিড়কীর পুষ্করিণীতে স্নান করাইয়া আনিলেন।

স্নানান্তে পরিচ্ছন্ন হইয়া, হরিনামের মালা হাতে করিয়া গৃহিণী যখন একটু খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে দালানে আসিলেন, সীতানাথ তখন আহার করিয়া উঠিয়াছেন।

সীতানাথ বলিলেন—"মা, নিজের দোষে কষ্ট পাও কেন? বউরা রয়েছে, সবাই রয়েছে, কেউ ছেলেমানুষ নয়, ওরা করুছে কর্ম্মাচ্ছে, কেন তুমি এত আঁকু-পাঁকু কর বল দিকিনি? ব্যথা রয়েছে এখনও? এক কায কর, খাওয়া-দাওয়া হ'লে, রোদ্দুরে শুয়ে, খানিকটে তার্পিন তেলে কর্পূর মিশিয়ে, বেশ ক'রে গরম ক'রে, মালিশ করাও। তা হ'লে আর ব্যথাটা বেশী হ'তে পাবে না।"

গৃহিণী বলিলেন, "তাহাতে কোন আবশ্যক নাই। আপনিই ভাল হইয়া যাইবে।"

এই বলিয়া পুত্রকে পূজার ঘরে 'যাত্রা' করাইতে লইয়া গেলেন। কক্ষটির মধ্যস্থলে একখানি কুশাসন বিছান আছে। তাহার সম্মুখে আলেপনচিত্রের উপর একটি জলপূর্ণ পিত্তলের ঘটি বসান। একটি আম্র-শাখা জলে ডুবান রহিয়াছে। সীতানাথ গিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। ঘটকে প্রণাম করিবার সঙ্গে সঙ্গে কিরূপ তাঁহার দেবতাকে প্রার্থনা জানাইতে হইবে, তাহা মা শিখাইয়া দিলেন। সম্মুখে কুলুঙ্গিতে সিংহাসনে নারায়ণ-শিলা। ঘট-প্রণাম শেষ হইলে, জননী নারায়ণকে দেখাইয়া বলিলেন—"জয় বাবা সত্যনারায়ণ মধুসূদন,—বাবাকে ভক্তিভরে প্রণাম কর।" সীতানাথ তাহাই করিলেন। দেওয়ালে একখানি কালীঘাটের পট পেরেক দিয়া আঁটা ছিল। সেখানিকে দেখাইয়া গৃহিণী বলিলেন—"জয় মা কালীঘাটের কালী করালবদনী, মনস্কামনা পূর্ণ কর মা। ওঁকে প্রণাম কর।" সীতানাথ তাহাই করিলেন। দুয়ারের উপর একখানি ফ্রেমে বাঁধানো আর্টষ্টুডিও কর্ত্তৃক অঙ্কিত দশভুজার ছবি টাঙানো ছিল। সেখানির প্রতি পুত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জননী বলিলেন—"জয় মা জগজ্জননী আদ্যাশক্তি ভগবতী! ভক্তের প্রতি মুখ তুলে চেও মা।—মাকে প্রণাম কর।—মা'র ডানদিকে মা সরস্বতী রয়েছেন,—ওঁকে প্রণাম কর—জয় মা, দোহাই মা, কণ্ঠে অধিষ্ঠান হোয়ো মা বাগ্‌দেবী।—সিদ্ধিদাতা গণেশকে প্রণাম কর।—বাবা সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গজানন লম্বোদর,—যেন কার্য্যসিদ্ধি হয় বাবা।"

দেবতাকুলকে প্রণাম করা শেষ হইলে, সীতানাথ অবশেষে জননীকে প্রণাম করিলেন। জননী আশীর্ব্বাদ করিলেন, "রণে জয়ী হয়ে এস।" পূর্ব্বে যখন আমরা বীরজাতি ছিলাম, তখন যে প্রকার আশীর্বচন প্রচলিত ছিল, এখনও তাহাই চলিয়া আসিতেছে। রণজয়ের অর্থের কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা ঘটিয়াছে মাত্র। এখন রণজয়ের অর্থে অধিকাংশ সময়েই সাহেবের চাকরী লাভ বা মোকর্দ্দমায় জিতিয়া আসা অথবা ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় পাস করা।

সীতানাথ দণ্ডায়মান হইবামাত্র গৃহিণী তাঁহার ললাটে দধি ও হরিদ্রার তিলক পরাইয়া দিলেন। একটি বিল্বপত্র দিয়া বলিলেন—"এটি বেশ ক'রে শুঁকে, কানে গুঁজে রাখ।" কিঞ্চিৎ সিদ্ধি অঞ্চল হইতে খুলিয়া দিয়া বলিলেন—"এইটুকু চিবিয়ে খেয়ে ফেল।"

অতঃপর সীতানাথ বাহিরে আসিলেন। পাল্কীর বেহারাগণের আহার তখনও শেষ হয় নাই দেখিয়া, সীতানাথ আর একবার তামাক আদেশ করিলেন। তিনি তামাক খাইতে খাইতে, বেহারাগণ প্রস্তুত হইল, সীতানাথ পাল্কীতে উঠিয়া গমন করিলেন।

গৃহিণী দুয়ার অবধি আসিয়া বলিতে লাগিলেন—"দুর্গা দুর্গা দুর্গা। সিদ্ধিদাতা—গণেশ—সিদ্ধিদাতা গণেশ।" বেহারাগণ পাল্কী উঠাইয়া লইয়া একটানা অদ্ভুত শব্দ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পরেই সীতানাথ রায়ের পাল্কী সূর্য্যপুর গ্রামে প্রবেশ করিল। গ্রামবধূগণ তখন কুম্ভকক্ষে ঘাটে যাইতে পথে বাহির হইয়াছে। তাহারা ঘোমটার ভিতর হইতে সুকৌশলে সীতানাথের রূপমূর্ত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লইল।

গ্রামখানি ক্ষুদ্র। ইহা সূর্য্যপুর খালের উভয় তীরে অবস্থিত। সূর্য্যপুর প্রাচীনকাল হইতে গুড়ব্যবসায়ের জন্ম বিখ্যাত। জমিদার হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের বাসভবন গ্রামের প্রান্তে, খালের অনতিদূরে। সীতা রায়ের আগমনসংবাদ পত্র দ্বারা পূর্ব্বাহ্ণেই হরিহর বাবু অবগত ছিলেন। তাঁহার একজন উচ্চ কর্ম্মচারী বাটীর বাহিরে আসিয়া সীতানাথকে অভ্যর্থনা করিল। সীতানাথের জন্ম নির্দ্দিষ্ট বাসভবনে তাঁহাকে আনিয়া খানসামা ডাকিয়া, হস্তপদাদি ধৌত করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, বাবুকে সংবাদ দিতে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই মোটা-সোটা, নাদুসনুদুস মোলায়েম চেহারা হরিহর বাবু আসিয়া উপস্থিত। "আরে রায়জি, রায়জি, ভাল ত হে? বাড়ীর সব মঙ্গল? কতক্ষণ পৌঁছিলে বল?"

সীতানাথ সহাস্যমুখে তাঁহার প্রশ্নাবলীর উত্তর দিয়া হরিহর বাবুর কায়িক, মানসিক ও পারিবারিক কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ক্রমে একজন ভৃত্য আসিয়া জলযোগ প্রস্তুত থাকার সংবাদ দিল। হরিহর বাবু সীতানাথকে লইয়া বৈঠকখানা-মহলে প্রবেশ করিলেন। দুই জনে একত্রে উপবেশন করিয়া জলযোগ করিতে লাগিলেন।

সীতানাথ পথশ্রমে কাতর ছিলেন, এই কারণে হরিহর বাবু আদেশ করিলেন, সান্ধ্যভোজন সত্বর যাহাতে প্রস্তুত হয়। আহারাদির পর হরিহর বাবু বলিলেন—পরদিন প্রভাতে আসল কথাবার্ত্তা হইবে। সীতানাথ স্বস্থানে উপস্থিত হইয়া শয্যায় শয়মান হইলেন, একজন খানসামা তাঁহার গা টিপিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ

লাঠৌষধি।

প্রভাতে উঠিয়া সীতানাথ হরিহরবাবুর নিকট উপস্থিত হইতেই দেখিলেন, তাঁহার মেজাজ অপ্রসন্ন। হাতে একখানি অমৃতবাজার পত্রিকা, নিকটে চায়ের পেয়ালা। হরিহরবাবু সংবাদপত্রের একটা স্থানে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া বলিলেন—"মাথা আর মুণ্ডু!"

সীতানাথ কুতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি?"

হরিহরবাবু কাগজটা টেবিলে ফেলিয়া, একটা হাতে সজোরে আঘাত করিয়া বলিলেন—"সকালে উঠে এই একজনকার চিঠিটা প'ড়ে মেজাজ ভারী বিগড়ে গেছে।"

"কেন, কি হয়েছে?"

হরিহরবাবু কাগজটা উঠাইয়া মনে মনে অধ্যয়ন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"একজন হিন্দু ভদ্রলোক একখানি সেকেণ্ড-ক্লাসের টিকিট নিয়ে, কোন্নগর থেকে আসানসোল যাচ্ছিলেন। গাড়ীতে একটা ফিরিঙ্গি ছিল। মাঝের কোন একটা ষ্টেশনে বাবুর চাকর এসে একটি রূপোবাঁধানো হুঁকো ক'রে একছিলিম তামাক সেজে দিয়ে যায়, তাই তিনি খাচ্ছিলেন। এই দেখে ফিরিঙ্গিটা তাঁকে তামাক খেতে বারণ করে, তাতে তিনি কর্ণপাত করেন না। তাতে ফিরিঙ্গিটা, রেগে মেগে বাবুটিকে গালমন্দ দিয়ে, হাত থেকে হুঁকো কেড়ে টান মেরে বাইরে ফেলে দিয়েছে। পরের ষ্টেশনে পুলিশের কাছে বাবুটি নালিশ করতে গিয়েছিলেন, পুলিশ নালিশ নেয়নি, তাই বাবুটি খবরের কাগজে চিঠি লিখে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছেন।"

শুনিয়া সীতানাথ রুষ্টভাবে বলিলেন—"তা ঠিকই হয়েছে। তুই বাবু বাঙ্গালীর ছেলে, তোর সেকেন কেলাসে যাবার দরকার কি? কেন, থার্ড কেলাস নেই? ইণ্টারমিডিয়েট নেই? আর সেকেন কেলাসে গেলি গেলি, যখন দেখলি একজন সায়েব রয়েছে তাতে, তখন সে গাড়ীতে চড়বার দরকার কি? অন্য গাড়ীতে যায়গা ছিল না?"

হরিহরবাবু এ কথা শুনিয়া, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"তুমি কি বল ঠাকুর? অবশ্য এই রকম ক'রে ক'রেই ত তোমরা দেশের সর্ব্বনাশটা করেছ।"

"কেন, তা হ'লে আপনার মতে বাবুটির কি করা উচিত ছিল?"

"আমার মতে কি করা উচিত ছিল? উচিত ছিল, সে ফিরিঙ্গি বেটার কানটা ধ'রে, ঠাস্ ঠাস্ ক'রে দু' চার কষিয়ে দেওয়া। তার পর তার সিগারেটের বাক্সটা কি আর কিছু নিয়ে, জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দেওয়া। তার পর গম্ভীর হয়ে ব'সে থাকা। পুলিশে নালিশ না করা। খবরের কাগজে কাঁদুনি না গাওয়া।"

সীতানাথ বলিলেন—"তা বাঙ্গালী কখনও ইংরেজের জোরে পারে? সাহেব বুঝি অমনি তাকে ছেড়ে কথা কইত? গায়ে জোর নেই, কাজেই চুপ ক'রে থাকতে হয়।"

হরিহরবাবু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"ঢের এমন বাঙ্গালী আছে, যাদের গায়ে সাধারণ ইংরেজের চেয়ে বেশী জোর। তারাও যখন ও অবস্থায় পড়ে, তখন কি ল্যাজ গুটিয়ে পালায় না? আর যারা আছে, যারা সাধারণ ইংরেজের চেয়ে দুর্ব্বল, তাদের গায়ে এমন জোরটুকু যথেষ্ট আছে, যাতে অন্ততঃ সাহেবকে গোটাকতক ঘুসি বসিয়ে দিতে পারে। গোটাকতক ঘুসি মারতে কতটুকু জোরের প্রয়োজন মশায়? সে যদি পাঁচটা ঘুসি মারে, আমি ত তাকে দুটোও মারতে পারব। দুর্ব্বলতার দোহাই দিও না। যা বল আছে, প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট আছে। সেইটুকুর তারা সদ্ব্যবহার করে না কেন?"

সীতানাথ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—"সদ্ব্যবহার করে না কেন, তার অনেক কারণ। একটা কারণ বাঙ্গালী গরীব, মারামারি ক'রে ফৌজদারী বাধিয়ে বসবে, তার কি অর্থ-বল আছে যে উকীল মোক্তার দিয়ে লড়াই করবে?"

হরিহরবাবু বলিতে লাগিলেন—"ইংরেজের সঙ্গে মারামারি করলে ফৌজদারীই যে বাধবে, তার মানে নেই। যদি ঐ রকম গাড়ীর কামরায় বা অন্য কোথাও যেখানে পুলিশের কড়া পাহারা নেই, সেখানে যদি মারামারি হয়, তা হ'লে আদালতে আসার কোনই আশঙ্কা নেই। মারামারি ক'রে ইংরেজ যদি মার খায়, তা হ'লে সে আর পুলিশে নালিশ করবে না, এটা নিশ্চিত একেবারে। মার খেয়ে বা অপমানিত হ'য়ে কবুল করা তাদের কুষ্ঠীতেই লেখেনি। যদি সে নিজে জয়ী হয়, তা হ'লে তার পুলিশে যাওয়ার কোনও আবশ্যকতা থাকে না। তবে যদি প্রকাশ্য স্থানে—যেমন কলকাতার রাস্তায় বা ট্রামগাড়ীতে মারামারি হয়, তবে ফৌজদারীর আশঙ্কা আছে বটে। তা আছে আছেই, না হয় জেলেই যাবে হে। তার জন্যে এত ভাবনা কিসের? এই ত রাশিয়াতে হাজার বাধছে, লোকগুলোকে ধ'রে ধ'রে সাইবিরিয়ায় বনবাস দিয়ে পাঠাচ্ছে, তবু কি তারা ক্ষান্ত হচ্ছে? সাইবিরিয়ার তুলনায় আমাদের এ সব জেল ত বিশেষ আরামের জায়গা হে!"

সীতানাথ মুচকিয়া হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, শ্বশুর-বাড়ী। শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরে গেলে সমাজে তখন মুখ দেখাবে কি ক'রে? সবাই বলবে—এটা অতি হতভাগা, জেল খেটে এসেছে।"

হরিহরবাবু পূর্ব্ববৎ উত্তেজিতভাবে বলিলেন—"ভারী দুর্ভাগ্যের বিষয়। আমাদের দেশের যেমন পাব্লিক, তেমনি পাব্লিক ওপিনিয়ন। এ রকম লোক যারা নিজের আত্মসম্মানের পরিচয় দিয়েছে, জেল থেকে বেরিয়ে এসে, সমাজে তাদের আরও সম্মান হওয়া উচিত। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার দুঃখ করেছেন, ইংলণ্ডের এখন এমনি অধোগতি হয়েছে, বিদ্যাবুদ্ধির সম্মান সাধারণের কাছে এতই কম, গায়ের জোরের প্রতি ভক্তি এমনি বেশী যে, ইউনিভার্সিটির যে ছাত্র সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা দিয়ে, অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিলে, তার নাম সাধারণে জানে না; তার ছবি কেউ কখনো দেখতে পায় না; আর সেই ইউনিভার্সিটির যোট্‌রেসে যারা জয় লাভ করেছে, তাদের নাম মুখে মুখে, তাদের ছবি ঘরে ঘরে টাঙ্গানো। স্পেন্সারের এ লেখা প'ড়ে আমার মনে হ'ল,—হায় হায়, আমাদের দেশের এ অধোগতি কবে হবে?"

সীতানাথ বলিলেন—"তা ব'লে গুণ্ডামিটাই কি ভাল?"

হরিহরবাবু বলিলেন—"এ রকম অপমানিত হয়ে সংবাদপত্রে চিঠি লেখার চেয়ে গুণ্ডামি শত সহস্র গুণে ভাল। আর এই খবরের কাগজগুলো এই সব অপমানের কথা প্রকাশ ক'রে ক'রে দেশের আরও সর্ব্বনাশ করছে।"

"কেন, এতে আরও লোকের রক্ত গরম হয়ে ভাল ফল হবার কথা।"

"ঠিক তার উল্টো। দিনের পর দিন এ রকম অপমান-কাহিনী প'ড়ে প'ড়ে লোকের মন শিথিল হয়ে যায়। একটা দুর্গন্ধ গলিতে বাস করলে, প্রথম প্রথম গন্ধটা কষ্টকর বোধ হয়। তার পর এমনি অভ্যাস হয়ে আসে যে, আর জানতেও পারে না। কাগজওয়ালাদের উচিত এ রকম চিঠি প্রকাশ না করা। যারা অপমানিত হয়ে সেই মুহূর্ত্তে মানুষের মত প্রতিশোধ নিয়েছে, তাদের কাহিনী সংগ্রহ ক'রে যত পারে ছাপাক। তাদের ছবি বের করুক। তাদের জীবনচরিত বের করুক। পাঁচজনে তাদের সম্মানের চক্ষে দেখেছে জানলে আরও দশজন তাদের সম্মানের চক্ষে দেখবে। য়ুরোপে যেমন রয়াল-হিউমেন সোসাইটি আছে, যারা নিজের বিপদকে তুচ্ছজ্ঞান ক'রে পরের প্রাণরক্ষা করেছে, বৎসর বৎসর তাদের মেডাল দেওয়া হয়—সেই রকম আমাদের দেশে এমন একটা সমাজ হয়, যারা

আবশ্যক স্থলে সাহসের, বলের ও মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়েছে, সব তুচ্ছ ক'রে নিজের সম্মান বজায় রাখতে পেরেছে, তাদের মেডাল দেবার জন্যে, তাদের প্রাইজ দেবার জন্যে, তাদের সমবেত ক'রে সমস্ত দেশের একদিনকারও সম্মান তাদের উপহার দেবার জন্যে —তা হ'লে খুব কায হয়।"

সীতানাথ বিজ্ঞের মত হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ—তা বটেই ত,—তা বটেই ত। কিন্তু সমাজ না হয় করলেন, বছরে কজন ক'রে মেডাল পাবে মনে করেন? সমস্ত বাঙ্গালা দেশ থেকে বছরে দুজন কি পাঁচজনের বেশী বেরুবে না।"

হরিহরবাবু বলিলেন—"বছরে যদি পাঁচজনও মানুষের মত মানুষ বেরোয়, তা হ'লে ঢের কায হবে। তাদের দেখাদেখি অন্য লোকের উৎসাহ বাড়বে। যে কোনও একটা সমাজে সবাই যে ভীষ্ম দ্রোণ হয়, তা নয়। জন কতক মানুষের মত লোক থাকলেই সমাজের বাকী লোকও তাদের পুণ্যে ত'রে যায়। প্রাণিবিজ্ঞানে পড়েছিলাম, যত সাপ আছে, তার মধ্যে চৌদ্দআনা রকম বিষহীন। ঐ যে দু আনা পরিমাণ সাপের মারাত্মক রকম বিষ আছে, সেই জন্যে সমস্ত সর্পজাতিটাকে মানুষ যমের মত ভয় করে।"

সীতানাথ আর উত্তর না করিয়া, গম্ভীরভাবে তামাক টানিতে লাগিলেন। হরিহরবাবুও মৌন হইয়া রহিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কার্য্যোদ্ধার।

বাহিরে রৌদ্র উঠিল। বাগান হইতে ভ্রমরের গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল। হরিহরবাবু পুনরায় সংবাদপত্র হাতে তুলিয়া লইয়াছিলেন। পড়িতেছিলেন না—শুধু অন্যমনা হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন এবং পাতা উল্টাইতেছিলেন। সীতানাথ ভাবিতে লাগিলেন, এখনও আসল কথা উত্থাপিত হইল না—বাবু আবার সংবাদপত্র হইতে অন্য প্রসঙ্গ না পাড়িয়া বসেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, —"মেয়েটি আপনার কত বড় হ'ল?"

হরিহরবাবু সংবাদপত্র নামাইয়া বলিলেন— "আমার মেয়ে? এই মোটে দশ বছরে পড়েছে।—"

সীতানাথ বলিলেন—"অঃ—তা হ'লে ত বালিকা।"

"বালিকা বৈ কি। এখনও বিবাহের কিছুই তাড়াতাড়ি নেই।"

সীতানাথ একটু আশ্বস্ত হইলেন, ইহা তাঁহার অভিপ্রায়ের অনুকূল। একবার ভাবিলেন, বাল্য-বিবাহ যে কিরূপ দোষাবহ, তাহার আলোচনা করি। তাহার পর মনে হইল, সেটা অত্যন্ত অদ্ভুত শোনাইবে। আসিয়াছি বিবাহের সম্বন্ধ করিতে—এ অবস্থায় ও প্রকার কথা কহিলে হরিহরবাবুর মনে হঠাৎ সন্দেহের উদয় হইতে পারে—তিনি ভাবিতে পারেন, আমার মনে কিছু মতলব আছে। জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমাদের নবগোপালকে দেখেছেন?"

"দেখেছি, সম্প্রতি দেখিনি। তিন চার বৎসর হ'ল, একবার কলকাতায় কান্তির সঙ্গে তাকে দেখেছিলাম।"

সীতানাথ বলিলেন—"খাসা ছেলে, যেন কার্ত্তিক।"

হরিহরবাবু এই পৌরাণিক উপমা শুনিয়া একটু মৃদু হাস্য করিলেন। বলিলেন—"আজকাল দেনা-পাওনা নামক একটা নূতন উপসর্গ বিবাহ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে। সে সম্বন্ধে কান্তিচন্দ্র তোমাকে কিছু বলেছেন?"

"তা বলেছেন বৈ কি। আপনি বড় ঘরের ছেলে, নজর উঁচু, অলঙ্কার, দানসামগ্রী, টাকা-কড়ি সম্বন্ধে আপনি স্বেচ্ছায় বিচার ক'রে যা দেবেন, তাই তাঁর গ্রহণীয়। সে বিষয়ে কিছু বক্তব্য নেই। শুধু তাঁদের একটা কৌলিক প্রথা আছে, কিছু ভূসম্পত্তি যৌতুক-স্বরূপ জামাতাকে দিতে হবে।"

হরিহরবাবু বলিলেন—"সে উত্তম কথা। কিছু ভূসম্পত্তি জামাতাকে যৌতুক দেওয়ার কল্পনা অনেক-দিন থেকে আমারও মনে আছে। তার জন্যে আটকাবে না।"

সীতানাথ মনে মনে ভাবিলেন—আটকায় কি না দেখা যাবে। অথচ একটু আশঙ্কাও হইল। বলিলেন—"আপনার উপযুক্ত কথাই বলেছেন।"

হরিহরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি রকম ভূসম্পত্তি কান্তিবাবুর মনোমত, তা কিছু আভাস দিয়েছেন?"

"তা দিয়েছেন বৈ কি।"

"কি?"

"তিনি চান, আপনি সুন্দরবনে আপনার জমিদারীর অংশটা জামাতার নামে লেখাপড়া ক'রে দিন।"—বলিয়া সীতানাথ কৌতূহলদৃষ্টিতে হরিহর-বাবুর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

হরিহরবাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন— "সুন্দরবনের জমিদারীটা আমার কত দিনের জান?"

সীতানাথ কিছুই জানিতেন। জমিদারীর বিস্তৃতি,

তাহার আয়ের পরিমাণ, গবর্ণমেণ্টকে দেয় খাজনা প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার নখাগ্রে ছিল। কিন্তু মিথ্যা করিয়া, বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিলেন—“না, তা ত জানিনে।”

“আচ্ছা, একটা আন্দাজ করে দেখি।”

সীতানাথ ভাবিতে লাগিলেন। মুখের ভাবটা অত্যন্ত বোকার মত করিয়া বলিলেন—“কত? হাজার বিঘে হবে কি?”

“হাজার বিঘে হ'লে আমি তা জামাইকে লেখা-পড়া ক'রে দিতে ইতস্ততঃ করতাম না।”

এ কথা শুনিয়া সীতানাথের মনে উৎসাহের সঞ্চার হইল। ভরসা হইল; বলিলেন—“ওঃ, তা হ'লে বিস্তর বিষয় বোধ করি?”

“আট হাজার বিঘে।”

“অ্যাঁ? বলেন কি? আট হাজার বিঘে?”

“আট হাজার বিঘে।”

“অত হবে, তা জানতাম না। আমাদের কান্তি-বাবুরও সুন্দরবনে প্রায় হাজার দশ বিঘের জমিদারী আছে কি না। খুব লাভের বিষয়।”

“এখন আর কি লাভ? ক্রমে জঙ্গল সাফ করিয়ে প্রজা বসিয়ে চাষবাসের বন্দোবস্ত করতে পারলে পরে অনেক লাভ দাঁড়াতে পারে বোধ হয়।”

“তা সে রকম বন্দোবস্ত কিছু হাতে নিয়েছেন না কি?”

“নিয়েছি বৈ কি,—এর জন্যে বিস্তর টাকা ফেলেছি।”

এ সমস্তই সীতানাথ অবগত ছিলেন। সে সকল চাপিয়া বলিলেন—“তাই ত!” অর্থাৎ ভাবটা যেন, “তা হ'লে আর কি ক'রে দেবেন?”

হরিহরবাবু শেষে বলিলেন—“কান্তিবাবু যদি ভূসম্পত্তি চান, তা হ'লে অন্য কোনও একটা ভাল তালুক আমি নবগোপালের নামে লেখাপড়া ক'রে দিতে প্রস্তুত আছি। কোনও একটা ভাল তালুক —যেমন পলাশ কি বারুভুঁই কি কাটিয়ারি—যেটা তাঁর ইচ্ছা হয়।”

সীতানাথ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—“হ্যাঁ! সুন্দরবনের জমিদারীটা হাতছাড়া করা তা হ'লে নিতান্তই আপনার অমত। তা ত হতেই পারে। অতটা বিষয়—বিশেষ যখন অত টাকা ফেলেছেন।”

হরিহরবাবু বলিলেন—“সেইটি কান্তিকে বুঝিয়ে বোলো। শুধু অতটা বিষয় ব'লে যে, তা নয়। আমার ঐ এক মেয়ে, ছেলেপিলে নেই,—আমার বিষয়ের অধিকাংশই আমার অবর্ত্তমানে আমার মেয়ে-জামাই পাবে। সুন্দরবনের ও বিষয় একদিন আমার জামাই পাবে ত, না হয় এখুনি দিতাম। কিন্তু ঐ বিষয়টার উন্নতি করবার জন্যে আমার মাথায় অনেক কৌশল আছে, তার জন্যে ঢের টাকা খরচ করেছি, ঢের টাকা আরও খরচ করব। এখন যদি ও বিষয় আমি হস্তান্তর করি, তা হ'লে আমার যা সব মৎলব আছে, সে আর কিছুই পূর্ণ হবে না। যা আরম্ভ করেছি, তা শেষ হবে না—সব পণ্ড হয়ে যাবে।”

হরিহরবাবুর এই উক্তির মধ্যে একটা স্থান তীক্ষ্ণবুদ্ধি সীতানাথের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। হরিহর বাবু ক্ষান্ত হইবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—“বল্লেন যে, অধিকাংশ বিষয়ই আপনার মেয়ে-জামাই পাবে, আপনার আর সন্তানাদি ঈশ্বর যদি না দেন, তা হ'লে ত সব বিষয়ই আপনার মেয়েজামাইয়ের পাবার কথা, অধিকাংশ কেন!”

হরিহরবাবু হাসিয়া বলিলেন—“সে আমার একটা কল্পনা আছে।”

সীতানাথ বলিলেন—“বলতে বাধা আছে কি?”

হরিহরবাবু হাসিয়া উত্তর করিলেন—“বাধা কিছু নেই। আমার ইচ্ছা আছে, আমার বিষয়ের কিয়দংশ বিক্রী ক'রে, কোন একটা দেশহিতকর কার্য্যের জন্য ব্যয় ক'রে যাব।”

সীতানাথ শুনিয়া সম্ভ্রমের স্বরে বলিলেন—“এ খুব সাধু সঙ্কল্প। আপনি অতি মহাত্মা লোক কি রকম কার্য্যের জন্য ব্যয় করবেন, তা কিছু স্থির করেছেন কি?”

“না, তা এখনও স্থির করিনি। তবে, কি রকম কার্য্যের জন্যে ব্যয় করব না—তা স্থির আছে।”

কৌতূহলের সহিত সীতানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি রকম?”

“কোনও দেবসেবায় নয়। ব্রাহ্মণ-সেবায় নয়। মঠের মোহন্তের সেবায় বা আর কোন ঐ রকম কার্য্যের জন্যে নয়।”

সীতানাথ হাসিয়া বলিলেন—“কেন, দেবতারা কি অপরাধ করলেন? তাঁদের প্রতি অত বিমুখ কেন?”

“অপরাধ কিছু করেন নি। এতদিন বরাবর জাতীয় দানশীলতার বেশী অংশ তাঁরাই পেয়ে এসেছেন। তাঁরা এখন বড় লোক—দিব্যি সুখে বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট। ‘দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।’

রলোকের অভাব বিস্তর। আবার যা হ'চার রসা আছে—তারই থেকে কিছু আবার তাদের ভাবের পূরণার্থ দিয়ে যাক। আবার যাদের যে দের অভাবমোচন হয়ে যাবে, তা নয়,—তবে যা একটু হয়। আমাদের দেশের অপুত্রক ধনী লোকেরা, দত্তক-পুত্র গ্রহণ না ক'রে, যদি এই রকম দেশের অভাবমোচনের জন্যে তাঁদের ধন বিতরণ ক'রে যান, তা হ'লে কত কায হয়। তা ত তাঁরা করবেন না। পোষ্যপুত্র গ্রহণ করবেন—ব্যাপার কি,—না বংশ বজায় থাকবে—নাম বজায় থাকবে। যদিও নাম বজায় থাকবে কি নাম ডুববে, তার কিছুমাত্র স্থিরতা থাকে না। সে ছেলে যে এর পরে কত বড় মাতাল বদমায়েস হয়ে দাঁড়াতে পারে, তাঁর প্রজাদের কি রকম উৎপীড়ন ক'রে নাস্তানাবুদ করতে পারে, তাঁর বিষয় ওড়াতে পারে, তা তাঁরা কখনও ভাবেন না।"

সীতানাথ বলিলেন—"আপনি যে সব আশঙ্কার কথা বল্লেন, তা ত ঔরসজাত পুত্র সম্বন্ধেও সমান খাটে।"

হরিহরবাবু উৎসাহের সহিত বলিলেন—"তা খাটে বৈ কি। ইউরোপে অনেক চিন্তাশীল মহাত্মা, নির্ব্বিচারে পুত্রের 'পিতৃধনে 'উত্তরাধিকারী হওয়ার বিরুদ্ধে মত ঘোষণা করেছেন।"

"ও মত কেউ কার্য্যে পরিণত ক'রে বিশ্বাসের সম্মান রক্ষা করেছেন?"

"কত লোক। এই ত শোনা যাচ্ছে, বহু কোটিপতি কার্ণেগি, নিজের সন্তানদের জন্যে যৎসামান্য কিছু রেখে—বাকী সমস্ত ধন পৃথিবীর উপকারার্থে দিয়ে যাবেন।"

"খুব ত্যাগস্বীকার ত!"

"ওর চেয়েও বেশী ত্যাগস্বীকার লোকে এই মতের জন্যে করেছে। শেলি ব'লে ইংলণ্ডে একজন মহাকবি জন্মেছিলেন। তাঁরও এ বিষয়ে এই রকম মত ছিল। কোনও কারণে তিনি তাঁর আত্মীয়দের দ্বারা পরিত্যক্ত হন। তিনি খুব দরিদ্র অবস্থায়, অন্নবস্ত্রের ক্লেশে জীবন যাপন কর্‌ছিলেন। এই সময় তাঁর পিতামহ বল্লেন,—তোমাকে বাৎসরিক ছ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ—ত্রিশ হাজার টাকার আয়ের সম্পত্তি এখনি দিচ্ছি, কিন্তু এই সর্ত্তে যে, তুমি তোমার ভবিষ্যৎ জ্যেষ্ঠপুত্রকে সে সমস্ত মূল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ক'রে যাবে। শেলি বল্লেন, কি! আমি যাকে জানিনে—সে যেমন মনুষ্যসমাজের ভূষণও হ'তে পারে, তেমনি তার কলঙ্কস্বরূপ হয়ে দাঁড়াতেও কিছুমাত্র আটক নেই—এত সম্পত্তি—পরিশ্রমের উপর একটা প্রভুত্ব—যাকে ইংরেজিতে command over labour বলে—আমি তাকে দিয়ে যেতে প্রতিশ্রুত থাকব?—শেলি তখনকার মত নিজ মতের প্রবল প্রত্যাখ্যান করলেন।"

সীতানাথ মনে মনে ভাবিলেন, "আচ্ছা আহাম্মক ত!" প্রকাশ্যে বলিলেন,—"হাঁ, তা ত বটেই। এ সব খুব উচ্চনীতির কথা। তবে, আমাদের দেশাচার সম্বন্ধে একটা কথা বলি। আপনি যে বল্লেন, বংশরক্ষা কিংবা নাম বজায় করবার জন্যে লোকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ ক'রে যায়, তা ঠিক নয়। ওটা একটা উদ্দেশ্য বটে; কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য তা নয়। প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, পোষ্যপুত্রও ঠিক তার পুত্রের স্থান অধিকার করে কি না—পিণ্ডদানের অধিকারী হয়। পরলোক ভেবেই এটা করা। তা সে সব কথা যাক, সুন্দরবনের জমিদারীটা তা হ'লে আপনার হস্তান্তর কর্‌বার অভিপ্রায় নয়, এই শেষকথা?"

"শেষ কথা। তবে এ কথাটাও কান্তিকে বোলো, ঐ যা বল্লাম যে, কোনও একটা ভাল তালুক তাঁর জমিদারীর সংলগ্ন চান—যেখানে চান—আমি নবগোপালকে যৌতুক দিতে প্রস্তুত আছি। যে রকম তাঁর অভিমত হয়, আমায় যেন চিঠি লিখে জানান।"

সীতানাথ একবার ভাবিলেন, কান্তিকে গিয়া তাহাই বলিবেন। আবার ভাবিলেন, নাঃ, অগ্নির শেষ, শত্রুর শেষ রাখিতে নাই, এ হাঙ্গাম একেবারেই মিটাইয়া যাওয়া ভাল শেষে যদি হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের মত হইয়াই যায়। মানুষের মন, কিছু ত বলা যায় না! সুতরাং বলিলেন—"কান্তিবাবুকে গিয়ে আমার বলবার আর আবশ্যক হবে না। তাঁর শেষ কথা নিয়েই আমি এসেছি।"

"কি?"

"ঐ পণে ভিন্ন পুত্রের বিবাহ দিতে তিনি অক্ষম।"

"অক্ষম?"

"একেবারেই অক্ষম।"

হরিহর বাবু গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"আচ্ছা, তা আর কি করা যাবে, তা হ'লে আমাকে অন্যত্র চেষ্টা দেখতে হবে।"

সীতানাথের মন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল—কিন্তু মুখের ভাবটা অত্যন্ত বিষণ্ণ করিয়া রহিলেন।

সীতানাথ সেই দিনই আহারাদি করিয়া, হরিহরবাবুর নিকট বিদায় হইলেন, কারণ, আশঙ্কা, যদি ইতিমধ্যে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তনই উপস্থিত হয়। সাবধানের বিনাশ নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পত্র হইল।

পূর্ব্ব-বর্ণিত বৈঠকখানা-ঘরে কান্তিচন্দ্র বসিয়া আছেন। প্রভাতকাল। অমুক গ্রামের প্রজারা বিদ্রোহ করিয়া খাজনা বন্ধ করিয়াছে, তৎসম্পর্কীয় কাগজপত্র লইয়া নায়েব মহাশয় বসিয়াছেন, ইতিমধ্যে ডাকওয়ালা আসিয়া কয়েকখানি পত্র দিয়া গেল। নায়েবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কান্তিচন্দ্র বলিলেন—"কাছারিতে গিয়ে দেখব।"—"যে আজ্ঞা হুজুর" বলিয়া নায়েব চলিয়া গেল।

কান্তিচন্দ্র পত্রগুলি খুলিয়া একে একে পাঠ করিলেন। সবগুলি শেষ হইলে, একখানি লইয়া পুনর্ব্বার মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন। সেখানি এইরূপ—

"শ্রীশ্রীদুর্গা
সহায়।

সূর্য্যপুর
(তারিখ)

শ্রীতিসম্ভাষণমেতৎ

অদ্য মধ্যাহ্নকালে শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায় এখান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি কহিলেন, যৌতুক-স্বরূপ যদি আমি সুন্দরবনে আমার জমিদারীর সমস্ত অংশ দান করি, তাহা হইলেই আপনি পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত, অন্যথা নহে। এ সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা আমি সীতানাথের দ্বারায় বলিয়া পাঠাইয়াছি, এ পত্র পৌঁছিবার পূর্ব্বে সে সমস্ত আপনি শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। এ পত্রে সংক্ষেপে তাহা পুনর্ব্বার আবৃত্তি করি।

আপনি জানেন, আমি অপুত্রক, আমার ঐ একমাত্র কন্যা। পুত্রলাভেরও কোনও সম্ভাবনা নাই। আমার যাহা কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে, আমার অবর্ত্তমানে তাহার অধিকাংশই কন্যা-জামাতার প্রাপ্য। সমস্ত না কহিয়া অধিকাংশ কহিবার কারণ এই যে, আমি আমার বিষয়ের কিয়দংশ কোন দেশহিতকর কার্য্যের জন্য উৎসর্গ করিতে চাহি।—এ ক্ষেত্রে আমার সুন্দরবনের বিষয় এখনি জামাতাকে দান করিবার অপর কোনও প্রতিবন্ধক ছিল না, শুধু এই প্রতিবন্ধক। আপনি স্বয়ং সুন্দরবনের একটা বিস্তীর্ণ অংশের ভূম্যধিকারী, আপনি অবগত আছেন, সুন্দরবনের অনেক স্থান কিরূপ উর্ব্বর; জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া ক্রমে প্রজা বসাইতে পারিলে সুন্দরবনের সম্পত্তি ভবিষ্যতে বিশেষ লাভের আকর হইয়া দাঁড়াইতে পারে। আমি এই উদ্দেশ্যে অনেক টাকা ফেলিয়াছি, অনেক স্থলে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, এখন যদি এ বিষয় হস্তান্তরিত করি, তাহা হইলে আমার আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন হইবে না, ইহাই আমার একমাত্র প্রতিবন্ধক।

আমার এই প্রতিবন্ধকের কথা শুনিয়া আপনার তরফ হইতে সীতানাথ শেষ জবাব আমাকে দিয়া গিয়াছেন। আপনার সহিত কুটুম্বিতা আমার অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল, তাহার সম্ভাবনা তিরোহিত হওয়াতে আমি দুঃখিত। এ সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, তাহারই জন্য এ পত্র আপনাকে লিখিতেছি। আমার প্রস্তাব এই—সুন্দরবনের জমিদারীর সর্ব্বস্বত্ব আমি জামাতাকে লেখাপড়া করিয়া দিব, কিন্তু আমি স্বয়ং যাবজ্জীবন উক্ত বিষয়ের ট্রাষ্টী থাকিব। লভ্যাংশ হইতে আমার ইচ্ছামত উহার উন্নতিকল্পে যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তাহা আমি করিব। বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ আমার হস্তে রহিবে। আমার মৃত্যুর পর, জামাতা উহাতে সম্পূর্ণ স্বাধীন-স্বত্ব লাভ করিবেন। ইহাতে যদি আপনার মত হয়, তবে আমি কন্যার বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছি। বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, ইহাতে আপনার অলাভের কোনও কারণ নাই। বরং এখন আপনার পুত্রকে ঐ বিষয় দান করিলে উহার যাহা মূল্য হইত, আমার সংকল্পিত উন্নতিসাধনের পর তাহার মূল্য অন্ততঃ চতুর্গুণ হইবে। কেবল উপস্থিত লভ্যাংশ হইতে আপনি বঞ্চিত থাকিবেন। আপনি অবশ্যই অবগত আছেন, উপস্থিত লভ্যাংশ বড় বেশী নহে।

আপনি যদি এ প্রস্তাবে সম্মত হন, তাহা হইলে পত্রদ্বারা আমায় জানাইয়া বাধিত করিবেন।

ঈশ্বরকৃপায় এ বাটীর সমস্ত মঙ্গল। আপনার পারিবারিক কুশল প্রার্থনা করি। ইতি,

ভবদীয়
শ্রীহরিহর চট্টোপাধ্যায়।"

পত্রপাঠ শেষ করিয়া কান্তিচন্দ্র ডাকিলেন—"দারোয়ান!"

"হুজুর"—বলিয়া দারবান্ নতমস্তকে দাঁড়াইল।

"দেখ ত, রায়জি সূর্য্যপুর থেকে ফিরে এসেছেন কি না।"

"যো হুকুম হুজুর।"—বলিয়া দারবান্ চলিয়া গেল।

কান্তিচন্দ্র উঠিয়া কক্ষের মধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন, আর ভাবিতে লাগিলেন—সুন্দরবনের সম্পত্তি-প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা না করিয়া এখনি যাইবার জন্য তাড়াতাড়ির কারণ আর কিছুই নহে,—পাছে হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ স্ত্রীর অপর সন্তানাদি হয়। সুন্দরবনের সম্পত্তির বর্ত্তমান লভ্যাংশ যে বড় বেশী নয়, তাহা কান্তিচন্দ্র বেশ অবগত ছিলেন। নিজের জমিদারীতে তিনিও জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া প্রজা বসাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন,—হরিহরের জমিদারী হস্তগত হইলে, তাহার আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে তিনি মনোযোগী হইতেন। কিন্তু যে কার্য্য যে আরম্ভ করিয়াছে, সে সেই কার্য্য স্বয়ং শেষ করিতে চাহে,—কাহাকেও তাহার বিশ্বাস হয় না। উত্তম কথা। হরিহর চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং তাহা শেষ করুন। কান্তিচন্দ্রের অনেক ঝঞ্ঝাট বাঁচিয়া যাইবে। অনেক টাকাও বাঁচিয়া যাইবে।

এই সব চিন্তা করিয়া কান্তিচন্দ্রের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

দ্বারবান্ ফিরিয়া আসিয়া নিবেদন করিল, রায়জি এখনও সূর্য্যপুর হইতে প্রত্যাগমন করেন নাই। কান্তিচন্দ্র তখন কাছারি-বাড়ী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কুবুদ্ধির প্রতিফল।

এই দিন অপরাহ্নসময়ে সীতানাথের পাল্কী গ্রামে প্রবেশ করিল।—রায়গৃহিণী দূর হইতে বাহকগণের চীৎকার শুনিতে পাইয়াছিলেন, ত্বরিতপদে হরিনামের মালা হাতে করিয়া সদর দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সীতানাথ পাল্কী হইতে অবতরণ করিয়া সহাস্য বদনে জননীকে প্রণাম করিলেন। অন্যের অগোচরে জননী পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কার্য্যসিদ্ধি?" সীতানাথ বলিলেন,—"তোমার আশীর্ব্বাদ।"

সীতানাথ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অন্যান্য পরিজনগণ সমবেত হইল, সীতানাথ মুখ গম্ভীর করিয়া রহিলেন। কাহার সাধ্য অনুমান করে, কয়েক পল পূর্ব্বে এই মুখে চক্ষে হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গিয়াছে?

রায়গৃহিণী মাখনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিলে তাহাকে বলিলেন—"মাখনা, যা সিকিম বৃষ্টি ক'রে ময়রার দোকান থেকে পাঁচ সিকের ভাল রসগোল্লা কিনে আন সিকিম। বেশ ভাল দেখে, বড় বড় দেখে আনিস্। অমনি হেঁটে বাড় বুরে এক হয়ে যা, হরির লুট দিতে হবে। আর হবে ময়রাকে বলিস্, দেবতার সামগ্রী, ওজনে যেন একটু বেশী ক'রে দেয়।"

মাখন হরির লুট কিনিতে গেল। সীতানাথ হস্ত-পদাদি ধৌত করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা, পথে বেশী কষ্ট হয় নি ত?"

"না, বেশী নয়।"

"সেখান থেকে কখন্ বেরিয়েছিলে?"

"বেরিয়েছিলাম কা'ল আন্দাজ এগারটার সময়।"

রায়গৃহিণী বিস্মিত ও শঙ্কিত হইয়া বলিলেন—"কা'ল বেলা এগারটার সময়! তবে এত দেরী হ'ল কেন? পৌছলে কখন্?"

"পৌছলাম পর্শু সন্ধ্যাবেলায়। তার পর, সকল কথাবার্ত্তা ক'রে, খেয়ে দেয়ে কা'ল বেরুলাম। পরশু সারাদিনের পরিশ্রমে শরীর এত অবসন্ন হয়েছিল, বিশ্রাম যথেষ্ট হয়নি, মণিরামপুরে পৌছে দেখলাম, শরীরে ভারী বেদনা। তাই সেইখানেই রাত্রিটা বিশ্রাম করবার কল্পনা করলাম। আজ আবার খেয়ে দেয়ে বেরিয়েছি।"

অতঃপর মাতাপুত্রে চুপি চুপি অনেক কথা হইল। উভয়েরই মুখ আনন্দে উল্লসিত।

মা বলিলেন—"আজ সকালে লোক দিয়ে কান্তি জান্‌তে পাঠিয়েছিল, তুমি বাড়ী এসেছ কি না।"

সীতানাথ হাস্য করিয়া বলিলেন—"তাহার দেখি ভারী তাগাদা! এই একটু পরে গিয়ে আশাবায়ু নিবৃত্তি ক'রে আস্‌ছি।"—রায়গৃহিণী মুচকিয়া মুচকিয়া হাসিতে লাগিলেন।

মাখন হরির লুট লইয়া ফিরিয়া আসিল। গৃহিণী বলিলেন—"ঐ তুলসীতলায় পিতলের সরা চাপা দিয়ে রেখে দে।"

তুলসীর তলদেশ সদ্য গোময়লিপ্ত হইয়াছিল। মাখন সেখানে হরির লুট রাখিয়া দিল। রায়গৃহিণী বলিলেন—"সীতু, তুমি কাপড় ছেড়ে হরির লুট দাও।"

সীতানাথ বলিলেন—"তুমিই দাও মা। আমি আর পারিনে। রাত্রিরের পর আর" বলিয়া সীতানাথ ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিলেন।

দেবতার প্রতি এই অবহেলায় গৃহিণী কিঞ্চিৎ

অপ্রসন্ন হইয়া উঠিলেন। তথাপি তিনি পুত্রের ক্লান্তি দর্শনে নিজেই হরিরলুট দিতে অগ্রসর হইলেন।

হরিরলুট যখন দেওয়া হইতেছে, তখন আবার জমিদারের দারবান্ রায়জির সন্ধান লইতে আসিল। সীতানাথ বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি আন্দাজ অর্দ্ধ-ঘণ্টায় উপস্থিত হইবেন।

বাটীর পরিজনবর্গ জানিল, হরিরলুট দেওয়া হই-তেছে সীতানাথ নিরাপদে গৃহে ফিরিয়াছেন বলিয়া। হরিরলুটের প্রকৃত কারণ দাত্রী, তাঁহার পুত্রবর এবং হরি ভিন্ন আর কেহ জানিল না।

হরিরলুট দেওয়া শেষ হইলে রায়গৃহিণী গলায় বস্ত্র দিয়া হরিকে প্রণাম করিতে করিতে এইরূপ প্রার্থনা করিলেন—"একটা মনস্কামনা পূর্ণ করলে বাবা—আর একটা মনস্কামনা পূর্ণ কর, একশো—উঁহু—পঞ্চাশ টাকা খরচ ক'রে সত্যনারায়ণের সিন্নি দেব বাবা।" গৃহিণী প্রথমে একশো টাকা বলিতে যাইতে-ছিলেন, তাহা সংশোধন করিয়া পঞ্চাশ টাকা বলি-লেন। একশো টাকার কথাটা ভাল করিয়া চাপা দিবার জন্য বারংবার বলিলেন—"পঞ্চাশ টাকা খরচ ক'রে সত্যনারায়ণের সিন্নি দেব বাবা—পঞ্চাশ টাকা খরচ ক'রে সিন্নি দেব। হে বাবা, দোহাই বাবা—আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর।"

তাহার পর উঠিয়া বাটীর সকলকে—বউঝিকে, ছেলেপিলেকে প্রসাদ বিতরণ করিলেন। সীতা-নাথের অংশেই প্রসাদের সংখ্যাটা প্রচুর পরিমাণে পড়িল। সীতানাথ উত্তমরূপ জলযোগ করিয়া, ধূমপান করিতে বসিলেন। সন্তোষ পূর্ব্বক ধূমপান করিয়া, জমিদারের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কান্তিচন্দ্র তক্তপোষে উপবেশন করিয়া আরামের সহিত আলবোলা টানিতেছিলেন। সীতানাথকে দেখিয়া বাক্য-সম্ভাষণ করিলেন। সীতানাথের মুখ অত্যন্ত বিষণ্ণ। কান্তিচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"কখন্ এলে হে?"

"এই ঘণ্টা দুই হবে পৌঁছেছি।"

"কখন্ বেরিয়েছিলে?"

"কা'ল সেখানে আহারাদি ক'রে মধ্যাহ্নের বেরিয়েছিলাম।"

"এত বিলম্ব?"

বিলম্বের কারণ সীতানাথ খুলিয়া বলিলেন। তখন কান্তিচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"তার পর—ওদি-কের সংবাদ কি?"

সীতানাথ মুখ কাচুমাচু করিয়া বলিলেন—"সে সুবিধে নয়।" বলিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

"কেন? বলে কি?"

সীতানাথ মুখের ভাব অত্যন্ত অবজ্ঞাপূর্ণ করিয়া হাত নাড়িয়া বলিলেন—"আরে, সে মহা কৃপণ লোক। কিছুতেই রাজি হ'ল না! সে বলে, সুন্দর-বনের ও জমিদারীর আমি উন্নতি করছি—এ করছি—তা করছি—ঢের টাকা ফেলেছি—সে দিতে টিতে পারব না। কত ক'রে ভজাবার চেষ্টা করলাম,—বল্লাম, উন্নতি করছ বেশ ত—আমরাই কি উন্নতি না করব, আমরাই কি ফেলে রেখে দেব? আমরাও বংশাবলীক্রমে সুন্দরবনে জমিদারী ক'রে আসছি, আমরা আর জানিনে? কত ক'রে ভজাবার চেষ্টা করলাম, কিছুতেই বর্শ মানলে না। 'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী'।"

কান্তিচন্দ্র ঔদাসীন্যের সহিত বলিলেন—"বটে!"

সীতানাথ বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"সে বলে, একটা কোনও তালুক-টালুক চাও ত দিতে পারি, সুন্দরবনের ও জমিদারী হাতছাড়া করছিনে। আমি বল্লাম, থাক্, তালুকে আমাদের প্রয়োজন নেই। ঐ পণে ভিন্ন আমরা পেরে উঠব না। একেবারে শেষ কথা ব'লে এসেছি।"

কান্তিচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—"কি রকম তালুক দিতে চেয়েছিলেন?"

সীতানাথ মনে একটু শঙ্কিত হইলেন। হরিহর চট্টোপাধ্যায় যে কয়েকটা তালুকের নাম করিয়া-ছিলেন—তাহার প্রত্যেকটাই উৎকৃষ্ট তালুক। সুতরাং চালাকি করিয়া বলিলেন—"কটা তালুকের নাম করলে—নাম মনে হচ্ছে না—কোন কাজেরই তালুক নয়। বল্লে, এইগুলোর মধ্যে যেটা চাও, দিতে পারি। আমি চ'টে ম'টে বল্লাম, থাক, তাতে আমাদের আবশ্যক নেই, আমাদের ছেলের বিয়ে হচ্ছে না, এমন ত নয়।"

কান্তিবাবু পকেটে প্রভাতের চিঠিখানি নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—"পোষ্যপুত্র-টুত্র নেবার কোন রকম মৎলব দেখলে?"

সীতানাথ বলিলেন—"সে খবর ভাল ক'রেই জেনে এসেছি। পোষ্যপুত্র নেবে না বটে, কিন্তু যদি বিয়েই হয়—আমাদেরও কোন আশা নেই রে ভাই। সে বলে, আমার যা কিছু বিষয় আছে, তা থেকে আমার মেয়ে-জামাইকে কিছুকিঞ্চিৎ দিয়ে, বাকী সব সৎকার্য্যে দান ক'রে যাব। ব'লে ছেলেমেয়েকে বিষয়ের উত্তরাধিকারী ক'রে যাওয়া মহা গহিত

র্থ্য ; কত বক্তৃতাই কর্‌লে। বল্লে, বিলেতে কার-ল ব'লে কে নাকি এক কবি আছে, সে তার ছেলে-য়েকে বঞ্চিত ক'রে নিজের তামাম বিষয় খয়রাৎ রে যাচ্চে। সে নাকি বলেছে, প্রভুত্বের উপর রিশ্রম করা ভারী অন্যায়—"

কান্তিচন্দ্র উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভুত্বের উপর পরিশ্রম কি আবার ?"

সীতানাথ তীব্রস্বরে হাত নাড়িয়া বলিলেন—"আরে জানে মশায়! ভাল বুঝতেই পার্‌লাম না ; অত রিজি ফিংরিজি বুঝিনে, আমরা সাদাসিদে মানুষ। মহা সায়েব লোক। চা খায়। দেবতা-ব্রাহ্মণকে-চাল্টো কেয়ার করে। সেখানে কুটুম্বিতে ক'রে খ হবে না।"—বলিয়া সীতানাথ জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিলেন।

কান্তিচন্দ্র পকেট হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া আর একবার পাঠ করিলেন। পাঠান্তে সীতানাথের হস্তে তাহা প্রদান করিলেন। বলিলেন—"দেখ, আজ সকালে এই চিঠিখানা পেলাম। তুমি সেখান থেকে চ'লে আসবার পর বোধ হয় ভেবে চিন্তে দেখেছে—দেখে এই চিঠি লিখেছে।" বলিয়া কান্তি-চন্দ্র ল্যাম্পটা একটু উজ্জ্বল করিয়া দিলেন।

চিঠি পড়িতে পড়িতে সীতানাথের বুক হিম হইয়া গেল,—কিন্তু মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। পাঠ শেষ করিয়া বলিলেন—"যাক্। এত যে বক্তৃতা তার কাছে ক'রে এসেছি—সেটা একেবারে নিষ্ফল হয়নি দেখছি। তবে কি না, ফলটা সদ্য সদ্য হলেই আমারও অনেকটা মনঃকষ্টের লাঘব হ'ত।—কি স্থির কর্‌ছ তা হ'লে ?"

কান্তিচন্দ্র এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ধীরে বলি-লেন,—"তুমি বল্লে, বিষয়ের অধিকাংশ খয়রাৎ ক'রে যাবে, যৎকিঞ্চিৎ জামাই মেয়েকে দিয়ে যাবে,—চিঠিতে ত ঠিক তার উল্টো লিখেছে।"

সীতানাথের মুখ মুহূর্ত্তের জন্য একটু বিপন্নের মত দেখাইল। পরক্ষণেই সে ভাব তিরোহিত হইল। বলিলেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ—তাই ত বল্‌ছি কি না—ওষুধ ধরেছে,—কিন্তু বিলম্বে। এত বক্তৃতা যে করেছি, তা বৃথা হয়নি। আমি বল্লাম কি না বুঝিয়ে—তোমার ও কার্ণজি কার্ণলি রেখে দাও। সাহেবেরা যা কর্‌বে, আমাদেরও কি তাই কর্‌তে হবে না কি ? এই রকম ক'রে ক'রেই ত দেশটা উচ্ছন্ন গেল। চিরকাল বাপপিতামহের আমল থেকে যা হয়ে আস্‌ছে, তাই কর। সৎকার্য্যে দান ক'রে যেতে ইচ্ছে হয়ে থাকে, বেশ ত, সে উত্তম কথা।—তাই ব'লে কি ছেলেমেয়েকে এ রকম বঞ্চিত ক'রে যেতে আছে ? তোমার ষোল আনা থেকে দু আনা বরঞ্চ তুমি সৎকার্য্যে দান ক'রে যাও, তা হ'লেই লোকে তোমায় ধন্য ধন্য কর্‌বে। হ্যাঁ হ্যাঁ—ওষুধ ধরেছে দেখছি। বেশ বেশ। এখন তোমার মত কি বল।"

কান্তিচন্দ্র চিঠিখানি মুড়িয়া পকেটে উঠাইয়া রাখিয়া বলিলেন—"আমার মত বিবাহ দেওয়া।"

অন্তরে বিষম নিরুৎসাহ, মুখে প্রফুল্লতার ভাণ করা—গলদ্‌ঘর্ম্ম পরিশ্রমের ব্যাপার। সীতানাথের কণ্ঠে ক্রমাগত শ্লেষ্মা আসিয়া জমিতে লাগিল। বারং-বার গলা ঝাড়িয়া তিনি বলিলেন—"যাক্, এতটা মেহনৎ যে হ'ল—সার্থক হয়েছে।"

কান্তিচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"মেয়েটিকে তুমি দেখে আসনি ত ?"

"না। তখন যে রকম সুর ধরেছিল হরিহর চাটুর্য্যে, মেয়ে দেখার আর কোনও আবশ্যক বোধ করিনি। বল ত গিয়ে দেখে আসি।"

কান্তিবাবু বলিলেন—"তোমায় আর বার বার কষ্ট দেব না। আমি নিজেই মেয়েটি দেখতে যাব মনে করেছি।"

শুনিয়া সীতানাথের মুখখানি ছোট হইয়া গেল। সেখানে কথাবার্ত্তায় যদি তাঁহার জুয়াচুরি প্রকাশ হইয়া যায়! বলিলেন—"বেশ বেশ—তা হ'লে ত ভালই হয়! আজ তা হ'লে উঠি, আঃ—পা হাত টাটিয়ে রয়েছে। একটু বিশ্রাম না কর্‌লে আর প্রাণটা বাঁচছে না।"—বলিয়া সীতানাথ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বাটী আসিয়া জননীকে সকল কথা বলিলেন।

সে দিন রাত্রে রায়গৃহিণী জলযোগে অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বউঝিরা অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করাইতে সমর্থ হইল মাত্র।

সীতানাথ শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"যা বলেন হরিঠাকুর দিতে চেয়েছিলেন—তখন আমার ক'রে দেবতার উপেক্ষা করাটা ভাল হয়নি।"

কক্ষান্তরে বিনিদ্র শয্যায় রায়গৃহিণী ভাবিতে লাগিলেন—"কি দুর্বুদ্ধি হ'ল—বাছাদের ধনুক,—একলা টাকাই আমদানী হ'ল না।"

—

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

যুগল ব্যাধ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার দুই দিন পরে নবগোপালের পান্সী আসিয়া মহেশপুরের ঘাটে লাগিল। তখনও মধ্যাহ্নকাল আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। নবগোপাল পান্সী হইতে অবতরণ করিয়া তীরবর্ত্তী একটা বৃক্ষের নিম্নে কম্বল পাতিয়া উপবেশন করিল। এক জন দাঁড়িকে আদেশ করিল, নৌকায় যে দুইটা বন্দুকের বাক্স আছে, তাহা আনিয়া দাও। বাক্স দুইটা আসিলে তাহা খুলিয়া নবগোপাল দুইটি বন্দুক বাহির করিল। একটি বন্দুক বড়, একটি ছোট। ছোট বন্দুকটি হাতে লইয়া নবগোপাল উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহার পর বড় বন্দুকের বাক্স হইতে একটি থলি লইয়া তাহার মধ্য হইতে বন্দুক পরিষ্কার করিবার মশলা-সরঞ্জাম বাহির করিল। ছোট বন্দুকটির নলে স্থানে স্থানে মরিচা পড়িয়া গিয়াছিল, নবগোপাল তাহা সযত্নে পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিল। বলা বাহুল্য, এটি সে রমার ব্যবহারের জন্য আনিয়াছে। এটি তাহার বাল্যকালের বন্দুক। প্রথম শিকার বন্দুক—এটি তাহার অত্যন্ত আদরের জিনিস। নিজে যখন সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, বড় বন্দুক ব্যবহার করিতে সমর্থ হইল, তখন কত লোক নবগোপালের নিকট এ বন্দুকটি চাহিয়াছিল, কিন্তু সে কাহাকেও এটি দেয় নাই। রমার জন্য ইহা আনার কল্পনা অদ্য প্রভাতে মাত্র তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়াছে, নতুবা সে বাড়ী হইতেই ইহা পরিষ্কার করিয়া আনিত। নবগোপালের হস্তদ্বয় বন্দুকের প্রতি নিযুক্ত রহিল, কিন্তু তাহার চক্ষুর্দ্বয় বারংবার গ্রাম্যপথের পানে আকৃষ্ট হইতেছে

সূর্য্য আকাশের মধ্যভাগে আরোহণ করিলেন, তখনও রমার দেখা নাই। বন্দুক পরিষ্কার হইয়া ঝক্‌ঝক্ করিতে লাগিল। আকাশে এক একবার মেঘ আসিয়া সূর্য্যকে সিরাইয়া দেয়; আবার রৌদ্র উঠে। এই দুই দিনে রমার সম্বন্ধে নবগোপালের মনে অনেক কৌতূহল জাগিয়া উঠিয়াছে। উহার পিতা কে—কোন্ জাতি, এখনও বয়স [illegible] বিবাহ হয় নাই কেন—ইত্যাদি। ভাবিয়া রাখিয়াছে, আজ রমাকে এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। রমা যাহারই কন্যা হউক, নিতান্ত বালিকা নহে—তাহাকে লইয়া বনে শীকার করিতে যাওয়া কি উচিত?—এ প্রশ্ন নবগোপালের মনে বারংবার উদিত হইয়াছিল। কিন্তু রমার মুখে চক্ষে সে এমন একটা বালিকাসুলভ নিঃসঙ্কোচ নির্ভীকতা দেখিয়া [illegible] যে, তাহাকে বঙ্গগৃহের একটি তরুণী বলিয়া কিছুতেই সে মনে করিতে পারিতেছিল না। নবগোপাল তথাপি বারংবার ভাবিয়াছিল, থাক্, গিয়া কাজ নাই। কিন্তু এই আশ্চর্য্য বালিকার পুনঃসঙ্গলাভের জন্য তাহার মন অত্যন্ত উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল। সুতরাং সে আসিয়াছে। বিংশতি বৎসর বয়সে আমরা সব সময় ততটা হিসাব করিয়া কাজ করি না।

এখনও রমা আসে না। নবগোপাল তখন স্থির করিল, গ্রামপথে একটু অগ্রসর হইয়া রমা আসিতেছে কি না দেখিবে। বন্দুক সেখানে রাখিয়া, উঠিয়া, নবগোপাল গ্রামপথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইল। কোথাও জনমনুষ্য নাই। পথের একটা স্থানে শুষ্ক বংশপত্র পড়িয়া গদির মত কোমল হইয়া গিয়াছে। কিয়দ্দূরে যাইতে যাইতেই বনলক্ষ্মীর দর্শন পাইল। দেখিবামাত্র তাহার অন্তরাত্মা পুলকিত হইয়া উঠিল।

নিকটে অগ্রসর হইয়া নবগোপাল বলিল—"রমা এসেছ?"

রমা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল—"তোমার বন্দুক কৈ?"

"বন্দুক ঘাটের কাছে রেখে এসেছি। তোমার দেরী দেখে ভাবছিলুম, তুমি বুঝি এলে না।"

রমা মৃদুহাস্য করিতে লাগিল।

নবগোপাল বলিল—"আমার সঙ্গে সত্যি শীকার করতে যাবে?"

রমা বলিল—"যাব বৈ কি।"

"তোমার বাড়ীর লোক কিছু বল্‌বে না ত?"

রমা নিশ্চিন্তভাবে বলিল—"কিছু না। আমি পিসীমাকে ব'লে এসেছি, পিসীমা বল্লে, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। পিসীমা শুন্‌তেও পায় না, কিছুই না।"

"তোমাদের বাড়ীতে আর কে কে আছেন?"

"আমার বাবা আছেন; রাজলক্ষ্মী ব'লে আমার ছোট বোন আছে, আর লছমী আছে।"

"লছমী কে?"

"লছমী আমার দাই। আমার ত মা নেই কি না, সেই আমায় মানুষ করেছে।"

"লছমী তোমায় বক্‌বে না?"

রমা অত্যন্ত নিশ্চিন্তভাবে বলিল—"না। লছমী বক্‌বে কেন? সে নিজেই আমায় শীকার কর্‌তে শিখিয়েছিল। আমায় তীরধনুক তৈরি ক'রে দিয়েছিল।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে, উভয়ে ঘাটের কাছে উপস্থিত হইল। বৃক্ষতলে কম্বলের

উপর রমা দেখিল, দুইটা বন্দুক পড়িয়া রহিয়াছে। দ্বিতীয় বন্দুকটি দেখাইয়া রমা জিজ্ঞাসা করিল—"এটা কোথায় পেলে ?"

নবগোপাল বলিল—"ও আমার ছেলেবেলাকার বন্দুক।"

রমা সেটি হস্তে উঠাইয়া লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল—"এতে সব জানোয়ার মারা যায় ?"

"শুধু ছোট জানোয়ার মারা যায়। বাঘ-টাগ মারা যায় না। এটি কি জন্যে এনেছি, জান রমা ?"

রমা বলিল—"না।"

"এটি তোমার জন্যে এনেছি।"

"আমার জন্যে এনেছ ?" বলিয়া রমা বন্দুকটি আবার উঠাইয়া লইল। উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া উত্তেজনাবশতঃ পুনর্ব্বার বলিল—"আমার জন্যে এনেছ সত্যি ?"

নবগোপাল বলিল—"তোমার জন্যে এনেছি।"

বন্দুক লইয়া রমার আনন্দ দেখে কে! বলিল—"চল তবে শীকার করতে যাই।"

নবগোপাল বলিল—"তোমার জন্যে আর একটা জিনিস এনেছি।"

"কি ?"

নবগোপাল তাহার দুইটি পকেট হইতে দুইটি সুন্দর পাদুকা বাহির করিল। বলিল—"বনে বনে বেড়াও, যদি তোমার পায়ে কাঁটা ফুটে যায়, তাই এ দুটি এনেছি। পর দিকিন।"

রমা পরিতে পরিতে বলিল—"এ কি রকম জুতো। লছমী আমার জন্যে বিকানীর থেকে যে জুতো আনিয়ে দিত, সে ত এ রকম নয়। তাতে জরি দেওয়া।"

নবগোপাল বলিল—"তোমার জুতো পরা অভ্যাস আছে ? আজ জুতো প'রে আসনি কেন ?"

রমা বলিল—"এখন আর পারিনে।"

"কেন ?"

"এখন বড় হয়েছি কি না"—বলিয়া রমা মুখখানি বিজ্ঞের মত করিয়া রহিল।

দুই জনে প্রস্তুত হইল। রমা নিজের বন্দুক নিজে লইতে চাহিল। নবগোপাল বলিল—"না, তোমার কষ্ট হবে। এখন আমি ব'য়ে নিয়ে যাই। তুমি যখন চাইবে, তখন দেব।"

রমা দুঃখিত স্বরে বলিল—"আমি তবে কিছু নেব না ?"

নবগোপাল বলিল—"আরও দুটো জিনিস আছে, টোটার বাক্স আর খাবারের থলে। এর একটা নাও।"

রমা টোটার বাক্সটা হাতে ঝুলাইয়া লইল। এই বেশে এই দুইটি নবীন ব্যাধ বনমধ্যে প্রবেশ করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মৃগয়া।

আকাশে রৌদ্র ছিল, কিন্তু ঘনপত্রবহুল বৃক্ষরাজি সে রৌদ্রের অতি অল্প অংশই বনের মধ্যে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিয়াছিল। রমা ও নবগোপাল ছায়ায় ছায়ায়, কোথাও ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া, কোথাও নিম্নশাখা হস্ত দ্বারা উত্তোলন করিয়া পথ করিয়া চলিল। দুই জনের পদতলে শুষ্ক পত্রের রাশি মচ-মচ্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল।

কিয়দ্দূর নীরবে অগ্রসর হইয়া নবগোপাল রমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"রমা, তোমার ভয় করছে না ত ?"

রমা অবজ্ঞায় তাহার রক্তবর্ণ ওষ্ঠযুগল স্ফীত করিয়া বলিল—"কিসের ভয় ?"

শুনিয়া নবগোপালের মন আনন্দিত হইল। এ প্রকৃতির বঙ্গবালিকা সে ত কখন দেখে নাই। আরও কিছুদূর যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা রমা, তুমি কি কি জন্তু শীকার করতে চাও ?"

রমা বলিল—"যে জন্তু পাব।"

"কি রকম জন্তু শীকার করতে তোমার বেশী আমোদ ?"

"যে জন্তু দেখতে ভয়ঙ্কর ?"

"কেমন ?"

"যেমন কুমীর, কি বুনো শূয়ার, কি বাঘ-ভালুক।"

রমা বাঘ-ভালুক শীকার করিতে প্রয়াসী শুনিয়া নবগোপাল মনে মনে হাস্য করিল। যাহার হস্তে বন্দুক স্থির থাকে না, সে ব্যাঘ্র মারিতে চায়! কিন্তু সে ভাব প্রকাশ না করিয়া নবগোপাল উপ-দেশচ্ছলে তাহার তরুণী সঙ্গিনীকে বলিল—"আমি যখন ছেলেমানুষ ছিলাম, তখন কি জন্তু মারতাম জান ?"

"কি ?"

"হাঁস কি বকপাখী, কি ঐ রকম কোন ছোট জানোয়ার। তুমি ত কখনও কোনও জানোয়ার মারনি, তুমিও এখন এই রকম ছোট জানোয়ার

মারতে শেখ। ক্রমে বড় জানোয়ার মারতে পারবে। এ বনে অনেক খরগোস পাওয়া যায়,—"

নবগোপালের কথা শেষ হইতে না দিয়া রমা বলিল—"খরগোস আমি মারব না।"

নবগোপাল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?"

রমা বলিল—"আহা, খরগোস মেরে কাজ নেই! ওরা ভারী নিরীহ জন্তু, কারু ত কোনও অনিষ্ট করে না। ওদের গা কেমন মোলাম, কান দুটি কেমন ঝোলা ঝোলা—তুমি কখনও খরগোস পুষেছিলে?"

"না।"

"আমার একযোড়া খরগোস ছিল। আমার কাকা আছেন, তিনি আমায় এনে দিয়েছিলেন। তখন তারা খুব বাচ্চা ছিল। আর গা এমন শাদা যেন দুধের মত, কেমন নরম, চোখ দুটি লাল লাল, আমি যখন খাঁচার কাছে যেতাম খাবার দিতে কি আর কিছু করতে, আমার পানে চেয়ে থাকত।"

বলিয়া বালিকা মৌন হইয়া রহিল। নবগোপাল জিজ্ঞাসা করিল—"তাদের কি খেতে দিতে?"

"খেতে দিতাম কচি কচি ঘাস। আমি নিজে বাগান থেকে ঘাস তুলে আনতাম। সকালে উঠে শিশিরে ভিজে ভিজে ঘাস, তাই তুলে তুলে আনতাম। এনে, খাঁচা খুলে তাদের বারান্দায় বের ক'রে খাওয়াতাম। প্রথমে দুই হাতে দুটো ঘাস নিয়ে দুজনকে খাওয়াতাম, তাতে ভাল ক'রে খেত না। একদিন কলকাতা থেকে আমাদের কপি এসেছিল, সেই কপির একটা পাতা নিয়ে দুটো খরগোসকে খাওয়াচ্ছিলাম। অত বড় পাতা, দুজন দুদিকে না খেয়ে দুজনেই একদিকে খেতে আরম্ভ করলে। এর কাছে ও মুখ নিয়ে এলে, ও'কে এমনি ক'রে ঠেলে দেয়, এই রকম ক'রে ঝগড়া করতে করতে এমন খেতে লাগল কুড় কুড় ক'রে, সে যদি দেখতে! তুমি কখনও খরগোসের খাওয়া দেখেছ?"

নবগোপাল বলিল—"পোষা খরগোসের খাওয়া দেখিনি বটে, তবে বনের খরগোসের খাওয়া দেখেছি। যখন ওরা চরে, সেই সময়েই মারবার সুবিধে কি না। যখন চরে, সেই সময়েই একটু স্থির থাকে, নইলে অন্য সময় নিশানা করবার অবসরই পাওয়া যায় না।"

রমা একমুহূর্ত্তে নবগোপালের মুখপানে চাহিয়া রহিল। সে চাহনি ভর্ৎসনাপূর্ণ। নবগোপাল তাহা বুঝিতে পারিল। একটু অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি?"

রমা ধীরে ধীরে বলিল—"যে সময় ওরা খায়, সেই সময় তুমি মার? তুমি ভারী নিষ্ঠুর ত!"

নবগোপাল নিরুত্তর রহিল। শুধু মনে মনে ভাবিল—এ ত ভাল লোককে শীকার করতে সঙ্গে আনা গিয়াছে! এ মন্তব্যে সে একটু অপ্রতিভ হইল বটে, কিন্তু কিশোর-হৃদয়ের এই করুণ-চিত্রটি তাহাকে মুগ্ধও করিল।

শীকারের প্রসঙ্গে কথোপকথন ইতিপূর্ব্বে সে কখনও স্ত্রীজাতির সঙ্গে করে নাই। স্ত্রীজাতির মধ্যে তাহার মাতাই তাহার বিশেষ বন্ধু, কিন্তু তিনি যতই পুত্রবৎসল হউন, নবগোপালের শীকারচর্চ্চাকে কখনই স্নিগ্ধ চক্ষে দেখেন না। সুতরাং তাঁহার সম্মুখে সে কখনও শীকারপ্রসঙ্গের অবতারণাই করে [illegible] স্ত্রীজাতি-সুলভ কোমল মন্তব্য তাহার শীকার[illegible] সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতা।

অথচ এই বালিকাটি পশুবধ সম্বন্ধে তাদৃশ কোমলহৃদয়াও ত নহে! নবগোপালের মনে হইল, রমা নিজে খরগোস পুষিয়াছিল, তাই খরগোসের প্রতি উহার এত মায়া। একটা ঘটনা স্মরণ হইল। তাহার পরিচিত একটি ভদ্রলোক আছেন, তিনি ছাগকুলের ধ্বংসের জন্যই পৃথিবীতে অবতীর্ণ বলিলেই হয়। পাঁঠার মাংস ভিন্ন তাঁহার ভোজন কোনও দিন হয় না। এক সময় কলিকাতা হইতে তাঁহার কয়েকজন বন্ধুর সমাগম হয়। তিনি একটি বৃহৎ ছাগল কিনিতে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু দৈবতঃ সে দিন বৃহৎ বা ক্ষুদ্র একটিও ছাগল কিনিতে পাওয়া গেল না। তাঁহার ভৃত্য বহুগ্রাম পর্য্যটন করিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল। তাঁহার একটি প্রকাণ্ডকায় পালিত ছাগল ছিল। এক জন পারিষদ পরামর্শ দিলেন, আজ এই ছাগল কাটা যাউক। তিনি বলিলেন—"না, সে হবে না। আমি যার মুখে ঘাসজল দিয়েছি, তাকে আমি কাটতে পারব না।" নবগোপাল ভাবিতে লাগিল, পালক ও পালিতের সম্বন্ধ সে ক্ষেত্রে একটি জীবের প্রতিই স্নেহবিস্তার করিয়াছিল। বালিকার হৃদয়, এ ক্ষেত্রে সে জাতীয় সর্ব্বজীবকেই আলিঙ্গন করিয়াছে।

রমার খরগোসের গল্প মধ্যস্থলে থামিয়াছিল, তাহা আরও শুনিবার জন্য নবগোপালের মন উৎসুক হইল। এই সময় একটা কাঁটাগাছের ডালে রমার অঞ্চল জড়াইয়া গিয়াছিল। তাহা সাবধানে মোচন করিয়া দিতে দিতে নবগোপাল আবার প্রসঙ্গ

উত্থাপন করিল—"তোমার সে খরগোস এখনও আছে রমা ?"

দুঃখিত স্বরে বালিকা বলিল—"না, সে কুকুরে মেরে ফেলেছে। একটাকে কুকুরে কামড়ে দিয়েছিল, সেটা ম'রে গেল। আর একটাও তাই দেখে দুঃখে ম'রে গেল।"

"কত বড় হয়েছিল ?"

"বেশী বড় হ'তে পায়নি। গাগুলি হলদে হলদে হ'তে আরম্ভ হয়েছিল। একটু বড় হ'লে পরই দিনের বেলা ছেড়ে দিতাম, সারাদিন বাগানে খেলা ক'রে চ'রে বেড়াত, আবার সন্ধ্যাবেলা আপনিই ঘরে ফিরে এসে খাঁচার দোরটির কাছে চুপ ক'রে দুজনে ব'সে থাকত। আমি আদর ক'রে তাদের সঙ্গে কথা কইতাম, গায়ে হাত বুলিয়ে দিতাম, তার পর খাঁচার দোরটি খুলে দিতাম, টুপ টুপ ক'রে তারা ঢুকে পড়ত।"

এই সময়, তাহারা যে স্থানে পৌঁছিল, সেখান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে দেখা গেল, একটা ঢিবির মত রহিয়াছে, তাহার গাত্রে অনেক ছিদ্র। নবগোপাল সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মৃদুস্বরে রমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"ওগুলো কিসের গর্ত্ত জান ?"

রমা বিস্ময়ের স্বরে বলিল—"না।"

"শেয়ালের গর্ত্ত, ওতে শেয়াল থাকে।"—বলিতে বলিতে একটা গর্ত্ত হইতে একটা শৃগাল বাহির হইয়া পড়িল। সে ইহাদিগকে দেখিয়াই এক লম্ফে বনের অন্তরালে লুক্কায়িত হইল।

নবগোপাল জিজ্ঞাসা করিল—"মারবে রমা ?"

রমা চুপি চুপি বলিল—"হ্যাঁ।"

নিকটে একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ ছিল। নবগোপাল রমার হাতটি ধরিয়া তাহাকে বৃক্ষের অন্তরালে টানিয়া লইয়া গেল। বলিল—"এখান থেকে নিশানা করতে হবে। আর একটা শেয়াল বেরুক।"—রমা বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে চুপি চুপি বলিল—"হ্যাঁ।"

অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। একটা বৃহদাকার শৃগাল গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া, চতুর্দ্দিকে আঘ্রাণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পর, কুকুরের মত উচ্চ হইয়া বসিয়া, জিহ্বা দ্বারা স্বীয় বক্ষঃস্থল লেহন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

বন্দুক প্রস্তুত ছিল। ঘোড়া তুলিয়া, ছোট বন্দুকটি রমার হাতে দিয়া নবগোপাল অতি মৃদুস্বরে রমার কর্ণে বলিল—"নিশানা কর। এই যে বন্দুকের মাছি, এই মাছিটিকে ঠিক এমন ক'রে ধর, যেন আড়ালে শেয়ালটাকে দেখা যায়। ধ'রে ঘোড়া ফেল। যেন হাত কাঁপে না।"

রমার তীর-ধনুক ছোড়া অভ্যাস ছিল, লক্ষ্য করা কার্য্যে সে একবারে অনভিজ্ঞা নহে। লক্ষ্য স্থির করিয়া বলিল—"দেখ, হয়েছে ?"

নবগোপাল তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া এক চক্ষু বুজিয়া দেখিয়া বলিল—"হয়েছে। আওয়াজ কর। হাত যেন কাঁপে না।"

রমা বন্দুক আওয়াজ করিয়া দিল। নবগোপাল বলিল,—"হাত কেঁপে গেছে।" শৃগালটা অক্ষতদেহে এক লম্ফ দিয়া জঙ্গলমধ্যে লুক্কায়িত হইল। ঢিবির যে স্থানে গুলীটা গিয়া লাগিয়াছিল, তথা হইতে কিঞ্চিৎ চূর্ণমৃত্তিকা খসিয়া পড়িল।

নবগোপাল হাসিতে লাগিল। রমাও হাসিতে লাগিল। রমা বলিল—"এত ক'রে শক্ত ক'রে ধরলাম, তবু কেঁপে গেল।" নবগোপাল তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—"প্রথম প্রথম ও রকম কেঁপে যায়। বারকতক পরে ঠিক হয়ে যাবে।"

রমা বলিল—"এইখানে দাঁড়িয়ে থাকি এস। আবার একটা বেরুলে আবার মারব।"

নবগোপাল বলিল—"পাগল! বন্দুকের শব্দ পেয়েছে, আর এখন সহজে বেরুবে না। এখানে থেকে আর কোন ফল নেই, চল যাওয়া যাক।"

নবগোপাল বন্দুক দুইটি ও খাবারের থলি লইল। রমা একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ছাড়িয়া টোটার বাক্সটি উঠাইয়া লইল। তখন এই ব্যাধযুগল গভীরতর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বনপর্ব্ব।

কিছু দূর যাইতে যাইতে বন্য হংসের স্বর শ্রুতি-গোচর হইল। নবগোপাল অনুমান করিল, নিকটে জলাশয় আছে। স্বর লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে দুই জনে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়া জলাশয় দেখা গেল। প্রায় ত্রিশ চল্লিশটা হংস চরিতেছে; কয়েকটা কিঞ্চিৎ উপরে উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। দেখিতে অধিক বড় নহে, কৃষ্ণবর্ণ।

নবগোপাল বলিল—"রমা, তোমার বন্দুক তৈরি ক'রে দিই।"

"এবার তুমি মার।"

"আমি ত ঢের মেরেছি—আগে তুমি কিছু মার।"

রমা বলিল—"আবার আমার হাত কেঁপে যাবে—সব হাঁস উড়ে যাবে।"

নবগোপাল বলিল—"এবার হাত কেঁপে গেলে তত ক্ষতি নেই। যখন এক ঝাঁক পাখী ব'সে থাকে, তখন নিশানা করাও সহজ, আর যদি হাত কেঁপে যায়, তা হ'লে একটাকে না লাগে, আর একটাকে লাগে, ফল সমানই হয়।"

শৃগালের বেলায় রমার কিছুই মনে হয় নাই। হাঁস মারিতে হাত উঠিতে চাহে না। আহা, ও-গুলি কেমন সুন্দর দেখিতে! কিন্তু আপত্তি করিতেও লজ্জা করিতে লাগিল। খরগোসে আপত্তি, হাঁসে আপত্তি, সবতাতেই যদি আপত্তি, তবে নবগোপাল বলিতে পারে—"শীকার করিতে আসিলে কেন?" সেই ভয়ে রমা কিছু বলিল না। মন বাঁধিয়া নবগোপালের হাত হইতে বন্দুক লইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "দাও, এবার আমি তৈরি করি। তুমি ফিরে ক'রে দিলে আমি শিখব কি ক'রে?"

বন্দুক প্রস্তুত হইলে, রমা লক্ষ্য স্থির করিল। নবগোপালকে জিজ্ঞাসা করিল—"দেখ, এবার ঠিক হয়েছে?"

নবগোপাল দেখিয়া বলিল—"ঠিক হয়েছে। এবার আওয়াজ কর। হাত কাঁপলে ক্ষতি নেই।"

রমা ঘোড়া টানিয়া দিল। বন্দুক আওয়াজ হইয়া গেল। হংসগুলা ভীত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে উড়িয়া গেল, দুইটা আহত হইয়া জলে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

শীকারীর উৎসাহ রমাকে পাইয়া বসিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বের মায়ার ভাব একেবারে কাটিয়া গেল। সে আনন্দে বলিয়া উঠিল—"ঐ দেখ দুটো পড়েছে।"

নবগোপাল অত্যন্ত হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। রমা তখন যেন নিজের উত্তেজনায় লজ্জিত হইয়া বলিল—"হাঁস মেরেছি দুটো, ভারী ত!" নবগোপাল বলিল—"হাঁস মেরেছ ব'লে নয়। এবার হাত ঠিক্ ছিল, কাঁপেনি।"

রমা হাসিয়া বলিল—"এবার যে তুমি বলেছিলে, কাঁপলে ক্ষতি নেই, তাই আমি ও দিকে মনও দিইনি, হাতও কাঁপেনি। প্রথমবার যদি হাত কাঁপার জন্যে অত ক'রে সাবধান ক'রে না দিতে, তা হ'লে সেবারও কাঁপত না।"

নবগোপাল তখন রমাকে সেইখানে রাখিয়া, শীকারের হংস দুইটা সংগ্রহ করিতে অগ্রসর হইল। জলে নামিয়া যখন তাহাদিগকে থলির মধ্যে পুরিল, তখন তাহারা জবযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

রমার কাছে ফিরিয়া আসিয়া নবগোপাল থলিটি তাহার হাতে দিয়া বলিল—"রমা, এই তোমার প্রথম শীকার হ'ল। তুমি মাংস খাও?"

"খাই বৈ কি।"

"হাঁস খেতে ভালবাস?"

"হাঁস ত আমি কখনো খাইনি।"

"কি মাংস খেয়েছ তবে?"

"পাঁঠার মাংস খেতে আমার খুব ভাল লাগে।"

"কোনও পাখীর মাংস খাওনি?"

রমা একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"পাখী খেয়েছি, তিত্তির আর বটের। হাঁস কখনও খাইনি।"

"হাঁস খেয়ে দেখো, হাঁসের মাংস ভারী চমৎকার।"

রমা একমিনিট কাল মৌন রহিল। পরে বলিল—"বাঃ, এ হাঁস ত তুমি নিয়ে যাবে?"

নবগোপাল রমার হাতটি ধরিয়া সস্নেহে বলিল—"তা কখনও হয়? তোমার প্রথম শীকারের জিনিস—তুমি নেবে।"

রমা জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি হাঁসের মাংস ভালবাস না?"

"ভারী ভালবাসি।"

"তবে অন্ততঃ একটা তোমায় নিয়ে যেতেই হবে।"

নবগোপাল বালিকার আগ্রহ দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিল, এবং বলিল—"দেখ রমা, তোমার হাঁস যদি আমাকে খাওয়াবার এত ইচ্ছে হয়ে থাকে, তবে এক কাজ কর না কেন?"

"কি?"

"আমাকে আজ সন্ধ্যাবেলা তোমাদের বাড়ী নেমন্তন্ন কর না কেন?"

রমা বলিল—"সে ত বেশ। তবে আজ সন্ধ্যাবেলা তোমার নেমন্তন্ন রইল!"

নবগোপাল পরিহাস করিয়া বলিয়াছিল মাত্র, কিন্তু বালিকার উত্তরে, তাহার মনে আবার সেই প্রশ্নের উদয় হইল। রমা যে তাহার সঙ্গে বনে শীকার করিতে আসিল, তাহাতে তাহার বাড়ীর লোক বিরক্ত হইবেন না? রমাকে তাহার জন্য কোনও রূপ লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইবে না? ইহা জানিবার অভিপ্রায়ে তখন সে রমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, তুমি বাড়ী গিয়ে কি ব'লে আমার পরিচয় দেবে?"

"কেন, আমার বাড়ীর লোক কি তোমায় জানে না নাকি মনে করেছ?"

"কি ক'রে জানলে?"

"কেন, আমি বলেছি। পর্শু তুমি যখন নৌকো

থকে আমায় বাড়ী পৌঁছে দিলে, তখন গিয়ে আমি তামার কথা বল্লাম, তুমি পাখী দিয়েছ, তা সবাইকে দখালাম।"

রমাদের পরিবার চিরদিন জঙ্গলের অধিবাসী। একজন বয়স্কা কন্যার যে অনাত্মীয় যুবাপুরুষের সহিত কোথাও যাওয়া উচিত নহে, ইহা তাঁহারা রমাকে শেখান নাই, তাহার কারণ এই যে, মহেশপুর গ্রামে কোনও অনাত্মীয় যুবাপুরুষই ছিল না। তাহা ছাড়া, পাড়ার আর যে কয়েক জন বালক-বালিকা আছে, রমা তাহাদের সহিত যেখানে ইচ্ছা খেলিয়া বেড়াইত, ইহার জন্য কখনও কেহ তাহাকে কোনও কথা বলা আবশ্যক মনে করেন নাই।

সে যাহা হউক, নবগোপাল মনে মনে স্থির করিল, বাড়ী পৌঁছিয়া দিয়া রমাকে বলিয়া যাইবে যে, আজ তাহার নিমন্ত্রণ লওয়া যাইতে পারে না; তাহার পিতার সঙ্গে আলাপ হইলে একদিন আসিয়া খাইবে।

তখন বোধ হয় বেলা তৃতীয় প্রহর। নবগোপাল রমার পানে চাহিয়া বলিল—"রমা, তোমার ক্ষিদে পেয়েছে?"

আর যে কোনও বঙ্গবালিকা হইলে বলিত—"না।" কিন্তু রমার সেরূপ সুহবৎশিক্ষা আদৌ হয় নাই। সে অম্লানবদনে বলিল—"খুব পেয়েছে।"

নবগোপাল বলিল—"আমারও ক্ষিদে পেয়েছে। এস, জলের ধারে ব'সে দুজনে কিছু খাই।"

যেখানে ঘাস ছিল, এমন স্থান অন্বেষণ করিয়া দুই জনে উপবেশন করিল। নবগোপাল তাহার খাবারের থলি হইতে লুচি, মাছভাজা প্রভৃতি বাহির করিল। বোতলে পানীয় জল ছিল। রমা বোতলে হাত দিয়া বলিল—"এ যে গরম।"

নবগোপাল বলিল—"রৌদ্রে গরম হয়ে গেছে। কিন্তু তার উপায় আছে।"

"কি বল দেখি?"

"আচ্ছা, আমি কি করি দেখ।"—বলিয়া নবগোপাল থলির মধ্য হইতে একটি ক্ষুদ্র লৌহযন্ত্র বাহির করিয়া, কিয়দ্দূরে একটা বৃক্ষের ছায়াযুক্ত স্থান খনন করিতে লাগিল। পরে সেই ভূমির মধ্যে বোতলকে আকণ্ঠ প্রোথিত করিল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"এস আমরা ততক্ষণ খাই,—জল ওখানে ঠাণ্ডা হোক্!"

দুই জনে আহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। আহারকালে প্রশ্ন করিয়া করিয়া নবগোপাল রমার গৃহের আত্মীয়গণের কথা অনেক জানিয়া লইল। আহার শেষ হইলে নবগোপাল প্রোথিত বোতল তুলিয়া আনিতে গেল। যে সময় সে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, রমা তখন চীৎকার করিয়া উঠিল—"দেখো দেখো!"

নবগোপাল চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। দেখিল, একটা বৃহৎ বন্য শূকর ক্রোধভরে তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

মুহূর্ত্তমধ্যে নবগোপাল রমার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া স্বীয় বন্দুক উঠাইয়া লইল। বন্যশূকরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আওয়াজ করিয়া দিল।

বন্যশূকরের সৌভাগ্যবশতঃ গুলীটি তাহার পায়ে লাগিয়াছিল। একটা বীভৎস চীৎকার করিয়া, খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সে পলাইয়া গেল।

শূকর পলায়ন করিলে, দুই জনে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া খুব হাসি। ক্রমে জলযোগও সমাপ্ত হইল। রমা সূর্য্যের পানে চাহিয়া বলিল—"এবার ফেরা যাক্, নইলে আমার দেরী হয়ে যাবে।"

দুই জনে তখন গল্প করিতে করিতে গৃহাভিমুখে পদচালনা করিতে লাগিল। জঙ্গলের পথে পর্য্যটন করা নবগোপালের অভ্যাস ছিল, সে অধিক পথ ভুলিল না। বনের দৃশ্য দেখিয়া রমা বলিল—"তুমি মহাভারত পড়েছ?"

"পড়েছি, ছেলেবেলা।"

"আচ্ছা, কোন্ পর্ব্ব তোমার সব চেয়ে ভাল লাগে?"

"দ্রোণপর্ব্ব আর কর্ণপর্ব্ব।"

"আমার সব চেয়ে ভাল লাগে কোন্ পর্ব্ব জান?"

কোন্ পর্ব্ব?"

"বনপর্ব্ব।"

তুমি মহাভারত পড়তে পার?"

"না, আমাদের বাড়ীর কাছে যে বড় পুরুতরা আছে, তাদের বাড়ী রোজ মহাভারত পড়া হয় কি না, আমি শুনতে যাই। বনপর্ব্ব আমার সব চেয়ে ভাল লাগে। এই বন দেখে আমার বনপর্ব্বের কথা খালি মনে হচ্ছে। আমার সব চেয়ে সেইখানটা ভাল লাগে, যেখানে ভীম নীলপদ্ম আনতে যাচ্ছেন। সেই যেখানে আছে—

অতঃপর ভীম, পরাক্রমে ভীম,
চলিলা উত্তর পথে,
দুই তীরে বন, আছয়ে পর্ব্বত
[illegible] বৃক্ষ তাহে—

সেইখান থেকে বরাবর যে অবধি ভীম কুবেরপুরী থেকে যুদ্ধ ক'রে পদ্ম নিয়ে এলেন। আমাদের বন

আছে, কিন্তু পাহাড় নেই। পাহাড় দেখতে আমার ভারী ইচ্ছে করে। তুমি পাহাড় দেখেছ ?"

"কত দেখেছি। পশ্চিমে অনেক পাহাড় আছে। তোমার দাদা পঞ্জাবে চাকরি করেন বল্লে, যদি কখনও পঞ্জাবে যাও, তা হ'লে অনেক পাহাড় দেখতে পাবে।"

বৃক্ষ ক্রমে বিরল হইয়া আসিতে লাগিল, বন কমিতে লাগিল। ক্রমে দূর হইতে মহেশপুর গ্রামও দেখা গেল। তখন ইহারা একটি সঙ্কীর্ণ গো-শকটের পথে আসিয়া পড়িল।

এই পথে কিছু দূর আসিয়া, রমা সহসা আহ্লাদে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। দূরে একটি মনুষ্যমূর্ত্তিকে নির্দ্দেশ করিয়া আনন্দে নবগোপালকে জিজ্ঞাসা করিল —"কে বল দিকি ?"

"কে ?"

"তুমি বল না।"

"আমি ত চিনিনে।"

"আমার বাবা"—বলিয়া রমা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া,—কলহাস্যের সহিত পিতৃসম্ভাষণে ছুটিয়া চলিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অন্বেষণ।

বেলা তৃতীয় প্রহর আরম্ভপ্রায়। গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের অন্তঃপুরস্থিত সকলেরই আহারাদি শেষ হইয়াছে। বৃদ্ধা পিসীমা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া মালা জপ করিতেছেন। তাঁহার কিছুদূরে বসিয়া লছমী একটি আঙিয়া সেলাই করিতেছে। বাড়ীতে আর কেহই নাই।

পিসীমা লছমীর হস্তস্থিত কারুকার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"আর একটা আরম্ভ ক'রেছিস যে দেখছি লছমী।"

লছমী তাঁহার পানে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিল। অত দূর হইতে তাঁহাকে কিছু বলা না বলা সমান। লছমী আপন মনে সেলাই করিয়া যাইতে লাগিল। পিসীমা কিয়ৎক্ষণ আবার মালাজপ করিলেন। লছমী যে অংশে সূচিচালনা করিতেছিল, সে অংশটি শেষ হইলে, অপর একটি ভাঁজ সর্ম্মুখে খুলিল। নীল সাটীন মধ্যাহ্নের আলোকে ঝকমক্ করিয়া উঠিল।

তাহা দেখিয়া পিসীমা বলিলেন—"এবার যে ভারী বাহারের আঙিয়া হচ্ছে দেখছি। এটা কার জন্যে তৈরি কচ্ছিস, রাজির জন্যে, না রমার জন্যে ?"

এই প্রশ্নে লছমীর মুখ হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কারুকার্য্যটি সে নিজ আসনে নামাইয়া রাখিয়া পিসীমার নিকট উঠিয়া গেল। তাঁহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া হাতের আড়াল দিয়া বলিল —"এটা রমার বিয়ের জন্য তৈরী করছি দিদি।"

শুনিয়া পিসীমা ললাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন —"কত দিনে নারায়ণ মুখ তুলে চাইবেন, তা ত জানিনে।"

লছমী বলিল—"ভেব না দিদি, শীগগিরই রমার বর আসবে। খুব সুন্দর,—ধনী, জ্ঞানী, বিদ্বান্, বর আসবে।"

পিসীমা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। সুন্দর, ধনী, বিদ্বান্ বরে কাজ নেই,—একটি যেমন তেমন—কাণাখোঁড়া না হয়,—গেরস্তঘরের বর এলেই বাঁচি। জাত রক্ষে হয়। হে মধুসূদন—তুমি না জাত রক্ষে করলে কে করবে বাবা ?"

লছমী বলিল—"তোমাদের দেশের চাল ভারী খারাপ। রমা এই মোটে চৌদ্দ বছরের, এখনি তোমাদের জাত যাচ্ছে! রাজপুতানায় আমাদের কুড়ি বছরের মেয়ের বিয়ে হয়—তবু জাত যায় না।"

লছমীর বক্তব্য শেষ না হইতেই সদর দরজার শিকল ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। লছমী উঠিয়া দাঁড়াইয়া দরজার পানে চাহিয়া রহিল। পিসীমা লছমীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া উৎসুক নেত্রে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

শিকল আবার বাজিল। লছমী আপন মনে বলিল—"কে এল এ সময় ?" বলিয়া শীঘ্র গিয়া সদর দরজা খুলিয়া দিল। খুলিয়া দেখিল, গদাধর চট্টোপাধ্যায়। গদাধর আজ তিন দিন হইল, সোনাপুরের কাছারিতে খাজনা দিতে গিয়াছিলেন। আগামী কল্য তাঁহার বাটী আসিবার কথা ছিল--আজ আসিবেন, কেহ মনে করে নাই।

লছমীকে গদাধর জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাড়ীর সব ভাল ?"

লছমী বলিল—"সব ভাল দাদা বাবু—আপনি ভাল আছেন ?"

গদাধর বলিলেন—"হ্যাঁ, ভাল আছি লছমী।"

এই কথা বলিতে বলিতে গদাধর বারান্দায় উঠিয়া তাঁহার ভগিনীর নিকট দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধা গদাধরকে আসিতে দেখিয়া, কক্ষ হইতে বাহির হইয়া

বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ভ্রাতার প্রতি বিস্মিত দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"এবার এত সকাল সকাল ফিরলে যে, শরীরগতিক ভাল ত গদাই?"

গদাধর হাস্যমুখে ইঙ্গিতের দ্বারা কুশল জানাইলেন।

দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন—"খাওয়া হয়েছে?"

গদাধর বলিলেন—"ভাত খাইনি; চান ক'রে একটু জল খেয়ে বেরিয়েছিলাম।"

বৃদ্ধা কিছুই শুনিতে পাইলেন না; শুধু ভ্রাতার ওষ্ঠকম্পন মাত্র দেখিতে পাইলেন। লছমীর মুখের দিকে প্রশ্নপূর্ণ নেত্রে চাহিলেন।

লছমী তাঁহার কানের কাছে মুখ লইয়া বলিল—"ভাত খান নি, চান ক'রে জল খেয়ে এসেছেন।"

পিসীমা বলিলেন—"আহা, এতখানি বেলা অবধি খাওয়া হয় নি? মুখ শুকিয়ে গেছে একেবারে! আমি এখনি গিয়ে ভাত চড়িয়ে দিচ্চি। ডাল আছে, মাছের অম্বল আছে, চারটি পুরাণো চালের ভাত চড়িয়ে দিচ্চি—এখখুনি হয়ে যাবে। হাত-পা ধুয়ে ততক্ষণ একটু সরবৎ খাও। হরিনুটের বাতাসা রয়েছে—ভিজিয়ে সরবৎ ক'রে দিচ্ছি এখনি। লছমী,—জল এনে দে। আমি রান্নাঘরে চল্লাম।"—বলিয়া ক্ষিপ্রপদে পিসীমা প্রস্থান করিলেন।

গদাধর লছমীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাজু, রমা কোথায়?"

লছমী উত্তর করিল—"কি জানি কোথায় খেলা করতে গেছে বুঝি।"

রান্নাঘরে গিয়া পিসীমা দেখিলেন, উনানের আগুন প্রায় নিবিয়া আসিয়াছে। এক গোছা শুষ্ক তালপাতা লইয়া ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। উনান দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। খানকতক পাতলা কাঠ উনানে দিয়া, পিসীমা হাঁড়ীতে জল চড়াইয়া দিলেন। তখন চকিতের মধ্যে হাতটি ধুইয়া ফেলিয়া, শিকায় ঝুলানো পিত্তলের সরা হইতে নুটের বাতাসা পাড়িলেন। একটি পাথরের গেলাসে বাতাসা ভিজাইয়া, অল্পসময়ের মধ্যেই সরবৎ প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। কিঞ্চিৎ নেবুর রস তাহাতে মিশাইয়া, লছমীর হস্তে ভ্রাতাকে পাঠাইয়া দিলেন।

যথাসময়ে অন্ন প্রস্তুত হইল। গদাধর ভোজন করিতে বসিলেন। লছমী একখানি পাখা লইয়া নিকটে বসিয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিল। অন্যদিন রমা এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। লছমীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গদাধর জিজ্ঞাসা করিলেন—"রমা, রাজু এখনও আসে নি?"

"কৈ না। আসবে এখনি।"

"কতক্ষণ গেছে?"

"তা জানিনে ত। আমি বাড়ী ছিলাম না।"

নীরবে গদাধরের ভোজন শেষ হইল। তিনি যখন মুখ প্রক্ষালন করিতে বসিয়াছেন, তখন নৃত্য করিতে করিতে দশমবর্ষীয়া রাজলক্ষ্মী আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহাকে দেখিয়াই লছমী জিজ্ঞাসা করিল—"রাজু, তোর দিদি এল না?"

রাজলক্ষ্মী বলিল—"দিদি আমার সঙ্গে গিয়েছিল বুঝি?"

"তবে সে কোথা?"

"সে ত গেছে শীকার করতে।"

গদাধর আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"কি হয়েছে?"

অঞ্চলের একটি অগ্রভাগ অঙ্গুলিতে জড়াইতে জড়াইতে রাজলক্ষ্মী বলিল—"দিদি ত গেছে শীকার করতে!"

"দিদি গেছে শীকার করতে! কি শীকার করতে গেল আবার?"

"এই বাঘ-টাঘ, হরিণ টরিণ।"

গদাধর হাস্য করিলেন। ভাবিলেন, তাঁহার কন্যার এই বুঝি একটা নূতন খেয়াল হইয়াছে—তীর-ধনুক লইয়া বাঘ মারিতে যাওয়া হইয়াছে। বলিলেন—"কোথায় বাঘ মারিতে গিয়াছে—আমবাগানে?"

"আমবাগানে কেন? জঙ্গলে। দিদিকে যেই পাখীধরা নিয়ে গেছে।"

এ কথা শুনিয়া গদাধর আশ্চর্য্য হইলেন। বলিলেন—"পাখীধরা কে?"

লছমী জিজ্ঞাসা করিল—"পাখীধরা আবার এসেছিল না কি?"

রাজলক্ষ্মী উত্তর করিবার পূর্ব্বে গদাধর লছমীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পাখীধরা আবার কে?"

লছমী তখন পরশ দিবসের ঘটনা, রমার মুখে যেরূপ শুনিয়াছিল, সেইরূপ বলিল। রাজলক্ষ্মী যোগ দিল—"দিদি তার নৌকায় পাখী দেখতে গিয়েছিল—এক নৌকো পাখী—কত রকমের পাখী—একগোছা মুশোটা।"

শুনিয়া গদাধর অত্যন্ত দুশ্চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, কোনও দুষ্টলোক আসিয়া রমাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে—কন্যা জন্মের মত গিয়াছে; সর্ব্বনাশ হইয়াছে! এখনি অন্বেষণে বাহির হইতে হইবে, পুলিসে খবর পাঠাইতে হইবে। ক্রোধ ও

বিরক্তির সহিত বলিলেন—"গেল যে, কাকে ব'লে গেল ?"

রাজলক্ষ্মী বলিল—"কেন, পিসীমাকে ব'লে গেছে।"

গদাধর ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন—"আমি ত কিছু জানিনে।"

রাজলক্ষ্মী বলিল—"বাঃ! তিনি তোমায় বল্লে, 'পিসীমা, পাখীমারা আসুছে, আমি তার সঙ্গে জঙ্গলে শীকার করতে যাব?' তুমি বল্লে, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা।"

পিসীমা বলিলেন, তিনি ভাবিয়াছিলেন, রমা বুঝি বসু পুরোহিতদের বাড়ী মহাভারত শুনিতে যাইবে, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছে। প্রকৃত ব্যাপার এখন অবগত হইয়া পিসীমাও দারুণ দুশ্চিন্তায় অভিভূত হইলেন।

যাহা হউক, গদাধর উন্মত্তবৎ তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িলেন। পথে পরিচিত লোকের সাক্ষাৎ পাইলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তাহারা কেহ রমাকে দেখিয়াছে কি না। কেহই দেখে নাই। অবশেষে হরিপদ নামক একজন জেলিয়া বলিল, সে মধ্যাহ্নকালে নদী হইতে মাছ ধরিয়া আসিবার সময় দেখিয়াছিল, রমা একজন বন্দুকধারী বাবুর সঙ্গে যাইতেছে।

*চট্টোপাধ্যায় এতক্ষণ কল্পনায় একজন লম্বা চুল ও দাড়ীযুক্ত ছিন্নবসন অজ্ঞাত অনার্য্য অসভ্য 'পাখী-মারা'র মস্তক চূর্ণ করিতেছিলেন।—হঠাৎ বাবুর নাম শুনিয়া চমকিত হইলেন।—"বাবু? কি রকম বাবু? কি রকম চেহারা?"

হরিপদ বলিল—"কেন,—ভদ্দোরলোক যেমন হয়, বেশ ফিটফাট চেহারা, সীঁথিকাটা,—দেখে বড়মানুষের ছেলে ব'লে মনে হ'ল। কেন চাটুয্যে মশায়, কি হয়েছে?"

গদাধর তখন তাহাকে ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। সে বলিল—"বটে! তা কোন ভয় করবেন না দাদা ঠাকুর, সে বড়ঘরের ছেলে—জমিদার-টমিদারের ছেলে হবে,—শীকার করুতে এসেছিল—আমোদ ক'রে হয় ত মেয়েকে নিয়ে গেছে একটু ঘুর—পৌঁছে দেবে এখন।"

গদাধর বলিলেন—"তুমি কি ক'রে জানুলে বড়-ঘরের ছেলে?"

হরিপদ বলিল—"কেন, ঐ যে নদীর ঘাটে তার নৌকো বাঁধা রয়েছে। বরকন্দাজ, সেপাই সব ব'সে রয়েছে।"

গদাধর ভাবিলেন,—ঘাটে গিয়া তাহাদের নিকট খবর লইতে হইতেছে, লোকটা কে। সুতরাং হরি-পদকে সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। নৌকাখানি তীরে লাগানো রহিয়াছে। দাড়ী-মাঝিরা কেহ রন্ধন করিতেছে, কেহ বা বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। ফৌজদার সিংহ মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া, দুলিয়া দুলিয়া তুলসীদাস পাঠ করিতেছিল,—তাহার নিকট গদাধর উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"এ নৌকো কোথা থেকে এসেছে বাপু?"

ফৌজদার সিং রামায়ণ বন্ধ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল—"বিশালাক্ষী জানুতে হো?"

গদাধর বাঙ্গলা ছাড়িয়া হিন্দী ধরিলেন; বলিলেন—"জানতা হায়।"

ফৌজদার সিং বলিল—"বিশালাক্ষী সে আয়া।"

"ই কিসকা নাউ হায়?"

ফৌজদার সিং গর্ব্বিতভাবে বলিল—"জিমিদার বাঁড়ুয্যে বাবুকা নাম শুনে হো?"

গদাধর একটু হাস্য চাপিয়া বলিলেন—"শুনা হায়।"

"উন্হীকা বেটা, নর্ম্ম বাবুকা নাও হায় ইয়া। বাবুসাব শীকার খেলনেকো আয়ে।"

গদাধর জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমরা বাবু কব আবেগা?"

"কব আবেঙ্গে?—আজ আবেঙ্গে।"

গদাধর বলিলেন—"নেই,—নেই, কিস্ বখৎ আবেগা?"

অনর্থক প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া ফৌজদার সিং বলিল—"কিস বক্ত আবেঙ্গে? সে হুমে মালুম নাহি।" বলিয়া সিংহজী সুর করিয়া পাঠ আরম্ভ করিলেন—

"জাম্ববন্তকে বচন সুহায়ে"

হরিপদ অনুচ্চস্বরে বলিল—"দূর বেটা জাম্বুবান্।"

গদাধর তখন হরিপদকে লইয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। তিনি কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র নবগোপালের কথা অনেক দিন হইতে অবগত ছিলেন। সে যে একটি বিশেষ সচ্চরিত্র যুবা, তাহাও তিনি বারম্বার শুনিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মনের আশঙ্কা অনেকটা দূর হইতে লাগিল। কিন্তু বিরক্তি সম্পূর্ণ বিদূরিত হইল না। নবগোপাল নিতান্ত বালক নহে। একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কন্যাকে একাকী বনে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া যে কতদূর অবিবেচনার

কার্য্য, তাহা তাঁহার বুঝা উচিত ছিল। ভাবিয়া রাখিলেন, তাহার দেখা পাইলে মিষ্ট মিষ্ট করিয়া বেশ দুই কথা শুনাইয়া দিবেন।

তখন তিনি ধীরপদে গৃহের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, হরিপদ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কিছু দূর যাইতেই দেখিলেন, রমা ও নবগোপাল আসিতেছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অভাবনীয়।

রমা ছুটিয়া আসিয়া পিতার হস্তধারণ করিয়া বলিল—"বাবা, আমি দুটো বুনো হাঁস মেরেছি।"

গদাধর চক্ষু রাঙ্গাইয়া কন্যার দিকে চাহিলেন। রুষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথা গিয়েছিলি?"

"শীকার কর্‌তে গিয়েছিলাম।"

গদাধর কম্পিতস্বরে বলিলেন—"বাড়ী যা।"

রমা পিতার মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইল। পূর্ব্বে কখনও এরূপ ভাব দেখে নাই। নবগোপালের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গদাধর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অনুচ্চস্বরে বলিলেন—"দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যা, বাড়ী যা না।"

রমা মৃদুস্বরে বলিল—"ঐ যে বাবুটি আস্‌ছেন, ওঁরি সঙ্গে আমি গিয়েছিলাম। ওঁকে আজ আমাদের বাড়ীতে নেমন্তন্ন করেছি যে বাবা।"

গদাধর অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন—"আচ্ছা আচ্ছা, বাড়ী যা এখন।"—বলিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিলেন।

রমা বলিল—"তবে তুমি ওঁকে নিয়ে এস সঙ্গে ক'রে।"—সে চলিয়া গেল, মুহূর্ত্তের মধ্যেই বৃক্ষলতার অন্তরালে পড়িল।

রমা যে সময় নবগোপালের পার্শ্ব হইতে ছুটিয়া আসিয়াছিল, নবগোপাল সেই সময় গদাধরের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হরিপদকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিয়াছিল। নিকটে গেলেই নবগোপাল স্বীয় হস্তস্থিত বন্দুক প্রভৃতি তাহার হস্তে দিয়া অনুজ্ঞার স্বরে বলিল—"সাবধান ক'রে ধর্‌।"

রমা চলিয়া গেলে, নবগোপাল অগ্রসর হইয়া গদাধর চট্টোপাধ্যায়কে নমস্কার করিল।

গদাধর তাহাকে প্রতিনমস্কার করিয়া একটু উচ্চ স্বরে কহিলেন—"বিশালাক্ষীর কান্তি বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের পুত্র আপনি?"

নবগোপাল মস্তক কিঞ্চিৎ অবনমিত করিয়া ইঙ্গিতে জানাইল—তাহাই বটে।

গদাধর বলিলেন—"আপনার সঙ্গে আমার একটু [illegible] কথা আছে।"

নবগোপাল মনে মনে বলিল—"হুঁ। [illegible] নয়।" প্রকাশ্যে স্মিতমুখে বলিল—"বেশ।"—[illegible] হরিপদকে নিকটে ডাকিল। তাহাকে বলিল—[illegible] ঘাটে আমার নৌকা বাঁধা আছে—জিনিষ[illegible] সেখানে পৌঁছে দিতে পার্‌বি?"

হরিপদ বলিল—"কেন পার্‌ব না হুজুর?"

নবগোপাল পকেট হইতে একটি আধুলী বাহির করিয়া তাহার হস্তে দিয়া বলিল—"যা, সাবধানে নিয়ে যা, যেন ফেলে দিস্‌নে।"

বখসিস্‌-প্রাপ্ত হরিপদ আহ্লাদে জোরে জোরে পা ফেলিয়া নদীতীরাভিমুখে চলিয়া গেল।

নবগোপাল বেশ সপ্রতিভ ও কিঞ্চিৎ গর্ব্বিত-ভাবে গদাধরের মুখের পানে চাহিল। সেখান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে পথের উপর একটা ইষ্টক-রচিত [illegible] ছিল। গদাধর নবগোপালকে সেই দিকে [illegible] ইঙ্গিত করিয়া অগ্রসর হইলেন।

সেতুর নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র নবগোপাল উঠিয়া উপবেশন করিল। গদাধর তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আপনি সদ্বংশজাত, বিদ্বান্‌, বুদ্ধিমান্‌, কিন্তু আজ যে কার্য্যটি আপনি করেছেন—তা কি আপনার উচিত হয়েছে?"

নবগোপাল মনে মনে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতে ছিল, কার্য্যটা একেবারে অনুচিত হইয়াছে। সত্য বটে, রমা স্বেচ্ছায় তাহার সঙ্গ গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু রমা বালিকা। তাহার কি বুদ্ধি আছে? দায়িত্ব সম্পূর্ণ [illegible] নবগোপালের, তাহাতে তাহার মনে সংশয়-মাত্র ছিল না। অথচ কৃত কার্য্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা কিংবা অন্ততঃ লজ্জা বা অনুতাপের ভাব প্রকাশ করাও নবগোপালের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তাই কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া, নবগোপাল যেন একটু উদ্ধতভাবে বলিল—"কি হয়েছে?"

গদাধর বলিলেন—"আজ যে আপনি আমার বয়স্কা মেয়েটিকে সঙ্গে ক'রে বনে শীকার কর্‌তে গিয়েছিলেন, সেটা কি আপনার উচিত কার্য্য হয়েছে?"

একটু হাসিয়া নবগোপাল বলিল—"কেন, ক্ষতিটা কি?"

গদাধর যদি ভুলিতে পারিতেন যে, তিনি প্রবল-প্রতাপান্বিত কান্তিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশধরের সহিত কথা কহিতেছেন, তাহা হইলে তিনি এ কথার উত্তরস্বরূপ জবাবই দিতে পারিতেন। নবগোপালের সপ্রতিভ ও গর্ব্বিত ভাব দেখিয়াও গদাধর একটু

[illegible]তমত খাইয়া গেলেন। যে সকল "মিষ্ট মিষ্ট" কথা [illegible]লিবেন [illegible]ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা আর খুঁজিয়া [illegible]না। যে সুর বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা [illegible] ভারী নামিয়া গেল। সুতরাং বলিলেন—"ক্ষতিটা কি হয়েছে শুনবেন? তবে বলি। আমি [illegible]র মানুষ,—সামান্য চাকরি ক'রে দুপয়সা রোজগার করি—তাতেই কোন মতে পরিবার প্রতিপালন হয়। আজকাল যে দিনসময় হয়েছে, অনেক টাকা না হ'লে মেয়ের বিয়ে হয় না। তাই আজও মেয়েটির বিয়ে দিতে পারিনি। এর উপর [illegible]দি রাষ্ট হয় যে, আমার চৌদ্দবছরের সোমত্ত মেয়ে জমিদার বাবুর ছেলের সঙ্গে জঙ্গলে শীকার করতে [illegible]য়, তা হ'লে কি আমার মেয়ের বিয়ে হবে?"

গদাধর যতক্ষণ গরম হইয়া কথা কহিয়াছিলেন,—নবগোপালও ততক্ষণ উদ্ধতভাব ধারণ করিয়াছিলেন। এখন গদাধরকে নরম সুরে নামিতে দেখিয়া নবগোপালও ঔদ্ধত্য পরিহার করিল—অথচ সপ্রতিভ ভাবেই বলিল—"শুনুন। আপনি আমাকে যে [illegible] করলেন, নিশ্চয়ই আমি তার কতকটা অর্জ্জন করেছি। আপনি আপনার মেয়েকে যুবতী ব'লে [illegible] করলেন। ও বয়সের মেয়েকে আমি যুবতী [illegible] করিনে—বালিকা মনে করি।—সে যাক্—সে [illegible] বিষয়। আপনি একটা সম্ভাবিত ক্ষতির [illegible]। আমি আজ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ [illegible] পূর্ব্বে, আপনার কাছে একটা প্রস্তাব করব [illegible] করেছিলাম। তবে আজই করবার অবসর পাব, [illegible] ভাবিনি। আপনার মেয়ের কাছে শুনেছিলাম, আপনি অনুপস্থিত,—এখন দুই [illegible] ফিরবেন [illegible]। যা হোক্,—আপনি যদি আমার [illegible] [illegible], তা হ'লে এই সম্ভাবিত ক্ষতির আশঙ্কা দূর হ'তে [illegible]রে।"

গদাধর একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কি আপনার প্রস্তাব?"

নবগোপাল পূর্ব্ববৎ শান্ত স্বরে, কিন্তু সস্মিতমুখে [illegible], স্বাভাবিক ভাবে বলিল—"আমার প্রস্তাব—আপনি বিবাহে আমাকে আপনার কন্যাদান [illegible]।"

এ কথা শুনিয়া গদাধর কয়েক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক্ [illegible]ছিলেন। ধীরে ধীরে সেতুর উপর উঠিয়া, নবগোপালের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। নবগোপালের [illegible] ফিরিয়া বলিলেন—"আপনি কি যথার্থ [illegible]ছেন?"

নবগোপালের দৃষ্টি প্রশ্নকর্ত্তার মুখের প্রতি নহে, দূরে বায়ুকম্পিত বৃক্ষাবলীর দিকে। [illegible]রে বলিল—"অযথার্থ কথা বলা আমার অভ্যাস নয়।"

গদাধর কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিলেন। নবগোপালও নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। পরে গদাধরের প্রতি শান্তদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"আপনি এখনও আমার প্রস্তাবের উত্তর দেন নি।"

গদাধর বলিলেন—"আপনি এ প্রস্তাব ক'রে আমাকে অত্যন্ত সম্মানিত করলেন। আপনাকে জামাতা পাওয়া আমার মত লোকের পক্ষে আশার অধিক সৌভাগ্যের বিষয়। আপনার প্রস্তাব শিরোধার্য্য। কিন্তু একটা কথা,—আপনার পিতাঠাকুর সম্মত হবেন কি?"

নবগোপাল বলিল—"খুব সন্দেহ!"

"তবে? তা হ'লে কি ক'রে হবে?"

এতক্ষণে নবগোপাল আবার হাসিল। বলিল—"বিবাহ আমি করব, আমার পিতাকে ত বিবাহ করতে হবে না?"

"আপনার পিতার যদি মত না হয়, তা হ'লে বিবাহ করতে সাহস করবেন?"

গদাধর এই 'সাহস' কথাটা এইখানে ব্যবহার করিয়া বড়ই ভাল করিলেন। নবগোপাল গর্ব্বিতভাবে বলিল—"ভয় আমি কোন জিনিষকে করিনে,—এমন কি, পিতার ক্রোধকেও না।"

গদাধর একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন—"আপনার কথা শুনে খুসী হলাম। কিন্তু একটা কথা বলি। আপনি বালক—সাংসারিক অভিজ্ঞতা আপনার অল্প। আপনার পিতা যদি এ বিবাহে বিরোধী হন, তা হ'লে আপনি নিজে যতই ইচ্ছুক থাকুন—তিনি এ কাযে বাধা দিতে পারেন।"

নবগোপাল বলিল—"কেমন ক'রে?"

"আপনাকে বন্দী ক'রে। আমার চাল কেটে আমায় গ্রাম থেকে উঠিয়ে দিয়ে।"

"আপনি ত তাঁর জমিদারীতে বাস করেন না।"

"না করি, আপনার পিতার পাল্লায় কত লাঠিয়াল আছে জানেন?"

নবগোপাল হাসিয়া বলিল—"জানি। তা হ'লে আমাদের এমন স্থানে যেতে হবে, যেখানে তাঁর লাঠিয়াল পৌঁছুতে পারবে না।"

গদাধর বলিলেন—"ঠিক। কিন্তু একটা বিষয় আপনাকে সাবধান ক'রে দিই। যত দিন বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে শেষ না হয়, তত দিন এ বিষয় কারু কাছে প্রকাশ করবেন না। আপনি আমার কাছে,

[প্র]তিশ্রুত হ'তে পারেন যে, এ বিষয় গোপন [রা]খবেন ?"

নবগোপাল দৃঢ়ভাবে বলিল—"অবশ্যই না। [আ]মি এ কথা গোপন রাখতে প্রতিশ্রুত হব না। [আ]মি আজই গিয়ে অন্ততঃ আমার মাকে এ কথা [ব]লব।"

গদাধর নিরাশ হইয়া বলিলেন—"তা হ'লে সব [প]ণ্ড হয়ে যাবে। আপনি বুঝতে পারছেন না।"

নবগোপাল বলিল—"সে জন্যে আপনি চিন্তিত [হ]বেন না, সে ভার আমার। আমি যদি এ বিবাহে [আ]মার পিতামাতার সম্মতি সংগ্রহ করতে পারি, তা [হ]'লে আমার পক্ষে সে খুব সুখের বিষয় হবে। আমি অবশ্যই তার জন্যে চেষ্টা করব। যদি কৃতকার্য্য না হই, তা হ'লে অগত্যা তাঁদের বিনা সম্মতিতেই আমাকে বিবাহ করতে হবে। কিন্তু গোপনতার আশ্রয় নিতে আমি অক্ষম।"

নবগোপালের কণ্ঠস্বর মানসিক দৃঢ়তাব্যঞ্জক। গদাধর দেখিলেন, তাহার মত ফিরান সম্ভব নহে। তখন বলিলেন—"আচ্ছা দেখবেন—কথা থাকে যেন। আজই কি বিশালাক্ষী ফিরে যাচ্ছেন ?"

"আজই ফিরব।"

গদাধর হাসিয়া বলিলেন—"তবে শুনলাম যে, রমা আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছে, কি ক'রে যাবেন আজ ?"

নবগোপাল বলিল—"তাঁকে বলবেন, আর একদিন এসে তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করব।"—বলিয়া নমস্কার করিয়া নবগোপাল বিদায় চাহিল। জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি এখন বাড়ী থাকবেন ত ?"

"আমি প্রায়ই বাড়ী থাকি।"

"আচ্ছা—তবে শীগগির একদিন আসব।" বলিয়া নবগোপাল বিদায় গ্রহণ করিল। গদাধরও মৃদুপাদবিক্ষেপে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

পরামর্শ।

পিতার নিকট তিরস্কৃত হইয়া, শীকারের থলিটি হাতে করিয়া ক্ষুণ্ণমনে ধীরে ধীরে রমা গৃহে ফিরিল। খিড়কী দরজা দিয়া অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া দেখে, বারান্দায় বসিয়া তাহার সহোদরা রাজলক্ষী বাড়ীর বিড়ালটার লাঙ্গুলে একটা রঙ্গিন ফিতা বাঁধিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু অসৌখীন বিড়াল ক্রমাগত লাঙ্গুল টানিয়া টানিয়া লইতেছে, কিছুতেই গহনাটি পরিবে না। রমা তাহা দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিল। রাজলক্ষী সেই শব্দে উঠানের দিকে চাহিয়া দেখিল, দিদি। দিদির মুখে ও কেশে ধূলা, বস্ত্র স্থানে স্থানে ছিন্ন,—হাতে একটা অপরিচিত থলি, তাহার গাত্রে রক্তের চিহ্ন। রমাকে দেখিয়াই রাজলক্ষী বলিল—"হ্যাঁলা দিদি,কোথায় গিয়েছিলি বল দিকিনি ? বাবা আসুক, তোকে ছেঁচবে।"

রমা বলিল—"কোথায় গিয়েছিলাম, জানিস্‌নে ?" বলিয়া থলিটি তুলিয়া ধরিল।

রাজলক্ষী বিস্ময়ে রুদ্ধশ্বাস হইয়া বলিল—"ও মা, কি মেরে এনেছিস্ দিদি ?" বলিয়া ক্ষিপ্রপদে সোপান অবতরণ করিয়া রমার নিকট দাঁড়াইল। রমা থলির মুখটি অতি সন্তর্পণে খুলিয়া, ভগিনীকে দেখিতে ইঙ্গিত করিল। রাজলক্ষী দেখিয়া বলিল—"কি পাখী" ?"

"হাঁস।"

"ক'টা ?"

"দুটো।"

উন্মত্ত ষণ্ড কর্ত্তৃক অনুধাবিত হইলে লোকে যেরূপ উৎসাহের সহিত পদচালনা করে, রাজলক্ষী এই কথা শ্রবণমাত্র তদ্রূপ গতিতে রান্নাঘরের দিকে ছুটিয়া চলিল। সঙ্গে সঙ্গে "ওগো, দিদি দুটো হাঁস মেরে এনেছে গো" শব্দে বাড়ী তোলপাড় করিয়া ফেলিল।

ইতিমধ্যে রমা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া, পেয়ারা-গাছের একটা ডালে থলিটি ঝুলাইয়া রাখিতেছিল। রাজলক্ষীর চীৎকারে পিসীমা বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার চক্ষু স্ফীত, গণ্ডে সদ্যঃপতিত অশ্রুচিহ্ন। তিনি রমার প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—"কোথায় গিয়েছিলি পোড়ারমুখী ?"

উচ্চস্বরে কথা কহিবার মত মেজাজ রমার তখন ছিল না। রমা চুপ করিয়া ক্রুদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। পিসীমা অনর্গল তিরস্কার করিয়া যাইতে লাগিলেন। বাল্যকালে মাতৃবিয়োগ প্রভৃতি রমার অনেক অপরাধেরই তিনি উল্লেখ করিলেন—ক্রমে লছমী আসিয়া উপস্থিত হইল।

রমার অবস্থা দেখিয়া লছমীর দুঃখ হইল। পিসীমার কবল হইতে তাহাকে উদ্ধার করিবার মানসে লছমী বলিল—"আহা! মেয়ের চেহারা হয়েছে দেখ না! আয়, গা ধুইয়ে দিইগে।" বলিয়া—রমাকে পুকুরিণীতীরে লইয়া চলিল। পথে যাইতে যাইতে লছমী রমাকে জিজ্ঞাসা করিল—

"কোথায় গিয়েছিলি ?"

"শীকার করতে।"

"কার সঙ্গে?"

"সেই পাখীধরার সঙ্গে।"

"পাখীধরার সঙ্গে একলা যে গেলি,—সে যদি জঙ্গলে গলা টিপে তোকে মেরে গহনাগুলি কেড়ে নিত ত কি কর্‌তিস্?"

রমা বলিল—"তারী সাধ্যি কি না!"—রমার নির্ভীকতায় লছমী মনে মনে খুসী হইল।

রমা যখন পারস্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া বাড়ী আসিল, তাহার পিতা তখনও ফিরেন নাই। পিসীমার ক্রোধ তখন অনেকটা নিরস্ত হইয়াছে। তিনি হরিনামের মালা লইয়া বারান্দায় বসিয়াছেন। রাজলক্ষ্মীকে বলিলেন—"যা দিকিন রাজি, দেখ তোর বাবা কোথায় গেল। বল, দিদি বাড়ী এসেছে। আহা, বামুন সারা বেলাটা হক্তে কুকুরের মত ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্চে।"

রাগে রমার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়াছিল,—সে আর প্রকাশ করিল না যে, পিতার সঙ্গে পূর্ব্বে সাক্ষাৎ হইয়াছে। গদাধর কন্যার সহিত শীঘ্রই আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার দিদি বলিলেন—"ওগো, তোমার গুণের মেয়ে বাড়ী এসেছে।" বলিয়া আরও কিঞ্চিৎ অগ্নিবর্ষণ করিবার আয়োজন করিতেছিলেন, গদাধর ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত হইতে কহিলেন। লছমী মনে করিয়াছিল, গদাধর ফিরিলে রমার উপর আর একটা ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হইবে, কিন্তু গদাধরের প্রফুল্ল মূর্ত্তি দেখিয়া সে আশ্বস্ত হইল; কিছু বিস্মিতও হইল।

রমার প্রতি স্নেহভরে দৃষ্টিপাত করিয়া গদাধর জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই না কি দুটো হাঁস শীকার করেছিস্ রমা?"

পিতার এই অভাবনীয় ব্যবহারে রমার মন বিষণ্ণতার গহ্বর হইতে একলম্ফে উৎসাহের উচ্চমঞ্চে আরোহণ করিল। সে বলিল—"হাঁ বাবা,—দেখবে?"

"কৈ দেখি।"

রমা ছুটিয়া গিয়া পেয়ারা গাছের ডাল হইতে থলিটি নামাইয়া আনিল। দেখিয়া তাহার পিতা আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। রমা তখন সবিস্তারে শীকারের কাহিনী বর্ণনা করিল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা, তুমি হাঁসের মাংস ভালবাস?"

"খুব ভালবাসি।"

"সেই পাখীধরা বাবুটি বল্‌ছিলেন, হাঁসের মাংস খুব ভাল। তিনি কখন্ আসবেন?"

"তিনি আজ চ'লে গেছেন—আর একদিন আস্‌বেন বলেছেন।"

লছমী দাঁড়াইয়া আশ্চর্য্য হইয়া সকল কথা শুনিতেছিল। এই সময় সে বলিল—"পাখীধরার যে ব্যবসা করে, সে আবার 'বাবু' হয় না কি?"

গদাধর আড়ালে চক্ষু টিপিয়া লছমীকে চুপ করিতে সঙ্কেত করিলেন। লছমী বুঝিল, ভিতরে তাহা হইলে কোন কথা আছে। তাহার বিস্ময় আরও বৰ্দ্ধিত হইল, কিন্তু গদাধরের ভাব দেখিয়া সে ইহাও বুঝিতে পারিল যে, রহস্য যাহাই হউক, কোনওরূপ দুশ্চিন্তার কারণ নাই।

* * *

রাত্রি দশটা বাজিয়াছে,—বালিকাগণ নিদ্রাগত। দিব্য জ্যোৎস্না উঠিয়াছে,—ভারী গ্রীষ্ম। একটুও বাতাস বহিতেছে না। বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া গদাধর ধূমপান করিতেছেন। কুলুঙ্গিতে একটি কেরোসিনের বাতি। কিয়ৎ পরে ডাকিলেন—"লছমী!"

"কি বাবু?"

"তোমার খাওয়া হয়েছে?"

"হয়েছে। কেন?"

"একবার এদিকে এস দিকিন।"

লছমী আসিল। গদাধর বলিলেন—"একখানা আসন-টাসন কিছু এনে ব'স, অনেক কথা আছে।"

ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য লছমী অত্যন্তই উৎসুক ছিল; অনুরোধমত উপবেশন করিল।

গদাধর তখন বলিলেন—"যাকে আমরা পাখীধরা মনে করেছিলাম, সে পাখীধরা নয়।"

"কে তবে?"

"সে কান্তি বাঁড়ুয্যের ছেলে।"

"বিশালাক্ষীর জমিদার কান্তি বাঁড়ুয্যে?"

গদাধর তখন, হরিপদ জেলিয়ার সহিত সাক্ষাৎ হইতে আরম্ভ করিয়া নবগোপালের সহিত কথোপকথন ও তাহার কর্ত্তৃক বিবাহপ্রস্তাব প্রভৃতি সমস্ত বর্ণনা করিলেন। শেষে বলিলেন—"কি করা যায় বল দিকিন?"

লছমী চিন্তিত স্বরে ধীরে ধীরে বলিল—"তাই ত! ছেলের মা বাপ যে রাজী হয়, এ ত খুব অসম্ভব কথা। কিন্তু ছেলে যখন নিজে বিয়ে করতে চাচ্চে—। ছেলের বয়স কত?"

"এই বিশ বাইশ আন্দাজ হবে।"

লছমী পূর্ব্বমত বলিল—"ছেলে যখন সেয়ানা

য়েছে, তখন আমরা যদি বিয়ে দিই, তা হ'লে খুব অন্যায় হবে না বোধ হয়।"

গদাধর বলিলেন, তাঁহার বিশ্বাসও সেই প্রকার। —"আচ্ছা, দিদিকে ডাক দিকিন্, তিনি কি বলেন।"

লছমী উঠিয়া বৃদ্ধাকে ডাকিয়া আনিল। গদাধর বলিলেন—"লছমী, দিদিকে তুমি ব্যাপারটা বুঝিয়ে দে।"

লছমী অনেক পরিশ্রমে, অনেকক্ষণ ধরিয়া, তাঁহাকে ব্যাপারটা অবগত করাইল। অনেক কথাই বারংবার আবৃত্তি করিতে হইয়াছিল। বিশেষতঃ যখন বলিল,—"জমিদারের ছেলে"—তখন কিছুতেই বুঝিতে পারেন না,—খালি বলেন—'কোথাকার জেলে বল্লে?"—যাহা হউক, ক্রমে তিনি সকল কথা বুঝিলেন, আর বলিতে লাগিলেন—"তাই ত! বিয়ে কর্‌তে চায়? আমাদের কি এমন ভাগ্যি হবে? এত সুখ কি কপালে লেকা আছে?"—ইত্যাদি।

গদাধর অধীর হইয়া বলিলেন—"এখন তোমার মতটা কি? ছেলে বাপ-মার অমতে বিয়ে করতে চাচ্চে, বিয়ে দেওয়া উচিত কি?"

পিসীমা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। বলিলেন—"ছেলে যদিও বিয়ে কর্‌তে চাইচে বটে, বিয়ে যদি দিই, তা হ'লে তার মা বাপ কি বউকে ঘরে তুলে নেবে? আবার ছেলের বিয়ে দেবে হয় ত।"

গদাধর ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন—"আজকালকার ছেলে, দুটো বিয়ে কর্‌বে না। তা ছাড়া, বাপ-মার ঐ এক ছেলে,—একবার বিয়ে ক'রে ফেলে কি আর বউকে ফেল্‌তে পার্‌বে?"

দিদি অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গদাধর কলিকায় হাত দিয়া দেখিলেন, অগ্নি নির্ব্বাপিত, কলিকাটি নামাইয়া লছমীর হাতে দিয়া বলিলেন—"একটু তামাক সাজ ত।"

দিদি খালি আপন মনে বলিতে লাগিলেন—"আহা, সে ভাগ্য কি হবে আমাদের? রমা কি এমন তপিস্তে করেছে?"—ইত্যাদি।

বিংশ পরিচ্ছেদ

জননীর আশ্বাস।

নবগোপাল যে সময় পাখী কিনিতে কলিকাতায় গিয়াছিল, সেই সময়েই এ দিকে তাহার বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। যে দিন সে নৌকা-বোঝাই পাখী লইয়া কলিকাতা হইতে ফিরিল, তাহার পরদিন প্রভাতেই কান্তিচন্দ্র কন্যা দেখিতে সূর্য্যপুর যাত্রা করেন। পিতা বিষয়কর্ম উপলক্ষে 'দেহাতে' গিয়া থাকেন, সুতরাং নবগোপাল তাঁহার যাত্রার প্রকৃত কারণ সন্দেহ করিল না। সে দিন সারাদিন যদি সে পাখীর বাসস্থান নির্ম্মাণ উপলক্ষে অতিমাত্র ব্যস্ত না থাকিত, তাহা হইলে বাড়ীতে কিঞ্চিৎ 'কানাঘুষা' শুনিতে পাইত।

গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের সহিত কথোপকথনের পর নবগোপাল নদীর ঘাটে ফিরিয়া আসিল। নৌকায় আরোহণ করিয়া খুলিতে আজ্ঞা দিল।

সূর্য্য তখন অস্ত গমন করিতেছেন। পিয়ালীর সঙ্কীর্ণ বক্ষ আলোকে ঝলমলায়মান। নবগোপাল ছত্রীর নিম্নে বিছানা পাতিয়া দুই পার্শ্বের জানালা দুইটি খুলিয়া দিল। শয়ন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল এবং জল ও দৃশ্য দেখিতে লাগিল। তীরস্থিত বৃক্ষগুলি রৌদ্র মাথায় করিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। তাহারা কোন্ দিকে যাইতেছে? রমা যেখানে আছে, সেই দিকে।

নবগোপালের মন ভারী চঞ্চল। তাহার মন যে ঔপন্যাসিক প্রেমে হাবুডুবু করিতেছিল, তাহা আমরা বলিতে চাহি না। তবে, রমার ছবি তাহার মনে বারংবার প্রতিবিম্ব হইতেছিল, সে বিষয়ে আর সংশয় নাই। রমার চরিত্রের কমনীয় মাধুর্য্য এবং বিশেষ করিয়া তাহার নির্ভীক সরলতা, নবগোপালের মনকে অভিভূত করিতেছিল। যাহা অপ্রত্যাশিত, যাহা অপরিচিত, যাহা নূতন, তাহার আকর্ষণ অল্প বয়সের মনে অত্যন্ত প্রবল। নবগোপালের মন এখন এই আকর্ষণের বশীভূত। প্রেমে প্রথমদর্শনবাদ যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা প্রথম দর্শনের একটা আকর্ষণকে প্রেম বলিয়া ভুল করেন। হৃদয়ের পরিচয়ে প্রেমের বিকাশ। প্রথম দর্শনে হৃদয়ের পরিচয় হয় না। প্রথম দর্শন প্রেম জন্মিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে—কিন্তু একটা আকর্ষণ জন্মিবার পক্ষে যথেষ্ট বটে। কিন্তু শুধু আকর্ষণ মাত্র। তাহার অপেক্ষা আর একটা প্রবলতর আকর্ষণ উপস্থিত হইলেই মন নূতন পথে ছুটিবে। আকর্ষণ ঘনীভূত হইয়া যখন স্থায়িত্ব লাভ করে, তখনই তাহা প্রেম, পূর্ব্বে নহে।

নবগোপালের নৌকা গ্রামে পৌঁছিল। ভৃত্যগণকে বন্দুক প্রভৃতি লইয়া অগ্রসর হইতে বলিল, সে নদীতে স্নান করিয়া পরে বাড়ী যাইবে।

স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া নবগোপাল যখন গৃহে ফিরিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ফটকের জমাদার বরুণ চৌবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সেলাম

করিয়া হাসিমুখে সে বলিল—"দাদা-বাবুকা সাদিমে হামকো সোণালা বখসিস মিলনা চাহিয়ে।"

নবগোপাল শুধু একটু হাসিয়া চলিয়া আসিল, কিন্তু ভারী বিস্মিত হইল ইহারা কোথা হইতে খবর পাইল? সে যখন গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিল, তখন কোনও খান্সা কি সিপাহী অলক্ষ্যে থাকিয়া শুনিতে পাইয়াছে না কি? ভারী আশ্চর্য্য ত।

যাহা হউক, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় কক্ষে উপস্থিত হইল। কক্ষ অন্ধকার ছিল। তখনি ঝি আসিয়া আলোক জ্বালিয়া দিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই তাহার মাতা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখ হাস্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত। জিজ্ঞাসা করিলেন—"নবু, সারাদিন কোথা ছিলি?"

"শীকার করতে গিয়েছিলাম মা।"

মা হাসিয়া বলিলেন—"বোকা ছেলে!—এত দেরী ক'রে ফিরতে হয়? সারা দিন তোকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি!" বলিয়া তিনি তাঁহার অঞ্চলের এক অংশ নাড়া-চাড়া করিতে লাগিলেন। নবগোপালের দৃষ্টিও সেই দিকে আকৃষ্ট হইল—সে দেখিল, অঞ্চলে কি জড়ান রহিয়াছে। মাতার প্রশ্নের উত্তরে বলিল—"কেন মা?"

"তোকে একটা জিনিষ দেখাব ব'লে।" মাতার চক্ষু কৌতুকপূর্ণ।

"কি জিনিষ?"

"আজ উনি সূর্য্যপুর থেকে ফিরেছেন। একটা জিনিষ দেখবি?"

"কি? ব্যাপারটা কি?"

মা, একবার পুত্রের মুখের পানে চাহেন, একবার অঞ্চলাগ্রের প্রতি নেত্রপাত করেন। এইরূপ করিতে করিতে সন্তর্পণে জিনিষটি বাহির করিলেন। পাতলা কাগজে মোড়া একখানি ক্ষুদ্র ফোটোগ্রাফ্। উন্মোচন করিতে খুড় খুড় করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। ছবিটি আলোকের কাছে ধরিয়া তারিফের স্বরে বলিলেন, "দ্যাখ্।"

নবগোপাল কাছে সরিয়া গিয়া ছবিটি ভাল করিয়া দেখিল। মা'র হাত হইতে তাহা লইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"কার ছবি?"

মা সকৌতুকে ছবিখানি আঁটিয়া ধরিয়া রহিলেন। বলিলেন—"এখন দিচ্ছিনে। বল্ আগে কেমন মেয়েটি?"

নবগোপাল বলিল, "বাঃ, বেশ মেয়েটি ত! কে?"

ছবি পুত্রের হাতে দিয়া মা বলিলেন—"যেই হোক। পেলে বিয়ে করিস্?"

নবগোপাল বিস্ময়ে মা'র মুখের পানে চাহিল। মা হাস্যমুখে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল্ বিয়ে করবি?"

নবগোপাল বলিল "এত লোক থাকতে আমি বিয়ে করতে যাব কেন?"

মা তখন সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। বলিলেন, "কর্ত্তা আজ মেয়ে দেখিয়া ফিরিয়াছেন। মেয়েটি ভারী সুন্দরী। নাম সুশীলা। যেমন মুখ চোখ, তেমনি রং। দেখিয়া কর্ত্তার ভারী পছন্দ হইয়াছে। বিবাহ স্থির।"

মা ভাবিয়াছিলেন, এ সংবাদে নবগোপাল পুলকিত হইবে এবং সে ভাব গোপন করিতে বৃথা চেষ্টা করিবে। কিন্তু বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, তাহার মুখে চক্ষে দারুণ নিরুৎসাহ। দেখিয়া, মা'র হাস্যকৌতুকের ভাব তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেল। শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"অমন ক'রে রৈলি যে?"

নবগোপাল বলিল—"মা, আমি ত ও মেয়েকে বিয়ে করতে পারব না।"

মা আরও বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"কেন রে? কি হয়েছে?—কেন, এ মেয়ে সুন্দর নয়?"

নবগোপাল তখন আদ্যোপান্ত সমস্ত খুলিয়া বলিল। প্রথম দিনের পাখী উড়িয়া যাওয়ার ঘটনা হইতে, শীকার-কাহিনী, পরে গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের সহিত কথোপকথন, বিবাহ-প্রস্তাব এবং সেই কন্যাকে বিবাহ করিবার তাহার স্থির-প্রতিজ্ঞা সমস্তই বলিল।

মা শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। নবগোপালও নীরবে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ কাটিলে মা বলিলেন —"ছি বাবা, ও সব পাগলামী ছেড়ে দাও। তুমি একজন এত বড় জমিদারের ছেলে, তুমি কি একজন সামান্য গোমস্তার মেয়েকে বিয়ে করতে পার? লোকে শুনলে বলবে কি?"

নবগোপাল নিরুত্তর রহিল।

সারা সন্ধ্যা মা তাহার সহিত যাপন করিয়া আরও অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। শুধু তিনি নবগোপালকে অত্যন্ত দুঃখকাতর করিয়া তুলিলেন। পুত্রের দুঃখে মাতার হৃদয় গলিল। শয়নের পূর্ব্বে প্রতিশ্রুত হইলেন—পরদিন কর্ত্তার নিকট এ কথা পাড়িয়া যদি কিছু কূলকিনারা করিতে পারেন ত চেষ্টা দেখিবেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বৃথা চেষ্টা।

কান্তিচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী কমলা দেবী যুবা পুত্রের জননী হইলেও অধিকবয়স্কা নহেন। তিনি কান্তিচন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কমলা দেবী কুমারী অবস্থায় শ্লেট ও বহি লইয়া বালিকা-বিদ্যালয়ে রীতিমত যাতায়াত করিয়াছিলেন। বিবাহের পরে পিত্রালয় হইতে স্বামীকে তিনি যে সকল প্রেমপত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা ঠিক বর্ত্তমান সময়ের প্রথা অনুযায়ী না হউক, তথাপি আশ্চর্য্যরূপ আধুনিক; শিশুবোধকোক্ত শ্রীমতী মালতীমঞ্জরী দেবী কর্ত্তৃক, তদীয়া প্রবাসী ভর্ত্তা শ্রীযুত মধ্যম ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে লিখিত পত্রের সহিত কোন সৌসাদৃশ্য নাই।

কমলা দেবী অত্যন্ত কোমলহৃদয়া,—তাঁহার পুত্রবাৎসল্য অপরিমিত। সে দিন সন্ধ্যাকালে নবগোপালের কক্ষ হইতে ফিরিয়া আসিয়া, কেবলই এই বিবাহের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পুত্রের মলিন মুখ স্মরণ করিয়া তাঁহার মনটি দুঃখে দ্রবীভূত হইতে লাগিল। তিনি উপন্যাসাদিতে নিরাশ প্রণয়ের যে সকল কাহিনী পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা মনে করিয়া স্বীয় পুত্রের মঙ্গলের জন্য আকুল হইতে লাগিলেন। সূর্য্যপুরে বিবাহ হইলে যে সাংসারিক হিসাবে খুব উত্তম হয়, তাহা তিনি জানিতেন। তথাপি ভাবিলেন, ঈশ্বরেচ্ছায় নবগোপালের ধনসম্পত্তির ত কোনও অভাব নাই, তবে সে যে মেয়েটিকে দেখিয়া স্বয়ং পছন্দ করিয়াছে—যাহাকে লাভ করিবার জন্য এতই আগ্রহান্বিত, কেন সে তাহাকে পাইয়া সুখী হইবে না? যদিও সে দরিদ্রের কন্যা বটে, তাহাতে কিবা আসিবে যাইবে? তাহার সহবৎশিক্ষা যদি উত্তমরূপ না-ই হইয়া থাকে, সমস্ত কাল ত পড়িয়া রহিয়াছে, তিনি তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিবেন। তাহার পিতৃগৃহের সঙ্গ যদি ভাল নাই হয়, তাহাকে পিতৃগৃহে অধিক দিন থাকিতে না দিলেই হইবে—কচিৎ কখনও কালে ভদ্রে পাঠাইবেন মাত্র। সে সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে,—সে জন্য কোনও ভাবনা নাই।

প্রধান ভাবনা, কেমন করিয়া কর্ত্তার মত তিনি সংগ্রহ করিবেন। নিজ স্বামীর চরিত্র তিনি উত্তমরূপই অবগত ছিলেন। সূর্য্যপুরের জমিদারের সম্পত্তি হস্তগত করিবার জন্য তিনি কি প্রকার উৎসুক, তাহা বিশেষ করিয়া না জানুন,—তাঁহার বিষয়তৃষ্ণার সাধারণ প্রাবল্য তাঁহার কাছে অবিদিত ছিল না। কিন্তু তথাপি মনে মনে একটু আশার স্থান দিলেন। বলিলে কহিলে কি কোন ফলই হইবে না? কান্তিচন্দ্র বৈষয়িক ব্যাপারে যতই লৌহচেতা হউন,—পুত্রের প্রতি তাঁহার মমতা যথেষ্ট ছিল। আর তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের এ ভার্য্যাটির মন যোগাইতেও তিনি অনেক সময় যত্নবান্ হইতেন। তাই তিনি আশা বাঁধিলেন, ভাবিলেন—এ কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, অত্যন্ত সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে। সময় বুঝিয়া, স্বামীর মনের অবস্থা বুঝিয়া অত্যন্ত নিপুণতার সহিত কথা পাড়িতে হইবে। তাড়াতাড়ির কর্ম্ম নহে,—অবসর অন্বেষণ আবশ্যক।

এইরূপ চিন্তা ও মানসিক তর্কে সম্পূর্ণ একটি সপ্তাহ অতিবাহিত হইল—কমলা দেবী একবারও স্বামীর নিকট কথাটা পাড়িবার অবসর পাইলেন না। সপ্তম দিবসের সন্ধ্যাকালে সুযোগটি উপস্থিত হইল।

সূর্য্যাস্তের কিয়ৎক্ষণ পরে একটি কক্ষে খোলা জানালার নিকট সোফায় বসিয়া কমলা দেবী একখানি নূতন মাসিকপত্রিকা পাঠ করিতেছিলেন। বঙ্গদেশের অন্তঃপুরিকাগণ একখানি মাসিক পত্রিকা হাতে পাইলেই সে সংখ্যার গল্প বা উপন্যাসটি অন্বেষণ করিয়া পাঠ করিয়া থাকেন। যে সকল মাসিক-পত্রিকা পাতা কাটিয়া বাহির হয় না,—তাহাদের গল্পের কয়েকটি পৃষ্ঠা ভিন্ন অপর অংশ সাধারণতঃ অকর্ত্তিত থাকে, ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কমলা দেবীও একটি গল্প পাঠ করিতেছিলেন। সৌভাগ্যবান্ লেখক এই পাঠিকার কৌতূহল অত্যন্ত তীব্রভাবেই উত্তেজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল। যখন দিবালোক কমিল, গৃহিণী তখন জানালার কাছটিতে দাঁড়াইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ঝি আসিয়া আলো দিয়া গেল,—কমলা দেবী ফিরিয়া সোফায় আসিয়া উপবেশন করিলেন। গল্পটি শেষ করিয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন, এমন সময় কান্তিচন্দ্র আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

গৃহিণী দেখিলেন, তাঁহার স্বামীর মুখমণ্ডল আজ হাস্যে উচ্ছ্বসিত। কয়েক দিন হইতে হাইকোর্টে একজন প্রতিবেশী জমিদারের সঙ্গে একটা তালুকের সরহদ্দ লইয়া মোকর্দ্দমা চলিতেছিল, ইহা তিনি অবগত ছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি গো, আজ যে মুখখানি হাসি হাসি—কোনও ভাল খবর পেলে নাকি?"

কান্তিচন্দ্র বলিলেন—"আমার উকীল আজ বৈকালে কল্‌কাতা থেকে টেলিগ্রাফ করেছে, সে আপিলটা আমরা জিতেছি।"

গৃহিণী শুনিয়া হর্ষপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। কান্তিচন্দ্র তখন সেই মোকর্দ্দমা-ঘটিত আরও কয়েকটি সংবাদ মনের উচ্ছ্বাসে পত্নীকে অবগত করাইলেন—কিন্তু শ্রোত্রী তাহা কতদূর অনুধাবন করিতে সমর্থ হইলেন,—সে বিষয়ে আমরা 'সঠিক' সংবাদ পাই নাই।

কমলা দেবী পত্রিকাখানি বন্ধ করিয়া হাতে ধরিয়া ছিলেন। কান্তিচন্দ্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"কি পড়া হচ্চে?"

"এবারকার 'অবসরমোদিনী'—একটা ভারী চমৎকার গল্প বেরিয়েছে।"

কান্তিচন্দ্রের মন আজ এতই লঘু ছিল যে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি?"

গৃহিণী সাগ্রহে বলিলেন—"প'ড়ে শোনাব?"

কান্তিচন্দ্রের মুখাবয়বে স্পষ্টই ভীতিলক্ষণ প্রকাশ পাইল। তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন—"না, থাক। মুখেই সংক্ষেপে বল না কাণ্ডখানা কি।"

গৃহিণী তখন সংক্ষেপে আরম্ভ করিলেন:—

"রাণার রূপবতী কুমারী কন্যার সঙ্গে একজন রাজপুত যুবার প্রণয় হইয়াছিল।—"

"যুবা অবিশ্যি খুব গরীব?"

"হ্যাঁ—একজন সিপাহী। দরিদ্র, কিন্তু ভারী বীর।"

কান্তিচন্দ্র গোপনে ঈষৎ হাস্য করিলেন। গৃহিণী বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"রাজপুত যুবার নাম দুর্জ্জয় সিংহ।—"

"দুর্জ্জন সিংহ?"

"না—দুর্জ্জয় সিংহ। মেয়ের নাম করুণাবতী।"

কান্তিচন্দ্র বলিলেন—"আহা!" প্রকাশ্যে নয়, মনে মনে।

"দুজনের প্রথম দেখা হয়েছিল—"

"দেবীমন্দিরে?"

কমলা দেবী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁ—কি ক'রে জানলে? পড়েছ না কি?"

কান্তিচন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"না। বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনীর পর থেকে ঐ রকম সর্ব্বদাই ঘটে থাকে।"

"দেবীমন্দিরে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল আরও কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু দুর্জ্জয় সিংহ ভারী গরীব ব'লে রাণার কাছে প্রস্তাব করতে সাহসী হন না। তাই তিনি মনে করলেন, খুব বীরত্ব দেখিয়ে সৈন্যে উচ্চপদ লাভ ক'রে তবে প্রস্তাব করবেন। এমন সময় সংবাদ পাওয়া গেল, পাঠানেরা রাজ্য আক্রমণ করতে আসছে।"

"বল কি?"

"হ্যাঁ। ভয়ানক যুদ্ধ বাধল! সেনাপতি নিহত হ'ল। দুর্জ্জয় সিংহ এমন বীরত্ব দেখিয়েছিলেন যে, সকলে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁকেই সেনাপতিপদে বরণ করলে। যুদ্ধে পরাভূত হয়ে পাঠানেরা পলায়ন করলে—কিন্তু দুর্জ্জয় সিংহকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। ক্রমে রটনা হ'ল, পাঠানেরা দুর্জ্জয় সিংহকে বন্দী ক'রে নিয়ে গিয়েছিল—তাঁকে কেটে ফেলেছে। তাই শুনে রাজকন্যা বিষপান করলেন।"

"সর্ব্বনাশ!"

"কিন্তু আসলে তারা দুর্জ্জয় সিংহকে কাটতে পারে নি। মশান থেকে তাদের হাত ছেড়ে, শত্রু সেনাপতির ঘোড়া চড়ে তিনি পালিয়ে এসেছিলেন। ভাবছিলেন, রাণা যখন যুদ্ধজয়ের জন্যে তাঁকে পুরস্কার দিতে চাহিবেন, তখন তিনি করুণাবতীর হস্ত প্রার্থনা করবেন। এসে দেখলেন, রাজকন্যার চিতা দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে।"

কান্তিচন্দ্র মনের কৌতুক মনেই গোপন করিয়া বলিলেন—"ভারী দুঃখের বিষয়!"

গৃহিণী বলিলেন—"আহা, দুঃখের বিষয় নয়? করুণাবতীকে আর দেখতেও পেলেন না!"

এই সময় পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, ভোজন প্রস্তুত। কমলা দেবী স্বামীকে লইয়া ভোজনকক্ষে গমন করিলেন। স্বামী ভোজন করিতে লাগিলেন—তিনি একখানি আসন লইয়া তাঁহার কাছে বসিয়া নানাবিধ কথোপকথনে তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতে ব্যাপৃত রহিলেন।

নবগোপাল যখন গৃহে থাকিত, তখন সে সান্ধ্যভোজন প্রায়ই পিতার সঙ্গে একত্র সম্পন্ন করিত। তাহাকে অনুপস্থিত দেখিয়া কান্তিচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"নবু কোথায়?"

গৃহিণী একটু ক্ষুণ্ণমনা হইয়া বলিলেন—"আজ সে নৌকা নিয়ে বেরিয়েছিল, এখনও ফেরেনি।"

ভোজন শেষ হইলে কান্তিচন্দ্র বলিলেন—"তুমি খেয়ে এস, আমি ছাদে চল্লাম।"

"চল, আমি পাণ নিয়ে যাচ্ছি, তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি গে, ততক্ষণ নবু আসুক।"

সে দিন সন্ধ্যায় ভারী গ্রীষ্ম পড়িয়াছিল। কান্তিচন্দ্রের আজ্ঞানুসারে ভৃত্যগণ ছাদে বিছানা প্রস্তুত

রিয়াছিল। কান্তিচন্দ্র অর্দ্ধশয়ান হইয়া ধূমপান রিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই রূপার ডিবাতে এক ডিবা সুগন্ধি ণ লইয়া গৃহিণী ছাদে উপস্থিত হইয়া স্বামীর পার্শ্বে পবেশন করিলেন।

কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী,—সেই মাত্র চন্দ্রোদয় হইয়াছে। কান্তিচন্দ্রের ধূমনলে একটি জলসিক্ত বেলফুলের মালা াদময় গন্ধবিতরণ করিতে লাগিল।

দুই চারি কথার পর কান্তিচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন —"নবু ফিরেছে?"

"কই না, এখনও ত ফেরেনি।"

"কখন্ গেছে?"

"বেলা বারোটা একটার সময়।"

"রোজই কি শীকার করতে যায়?"

"এ কদিন প্রায়ই ত যাচ্চে। বাছার মন ভাল নেই—তাই বোধ করি বাড়ীতে থাকে না,—ঐ ক'রে সময়টা কাটায়।"

"কেন, কি হয়েছে?" কান্তিচন্দ্রের স্বর স্নেহপূর্ণ।

গৃহিণী আপাততঃ এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সূর্য্যপুরের সম্বন্ধ কি একেবারে পাকা ক'রে ফেলেছ?"

"প্রায় পাকা বৈ কি। কেন?"

"ছেলেকে না জিজ্ঞাসা ক'রে একেবারে পাকা ক'রে ফেল না।"

কান্তিচন্দ্র হাস্য করিয়া বলিলেন,—"ছেলে কি জানে? এ সকল বিষয়ে একজন বিংশতিবর্ষীয় বালকের মতামতের কোনও মূল্য আছে নাকি?"

গৃহিণী কহিলেন—"ছেলে যদি বিয়ে করতে না চায়?"

"বিয়ে কর্‌তে না চায়, তবু তাকে বিয়ে করতে হবে। আমরা তার মঙ্গলের জন্যে ভাল বুঝে যা বন্দোবস্ত করব, তাই তাকে গ্রহণ করতে হবে।"

"কিন্তু জান ত আজকালকার ছেলেরা বিয়ের বিষয়ে একটু স্বাধীন মতামত রাখতে চায়। আজকালকার ছেলেদের সঙ্গে প্রথমে কথা কওয়া প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

কান্তিচন্দ্র একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিলেন। বলিলেন—"যাদের প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদেরই দাঁড়িয়েছে। আমাদের বংশাবলীক্রমে চিরদিন যা হয়ে আসছে, তাই এখনও হবে।"

গৃহিণী কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিলেন। কান্তিচন্দ্র ততক্ষণ আকাশের পানে চাহিয়া ধূমপানে রত রহিলেন। ক্রমে গৃহিণী বলিলেন—"তাই যদি করতে চাও, তবে বংশাবলীক্রমে যে রকম শিক্ষা-দীক্ষা হয়ে আস্‌ছিল, তাই বজায় রাখতে হয়। তার ব্যতিক্রম করলে কেন? আগেকার তাঁরা কি ছেলেকে কলকাতায় পাঠিয়ে ইংরেজ মাষ্টারদের তত্ত্বাবধানে রেখে দিতেন? যে রকম ব্যবস্থা করেছ, সেই রকম চলতে হবে।"

কান্তিচন্দ্র গুড়গুড়ির নলটি নামাইয়া, তাকিয়াটি একটু সরাইয়া কিঞ্চিৎ উচ্চ হইয়া বসিলেন। তাহার পর বলিলেন—"ইংরিজি পড়লেই যে সকলে সাহেব হয়ে যায়—মেম বিয়ে করে—তা নয়। দেখো, নবগোপাল কোনও আপত্তি করবে না।"

গৃহিণী এতই সাবধানে সন্তর্পণে কথা পাড়িয়াছেন, এখনও কান্তিচন্দ্র সন্দেহও করিতে পারেন নাই যে, ভিতরে কোন গোলযোগ আছে। তিনি ভাবিলেন, নবগোপালের মতটা লওয়া হয়, এইমাত্র গৃহিণীর উদ্দেশ্য।

গৃহিণী ভাবিতে লাগিলেন, এইবার আসল বিষয় উত্থাপন করিবার সময় হইয়াছে। কিন্তু সে বিষয় সম্পূর্ণ বলিবেন অথবা অংশমাত্র বলিবেন, তাহাই মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন। স্বামীর মনোভাব দেখিয়া অনুমান হয়, একেবারে সমস্ত খুলিয়া বলা বুদ্ধির কায হইবে না। নবগোপাল যে সূর্য্যপুরে বিবাহ করিতে একান্ত পরাঙ্মুখ, আপাততঃ তাহাই মাত্র প্রকাশ বিধেয়।

সুতরাং তিনি বলিলেন—"তুমি সে দিন সূর্য্যপুর থেকে ফিরে এলে, সেই ছবি নিয়ে গিয়ে আমি নবুকে দেখালাম। সব কথা শুনে সে বল্লে, এখন বিয়ে কর্‌তে পার্‌বে না।"

কান্তিচন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। বলিলেন— "বিয়ে কর্‌তে পার্‌বে না?"

"তাই ত বল্লে।"

"কেন, কিছু বল্লে?"

মাতা বিপদে পড়িলেন। কি উত্তর দেন? বলিলেন—"ওর চেয়ে সুন্দর মেয়ে বিয়ে করতে চায়।" ভাবিলেন, কর্ত্তা যদি জিজ্ঞাসা করেন, ওর চেয়ে সুন্দর মেয়ে সে কে এবং কোথা, তাহা হইলেই মুস্কিল হইবে—হয় ত সবই ভাঙ্গিয়া বলিতে হইবে। কিন্তু কান্তিচন্দ্রের মনে তাহা উদয় হইল না। তিনি ভাবিলেন, নবগোপালের বুঝি মেয়ে পছন্দ হয় নাই, তাই আপত্তি করিতেছে। প্রকাশ্যে বলিলেন— "সে কি কাজের কথা? বিয়ে তাকে কর্‌তেই হবে।"

গৃহিণী বলিলেন—"দেখ, নবু বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে। ধ'রে বেঁধে বিয়ে দিয়ে কায নেই।

শুভকার্য্যে জোর-জবরদস্তি করা ঠিক নয়। বাছা শুনে অবধি মুখখানি চুণ ক'রে বেড়াচ্ছে। আমায় বলেছে তোমায় বুঝিয়ে বল্‌তে। শুনে অবধি তার মনে সুখ নেই। বাড়ীতে থাকে না, নদীতে নদীতে বেড়াচ্ছে। বাছার মুখ দেখলে আমার বুক ফেটে যায়।"

আকাশে তখন চন্দ্র অনেকখানি উঠিয়াছে, বেশ আলো হইয়াছে। গুড়গুড়িতে বাঁধা বেলফুলগুলি কান্তিচন্দ্রের অন্তঃকরণে সুগন্ধ প্রেরণ করিয়া তাঁহার মন গলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কান্তিচন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "না না, সে সব হবে না। তুমিও পাগল হ'লে না কি? তুমি যেন তার কাছে আর ও হাওয়া তুলো না,—খবরদার যেন তার ছেলেমানুষীকে প্রশ্রয় দিও না। আমি কা'ল তাকে ডেকে এ বিষয়ে কথা কব।"

গৃহিণী দেখিলেন, স্বামীর মন ফিরাইবার আশা দুরাশা মাত্র।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

"বাবা আমাকে ক্ষমা করবেন।"

রাত্রি দশটার সময় নবগোপাল বাটী ফিরিল। গৃহিণী গিয়া পুত্র-সম্ভাষণ করিলেন।

নিকটে বসিয়া তাহাকে আহার করাইয়া, স্বীয় কক্ষে তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। অধিক রাত্রি অবধি বাহিরে নদীতে থাকিবার জন্য স্নেহভর্ৎসনা করিয়া শেষে তাহাকে বলিলেন—"আমার একটা কথা তোমায় রাখতে হবে।"

মা কি কথা বলিবেন—মনে নবগোপাল তাহা জানিতে পারিল। জিজ্ঞাসা করিল—"কি কথা মা?"

"মহেশপুরের সে মেয়েকে বিয়ে করবার কল্পনা তোমায় ত্যাগ করতে হবে।"

"কেন? বাবার সঙ্গে কথা কয়েছ?"

"কয়েছি। এ ব্যাপার তাঁকে বলিনি, শুধু বলেছি যে, সূর্য্যপুরের সে মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে অসম্মত। তাঁকে অনেক ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। তুমি ছেলেমানুষ, তোমার এখনও বুদ্ধি হয় নি। উনি যা বলছেন, তাই তুমি কর। তাতেই তোমার ভাল হবে—সব মঙ্গল হবে। লক্ষ্মী বাবা আমার—আর অমত কোরো না।"

মাতার কাতরোক্তি শুনিয়া নবগোপাল মনে অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিল। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল—"মা, যা তুমি বলছ, তা করা আমার অসাধ্য। আমি যা করতে একবার প্রতিশ্রুত হয়েছি, —তা আমি কেমন ক'রে ভঙ্গ করব?"

"না বুঝে সুঝে প্রতিশ্রুত হ'লে কেন বাবা?"

নবগোপাল কোনও উত্তর করিল না। মা বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"ওঁকে এখনও সব কথা বলিনি, সব কথা শুনলে রেগে অনর্থ করবেন। যদিও তার বাপের কাছে তুমি প্রতিশ্রুত হয়েছ বটে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে তাদের যাতে কোনও ক্ষতি না হয়, এমন বন্দোবস্ত আমি ক'রে দেব। তুমি বলছিলে, তারা ভারী গরীব, তাই তাদের মেয়ের বিয়ে হয় না।—আচ্ছা, আমি টাকা দেব, তাদের যত টাকা লাগে। তারা মেয়ের বিয়ে দিক্।"

নবগোপাল দেখিল, তাহার মাতার চক্ষুর কোণে অশ্রুবিন্দু। ব্যথিত চিত্তে বলিল—"আচ্ছা মা, আমি ও কথা ভেবে দেখব।"

শুনিয়া কমলা দেবী কিঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে মেয়ের নাম কি?"

"রমাসুন্দরী।"

"কেমন দেখতে?"

"খুব সুন্দর।"

"বয়স কত?"

"চৌদ্দ বছর।"

"তার মা নেই বলছিলে না?"

"না, তার মা ম'রে গেছেন—যখন সে খুব ছোট।"

শুনিয়া কমলা দেবীর মন অত্যন্ত স্নেহসিক্ত হইল। আহা, বেচারীর মা নাই! যদি বিবাহ হইত, তবে তিনিই তাহার মা হইতে পারিতেন। গৃহিণী কেবলই ভাবিতে লাগিলেন—আহা, সেই মাতৃহীনা সুন্দর মেয়েটি—যে তাঁহার পুত্রের মনোহরণ করিয়াছে, তাহাকে যদি বধূরূপে বক্ষে গ্রহণ করিতে পারিতেন।

যদিও কমলা দেবী প্রকাশ্যে কিছুই বলিলেন না, তথাপি নবগোপাল মাতৃমুখে তাঁহার মনোভাব পাঠ করিতে পারিল।

নবগোপাল আহার করিয়া চলিয়া গেল। কমলা ভোজনে বসিলেন।

মাতার নিকট হইতে স্বীয় কক্ষে আসিয়া নবগোপাল অনেকক্ষণ চেয়ারে বসিয়া রহিল—বিছানায় গেল না।

ইতিমধ্যে আরও তিনবার নবগোপালের নৌকা মহেশপুরের ঘাটে বাঁধা পড়িয়াছিল। আরও দুই দিন সে রমাকে সঙ্গে লইয়া শীকার করিতে গিয়াছিল। রমা

খন জানে, নবগোপাল পক্ষি-ব্যবসায়ী নহে,—একন সঙ্গতিপন্ন লোকের সন্তান মাত্র, কিন্তু ইহার বেশী আর সে কিছুই জানে না। রমাকে নবগোপাল যত দেখিয়াছে, তাহার কিশোর হৃদয়টির যত পরিচয় পাইয়াছে, ততই মুগ্ধ হইয়াছে। নবগোপাল যে দিন দামোদরের নিকট রমার হস্ত-প্রার্থনান্তর নৌকায় ফিরিতেছিল, সে দিন তাহার মনোভাবের বর্ণনা করিতে গিয়া আমরা বলিয়াছিলাম, তাহা একটা আকর্ষণ মাত্র—প্রেম নহে; কিন্তু আজ আর জোর করিয়া সে কথা বলিতে পারি না। এক সপ্তাহে তাহার মনে গভীরতর ভাবের সঞ্চার হইয়াছে। এখন আর তাহা শুধু নবজাগ্রত কৌতূহল ও তজ্জনিত আকর্ষণ নহে। ইহা একটি সুমিষ্ট অথচ বেদনাজড়িত আকাঙ্ক্ষা।

রাত্রি বারোটা বাজিবার পর নবগোপাল শয়ন করিল। কিন্তু অনেকক্ষণ তাহার নিদ্রা আসিল না; শুধু এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিল। তাহার আশা যদিও বেশী দিনের নহে,—সে আশা যদিও এখন শিশুমাত্র, কিন্তু শিশু বলিয়াই তাহার আবদার অপরিমেয়। সে মাকে বলিয়াছে, ভাবিয়া দেখিবে। তাহা কি হৃদয় হইতে বলিয়াছে? অথবা মাতাকে সাময়িক প্রবোধ দিবার নিমিত্ত বলিয়াছে?—রমাকে পাইবার আশা সে বিসর্জ্জন দিতে পারিবে না—পারিবে না।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া নবগোপাল সেইমাত্র বেশ পরিধান করিয়াছে—ভৃত্য আসিয়া নিবেদন করিল, কর্ত্তাবাবু তাহাকে স্মরণ করিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই নবগোপাল পিতৃসন্নিধানে উপনীত হইল।

কান্তিচন্দ্র তখন বৈঠকখানা-গৃহে বসিয়া কতকগুলি কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। সে কক্ষে তখন আর কেহ উপস্থিত ছিল না। পুত্রকে দেখিয়া কান্তিচন্দ্র নিকটে আসিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

নবগোপাল তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলে তিনি তাহার প্রতি একটু চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন, তাহার মুখ চিন্তাক্লিষ্ট, চক্ষুযুগল জ্যোতির্হীন।

জিজ্ঞাসা করিলেন—"কা'ল কখন্ ফিরলে?"

"রাত্রি দশটা হয়েছিল।"

"অত রাত্রি অবধি বাইরে নদীতে থাক কেন? একটা বিপদ্-আপদ্ ঘটাবে?"

নবগোপাল নিরুত্তর রহিল। সে জানিত, ইহা ভূমিকা মাত্র—আসল কথা এখনি আরম্ভ হইবে। সেও আগ্রহের সহিত তাহাই প্রতীক্ষা করিতেছিল।

কিঞ্চিৎ নীরব থাকিয়া কান্তিচন্দ্র বলিলেন—"নবু, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, তাই তোমাকে আজ ডেকে পাঠিয়েছি। সম্প্রতি আমি সূর্য্যপুরে গিয়েছিলাম, তোমার বিবাহের জন্য একটি মেয়ে দেখতে, সেখানকার জমিদার হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের একটি সুন্দরী মেয়ে আছে। দেখে আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে। ইচ্ছা করেছি, এই আষাঢ় মাসে তোমার বিবাহ দেব।"

নবগোপাল প্রথমে কোনও উত্তর করিল না। কিন্তু পিতা পাছে তাহার মৌনকে সম্মতি-লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করেন, সেই জন্য স্বীয় বক্তব্য বলিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

বলিল—"বাবা, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি সূর্য্যপুরে বিবাহ করতে প্রস্তুত নই।"

কান্তিচন্দ্র পুত্রের নিকট এই প্রকার উত্তর পাইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ধীরতা অবলম্বন করিয়া বলিলেন—"কেন? সূর্য্যপুরের সে মেয়ে কি সুন্দরী নয়? তোমার গর্ভধারিণী তোমাকে তার ফোটোগ্রাফ দেখিয়েছেন শুনলাম! ছবিতে যেমন দেখতে, আসলে সে মেয়েটি তার চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী। তুমি নিজে দেখে বিবাহ করতে ইচ্ছা ক'রে থাক, সে উত্তম কথা, গিয়ে দেখে আসতে পার।"

নবগোপাল শান্তভাবে বলিল—"সে মেয়েকে আমি বিবাহ করতে চাইনে ভিন্ন কারণে।"

"কি কারণ?"

"আমি অন্য একটি মেয়েকে বিবাহ করতে চাই।"

এ কথা শুনিয়া কান্তিচন্দ্র বিস্মিত হইলেন বটে,—ইহার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কার মেয়ে? কোথাকার মেয়ে?"

নবগোপাল নির্ভীক চিত্তে বলিল—"মহেশপুরের গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে।"

"গদাধর চট্টোপাধ্যায় কে?"

"তিনি সোনাপুর জমিদারীর একজন ক্ষুদ্র কর্ম্মচারী।"

কান্তিচন্দ্র বলিলেন—"তুমি কি পাগল হয়েছ? একজন ক্ষুদ্র কর্ম্মচারীর মেয়েকে বিবাহ করতে আমি তোমায় অনুমতি দেব?"

নবগোপাল কিছু বলিল না। কান্তিচন্দ্র বলিলেন—"ও সব খেয়াল ছেড়ে দাও। ধনে, মানে, গুণে, যারা তোমার সমকক্ষ, তাদেরই গৃহে শুধু বিবাহ করতে পার তুমি।"

নবগোপাল তখনও নীরব। কান্তিচন্দ্র ভাবিলেন, নবগোপাল যদি সুশীলাকে একবার দেখিয়া আসে, তবে নিশ্চয়ই তাহাকে বিবাহ করিতে ব্যগ্র হইবে, কারণ, মেয়েটি বাস্তবিকই সুন্দরী। সুতরাং বলিলেন

—"তুমি বালক। নিজের ভালমন্দবিচারের ক্ষমতা তোমার এখনও জন্মেনি। আমি তোমার জন্মে যা বন্দোবস্ত করেছি, তা তোমায় গ্রহণ কর্‌তেই হবে। আমার মতের বিপরীত কায কর্‌তে চেষ্টা কোরো না।" তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন—"ইতিমধ্যে তুমি একদিন গিয়ে মেয়েটিকে দেখে এস। কবে পার্‌বে বল, আমি আয়োজন করি।"

নবগোপাল স্থিরস্বরে বলিল—"আয়োজন অনাবশ্যক। আমি সে মেয়েকে বিবাহ কর্‌ব না।"

এ উদ্ধত উত্তরে কান্তিচন্দ্রের ক্রোধ আরও বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু তখনও তিনি আত্মসংবৃত। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি কর্ম্ম করে গদাধর চট্টোপাধ্যায়?"

"তিনি একজন গোমস্তা।"

কান্তিচন্দ্র ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া, তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিলেন—"একজন গোমস্তার মেয়েকে এ বাড়ীতে বড় জোর আমি পাচিকার স্বরূপ প্রবেশ কর্‌তে দিতে পারি; বধূ ব'লে গ্রহণ কর্‌তে পারি, এ আশা তুমি কর?"

নবগোপাল বলিল—"না, করি না।"

"তবে কি আমার বিনা অনুমতিতে তুমি বিবাহ কর্‌তে প্রস্তুত?"

নবগোপাল গর্ব্বিতভাবে উত্তর করিল—"আপনি ঠিক অনুমান করেছেন।"

কান্তিচন্দ্রের আর সহ্য হইল না। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অধীর হইয়া কক্ষমধ্যে বেড়াইতে লাগিলেন। হঠাৎ ফিরিয়া নবগোপালের প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, কঠোরস্বরে কহিলেন—"৫ই আষাঢ় তোমার বিবাহের দিনস্থির করেছি। যদি নিজের মঙ্গল চাও, তবে ঐ দিনের মধ্যে বিবাহ কর্‌তে নিজেকে প্রস্তুত কোরো। এখন যেতে পার।"

নবগোপাল কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কান্তিচন্দ্র বিঘূর্ণিত লোচনে কহিলেন—"না। একটি কথাও শুন্‌তে চাইনে। এখন যাও।"

নবগোপাল তখনই সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া গেল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

দিনস্থির।

পরদিন অপরাহ্ণে নবগোপালের ক্ষুদ্র নৌকাখানি আবার আসিয়া মহেশপুরের ঘাটে লাগিল। বিগত দিবসদ্বয়ে তাহার উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে, তাহার স্পষ্ট চিহ্ন নবগোপালের শুষ্কমুখে ও নিষ্প্রভ চক্ষুযুগলে বিদ্যমান।

নৌকা ঘাটে লাগিবামাত্র লম্ফ দিয়া নবগোপাল তীরে অবতরণ করিল। দাঁড়িমাঝিগণকে বলিল, যেন তাহারা প্রস্তুত থাকে, ফিরিতে অধিক বিলম্ব হইবে না। এই বলিয়া সে ক্ষিপ্রপদে গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের বাসভবনের অভিমুখে অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহার গতিবেগ অধিকক্ষণ দ্রুত রহিল না—সত্বরই প্রশমতা প্রাপ্ত হইল। এই বনপথে যে নানা স্থানে নানা সময়ে কোনও বনবালার সাক্ষাৎ পাইয়াছিল,—বোধ করি, তাহারই আকস্মিক দর্শনলালসায় নবগোপালের চঞ্চল চক্ষু ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল।

যদি তাহার মনে সে আশার উদ্রেক হইয়া থাকে, তাহা পূর্ণ হইল না। ক্রমে গদাধরের গৃহ নয়নপথবর্ত্তী হইল। বাটীর বাহিরের বাগানখানিতে যেন একটি মনুষ্যমূর্ত্তি,—নবগোপাল অনুমান করিল, গদাধর হইতে পারেন, তাহার অনুমান মিথ্যা হইল না। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই সে দেখিল, গদাধর কয়েকটি নবরোপিত ফুলগাছে 'কেয়ারি' করিতে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন, নবগোপালকে দেখিয়া তিনি সাদর-সম্ভাষণে গৃহে লইয়া গেলেন। একটি নিভৃত কক্ষে তক্তপোষের উপর দুই জনে উপবেশন করিলেন। তক্তপোষখানির উপর একখানি পুরাতন শুষ্ক শতরঞ্চ পাতা ছিল। তাহার উপর একটি নবধৌত ছিটের আবরণ। শতরঞ্চখানির যেটুকু দেখা যাইতেছিল, তাহা হইতে মনে হয়, মানুষের নগ্ন মনখানির মত, তাহার নগ্নত্বও সর্ব্বথা দর্শনযোগ্য নহে। একটু লক্ষ্য করিলে জানা যায়, ছিটের বস্তুটি একখানি শীতকালের দোলাই;—নবগোপালের আগমন-সংবাদে কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাকে এই 'ডেপুটেশনে' নিয়োগ করিয়াছেন।

বসিয়া নবগোপাল জিজ্ঞাসা করিল—"আমার চিঠি পেয়েছেন?"

"পেয়েছি, আজ সকালে।"

"কি স্থির কর্‌লেন?"

উত্তর দিবার পূর্ব্বে গদাধর কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন—"তোমার পিতাঠাকুর সম্মতি দেন নি শুনে দুঃখিত হলাম। তা, সে আশাও আমি করিনি। তুমি যখন স্বয়ং আমার মেয়েকে বিবাহ কর্‌তে প্রস্তুত, তখন আমি কোনও আপত্তি কর্‌ব না—এ ত আমার সৌভাগ্যের বিষয়। তুমি যা বলেছ, তাও ঠিক, বিবাহ এখানে নিরাপদ নহে। অন্য কোথাও যাওয়া এখন আবশ্যক।"

"কোথায় যাবেন, কিছু স্থির করেছেন?"

"করেছি ।"—বলিয়া গদাধর চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

"কলকাতা ?"

"না ।"—গদাধরের ভ্রূযুগল তখনও কুঞ্চিত ।

"তবে ?" জিজ্ঞাসা করিয়া নবগোপাল গদাধরের প্রতি উৎসুকনেত্রে চাহিয়া রহিল । তাহার কণ্ঠস্বরে কিঞ্চিৎ অধীরতা ।

গদাধর বাক্যস্ফুরণ করিলেন । বলিলেন— "তোমাকে বলেছি বোধ হয়, পঞ্জাবে আমার ছেলে কৃষ্ণধন চাকরি করে । রাওলপিণ্ডিতে কমিসেরিয়েটের কেরাণী । আমার ইচ্ছা, আমরা সকলে সেইখানেই যাই, সেইখানেই শুভকার্য্য সমাধা হয় । কলকাতার চেয়েও সে নিরাপদ হবে । কলকাতাতে তোমার পিতার অনেক বন্ধুবান্ধব আছেন । মনে কর্‌লে তিনি সেখানে অনায়াসেই ব্যাঘাত জন্মাতে পারেন । তুমি কি বল ?"

নবগোপাল উত্তর করিল, "আমার পক্ষে দুই সমান । আপনি যদি পঞ্জাবে সুবিধা মনে করেন, তবে তাই হোক ।"

শুনিয়া গদাধরের মুখ প্রফুল্ল হইল । বলিলেন— "তা ভাল, বিবাহের দিন একটা তবে স্থির করা যাক্ । কত শীঘ্র তুমি প্রস্তুত হ'তে পার ?"

নবগোপাল বলিল—"কলকাতায় আমাকে একবার যেতে হবে । সেখানে সপ্তাহখানেক আমার থাকা প্রয়োজন । তার পর আমি পঞ্জাব যেতে পারব ।"

"তা হ'লে, ধর, এখন থেকে এক পক্ষ পরে যদি দিন স্থির করা যায়, তাতে তোমার কোনও অসুবিধা হবে না ?"

"না ।"

"উত্তম । তবে পাঁজিটা একটু দেখি, তুমি বোস, —আমি এখনি আসছি ।"—বলিয়া চট্টোপাধ্যায় কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন ।

নবগোপাল ইত্যবসরে কক্ষখানির চতুষ্পার্শ্ব ভাল করিয়া দেখিবার অবসর পাইল । যদিও ভিত্তিগুলি মৃন্ময়, মেঝেটি সানে বাঁধা—সদ্যধৌত বলিয়া বোধ হয় । দেওয়ালে কয়েকটি কুলুঙ্গি, তাহার কোনটিতে একটি গণেশ, কোনটিতে একটি সিঁদুর-চুপড়ী, কোনটিতে বা বটতলার বাঁধা দুইখানি ধর্ম্মকাব্য [illegible]ক্ত । একটি কোণে একটি বড় বাহারের দ্রব্য [illegible]ছিল—তাহা কড়ির আল্‌না । তাহার [illegible] দুইটি শাবু দিয়া যোড়া,—শাবুর উপর [illegible] 'চিকি' কড়ি বসানো । আল্‌নাটিতে কয়েকখানি লেপ বোধ হয় রক্ষিত আছে ;—আকারটি হস্তিপৃষ্ঠের ন্যায় । বহির্দ্দেশ পুরাতন ধৌতবস্ত্র দিয়া উত্তমরূপে আবৃত । এই লেপের দুইটি 'গলি' পিসীমার পরম গোপনীয় স্থান । বালিকাগণের চক্ষু হইতে যাহা কিছু তিনি অন্তরাল করিবার ইচ্ছা করেন,—তাহা এই গলির মধ্যে প্রবেশ করে । (এই তথ্য বালিকাগণ সবিশেষ অবগত ছিল ।)

গদাধর ফিরিয়া আসিলেন । তাঁহার হস্তে একখানি বিনামূল্যে বিতরিত, স্বর্ণসিন্দুর-মহামৃত-রসায়নাদির বিজ্ঞাপনকণ্টকিত কবিরাজী পঞ্জিকা এবং একখানি চশমা । উপবেশনানন্তর গদাধর চশমাটি বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিলেন । পরে তাহা চক্ষে সংলগ্ন করিয়া পঞ্জিকার শুভদিনের নির্ঘণ্ট পৃষ্ঠাটি বাহির করিলেন । অনুচ্চস্বরে এইরূপ বলিয়া যাইতে লাগিলেন :—

"বিবাহ—বিবাহ—আষাঢ়—অনেকগুলো দিন আছে দেখছি—৪।৫।১১।১৪।২৬।২৭।৩১—আজ হ'ল গিয়ে তোমার কঁতে ?—১৯শে জ্যৈষ্ঠ । এ মাসের বাকী থাকে বার দিন,—ওমাসের চার দিন, তা হ'লে হ'ল ষোল দিন,—ঠিকই হবে ।" বলিয়া তিনি শুভদিনের নির্ঘণ্ট ছাড়িয়া পঞ্জিকার অভ্যন্তরভাগ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন । যথাস্থানে আসিয়া আবার বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"৪ঠা আষাঢ় ইংরাজী ১৮ই জুন বুধ—যাক । বুধবার ত্রয়োদশী বিশাখা নক্ষত্র কৌলবকরণ সিদ্ধিযোগ এতে গতে মৎস্যাবুক যোগ জন্মে তুলারাশি—যাক্ । ইংরাজী ঘণ্টা ১০।২৩।৯ সেঃ মধ্যে ধনু মকরলগ্নে শুভহিবুকযোগে বিবাহ ।—দক্ষিণে যোগিনী—চুলোয় যাক্ । যাত্রাশুভক্ষণ নিষেধ ।—যাক্—তা হ'লে ৪ঠা ত দিন বেশ ভালই দেখছি । ৪ঠা তবে স্থির হোক্—কি বল তুমি ?"

নবগোপাল বলিল—"তা বেশ । আমার কোনও আপত্তি নেই । আমি সময়মত সেখানে উপস্থিত হব । আপনি আমাকে ঠিকানাটা ব'লে দেবেন ।"

গদাধর তখন একটুকরা কাগজে কৃষ্ণধনের ঠিকানাটি লিখিয়া দিলেন । জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কবে কল্‌কাতায় যাচ্ছ ?"

"দু' তিন দিনের মধ্যেই ।"

"তোমার কল্‌কাতার ঠিকানা আমায় দাও, যদি কোনও সংবাদ পাঠাবার আবশ্যক হয় ।"

নবগোপাল তাহার কলিকাতার ঠিকানা লিখিয়া দিল ।

অতঃপর সে বিদায় প্রার্থনা করিল । কিন্তু

গদাধর কহিলেন, তাহা কোনমতেই হইবে না, আজ সান্ধ্যভোজন তাহাকে এইখানেই সমাধা করিয়া যাইতে হইবে। নবগোপাল বলিল, যদি সে উঁহাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিত, তবে অত্যন্ত সুখী হইত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ একটি প্রয়োজনে অধিক রাত্রির পূর্ব্বে তাহাকে ঘরে ফিরিতেই হইবে। অবশেষে নবগোপাল কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া যাইতে প্রস্তুত হইল।

এতক্ষণ নবগোপাল বাড়ীর কোথাও রমাকে দেখিতে পায় নাই। স্বাভাবিক লজ্জায় রমার সংবাদও লইতে পারিতেছিল না। তাহার বিদায়-গ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বেই এক মূর্ত্তিমতী সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল—সে নৃত্যরতা রাজলক্ষ্মী। এই বালিকার সঙ্গে ইতিমধ্যে নবগোপালের বেশ একটু ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হইয়াছে। সে তাহাকে রঙ্গ করিয়া 'রাজা মশাই' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর তাহাতে অত্যন্তই আমোদ। 'রাজা মশাই' সম্বোধনে কোনও প্রশ্ন করিলে, তাহার হাসির ফোয়ারা ছুটিত, উত্তর করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইত। রাজলক্ষ্মী নবগোপাল নাম বাঁকাইয়া একটা কিছু মজা করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু মনোমত কিছু না পাইয়া, অবশেষে 'মন্ত্রী মশাই' নামকরণ করিয়া ক্ষোভ সংবরণ করিয়াছে।

নবগোপালের বিদায়ের প্রাক্‌কালে রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁগা মন্ত্রী মশাই, তোমার বন্দুকটা এনেছ?"

"এনেছি বৈ কি—আমার নৌকায় আছে। দেখবে?"

"আমার নিয়ে চল, আমি দেখব।"

রাজলক্ষ্মী নবগোপালের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে চলিল। বাহির হইয়াই বলিল—"ওগো, আমরা কোথা যাব জান?"

"না। কোথা বল দিকিনি?"

রাজলক্ষ্মী গুরুতর গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া বলিল—"পঞ্জাব।"

নবগোপাল বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল—"অ্যাঁ! বল কি?"

রাজলক্ষ্মী গম্ভীরভাবে শিরশ্চালনা করিতে লাগিল।

"আর কে যাবে পঞ্জাবে?"

"বাবা যাবে, দিদি যাবে।"

"তোমার দিদি আজ কোথা গেছে? তাকে ত কৈ দেখতে পেলাম না।"

"দিদি কোথা গেছে, জান না বুঝি?"

"না।"

"সে গেছে বড় পুকুরদের বাড়ী চুল বাঁধতে। ফিতে, চিরুনী, গোলাপফিতে—সব নিয়ে চুল বাঁধতে গেছে। সে কিছুতেই যাবে না,—পিসীমা ধ'রে বেঁধে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

নবগোপাল মনে মনে ভাবিল—আগমন-সংবাদটা পূর্ব্ব হইতে পাঠাইয়া ভাল হয় নাই।

সে দিন সন্ধ্যাবেলা গদাধর অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহার পুত্রকে একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিলেন। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া সোনাপুর যাত্রা করিলেন;—পত্রখানি স্বহস্তে ডাকঘরে রেজিষ্টারি করিলেন, এবং প্রভুর নিকট এক মাসের বিদায় গ্রহণ করিয়া আসিলেন।

পঞ্চম দিনে গদাধর এই পোষ্ট আফিসে আসিয়া ডাকের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। ডাক আসিলে, তাঁহার নামে একখানি রেজিষ্টারি পত্র বাহির হইল। পুত্রের উত্তর। বাটী ফিরিয়া, সে দিন সন্ধ্যাকালে এই পত্রখানি এবং বাড়ীতে যেখানে যত পুরাতন পত্র ছিল, সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আনিয়া, একত্র ভস্মসাৎ করিলেন।

পরদিন গদাধর সপরিবারে পঞ্জাবযাত্রা করিলেন। যে ষ্টেশনে রেলে উঠিলেন, তথাকার ডাকঘরে আর একখানি পত্র রেজেষ্টারি করিলেন,—তাহা নবগোপালের নামে,—কলিকাতার ঠিকানায়।

গাড়ীতে রমা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত লছমীর নিকট বলিতেছিল—নবগোপালের নিকট শুনিয়াছে, পঞ্জাব যাইবার পথে বিস্তর পাহাড়, বন ও নদী আছে—সে সমস্ত গাড়ী হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত দেখিয়া দেশে ফিরিয়া সে নবগোপালের নিকট কিরূপ ঘটা করিয়া গল্প যে করিবে,—তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস লছমীকে দিতেছিল। এ পর্য্যন্ত রমা ঘুণাক্ষরেও জানে না, কেন তাহারা পঞ্জাব যাইতেছে। পাছে বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় গদাধর এমনই সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন যে, এই পরামর্শটি তাঁহার, লছমীর ও পিসীমার মধ্যেই সম্পূর্ণ আবদ্ধ ছিল।

নবগোপালের প্রসঙ্গ রমা বারংবার যখন উত্থাপন করিতে লাগিল, তখন লছমী আর থাকিতে পারিল না—রমাকে সংবাদটা দিল।

রমা বিস্ময়ে তাহার ভাসর চক্ষু দুইটি ধাত্রীর পানে স্থাপন করিয়া বলিল—"সত্যি?"

—

লক্ষ্মীর চক্ষে একটু পরিহাসের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সে বলিল—"সত্যি বল্‌লে খুশী হবে?"

রমাকে [illegible] লজ্জা করিতে হয়। কিন্তু সে এক সপ্তাহ হইল, পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিল। লক্ষ্মীর প্রশ্নে এই পিতামাতাহীনার গণ্ডস্থল রক্তিম হইয়া উঠিল। কিন্তু তথাপি সে লজ্জাজড়িত ইঙ্গিতে উত্তর করিল—খুশী হব।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রতিশোধ।

নবগোপালের মাতা যখন শুনিলেন, সে কলিকাতা এবং তথা হইতে পঞ্জাব যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তখন তিনি আনন্দিত হইলেন। ভাবিলেন, এই ভ্রমণে তাহার শরীর ও মন উভয়ই ভাল হইবে। এ কয়দিন তাহার শুষ্ক মুখ দেখিয়া তাঁহার মাতৃহৃদয় বিগলিত হইতেছিল। এখানে এমন একটি সঙ্গী সাথী নাই যে, নবগোপালের সঙ্গে দুই দণ্ড বসিয়া গল্প করে—কোন আমোদ-প্রমোদে রত হয়। কলিকাতায় নবগোপালের অনেক বয়স্য—তাহাদের সংসর্গে তাহার মনের অন্ধকার শীঘ্র দূর হইবে। কান্তিচন্দ্রও পুত্রের এ কল্পনা শুনিয়া মনে মনে খুসী হইলেন—ভাবিলেন, "অশুভস্য কালহরণং"—সময়ে সে গোমস্তার মেয়েকে বিবাহ করিবার আব্দার বিস্মৃত হইতে পারে।

মহেশপুর হইতে ফিরিবার দুই দিন পরে নবগোপাল রেলপথে কলিকাতা যাত্রা করিল।

ইহার এক সপ্তাহ পরে, সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, সীতানাথ স্বীয় গৃহে বসিয়া ধূমপান ও জননীর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত নবগোপালের আশু-বিবাহ সম্ভাবনা দূরীভূত—এই কারণে মাতাপুত্রের মুখ একটু প্রফুল্ল-ভাব ধারণ করিয়াছিল। সময়ের গতিকে কত কি হইতে পারে। ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে, তাহা কে জানে?

এইরূপে মাতাপুত্রের কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তা চলিল। [illegible]রের বাটী হইতে সহসা দ্বারবান্ আসিয়া সংবাদ [illegible] বাবু রায়জিকে স্মরণ করিয়াছেন। বাবু [illegible]কে সময়ে অসময়ে প্রায়ই স্মরণ করিতেন, [illegible]ং ইহা অদ্ভুতপূর্ব্ব ঘটনা নহে। সীতানাথ বেশ [illegible]ধান করিয়া, হস্তস্থিত লগুড় দোলাইতে দোলাইতে, পান চিবাইতে চিবাইতে, কাছারি-বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। সীতানাথ কাছারিতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, আর কেহই নাই—শুধু কান্তিচন্দ্র [illegible] করিয়া বসিয়া আছেন। সীতানাথ দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন,—বুঝিলেন, বিশেষ কিছু ঘটিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ভায়া, ব্যাপার কি?"

কান্তিচন্দ্র কিছুই না বলিয়া, সীতানাথের হস্তে একখানি খোলা ডাকের পত্র দিলেন। সীতানাথ তাহা লইয়া পড়িবার জন্য জানালার আলোকের কাছে দাঁড়াইলেন—পত্রখানি এইরূপ ;—

"কলিকাতা,
২৮শে জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীচরণেষু

আমি অদ্য পশ্চিমযাত্রা করিতেছি। আগামী ৪ঠা আষাঢ় শ্রীযুক্ত গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী রমাসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিব। নিবেদন ইতি—

শ্রীনবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।"

পত্র পড়িয়া সীতানাথ কান্তিচন্দ্রের প্রতি ফিরিয়া বলিলেন—"এখন উপায়?"

"উপায় পরামর্শ করার জন্যেই তোমাকে ডেকেছি। এ বিয়ে বন্ধ কর্‌তে হবে। যেমন ক'রে হোক্।"

"নিশ্চয়। বলেছে পশ্চিম—কোথায়, তা কিছু অনুমান কর্‌তে পার?"

"কিছু না। সে সব আবিষ্কার কর্‌তে হবে। বেশ বোঝা যাচ্চে,—পাছে আমরা বাধা দিই, তাই পশ্চিমে যাচ্চে। আজ ২৯শে,—বিবাহ হ'তে এখনও ছদিন বাকী। হয় ত গদাধর এখনও মেয়ে নিয়ে পশ্চিম যায়নি। তুমি আজই মহেশপুরে যাও—এখনি। যদি এখনও সেখানে থাকে,—মেয়েকে ধ'রে নিয়ে এস। যদি চ'লে গিয়ে থাকে, বাড়ীর অন্য লোকের কাছ থেকে সব সন্ধান জেনে এস,—কালই আমরা পশ্চিমে রওয়ানা হব।"

সীতানাথ এক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—"সন্ধান তারা সহজে দেবে কি?"

কান্তিচন্দ্র উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"যেমন ক'রে ডাকাত পড়ে, তেমনি ক'রে তাদের উপর গিয়ে পড়। প্রাণের দায়ে তারা সন্ধান ব'লে দেবে।"

কান্তিচন্দ্রের ক্রোধ ও উত্তেজনা সীতানাথের

মনেও বিদ্যুৎপ্রভাব সৃজন করিয়াছিল। তিনি বলিলেন—"বেশ, আমি প্রস্তুত আছি। আমায় লাঠিয়াল দাও, মশাল দাও, হাতী দাও। আমি যদি কার্যোদ্ধার না ক'রে আসতে পারি, তা হ'লে—তা হ'লে—"

তাহা হইলে আত্মপ্রতি কি অবমাননা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিবেন, সীতানাথ স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। কান্তিচন্দ্র বলিলেন—"সব দিচ্ছি। আমার এই কার্য্য যদি তুমি উদ্ধার করতে পার, তবে জানব, তোমার মত বন্ধু আমার আর নেই।"

কান্তিচন্দ্র বড়ই উত্তেজিত হইয়াছিলেন, নতুবা সচরাচর তিনি ভাবসিক্ত হইয়া উঠেন না।

কান্তিচন্দ্রের আজ্ঞাক্রমে ভৃত্যগণ বিদ্যুদ্বেগে গ্রামে গ্রামে ছুটিল। অনতিবিলম্বে বিংশতি জন যমসদৃশ গোয়ালা ও বাগ্দী লাঠিয়াল এবং দুই জন সড়কিদার আসিয়া উপস্থিত হইল। অপর কয়েক ব্যক্তি মশাল প্রস্তুত করিতে বসিয়া গেল। দুইটি প্রকাণ্ডকায় হস্তীও সজ্জিত হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

অগ্রগামী হস্তীর উপর একটিমাত্র মশাল জ্বালাইয়া, নিঃশব্দে সসৈন্যে সশস্ত্র সীতানাথ যাত্রা করিলেন। রাত্রি তখন এক প্রহর অতীত হইয়াছে। বিশালাক্ষী হইতে মহেশপুর স্থলপথে ছয় ক্রোশ হইবে। যখন অনুমান মধ্যরাত্রি, তখন দলবল মহেশপুরে পৌঁছিল।

দলস্থ দুই তিন ব্যক্তি গদাধরের গৃহ জানিত। গৃহের নিকটবর্ত্তী হইলে সীতানাথের আজ্ঞায় সমস্ত মশাল প্রজ্বালিত হইল এবং সকলে মিলিয়া সমস্বরে "ডাকাতী চীৎকার" করিল।

সদর দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সীতানাথ দেখিলেন, তালা বন্ধ। ভাবিলেন, তবে পাখী উড়িয়া গিয়াছে। বাড়ীর লোককে ভয় দেখাইয়া ঠিকানা লইবেন ভাবিয়াছিলেন, সে পথও বন্ধ। এক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া হুকুম দিলেন—"তালা ভাঙ।"

তালা ভাঙ্গিতে এক মিনিট মাত্র লাগিল। দশ জন অনুচর লইয়া, হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া, সীতানাথ অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন।

বাড়ীর বিড়ালটা উঠানে ছাইগাদায় শুইয়া নিদ্রা যাইতেছিল, সে এই আলোক ও লোকসমাগম দেখিয়া 'মেউ' করিয়া পলাইয়া গেল।

সীতানাথ মশালের আলোকে সমস্ত কক্ষগুলির বহির্দ্দেশ পরীক্ষা করিলেন। যে কক্ষটি প্রধান বলিয়া মনে হইল, তাহার তালা ভাঙ্গিতে হুকুম দিলেন।

সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া, চতুর্দ্দিকে পুরাতন পত্রাদির জন্ত অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বাক্স, পেঁটারা যাহা কিছু ছিল, সমস্ত তাড়াইয়া উলট-পালট করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু কোথাও একখানি পত্র পাওয়া গেল না।

তাহার পর আর একটি কক্ষে এবং আর একটি কক্ষে এবং শেষে রান্নাঘরে অন্বেষণ করিলেন—কোথাও কিছু নাই। শেষে বলিলেন—চালের বাতাগুলা দেখিতে হইবে। মশালের আলোকে চালের বাতা অন্বেষণ করিয়াও কিছুই পাইলেন না; কিন্তু হঠাৎ একটা স্থানে আগুন ধরিয়া গেল।

অনুচরগণ সে অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে যাইতেছিল, কিন্তু ভগ্নমনোরথ ক্রুদ্ধ সীতানাথ হাঁকিলেন—"নিবুস্‌নে—নিবুস্‌নে—জ্বলুক—জ্বলুক।" তৎক্ষণাৎ অঙ্গন পার হইয়া সদর দরজার বাহিরে আসিয়া হস্তী দুইটার মাহুতগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোদের হাতী দেওয়াল ফেল্‌তে পারে?—মাটীর দেওয়াল,—পাকা নয়।"

তাহারা দুই জনে সমস্বরে উত্তর করিল—"কেন পার্‌বে না হুজুর? হুকুম পেলেই পারে।"

সীতানাথ হুকুম দিলেন—"তবে যা,—বাড়ীর পিছন দিকে যা,—সব ঘরের দেওয়াল একে একে ফেলে দে।"

মাহুতগণ তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা পালন করিতে ধাবমান হইল। অগ্নিসংলগ্ন কক্ষের সম্মুখদিগের চালাই তখন জ্বলিতেছিল,—পশ্চাতের চালে তখনও আগুন পৌঁছে নাই। দুইটা হস্তী ইঙ্গিত অনুসারে দেওয়ালে গাত্রস্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান হইল। দ্বিতীয় ইঙ্গিতমাত্র বিকট চীৎকার করিয়া তাহারা যুগপৎ দেওয়াল ঠেলিয়া দিল,—মহাশব্দে তাহা ভিতরদিকে হেলিয়া পড়িল। পশ্চাতের চালটাও ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল—দেখিতে দেখিতে অগ্নিময় হইয়া উঠিল।

এইরূপ একে একে সব কক্ষগুলি ভগ্ন হইল। সীতানাথ স্বহস্তে একটা মশাল লইয়া সব চালগুলাতে আগুন ধরাইয়া দিলেন।

সেই স্থানের চতুর্দ্দিকে তখন নৈশ অন্ধকার পলায়িত—দিবাবৎ প্রখরালোক। উত্তাপও অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল।

সম্মুখে অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া সীতানাথ হর্ষে মত্ত উন্মীলন করিলেন। তীব্র আলোকে অনতিদূরেই আর একখানি গৃহ দেখা গেল, তাহা বহু পুরোহিতের বাটী। সীতানাথ অতঃপর সসৈন্যে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন।

সদর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল, এক জন বাগদী প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া খুলিয়া দিল। সদলবলে সীতানাথ ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সমস্ত কক্ষের দরজা খোলা, কোথাও জনমনুষ্য নাই।

যদি কাহাকেও পাওয়া যায়, এই আশায় তাঁহার অনুচরগণ চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। অবশেষে গোশালার নিকট একটা ভুষি রাখিবার বৃহৎ জালার মধ্যে এক জন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের সন্ধান পাওয়া গেল।

বলপূর্ব্বক জালা হইতে বহিষ্কৃত হইবামাত্র স্ত্রীলোকটি সকরুণভাবে বিকট চীৎকার করিয়া বলিল—"ওগো ডাকাত বাবা, গেরস্তর যা কিছু আছে, সর্ব্বস্ব নিয়ে যাও গো, প্রাণে মেরে ফেলো না।" এই বলিয়া সে ভূমিতে পড়িয়া সম্মুখবর্ত্তী মশালধারিগণের পদতলে লুটাইতে লাগিল।

সীতানাথ বলিলেন—"চুপ কর্ মাগী, যা বলি, শোন্।"

কিন্তু সে স্ত্রীলোকটি পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিয়া যাইতে লাগিল "ওগো, তোমরা যখন রৈ রৈ ক'রে ওদের বাড়ী এসে পড়লে গো, তখন এ বাড়ীর লোক সবাই পালিয়ে গেল খিড়কী দরজা দিয়ে,—আমি বুড়ো মানুষ রাতকাণা, চোখে দেখতে পাইনে বাবা—আমি জালার মধ্যে লুকিয়ে ছিলুম।"

সীতানাথ হাঁকিলেন—"চুপ কর্ বলছি।" বৃদ্ধা আর্ত্তনাদের স্বরে বলিয়া যাইতে লাগিল—"ওগো, দোহাই বাবা, সাত দোহাই তোমাদের—আমি কিছু জানিনে—ছোটলোকের মেয়ে বাবা, গতর খাটিয়ে খাই—"

সীতানাথ একটা সড়কী লইয়া তাহার অগ্রভাগ বৃদ্ধার দেহের অতি সন্নিকটে ধারণ করিয়া বলিলেন—"আর একটা কথা কবি কি এই সড়কী পেটে চালিয়ে [illegible]ব।"

ইহার ফল "মন্ত্রবৎ" আশ্চর্য্যজনক হইল। বৃদ্ধা [illegible]ব।

সীতানাথ সড়কী সরাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা [illegible]লেন—"ও বাড়ীর গদাধর চাটুয্যে কোথায় [illegible]ছে?"

"গদাধর চাটুয্যে আজ দুদিন হ'ল সপরিবারে [illegible]মে গেছে বাবা।"—

"পশ্চিমে কোন্‌খানে?"

"রাজ্জাপতি না মুড়ু কি বল্লে, সেইখানে তার [illegible]ু চাকরী করে বাবা, সেইখানে গেছে। [illegible]হাই বাবা, আমি কিছু জানিনে বাবা—গোমস্তা মানুষ, অনেক টাকা খাজনা আদায় ক'রে আনে বটে, কোথায় রাখে, তা জানিনে বাবা—"

"চুপ কর্ বুড়ী। ছেলের নাম কি?"

"ছেলের নাম? কেষ্টধন বাবা—দোহাই বাবা—আমি গরীব লোক বাবা—"

ইহা শ্রবণানন্তর সীতানাথ সদলবলে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। রজনীপূর্ব্বে দুই ঘণ্টার মধ্যে বিশালাক্ষীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তৎক্ষণাৎ কান্তিচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

কান্তিচন্দ্র তোষাখানায় শয্যাতল আশ্রয় করিয়াছিলেন। সীতানাথের নিকট সমস্ত বার্ত্তা শুনিয়া স্থির করিলেন—পরদিন প্রভাত হইবামাত্রই পঞ্জাবযাত্রা করিবেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

গদাধরের সাবধানতা।

"ঝি—অ ঝি!"

কোন উত্তর নাই। শ্যামচাঁদ ঝাড়ন হস্তে প্রখরভাবে টেবিল, চেয়ার, ছবি প্রভৃতি কক্ষস্থিত আসবাবগুলি হইতে ধুলা ঝাড়িয়া যাইতে লাগিল। সে এ বাড়ীর খানসামা, চাকর-মহলে তাহার আধিপত্য অপরিসীম। ঝি আসে না দেখিয়া একটু উচ্চে শ্যামচাঁদ আবার হাঁকিল…"অ ঝি!"

ঝি এবার প্রবেশ করিল। বলিল—"অত ক'রে চেঁচাচ্চ কেন? হয়েছে কি?" এ ঝিটির বয়স অল্প, রংটা পরিষ্কার। শ্যামচাঁদ তাহার প্রতি চাহিয়া একটু হাসিল। বলিল—"এ দিকে এস দিকিনি।"

ঝি কাছে সরিয়া গিয়া বলিল—"কি?"

শ্যামচাঁদ মেঝের একটা স্থান দেখাইয়া বলিল—"ঝাড়ু দিয়েছ—এই খানটায় কুচি কাগজগুলো কার জন্যে রেখে গেছ?"

ঝি কাগজের টুকরাগুলি খুঁটিয়া লইয়া বলিল—"বাবা! একটু কাগজ প'ড়ে আছে ত কি হয়েছে?"

শ্যামচাঁদ তখন স্বর নামাইয়া বলিল—"কি, এ কাগজ কে কুচিয়ে ফেলেছে জান?"

"না।"

"আমি কুচিয়ে ফেলেছি। তোমায় একটু বকবার জন্যে।"

ঝি একটু কুটিল কটাক্ষ করিয়া বলিল—"খবরদার, আমার সঙ্গে চালাকি ক'রো না বলছি"—বলিয়া সে

সবেগে চলিয়া যাইতেছিল, শ্যামচাঁদ বলিল—"ঝি, শোন্ শোন্।"

ঝি দুয়ারের নিকট দাঁড়াইয়া বিরক্তির ভাণ করিয়া বলিল—"কি আবার?"

"বামুন ঠাকুরকে বল লুচি ভাজতে, বাবুর চান হয়েছে। আর চায়ের জিনিস সব এনে দাও।"

ঝি চলিয়া গেলে সিঁড়িতে নালবাঁধা নাগরা জুতার শব্দ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ডাকওয়ালার আবির্ভাব হইল। সে ব্যাগ হইতে একখানি রেজেষ্টারি চিঠি বাহির করিয়া বলিল—"বাবু, নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বাবু কোথায়?"

শ্যামচাঁদ বলিল—"বাবু গোসলখানায়"—বলিয়া ডাকওয়ালার হস্ত হইতে পত্র লইবার জন্য হাত বাড়াইল।

ডাকওয়ালা বলিল—"রেজেষ্টারি চিঠি। বাবুর সই চাই।"

শ্যামচাঁদ বলিল—"দাও, আমি সই ক'রে দিচ্চি।"

ডাকওয়ালা বলিল—"বাপ রে—রেজেষ্টারি চিঠি —মালিক ভিন্ন ক্যরু হাতে দেবার হুকুম নেই।"

শ্যামচাঁদ হস্ত দ্বারায় দুয়ার দেখাইয়া বলিল— "তবে ঐ বাইরে গিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাক্। বাবুর আসতে এখন দেরি আছে।"

"অনেক দেরি?"

"ঢের দেরি।"

"তবে দাও, চটপট সই ক'রে দাও। দেখো যেন কোন গোল হয় না।"

শ্যামচাঁদ তখন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আপনার নাম সহি করিয়া লিখিল—"বকলম শ্রীনবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।" "বকলম" শব্দের অর্থটা তাহার পরিষ্কার ধারণা ছিল না।

ডাকওয়ালা চলিয়া গেলে শ্যামচাঁদ পত্রখানি এপিঠ-ওপিঠ উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে লাগিল। এই সময়ে ঝি চায়ের দ্রব্যাদি লইয়া প্রবেশ করিল। চিঠিখানি শ্যামচাঁদ দুই হাতে নাড়িয়া ঝির পানে চাহিয়া বলিল—"বেশ মুচ মুচ কচ্ছে—নোট আছে?"

ঝি বলিল—"কত টাকার নোট?"

শ্যামচাঁদ চিঠিখানি হাতে রাখিয়া তার অনুমান করিতে করিতে বিজ্ঞের মত বলিল—"শো দুই টাকার হবে।" শ্যামচাঁদের অসাধারণ অনুমানক্ষমতা দেখিয়া ঝি চমৎকৃত হইয়া গেল।

ঘড়িতে নয়টা বাজিল। এই গৃহখানি ভবানীপুরে অবস্থিত। কিয়দ্দূরে রসারোড হইতে ট্রামগাড়ীর শব্দ আসিতেছে। গৃহস্বামী নবগোপালের একটি বন্ধু। পঞ্জাবযাত্রার প্রাক্কালে এ কয়েক দিবস নবগোপাল এইখানে অবস্থিতি করিতেছে। নবগোপাল আসিয়া অবধি অত্যন্ত ব্যস্ত। তাহার কয়েকখানি কোম্পানির কাগজ ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়াছে। ভবিষ্যৎসম্বন্ধে অনেক জল্পনা-কল্পনা করিয়াছে। বিবাহের পর পশ্চিমে কোথাও একটি ক্ষুদ্র বাড়ী লইয়া এখন থাকিবে। টাকা যাহা আছে, তাহাতে দুইটি বৎসর চলিতে পারিবে। ইতিমধ্যে কোন কর্ম্মের সন্ধান করিবে, শিক্ষকতা হউক, যাহা হউক।

নবগোপালের আসিবার আর বিলম্ব নাই। শ্যামচাঁদ জানালার কাছে একখানি আরাম-কেদারা বিছাইয়া তাহার পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র টীপয়ে চা এবং কয়েকখানি লুচি সাজাইয়া রাখিল। পত্রখানিও চায়ের কাছে রাখিয়া দিল।

নবগোপাল আসিয়া চেয়ারে উপবেশন করিল। পত্রখানি হাতে করিয়া তাহার বহির্দ্দেশ পরীক্ষা করিতে লাগিল।

শিরোনামা বাঙ্গালায় লেখা, হস্তাক্ষরও অপরিচিত। ছাপ দেখিল—স্থানটার নাম পরিচিত হইলেও—সেখানে তাহার কোনও পরিচিত ব্যক্তির অস্তিত্ব সে অবগত নহে।

কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের সহিত সে তখন পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিল। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল :—

"ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ

পরম কল্যাণীয় শ্রীমান্ নবগোপাল বাবাজীবন পত্র দ্বারা আমার বহু বহু আশীর্ব্বাদ জানিবেক। পূর্ব্ব-পরামর্শমত আমি অদ্য সপরিবারে পশ্চিমযাত্রা করিলাম। তোমাকে কহিয়াছিলাম যে, রাওলপিণ্ডিতে শুভ বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইবেক, কিন্তু কোনও বিশেষ কারণবশতঃ উক্ত কল্পনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। রাওলপিণ্ডি অপেক্ষা আরও নিকটবর্ত্তী একটি স্থান স্থির করিয়াছি। উহার নাম অমৃতসর,—একটি প্রসিদ্ধ নগর। সেইখানে শুভ বিবাহ-কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার অভিলাষ করিয়াছি। অতএব বাবাজীবন, তুমি রাওলপিণ্ডিতে আগমন না করিয়া অমৃতসরে আগমন করিবে—আমরাও তথায় চলিলাম। উক্ত নগরে সবজিবাগ নামক পল্লীতে আমার পুত্র শ্রীমান্ কৃষ্ণধনের এক জন পরম বন্ধু বাস করেন। তাঁহার নাম শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। তিনি সেখানকারের একটি বিখ্যাত লোক,—স্থানীয় ডাকঘরের পোষ্টমাষ্টার। তুমি অমৃতসরে পৌঁছিয়া প্রথমে তাঁহার

নিকট অনুসন্ধান করিবেক, তাহা হইলে আমাদের বাসার সঠিক সংবাদ পাইবেক। অতি সত্বর আগমন করিবেক, বিলম্ব না হয়, কারণ, শুভবিবাহের দিন অতি নিকট। অত্যন্ত সাবধানে আসিবেক এবং তোমার গন্তব্যস্থল কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেক না, ইহার বিশিষ্ট কারণ আছে, সাক্ষাতে সবিস্তার কহিব। ভগবৎকৃপায় অত্রস্থ মঙ্গল হয় বিশেষ। অধিক আর কি লিখিব, সর্ব্বদা তোমার কুশল প্রার্থনা করিতেছি। ইতি।—

নিয়ত আশীর্ব্বাদক
শ্রীগদাধর দেবশর্ম্মণঃ।

পুঃ পত্র রেজেষ্টারি করিয়া ডাকযোগে প্রেরণ করিলাম, ইতি।"

পত্রপাঠ শেষ করিয়া নবগোপাল চা-পান আরম্ভ করিল। পত্রখানি আর একবার পাঠ করিল। হঠাৎ এ পরিবর্ত্তনের অর্থ কি? পত্রের মধ্যে যেন একটা গূঢ়ত্বের ভাব। সে যাহা হউক,—অমৃতসর এবং রাওলপিণ্ডি দুই তাহার পক্ষে সমান।

সমস্ত দিন জিনিসপত্র কেনায় এবং অন্য আয়োজনে কাটিল। রাত্রি দশটার সময় পঞ্জাবমেলে আরোহণ করিয়া নবগোপাল অমৃতসর যাত্রা করিল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

অমৃতসর।

দুই দিবস অবিশ্রাম ভ্রমণের পর নবগোপাল অমৃতসরে পৌঁছিল। তখন বেলা আটটা হইবে। গাড়ী হইতে প্লাটফর্ম্মে অবতরণ করিবামাত্র কয়েক জন পাণ্ডা তাহাকে ঘেরাও করিয়া তাহার নাম, ধাম, গন্তব্যাদি সম্বন্ধে সহস্র প্রশ্ন বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু নবগোপাল কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া জিনিসপত্রবাহী কুলীর সঙ্গে ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

ষ্টেশনের বাহিরে বিস্তর একা ও গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে। নবগোপাল ভাবিতেছিল, কোথায় একটা বাসস্থানের সন্ধান পায়, এমত সময় একটি অদ্ভুতবেশী মনুষ্যমূর্ত্তি তাহার সম্মুখে আসিয়া দর্শন দিল। সে হিন্দুস্থানী অথবা বাঙ্গালী, বস্ত্রাদি দেখিয়া নবগোপাল অনুমান করিতে পারিল না। তাহার অঙ্গে একটি পশ্চিমী "মিরজাই," মাথায় একটি মলিন মখমলের টুপী, পায়ে নাগরা জুতা। কিন্তু তাহার মূর্ত্তিটি বাঙ্গালীর মত [illegible] নবগোপাল অনুমান করিবার অধিক অবসর পাইল না, কারণ, লোকটি তাহাকে বলিল—"বাবু, আমি একটি বাঙ্গালী বটি।"

তাহাকে দেখিয়া নবগোপালের একটু কৌতূহলের উদয় হইল। জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার নাম কি?"

"আমার নাম মুকুন্দলাল বিশোয়াস। আমার পিতা, তিনি বাংলা মুলুক থেকে এসে এইখানে মারা যান। পয়সা-কড়ি কিছু রেখে যান না। ভারী দুঃখে পড়ি। কেউ বাংগালী যাত্রী এলে আমি বাসা ক'রে দিই, দর্শন করাই, এই রকমে আমার গুজরান হোয়। আপনার কোথায় যাওয়া হোবে বাবু?"

এক জন স্বদেশীয় ভদ্র-সন্তান ঘটনাচক্রে এইরূপ অবস্থায় পড়িয়াছে জানিয়া নবগোপাল তখনই তাহাকে গ্রহণ করিল। বলিল—"আমি কোথায় যাব, তা এখনও স্থির করিনি। আমায় একটা ভাল দেখে বাসা ঠিক ক'রে দিতে পার কি?"

মুকুন্দলাল উৎসাহের সহিত বলিল—"হাঁ বাবু, আলবৎ পারি। আসুন আমার সঙ্গে। গাড়ী ডাকি?"

নবগোপাল ইঙ্গিতে সম্মতি জানাইল। মুকুন্দলাল তৎক্ষণাৎ একখানি গাড়ী ঠিক করিয়া, কুলীর সঙ্গে নবগোপালের জিনিসপত্র গাড়ীতে উঠাইয়া দিল। পরে সে গাড়োয়ানকে একটা ঠিকানা বলিয়া, নবগোপালের পর গাড়ীতে আরোহণ করিল।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে নবগোপাল জিজ্ঞাসা করিল—"কি রকম বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছ? যাত্রিবাড়ী নয় ত? যেখানে অনেক যাত্রী আছে, সে বাড়ীতে আমি যেতে চাইনে। আমি নিজে একটা ছোট বাড়ী চাই।"

মুকুন্দলাল বলিল—"বহুৎ খুব বাবু, যে রকম আপনার ইচ্ছা। তেমনি বাড়ীতী আছে।" বলিয়া জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া গাড়োয়ানকে একটা নূতন ঠিকানা বলিয়া দিল।

সহর হইতে ষ্টেশন অর্দ্ধ-মাইল পথ। নবগোপালের গাড়ী দুই ধারে মাঠ রাখিয়া সবেগে ছুটিতে লাগিল। মুকুন্দলাল জিজ্ঞাসা করিল—"বাবু, আপনার নাম?"

নবগোপাল নিজের নাম বলিল।

"নিবাস?"

নবগোপাল তাহাও বলিল।

"কত দিন থাকা হোবে?"

"বড় জোর এক সপ্তাহ।"

"ওঃ, বহুৎ সময়। আমি আপনাকে অমৃতসরে যা কিছু দেখাবার শোনাবার আছে, সব দেখিয়ে দেব। অমৃতসর অতি মসহুর সহর। আপনি অমৃতসরের ইতিহাস জানেন কি?"

নবগোপাল মাথা নাড়িয়া বলিল, সে জানে না। গাড়ী তখন সহরে প্রবেশ করিতেছে। পথের জনতা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। মুকুন্দলাল বলিল—"আচ্ছা, তবে ইতিহাস বলি, শুনুন।" বলিয়া সে স্কুলবালকের পাঠ আবৃত্তি করার মত করিয়া আরম্ভ করিল—

"এই সহর যখন ছিল না, তখন সহরের মাঝখানে একটি অতি প্রাচীন পুষ্করিণী ছিল, তাহার নাম 'অমৃত সরস্।' বাদশাহ আকবরশাহ পনরশো চুয়াত্তর সালে গুরু রামদাস জীউকে ঐ পুষ্করিণীর চারি পাশে বহুৎ ভূমি দান করেন। গুরুজী পুষ্করিণীর মাঝে এক মন্দির বানিয়ে সেখানে গ্রন্থ-সাহেবের পূজা করেন। অনেক সাধু মাহাৎমা সেখানে দর্শন করতে আসেন, সেখানে বাস করেন। এই রকম ক'রে পুষ্করিণীর চারিদিকে ভারী সহর বনে যায়। সত্রশো একষট্ট সালে আমদ সা দুরাণী এসে সব শিখদের তাড়িয়ে দেয়, বারুদ ভরিয়া মন্দির উড়াইয়া দেয়, পূজার স্থানে গৌ কাটে।" (এইখানে মুকুন্দলাল "রাম রাম" বলিয়া জানালা-পথে মুখ বাহির করিয়া নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিল) "শিখ-লোগ আবার মন্দির বানায়, আবার সহর বসায়। আঠারসৌ দুই সালে রঞ্জিৎ সিংহ মন্দির সোনা দিয়া মুড়িয়া দেয়। সহরের উত্তরে রঞ্জিৎ সিংহ গোবিন্দগড় কিল্লাভি বানিয়ে দেয়, সহরের চারিদিকে দেওয়াল বানিয়ে দেয়, এখন ইংরাজলোগ সে দেওয়াল তুড়িয়ে দিয়েছে।"

এই "ইতিহাস" বলিবার প্রণালীতে নবগোপাল মনে আমোদ অনুভব করিল। জিজ্ঞাসা করিল—"এ ইতিহাস তুমি কোথায় শিখলে?"

"পাণ্ডালোগের মুখে আমি যেমন শুনেছি, তেমন শিখেছি বাবু। যাত্রী এলে পাণ্ডালোগ সবাই এই রকম বলে।" নবগোপাল পরে আবিষ্কার করিয়াছিল যে, সকল পাণ্ডাই যে ওরূপ বলে; শুধু তাহাই নহে, সকলেই গোবধের বিবর বলিবামাত্র ঐরূপ রাম রাম উচ্চারণ এবং নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে।

গাড়ী ক্রমে জনতাপূর্ণ স্থান অতিক্রম করিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থান দিয়া যাইতে লাগিল। রৌদ্র তখন অত্যন্ত প্রখর, শুভ্র রাজপথ ও গৃহাদির উপর হইতে প্রতিফলিত হইয়া চক্ষু ঝলসিয়া দিতেছে।

গাড়ী দাঁড়াইলে নবগোপাল দেখিল, নিকটে একটি দুইতলা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ। তাহার বহির্দ্দেশ চুণকাম করা, স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে। মুকুন্দলাল নামিয়া দুয়ারের শিকল ঝম্‌ঝম্ এবং "পাঁড়েজী পাঁড়েজী" বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে এক জন ভীমকায় ব্রাহ্মণ আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। তাহার সহিত একটু কথা কহিয়া মুকুন্দলাল নবগোপালের নিকট আসিয়া বলিল—"বাবু বাড়ী খালি আছে। আসুন দেখবেন।"

নবগোপাল বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ [illegible] দেখিল, একটি পরিষ্কার উঠান,—মধ্যস্থলে উচ্চ [illegible]যুক্ত কূপ। নিম্নে তিনটি ঘর, স্নানের ঘর, পাকশালা এবং কাষ্ঠাদি রাখিবার ঘর। উপরে উঠিয়া দেখিল, দুইটি শয়নকক্ষ,—টানাপাখার বন্দোবস্ত আছে,—একটি করিয়া খালি তক্তপোষ পড়িয়া রহিয়াছে,—এবং একটি বসিবার ঘর—একটি টেবিল এবং কয়েকখানি চেয়ার আছে। দেখিয়া নবগোপালের বেশ পছন্দ হইল। জিজ্ঞাসা করিল—"ভাড়া কত?"

মুকুন্দলাল মুখখানি গুটাইয়া কহিল—"বহুৎ ভাড়া লেবে বাবু—কলকাত্তা থেকে আমির লোগ এলে এই বাড়ীতে নামে। রোজ দেড় টাকা ক'রে ভাড়া লেবে।"

নবগোপাল সম্মতি জানাইয়া তাহার জিনিস-পত্র গাড়ী হইতে নামাইতে কহিল। সে সমস্ত আসি[illegible] মুকুন্দলালকে জিজ্ঞাসা করিল, কোন পাচক [illegible] ভৃত্য আনিয়া দিতে পারে কি না।

"কেন পারব না বাবু? আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। এক জন খুব ভাল রসুইদার আমার তল্লাসে আছে। কিন্তু আপনি বাংগালা মুলুক থেকে এসেছেন, একটা বাত ব'লে দিই। এখানকার বামুন মচ্ছি পাকাবে না। সালন পাকাতে বলেন সালন পাকাবে, পাখী পাকাতে বলেন পাখী পাকাবে,—যা পাকাতে বলেন তা পাকাবে—কিন্তু মচ্ছি ছোঁবে না। কি খাবার ইচ্ছা হয়, আমায় বলুন, আমি সব বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি।"

"আর চাকরের কি হবে?"

"চাকরভি এনে দিচ্ছি।"

মুকুন্দলাল তখন নবগোপালের নিকট টাকা লইয়া বাজার করিতে এবং ভৃত্য সংগ্রহ করিতে গেল। নবগোপাল ইতিমধ্যে জিনিস-পত্র খুলিয়া যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিতে লাগিল।

প্রথমে এক প্রকাণ্ডকায় ভৃত্য আসিয়া দর্শন দিল। বলিল, মুকুন্দলাল তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছে নবগোপাল কূপের নিকট উপবেশন করিয়া তাহার সাহায্যে স্নান করিয়া বাঁচিল।

ক্রমে জিনিষ-পত্র ও পাচককে লইয়া মুকুন্দলাল ফিরিল। অবিলম্বে পাকের উদ্যোগ হইতে লাগিল। নবগোপাল মুকুন্দকে বলিল—"ঠাকুরকে বল, তোমার জন্যেও রসুই করিতে এখানে।"

মুকুন্দলাল বলিল—"বাবু, আমার আস্নান করতে হোবে, পূজা করতে হোবে,—আমার কাচ্ছাবাচ্ছা রয়েছে—হুকুম হোয় ত আমি ঘরে গিয়া হাহার করি।"

নবগোপাল বলিল—"তোমার বাড়ী এখান থেকে কত দূর?"

"সরবার সাহেবের খুব কাছেই।"

"বেশ। ও বেলা তবে এস।"

"হাঁ বাবু—ও বেলা এসে আপনাকে সহর দেখ্‌লাতে নিয়ে যাব।"

"ও বেলা সহর দেখবার আমার সময় হবে না। এখানে সবজিবাগে আমার চেনা লোক আছেন,—সেইখানে যাব।"

মুকুন্দলাল মাথা নাড়িয়া বলিল—"যো হুকুম বাবু। আপনি হাহার ক'রে একটু নিদ্রা করুন। চাকর বিস্তারা লাগিয়ে দেবে—পাংখা টানবে। আমি উবেলা এসে আপনাকে সবজিবাগে নিয়ে যাব।"

মুকুন্দলাল তখন বিদায় গ্রহণ করিল।

আহারান্তে, দুই দিনের পথক্লান্ত নবগোপাল শয্যা গ্রহণ করিয়া বিগত কয়েক দিবসের ঘটনা চিন্তা করিতে লাগিল। পিতার সহিত বিচ্ছেদ,—মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ, সহসা বঙ্গদেশ হইতে পঞ্জাবে এ কোথায় আসিল, কাহার লালসায়?—যাহার জন্য সে এ সকল ত্যাগ করিল—তাহাকে পাইলে ক্ষতি কি পূরণ হইবে?

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

মুকুন্দলালের উৎসব-সজ্জা।

নবগোপালের যে সময় নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন সূর্য্য অস্তমিত, দিবালোক ধূসরবর্ণ ধারণ করিয়াছে। দুই দিনের পথকষ্টে, অনাহারে, অনিদ্রায় সে এত ক্লান্ত হইয়াছিল, এমনই স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রা উপভোগ করিয়াছে যে, হঠাৎ জাগরিত হইয়া প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বকথা কিছুই স্মরণ করিতে পারিল না। গৃহ, শয্যাদি অদৃষ্টপূর্ব্ব বলিয়া মনে হইতে লাগিল;—এমন কি, প্রদোষকে তাহার উষাকাল বলিয়া ভ্রম জন্মিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত এই ভাবে কাটিলে পর, খোলা জানালাপথে নিম্ন হইতে একটা উচ্চ হাস্যধ্বনি এবং গঞ্জিকার উৎকট গন্ধ তাহার শয়নকক্ষে প্রবিষ্ট হইল। তখন নবগোপালের সহসা সমস্তই মনে পড়িয়া গেল। হাস্যকারীর কণ্ঠস্বরও চিনিতে পারিল, সে আর কেহই নহে, স্বয়ং মুকুন্দলাল;—নিম্নে পাড়েজীর সঙ্গে বিলক্ষণ গল্প জমাইয়া তুলিয়াছে।

নবগোপাল তখন সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ক্রমে মুকুন্দলালকে ডাকাইয়া পাঠাইল। মুকুন্দ আসিলে নবগোপাল দেখিল, ট্রেনের মত এখন আর তাহার দীন বেশ নাই; দিব্য ফিট্‌ফাট্ হইয়া সাজিয়াছে। মস্তকে সে পুরাতন মখমলের টুপীটির পরিবর্ত্তে একটি কুসুমবর্ণের পাগড়ী; অঙ্গে একটি নূতন হু-কলিদার পঞ্জাবী, ধুতিখানির পাড়টিও একটু বাহারের। আসিয়া নিশ্বাসের সহিত গঞ্জিকা-গন্ধ বিস্তার করিয়া বলিল—"বাবুজী, এইবারে বাহির হোবেন কি?"

নবগোপাল তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—"হাঁ, একবার সবজীবাগে আমার যেতে হবে। এখান থেকে কত দূর?"

"সবজীবাগ ভারী মহল্লা। ভোপিন বাবুর বাঁসায় যান যদি সে দুই মৈল হোবে।"

ভূপেন্দ্রের নামোল্লেখ শুনিয়া নবগোপাল বিস্মিত হইল; কারণ, সে এ পর্য্যন্ত তাহাকে বলে নাই, সবজীবাগে কাহার সন্ধানে যাইবে। তাই সে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমায় কে বল্লে, আমি ভূপেন বাবুর বাসায় যাব?"

মুকুন্দলাল মুচকিয়া হাসিয়া বলিল—"বাবুজীর সেখানে সাদী হোবে, আমি খবর পেয়েছি। বিহা বাড়ীমে যাইছি কি না, তাই একটু ভেশ বানিয়ে এসেছি।" বলিয়া সলজ্জ বিনয় সহকারে সে নিজের পাগড়ীটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

নবগোপাল লোকটির ভঙ্গী দেখিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—"তোমার নেমন্তন্ন হয়েছে না কি বিয়ের দিন?"

"নিমন্ত্রণো আমার এখনও হোয় নাই বটে কিন্তু ভোপিন বাবুর বাড়ীতে ফিরিয়া যখন হোবে আমারও নিমন্ত্রণো হোবে।"

নবগোপাল বলিল—"তা হ'লে বোধ হয় এবার

হবে।—আচ্ছা, এবার তবে যাওয়া যাক্ চল। একটা গাড়ী ডাক্‌তে পার?"

মুকুন্দলাল গাড়ী ডাকিতে গেল। এই আধা-বাঙ্গালী-আধা-হিন্দুস্থানীটিকে দেখিয়া নবগোপাল কৌতুক অনুভব করিতেছিল। গাড়ীতে আসিয়া সে তাহাকে তাহার সাংসারিক সংবাদাদি জিজ্ঞাসা করিল। মুকুন্দলাল পাণ্ডাগণের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলিল। বলিল, অনেক বৎসর হইতে সে এই-রূপ ব্যবসায় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। বাঙ্গালী আসিলে সকলে প্রায় তাহাকেই লয়, এজন্য পাণ্ডারা তাহার উপর অত্যন্ত নারাজ। তাহারা নাকি "ব্যালোটি" করিয়া বৎসরে তাহার "বারহ রুপিয়া লাইসিন" লাগাইয়া দিয়াছে;—পূর্ব্বে এক পয়সাও লাগিত না। সে বারম্বার বলিতে লাগিল—"পাণ্ডা-লোগ্ বড়া দিক্ করে বাবু, বড়া দিক্ করে।"

গাড়ী দেখিতে দেখিতে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিল। পরদিন প্রভাতে আসিতে বলিয়া মুকুন্দকে নবগোপাল বিদায় করিয়া দিল। ভূপেন্দ্র তখনও কর্ম্মস্থান হইতে ফিরে নাই। বাহির বাটীতে গদাধর বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন,—রাজলক্ষ্মী দাইয়ের মেয়ের সঙ্গে বারান্দায় বসিয়া খেলা করিতেছিল। নবগোপালকে দেখিবামাত্র "ওরে মন্ত্রী মশাই এসেছে রে" বলিয়া সে অন্তঃপুরাভিমুখে ছুট দিল।

গদাধর অভ্যর্থনা করিয়া নবগোপালকে বসাই-লেন। সে কখন্ পৌঁছিয়াছে, কোথায় উঠিয়াছে, সে সম্বন্ধে সংবাদ লইলেন। গাড়ীতে বেশী কষ্ট হয় নাই ত? বলিলেন—আঃ—পথটা ভয়ানকই দীর্ঘ! দুই দিন ট্রেণে আহারাদির বড়ই কষ্ট—গদাধরের আবার একটু একটু অহিফেন সেবন করা অভ্যাস আছে কি না, একটু দুগ্ধ পান না করিলে বাঁচেন না,—তা গাড়ীতে কোথাও যদি একটুকু ভাল দুগ্ধ পাওয়া গেল! দুগ্ধ বলিলেও হয়, জল বলিলেও হয়—ধোঁয়ার গন্ধ;—কোন কোন ষ্টেশনের দুগ্ধ অত্যন্ত টক্ হইয়া গিয়া-ছিল—দুই তিন দিনের বাসি হইবে ইত্যাদি নানা প্রকার কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

হঠাৎ রাওলপিণ্ডি হইতে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া অমৃতসরে আসার কারণ নবগোপাল জিজ্ঞাসা করিল। গদাধর উত্তর করিলেন—"পাছে বাঁড়ুয্যে মশায় কোন রকমে সন্ধান পেয়ে রাওলপিণ্ডিতে এসে ব্যাঘাত জন্মান, তাই এ বন্দোবস্ত করেছি। সাব-ধানের বিনাশ নেই।"

তাহার পর অমৃতসরের কথা উঠিল। গদাধর বলিলেন, স্থানটি দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত পছন্দ হইয়াছে। এ দুই দিনে তিনি সহরের অনেক অংশই দেখিয়া লইয়াছেন। অদ্য প্রভাতে দরবার সাহেব দেখিতে গিয়াছিলেন। পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে দরবার সাহেবের মন্দির। জলের উপর মর্ম্মর প্রস্তরের সেতু আছে, তাহা দিয়া মন্দিরে যাইতে হয়। মন্দিরের ঊর্দ্ধভাগ সোনার পাতে মোড়া। ভিতরে [illegible] গুরু "গ্রন্থ" পাঠ করেন। নবগোপাল অমৃতসর পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই যেন তাহা দেখিয়া যায়।

ক্রমে ভূপেন্দ্র বাটী আসিল। লোকটি খর্ব্বাকার, বয়স অল্প, কিন্তু দেহখানি কিঞ্চিৎ স্থূল হইয়া পড়ি-য়াছে। নবগোপালকে দেখিয়া তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিল। পরে বলিল—"আমাকে একটু মাফ্ কর্‌বেন, আমি বাড়ীর ভিতরে গিয়ে এই ধড়া-চূড়োগুলো ছেড়ে আসি।"

কিয়ৎক্ষণ পরে, আফিসের বেশ পরিত্যাগ করিয়া, একটি জলন্ত কলিকায় ফুৎকার দিতে দিতে ভূপেন্দ্র বাহির হইয়া আসিল। কলিকাটি গদাধরের পার্শ্ব-রক্ষিত আলবোলায় বসাইয়া বলিল—"তামাক ইচ্ছে করুন চাটুয্যে মশায়।"

চট্টোপাধ্যায় ধূমপান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভূপেন্দ্র নবগোপালের সহিত গল্প আরম্ভ করিল। বলিল—"তার পর নবগোপাল বাবু—বাড়ী চিনে এলেন কি ক'রে বলুন দেখি?"

নবগোপাল তাহার পথ-প্রদর্শকের উল্লেখ করিল।

ভূপেন্দ্র বলিল—"তা হ'লে মুকুনা আপনাকে ঠি[ক] পাকড়েছে দেখ্‌ছি। আমি বলেছিলাম কি [না] চাটুয্যে মশায়! চাটুয্যে মশায় বল্‌ছিলেন, আপনি কবে কোন্ গাড়ীতে আস্‌বেন, কিছুই খবর পাওয়া গেল না, এসে কোথায় নামবেন—কি ক'রে আমা-দের সন্ধান পাবেন, তাই উনি ভাবছিলেন।—আমি বল্লাম, কিছু ভাববেন না চাটুয্যে মশায়, মুকুনা আছে ইষ্টিশানে ব'সে, ঠিক আন্‌বে। কেউ বাঙ্গালী নাম্‌লে ও তাকে একেবারে ছোঁ মেরে তুলে নেয়। আপনাকে প্রথমে গিয়ে কি বল্লে? 'বাবু, আমি একটি বাংগালী হচ্ছি' বলেনি বোধ হয়?"

নবগোপাল হাসিয়া বলিল—"ঠিক ঐ কথাই বলেছে। ওটা বোধ হয় ওর বাঁধি গৎ?"

"তা হ'লে আবার ধরেছে। দিন কতক গৎ বদলে দিয়েছিল। হয়েছিল কি জানেন না বুঝি? একবার কল্‌কাতা থেকে একজন ভারী তিরিক্ষে মেজাজের বাঙ্গালী এসে নামে। বাবুটির লগেজ হারিয়ে গিয়েছিল। তার উপর ওপারের প্ল্যাটফর্মে

পাণ্ডাগুলো ভারী তাকে বিরক্ত করেছিল। এপারে যাই সে দাঁড়িয়েছে, আর অমনি যুক্‌না গিয়ে তাকে বলেছে—'বাবু, আমি একটি বাংগালী হচ্ছি।' এই যাই বলা, আর লোকটা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে মারমূর্ত্তি ধারণ ক'রে ওকে বলেছিল—"তুমি একটি আস্ত গোভূত হচ্ছ।'—আরও অনেক কটুকাটব্য করেছিল। পাণ্ডারা তাই নিয়ে ওকে ভারী ঠাট্টা কর্‌ত—বেচারি সিক্‌-সিক্‌ হয়ে গিয়েছিল।"

নবগোপাল বলিল—"আহা, বেচারি বড় ভাল মানুষ। বলে, ও একটি কায়স্থ।"

ভূপেন্দ্র বলিল—"ওর বাপ কায়স্থ ছিল বটে। ওর মা এই দেশের [illegible]"

"বটে? ও কি রকম ক'রে খবর পেয়েছে যে, আমি বিবাহ করতে এসেছি?"

"ও লোকটার কাছে সব খবর আছে। ও একটি গেজেট বল্লেই হয়।"

"বল্‌ছিল, বোধ হয়, আপনি এ বিয়েতে ওকে নেমন্তন্ন কর্‌বেন।"

"হ্যাঁ, ওকে নেমন্তন্ন না করলে রক্ষে আছে? ভারী অভিমান ওর। বলে, 'আমি বাংগালী, কিন্তু গরীব ব'লে আমার জাত-ভাই আমায় পোঁছে না।' ওকে নেমন্তন্ন কর্‌তেই হবে।"

চট্টোপাধ্যায় ধূমপান করিয়া আলবোলাটি ভূপেন্দ্রের দিকে সরাইয়া দিলেন। ভূপেন্দ্র সেটি লইয়া, বন্ধুপিতার প্রতি সম্ভ্রমবশতঃ, বাহিরে বারান্দায় দাঁড়াইয়া কিয়ৎক্ষণ ধূমপান করিয়া আসিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

"এই হাতেখড়ি ঠান্‌দি।"

"ভূপিন দা,—ঠান্‌দি তোমায় ডাকছে।"

বাহির হইতে রাজলক্ষ্মীর কণ্ঠস্বর। ভূপেন্দ্র বলিল—"রাজু, ভিতরে আয় না,—কে এসেছে দেখ।" সহসা রাজলক্ষ্মীর এমনই লজ্জা উপস্থিত হইয়াছে যে, সে আর কিছুতেই আসিবে না। নবগোপাল মৃদুপদে বাহিরে গিয়া খপ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ভিতরে আনিল।

অন্তঃপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভূপেন্দ্র বলিল—"নবগোপাল বাবু, আমার ঠান্‌দি আপনাকে দেখতে চান—একবার বাড়ীর ভিতর আস্‌তে হচ্ছে।"

নবগোপাল উঠিয়া ভূপেন্দ্রের অনুসরণ করিল। পথে যাইতে যাইতে ভূপেন্দ্র নবগোপালের কর্ণে বলিয়া দিল—"ঠানদিকে একটা প্রণাম কর্‌তে ভুল্‌বেন না, নৈলে বুড়ী মহা চ'টে যাবে।" উঠান পার হইয়া বারান্দায় উঠিয়া নবগোপাল একটি কক্ষে প্রবেশ করিল। দেখিল, একটি গৌরবর্ণা বৃদ্ধা দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। নবগোপালকে দেখিবামাত্র বলিলেন—"ও মা, এই যে বেশ বর, খাসা বর, রাঙা টুকটুকে বর।"

নবগোপাল ঠান্‌দিকে প্রণাম করিল। ঠান্‌দি বলিলেন—"কি ব'লে আশীর্ব্বাদ করব ভাই? রাজলক্ষ্মীর হও বলুব, না তার চেয়ে আরও একটা ভাল আশীর্ব্বাদ আছে, তাই বলুব?"

ভূপেন্দ্র বলিল—"তাল থাকুতে বলটা নবগোপাল বাবু [illegible] ঠান্‌দি? [illegible] বল।"

ঠান্‌দি বলিলেন—"আচ্ছা, তবে [illegible] রাজার বর হও।"

ভূপেন্দ্র উচ্চস্বরে হাস্য করিতে লাগিল। বলিল—"সবাই যদি এই রকম যুক্‌-হবে বরদান করে, [illegible] হ'লে এখন কি, কলিকালেও কোনও বর মিলবে না।"

ঠান্‌দি ভূপেন্দ্রের প্রতি কৃত্রিম ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া তাহার কর্ণ মর্দ্দন করিবার উপক্রম করিলেন। বলিলেন—"আমাকে রাগাবি যদি, তবে তোর বউকে একটা নতুন 'বর' দান করব।"

ভূপেন্দ্র হাসিতে হাসিতে নবগোপালকে বলিল—"আপনি বসুন,—আপনাকে ঠানদির জিম্মায় রেখে চল্লাম। আমি বাইরে গিয়ে চাটুয্যে মশায়ের [illegible] যোগের খবর নিই।" বলিয়া ভূপেন্দ্র সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া গেল।

নবগোপাল ঠান্‌দির অনুরোধে জলযোগে বসিয়াছিল। ঠান্‌দি তাহার নিকটে উপবেশন করিয়া বলিলেন—"ভালই হ'ল। দুজনে নিরিবিলিতে এখন মনের কথা ক'য়ে নিই। তার পর ভাই, বল দিকি—আর কখনও বিয়ে করেছ—না এই হাতেখড়ি?"

"এই হাতে খড়ি ঠান্‌দি।"

"তা, তোমার বেয়াকুব চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছি! বিয়ে কর্‌তে হ'লে কি কি কর্‌তে-কর্‌তে হয়, কিছু জান-টান?"

নবগোপাল একখানি জিলাপী ভাঙিতে ভাঙিতে বলিল—"একেবারেই না। আপনি শিখিয়ে দিন।"

"আচ্ছা, প্রথমতঃ একটা টোপর চাই—টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে কর্‌তে আস্‌তে হয়। চেলি প'রে, টোপর মাথায় দিয়ে, জরির জুতো পায়ে দিয়ে—

ৃক্তে আস্‌তে হয়। কলকাতা থেকে আসছ
বলাম,—এ সব সংগ্রহ ক'রে এনেছ ?"

"না।"

শুনিয়া ঠান্‌দি অত্যন্ত চটিয়া গেলেন। বলিলেন
"ভাই হে! তবে তোমার দ্বারা হবে না—তুমি
ও। আমরা রমার জন্তে অন্ত বর ঠিক করব।"

নবগোপাল বলিল—"সে কি ঠান্‌দি—গঙ্গার
ঝে এনে নৌকা ডোবাবেন না। আমি
পনার শরণাপন্ন হলাম,—আমায় রক্ষা করুন।"

ঠানদি বলিলেন—"তোমার যদি ভক্তি থাকে, তা
লে রক্ষা কর্‌তে পারি।"

"খুবভক্তি আছে, কি ক'রে প্রমাণ দিই বলুন ?"

"আচ্ছা, তবে ঐ বালুসাইটে ফেলে না রেখে
য়ে ফেল দিকিন লক্ষ্মীটির মত।"

নবগোপাল মুহূর্ত্তের মধ্যে ভক্তির প্রমাণ দিল।

ঠান্‌দি খুশী হইয়া বলিলেন—"চেলী, জরীর
ত্তো এখানে পাওয়া যাবে—তার জন্তে ভাবিনে।
টোপরটার জন্তেই ভাবনা। সেরেস্তাদার বাবুর
ছেলের বিয়ে হ'ল আর বছর, এইখান থেকেই টোপর
তৈরি করিয়েছিল শুনলাম। কোথা তৈরি করালে,
তাদের বাড়ী দাই পাঠিয়ে খবর আনাচ্ছি দাঁড়াও।"

নবগোপাল বলিল—"আর কি দরকার ঠান্‌দি ?"

"কনেকে গায়ে হলুদ পাঠাবার শাড়ী-টাড়ী সব
এনেছ ?"

"না। এখানে পাওয়া যাবে বোধ হয় ?"

"তা পাওয়া যাবে। এখানে খুব সুন্দর সুন্দর
রেশমের শাড়ী পাওয়া যায়, পছন্দ ক'রে কিন্‌তে পার
যদি।"

"আপনি যদি ঠান্‌দি কেনবার সময় আমার সহায়
হন। আপনি গাড়ীর ভিতর ব'সে থাকবেন, আমি
শাড়ী এনে আপনাকে দেখাব। আমার হয়ে আপ-
নাকে পছন্দ ক'রে দিতে হবে।"

ঠান্‌দি সম্মত হইলেন। বলিলেন—"আর একটা
কথা। আমি সবই শুনেছি। বিয়ের পর কোথায়
গিয়ে থাকবে ?"

"এখনও ত ঠিক করিনি। পঞ্জাবেই আপাততঃ
থাকব কোথাও।"

"আমার কথা শুনবে ?"

"কি বলুন ?"

"অমৃতসরেই থাক এখন। বেশ জায়গা অমৃত-
সর। আমি বারো বচ্ছর আছি—আমি জানি।"

নবগোপাল একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"বেশ।
ইখানেই এখন থাকব।"

"তুমি যে বাড়ীতে উঠেছ, সে কেমন বাড়ী ?"

"মন্দ নয়।"

"আসবাবপত্র কিছু আছে ?"

"সামান্ত।"

"তা হ'লে ত সে-সব চাই। আমার রমা ত
একটা খালি বাত্রিবাড়ীতে গিয়ে সুখে আলতায় পা
দিতে পারবে না। সে বাড়ী সাজাতে হবে।
পারবে ?"

নবগোপাল ঠান্‌দির নিতান্ত আত্মীয়বৎ পরম
অমায়িক ব্যবহারে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।
তাই সে সাহস করিয়া একটা প্রস্তাব করিল। বলিল
—"ঠান্‌দি, আপনি যদি দয়া ক'রে এ দুদিন আমার
বাড়ীতে এসে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেন, ব'লে কয়ে
দেন,—তা হ'লে বড় ভাল হয়। যদি আপনার
হুকুম পাই, তা হ'লে কা'ল সকালে এসে গাড়ী ক'রে
আপনাকে নিয়ে যাই, আবার সন্ধ্যাবেলা এনে-রেখে
যাই। পর্শুও ঐ রকম করি—নইলে ত আর
কোনও উপায় নেই ঠান্‌দি।"

ঠান্‌দি গম্ভীর হইয়া একটু চিন্তা করিলেন, পরে
সস্মিত বদনে বলিলেন—"আমার কি প্রাণে ভয় নেই
মনে করেছ ভাই ?"

"কেন ?"

"আমায় নিয়ে যাবে—আর তোমার কনেটি কি
আমায় আস্ত রাখবে ? বলবে, তুমি কেন সমস্ত দিন
আমার বরকে বেদখল ক'রে রাখ্‌লে ?—কে বাড়ী
এসে ঝগড়া ক'রে মরবে বাপু ?"

নবগোপাল বলিল—"দখল হবার আগে ত বেদ-
খল হ'তে পারে না। এ দুদিন ত আমি নাওয়ারিশ,
—সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে আমায় দখল করুন
ঠান্‌দি।"

এইরূপ হাস্য-পরিহাসের পর স্থির হইল, পরদিন
প্রভাতে আসিয়া নবগোপাল ঠান্‌দিকে লইয়া যাইবে।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রমার বিদ্যাশিক্ষা।

নবগোপালের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। রমার
পিতামাতা দেশে ফিরিয়া গিয়াছেন—নবগোপালের
অনুরোধবশতঃ লক্ষ্মীকে তাঁহারা রমার পরিচর্য্যায়
রাখিয়া গিয়াছেন।

অমৃতসর স্থানটা নবগোপালের বেশ ভাল লাগি-
য়াছে। সে এখন কিছুদিন এইখানেই থাকিবার

বাসনা করিয়াছে। বাড়ীটা মাস হিসাবে ভাড়া করিয়া লইয়াছে।

বিবাহের পর এক সপ্তাহকাল এই নবদম্পতীর সহর দেখিয়াই কাটিল। প্রাতে স্নান ও কিঞ্চিৎ জলযোগের পর, গাড়ী করিয়া দুই জনে সহর দেখিতে বাহির হইত,—মুকুন্দলাল কোচবাক্সে বসিয়া যাইত। দরবার সাহেবের মন্দির, বিবিধ মঠ, শালের কারখানা, সরকারী বাগান, গোবিন্দগড়, কেল্লার ভগ্নাবশেষ—এই সকল একে একে তাহারা দেখিয়া ফেলিল। নবগোপাল পূর্ব্বে অনেকবার পশ্চিম-ভ্রমণে আসিয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশের বাহিরে রমার এই প্রথম পদার্পণ। নানাবিধ নূতন দৃশ্যাদি দেখিয়া তাহার বিস্ময় ও আনন্দ আর ধরে না। এ কয়েকদিন তাহার সাহচর্য্যে তাহার তরুণ হৃদয়ের সজীব মধুরতায় নবগোপাল আত্মীয়-বিচ্ছেদজনিত সমুদায় ক্লেশ প্রায় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে।

বিবাহের এক সপ্তাহ পরে, একদিন অপরাহ্নকালে রমা ও নবগোপাল শয্যাকক্ষ-সংলগ্ন ছায়াময় বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতেছিল। সে দিন প্রভাতে গদাধরের নিকট হইতে তাঁহাদের গ্রামে পৌঁছিবার সংবাদ আসিয়াছে। গদাধর গৃহের বিবরণ সমস্তই লিখিয়াছেন এবং বিশেষ করিয়া নবগোপালকে নিষেধ করিয়াছেন, যেন সে রমাকে এ সংবাদ না দেয়; কারণ, বিদেশে বালিকা শুনিয়া অনর্থক দুশ্চিন্তান্বিত হইবে; সুতরাং নবগোপাল পত্রের এই অংশ গোপন করিয়া অপর অপর সমুদয় অংশ পড়িয়া রমাকে শুনাইয়াছে।

রমা তাহার পিতার পত্রখানি সস্নেহে বারংবার করতলে ধারণ করিয়া বলিল—"আমি যদি পড়তে পারতাম ত বেশ হ'ত।"

নবগোপাল শুনিয়া বলিল—"রমা, তুমি লেখাপড়া শিখবে?"

রমা অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে তাহার সম্মতি জানাইল।

নবগোপাল বলিল—"তবে আজ থেকেই আরম্ভ করা যাক্।"

একখানি প্রথম ভাগ কোথায় পাওয়া যায়? বঙ্গদেশের ক্ষুদ্রতম গ্রামেও যে দ্রব্য প্রতিদিন প্রাপ্তব্য, এ সুদূর পশ্চিমে শত চেষ্টাতেও তাহা হয় ত পাওয়া যাইবে না; কিন্তু উৎসাহ নূতন, বাধা মানিল না। নবগোপাল তাহার তোরঙ্গ হইতে একটি জুতা-জড়ান বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ছিন্নাংশ সন্ধান করিয়া আনিল। সেখানির কলেবর হইতে এক একটি করিয়া অক্ষর বাছিয়া রমাকে চিনাইয়া দিতে লাগিল। সেই অপরাহ্নেই রমা ক-বর্গ ও চ-বর্গের প্রায় অনেক অক্ষরই আয়ত্ত করিয়া ফেলিল।

পরদিন একখানি প্রথমভাগের সন্ধানে নবগোপাল ভূপেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিল। ভূপেন্দ্র বলিল, এখানে বাঙ্গালা প্রথম-ভাগ পাওয়া কঠিন,—কলিকাতা হইতে আনাইয়া লওয়া ভিন্ন উপায় নাই। ঠান্‌দি বলিলেন—"তোমার বউ ক খ শিখবে ত? তার জন্যে ভাবনা নেই, তার উপায় আমি ক'রে দিচ্ছি। আমার কাছে একখানি শিশুবোধক আছে, তাতে ক খ, আর আর সবই আছে। এইখানি নিয়ে যাও আপাতত, আর কলকাতায় চিঠি লেখ বই আনাবার জন্যে। কিন্তু তোমার বই এলেই আমার শিশুবোধকখানি দিয়ে যেও দাদা—ওতে একটি গঙ্গার স্তব আছে, সে আর কোথাও পাওয়া যায় না।

নবগোপাল বহি পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। এই শিশুবোধকখানি দেখিয়া তাহার জননীর কথা বারংবার মনে পড়িতে লাগিল। তাঁহারও পূজার স্থানে চৌকিখানির উপর নিত্যকর্ম্ম প্রভৃতি অন্যান্য পুস্তকাদির সহিত একখানি শিশুবোধক সযত্নে রক্ষিত আছে,—সেও এই গঙ্গার স্তবটির জন্য।

সে দিন বাড়ী গিয়া নবগোপাল সন্ধ্যাকালে তাহার মাতাকে একখানি পত্র লিখিল। সে যখন পত্র লিখিতে ব্যাপৃত ছিল, তখন রমা আসিয়া তাহার নিকট দাঁড়াইল। সে যে কয়েকটি অক্ষর চিনিয়াছি[l] তাহার কোনটিও পত্রের কলেবরে পাওয়া যায় কি না, তাহাই সে বিশেষ মনোযোগের সহিত অন্বে[ষণ] করিতে লাগিল।

নবগোপালের লেখা সমাপ্ত হইলে রমা জিজ্ঞা[সা] করিল—"চিঠি কাকে লিখছ গো?"

নবগোপাল অন্যমনে বলিল—"আমার মাকে"

রমা একটু দুঃখিত স্বরে বলিল—"তো[মার মা]কে?"—'তোমার' শব্দটার উপর একটু জোর [দিয়া] বলিল।

নবগোপাল সহসা নববধূর মুখখানির প্রতি চা[হিয়া] তাহার ডাগর চক্ষু দুইটিতে তাহার মনোভাব [বুঝিতে] করিল। আদরের স্বরে বলিল—"আমাদের মাকে"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মাতার পত্র।

রমার লেখা-পড়া শিক্ষা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হইতে লাগিল। কলিকাতা হইতে রমার ছোট, বড়, গল্প, পদ্য সচিত্র, লাল, কাল এবং বে

[ক]ালীতে ছাপা অনেকগুলি বহি আসিয়াছে। সুন্দর [ব]াধানো দুইখানি খাতাও আসিয়াছে, তাহাতে রমা [.] খ এবং নবীন, গোপাল, যাদব প্রভৃতির মনোজ্ঞ [ক]াহিনী অবিশ্রাম লিখিয়া যাইতেছে।

রমাকে লেখাপড়া শিখাইবার অবসরকালে নব-[গ]োপাল প্রতিদিন তাহার মাতার নিকট হইতে পত্রের [প্র]তীক্ষা করিতে লাগিল। পত্র লেখার একপক্ষ পরে [মা]তার উত্তর আসিল। তিনি বরকন্যাকে আশীর্ব্বাদ [ক]রিয়াছেন। লিখিয়াছেন, কর্ত্তা ভয়ানক রাগিয়াছেন —তাঁহার সাক্ষাতে নবগোপালের নামোচ্চারণ পর্য্যন্ত [ক]াহারও করিবার হুকুম নাই। তিনি গৃহিণীকে [স]াবধান করিয়া দিয়াছেন, যেন নবগোপালকে কোনও [প]ত্রাদি না লেখেন। মা লুকাইয়া ইস্কুলের পণ্ডিত [ম]হাশয় হারাধন চক্রবর্ত্তীর সাহায্যে এই পত্র প্রেরণ [ক]রিলেন। ইহা ছাড়া, পত্রমধ্য হইতে একশত [ট]াকার একখানি নোটও বাহির হইল।

পত্র পাইয়া নবগোপাল অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। [গু]রু চক্রবর্ত্তীর নামে ঠিকানা দিয়া মাতাকে উত্তর [লি]খিল। একখানি ছোট খামে মা'র চিঠিখানি [পু]রিয়া, একখানি বড় খামে তাহাকে প্রবেশ করা-[ই]ল। পণ্ডিত মহাশয়কে অনুরোধ করিল, তিনি যেন [স্ব]য়ং গিয়া পত্রখানি তাহার মাতাকে দিয়া আসেন।

রমা এখন দ্বিতীয় ভাগ ধরিয়াছে। ছাপার বহি [প]াইলে অনেক কথাই সে এখন পড়িতে পারে। [এ]কদিন সে একখানি ইংরাজি বহি লইয়া অত্যন্ত [বি]স্মিতভাবে অক্ষরগুলির প্রতি দৃষ্টি করিতেছিল। [ত]াহা দেখিয়া নবগোপাল জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি [ই]ংরেজী পড়তে শিখবে রমা?"

রমা বলিল—"শিখব।"

নবগোপাল ভাবিতে লাগিল, যদি এক মেম [শি]ক্ষয়িত্রী পাওয়া যায়, সে রমাকে ইংরাজি পড়াইবার [স]ঙ্গে সঙ্গে একটু সূচিকার্য্যও শিখাইয়া দিতে পারে, [ত]াহা হইলে বড়ই সুবিধা হয়। ভূপেন্দ্রের নিকট [স]ন্ধান লইয়া জানিল, সেখানে একটি জেনানা মিশন [আ]ছে, সেখানে চেষ্টা করিলে মেম শিক্ষয়িত্রী পাওয়া [য]াইতে পারে। পরদিনই নবগোপাল জেনানা [মি]শনে গিয়া শিক্ষয়িত্রীর বন্দোবস্ত করিয়া আসিল; [মে]ম সাহেব প্রত্যহ বৈকালে আসিয়া এক ঘণ্টা পাঠ [এ]বং এক ঘণ্টা সূচিকার্য্য শিক্ষা দিয়া যাইবেন।

এইরূপে অমৃতসরে দুইটি মাস অতিবাহিত হইল। [ন]বগোপাল যে শুধু রমাকে লেখাপড়া শিখাইবার [জ]ন্যই ব্যস্ত ছিল, তাহা নহে। নানা স্থানে [ক]র্ম্মের সন্ধান করিতেছিল। কলিকাতায় তাহার পূর্ব্ব-শিক্ষকগণকে এ বিষয়ে পত্র লিখিয়াছিল। একজন কতকটা আশাও দিয়াছেন—কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছুই স্থির হয় নাই।

রমা মেমের কাছে সূচিকার্য্য যত শিখুক বা শিখুক, চতুরা লছমী অনেকগুলি শিখিয়া লইয়াছে। তবে পড়ায় রমার উন্নতি ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে। সে এখন বাঙ্গালা চিঠি আসিলে পড়িতে পারে। একদিন নবগোপালের মাতার পত্র আসিল। রমা তাহা সমুদয় পাঠ করিতে পারিল। তাহা এইরূপ :—

"পরম কল্যাণীয়েষু—

বাবা নবগোপাল, তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি ও বধূমাতা ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইলাম। উঁহার মেজাজ এখন বড়ই খারাপ আছে, এখনও রাগ পড়ে নাই। কেহ তোমার নাম তাঁহার সাক্ষাতে করিলে জ্বলিয়া যান। যাহা হউক, আশা করি, সময়ে তাঁহার মন নরম হইবে। সময় বুঝিয়া আমি একদিন তাঁহার কাছে তোমার কথা পাড়িব। বধূমাতা কেমন আছেন লিখিবে এবং পড়াশুনা কেমন হইতেছে লিখিবে। কিন্তু তুমি খৃষ্টান মেম শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়াছ শুনিয়া চিন্তিত হইলাম। কারণ, খৃষ্টান মেয়েরা না কি আমাদের ঠাকুর দেবতাগণের নামে মিথ্যা কলঙ্ক করে, এবং সকলকে খৃষ্টান করিতে চেষ্টা করে। গত সোমবার বরিশাল হইতে মেজ কাকা আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, তাঁহাদের সেখানে খৃষ্টান মেমদিগের অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। গত শারদীয়া পূজার সময় তাঁহাদের একটি-প্রতিবেশী ভদ্রলোক দশ বৎসর বয়স্ক কন্যাকে লইয়া ঠাকুর দেখিতে গিয়াছিলেন। কন্যাটি মেমদের ইস্কুলে পড়িত। তিনি স্বয়ং প্রতিমাকে প্রণাম করিয়া, কন্যাকে বলিলেন—মা, প্রণাম কর। কন্যা বলিল—না বাবা, মাটীর দেবতাকে প্রণাম করিব না—গুরুমা বারণ করিয়া দিয়াছেন। পিতা প্রথমে বুঝাইয়া, পরে ক্রোধ করিয়া অনেক চেষ্টা করিলেন। মেয়ে কিছুতেই শুনিল না, বলিল, আমাকে কাটিয়া ফেলিলেও আমি মাটীর পুতুলকে প্রণাম করিব না। সহস্র লোক সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। খবরের কাগজে পর্য্যন্ত না কি এ ঘটনা ছাপা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং খুব সাবধান, যেন কোনরূপ কুশিক্ষা না হয়। আর যদি সে মেম বধূমাতাকে যীশুখৃষ্টের গান শিখাইয়া থাকে, তবে সে সকল গানে "খৃষ্ট" কথাটার পরিবর্ত্তে "কৃষ্ণ" করিয়া

লইয়া গাহিতে কোন আপত্তি নাই, কারণ, শুনিলাম, বরিশালে মেয়েরা সকলেই এইরূপ করিতেছে।

বধূমাতার চুল কত বড় এবং খোঁপা ভাল করিয়া বাঁধিতে জানেন কি না লিখিও এবং একখানি ফটোগেরাপ তুলাইয়া আমাকে পাঠাইয়া দিও। তোমরা দুই জনে আমার আশীর্ব্বাদ জানিও এবং বিশেষ সাবধানে থাকিও ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষিণী
তোমার মাতা।"

এই পত্র পাইয়া নবগোপাল অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। শীঘ্রই রমার ছবি তুলাইয়া মাকে পাঠাইয়া দিল।

কয়েকদিন পরে কলিকাতা হইতে একটা সুসংবাদ আসিল। নবগোপালের পুরাতন শিক্ষক লিখিয়াছেন, কাশ্মীর রাজপরিবারের একটি বালকের জন্য একজন ভাল শিক্ষকের প্রয়োজন। সেখানকার রেসিডেন্ট তাঁহাকেই উপযুক্ত শিক্ষক অন্বেষণ করিয়া দিবার ভারার্পণ করিয়াছেন। বেতন দুই শত টাকা। নবগোপাল যদি ইচ্ছা করে, তবে তিনি তাহাকে এই কার্য্যটি করিয়া দিতে পারেন।

বলা বাহুল্য, নবগোপাল আগ্রহের সহিত ইহা গ্রহণ করিল। কয়েক দিবসের মধ্যেই ঠানদি প্রভৃতির নিকট বিদায় লইয়া, রমা ও লছমীকে সঙ্গে করিয়া, নবগোপাল কাশ্মীরযাত্রা করিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কাশ্মীরযাত্রা।

কাশ্মীর যাইবার অনেকগুলি পথ আছে। তন্মধ্যে মরী-কার্ট-রোড পথ সর্ব্বাপেক্ষা সুগম ও শীঘ্র। এই পথ রাওলপিণ্ডি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। রাওলপিণ্ডি হইতে টোঙ্গা লইয়া একেবারে শ্রীনগর যাওয়া যায় (মরী পথ-মধ্যে অবস্থিত)—তাহাতে দুই দিন লাগে। যাঁহাদের সময়ের ত্বরা নাই, তাঁহারা বরামুলা অবধি টোঙ্গায় গিয়া, সেখান হইতে নৌকাযোগে ঝীলমের বক্ষ দিয়া শ্রীনগরে পৌঁছিয়া থাকেন। পথের এই অংশটি অত্যন্ত উপভোগযোগ্য,—প্রাকৃতিক শোভায় মনোহর।

রাওলপিণ্ডিতে দুই দিন বিশ্রাম করিয়া, প্রত্যূষে নবগোপাল স্ত্রী ও লছমীকে লইয়া টোঙ্গায় আরোহণ করিল।

[illegible] প্রথম কিয়ৎক্ষণ রমা মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া রহিল। দাদার নিকট [illegible] গ্রহণ তাহার মনে একখানি বাষ্পখণ্ড বিস্তার [illegible] ছিল। দুই তিন মাইল অতিক্রান্ত হইলে, দুই [illegible] নব নব দৃশ্য তাহার মনকে আবার প্রফুল্ল [illegible] তুলিল। এখন দুই ধারে শস্যক্ষেত্র, সম্মুখে, [illegible] দূরে,—পর্ব্বতমালা। রমা নবগোপালকে জিজ্ঞা[illegible] করিল—"ঐ পাহাড়ের কাছে যখন আমরা যা[illegible] তখন গাড়ী কি ক'রে উপরে উঠবে?" নবগো[illegible] বলিল—"পাহাড়ের গায়ে রাস্তা আছে। [illegible] সটান পাহাড়ের উপর ওঠে না,—পাহাড়কে [illegible] ঘিরে ঘিরে ওঠে।"

রমা ইহা ভাল বুঝিতে পারিল না। নবগো[illegible] তাহার পকেট হইতে "গাইড" বাহির করিয়া ব[illegible] —শৈলগ্রাম থেকে আমরা পাহাড়ে উঠতে [illegible] করব,—আর দশ ক্রোশ পরে। তখন দে[illegible] বুঝতে পারবে।"

বারাকু পর্য্যন্ত পথটি বৃক্ষচ্ছায়াসম্পন্ন। [illegible] বারাকু ছাড়াইলে পথ-পার্শ্বস্থ বৃক্ষও কমিয়া গে[illegible] সূর্য্যের তেজও প্রখর হইতে লাগিল। রমার কা[illegible] তখন হইতে একটু একটু করিয়া কমিতে লাগি[illegible]

দেখিতে দেখিতে ত্রেতের ডাকবাঙ্গলাও [illegible] হইয়া গেল। এখান হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতের [illegible] আরোহণ আরম্ভ। টোঙ্গার গতি কমিল। [illegible] আরোহণ আরম্ভ হইলে, রমা আবার উত্তেজিত [illegible] উঠিল। পথের একধারে উচ্চ পর্ব্বতগাত্র,—অ[illegible] অল্পোচ্চ রেলিং,—তাহার পর খদ নামিয়া গি[illegible] দুই ধারেই বহু বৃক্ষ,—সমস্তই সবুজ। বেলা [illegible] দশটা হইবে,—তখন টোঙ্গা যে স্থানে পৌঁছিল, [illegible] নাম চত্তর। সেখানে ঘোড়া বদল হইল। [illegible] তার কিয়দ্দূরে অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক হিন্দীতে ব[illegible] "বাবু, ঐখানে একটি সুন্দর বাগান আছে। [illegible] নারা যদি একটু বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করেন, [illegible] হইলে উহার ভিতরে যাইতে পারেন।"

রমা সে বাগান দেখিবার জন্য ব্যগ্রতা [illegible] করিল। নবগোপাল বলিল—"চল তবে [illegible] দেখে, ঐখানে কিছু খেয়ে নিয়ে, আবার [illegible] যাবে।" তাহাদের সঙ্গে সারাদিনের উপযুক্ত [illegible] সংগৃহীত ছিল। তাহা লইয়া তিন জনে টোঙ্গা [illegible] অবতরণ করিয়া বাগান অভিমুখে অগ্রসর [illegible]

সকলেরই অত্যন্ত ক্ষুধা পা[illegible] [illegible] জনে বসিয়া [illegible] স্থান অন্বেষণ [illegible] আয়োজনের মধ্যে [illegible]

জতে লাগিল, কিন্তু পকেটে কোথাও পাইল না। ...ন রমা ও লছমীকে সেই স্থানে রাখিয়া, টোঙ্গা ...তে দেশলাই আনিতে গমন করিল।

নবগোপাল যতক্ষণ চোখের আড়ালে রহিল, ...ই আর রমার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ...রল না। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর, আবার টোঙ্গা ...ড়িয়া দিল। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে শৈলগ্রাম সেতু ... হইতে হইল;—তাহার পর হইতেই রীতিমত ...ঙ্ক আরোহণ আরম্ভ। এতক্ষণ বৃক্ষগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ...,—এখন বড় বড় দেবদারু বৃক্ষের সারি আরম্ভ ...। মৃদু মৃদু বাতাস বহিতেছিল। দেবদারু ...গুলি দুলিয়া দুলিয়া পথিকগণকে যেন অভিবাদন ...তেছে। তাহাদের তলদেশে শুষ্ক পত্রের শয্যা ...ত। টোঙ্গার শব্দ শুনিয়া মাঝে মাঝে এক ...টা জন্তু কোথা হইতে বাহির হইয়া, মচ মচ শব্দ ...য়া একটুখানি অগ্রসর হইয়া আসে এবং নিরাপদ ...ধানে দাঁড়াইয়া ধাবমান টোঙ্গার প্রতি সকৌতুক ...পাত করিয়া থাকে।

ক্রমে সূর্য্য আকাশের মধ্যভাগে আরোহণ ...লেন। কিন্তু উত্তাপ বাড়িল না,—এবং একটু ...টু কমিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে একটি বাঙ্গলা ...থে আসিল। সেখানে টোঙ্গা পাঁচমিনিটের জন্য ...হিল,—ঘোড়াও বদল হইল। সেখান হইতে নিম্নে ...ল ভূমির বহুদূর বিস্তৃতি দেখা যায়। নবগোপাল ...চ দেখিয়া বলিল—"আমরা এখন চার হাজার ...উঠেছি।

টোঙ্গা যত ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, ক্রমে তত শীত ...তে লাগিল। একটা ঘোড়াবদল করিবার স্থানে ...য়া, টোঙ্গার পশ্চাদ্ভাগে আবদ্ধ তোরঙ্গ খুলিয়া ...গোপাল গাত্রবস্ত্রগুলি বাহির করিয়া আনিল।

অপরাহ্নসময়ে পথটি দ্বিশাখাবিশিষ্ট হইয়া দেখা ...। ড্রাইভার একটি বাঙ্গলা দেখাইয়া হিন্দীতে ...—"এই সানিবঙ্ক ডাকবাঙ্গালা। দক্ষিণে ঐ পথ ...ত গিয়াছে।" টোঙ্গা আসিবামাত্র, বাঙ্গলায় ...লায় এক জন খানসামা আসিয়া দণ্ডায়মান ...। সে ড্রাইভারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, হস্ত ...চা-পান করিবার মত ইঙ্গিত করিল। ড্রাই- ...নবগোপালকে জিজ্ঞাসা করিল—"হুজুর, চা ...

[illegible] ...পানা।"

[illegible] ... উচিত

[illegible]

কিয়ৎক্ষণ পরে, খানসামা একটি ট্রে হাতে করিয়া আসিয়া টোঙ্গার নিকট দাঁড়াইল। তাহাতে তিন পেয়ালা অত্যুষ্ণ চা,—কিছু রুটি, মাখন এবং কয়েকটি চুরুট। নবগোপালের হিসাবে ভুল হইয়াছিল। লছমী চা গ্রহণ করিল না।

চা-পান শেষ হইলে টোঙ্গা আবার অগ্রসর হইল। দক্ষিণে মরী সহর পড়িয়া রহিল। দেবদারু বৃক্ষের অন্তরালে অন্তরালে মরীর কাণ্টুনমেণ্ট, পোষ্ট আফিস প্রভৃতি দেখা যাইতে লাগিল।

মরী ছাড়াইয়া, পূর্ব্বমত প্রতি পাঁচ মাইলে ঘোড়া বদল হইল বটে,—কিন্তু আর একটিও ডাকবাঙ্গালা দেখা গেল না। ড্রাইভার বলিল, কোহালা পৌঁছিবার পূর্ব্বে আর ডাকবাঙ্গালা নাই। কোহালায় রাত্রি-যাপন করিবার জন্য নবগোপাল পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

মরী ছাড়াইয়া প্রথম কয়েক মাইল প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত রমণীয় দেখা গেল। ক্রমে কিন্তু পর্ব্বত-গাত্র অপেক্ষাকৃত বন্ধুর ভাব ধারণ করিল। রমা ঢুলিয়া ঢুলিয়া লছমীর কোলে মাথা দিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। কোহালায় যখন টোঙ্গা আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সন্ধ্যা সমাগত। কোহালা, পঞ্জাব ও কাশ্মীরের সীমান্ত-রেখার উপর অবস্থিত। ইহা একটি ক্ষুদ্র গ্রাম—বাজার, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ আফিস আছে। পূর্ব্ব হইতে এখানে নবগোপালের জন্য একটি ক্ষুদ্র বাড়ী একরাত্রির জন্য স্থির করা ছিল। সেই বাড়ীতে নামিয়া, সামান্য কিঞ্চিৎ রন্ধনাদির পর ক্ষুধার্ত্তগণ ভোজন সমাধা করিল। তাহার পর যে নিদ্রোপভোগ তাহা কেবল এইরূপ পরিক্লান্ত পান্থ জনের অদৃষ্টেই ঘটিয়া থাকে।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পথে।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া লছমী সারাদিনের উপযুক্ত লুচি ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া লইল। কিঞ্চিৎ আহারাদির পর বেলা দশটার সময় আবার টোঙ্গা ছাড়িল।

কোহালা হইতে বরামুলা এক শত মাইল। পূর্ব্বদিনের ক্লান্তি তখনও সম্পূর্ণ অপনীত হয় নাই, তাই নবগোপাল স্থির করিল, অদ্য মধ্যপথে ছাবোডি ...স্থানে বিশ্রামের বন্দোবস্ত করিবে।

জিজ্ঞাসা করিয়া আসিবেন, আমি যদি 'আত্মজীবন-চরিত' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করি, তবে তিনি সে পুস্তক নিজব্যয়ে প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছেন কি না। এই অলিখিত পুস্তকখানি অতীব মনোরম ও কৌতুকাবহ হইবার সম্ভাবনা।—ইতি।

শ্রীঅন্নদা।

পুঃ—

ভূধর চট্টোপাধ্যায় যে আমার প্রথমা পত্নীর অলঙ্কারের কথা বলিয়াছিলেন, এখন বলিতেছেন, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। পাছে মহাশয় সেগুলির অপ্রাপ্তিতে নিরাশা-দুঃখ অনুভব করেন, তাই এখন অবধি বলিয়া রাখিলাম। আমাকে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া তিনি এ কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এই মিথ্যাচরণের জন্য আমি তাঁহার কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন—'মুখুয্যে মহাশয় সংবিৎ পাইয়া যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বাক্স কোথায়—আমি বিস্মিত হইয়াছিলা[ম] বলিয়াছিলাম, কোন বাক্স পাই নাই। ডাক্তার আসে, এবং পরামর্শ দেয়, ও না, পীড়া বাড়িবে; বলিও বাক্স আছে; হইতে দাও। আমিও মনে করিলাম, মেয়েটিকে পার করিবার চেষ্টা করি। আমার মেয়ের কিনারা হইতেছিল না। মিথ্যা কথা বলিয়াছিলাম। তা সে টিকিত? বিবাহ হইলেই সমস্ত তখন ত আর তোমরা মেয়ে ফিরিয়ে না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যতই বি[...] বৎসল হউন, নীতিজ্ঞান তাঁহার [...] এরূপ শিথিল-নীতি মনুষ্য যে আম[...] না, ইহাতে আমি নিজকে [...]ড়া করিতেছি। ইতি।